অধ্যায়-১: পৌরনীতি ও সুশাসন পরিচিতি

প্রশ্ন ▶ ১ তানভীর ও রাশেদ দুই বন্ধু। তারা দু'জনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়ছে। রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, নাগরিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা এই সব বিষয়ের প্রতি তানভীরের আগ্রহ বেশি। অন্যদিকে, রাশেদ সব সময় মুদ্রাব্যবস্থা, আয়-ব্যয়, বাজেট তৈরি, সম্পদের সুষম বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বেশি আকৃষ্ট। তাই কলেজে তারা পছন্দমত বিষয় নির্বাচন করে। তানভীর ও রাশেদ পাঠ্যবিষয় নিয়ে আলোচনা করে লক্ষ করল বিষয় দু'টি ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য এক।

[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮। প্রশ্ন নং ১]

ক. রাষ্ট্র কী? ১

খ. শব্দগত অর্থে পৌরনীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. তানভীর ও রাশেদ কোন দু'টি বিষয়ের প্রতি আগ্রহী? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. তানভীর ও রাশেদের মত তুমিও কি মনে কর বিষয় দুইটি ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য অভিন্ন? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠন যার নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সংগঠিত সরকার, সার্বভৌমত্ব এবং কম অথবা বিপুল জনসমষ্টি রয়েছে।

খ শব্দগত অর্থে পৌরনীতি হলো নগররাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের আচরণ ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে দুটি ল্যাটিন শব্দ- Civis ও Civitas থেকে। Civis অর্থ 'নাগরিক', আর Civitas অর্থ 'নগররাষ্ট্র'। সুতরাং উৎপত্তিগত অর্থে নগররাষ্ট্র ও নগরবাসী সম্পর্কিত রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে জ্ঞানের যে শাখা গড়ে উঠেছে তাই পৌরনীতি। সংস্কৃত ভাষায় নগরকে 'পুর' বা 'পুরী' এবং নগরের অধিবাসীদের 'পুরবাসী' বলা হয়। আর পৌর হচ্ছে 'পুর' এর বিশেষণ যার অর্থ পুর বা নগর সংক্রান্ত বিষয়। প্রাচীন গ্রিসের এথেন্স, স্পার্টা ইত্যাদি ছিল এক একটি নগররাষ্ট্র। তবে বিশ্বের বর্তমান রাষ্ট্রগুলো প্রাচীন গ্রিসের 'নগররাষ্ট্রের' (City-State) মতো ছোট ও সরল নয়।

গ উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী, তানভীর পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রতি, আর রাশেদ অর্থনীতি বিষয়ের প্রতি আগ্রহী।

পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞানের সেই শাখা যেখানে সরকারের সংগঠন ও পদ্ধতি, সংবিধান এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি এটি নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে। অন্যদিকে, অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, বিনিময়, বিতরণ, ভোগ ও ভোক্তার আচরণ এবং মানুষের অভাব ও বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, দুই বন্ধু তানভীর ও রাশেদ একই কলেজে দুটি ভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়ছে। রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, নাগরিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা এগুলোর প্রতি তানভীরের আগ্রহ থাকায় সে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি নিয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে মানুষ যেসব কাজ করে তার সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। আবার পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি বা বিষয়বস্তু কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে, মুদ্রা ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়, বাজেট তৈরি, সম্পদের সুষম বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি রাশেদ বেশি আগ্রহী। এটি অর্থনীতি বিষয়টিকেই নির্দেশ করে। কেননা, অর্থনীতি নাগরিকদের অর্থ উপার্জন, অর্থ ব্যয় এবং সীমিত অর্থে কীভাবে বহুবিধ চাহিদা পূরণ করতে হয় সে সম্পর্কে জ্ঞান দান করে।

ঘ হ্যাঁ, তানভীর ও রাশেদের মত আমিও মনে করি বিষয় দুইটি ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য অভিন্ন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি বিষয় দুটি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। উভয়ই সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পৌরনীতি ও সুশাসনকে বলা হয় নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান, আর অর্থনীতিকে বলা হয় অর্থনীতি বিষয়ক বিজ্ঞান। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য, আচরণ, প্রত্যাশা প্রভৃতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে। আর অর্থনীতি নাগরিকের সুবিধার্থে বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উভয়ের লক্ষ্য নাগরিকের কল্যাণ সাধন করা।

প্রতিটি রাজনৈতিক সমস্যার যেমন অর্থনৈতিক দিক রয়েছে, তেমনি প্রতিটি অর্থনৈতিক সমস্যার রয়েছে রাজনৈতিক দিক। তাই রাজনীতিবিদদের অর্থনৈতিক জ্ঞান এবং অর্থনীতিবিদদের রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা দরকার। সমাজসেবা, সমবায়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সম্পদের বণ্টন, উৎপাদন ইত্যাদি পৌরনীতি ও অর্থনীতি উভয় শাস্ত্রেই গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন মূলত নাগরিককে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে। অন্যদিকে, অর্থনীতি মানুষের জীবনে অভাব ও চাহিদার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে সুন্দর ও সুখী জীবনযাপনে সহায়তা করে থাকে। এভাবে এ দুটি বিষয় নাগরিক জীবনকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য কাজ করে। একটি দেশের রাজনৈতিক সংগঠনের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি সে দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার কোনো দেশের আর্থিক উন্নতি ও অবনতি সমানভাবে সে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান কল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলো নাগরিকের সার্বিক মঙ্গলের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসংস্থান, মজুরি, সমবায় আন্দোলন, কর-খাজনা ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজগুলো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি প্রকৃতপক্ষে গভীরভাবে পরস্পর সম্পর্কিত দুটি বিষয়।

প্রশ্ন ▶ ২ রাফি একাদশ শ্রেণিতে মানবিক বিভাগে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু বিষয় বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ে সে তার বাবার কাছে পরামর্শ চাইল। তিনি তার সন্তানকে সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জন এবং নাগরিক অধিকার ভোগ ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের জন্য নাগরিকতা সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়কে পাঠ্য হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। তখন রাফি তার বাবাকে বলল, এ বিষয়ে অনার্স পড়ার তো কোনো সুযোগ নেই। রাফির বাবা বললেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ের সাথে ঘনিষ্ঠতর একটি বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ আছে।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো.-'১৮। প্রশ্ন নং ১]

https://teachingbd24.com

ক. সুশাসন কী? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে রাফির বাবা যে বিষয়টি বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন তার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন।

খ আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবার সমান হওয়া এবং সব কিছুর ওপরে আইনের প্রাধান্যের স্বীকৃতিকে বোঝায়।
আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি এবং ছোট বড় নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান। আইনের শাসন ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

গ উদ্দীপকে রাফির বাবা তাকে পাঠ্য হিসেবে যে বিষয়টি বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন সেটি হলো পৌরনীতি ও সুশাসন।
মানুষ যেসব প্রতিষ্ঠান, অভ্যাস ও কার্যাবলি এবং চেতনার মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে পৌরনীতি ও সুশাসন সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তির উন্নতির পাশাপাশি নাগরিকদের সামনে সমস্যা ও জটিলতা বাড়ছে। তাই পৌরনীতির আলোচনার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। আগের মতো এর বিষয়বস্তু শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই, বরং নাগরিকের কল্যাণসংশ্লিষ্ট সব দিকে বিস্তৃত হয়েছে। সুনাগরিকের গুণাবলি এবং নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পৌরনীতি ও সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।
উদ্দীপকের রাফি একাদশ শ্রেণিতে মানবিক বিভাগে ভর্তি হয়েছে। বিষয় বেছে নেওয়ার জন্য সমস্যায় পড়লে সে তার বাবার কাছে পরামর্শ চায়। রাফির বাবা তাকে সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জন এবং নাগরিক অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের জন্য নাগরিকতা সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়কে পাঠ্য হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দেন, যা পৌরনীতি ও সুশাসনকেই ইঙ্গিত করে। এছাড়া তিনি বলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ের সাথে ঘনিষ্ঠতর একটি বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ আছে, যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নির্দেশ করে। রাফির বাবার আলোচ্য বিষয়গুলো অর্থাৎ নাগরিকতা সংশ্লিষ্ট সব বিষয় নিয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে। তাই কোনো নাগরিক যদি সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে চায় তবে তার উচিত পৌরনীতি ও সুশাসনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা।

ঘ 'উদ্দীপকের দু'টি বিষয় তথা পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর'— বক্তব্যটি যথার্থ।
'পৌরনীতি ও সুশাসন' এবং 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' সামাজিক বিজ্ঞানের একই শাখার দু'টি অংশ। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের অধিকার, কর্তব্য এবং নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করে। অপরদিকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান নাগরিকের রাজনৈতিক সংগঠন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের গঠন ক্ষমতা ও কার্যাবলি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রাষ্ট্র, সরকার, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ, নির্বাচকমণ্ডলী, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি পৌরনীতি ও সুশাসনেও আলোচিত হয়। সুতরাং, উভয়ের আলোচ্য বিষয় কার্যত এক ও অভিন্ন।
উদ্দীপকে দেখা যায়, একাদশ শ্রেণির ছাত্র রাফির বাবা তাকে নাগরিকতা সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় পাঠ্য হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ একটি বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ, তিনি বিষয়বস্তুগত দিক থেকে বিষয় দুটির মধ্যে সম্পর্কের কথা বলেছেন। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগত ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। উভয় শাস্ত্রেই সাধারণ কিছু বিষয় আলোচনা করা হয়। যেমন— সংবিধান, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকার, প্রশাসন, স্বাধীনতা, আইন, সাম্য, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। তবে পৌরনীতি ও সুশাসন অপেক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যাপক এবং তার পরিসর দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুত, পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিজ্ঞান। আর নাগরিক ও রাষ্ট্র একটি অবিচ্ছেদ্য ধারণা। রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান নাগরিক। নাগরিক ছাড়া রাষ্ট্র হতে পারে না। আবার রাষ্ট্র ছাড়া নাগরিকের ধারণা অর্থহীন। এ হিসেবে পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

প্রশ্ন ▶৩ জনাব শিহাব একজন বাংলাদেশি নাগরিক। কিন্তু কাজের জন্য তিনি বিদেশে অবস্থান করেন। অবসর সময়ে তিনি টিভিতে বাংলাদেশের খবরাখবর মনোযোগ সহকারে দেখেন। নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধ তাকে দেশ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করে তোলে। তিনি লাইব্রেরি থেকে বাংলাদেশের একটি সংবিধান ক্রয় করেন। *[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সাম্যের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. আইনের শাসন কীভাবে নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করে? ২
গ. জনাব শিহাবের মতো দেশ সম্পর্কে জানতে কোন বিষয় তোমাকে সাহায্য করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সবাই জনাব শিহাবের মতো সচেতন নাগরিক হলে তা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়ক হবে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারই হলো সাম্য।

খ আইনের প্রাধান্য রক্ষা এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে আইন প্রয়োগ করে আইনের শাসন নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করে।
আইন নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের মাধ্যমে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার নাগরিক স্বাধীনতাকে প্রসারিত করে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও নাগরিক স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করে। এছাড়া ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করে সভ্য, সুন্দর ও মুক্ত জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সচেতন নাগরিকরা নিজের দেশকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণধর্মী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান। তাই সবাই জনাব শিহাবের মতো সচেতন নাগরিক হলে তা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিরাট ভূমিকা পালন করবে।
রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলাই হলো সুশাসন। আর সুশাসনের লক্ষ্য নাগরিকের কল্যাণ সাধন। নাগরিকরা সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অনেকটাই সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। প্রত্যেক নাগরিক দেশের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হয়ে আইনের শাসন মানা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারে।
সচেতন নাগরিক রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। রাষ্ট্রের প্রতি তারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। সচেতন নাগরিকরা জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণেও ভূমিকা রাখে, আর এটি সুশাসনের প্রধান উপাদান। সচেতন নাগরিকরা দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং দেশের প্রচলিত ন্যায়-নীতি, মূল্যবোধের চর্চা করে। পাশাপাশি সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমতা ইত্যাদি গুণের চর্চার মাধ্যমে

https://teachingbd24.com

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার চেষ্টা করে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আবার সচেতন নাগরিক দেশের প্রচলিত আইন মেনে চলে এবং অন্যদেরকেও এ কাজে উৎসাহিত করে। ফলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

পরিশেষে বলা যায়, দেশ ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য পালনের গুরুত্ব অনেক। এর মধ্য দিয়েই নাগরিক জীবন সুসংহত ও উন্নত হয়। আর রাষ্ট্রে নাগরিক জীবন উন্নত হলে সাম্য, স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পরিবেশই রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ▶ ৪ নিলয় একটি দেশের সরকার, নাগরিক, স্বাধীনতা, আইন, রাষ্ট্রীয় নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য একটি বিষয় পাঠ করেছে। তার বন্ধু নিবিড় সমাজনীতি, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, জ্ঞাতি সম্পর্ক ইত্যাদি জানার জন্য আরেকটি বিষয় পাঠ করেছে। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. পৌরনীতি ও সুশাসন কোন ধরনের বিজ্ঞান? ১
খ. জেন্ডার স্টাডিজ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে নিলয় ও নিবিড়ের পাঠ্য বিষয়বস্তু কি অভিন্ন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নিলয় এর পঠিত বিষয়টি কী? এটি ছাড়া একটি দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান।

খ জেন্ডার স্টাডিজ বলতে এমন বিষয়কে বোঝায়, যা লৈঙ্গিক বিষয়গুলো বা নারী-পুরুষের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিদ্যমান বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করে।

জেন্ডার স্টাডিজের উদ্দেশ্য হলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের জন্য বিশেষ করে সরকারি সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্য দূর করা। কীভাবে নারী-পুরুষের বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে, কীভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সেসব বিষয় নিয়েও জেন্ডার স্টাডিজ আলোচনা করে। জেন্ডার স্টাডিজের বক্তব্য হচ্ছে, রাষ্ট্র কোনোভাবে শুধু নারী বলে একজন মানুষকে অবজ্ঞা, অবহেলা এবং ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। এ বিষয় অধ্যয়নের লক্ষ্য হচ্ছে নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপ করে সত্যিকার মানবাধিকারভিত্তিক একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

গ উদ্দীপকের নিলয় ও তার বন্ধু নিবিড় যে বিষয় দুটি পাঠ করেছে তা হলো পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপ ও সামাজিক জীবনের আলোচনা, বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে থাকে সমাজবিজ্ঞান। অপরদিকে, সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থাৎ নাগরিকের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আচরণ ও কার্যাবলি সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করে পৌরনীতি ও সুশাসন। এ কারণেই পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান উভয়েই একে অপরের পরিপূরক। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র ও নাগরিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। অপরদিকে, সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ, মূল্যবোধ, সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে পৌরনীতি ও সুশাসনের অধ্যয়নকে সমৃদ্ধ করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন হলো নাগরিকতা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। নাগরিকতার ধারণা এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান উভয়েরই আলোচ্য বিষয়। তবে সমাজবিজ্ঞানের পরিধি পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি অপেক্ষা বৃহত্তর। অনেক পৌর ও নাগরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা ও গবেষণার বিষয়বস্তু। পৌরনীতি ও সুশাসনকে সমাজবিজ্ঞানের অংশরূপে বর্ণনা করা গেলেও উভয় বিজ্ঞানই পরস্পর নির্ভরশীল। সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্র এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাদির উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসনকে তথ্য সরবরাহ করে। অনুরূপভাবে পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজবিজ্ঞানের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে।

উপরের আলোচনার শেষে বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে নিলয়ের পঠিত বিষয়টি হলো পৌরনীতি ও সুশাসন, যা ছাড়া একটি দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, নিলয় একটি দেশের সরকার, নাগরিক, স্বাধীনতা, আইন, রাষ্ট্রীয় নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য একটি বিষয় পাঠ করেছে। সে মূলত পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি পাঠ করেছে। কারণ এগুলো পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়। আর একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়টির ভূমিকা অপরিহার্য।

বর্তমানকালে পৌরনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা অধিক। নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে এমন সব কিছু এবং নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের প্রায় সব দিক নিয়েই পৌরনীতি পর্যালোচনা করে। কোনো রাষ্ট্রের জনগণ পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতা বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করে, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারে। যা তাদেরকে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলে। পৌরনীতি পাঠের ফলে নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠে। আবার পৌরনীতি ও সুশাসন জাতীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করে। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে, যা রাষ্ট্রের উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে শাসকগণ শাসন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন। এর ফলে সুষ্ঠুভাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তারা সুশাসন কায়েম করতে পারেন। আর রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে আর কোনো বাধা থাকে না। তাছাড়া নাগরিকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পৌরনীতির ভূমিকা অনন্য। এর ফলে একজন নাগরিক দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও ভয় পায় না।

আর এ কারণেই বলা হয় পৌরনীতির জ্ঞান ছাড়া একটি দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ৫ জনাব নাইম যুব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করতে গিয়ে যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি এগুলোর প্রতি তোমাদের কিছু কর্তব্যও রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে জানতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২; য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. সিভিস ও সিভিটাস শব্দের অর্থ কী? ১
খ. পৌরনীতি সম্পর্কে অধ্যাপক ই.এম. হোয়াইটের সংজ্ঞা কী? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. নাইম কোন বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মি. নাইমের শেষোক্ত বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিভিস ও সিভিটাস শব্দের অর্থ যথাক্রমে নাগরিক ও নগররাষ্ট্র।

খ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খ্যাতিমান লেখক ই. এম. হোয়াইট (Ebe Minerva White) তার *'The Philosophy of Citizenship'* গ্রন্থে পৌরনীতিকে সুন্দর ও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তার মতে, পৌরনীতি মানবজ্ঞানের সেই মূল্যবান শাখা যা নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও মানবতার সাথে যুক্ত প্রতিটি বিষয় পর্যালোচনা করে। তিনি আরও বলেছেন, যে শাস্ত্র নাগরিকতার সঙ্গে যুক্ত সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে, তাই পৌরনীতি।

https://teachingbd24.com

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব নাইমের শেষোক্ত বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

জনাব নাইম সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তার এ কথা খুবই যৌক্তিক। কেননা, পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে নাগরিকের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি সচেতনতা বাড়ে, গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত হয়, দেশপ্রেম বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে সুযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। এ বিষয়গুলোর চর্চার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। কারণ সুশাসনের বৈশিষ্ট্য হলো জনগণের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, দায়িত্বশীলতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা। আর সুশাসনের এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে কার্যকর করার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি পাঠ করা প্রয়োজন।

জনাব নাইমের সার্বিক বক্তব্যে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের গুরুত্ব ফুটে ওঠেছে। তিনি নাগরিকদের অধিকার আদায় ও কর্তব্য পালনের বিষয়ে যুবকদের সচেতন করার চেষ্টা করছিলেন। কেননা, সুনাগরিক হওয়ার জন্য নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য উভয়টি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি ভালো করে পাঠের মাধ্যমে তা সম্ভব। অধিকার কী, একজনের অধিকার কীভাবে অন্যের কর্তব্য হয় এবং কীভাবে তা পালন করতে হয় তার পরিপূর্ণ শিক্ষা আমরা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমেই কেবল জানতে পারি। আর সেই শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিকদের পক্ষেই কেবল সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে জানতে হলে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য— জনাব নাইমের এ বক্তব্যটি সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৬ জাহিন উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র। সে তার পাঠ্যবিষয় হিসেবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বেছে নিয়েছে। এর প্রথমটি রাষ্ট্রে একজন নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির কার্যাবলি ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করে, আর অন্যটি শিক্ষা দেয় কীভাবে একজন নাগরিক আয় ও ব্যয়ের সঠিক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে জীবনকে সমৃদ্ধ করবে। *[কু. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. নাগরিকতা কী? ১

খ. তুমি কীভাবে একজন স্থানীয় নাগরিক? ২

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত প্রথম বিষয়টি অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় দুটি পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত'— ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান পায় তাকে নাগরিকতা বলে।

খ আমি স্থানীয়ভাবে রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করি এবং এর বিনিময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করি। এ সূত্রে আমি একজন স্থানীয় নাগরিক।

স্থানীয়ভাবেই ব্যক্তির নাগরিক জীবন শুরু হয়। স্থানীয় এলাকায় বসবাস করতে গিয়ে নাগরিকের সাথে কতগুলো প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে নাগরিক কতগুলো সেবা গ্রহণ করে এবং এই সেবার বিনিময়ে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আমরা নাগরিক সনদ, জন্মসনদসহ বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করি। বিনিময়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের কর দেই।

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত প্রথম বিষয়টি হচ্ছে পৌরনীতি ও সুশাসন। বর্তমান সময়ে এ বিষয়টি অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে সেই শাস্ত্র যা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের পাশাপাশি নাগরিক জীবনের সাথে যুক্ত সব প্রতিষ্ঠান ও আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে। সুনাগরিক হিসেবে সুসংহত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন লাভ করতে হলে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথম বিষয়টি নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির কার্যাবলি ও অধিকার নিয়ে আলোচনা করে। বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় এটি পৌরনীতি ও সুশাসন। এ বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতার যাবতীয় দিক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়। অতীতে নাগরিক জীবনের সূত্রপাত, নাগরিকতার স্বরূপ, বর্তমান যুগে নাগরিকতার ধরন, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি এবং ভবিষ্যতে নাগরিকের সম্ভাব্য আচরণ ও কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয় পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। পৌরনীতি ও সুশাসন ব্যক্তিকে সুনাগরিকে পরিণত হওয়ার জন্য অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। একইসঙ্গে কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার ভোগে সচেষ্ট হতে তাগিদ দেয়। এ সচেতনতার ফলে নাগরিকরা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। আদর্শ নাগরিক হতে হলে ব্যক্তির বিচক্ষণতা থাকা প্রয়োজন। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকরা এ গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে একথা জোর দিয়েই বলা যায়, উত্তম নাগরিক হয়ে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা অত্যাবশ্যক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি বিষয় দুটি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। উভয়ই সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পৌরনীতি ও সুশাসনকে বলা হয় নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। আর অর্থনীতিকে বলা হয় অর্থনীতি বিষয়ক বিজ্ঞান।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য, আচরণ, প্রত্যাশা প্রভৃতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে। আর অর্থনীতি নাগরিকের কল্যাণে বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উভয়ের লক্ষ্য নাগরিকের কল্যাণ সাধন করা।

প্রতিটি রাজনৈতিক সমস্যার যেমন অর্থনৈতিক দিক রয়েছে, তেমনি প্রতিটি অর্থনৈতিক সমস্যার রয়েছে রাজনৈতিক দিক। তাই রাজনীতিবিদদের অর্থনৈতিক জ্ঞান এবং অর্থনীতিবিদদের রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা দরকার। সমাজসেবা, সমবায়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সম্পদের বণ্টন, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়গুলো পৌরনীতি ও অর্থনীতি উভয় শাস্ত্রেই গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন মূলত নাগরিককে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে। অন্যদিকে অর্থনীতি মানুষের জীবনের অভাব ও চাহিদার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে সুন্দর ও সুখী জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এভাবে এ দুটি বিষয় নাগরিক জীবনকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য কাজ করে। একটি দেশের রাজনৈতিক সংগঠনের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি সে দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার কোনো দেশের আর্থিক উন্নতি ও অবনতি সমানভাবে সে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান কল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলো নাগরিকের সার্বিক মঙ্গলের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করে। সমবায় আন্দোলন, কর্মসংস্থান, মজুরি, খাজনা প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজগুলো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি প্রকৃতই গভীরভাবে পরস্পর সম্পর্কিত দুটি বিষয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ কামালের বাবা একজন সুনাগরিক। তিনি সন্তানকে তার আদর্শে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দুটি বিষয় অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রথম বিষয়টি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পাশাপাশি রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি রাষ্ট্রের অতীত ঘটনাবলির আলোকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে সহায়তা করবে। *[চ. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. Civitas শব্দের অর্থ কী? ১

খ. পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২

গ. প্রথম বিষয়টি কীভাবে কামালকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Civitas শব্দের অর্থ 'নগররাষ্ট্র' (City State).

খ নাগরিক ও নাগরিকের জীবনের সাথে যুক্ত সব বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে যুক্ত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

গ উদ্দীপকের প্রথম বিষয়টি দ্বারা 'পৌরনীতি ও সুশাসন'কে বোঝানো হয়েছে।

নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত স্থানীয়, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের যে শাখা আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে। পৌরনীতি নাগরিক হিসেবে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তাদের কার্যাবলি, অভ্যাস ও আচরণকেও বিশ্লেষণ করে। আবার রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পর্যালোচনার মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক হবার শিক্ষা দান করে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, কামালের বাবা একজন সুনাগরিক। তিনি তার আদর্শে কামালকে গড়ে তোলার জন্য সুনাগরিকতা শিক্ষাদানের পাশাপাশি রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। কেননা, পৌরনীতির মূল বিষয়বস্তু হলো সুনাগরিকতার সুষ্ঠু শিক্ষাদান করা। ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ, ইতিহাসবিদ এবং উদার রাজনীতিবিদ লর্ড ব্রাইসের মতে, সেই ব্যক্তি সুনাগরিক যার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা (Intelligence), আত্মসংযম (Self Control) ও বিবেক (Conscience) এই তিনটি গুণ রয়েছে। একজন সুনাগরিকের চরিত্রে এ তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকার ফলে তার মধ্যে অধিকার ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠে। আর পৌরনীতির জ্ঞান লাভের মাধ্যমেই এসকল নাগরিক গুণ অর্জন করা সম্ভব হয়। সুতরাং, বলা যায়, সভ্য ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য একজন নাগরিকের পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা আবশ্যক।

ঘ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাসের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

পৌরনীতি ও সুশাসনের সাহায্য ছাড়া ইতিহাসের পথচলা যেমন কঠিন তেমনই ইতিহাসের সাহায্য ছাড়াও পৌরনীতি ও সুশাসনের পথচলা কঠিন।

ইতিহাস মানবজাতির অতীতের স্মারকলিপি, সামগ্রিক জীবন-দর্পণ। অন্যদিকে, পৌরনীতি ও সুশাসনের যে অংশ সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সম্পর্কিত সেসব ক্ষেত্রে ইতিহাসের সাথে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এছাড়া এ দুটি শাস্ত্রই পরস্পর পরস্পরকে পূর্ণতা প্রদান করেছে। ইতিহাসের তথ্য দ্বারা পৌরনীতি যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে ঠিক তেমনি পৌরনীতির জ্ঞান দ্বারা ইতিহাসও সঞ্জীবিত হয়েছে। একইসাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়সমূহ যেমন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো অতীতে কীরূপ ছিল, কীভাবে তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপে পরিগ্রহ করেছে ইতিহাস পাঠ করলে তা জানা যায়। এমনকি ঐতিহাসিক তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা অসম্পূর্ণ, আবার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত না হলে ইতিহাসের আলোচনাও নিরর্থক হয়ে পড়ে।

ইতিহাস যেমন পৌরনীতি ও সুশাসনকে তার অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান দেয়, তেমনি পৌরনীতি ও সুশাসন ইতিহাসের আলোচনাকে পরিপূর্ণতা দান করে। পৌরনীতি ও সুশাসন ছাড়া ইতিহাস পাঠ সার্থক হতে পারে না। পৌরনীতি ও সুশাসনের তথ্যগুলো পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ওপর আলোকপাত করে এবং ইতিহাসের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, ইতিহাস এবং পৌরনীতি ও সুশাসন পরস্পর পরিপূরক ও সহায়ক। উভয় শাস্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর।

প্রশ্ন ▶ ৮ একাদশ শ্রেণির ক্লাসে শাহেদ স্যার নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তী ক্লাসে মুবিন স্যার চাহিদা ও যোগান বিধি নিয়ে আলোচনা করেন। ছাত্ররা উভয়ের বক্তব্য মনোযোগের সাথে শোনে। তাদের ধারণা, যদিও দুটি বিষয়ে কিছু পার্থক্য রয়েছে, তবুও সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে এই দুই শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। *[সি. বো. '১৭ । প্রশ্ন নং ১]*

ক. সিভিটাস (Civitas) শব্দের অর্থ কী? ১
খ. জাতি রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে শাহেদ স্যার কোন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন? উক্ত বিষয়টি অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো কি পরস্পর সম্পর্কিত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিভিটাস (Civitas) শব্দের অর্থ 'নগররাষ্ট্র' (City State)।

খ জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রই জাতি রাষ্ট্র।

সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বশাসনের লক্ষ্যে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। জাতি রাষ্ট্র একদিকে যেমন জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত, তেমনি তা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি নিজেদেরকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র মনে করে বলে জাতি রাষ্ট্র গঠন করে। ইতালির রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলিকে জাতি রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা মনে করা হয়। সাধারণত জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সংগীত এবং অভিন্ন লক্ষ্য থাকে।

গ উদ্দীপকের শাহেদ স্যার যে বিষয়ে আলোচনা করছিলেন সেটি হলো পৌরনীতি ও সুশাসন। নিচে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

পৌরনীতি থেকে অর্জিত জ্ঞান এবং এর সফল প্রয়োগ স্বাভাবিক, সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মেধা, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুনাগরিক প্রয়োজন। পৌরনীতির শিক্ষা এরূপ সুনাগরিক তৈরিতে সাহায্য করে। এছাড়া সমাজকে সুন্দরভাবে গঠন করার স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার প্রয়োজন। আর দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা পৌরনীতি দিয়ে থাকে।

বর্তমান সমাজে গণতন্ত্রকে জনগণের শাসন বলা হয়। এক্ষেত্রে জনগণ অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হলে গণতন্ত্র সফল হয়। পৌরনীতি দেশের নাগরিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একইসাথে উদার দৃষ্টিভঙ্গি যেকোনো সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে পারে। পৌরনীতি পাঠের ফলে নাগরিক গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা ত্যাগ করে উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে পারে যা সুন্দর সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, পৌরনীতি থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সমাজব্যবস্থাকে সুস্থ ও সুন্দর করে গঠন করা যায়।

ঘ সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৯ রবিন এ বছর একাদশ শ্রেণির মানবিক শাখায় ভর্তি হয়েছে। তার দাদা ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও জনপ্রতিনিধি। তার বাবা রহমান সাহেব বর্তমান জাতীয় সংসদের সদস্য। রবিনেরও ইচ্ছা রাজনীতি ও জনসেবার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা। তাই সুযোগ পেলেই সে তার বাবার সাথে নাগরিক অধিকার, রাষ্ট্র, সংবিধান ও সুশাসন বিষয়ে আলোচনা করে। ছেলের আগ্রহ দেখে রহমান সাহেব এ বিষয়ে আরো জ্ঞান অর্জনের জন্য রবিনকে নাগরিকতা সংশ্লিষ্ট বিষয় পাঠ্য হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দেন। *[য. বো. '১৭ । প্রশ্ন নং ১]*

ক. পৌরনীতি সম্পর্কে ই এম হোয়াইট প্রদত্ত সংজ্ঞাটি লিখ। ১
খ. স্বচ্ছতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রবিনের ইচ্ছার বাস্তবায়নে রহমান সাহেবের পরামর্শের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খ্যাতিমান লেখক **ই. এম. হোয়াইট** তার 'The Philosophy of Citizenship' গ্রন্থে বলেন— 'পৌরনীতি হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা যা নাগরিকতার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও মানবতার সাথে জড়িত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।'

খ সব ধরনের অনৈতিকতা পরিহার করে নিয়মনীতি মেনে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাকে স্বচ্ছতা বলে।

স্বচ্ছতার অর্থ হলো স্পষ্টতা। কোনো কাজ কতটুকু ন্যায়সঙ্গত বা বৈধ তা এর মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে। স্বচ্ছতা সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একে সুশাসনের পূর্বশর্তও বলা হয়। একটি দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম, নীতি বা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া স্পষ্টতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হলে তা সহজেই জনগণের কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য হয়। এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ রবিনের ইচ্ছার বাস্তবায়নে তার বাবা জনাব রহমান সাহেবের পরামর্শ যৌক্তিক।

একটি দেশকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন। সেই সাথে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নাগরিকের অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে পৌরনীতি ও সুশাসনের পাঠ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিত হতে নাগরিককে সাহায্য করে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কার্যাবলিতে নাগরিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, যা সুযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

উদ্দীপকে রবিন একটি রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য। তার দাদা ও বাবা রাজনীতিতে সক্রিয়। একাদশ শ্রেণির ছাত্র রবিনও তাদের মতো সক্রিয় রাজনীতির মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে চায়। তার এ ইচ্ছা বাস্তবায়নে বাবা রহমান সাহেব পৌরনীতি ও সুশাসনকে পাঠ্যবিষয় হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দেন। মূলত রবিনের মতো নবীন প্রজন্মের সুনাগরিক হয়ে ওঠার পেছনে পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এ শাস্ত্র পাঠের ফলে তারা দায়িত্ববান, কর্তব্যপরায়ণ, স্বচ্ছ ও উদার মানসিকতাসম্পন্ন নাগরিকে পরিণত হবে। এছাড়া এ শাস্ত্র পাঠ তাদেরকে রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। সর্বোপরি ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের বিকল্প নেই।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, রবিনের ইচ্ছার বাস্তবায়নের রহমান সাহেব যে পরামর্শ দিয়েছেন তার যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে।

প্রশ্ন ▶১০ একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মারুফ তার পাঠ্যসূচিভুক্ত একটি বিষয়ে জেনেছে, বিষয়টিতে নাগরিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। তার সহপাঠিনী নাবিলা জেনেছে, বিষয়টি মানুষের অতীত কার্যকলাপের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে, সেটির সঙ্গে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞানের সম্পর্ক গভীর। *[ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. 'Civics' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. পৌরনীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মারুফের পাঠ্যসূচিভুক্ত বিষয়টিকে কী বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয় দু'টির নাম কী? এদের পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর— বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Civics শব্দের অর্থ 'পৌরনীতি'।

খ পৌরনীতি নাগরিকদের আচরণ ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান। অর্থাৎ, নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত স্থানীয়, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের যে শাখা আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।

গ মারুফের পাঠ্যসূচিভুক্ত বিষয়টিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মারুফের পাঠ্যসূচিভুক্ত বিষয়টি নাগরিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং, বিষয়টি হলো পৌরনীতি। এ বিষয়টিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

একটি রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতি, উত্থান-পতন, সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভর করে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকের ওপর। সুনাগরিক রাষ্ট্রের সম্পদ স্বরূপ। তাই উত্তম নাগরিক জীবন গঠনের জন্য পৌরনীতি নাগরিকতা সম্পর্কে আলোচনা করে। নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণা, নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি, নাগরিকতা বিলুপ্ত হওয়ার কারণ, সুনাগরিকের গুণাবলি ইত্যাদি নাগরিকতা সংক্রান্ত বিষয় পৌরনীতির পরিধিভুক্ত। এজন্য পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়। মারুফের পাঠ্য সূচিভুক্ত বিষয়টি এ পৌরনীতিকেই নির্দেশ করে।

ঘ সৃজনশীল ৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶১১ একাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্রী নায়লা বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়নরত তার বান্ধবীকে বলছিল, দেশের উন্নতি করতে হলে আমাদের এমন কিছু গুণাবলি অর্জন করা প্রয়োজন, যা একটি বিশেষ বিষয় অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। *[ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. 'Natus' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. জাতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নায়লা যে গুণাবলি অর্জনের কথা বলছিল সেগুলোর বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উক্ত গুণাবলি রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে আবশ্যক— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Natus একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ জন্ম।

খ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত সমাজকে জাতি বলে।

জাতি বলতে আমরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সেই জনসমাজকে বুঝি যারা একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাস করে, যাদের মধ্যে বংশ, ধর্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যগত এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য বিদ্যমান। এসব ক্ষেত্রে ঐক্যের সূত্রে তারা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে নিজেদের আলাদা ভাবে। পাশাপাশি তারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সংঘবদ্ধ হয়। ওই জনগোষ্ঠী প্রয়োজনে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত থাকে। উদাহরণস্বরূপ— বাঙালি জাতি, জার্মান জাতি, ইংরেজ জাতির কথা বলা যায়।

গ নায়লা সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জনের কথা বলেছে।

সুনাগরিক একটি জাতির গৌরব। সমাজ জীবনের কল্যাণ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সুনাগরিক একান্ত অপরিহার্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে অপরিহার্য গুণাবলি যে নাগরিকের মধ্যে আছে তাকেই সুনাগরিক বলা হয়। অনেকেই তাই অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন নাগরিককে সুনাগরিক বলে অভিহিত করেন। উদ্দীপকের নায়লাও এসকল গুণাবলির প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, নায়লা তার বান্ধবীকে দেশের উন্নতি করার জন্য কিছু গুণাবলি অর্জন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছিল। সে মূলত একজন সুনাগরিকের গুণাবলির কথা বলছিল। বুদ্ধি সুনাগরিকের অন্যতম একটি গুণ। আধুনিক রাষ্ট্রের জটিল সমস্যাবলি অনুধাবন করে তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বুদ্ধিমান নাগরিক অবশ্যই অপরিহার্য। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকারের সফলতা নির্ভর করে নাগরিকের বুদ্ধিমত্তার উপর। আত্মসংযম সুনাগরিকের একটি বড় গুণ। এই মহৎ গুণ নাগরিককে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দেয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। আবার সুনাগরিকের জাগ্রত আত্মশক্তি হলো তার বিবেক। বিবেক একজন পথ প্রদর্শকের ন্যায় ব্যক্তির জীবনকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। বিবেক ব্যক্তিকে একজন আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। এছাড়াও একজন সুনাগরিকের দায়িত্ববোধ, অধিকার সচেতনতা, রাজনৈতিক সচেতনতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণাবলি থাকা প্রয়োজন। আর নায়লাও নাগরিকের এ গুণাবলির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নায়লা সুনাগরিকের কিছু গুণাবলি অর্জনের কথা বলেছে যা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে আবশ্যক।

সুসভ্য ও সুনাগরিক প্রতিটি রাষ্ট্রেরই কাম্য। একজন সুনাগরিক বুদ্ধিমান, আত্মসংযমী, বিবেকবান ও নিষ্ঠাবান। তার মাঝে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে সামাজিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠে। সুনাগরিকের অন্তরে গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি থাকে না। তার দৃষ্টিভঙ্গি হয় উদার ও প্রসারিত। এদের মধ্যে অধিকারবোধ এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত থাকে। অধিকারবোধ নাগরিককে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এছাড়া, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ নাগরিকের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে এবং কর্তব্য পালনে আগ্রহী করে তোলে।

রাজনৈতিক চেতনা নাগরিককে রাজনীতি সচেতন করে তোলে যা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র গঠনে ভূমিকা পালন করে। দেশপ্রেম নাগরিকদের একটি অন্যতম গুণ। এর ফলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একজন নাগরিক প্রয়োজনে জীবন দান করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উক্ত গুণাবলি নাগরিকদের মাঝে যে চেতনার সৃষ্টি করে তা রাষ্ট্রের জন্য সুফল বয়ে আনে। সুতরাং উক্ত গুণাবলি রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶১২ মা-তেং পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে। সে এ বছর কলেজে ভর্তি হবে। মা-তেং তার মা-বাবাকে বলল, আমি কলেজে ভর্তি হয়ে এমন একটি বিষয় নেব, যার মাধ্যমে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা যাবে এবং যা আমাকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে। *[চা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. Civitas শব্দের অর্থ কী? ১

খ. জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মা-তেং এর পছন্দের বিষয়টির পরিধি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের অধ্যয়ন নাগরিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Civitas শব্দের অর্থ হলো 'নগররাষ্ট্র'।

খ নিজের কাজের জন্য অন্য ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতাই জবাবদিহিতা।

জবাবদিহিতা সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তি যখন তার কাজটি কী উদ্দেশ্যে বা কীভাবে করা হয়েছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয় তখন তাকে জবাবদিহি করা বলে। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা জনগণ এবং সংগঠনের সংশ্লিষ্টদের কাছে তাদের কাজের জন্য কমবেশি দায়বদ্ধ। সর্বস্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে দুর্নীতি কমবে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পাবে, সর্বোপরি জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হচ্ছে পৌরনীতি ও সুশাসন। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এজন্য পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়ন নাগরিক জীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। পৌরনীতির অধ্যয়ন নাগরিক জীবনকে যেভাবে প্রভাবিত করে নিচে সে সম্পর্কে যুক্তি দেখানো হলো:

১. অধিকার সচেতন: একজন নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতি কী কী অধিকার রয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়। যেমন- আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, নিরাপদে বসবাসের অধিকার, সম্পত্তি লাভের অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার ইত্যাদি।

২. কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা: আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাই কর্তব্য। কর্তব্যের এই ধারণা পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের মাধ্যমেই নাগরিকরা জানতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কী কী কর্তব্য রয়েছে তার সুস্পষ্ট ধারণা দেয় পৌরনীতি।

৩. আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল: আইন হলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো নিয়মকানুনের সমষ্টি যা না মানলে শাস্তির বিধি আছে। নাগরিকরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অরাজক পরিবেশ বিরাজ করে। তাই রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও জনজীবনে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত করতে পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকদেরকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পরামর্শ দেয়।

৪. দেশপ্রেম জাগ্রত: দেশকে কীভাবে ভালোবাসতে হবে, দেশের জন্য কেন, কীভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে, নিজেকে কীভাবে দেশের জন্য প্রস্তুত করতে হবে ইত্যাদি বিষয়গুলোর শিক্ষা দেয় পৌরনীতি।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়ন করে একজন নাগরিক নিজেকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার যে শিক্ষা পায় সে তার বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করে। আর এ চেষ্টা অব্যাহত থাকলে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶১৩ জনাব আয়াজ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। কিন্তু নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে তিনি খুব বেশি সচেতন নন। ভালো বেতনে চাকরি করার সুবাদে তিনি আরাম আয়েশে দিন কাটাচ্ছেন। আয়কর প্রদান ও ভোটদানে তার কোনো সদিচ্ছা নেই। 'সুনাগরিক ও সুশাসন' শীর্ষক এক সেমিনারে যোগদানের পর তার মানসিকতার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এখন তিনি মনে করেন, সুনাগরিক হতে হলে প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। *[রা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. আমলাতন্ত্র কী? ১

খ. সুশাসনের সাথে জবাবদিহিতার সম্পর্ক নিরূপণ করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ের জ্ঞানার্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে? ঐ বিষয়ের পরিধি আলোচনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে নির্দেশিত বিষয়ের অধ্যয়ন দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়ক"— তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্র হলো স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ ও পেশাদার কর্মচারীদের সমষ্টি যারা সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি বাস্তবায়ন করে।

খ সুশাসনের (Good Governance) সাথে জবাবদিহিতার সম্পর্ক নিবিড়। রাষ্ট্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ ও চর্চার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা সুশাসনকে নিশ্চিত করে।

বাকস্বাধীনতাসহ সকল নাগরিক অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন, আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা সুশাসনের পরিচয় বহন করে। আর সুশাসনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা হলো প্রথম শর্ত। জবাবদিহিতা না থাকলে দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয় না। ফলে দুর্নীতির প্রকোপ বাড়ে। আইনের অনুশাসনও প্রতিষ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ, সুশাসনের জন্য জবাবদিহিতা অপরিহার্য।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত বিষয় তথা 'পৌরনীতি ও সুশাসন' অধ্যয়ন দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়ক-আলোচ্য উক্তির সাথে আমি একমত পোষণ করি।

পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রধান আলোচ্য বিষয় নাগরিক ও নাগরিকতা। পৌরনীতি শুধু নাগরিকের অধিকার নিয়ে নয়, বরং নাগরিকের কর্তব্য নিয়েও আলোচনা করে। আর দায়িত্বশীল নাগরিক মাত্রই নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগঠন যেমন— রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী

https://teachingbd24.com

গোষ্ঠী, সরকার, আমলাতন্ত্র প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আর এগুলোর জ্ঞান ব্যতীত কোনো নাগরিকের নাগরিক জীবন পূর্ণ বিকশিত হয় না। পৌরনীতি ও সুশাসন বর্তমান নাগরিকতার পাশাপাশি উন্নত ভবিষ্যৎ নাগরিকজীবন, যুগোপযোগী সরকার ও রাজনৈতিক কাঠামো প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা করে। কেননা এ বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া বর্তমান বিশ্বায়নের এ যুগে কারো পক্ষে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়।

সুতরাং বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়ন দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব সানিউল ইসলাম উচ্চপদস্থ বেসরকারি কর্মকর্তা। গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের জন্য তিনি বিআরটিএ (Bangladesh Road Transport Authority) অফিসে যান। নির্ধারিত ফরম পূরণ ও টাকা জমা দেন। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি মোবাইলে খুদে বার্তায় জানতে পারেন তার গাড়ির কাগজপত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে। *[দি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. জবাবদিহিতা কাকে বলে? ১

খ. পৌরনীতিকে কেন 'নাগরিকতার বিজ্ঞান' বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিআরটিএ অফিসের কর্মতৎপরতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জবাবদিহিতা হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিজের সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতা।

খ নাগরিক ও নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সব বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতার বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু। এসব কারণে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা আমার পাঠ্যবইয়ের সুশাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনই সুশাসন (Good Governance)। সুশাসনে জনগণের চাহিদা কী তা জানার আগ্রহ ও দক্ষতা সরকারের থাকে। সরকার আন্তরিকভাবে এসব চাহিদা পূরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। উদ্দীপকে সরকারের একটি বিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে সুশাসনের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, জনাব সানিউল ইসলাম তার গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের জন্য বিআরটিএ (Bangladesh Road Transport Authority) অফিসে যান এবং সব কাজ কোনো প্রকার হয়রানি ছাড়াই শেষ করেন। বিআরটিএ কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার কাগজপত্র ঠিক করে দেন। বিআরটিএ কর্মকর্তাদের এই কাজের মাধ্যমে তাদের দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতা লক্ষ করা যায় যা সুশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব আমরা বলতে পারি, সানিউল ইসলামকে বিআরটিএ কর্মকর্তারা যেভাবে নিয়মানুগভাবে হয়রানি ছাড়া সেবা দিয়েছেন তার মধ্যে সুশাসনের কার্যকারিতার চিত্র পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের জনাব সানিউল ইসলামের গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনে বিআরটিএ (Bangladesh Road Transport Authority) অফিসের ইতিবাচক কর্মতৎপরতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

বিআরটিএ কার্যালয়ে সাধারণত সাধারণ মানুষকে সেবা পেতে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। সেখানে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে বলে উচ্চপদস্থ বেসরকারি কর্মকর্তা ঝামেলাহীনভাবে তার গাড়ির কাগজপত্র করিয়ে নিতে পারেন। কোনো বিশেষ চেষ্টাচরিত্র ছাড়াই তিনি মুঠোফোনে বার্তার মাধ্যমে কাজ হয়ে যাওয়ার খবর পান।

রাষ্ট্র পরিচালনায় সুশাসন বজায় থাকলে সরকারি কর্মকর্তারা নিজেকে জনগণের সেবক মনে করেন এবং সব কাজের জন্য কর্তৃপক্ষ ও জনগণের কাছে জবাবদিহি করার মানসিকতা পোষণ করেন। সানিউল ইসলামের গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে তারই দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বিআরটিএ কর্মকর্তারা দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের কাজ পালন করেছেন যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজেদের নির্ধারিত কাজ ঠিকমত করলে তা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ কাওসার ও সুজন এ বছর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। ভবিষ্যতে তারা সরকার ও রাজনীতি বিষয়ে পড়াশোনা করতে চায়। এ প্রসঙ্গে তাদের বাবা জনাব ফয়েজুর রহমান পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত 'একটি বিষয়' নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বিষয়টি পাঠ করলে তারা রাষ্ট্র, সংবিধান এবং দেশের রাজনীতির সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। তিনি মনে করেন 'ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ উক্ত বিষয়টিকে পূর্ণতা দান করে।' *[কু. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. যে চিন্তা ভাবনা মানুষের আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত করে সেটি সম্পর্কে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি পাঠের ফলে যে সকল সুফল লাভ করা যায় সেগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Civics'।

খ নৈতিকতা মানুষের আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Morality। যা ল্যাটিন Moralitas শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ আচরণ (manner), চরিত্র (character) বা যথার্থ আচরণ (proper behaviour)। ন্যায় ও সঠিক পথে থাকা হচ্ছে নৈতিকতা। এটি কতকগুলো ধ্যানধারণা ও আদর্শের সমষ্টি বা সমাজ স্বীকৃত আচরণবিধি। এর প্রভাবে মানুষ আইন মেনে চলে, শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজ থেকে বিরত থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। নৈতিকতা মূলত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ব্যাপার। এর পিছনে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব থাকে না। বিবেকের দংশনই নৈতিকতার বড় রক্ষাকবচ।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ রিতুর মামা ইংল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দীর্ঘদিন পরে তিনি দেশে ফিরেছেন। তিনি ঢাকা শহরে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং করা, ফুটপাত বেদখল, রাস্তা পারাপারে ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করাসহ নানা অব্যবস্থাপনা দেখে মর্মাহত হন। তিনি বাসায় ফিরে রিতুকে বলেন, এখানে নাগরিকদের সচেতনতার খুব অভাব। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিষয়গুলোকে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। *[চ. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ লেখ। ১

খ. "স্বচ্ছতা" কীসের পূর্বশর্ত? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে মামা কী কী বিষয় কোন পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার ইঙ্গিত করেছেন এবং কেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. মামার বর্ণিত বিষয়গুলোকে কোন পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে? উক্ত পাঠ্যপুস্তকের পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা করো। ৪

Teachingbd24.com

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Good Governance'।

খ 'স্বচ্ছতা' সুশাসনের পূর্বশর্ত।

স্বচ্ছতার মাধ্যমে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, কোন কর্মকাণ্ড কতটুকু ন্যায়সঙ্গত বা বৈধ। এককথায় স্বচ্ছতা হলো সুস্পষ্টতা। একটি দেশের বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাজকর্ম কীভাবে চলছে, কোন সিদ্ধান্তের পেছনের কারণগুলো কী ইত্যাদি জনগণের কাছে পরিস্কার থাকাই হলো স্বচ্ছতা। স্বচ্ছতার স্বার্থে বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো তথ্য গোপন করা যাবে না। এরকম স্বচ্ছতার নীতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। তাই স্বচ্ছতাকে সুশাসনের পূর্বশর্ত বলা হয়।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের রিতুর মামা নাগরিক সমস্যার বিষয়গুলোকে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি স্পষ্টতই পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়কে বোঝাতে চেয়েছেন। কারণ পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি নাগরিকতার বিজ্ঞান হিসেবে মানুষ ও রাষ্ট্রের কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান হিসেবে নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং নাগরিকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন, বৈশিষ্ট্য ও কার্যক্রম পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আবার রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নাগরিক কীভাবে অংশগ্রহণ করবে, কীভাবে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করবে, সুনাগরিক হতে প্রয়োজনীয় গুণাবলি কীভাবে অর্জন করবে, নাগরিকের প্রাপ্য অধিকার ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যবোধ ইত্যাদি বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধিভুক্ত। এছাড়া পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি মৌলিক প্রতিষ্ঠান এমনকী জাতিসংঘের মতো কিছু আন্তর্জাতিক সংঘ ও সংস্থাও পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধির মধ্যে পড়ে। তাছাড়া নাগরিকের যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ধারণা ও কার্যকলাপ পৌরনীতি ও সুশাসনের আওতাভুক্ত।

প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ-শুধু রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে না, বরং বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবেও তাকে ভূমিকা রাখতে হয়। তাই কোনো নাগরিক যদি সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে চায় তবে তার উচিত পৌরনীতি ও সুশাসনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা।

প্রশ্ন ▶ ১৭ একাদশ শ্রেণির ছাত্রী আনিকা পাঠ্যবিষয় হিসেবে পৌরনীতির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত একটি বিষয় নিয়েছে। সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে মানুষের অসীম অভাব দূর করা যায় বিষয়টি সেই শিক্ষা দিয়ে থাকে। সম্পদ, উৎপাদন, বণ্টন ব্যবস্থা, বাজেট প্রভৃতি নিয়ে বিষয়টি আলোচনা করে। বস্তুত এ বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া নাগরিকদের কল্যাণ সাধন করা কঠিন। *[সি. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ১]*

ক. পৌরনীতি কী? ১

খ. পৌরনীতির সাথে ইতিহাসের দুটি সম্পর্ক লেখো। ২

গ. আনিকা পাঠ্যবিষয় হিসেবে পৌরনীতির সাথে যে বিষয়টি নিয়েছে তার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আনিকার পক্ষে কি সুনাগরিক হওয়া সম্ভব? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

খ পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান, আর ইতিহাস হলো মানবজাতির সামগ্রিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। তাই এ দুই বিষয়ের সম্পর্ক নিবিড়। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাসের দুটি সম্পর্ক নিচে দেওয়া হলো—

১. পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচিত বিষয়সমূহ যেমন— পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অতীতে কেমন ছিল, কীভাবে তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে ইতিহাস পাঠ করলে তা জানা যায়।

২. ঐতিহাসিক তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। তেমনি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত না হলে ইতিহাসের আলোচনাও খণ্ডিত ও অনেকাংশে নিরর্থক।

গ আলোচ্য উদ্দীপকে আনিকা পাঠ্যবিষয় হিসেবে পৌরনীতির সাথে গভীর সম্পর্কিত অর্থনীতি বিষয়টি গ্রহণ করেছে। কেননা অর্থনীতি সম্পদ, উৎপাদন, বণ্টনব্যবস্থা, বাজেট এবং সর্বোপরি সীমিত সম্পদ কাজে লাগিয়ে মানবকল্যাণের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে।

প্রকৃত বাস্তবতায় অর্থনৈতিক কল্যাণ ব্যতীত কোনো ধরনের নাগরিক কল্যাণ সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে বহুমুখী অভাবের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এসব অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদ দিয়ে কীভাবে অসীম অভাবের মধ্যে প্রয়োজনীয় অভাবগুলোকে পূরণ করা যায় তা অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। আবার যেহেতু মানুষের অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত, তাই এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার আবশ্যক। অর্থনীতি সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করে। তাছাড়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একজন রাজনীতিবিদের অর্থনীতির জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। আর অর্থনীতি পাঠে মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ ও সুনাগরিকের গুণাবলি বিকশিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসনের পাশাপাশি অর্থনীতি পাঠ অত্যন্ত সময়োপযোগী ও কার্যকর।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের আনিকার পক্ষে সুনাগরিক হওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রের সব নাগরিক সুনাগরিক নয়। যে বুদ্ধিমান, বিবেকবান ও আত্মসংযমী কেবল তাকেই সুনাগরিক বলা যায়। এসব গুণের অধিকারী ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে, আইন মান্য করে, যথাসময়ে কর দেয়, নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেয়, নিজের স্বার্থের আগে রাষ্ট্রের মঙ্গল ও উন্নয়নের কথা চিন্তা করে।

উদ্দীপকের আনিকা পাঠ্যবিষয় হিসেবে পৌরনীতির সাথে অর্থনীতি নিয়েছে। এ দুটি বিষয়ের জ্ঞানই তাকে সুনাগরিক হতে সাহায্য করবে। উভয় বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে আমরা এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পাব।

প্রথমত: পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিক হিসেবে মানুষের দায়িত্ব, কর্তব্য ও আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে, সীমিত সম্পদ দিয়ে কীভাবে মানুষ ও রাষ্ট্রের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা যায়, অর্থনীতি তা নিয়ে আলোচনা করে। মূলত নাগরিকই উভয় শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয়ত: দেশের শাসনকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে শুধু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজ নয়, বরং অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক, যেমন— উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে হয়। তারা যদি জাতীয় চরিত্র ও নাগরিক আচরণের প্রতি লক্ষ না রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, তবে তা ফলপ্রসূ হবে না। তাই পৌরনীতি ও অর্থনীতি উভয় শাস্ত্রের শিক্ষা সুনাগরিক ও সফল নেতৃত্ব গঠনে সমান্তরালভাবে ভূমিকা রাখে।

তৃতীয়ত: সীমিত সম্পদ দিয়ে সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাজনীতিবিদদের অর্থনীতির জ্ঞান প্রয়োজন। আবার সফলভাবে প্রশাসন পরিচালনা ও নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চিত করতে অর্থনীতিবিদদের পৌরনীতির জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, আনিকা পৌরনীতির পাশাপাশি অর্থনীতির পাঠ নিয়ে উল্লিখিত গুণগুলো আয়ত্ত ও বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করলে অবশ্যই সুনাগরিক হতে পারবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৮ 'X' একজন শিক্ষক। তিনি শ্রেণিকক্ষে বলেন, রাষ্ট্র, সরকার, নাগরিকতা, ই-গভর্নেন্স ও সুশাসন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সকল শিক্ষার্থীর জন্য অতীব জরুরি। তাছাড়া তিনি আরো বলেন, রাষ্ট্রের জনগণকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হলে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ আবশ্যক। *[ব. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. পৌরনীতি কী? ১
খ. পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২
গ. মি. 'X' তার শিক্ষার্থীদের জন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান অতীব জরুরি বলে মনে করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়াবলির জ্ঞান সুনাগরিকতা বিকাশে সহায়তা করবে বলে তুমি কি মনে কর? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৯ শামীম ও শাহেদ এ বছর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। তারা দুজন সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাঠ্যবিষয় হিসেবে এমন একটি বিষয় নিবে যার মাধ্যমে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা যাবে। রাষ্ট্র, সংবিধান এবং দেশের রাজনীতির সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। "ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ উক্ত বিষয়টিকে পূর্ণতা দান করে।" *[ঢাকা কলেজ। প্রশ্ন নং ১]*

ক. পৌরনীতি কী? ১
খ. সুশাসনের সাথে জবাবদিহিতার সম্পর্ক নিরূপণ কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির পরিধি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাজনৈতিক সচেতনতা এবং নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধিতে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

খ সুশাসনের (Good Governance) সাথে জবাবদিহিতার সম্পর্ক নিবিড়। রাষ্ট্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ ও চর্চার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা সুশাসনকে নিশ্চিত করে।

বাকস্বাধীনতাসহ সকল নাগরিক অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন, আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা সুশাসনের পরিচয় বহন করে। আর সুশাসনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা হলো প্রথম শর্ত। জবাবদিহিতা না থাকলে দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয় না। ফলে দুর্নীতির প্রকোপ বাড়ে। আইনের অনুশাসনও প্রতিষ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ সুশাসনের জন্য জবাবদিহিতা অপরিহার্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হলো পৌরনীতি ও সুশাসন, যার পরিধি ব্যাপক।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, শামীম ও শাহেদ একাদশ শ্রেণিতে পাঠ্য বিষয় হিসেবে এমন একটি বিষয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার মাধ্যমে নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য, রাষ্ট্র, সংবিধান এবং দেশের রাজনীতির সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। যেহেতু এসব বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচিত হয়, সেহেতু বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হলো পৌরনীতি ও সুশাসন। পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

পৌরনীতি মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান এবং নাগরিকের উত্তম জীবন প্রতিষ্ঠা করাই এর লক্ষ্য। সুতরাং উত্তম ও শান্তিপূর্ণ নাগরিক জীবন গঠনের জন্য পৌরনীতি নাগরিকতা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসন মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের প্রাথমিক সংগঠন তথা পরিবার হতে শুরু করে সমাজ, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক পরিবর্তন, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ, রাষ্ট্রের কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়, নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক, রাজনৈতিক ঘটনাবলির আলোচনা, সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক, সাংবিধানিক অগ্রগতি সম্পর্কিত আলোচনা, নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত আলোচনা পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধিভুক্ত। মোটকথা, নাগরিকতার সাথে জড়িত সব বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়।

ঘ রাজনৈতিক সচেতনতা এবং নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধিতে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব অনেক।

পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম। যা কিছু নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে এবং নাগরিকতা বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়, তার প্রায় সবকিছু নিয়েই পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচনা করা হয়। আর তাই নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব ব্যাপক।

পৌরনীতি ও সুশাসন রাজনীতি সম্পর্কিত সামগ্রিক বিষয় আলোচনা করে থাকে। এসব আলোচনার মাধ্যমে ব্যক্তি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির ভালো-মন্দ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকে। এতে ব্যক্তির রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি করে। নাগরিকের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, পৌরনীতি ও সুশাসন তার পথ নির্দেশ করে। এছাড়া সরকার, রাজনৈতিক দলের করণীয় এবং দায়িত্ববোধ সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে থাকে। ফলে সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি হয়। এতে জনগণের অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ ছাড়া এটি সম্পর্কে জানা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নয়। পৌরনীতি নাগরিকের অধিকার- কর্তব্যসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করে। কীভাবে নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষিত হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রে নাগরিক কীভাবে তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা বজায় রাখবে তা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে জানা যায়।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধিতে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি পাঠের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ২০ ছকটি দেখ এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[ঢাকা কলেজ। প্রশ্ন নং ২]

ক. পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী এবং তা এসেছে কোন ভাষার কোন শব্দ থেকে? ১
খ. পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২
গ. উপরের উদ্দীপকটি পৌরনীতি ও সুশাসনের যে চিত্র তুলে ধরেছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ নাগরিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? যুক্তি দিয়ে বোঝাও। ৪

Teachingbd24.com

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Civics এবং তা এসেছে ল্যাটিন ভাষার Civis ও Civitas শব্দ থেকে।

খ নাগরিক ও নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সব বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে যুক্ত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

গ উদ্দীপকটি পৌরনীতি ও সুশাসনের যে চিত্র তুলে ধরেছে তা হলো পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধির অন্তর্ভুক্ত নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কিত আলোচনা এবং নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক সম্পর্কিত আলোচনা।

পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। বিভিন্ন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি শষরিকদের সুশাসন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে সুষ্ঠু সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একটি রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর সেই রাষ্ট্রের মানবিক দিকটি ফুটে ওঠে। পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনার মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকদের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে পরিচিত করে। এভাবে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার মাধ্যমে নাগরিকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে পৌরনীতিও সুশাসন পাঠ জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র ও সরকারের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে। এটা রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের গঠন কাঠামো ও রাষ্ট্রের কার্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। এ বিষয় পাঠ করে সরকার, এর শ্রেণিবিভাগ, সরকারের বিভিন্ন রূপ, বৈশিষ্ট্য, দোষ-গুণ, সংবিধান, এর প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। সুনাগরিক হওয়ার জন্য এসব বিষয়ে জ্ঞান-অর্জন করা সুশাসন বিমূর্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়েও আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্যে হলো রাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা। পৌরনীতি ও সুশাসন সাংবিধানিক বিকাশ ও অগ্রগতির ধারা নিয়েও আলোচনা করে থাকে।

ঘ সুনাগরিকতার শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ নাগরিক জীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিককে সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষাদান করে। সুনাগরিকতা অর্জনের তিনটি অপরিহার্য গুণ হচ্ছে আত্মসংযম, বুদ্ধি ও বিবেকবোধ, পৌরনীতি ও সুশাসনের পাঠ নাগরিককে এ তিনটি গুণ লাভ করতে সহায়তা করে দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতনতা অর্জনে সক্ষম করে তোলে। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করে নাগরিকরা দায়িত্বশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ, স্বচ্ছ ও উদার মানসিকতা সম্পন্ন হয়। তাদের মধ্যকার গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, অন্ধবিশ্বাস, সংকীর্ণতা প্রভৃতি দূর হয়। প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে মানুষ যেসব কাজ করে তার সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। পৌরনীতি ও সশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। এটি প্রধানত রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে মানুষের কার্যাবলি পর্যালোচনা করে। আর মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলি বিশ্লেষণ করাই পৌরনীতি ও সুশাসনের মূল পরিধি বা বিষয়বস্তু। তবে পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি বা বিষয়বস্তু কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, আরও বহুবিধ বিষয় এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিকতা এবং সমাজজীবন পৌরনীতি ও সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন মৌলিক প্রতিষ্ঠান নিয়েও আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের বর্তমান অবস্থা, অধিকার এবং কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি নাগরিকের অতীত ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা করে। আবার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিকতার ব্যাখ্যাও প্রদান করে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহও পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি পৌরনীতি ও অত্যাবশ্যক। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকদের সুযোগ নেতৃত্ব গঠনেও উদ্বুদ্ধ করে।

পরিশেষে বলা যায়, সুনাগকিতার শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে পৌরনীতিও সুশাসন নাগরিকদের সফল ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলতে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ▶ ২১

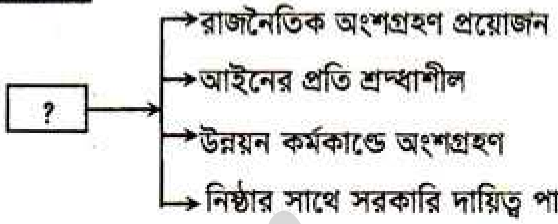

[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]

ক. পৌরনীতির সংজ্ঞা দাও। ১
খ. স্বচ্ছতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. প্রদত্ত ছকে '?' চিহ্নিত স্থানে পৌরনীতি ও সুশাসনের কোন উদ্দেশ্যটি সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়নে নাগরিকের যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন প্রয়োজন সেগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে, তাই হলো পৌরনীতি।

খ সুশাসন বলতে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতাসম্পন্ন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

শাসন শব্দটির সাথে 'সু' প্রত্যয় যোগ হয়ে সুশাসন শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। এটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। সুশাসন অর্থ হচ্ছে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকর শাসন। বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। যথা– ১. দায়িত্বশীলতা, ২. স্বচ্ছতা, ৩. আইনি কাঠামো ও ৪. অংশগ্রহণ। ম্যাককরনি (Maccorney) সুশাসনের সংজ্ঞায় বলেন, সুশাসন হচ্ছে রাষ্টের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের ও শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ক।

গ প্রদত্ত ছকে '?' চিহ্নিত স্থানে পৌরনীতি ও সুশাসনের সুশাসন উদ্দেশ্যটি সম্পর্কিত।

সুশাসন একটি দক্ষ ও কার্যকর শাসনব্যবস্থা। যেখানে নাগরিক ও দল তথা জনগণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারে। তাদের অধিকার আদায় এবং চাহিদা পূরণ করতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ সাধন করা। আর এর জন্য সুশাসন একান্ত প্রয়োজন। সুশাসন দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের অধিক সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ নিশ্চিত করে। সুশাসনের লক্ষ্যই হলো দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন গঠনের মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়ন।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায়, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, দায়িত্ব পালন প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় যা প্রদত্ত ছকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং, ছকে '?' চিহ্ন দ্বারা সুশাসনকে বোঝানো হয়েছে।

https://teachingbd24.com

ঘ সুশাসনের সফল বাস্তবায়নে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি।

একটি দেশ বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের জন্য সুশাসন অপরিহার্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা কোন একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই সুশাসনের সফল বাস্তবায়নে নাগরিকদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সুশাসনের ভিত্তি হলো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শাসনব্যবস্থায় সকল নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় নীতিনির্ধারণ ও এগুলোকে বাস্তবে রূপদান করতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হয়। এসব কর্মসূচির দায়িত্ব জনগণের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করে দেওয়াকে অংশগ্রহণ বলে। জনগণের এই অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দুইভাবেই হতে পারে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এছাড়া নাগরিকদেরকে আইনের শাসন মেনে চলতে হবে। এতে সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। প্রত্যেককে নিজ নিজ স্থান থেকে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। এছাড়া নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি তথা সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল থাকা প্রয়োজন।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুশাসন এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ মানবসমাজ গঠন করা যায়। তবে পৃথিবীতে খুব কম রাষ্ট্রই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। কেননা সুশাসন সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা একটি কষ্টসাধ্য কাজ। তবে শাসক-শাসিতের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে তা করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২২ একাদশ শ্রেণির পাঠ্য বিষয়গুলোর মধ্যে প্রতীকের ভাল লাগে রাষ্ট্র, সরকার, নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা। ক্লাসের শিক্ষক যখন সুন্দর করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করে তখন সে ভাবে ভবিষ্যতে সে পৌরনীতি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে রাজনীতি বিশ্লেষক হবে।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা । প্রশ্ন নং ১]

ক. 'সিভিটাস' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. স্বজনপ্রীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে প্রতীকের ভাল লাগার বিষয়গুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাজনীতি বিশ্লেষক হওয়ার জন্য পৌরনীতি পাঠ করা প্রয়োজন কেন? বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সিভিটাস' শব্দের অর্থ নগররাষ্ট্র (City State)।

খ স্বজনপ্রীতির সাধারণ অর্থ হলো আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠজনের প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনে এ বিষয়টি এক ধরনের দুর্নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে প্রচলিত নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে এবং যোগ্য লোককে বঞ্চিত করে নিজের আত্মীয়-স্বজন বা ঘনিষ্ঠদের সুযোগ-সুবিধা দিলে তাকে স্বজনপ্রীতি (Nepotism) বলা হয়। যেমন- সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণত উচ্চপদের কর্তারা অনেক সময় স্বজনপ্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অদক্ষ ও অযোগ্য লোক নিযুক্তি পায়। অন্যদিকে যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবী ব্যক্তিদের সেবা থেকে রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়।

গ উদ্দীপকের প্রতীকের ভাল লাগার বিষয়গুলো হলো রাষ্ট্র, সরকার ও নেতৃত্ব।

রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের মানুষ কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করে। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও জনসংখ্যা রয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আরও রয়েছে সরকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব। এ চারটি উপাদানের সমন্বয়েই রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক গার্নার বলেন, 'সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, সুসংগঠিত সরকারের প্রতি স্বভাবজাতভাবে আনুগত্যশীল, বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত, স্বাধীন জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে।'

সরকার রাষ্ট্র গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার গঠিত হয় তিনটি বিভাগ নিয়ে। যথা— আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। রাষ্ট্র ও সরকারের পাশাপাশি প্রতীকের ভালো লাগার অন্য আরেকটি বিষয় হলো নেতৃত্ব।

ঘ রাজনীতি বিশ্লেষক হওয়ার জন্য পৌরনীতি পাঠ করা প্রয়োজন।

একজন রাজনীতি বিশ্লেষককে রাষ্ট্র ও সরকারের নানাদিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হয়। আর পৌরনীতি রাষ্ট্র ও সরকারের এসব দিক যেমন— রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের গঠন কাঠামো, রাষ্ট্রের কার্যাবলি, সরকার, এর শ্রেণিবিভাগ, সরকারের বিভিন্ন রূপ, বৈশিষ্ট্য, প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি পাঠে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন বিভাগের গঠনপ্রণালি, ক্ষমতা ও কার্যাবলি, রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা, নির্বাচনব্যবস্থা, নির্বাচকমণ্ডলী, জনমত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বিশদজ্ঞান লাভ করা যায়, যা একজন রাজনীতি বিশ্লেষকের জন্য খুবই প্রয়োজন।

রাজনৈতিক উন্নয়নের (Political Development) ধারণা থেকেই উন্নত অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। আর এই রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে পৌরনীতি। উন্নয়নের ধারা ও পদ্ধতি-কৌশল সম্পর্কে পৌরনীতি সবিস্তারে আলোচনা করে। আর রাজনীতি বিশ্লেষক হিসেবে উন্নয়নের ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ অপরিহার্য। একজন রাজনীতি বিশ্লেষকের কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, সুশাসন, নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে হয়। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সুশাসন কী এবং কীভাবে সুশাসন নিশ্চিত করা যায়— এ সম্পর্কে পৌরনীতি অধিকার গুরুত্বারোপ করে থাকে। এছাড়া অতীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিক জীবনের ধরনা কেমন ছিল, বর্তমানে কীরূপ পরিগ্রহ করেছে এবং অতীত সও বর্তমানের আলোকে নাগরিকের ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও পৌরনীতি সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়।

উল্লিখিত কারণে রাজনীতি বিশ্লেষক হওয়ার জন্য পৌরনীতি পাঠ করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ২৩ শাহানা বেগম গত সংসদ নির্বাচনে উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোট প্রদান করেছেন। তিনি তার সন্তানদের এবং পাড়াপড়শীদের ভোটদানে আগ্রহী করে তুলেছেন। অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত শাহানা বেগম দেশ ও জাতির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত আছেন। সেই কারণে শাহানা বেগমকে একজন সুনাগরিক হিসাবে গণ্য করা যায়।

[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা । প্রশ্ন নং ১]

ক. ল্যাটিন শব্দ Civis এর অর্থ কী? ১
খ. পৌরনীতির সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক কেমন? ২
গ. উদ্দীপকে শাহানা বেগমকে অধিকার ও কর্তব্য সচেতন করার পেছনে কোন বিষয়ের পাঠ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সুনাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সচেতন করার ক্ষেত্রে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে— তার পরিধি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ল্যাটিন শব্দ Civis এর অর্থ নাগরিক।

খ পৌরনীতি ও অর্থনীতি দুটি স্বতন্ত্র বিষয় হলেও এদের বিচ্ছিন্ন করে দেখার অবকাশ নেই।

https://teachingbd24.com

কারণ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকারের রূপ অর্থনৈতিকব্যবস্থার দ্বারা নির্ণয় করা হচ্ছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও মিশ্র অর্থনীতির মাধ্যমে পুঁজিবাদী, সমাজবাদী ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। দেশের আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা ও অবস্থান; শিল্প, বাণিজ্য, উৎপাদন, বন্টন ও ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এভাবেই পৌরনীতি ও অর্থনীতি পরস্পর সম্পর্কিত।

গ উদ্দীপকে শাহানা বেগমকে অধিকার ও কর্তব্য সচেতন করার পেছনে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের পাঠ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার একান্ত প্রয়োজন। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের ফলে নাগরিকগণ তাদের এসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন হতে পারে। আবার অধিকারের ধারণার মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত থাকে। প্রত্যেক নাগরিককে তার কর্তব্য কী কী, কেন কর্তব্য পালন করতে হয়, অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক কী এসব সম্পর্কে জানতে হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং ব্যক্তিকে অধিকার উপভোগের পাশাপাশি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করে।

উদ্দীপকের লক্ষ করা যায়, শাহানা বেগম গত সংসদ নির্বাচনে উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোট প্রদান করেছেন। তিনি তার সন্তানদের এবং পাড়াপড়শীদের ভোটদানে আগ্রহী করে তুলেছেন। অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত শাহানা বেগম দেশ ও জাতির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত আছেন। যেহেতু পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করে নাগরিককে সুনাগরিকতার শিক্ষা দান করে সেহেতু বলা যায় উদ্দীপকে শাহানা বেগমকে অধিকার ও কর্তব্য সচেতন করার পেছনে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের পাঠ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

ঘ উদ্দীপকে সুনাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সচেতন করার ক্ষেত্রে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাহলো পৌরনীতি ও সুশাসন, যার পরিধি ব্যাপক।

পৌরনীতি ও সুশাসন হলো নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। তবে ব্যক্তির নাগরিকজীবন ছাড়াও রয়েছে সমাজজীবন। মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে কেবল রাষ্ট্রের সদস্যই নয় বরং একই সাথে বহু সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য। এজন্য পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজজীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলো নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য। অধিকার, কর্তব্য এবং অধিকার ভোগ করতে হলে কী কী কর্তব্য পালন করতে হয় তা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। পৌরনীতি ও সুশাসন বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়েও আলোচনা করে। রাষ্ট্র, সরকার, নির্বাচন, রাজনৈতিক দল, জনমত প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহও পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়।

এছাড়া পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতার বর্তমান নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা করে। অতীতকালে নাগরিকতা কীভাবে নির্ণয় করা হতো, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য কেমন ছিল এবং বর্তমানে নাগরিকের মর্যাদা কীরূপ তার ওপর ভিত্তি করে পৌরনীতি ও সুশাসন ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের ইঙ্গিত দান করে।

পরিশেষে বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি বা বিষয়বস্তু কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, আরও বহুবিধ বিষয় এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। তাই এ বিষয়ের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জহিরের চাচা সুইজারল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। দীর্ঘ বহু বছর পর দেশে ফিরে এসে এখানকার নিয়ম-কানুন মানতে তার খুব অসুবিধা মনে হয়। তাই পদে পদে তার সমস্যা হচ্ছে। *[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ২]*

ক. সুশাসন কী? ১

খ. স্বচ্ছতা বলতে কী বুঝ? ২

গ. পৌরনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বর্তমানে পৌরনীতি স্থানীয়, জাতীয় বিষয় পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃতি লাভ করেছে।' উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকাজ পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন।

খ স্বচ্ছতা হলো এমন একটি বিমূর্ত ধারণা যা দ্বারা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, কোনো কর্মকাণ্ড কতটুকু নীতিসজাত বা বৈধ। এককথায় স্বচ্ছতা হলো সুস্পষ্টতা। এটি সুশাসনের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকারি কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর সুশাসন নির্ভর করে। তাই স্বচ্ছতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন সরকার তাদের কর্মকাণ্ড, নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত জনগণকে অবহিত করতে পারবে।

গ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উভয়ের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নিম্নে পৌরনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো—

পৌরনীতির জ্ঞান ছাড়া ইতিহাস যেমন অর্থহীন তেমনি ইতিহাসের তথ্য ছাড়া পৌরনীতির আলোচনাও অর্থহীন। এ কারণেই জন সিলী (Seely) বলেছেন, পৌরনীতি ব্যতীত ইতিহাস মূল্যহীন, আর ইতিহাস ব্যতীত পৌরনীতি ভিত্তিহীন।

ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলি, আন্দোলন, বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন ও তত্ত্বসমূহ আলোচনা করে। আর যখন বিভিন্ন ঘটনাবলি ও ধারণাসমূহ পৌরনীতিতে আলোচনা করা হয়, তখন তাদের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারাও বিবেচনা করতে হয়। এ কারণে বলা হয় ইতিহাস পৌরনীতির গবেষণাগার। নাগরিকের অতীতের ঘটনাবলি যেমন বর্তমানে ইতিহাস, তেমনি বর্তমানের ঘটনাবলিও ভবিষ্যতে ইতিহাসে পরিণত হবে। ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রভৃতি কোন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে সংঘটিত হয়েছে, ইতিহাস তা জানতে সাহায্য করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। ঐতিহাসিক তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতীত পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। তেমনি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত না হলে ইতিহাসের আলোচনা নিরর্থক হয়ে পড়ে।

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস একে অপরকে পূর্ণতা দান করে। ইতিহাস প্রদত্ত তথ্য, ঘটনাবলির দ্বারা যেমন পৌরনীতি ও সুশাসন পূর্ণতা লাভ করে। ঠিক তেমনি পৌরনীতির জ্ঞান দ্বারা ইতিহাসও সমৃদ্ধি লাভ করে।

ঘ 'বর্তমানে পৌরনীতি স্থানীয়, জাতীয় বিষয় পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃতি লাভ করেছে।' উক্তিটি যথার্থ।

পৌরনীতি ও সুশাসন মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সবকিছু পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়। নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান হিসেবে পৌরনীতি শুধুমাত্র নাগরিকের স্থানীয় ও জাতীয় বিষয় নিয়েই আলোচনা করে না, বরং এটি নাগরিকের আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিকেও পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

নাগরিক জীবন আজ স্থানীয় ও জাতীয় গন্ডির সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই বর্তমানে প্রতিবেশী ও দূরের সব

Teachingbd24.com

রাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে বিশ্ব-শান্তি ও বন্ধুত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্যই গড়ে তুলেছে জাতিসংঘসহ অন্যান্য বহু আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। পৌরনীতি ও সুশাসন জাতিসংঘসহ অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, বিকাশ, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করে। ফলে এসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে মানুষের আচরণ ও কার্যাবলি কীরূপ হওয়া উচিত তা জানতে পৌরনীতি ও সুশাসন সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তা নিয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে থাকে। অতীতে দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ কীভাবে বিশ্বশান্তি বিনষ্ট করেছে, বিশ্বের শান্তিকামী নেতাগণ কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, জাতিসংঘ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তুলেছে এবং এসব সংগঠন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা পালন করছে, পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করে তা জানা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বর্তমানে পৌরনীতির আলোচনা শুধুমাত্র স্থানীয় ও জাতীয় বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়; বর্তমানে এটি স্থানীয় ও জাতীয় বিষয় পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

প্রশ্ন ▶২৫ মারুফ সাহেব চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন সত্য। কিন্তু নাগরিক ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার কারণে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হন।

[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ১]

ক. পৌরনীতি কী? ১

খ. 'পৌরনীতি একটি অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান' উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মারুফের বাস্তব জীবনে উক্ত বিষয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আদর্শ চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য মারুফ সাহেবের কী করা উচিত? এবং কেন? যথার্থতা বিচার করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা নাগরিকতার সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

খ সমাজবদ্ধ মানুষের নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রথা, আইন, আচার-অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠেছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সমাজ ও নাগরিকতার সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি একটি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান হিসেবে নাগরিকতার সাথে জড়িত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তাই পৌরনীতিকে একটি অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মারুফের মধ্যে পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই মারুফের বাস্তব জীবনে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের জ্ঞান অপরিহার্য।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। এটি নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে। নাগরিকতার অর্থ ও প্রকৃতি, নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপ, সুনাগরিকতা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যবোধ প্রভৃতি পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়। একজন নাগরিক স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের এ সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, গঠন, কার্যাবলি ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়াও পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে থাকে। পৌরনীতি ও সুশাসনের এসকল আলোচনা নাগরিকদের সুনাগকিতার গুনাবলি, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যবোধের শিক্ষা দিয়ে সুস্থ, সুন্দর জীবন গঠনের শিক্ষা দান করে। নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি উদার করে, সংকীর্ণতা দূর করে। পৌরনীতি ও সুশাসনের পাঠ নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি করে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগঠনে সহায়তা করে। নাগরিকদের সামনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ের দিগন্ত উন্মোচন করে। ফলে নাগরিকদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। দেশপ্রেমের শিক্ষাও পৌরনীতি ও সুশাসনের পাঠ থেকে লাভ করা যায়। সর্বোপরি পৌরনীতি ও সুশাসনের শিক্ষা রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের মারুফ রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে উক্ত বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত। তাই তার বাস্তব জীবনে সুনাগরিকতার শিক্ষা, নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রূপ, নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি ও দেশপ্রেম সৃষ্টিতে পৌরনীতি ও সুশাসনের শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের মারুফ সাহেবের মধ্যে পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। তাই আদর্শ চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য মারুফ সাহেবের পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা উচিত।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক সামাজিক বিজ্ঞান। নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে থাকে। পৌরনীতি ও সুশাসনের এ সকল পাঠ নাগরিকদেরকে সুনাগরিকতার গুণাবলি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ থেকে। একজন নাগরিক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের সাথে সংশ্লিষ্ট এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, গঠন, কার্যাবলি, বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে নাগরিকদের সম্পর্ক কেমন হবে তাও পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে জানা যায়।

উদ্দীপকের মারুফ সাহেব একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান হলেও তিনি নাগরিক ও নাগরিকের অধিকার সম্পর্কে জানেন না। ফলে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনে তিনি যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হন। মারুফ সাহেবের এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণ হলো পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে তার কোনো ধারণা বা জ্ঞান নেই। তাই মারুফ সাহেবের এই সমস্যা থেকে উত্তরণ ও আদর্শ চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি পাঠ করা উচিত। কেননা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার-কর্তব্য এবং বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

প্রশ্ন ▶২৬ আমিন উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র। সে তার পাঠ্যবিষয় হিসেবে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বেছে নিয়েছে যার প্রথমটি রাষ্ট্রে একজন নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির কার্যাবলি ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করে। আর অন্যটি শিক্ষা দেয় কীভাবে একজন নাগরিক আয় ও ব্যয়ের সঠিক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে জীবনকে সমৃদ্ধ করবে।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নং ১]

ক. পৌরনীতি কী? ১

খ. জাতিরাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত প্রথম বিষয়টি অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় দুইটি পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

খ জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রই জাতি রাষ্ট্র।

সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বশাসনের লক্ষ্যে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। জাতি রাষ্ট্র একদিকে যেমন জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত, তেমনি তা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি নিজেদেরকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র মনে করে বলে জাতি রাষ্ট্র গঠন করে। ইতালির রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলিকে জাতি রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা মনে করা হয়। সাধারণত জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সংগীত এবং অভিন্ন লক্ষ্য থাকে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত প্রথম বিষয়টি হচ্ছে পৌরনীতি ও সুশাসন। বর্তমান সময়ে এ বিষয়টি অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

পৌরনীতি হচ্ছে সেই শাস্ত্র যা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের পাশাপাশি নাগরিক জীবনের সাথে যুক্ত সব প্রতিষ্ঠান ও আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে। সুনাগরিক হিসেবে সুসংহত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন লাভ করতে হলে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথম বিষয়টি নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির কার্যাবলি ও অধিকার নিয়ে আলোচনা করে। বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় এটি পৌরনীতি ও সুশাসন। এ বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতার যাবতীয় দিক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়। অতীতে নাগরিক জীবনের সূত্রপাত, নাগরিকতার স্বরূপ, বর্তমান যুগে নাগরিকতার ধরন, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি এবং ভবিষ্যতে নাগরিকের সম্ভাব্য আচরণ ও কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয় পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। পৌরনীতি ও সুশাসন ব্যক্তিকে সুনাগরিকে পরিণত হওয়ার জন্য অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। একইসঙ্গে কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার ভোগে সচেষ্ট হতে তাগিদ দেয়। এ সচেতনতার ফলে নাগরিকরা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। আদর্শ নাগরিক হতে হলে ব্যক্তির বিচক্ষণতা থাকা প্রয়োজন। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকরা এ গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়। সুতরাং একথা জোর দিয়েই বলা যায়, উত্তম নাগরিক হয়ে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা অত্যাবশ্যক।

ঘ সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭

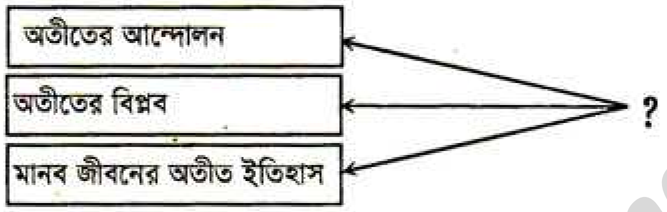

[চিংগী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১]

ক. 'Civitas' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. পৌরনীতির সংজ্ঞা দাও। ২
গ. ছকের বিষয়গুলো '?' চিহ্নিত স্থানে কোন শাস্ত্রকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আমাদের সকলের নাগরিক জীবন সম্পর্কে জানতে ছকে উল্লিখিত বিষয়টি পাঠের বিকল্প নেই। বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Civitas' শব্দের অর্থ 'নগররাষ্ট্র' (City State)।

খ সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে, তা-ই পৌরনীতি।

পৌরনীতি নাগরিকদের আচরণ ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান। অর্থাৎ নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত স্থানীয়, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের যে শাখা আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।

গ ছকের বিষয়গুলো '?' চিহ্নিত স্থানে ইতিহাসকে নির্দেশ করে।

ইতিহাস মানবজীবনের অতীত ঘটনাবলির সকল দিক নিয়েই আলোচনা করে। মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশ, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ, পরিবর্তন ও পতনের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান হচ্ছে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ইংরেজি 'History' শব্দটি এসেছে গ্রিক ও ল্যাটিন শব্দ 'Historia' থেকে। যার অর্থ হচ্ছে সত্যানুসন্ধান।

পৌরনীতি ও সুশাসন যেহেতু নাগরিকতার বিজ্ঞান, তাই ইতিহাসের মাধ্যমে নাগরিকতার অতীত ধারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। বর্তমানে নাগরিকতা এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হলে অতীতের নাগরিকতার রূপ কী ছিল এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যই বা কী ছিল সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাছাড়া অতীতে পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য প্রতিষ্ঠানাদি কীরূপ ছিল তা ইতিহাস পাঠে জানা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন গ্রিসে কী কারণে নগররাষ্ট্র (City State) সৃষ্টি হয়েছিল এবং আধুনিককালে কেন জাতি রাষ্ট্রের (Nation State) উদ্ভব ঘটেছে তার সঠিক ব্যাখ্যার জন্য সে দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

উদ্দীপকে অতীতের আন্দোলন, বিপ্লব ও মানবজীবনের অতীত ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে। যা দ্বারা মূলত ইতিহাস বিষয়টিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। অতএব বলা যায়, ইতিহাস হলো মানবজাতির অতীতের স্মারকলিপি, সামগ্রিক জীবন-দর্পণ।

ঘ আমাদের সকলের নাগরিক জীবন সম্পর্কে জানতে ছকে উল্লিখিত বিষয়টি অর্থাৎ, ইতিহাস পাঠের বকল্প নেই। বক্তব্যটি যথার্থ।

পৌরনীতি ও সুশাসনের সাহায্য ছাড়া ইতিহাসের পথচলা যেমন কঠিন তেমনই ইতিহাসের সাহায্য ছাড়াও পৌরনীতি ও সুশাসনের পথচলা কঠিন। ইতিহাস মানবজাতির অতীতের স্মারকলিপি, সামগ্রিক জীবন-দর্পণ। অন্যদিকে, পৌরনীতি ও সুশাসনের যে অংশ সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সম্পর্কিত সেসব ক্ষেত্রে ইতিহাসের সাথে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এছাড়া এ দুটি শাস্ত্রই পরস্পর পরস্পরকে পূর্ণতা প্রদান করেছে। ইতিহাসের তথ্য দ্বারা পৌরনীতি যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে ঠিক তেমনি পৌরনীতির জ্ঞান দ্বারা ইতিহাসও সঞ্জীবিত হয়েছে। একইসাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়সমূহ যেমন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো অতীতে কীরূপ ছিল, কীভাবে তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে ইতিহাস পাঠ করলে তা জানা যায়। এমনকি ঐতিহাসিক তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা অসম্পূর্ণ, আবার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত না হলে ইতিহাসের আলোচনাও নিরর্থক হয়ে পড়ে।

ইতিহাস যেমন পৌরনীতি ও সুশাসনকে তার অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান দেয়, তেমনি পৌরনীতি ও সুশাসন ইতিহাসের আলোচনাকে পরিপূর্ণতা দান করে। পৌরনীতি ও সুশাসন ছাড়া ইতিহাস পাঠ সার্থক হতে পারে না। পৌরনীতি ও সুশাসনের তথ্যগুলো পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ওপর আলোকপাত করে এবং ইতিহাসের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, আমাদের সবার নাগরিকজীবন সম্পর্কে জানতে ছকে উল্লিখিত বিষয়টি অর্থাৎ, ইতিহাস পাঠ করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ২৮ একাদশ শ্রেণির পঠিতব্য বিষয়গুলোর মধ্যে রাফির নাগরিক ও নগররাষ্ট্র বিষয়ের আলোচনা খুব ভালো লাগে। ক্লাসে স্যার যখন সুন্দরভাবে নাগরিক অধিকার, কর্তব্য, সাম্য, স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করেন তখন সে নিজের অবস্থান নির্ধারণ করার চেষ্টা করে।

[বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ১]

ক. পৌরনীতি সম্পর্কে ই.এম হোয়াইট এর সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে স্যারের ক্লাস রাফিকে আকৃষ্ট করে কেন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "শুধু রাফি নয়, সকল নাগরিকের এরূপ বিষয় অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।" তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতির সংজ্ঞায় ই. এম. হোয়াইট বলেন, পৌরনীতি হলো মানব জ্ঞানের সেই শাখা যা নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয় জাতীয় ও মানবতার সাথে জড়িত প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে।

খ নাগরিক ও নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

https://teachingbd24.com

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

গ উদ্দীপকে স্যারের আলোচিত বিষয়বস্তুগুলো পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে সেই ক্লাস রাফিকে আকৃষ্ট করে।

পৌরনীতি হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা। পৌরনীতি নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে থাকে। পৌরনীতি মানুষের কার্যাবলি, অভ্যাস ও আচরণ বিশ্লেষণ এবং রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পর্যালোচনার আলোকে আদর্শ নাগরিক জীবনের শিক্ষা দান করে।

রাফি নাগরিক হিসেবে তার অধিকার, কর্তব্য, স্বাধীনতা ও সাম্য সম্পর্কে স্যারের পৌরনীতি ও সুশাসন ক্লাস থেকে জানতে পারে। স্যার ক্লাসে সুন্দরভাবে একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং স্বাধীনতা ও সাম্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। এসব কারণে স্যারের ক্লাস রাফিকে আকৃষ্ট করে।

ঘ শুধু রাফি নয়, সকল নাগরিকের পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন — বিষয়টির সাথে আমি একমত।

পৌরনীতি হচ্ছে সেই শাস্ত্র যা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের পাশাপাশি নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠান ও আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে। সুনাগরিক হিসেবে সুসংহত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন লাভ করতে হলে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে।

উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি নাগরিক, নগররাষ্ট্র, নাগরিক অধিকার, কর্তব্য, সাম্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। এটি মূলত পৌরনীতি ও সুশাসন। এটি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়। অতীতে নাগরিক জীবনের সূত্রপাত, তখন নাগরিকতার স্বরূপ, বর্তমান আধুনিক যুগে নাগরিকতার ধরন, নাগরিকতা অর্জন ও বিলুপ্তির পদ্ধতি এবং ভবিষ্যতে নাগরিকের আচরণ ও কার্যাবলি কেমন হবে ইত্যাদি বিষয় পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। সুনাগরিক হওয়ার জন্য পৌরনীতি নাগরিককে অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করে এবং কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার ভোগে সচেতন করে তোলে। এ সচেতনতার ফলে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। নিজেদেরকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা থাকা প্রয়োজন। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকরা তা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সুতরাং একথা বলা যায়, উত্তম নাগরিক জীবন গঠন করে সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি বজায় রাখার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা আবশ্যক। সুস্থ-সুন্দর রাষ্ট্র ও সমাজ গড়তে এবং সুনাগরিকতার শিক্ষা অর্জনে রাফিসহ সব নাগরিকের জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মি. 'X' একটি শাস্ত্র পাঠ করে রাষ্ট্র, সংবিধান, আইন ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। মি. 'X' এর বন্ধু মি. 'Y' অপর একটি শাস্ত্র পাঠ করে লিঙ্গ বৈষম্য, নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। *[নীলফামারী সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. নাগরিক সেবাকে নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সহজ ও কার্যকর উপায় কোনটি? ১

খ. সমাজবিজ্ঞান পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বারা প্রভাবিত— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মি. 'X' কোন শাস্ত্র পাঠ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. 'X' ও মি. 'Y' এর পাঠ করা শাস্ত্র দুটির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিক সেবাকে নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সহজ ও কার্যকর উপায় হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার।

খ নাগরিকতা, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক জীবন ও প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক আনুগত্য, আইন, স্বাধীনতা, সাম্য ইত্যাদি আলোচনার জন্যে সমাজবিজ্ঞান পৌরনীতি ও সুশাসনের সাহায্য নিয়ে থাকে। কারণ নাগরিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে পর্যালোচনা না করলে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা পরিপূর্ণ হয় না। গিডিংস ও মরগ্যান বলেন, 'সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া আলোচনা করা সম্ভব নয়।' সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও এদের কার্যাবলিও রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বারা প্রভাবিত।

গ উদ্দীপকে মি. 'X' যে শাস্ত্র পাঠ করেছেন তা হলো পৌরনীতি ও সুশাসন।

পৌরনীতি হলো সেই শাস্ত্র যা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য এবং রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। এ শাস্ত্র নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত স্থানীয়, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা সরকার কাঠামো নিয়ে আলোচনা করে। এ শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সংবিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এর পাশাপাশি এ শাস্ত্র আইনের উৎস ও এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করে। এ শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে একজন নাগরিক তার দেশের সরকারব্যবস্থাসহ অন্যান্য দেশের সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় উদ্দীপকের মি. 'X' যে শাস্ত্র পাঠ করেছেন তা হলো পৌরনীতি ও সুশাসন। কারণ উদ্দীপকের শাস্ত্রটির আলোচ্য বিষয়ের সাথে পৌরনীতি সুশাসনের আলোচনার মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে মি. 'X' অর্থাৎ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং জেন্ডার স্টাডিজের সুসম্পর্ক রয়েছে।

বর্তমানকালে সমসাময়িক বিষয় হিসেবে জেন্ডার স্টাডিজ সামাজিক বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে জেন্ডার স্টাডিজ বিষয়ের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। রাষ্ট্রের সব নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনের আশ্রয় লাভ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, বাকস্বাধীনতা প্রভৃতি অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের এসব অধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা করে থাকে। তেমনি জেন্ডার স্টাডিজ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সব নাগরিকের লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যের বিলোপ সাধন করে একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

জেন্ডার স্টাডিজ পৌরনীতির আলোচনার অন্যতম অনুসঙ্গ। কেননা, রাষ্ট্র কোনোভাবে শুধু নারী বলে তাকে অবজ্ঞা, অবহেলা এবং ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। পৌরনীতি জেন্ডার স্টাডিজের মাধ্যমে সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপ করে একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। পৌরনীতি ও জেন্ডার স্টাডিজ উভয় শাস্ত্র সমাজে নাগরিকের যথাযথ কল্যাণসাধনে কাজ করে। সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে উভয়ই কল্যাণমুখী।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং জেন্ডার স্টাডিজ উভয় শাস্ত্রের মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৩০ দেশের সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কোনো বিকল্প নেই। দেশের সাধারণ জনগণ যখন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয় ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠে তখনই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারে। *[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

ক. পৌরনীতি কী? ১

খ. সুশাসন বলতে কী বুঝ? ২

গ. সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পৌরনীতির জ্ঞান প্রয়োজন কেন? ৩

ঘ. "সমৃদ্ধশালী দেশ গড়তে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিকল্প নেই"— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

খ সুশাসন বলতে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতাসম্পন্ন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

শাসন শব্দটির সাথে 'সু'প্রত্যয় যোগ হয়ে সুশাসন শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। এটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। সুশাসন অর্থ হচ্ছে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকর শাসন। বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। যথা— ১. দায়িত্বশীলতা, ২. স্বচ্ছতা, ৩. আইনি কাঠামো ও ৪. অংশগ্রহণ। ম্যাককরনি (Maccorney) সুশাসনের সংজ্ঞায় বলেন, সুশাসন হচ্ছে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের ও শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ক।

গ পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। একজন নাগরিকের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পৌরনীতি অধ্যয়ন ও অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

রাষ্ট্রের সব নাগরিকই সুনাগরিক নয়। বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম এই তিনটি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে সুনাগরিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমুখী সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিবেকবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ অনুধাবন করতে পারে এবং অন্যায় ও অসৎ কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখে। এছাড়া রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকে। আত্মসংযমী ব্যক্তি নিজেকে সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্বে রেখে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে।

পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতার অর্থ ও প্রকৃতি, নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপ, সুনাগরিকতা, সুনাগরিকের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়, নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। এছাড়া পৌরনীতি পাঠ করে নাগরিকগণ নিজেদেরকে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান, আত্মসংযমী, দায়িত্বশীল, বিবেকবান এবং সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। একমাত্র পৌরনীতির জ্ঞান মানুষকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। সুতরাং বলা যায়, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পৌরনীতির জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

ঘ সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিকল্প নেই— এ বিষয়টির সাথে আমি একমত।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বলতে বোঝায় রাষ্ট্রে এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশ যেখানে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে এক ধরনের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করবে। রাষ্ট্রে কোনো রাজনৈতিক হানাহানি, হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, অসহযোগ থাকবে না।

রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। কেননা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করলে দেশীয় বিনিয়োগকারীর পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যেমন পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়, তেমনি বিদেশি উন্নয়ন এজেন্সি ও দাতা সংস্থাগুলো তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী হয়। ফলে দেশে মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পক্ষান্তরে, যুদ্ধ, জাতিগত দাঙ্গা, ধর্মীয় উগ্রবাদ যদি কোনো দেশে বিদ্যমান থাকে তবে সেখানে জীবন, স্বাধীনতা, সম্পদ হুমকির সম্মুখীন হয়। পাশাপাশি ছিনতাই, রাহাজানি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে দেশে উৎপাদন ব্যাহত করে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষম বিকাশ ঘটে না, নেতৃত্বের বিকাশ ব্যাহত হয়, গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়ে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, "সমৃদ্ধশালী দেশ গড়তে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিকল্প নেই" বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৩১ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির পঠিতব্য বিষয়গুলোর মধ্যে একটি বিষয়ে সুন্দরভাবে নাগরিক, সুশাসন, ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে শিক্ষকেরা আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা শ্রবণ করে ছাত্ররা নিজেদের জ্ঞানের অবস্থান আরো উন্নত করার চেষ্টা করে এবং রাষ্ট্র, সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর ▌প্রশ্ন নং ১]*

ক. 'Civics' শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১

খ. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ কেন? ২

গ. শিক্ষকের আলোচনার বিষয়বস্তু একাদশ শ্রেণির কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের কার্যক্রম রাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Civics' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'সিভিস' (Civis) এবং 'সিভিটাস' (Civitas) থেকে।

খ মূল্যবোধ ও নৈতিকতা উভয়ই সমাজস্বীকৃত আচরণের সমষ্টি।

নৈতিকতা হলো এক ধরনের মানসিক অবস্থা যা মানুষকে সমাজের প্রেক্ষিতে ভালো কাজের অনুপ্রেরণা দেয়। নৈতিকতা মানুষের মনে উদ্ভব ও বিকশিত হয় এবং এটিকে সমাজ লালন করে। অপরদিকে, মূল্যবোধ এক প্রকার সামাজিক নৈতিকতা। সমাজের বসবাসকারী মানুষের শ্রদ্ধাই মূল্যবোধের ভিত্তিস্বরূপ। অর্থাৎ, মূল্যবোধও এক ধরনের নৈতিকতা। তাই বলা হয়, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

গ উদ্দীপকের শিক্ষকদের আলোচনার বিষয়বস্তু একাদশ শ্রেণির পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতার অর্থ ও প্রকৃতি, নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপ, সুনাগরিকতা, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যবোধ প্রভৃতির অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে আলোচনা করে। সুশাসন, সুশাসনের গুরুত্ব, মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা, সাম্য, ই-গভর্নেন্স, নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি বিষয়ও পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ, সংবিধানের প্রকৃতি ও শ্রেণিভেদ, সরকারের প্রকৃতি ও শ্রেণিভেদ, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ বা বিভাগের প্রকৃতি, সংগঠন ও কার্যাবলি, নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলী, রাজনৈতিক দল, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, জনমত প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়। এসব বিষয়বস্তুর পাশাপাশি বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়েও পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির পঠিতব্য বিষয়গুলোর মধ্যে একটি বিষয়ে সুন্দরভাবে নাগরিক, সুশাসন, ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে শিক্ষকের আলোচনা করেন। যা পৌরনীতি ও সুশাসনকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শিক্ষকের আলোচনার বিষয়বস্তুর সাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের সাদৃশ্য রয়েছে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের কার্যক্রম রাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ— উক্তিটির সাথে আমি একমত।

রাষ্ট্রের উপাদান চারটি। এর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদন হলো সরকার। মূলত সরকারই রাষ্ট্রের চালক হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সরকারের ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও সরকারের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শিক্ষকের বক্তব্য শ্রবণ করে ছাত্ররা সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে। যা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী এবং পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে কাজ করে। যার ফলে, নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, নাগরিকের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়, গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়। সরকার দেশের অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নেও কাজ করে। এছাড়াও দেশের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, নাগরিক সেবা দান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ই-গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠা, সামাজিক নিরাপত্তা প্রণয়নেও সরকার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। একটি সমৃদ্ধ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে সরকারের এসব কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের কার্যক্রম রাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ— কথাটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩২ কাওসার ও সুজন এ বছর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। ভবিষ্যতে তারা সরকার ও রাজনীতি বিষয়ে পড়াশুনা করতে চায়। এ প্রসঙ্গে তাদের বাবা জনাব ফয়েজুর রহমান পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত "একটি বিষয়" নেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, বিষয়টি পাঠ করলে তারা রাষ্ট্র, সংবিধান এবং দেশের রাজনীতির সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। তিনি মনে করেন, "ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ উক্ত বিষয়টিকে পূর্ণতা দান করে।" *[স্কলার্স হোম, সিলেট। প্রশ্ন নং ১]*

ক. পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত বিষয়টি পাঠের ফলে যে সকল সুফল লাভ করা যায় সেগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Civics'।

খ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পৌরনীতি ও সুশসন অপেক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু ব্যাপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। আর পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। পৌরনীতি ও সুশাসন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোকে নাগরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। অপরদিকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ঐ একই সমস্যাগুলোকে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ জনাব 'ক' একজন শিক্ষক। তিনি তাঁর ছাত্রদের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানার্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন প্রত্যেককেই নিজ নিজ রাষ্ট্রের উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্ব সভ্যতার উন্নয়নে কাজ করতে হবে। *[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. পৌরনীতির সংজ্ঞা দাও। ১
খ. পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত জ্ঞান তোমাকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে — তুমি কি একমত? সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি হলো সেই শাস্ত্র, যা নাগরিকের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি অধিকার ও কর্তব্য এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নাগরিক জীবনের সমস্যা সমাধান ও পর্যালোচনা করে।

খ নাগরিক ও নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

গ উদ্দীপকে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের কথা বলা হয়েছে।

পৌরনীতি ও সুশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের নাগরিককের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা। নাগরিকের উত্তম জীবন নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। উত্তম নাগরিক জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে। কীভাবে যথাযথভাবে নাগরিকের অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালন করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার একান্ত প্রয়োজন। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের ফলে নাগরিকগণ তাদের এসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। অধিকারের ধারণার মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত থাকে। প্রত্যেক নাগরিককে তার কর্তব্য কী কী, কেন কর্তব্য পালন করতে হয়, অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক কী এসব সম্পর্কে জানতে হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং ব্যক্তিকে অধিকার উপভোগের পাশাপাশি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব 'ক' একজন শিক্ষক। তিনি তার ছাত্রদের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। যেহেতু নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে আলোচনা করা হয়, সেহেতু বলা যায়, উদ্দীপকে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের কথা বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের জ্ঞান অর্থাৎ পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান আমাকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে বলে আমি মনে করি।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। তাই একজন নাগরিকের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়ন ও অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম। রাষ্ট্রের সব নাগরিকই সুনাগরিক নয়। বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম এই তিনটি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে সুনাগরিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমুখী সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিবেকবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ অনুধাবন করতে পারে এবং অন্যায় ও অসৎ কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখে। এছাড়া রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকে। আত্মসংযমী ব্যক্তি নিজেকে সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্বে রেখে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে।

Teachingbd24.com

পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতার অর্থ ও প্রকৃতি, নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপ, সুনাগরিকতা, সুনাগরিকের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়, নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। এছাড়া পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করে নাগরিকগণ নিজেদেরকে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান, আত্মসংযমী, দায়িত্বশীল, বিবেকবান এবং সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। একমাত্র পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান মানুষকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান আমাকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ জবা উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী। সে তার পাঠ্যবিষয় হিসেবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নির্বাচন করেছে। যার প্রথমটি রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির কার্যাবলি ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করে, আর অপরটি কীভাবে একজন নাগরিক আয় ও ব্যয়ের সঠিক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে জীবনকে সমৃদ্ধ করা যায় তার শিক্ষা দেয়।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট। প্রশ্ন নং ১]

ক. পৌরনীতি সম্পর্কে ই.এম. হোয়াইট প্রদত্ত সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. পৌরনীতিকে কেন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত প্রথম বিষয়টি অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় দুটি পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত' — বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতির সংজ্ঞায় ই. এম. হোয়াইট বলেন, পৌরনীতি হলো মানব জ্ঞানের সেই শাখা যা নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও মানবতার সাথে জড়িত প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে।

খ নাগরিক ও নাগরিকের জীবনের সাথে যুক্ত সব বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে যুক্ত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

গ সৃজনশীল ২৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৫

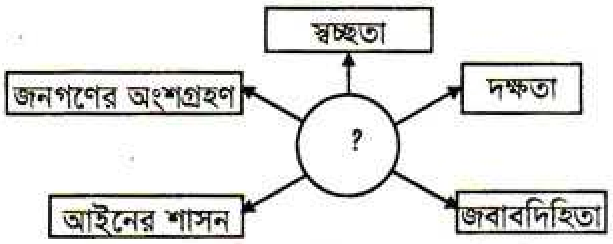

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]

ক. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে কী বসবে? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝ? ২
গ. সুশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো একটি দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কীরূপ ভূমিকা পালন করে বলে তুমি মনে করো? ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে সুশাসন বসবে।

খ আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং সব কিছুর ওপরে আইনের প্রাধান্যের স্বীকৃতিকে বোঝায়।

আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি এবং ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান। আইনের শাসন ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

গ উদ্দীপকে সুশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনই সুশাসন। সুশাসন নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করে। আর নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়গুলো যা স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন ও জনগণের অংশগ্রহণ মূলত সুশাসনের বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। স্বচ্ছতা সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এর ফলে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হয় বলে নাগরিকদের কোনো হয়রানির শিকার হতে হয় না। জবাবদিহিতা হলো সুশাসনের মূল চাবিকাঠি। রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। কার্যকর ও দক্ষ প্রশাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুশাসনের অন্যতম দাবি হলো রাষ্ট্রে একটি স্বচ্ছ আইনি কাঠামো থাকবে এবং এটি সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে। যা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়েই সম্ভব। এছাড়া সুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কাজে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ। নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণই সুশাসনের উপস্থিতিকে নির্দেশ করে। উদ্দীপকে সুশাসনের এই বৈশিষ্ট্যগুলোই উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো একটি দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে আমি মনে করি।

সুশাসন হলো অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল ও দক্ষ শাসনব্যবস্থা যা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতিকে প্রাধান্য দেয়। সুশাসনের ধারণার আলোকে এর কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়েই বোঝা যায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না।

উদ্দীপকে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলোই সুশাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। আইনের শাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি। এর দ্বারা সাম্য, স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই আইনের শাসন ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুশাসনের অন্যতম শর্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা আনয়ন করা। এর ফলে শাসক-শাসিত, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী-পালনকারীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকে না। প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আবশ্যকীয় শর্ত। এছাড়া দক্ষতা সুশাসনের পূর্বশর্ত। কেননা, দক্ষ প্রশাসনই পারে রাষ্ট্রীয় সকল পরিচালনাকে বাস্তবায়িত করতে। এছাড়াও সুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সকল জনগণের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ। এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে নাগরিক ও তাদের সংগঠনগুলোর কার্যক্রমকে গতিশীল করা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্য দিয়েই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোর অনুপস্থিতি সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যাহত করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ আরিনের রাষ্ট্রে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ বিদ্যমান। কারণ, সেখানে সরকার দক্ষতা ও সর্বত্র স্বচ্ছতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। সকল ক্ষেত্রে আইনের শাসন বিদ্যমান থাকায় দুর্নীতি সেখানে নেই বললেই চলে।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১]

Teachingbd24.com

ক. Civics শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? ১
খ. একজন নাগরিকের পৌরনীতি বিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যক কেন? ২
গ. আরিনের রাষ্ট্রে শাসনব্যবস্থার কোন দিকটি তুলে ধরা হয়েছে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Civics শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে।

খ নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্ক জানতে একজন নাগরিকের পৌরনীতি বিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

নাগরিক এবং নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে পৌরনীতি। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক তথা সার্বিক দিকের কমবেশি আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু। পৌরনীতি পাঠের মধ্য দিয়ে সুনাগরিকের গুণাবলি জানা যায় এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়। তাই একজন নাগরিকের পৌরনীতি বিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

গ আরিনের রাষ্ট্রে সুশাসনের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনই সুশাসন। সুশাসনে জনগণের চাহিদা কী তা জানার আগ্রহ ও দক্ষতা সরকারের থাকে। সরকার আন্তরিকভাবে এসব চাহিদা পূরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আরিনের রাষ্ট্রে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ বিদ্যমান। কারণ সেখানে সরকার দক্ষতা ও সর্বত্র স্বচ্ছতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। সকল ক্ষেত্রে আইনের শাসন বিদ্যমান থাকায় দুর্নীতি সেখানে নেই বললেই চলে। এখানে মূলত সুশাসনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আইনের শাসন। আইনের শাসন ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। স্বচ্ছতাও সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বচ্ছতা বলতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং তথ্য প্রাপ্তির সহজলভ্যতাকে বোঝায়। সুশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সরকারের কার্যকারিতা ও দক্ষতা। সুশাসনে দক্ষতা প্রত্যয়টির সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্ঠ নিয়ন্ত্রণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকে আরিনের রাষ্ট্রে রয়েছে। তাই বলা যায়, আরিনের রাষ্ট্রে সুশাসনের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রে সুশাসন বিদ্যমান রয়েছে।

সুশাসন বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে শাসক-শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। প্রকৃতপক্ষে, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা এবং রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা হলো সুশাসন। সুশাসনের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রে সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সরকারের দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও আইনের শাসনের বিষয়ে বলা হয়েছে। এছাড়াও সুশাসনের আরো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন— কোনো রাষ্ট্রে সুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ। এ অংশগ্রহণ কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত হলে তা সুশাসনের অন্তরায় বলে গণ্য হয়। সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জবাবদিহিতা। সুশাসনে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সব সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সুশীল সমাজের ভূমিকাকে বর্তমানে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সুশীল সমাজ সাধারণত নিরপেক্ষ থেকে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান করার চেষ্টা করে। সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। কেননা এর মাধ্যমেই শক্তিশালী জনমত গঠিত হয়। জনমত সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থাও সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেও অনেকে সুশাসনের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করে থাকেন।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও সুশাসনের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶৩৭ মিতু দ্বাদশ শ্রেণির একজন ছাত্রী। সে খুব আগ্রহ নিয়ে নাগরিকতার অতীত ও বর্তমান চিন্তা করে। সে মনে করে সুনাগরিক তৈরির সবচেয়ে বড় উপায় হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা। তার একটি পাঠ্যবইয়ে সে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে পেরেছে। মিতু মনে করে সুনাগরিক হওয়া এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ গ্রন্থ পাঠের বিকল্প নেই। *[সরকারি শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ১]*

ক. কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পৌরনীতি গড়ে উঠেছে? ১
খ. পৌরনীতির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক অল্প কথায় লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে যে বিষয় দু'টি প্রদর্শিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সুনাগরিক হওয়া এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ গ্রন্থ পাঠের বিকল্প নেই"— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিকতার উপর ভিত্তি করে পৌরনীতি গড়ে উঠেছে।

খ পৌরনীতির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক নিবিড়।

একই চিন্তাভাবনার ধারাবাহিকতায় পৌরনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান জন্মলাভ করেছে। যে শাস্ত্র ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান। পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়ই রাষ্ট্রের মানুষের কার্যাবলি পর্যালোচনা করে। কেননা, রাষ্ট্র ও নাগরিক অবিচ্ছেদ্য এবং পরস্পর নির্ভরশীল। তাই বলা যায়, পৌরনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

গ উদ্দীপকে পৌরনীতি ও সুশাসনের সুনাগরিকতা এবং সুশাসন বিষয় দুটি প্রদর্শিত হয়েছে।

নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান হিসেবে পৌরনীতি ও সুশাসন সুনাগরিকতার বিভিন্ন দিক এবং সুশাসন নিয়ে আলোচনা করে। বুদ্ধি, বিবেকও আত্মসংযম সম্পন্ন নাগরিককে বলে সুনাগরিক। অপরদিকে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে গঠিত শাসনব্যবস্থাই সুশাসন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী মিতু খুব আগ্রহ নিয়ে নাগরিকতার অতীত ও বর্তমান চিন্তা করে। সে মনে করে সুনাগরিক তৈরির সবচেয়ে বড় উপায় হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা। সে তার পাঠ্যবইয়ের এসব জানতে পেয়েছে। সুনাগরিক হওয়া এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যার কোনো বিকল্প নেই। এখানে মূলত সুনাগরিকতা এবং সুশাসনের বিষয়টিই বলা হয়েছে। কেননা পৌরনীতি ও সুশাসন সুনাগরিকতা ও সুশসান উভয় দিক নিয়ে আলোচনা করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় কাজে সহজেই অংশগ্রহণ করতে পারে। সুশাসন নাগরিকদের মতামত প্রদানে উৎসাহিত করে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে বলে নাগরিকরা আত্মসংযমী হয়। উদ্দীপকে এসব বিষয়েই বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সুনাগরিকতা ও সুশাসন বিষয় দু'টি প্রদর্শিত হয়েছে।

ঘ 'সুনাগরিক হওয়া এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ গ্রন্থ তথা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের বিকল্প নেই।'— কথাটি যথার্থ।

সুনাগরিক হওয়ার জন্য নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য পালন সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে নাগরিক তার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। পৌরনীতির জ্ঞান নাগরিকদেরকে বুদ্ধিমান, আত্মসংযমী, বিবেকবান, নিষ্ঠাবান করে গড়ে তোলে। তাদের মধ্যে সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠে। অর্থাৎ পৌরনীতির জ্ঞান মানুষকে সুনাগরিক করে গড়ে তোলে।

Teachingbd24.com

পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে নাগরিকের মধ্যে অধিকারও কর্তব্যের প্রতি সচেতনা বাড়ে, গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত হয়, দেশপ্রেম বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে সুযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। বিষয়গুলো চর্চার মধ্যদিয়েই রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। কারণ সুনাগরিকের বৈশিষ্ট্য হলো জনগণের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, দক্ষতা প্রভৃতি। আর সুশাসনের এ বৈশিষ্ট্যগুলো জানার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, সুনাগরিক হওয়া এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের কোনো বিকল্প নেই। কারণ পৌরনীতি ও সুশাসন এ বিষয় দু'টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ রিনা একাদশ শ্রেণিতে পাঠ্যসূচিভূক্ত এমন একটি বিষয় নিয়েছে যেটি সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার পাশাপাশি রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে তার বন্ধু মিনার পাঠ্যবিষয়টি শিক্ষা দেয় সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে মানুষের অসীম অভাব দূর করা যায় এবং সম্পদ, উৎপাদন, বণ্টন ব্যবস্থা, বাজেট ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা । প্রশ্ন নং ১]

ক. পৌরনীতি সম্পর্কে ই.এম. হোয়াইট এর সংজ্ঞাটি লিখ। ১
খ. পৌরনীতিকে নাগরিক বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রিনার বিষয়টি কিভাবে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রিনা ও মিনার পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই. এম হোয়াইট তার 'The Philosophy of Citizenship' গ্রন্থে পৌরনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন— 'নাগরিকতার সঙ্গে জড়িত সকল প্রশ্ন নিয়ে সে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।'

খ নাগরিক ও নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রিনার বিষয়টি অর্থাৎ, পৌরনীতি ও সুশাসন বিভিন্নভাবে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

রিনার পাঠ্যসূচিভুক্ত বিষয়টি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পাশাপাশি রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে যা পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচসূচি অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, রিনার বিষয়টি হলো পৌরনীতি ও সুশাসন। আর পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিককে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতার যাবতীয় দিক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়। অতীতে নাগরিক জীবনের সূত্রপাত, নাগরিকতার স্বরূপ, বর্তমান যুগে নাগরিকতার ধরন, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি এবং ভবিষ্যতে নাগরিকের সম্ভাব্য আচরণ ও কার্যাবলি সুনাগরিকতার গুণাবলি ইত্যাদি বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। পৌরনীতি ও সুশাসন ব্যক্তিকে সুনাগরিকে পরিণত হওয়ার জন্য অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। একইসঙ্গে কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার ভোগে সচেষ্ট হতে তাগিদ দেয়। এ সচেতনতার ফলে নাগরিকরা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। সুনাগরিক হতে হলে ব্যক্তির বিচক্ষণতা থাকা প্রয়োজন। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকরা এ গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়।

এভাবে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি নাগরিকদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

ঘ সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ একাদশ মানবিক বিভাগের ছাত্রী সুমি পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের আরেকটি বিষয় নিয়েছে। বিষয়টি উৎপাদন, বন্টন, বিনিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। কীভাবে সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অসীম অভাব পূরণের মাধ্যমে সর্বাধিক জনকল্যাণ নিশ্চিত করা যায়, এটাই বিষয়টির মূল লক্ষ্য।

[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ । প্রশ্ন নং ১]

ক. পৌরনীতির উৎপত্তিগত অর্থ কী? ১
খ. পৌরনীতি কীভাবে মানবতাবোধ সৃষ্টি করে? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুমি পৌরনীতির সাথে অন্য কোন বিষয়টি নিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি বিষয়েরই লক্ষ্য মানবকল্যাণ— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতির উৎপত্তিগত অর্থ হলো নগর ও নগরবাসী সম্পর্কিত রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে জ্ঞানের সে শাখা গড়ে উঠেছে তাই।

খ পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উৎপত্তি, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি নাগরিকতা, অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে এবং ভবিষ্যতে এগুলো কীরূপ হবে বা হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। নাগরিক জীবনের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক দিকের কমবেশি আলোকপাত করে থাকে যা থেকে ছাত্রছাত্রীরা মানবতাবোধের উন্মেষ ঘটায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সুমি পৌরনীতির সাথে যে বিষয়টি নিয়েছে সেটি হলো অর্থনীতি।

অর্থনীতি সম্পদ উৎপাদন, বণ্টনব্যবস্থা, বিনিয়োগ, বাজেট এবং সর্বোপরি সীমিত সম্পদ কাজে লাগিয়ে মানবকল্যাণের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে।

প্রকৃত বাস্তবতায় অর্থনৈতিক কল্যাণ ব্যতীত কোনো ধরনের নাগরিক কল্যাণ সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে বহুমুখী অভাবের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এসব অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদ দিয়ে কীভাবে অসীম অভাবের মধ্যে প্রয়োজনীয় অভাবগুলোকে পূরণ করা যায় তা অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। আবার যেহেতু মানুষের অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত, তাই এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার আবশ্যক। অর্থনীতি সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করে। তাছাড়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একজন রাজনীতিবিদের অর্থনীতির জ্ঞান ও থাকাও আবশ্যক। আর অর্থনীতি পাঠে মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ ও সুনাগরিকের গুণাবলি বিকশিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি বিষয় অর্থাৎ, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি উভয়েরই লক্ষ্য মানবকল্যাণ। উক্তিটি যথার্থ।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য, আচরণ, প্রত্যাশা প্রভৃতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে। আর অর্থনীতি নাগরিকের সুবিধার্থে বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উভয়ের লক্ষ্য নাগরিকের কল্যাণ সাধন করা।

সমাজসেবা, সমবায়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সম্পদের বণ্টন, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়গুলো পৌরনীতি ও অর্থনীতি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করে। আবার পৌরনীতি ও সুশাসন একজন নাগরিককে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে। অন্যদিকে অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভাব ও চাহিদার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে সুন্দর ও সুখী জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এভাবে এ দুটি বিষয় নাগরিক জীবনকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

https://teachingbd24.com

একটি দেশের রাজনৈতিক সংগঠনের স্থায়িত্ব, সমৃদ্ধি, বিবর্তন সে দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার কোনো দেশের আর্থিক উন্নতি ও অবনতি সমানভাবে সে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। বস্তুত, পৌরনীতি ও সুশাসন আর অর্থনীতির শিক্ষা অর্থনীতির ভীত মজবুত করে গণতন্ত্র বিকাশের সাথে সাথে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠনে ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান কল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলো নাগরিকের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। সমবায় আন্দোলন, কর্মসংস্থান, মজুরি, খাজনা প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজগুলো রাষ্ট্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৪০ ঝিনুক ও শুভ দুই ভাই। ঝিনুক শিক্ষকতা করে এবং শুভ পেশায় প্রকৌশলী। কিছুদিন আগে শুভ ইংল্যান্ড ও জার্মানি গিয়েছিল পেশাগত কাজে। শুভ ইংল্যান্ড ও জার্মানির জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে গল্প করছিল। ঝিনুক তাকে বলল যে, "ওই দুটি দেশ ছাড়াও তুমি যদি অন্যান্য দেশের জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে এবং নাগরিকতার সাথে জড়িত বিষয় সম্পর্কে আরও বেশি জানতে চাও তাহলে পৌরনীতি ও সুশাসনের ওপর লেখা কোনো বই পড়বে। কেননা জ্ঞানের এ শাখাটি মূলত নাগরিকতাবিষয়ক বিজ্ঞান।"

[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া] প্রশ্ন নং ১]

ক. 'নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল প্রশ্ন সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাই পৌরনীতি'— উক্তিটি কার? ১

খ. শব্দগত বা উৎপত্তিগত অর্থে পৌরনীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে একজন নাগরিক হিসেবে শুভ কতটুকু উপকৃত হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে শুভ কী কী বিষয় জানতে পারবে? ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল প্রশ্ন সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাই পৌরনীতি'– উক্তিটি ই. এম. হোয়াইট-এর।

খ পৌরনীতি একটি সংস্কৃত শব্দ। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics। ল্যাটিন শব্দ Civis ও Civitas থেকে ইংরেজি Civics শব্দের উৎপত্তি। Civis শব্দের অর্থ 'নাগরিক' আর Civitas শব্দের অর্থ নগররাষ্ট্র। তাই উৎপত্তিগত অর্থে Civics বা পৌরনীতি হলো নগররাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিক হিসেবে মানুষের আচরণ ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

গ পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে উদ্দীপকের শুভ নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের দ্বারা উপকৃত হবে।

পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। যা কিছু নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে, তার প্রায় সকল দিক নিয়েই পৌরনীতি আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের অতীত ও বর্তমান দিক নিয়ে আলোচনা করে এবং ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবন সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এটি নাগরিককে তার অধিকার ও কর্তব্যবোধের শিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক হওয়ার উপায় বলে দেয়। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা সম্পর্কীয় জ্ঞানদান করে, নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি উদার করে, নাগরিকের মধ্যে কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে, সুযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার শিক্ষা প্রদান করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতেও সাহায্য করে থাকে। সুতরাং, সুন্দর ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলতে উদ্দীপকের শুভ পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে উপকৃত হবে।

ঘ উদ্দীপকের শুভ পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয় অধ্যয়নের মাধ্যমে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে পারবে।

একজন নাগরিকের জীবন ও কার্যাবলি যতদূর বিস্তৃত, অর্থাৎ যা কিছু নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে, পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়বস্তু বা পরিধি ততদূর প্রসারিত।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয়, নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রূপ, নাগরিকতার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসন মানব সভ্যতার আদি সংগঠন সম্পর্কে, রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিমূর্ত বিষয় যথা—আইন, স্বাধীনতা, সাম্য ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করে।

এছাড়াও পৌরনীতি ও সুশাসন রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অগ্রগতি ও বিকাশ সম্পর্কেও আলোচনা করে। সময়ের স্রোত বেয়ে বিবর্তনের ধারায় কিংবা আন্দোলন-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে কীভাবে একটি জাতি বা রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে তা পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে থাকে। এ বিষয়গুলো উদ্দীপকের শুভ পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করার মাধ্যমে জানতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ৪১ হাসানের বড় ভাই মুনতাসির একজন শিক্ষক। তিনি ক্লাসে তার ছাত্রদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে সুনাগরিক হওয়া যায় তার সুস্পষ্ট ধারণা নিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজ দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া] প্রশ্ন নং ২]*

ক. সুশাসনের মূল ভিত্তি কী? ১

খ. নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ে ধারণা নেওয়ার জন্য মুনতাসিরের ছাত্রদের কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের জ্ঞান বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নের ভূমিকা রাখবে— তুমি কি একমত? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুশাসনের মূল ভিত্তি হলো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ।

খ ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিচারের জন্য যে মূল্যবোধ তাকে নৈতিক মূল্যবোধ বলা হয়।

নীতি ও ঔচিত্যবোধ থেকে নৈতিক মূল্যবোধকে বিবেচনা করা হয়। জীবনের পথে ব্যক্তিকে তার কর্মপন্থা স্বাধীনভাবে নির্বাচন করতে হয়। যে কোনো পরিস্থিতিতে কী করা উচিত আর কী করা অনুচিত, সে বিষয়ে প্রত্যেককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ব্যক্তির এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর তার জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। তাছাড়া এ সিদ্ধান্তের যথার্থতা ব্যক্তির জীবনের মূল্যমান নির্ধারণ করে।

পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ প্রভৃতি থেকে মানুষ নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা পেয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ে ধারণা নেওয়ার জন্য মুনতাসিরের ছাত্রদের পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে জ্ঞানার্জন প্রয়োজন।

পৌরনীতি ও সুশাসন বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবারের বর্তমান ও অতীত রূপ এবং কার্যাবলি; সমাজের বিকাশ, সামাজিক মূল্যবোধ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে। এছাড়া রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রকৃতি ও উৎপত্তির ইতিহাস রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ, সংবিধানের প্রকৃতি ও শ্রেণিভেদ, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ বা বিভাগের প্রকৃতি, সংগঠন ও কার্যাবলি, নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলী, রাজনৈতিক দল, জনমত প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে সেই শাস্ত্র যা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের পাশাপাশি নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সব প্রতিষ্ঠান ও আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে। সুনাগরিক হিসেবে সুসংহত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন লাভ করতে হলে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, শিক্ষক মুনতাসির ক্লাসে ছাত্রদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে সুনাগরিক হওয়া যায় তার সুস্পষ্ট ধারণা নিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পরামর্শ দেন। যেহেতু পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের মাধ্যমে সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষা প্রদান করে, সেহেতু বলা যায় উদ্দীপকে বর্ণিত এসব বিষয়ে ধারণা নেওয়ার জন্য মুনতাসিরের ছাত্রদের পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে জ্ঞানার্জন অর্জন করা প্রয়োজন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের জ্ঞান তথা 'পৌরনীতি ও সুশাসন' বিষয়ের জ্ঞান বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে— আমি এ বক্তব্যটির সাথে সম্পূর্ণ একমত।

পৌরনীতি ও সুশাসন মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলিই এর মুখ্য আলোচ্য বিষয়। এর পরিধি শুধু একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সমগ্র বিশ্ব পরিচালনার উপায় বর্ণনা করে।

মানবসভ্যতার বিকাশে আদি ও অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন জ্ঞান প্রদান করে থাকে। যেমন- পরিবারের মধ্য দিয়েই সমাজের সৃষ্টি এবং এই সমাজেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং বিশ্ব সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্বসভ্যতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি, রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ, সংবিধান, সরকারের প্রকৃতি, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলী প্রভৃতি রাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন বিস্তারিত আলোচনা করে। তাই বলা যায় যে, বিশ্বসভ্যতার বিকাশে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ক জ্ঞান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নাগরিকতার আন্তর্জাতিক রূপ সম্পর্কে পৌরনীতি সবিস্তারে ব্যাখ্যা দান করে। নাগরিকতার অতীত ও বর্তমান অবস্থান পৌরনীতিই নির্দিষ্ট করে দেয়।

অতএব, নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, পৌরনীতি বিষয়ের জ্ঞান বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৪২ শফিক সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে তিনি তার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহার করেন। শফিক সাহেব দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন। তিনি তার অফিসের সেবা গ্রহণকারীদের দ্রুততার সাথে সেবা প্রদান করে থাকেন। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা । প্রশ্ন নং ১]*

ক. বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয় কত সালে? ১
খ. 'পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান' ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের কোন দিকটি লক্ষ করা যায়? তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয় ছাড়াও সুশাসনের আরো বৈশিষ্ট্য থাকার সুযোগ রয়েছে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয় ২০০৯ সালে।

খ নাগরিক ও নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

গ শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের সুশাসনে দিকটি লক্ষ্য করা যায়।

সুশাসন হলো অংশগ্রহণমূলক স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল ও ন্যায়পরায়ণ শাসনব্যবস্থা, যা আইনের শাসন নিশ্চিত করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। বর্তমান সময়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত হলে দুর্নীতি আশঙ্কা থাকে না এবং নাগরিকদের কোনো প্রকার হয়রানির শিকার হতে হয় না। এছাড়া প্রশাসনের কার্যকারিতা ও দক্ষতা সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে নাগরিকরা দ্রুততার সাথে তাদের প্রয়োজনীয় সেবা পেয়ে থাকেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শফিক সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। শফিক সাহেব দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন। তিনি তার অফিসের সেবা গ্রহণকারীদের দ্রুততার সাথে সেবা প্রদান করে। শফিক সাহেবের এসব কর্মকাণ্ড সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য স্বচ্ছতা, শ্রোতা ও সরকারি কাজে দ্রুততাকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের সুশাসনের দিকটি লক্ষ্য করা যায়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও সুশাসনের আরও বৈশিষ্ট্য থাকার সুযোগ রয়েছে।

সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন। উদ্দীপকের শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও কাজের দ্রুততা ফুটে উঠেছে। এছাড়াও সুশাসনের আরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অংশগ্রহণ। কোনো রাষ্ট্রে সুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, নির্বিশেষে সব নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ। আইনের শাসন ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। সুশাসনের অন্যতম দাবি হলো রাষ্ট্রে একটি স্বচ্ছ আইন কাঠামো থাকবে এবং এটি সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে। সুশাসনের জন্য সরকারকে অবশ্যই বৈধ হতে হবে। সরকার হতে হবে যথাযথ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত অর্থাৎ, জনসমর্থনপুষ্ট। কেননা, সরকারের বৈধতা-অবৈধতার প্রশ্ন সুশাসনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। জবাবদিহিতা হলো সুশাসনের মূল চাবিকাঠি। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি সব সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। শক্তিশালী জনমত সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক, যা গণমাধ্যমের দ্বারা তৈরি হতে পারে। তাই গণমাধ্যম হতে হবে স্বাধীন এবং সরকারের হস্তক্ষেপমুক্ত। এছাড়া স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুশাসনের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য হলো— সাম্য, সুশীল সমাজের ভূমিকা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা ছাড়াও সুশাসনের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও সুশাসনের আরও বৈশিষ্ট্য থাকার সুযোগ রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ একাদশ শ্রেণির ক্লাসে নজরুল স্যার নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তী ক্লাসে জাকির স্যার চাহিদা ও যোগান বিধি নিয়ে আলোচনা করেন। ছাত্ররা উভয়ের ক্লাস মনোযোগের সাথে শোনে। তাদের ধারণা, যদিও দুটি বিষয়ে কিছু পার্থক্য রয়েছে, তবুও সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে এ দুই শাস্ত্রের তুলনা নেই। *[নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ । প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সিভিটাস শব্দের অর্থ কী? ১
খ. জাতি রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে নজরুল স্যার কোন বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন? উক্ত বিষয়টি অধ্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো কী পরস্পর সম্পর্কিত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

https://teachingbd24.com

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিভিটাস (Civitas) শব্দের অর্থ 'নগররাষ্ট্র'।

খ জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রই জাতি রাষ্ট্র।

সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বশাসনের লক্ষ্যে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। জাতি রাষ্ট্র একদিকে যেমন জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত, তেমনি তা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি নিজেদেরকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র মনে করে বলে জাতি রাষ্ট্র গঠন করে। ইতালির রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলিকে জাতি রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা মনে করা হয়। সাধারণত জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সংগীত এবং অভিন্ন লক্ষ্য থাকে।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৪৪ কলেজ পড়ুয়া অর্নবের পরিবারের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। বলা যায়, রাজনৈতিক চেতনা তার রক্তের সাথে মিশে আছে। এ প্রেক্ষিতে কলেজ ছাত্র সংসদের আগামী নির্বাচনে সে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে ইচ্ছুক। এছাড়া ভবিষ্যতে জাতীয় রাজনীতির মাধ্যমে অর্নব দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত। *[পার্বতীপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর ▌ প্রশ্ন নং ১]*

ক. পৌরনীতি কী? ১

খ. সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য নাগরিক জ্ঞান আবশ্যক কেন? ২

গ. অর্নবের বাস্তব জীবনে পৌরনীতির শিক্ষা কী কাজে লাগবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুনাগরিকতার শিক্ষা অর্জনের জন্য এবং নাগরিক চেতনা লাভের জন্য অর্নবের পৌরনীতি পাঠ করা প্রয়োজন উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে তাই পৌরনীতি।

খ মানুষের সুন্দর জীবনযাপনের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং উন্নততর জীবনবিধানের জন্য অব্যাহতভাবেই টিকে থাকবে।

রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের জন্য মানুষের পক্ষে রাজনৈতিক জ্ঞান ও পজ্ঞা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতা, আচারণ ও ব্যবহারের শিষ্ঠতা এবং সুস্থতার জন্য পৌরনীতির পাঠ আবশ্যক। উন্নত জীবন লাভের জন্য মূল্যবোধ, আচারণ, অভ্যাস, নৈতিকতা, আইনের প্রতিশ্রদ্ধা প্রভৃতি প্রয়োজন। নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য শৃঙ্খলা, নিয়মনীতির ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য পৌরনীতির জ্ঞান থাকা দরকার। তাই বলা হয়ে থাকে, সুন্দর জীবন যাপনের জন্য নাগরিক জ্ঞান আবশ্যক।

গ অর্নবের বাস্তব জীবনে পৌরনীতির শিক্ষা বিভিন্ন কাজে লাগবে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, কলেজ পড়ুয়া অর্ণবের পরিবারের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। বলা যায়, রাজনৈতিক চেতনা তার রক্তের সাথে মিশে আছে। এ প্রেক্ষিতে কলেজ ছাত্র সংসদের আগামী নির্বাচনে সে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক। এছাড়া ভবিষ্যতে সে জাতীয় রাজনীতির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত।

উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পৌরনীতির শিক্ষা অনর্বেবর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাবে। কেননা, তার পরিবারের প্রত্যেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। এর ফলে সে সহনশীল ও অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। পাশাপাশি সঠিক জনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। নেতৃত্ব ও এর গুণাবলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের মাধ্যমে যোগ্য নেতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে। কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন এবং ভবিষ্যতে জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করে দেশে গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে পারবে এবং দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে পারবে। কেননা, পৌরনীতি বিষয়ে জ্ঞান নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম জগ্রত করে। এভাবে পৌরনীতির শিক্ষা অর্ণবের বাস্তব জীবনকে সার্থক করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ঘ সুনাগরিকতার শিক্ষা অর্জনের জন্য এবং নাগরিক চেতনা লাভের জন্য অর্ণবের পৌরনীতি পাঠ করা প্রয়োজন। কেননা, এ শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতার দায়িত্বও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সুনাগরিককে পরিণত হয়।

পৌরনীতি থেকে অর্জিত জ্ঞান এবং এর সফল প্রয়োগ স্বাভাবিক, সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মেধা, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুনাগরিক প্রয়োজন। পৌরনীতির শিক্ষা এরূপ সুনাগরিক তৈরিতে সাহায্য করে। এছাড়া সমাজকে সুন্দরভাবে গঠন করার স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার প্রয়োজন। আর দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা পৌরনীতি দিয়ে থাকে।

বর্তমান সমাজে গণতন্ত্রকে জনগণের শাসন বলা হয়। এক্ষেত্রে জনগণ অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হলে গণতন্ত্র সফল হয়। পৌরনীতি দেশের নাগরিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একইসাথে উদার দৃষ্টিভজি যেকোনো সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে পারে। পৌরনীতি পাঠের ফলে নাগরিক গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা ত্যাগ করে উদার দৃষ্টিভজির অধিকারী হতে পারে যা সুন্দর সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, পৌরনীতি থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সুনাগরিকতার শিক্ষা অর্জন এবং নাগরিক চেতনাকে লাভের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থাকে সুন্দর করে গঠন করা যায়।

প্রশ্ন ▶৪৫

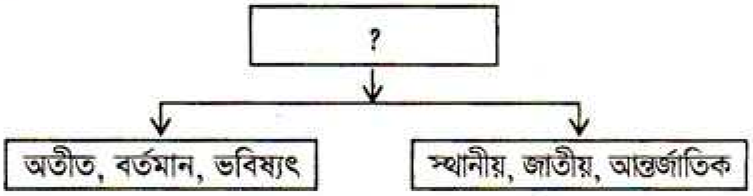

[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ১]

ক. Polites শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ICT বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে যে বিষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টি নাগরিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? যুক্তি দিয়ে বোঝাও। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Polites শব্দের অর্থ হলো নাগরিক।

খ ICT-এর পূর্ণরূপ হলো Information and Communication Technology (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)।

অল্পসময়ে, নির্ভুল তথ্যের আদান-প্রদান এবং দ্রুত যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারই হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তি ধারণাটি বহুমুখী ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। রেডিও, টেলিভিশন, সেলুলারফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার প্রভৃতি উপাদান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত। প্রশাসনিক কাজে, ব্যাংক-বীমা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মহাকাশ গবেষণা, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মানবসভ্যতার প্রগতির ধারা আরো গতিশীল হয়েছে।

গ সৃজনশীল ২০ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২০ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪৬ দুই বাল্যবন্ধু মাসুম ও শহীদ দুটি ভিন্ন বিষয়ে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, নাগরিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা এসব বিষয়ের প্রতি মাসুমের আগ্রহ বেশি। অন্যদিকে, শহীদের সব সময় মুদ্রাব্যবস্থা, ব্যয়, বাজেট তৈরি, সম্পদের সুষম বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বেশি আকৃষ্ট। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা পছন্দমত বিষয় নির্বাচন করে। মাসুম ও শহীদ পাঠবিষয় নিয়ে আলোচনা করে লক্ষ করল বিষয় দুটি ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য কিন্তু এক।

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নং ১]

ক. সুশাসন কী? ১
খ. জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের মাসুম ও শহীদ যে যে বিষয়ে অধ্যয়নরত ঐ বিষয় দুটির মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিষয় দুটির মধ্যে বৈসাদৃশ্যও বিস্তর— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনই সুশাসন।

খ জবাবদিহিতা হচ্ছে নিজ কর্মের জন্য অন্য ব্যক্তির কাছে ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতা।

জবাবদিহিতা সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তি যখন তার কাজের জন্য অন্য কারো কাছে উত্তর দেয় যে, সে কাজটা কীভাবে করেছে তখন তাকে জবাবদিহিতা বলে। সুশাসনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বলতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতাকে বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নিম্নস্তরের আমলারা তাদের কাজের জন্য উর্ধ্বতন আমলাদের নিকট জবাবদিহি করেন। তদ্রূপ উর্ধ্বতনরাও শাসন বিভাগের কর্তাদের নিকট জবাবদিহি করে থাকেন।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের বিষয় দুটি অর্থাৎ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির মধ্যে বৈসাদৃশ্য নিচে তুলে ধরা হলো—

পৌরনীতি ও সুশাসন হলো শাস্ত্র যা নাগরিক হিসেবে মানুষের বিবিধ অধিকার ও কর্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে। আর অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন হলো নাগরিকতাবিষয়ক বিজ্ঞান। এর মূল আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্র, নাগরিক এবং নাগরিকের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়। অন্যদিকে অর্থনীতি অর্থবিষয়ক বিজ্ঞান। অর্থের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য নিয়ে অর্থনীতির আলোচনা আবর্তিত। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে অনুশীলন ও অধ্যায়ন করা হয়। অর্থাৎ, পৌরনীতি ও সুশাসন ঐতিহাসিক এবং অর্থনীতি গাণিতিক পদ্ধতিতে অনুশীলন ও অধ্যয়নকরা হয়। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে অর্থনীতির বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় বিষয়বস্তুগত দিক থেকে। যেমন-অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হলো চাহিদা, জোগান, উপযোগ, বাজার, অভাব, উৎপাদন, ভোগ, শিল্প শিল্পায়ন, শেয়ার ইত্যাদি। অথচ এ বিষয়গুলো পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়। আবার পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচিত আইন, সাম্য, স্বাধীনতা, নির্বাচন, নেতৃত্ব, নাগরিকত্বা, জাতীয়তা, সংবিধান ইত্যাদি অর্থনীতিতে আলোচিত হয় না। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিক জীবনাচরণ বিশ্লেষণের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। অপরদিকে, অর্থনীতি মানুষের অর্থনৈতিক জীবনাচরণ বিশ্লেষণের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি এবং মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। উভয় বিষয়েরই লক্ষ ও উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ মানবকল্যাণ সাধন করা।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ রুপাইদা একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে জানতে পারে নাগরিক জীবনের দায়িত্ব সম্পর্কে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পাশাপাশি একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে নিজেকে কি ভাবে গড়বে তাও জানতে পারবে।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১]

ক. Civis and Civitas শব্দের অর্থ কী? ১
খ. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. আলোচ্য বিষয়ের পরিধি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'পৌরনীতি নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে' উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Civis and Civitas শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'নাগরিক' এবং 'নগর রাষ্ট্র'।

খ স্বচ্ছতা হলো এমন একটি বিমূর্ত ধারণা যা দ্বারা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, কোন কর্মকান্ড কতটুকু নীতিসজ্গত বা বৈধ। এক কথায় স্বচ্ছতা হলো সুস্পষ্টতা। এটি সুশাসনের একটি বৈশিষ্ট্য।

জবাবদিহিতা হলো সম্পাদিত কর্ম সম্পর্কে একজন ব্যক্তির বাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতা। সুশাসনের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি নাগরিক সেবাদানকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকেও জবাবদিহিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি সুশাসনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর সুশাসন নির্ভর করে।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ 'পৌরনীতি নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে' উক্তিটি যথার্থ। নাগরিক জীবনের কার্যাবলি আলোচনা করাই হলো পৌরনীতির কাজ।

পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে নাগরিকতা বিষয় বিজ্ঞান। পৌরনীতি ও সুশাসন সুস্থ ও সুন্দর সমাজ জীবন গঠনের শিক্ষাদানের মাধ্যমে নাগরিকতা ও সম্পর্কীয় জ্ঞানদান করে। নাগরিক দৃষ্টিভজ্ঞি উদার করে, নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি করে এবং পূর্ণাজ্গ জীবন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মূলত রাষ্ট্রের উৎপত্তি। একটি দেশের সুনাগরিকগণ এই দেশের সর্বোত্তম সম্পদ। নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা পৌরনীতির আলোচনার পরিধিভুক্ত। অধিকারের সংজ্ঞা ও অর্থ, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের অধিকার, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ, অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনার আওতাভুক্ত। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কর্মকাণ্ডের ওপর। পৌরনীতির জ্ঞান নাগরিককে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে দেশের জন্য ত্যাগী হতে শেখায়। পৌরনীতি নাগরিকদের নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করে। নেতৃত্ব কী, নেতৃত্ব কীভাবে বিকশিত হয়, নেতৃত্বের সমস্যা কী কী, নেতৃত্বের গুণাবলী ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ দরকার তা নাগরিকরা পৌরনীতির আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারে।

অন্যদিকে, নাগরিকরা যদি পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ না করে তাহলে তাদের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে। এরূপ অবস্থায় তারা একদিকে যেমন অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বঞ্চিত ও প্রতারিত হবে, অন্যদিকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে পারবে না।

সুতরাং সার্বিক আলোচনা প্রমাণ করে, যা কিছু নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে তার প্রায় সকল দিক নিয়েই পৌরনীতি আলোচনা করে।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ জনাব 'ক' ছাত্রদের শ্রেণিকক্ষে নাগরিক, নাগরিকের ক্রিয়াকলাপ, অধিকার ও কর্তব্য নাগরিক জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে পাঠদান করেন। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১]*

ক. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক কে? ১
খ. সুশাসন বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর পাঠদানের বিষয়ের সাথে তোমার পঠিত বিষয়ের পরিধি ও বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর পাঠদানের বিষয়টি প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে অপরিহার্য— বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক হলেন এরিস্টটল।

খ সুশাসন বলতে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

শাসন শব্দটির সাথে 'সু' প্রত্যয় যোগ হয়ে সুশাসন শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। এটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। সুশাসন অর্থ হচ্ছে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকর শাসন। বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। যথা– ১. দায়িত্বশীলতা, ২. স্বচ্ছতা, ৩. আইনি কাঠামো ও ৪. অংশগ্রহণ।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ "উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর পাঠদানের বিষয়টি তথা পৌরনীতি ও সুশাসন প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে অপরিহার্য" কথাটি যথার্থ।

নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির পদমর্যাদাই হচ্ছে নাগরিকতা। আর পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকতার সাথে জড়িত সব বিষয় নিয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন পর্যালোচনা করে, যা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পৌরনীতি ও সুশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য পর্যালোচনা করা। নাগরিকের উত্তম জীবন নিশ্চিত করাই এর লক্ষ। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে কীভাবে যথাযথভাবে নাগরিকের অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালন করা যায়, তা বিস্তারিতভাবে জানা যায়। এছাড়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার, সুনাগরিকের গুণাবলি, দেশ রক্ষায় সুনাগরিকের ভূমিকা প্রভৃতি দিক নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে। পাশাপাশি নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের অতীত ও বর্তমান রূপ আলোচনার আলোকে এর ভবিষ্যৎ কার্যাবলি কেমন হবে সে সম্পর্কেও পৌরনীতি ইঙ্গিত প্রদান করে। পৌরনীতি থেকে অর্জিত জ্ঞান এর সকল প্রয়োগ করলে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠন সহজ হয়ে যায়, যা দ্বারা প্রত্যেক নাগরিক প্রভাবিত হন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, পৌরনীতি হচ্ছে এমন বিজ্ঞান, যা নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল দিক নিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে। নাগরিকতার এমন কোনো দিক নেই যা পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে না। তাই বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ জনাব 'ক' ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, গ্রামের উন্নয়নে তিনি অত্যন্ত তৎপর থাকেন। অন্যদিকে, জনাব 'খ' একজন জনপ্রিয় নেতা যিনি জনগণের ভোটে জাতীয় সংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এ সুবদে তিনি এ দেশের প্রতিনিধি হিসেবে সার্ক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন।

[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ১]

ক. জেন্ডার স্টাডিজ কী? ১
খ. পৌরনীতির সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর ক্ষেত্রে নাগরিকতার যে রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব 'খ' বিশ্ব নাগরিক কথাটি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জেন্ডার স্টাডিজ বলতে এমন বিষয়কে বুঝায়, যা লৈঙ্গিক বিষয়গুলো নারী-পুরুষের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিদ্যমান বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করে।

খ পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান আর ইতিহাস হলো মানবজাতির সামগ্রিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। তাই এ দুই বিষয়ের সম্পর্ক নিবিড়।

পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচিত বিষয় যেমন— পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো অতীতে কীরূপ ছিল, কীভাবে তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে ইতিহাস পাঠ করলে তা জানা যায়। ঐতিহাসিক তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত যেমন পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা অসম্পূর্ণ, তেমনি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত না হলে ইতিহাসের আলোচনাও নিরর্থক হয়ে পড়ে।

গ জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ডে নাগরিকতার স্থানীয় রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে।

পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্যতম একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় নাগরিকতার স্থানীয় রূপ। নাগরিকতার স্থানীয় রূপ বলতে ঐ প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে একজন নাগরিক স্থানীয়ভাবে কতগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং এর বিনিময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। ব্যক্তির নাগরিক জীবন শুরু হয় স্থানীয়ভাবে। ফলে এলাকার স্থানীয় সদস্য হিসেবে নাগরিক কতগুলো সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে। যেমন— নাগরিক ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ প্রভৃতি সংগঠনের সদস্য হিসেবে কর প্রদান, কাঠামোগত উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও এর রক্ষণাবেক্ষণসহ প্রভৃতি কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিকের এ সমস্ত কার্যাবলির মাধ্যমে নাগরিকতার স্থানীয় রূপটিই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব 'ক' তার ইউনিয়নের উন্নয়নের লক্ষ্যে রাস্তাঘাট, জনস্বাস্থ্য, সচেতনতামূলক কাজ, উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন প্রভৃতি কাজে জনগণকে সম্পৃক্ত করেন। যেহেতু ইউনিয়ন পরিষদ ও এর কার্যাবলি নাগরিকতার স্থানীয় রূপের সাথে জড়িত তাই বলা যায়, জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ড নাগরিকতার স্থানীয় রূপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের জনাব 'খ' বিশ্ব নাগরিক কথাটি যথার্থ।

বর্তমান যুগে নাগরিক জীবন কেবল একটি মাত্র দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সময়ের সাথে সাথে নাগরিক বিশ্ব নাগরিকের মর্যাদা লাভ করেছে। রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে একজন নাগরিক বিশ্ব সমাজের সদস্য। রাষ্ট্রের উন্নতি, অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র অপর একটি রাষ্ট্রের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। তাই রাষ্ট্রের সাথে সাথে নাগরিকেরও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে পরিচয় ঘটে।

নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বশান্তি ও অগ্রগতির জন্য মানুষ গড়ে তুলছে জাতিসংঘসহ আরও অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা যা নাগরিকের ভূমিকার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করছে। কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক যখন বিশ্ব সমাজ থেকে নানারকম অধিকার ভোগ করে এবং বিনিময়ে বিশ্ব সমাজের অপরাপর নাগরিকের প্রতি কর্তব্যবোধে উদ্দীপ্ত হয় তখন নাগরিকতা আন্তর্জাতিকতায় রূপ নেয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় জনাব 'খ' একজন জনপ্রিয় নেতা যিনি জনগণের ভোটে জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এ সুবাদে তিনি এ দেশের প্রতিনিধি হিসেবে সার্ক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন। যা থেকে বোঝা যায় জনাব 'খ' বিশ্ব নাগরিক।

https://teachingbd24.com

প্রথম অধ্যায়: পৌরনীতি ও সুশাসন পরিচিতি

★★ পৌরনীতির ধারণা

১. পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? [রা. বো. ১৬; কু. বো. ১৫; রা. বো. ১৫]
ক) Civis খ) Civitas
গ) Polis ঘ) Civics **ঘ**

২. Civitas শব্দের অর্থ কী? [দি. বো. ১৬, ১৫; ব. বো. ১৬, ১৫; চ. বো. ১৬; য. বো. ১৫]
ক) নগর খ) নগররাষ্ট্র
গ) রাষ্ট্র ঘ) নাগরিকতা **খ**

৩. নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান কোনটি? [রা. বো. ১৬; কু. বো. ১৬, ১৫]
ক) ইতিহাস খ) অর্থনীতি
গ) পৌরনীতি ঘ) যুক্তিবিদ্যা **গ**

৪. 'মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব।'-উক্তিটি কে করেছেন? [জ্ঞান]
ক) প্লেটো খ) উইলোবি
গ) রুশো ঘ) এরিস্টটল **ঘ**

৫. কোনটি পৌরনীতি ও সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ? [জ্ঞান]
ক) Civics and Good Governance
খ) Civis and Good Governance
গ) Civitas and Good Governance
ঘ) Civics and Civitas **ক**

৬. 'নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল প্রশ্ন সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাই পৌরনীতি'—উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক) সক্রেটিস খ) এফ আই গ্লাউড
গ) এরিস্টটল ঘ) ই এম হোয়াইট **ঘ**

৭. পৌরনীতি শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? [জ্ঞান]
ক) সংস্কৃত খ) ফার্সি
গ) উর্দু ঘ) হিন্দি **ক**

৮. কোন ভাষায় নগরকে পুর বা পুরী বলা হয়? [জ্ঞান]
ক) গুজরাটি খ) ফরাসি
গ) সংস্কৃত ঘ) মণিপুরী **গ**

৯. আজমল সাহেব এলাকার মসজিদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অন্যদিকে মেঘনাথ বাবু একই এলাকায় একটি মন্দির পরিচালনা করেন। উভয়ের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো কী ধরণের প্রতিষ্ঠান? [প্রয়োগ]
ক) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান
খ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান
গ) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান
ঘ) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান **খ**

১০. বর্তমানে নগররাষ্ট্রের স্থান দখল করেছে কোনটি? [অনুধাবন]
ক) মহাদেশ খ) বৃহদায়তন রাষ্ট্র
গ) প্রদেশ ঘ) সিটি কর্পোরেশন **খ**

১১. পৌরনীতি কোন বিজ্ঞানের শাখা? [জ্ঞান]
ক) ভৌত বিজ্ঞান খ) অজৈব বিজ্ঞান
গ) সামাজিক বিজ্ঞান ঘ) প্রাণ বিজ্ঞান **গ**

১২. প্রাচীন গ্রিসে কোন অধিকার ভোগকারীদের নাগরিক বলা হতো? [জ্ঞান]
ক) রাজনৈতিক খ) সামাজিক
গ) অর্থনৈতিক ঘ) সাংস্কৃতিক **ক**

১৩. জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা প্রথম কে ব্যক্ত করেন? [জ্ঞান]
ক) এরিস্টটল খ) টমাস হবস
গ) রুশো ঘ) ম্যাকিয়াভেলি **ঘ**

১৪. পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের ফলে নাগরিকগণ কোন স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দেয়? [অনুধাবন]
ক) সামাজিক স্বার্থ খ) ব্যক্তিস্বার্থ
গ) গোষ্ঠী স্বার্থ ঘ) দলীয় স্বার্থ **ক**

১৫. *The Philosophy of Citizenship* গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক) জেমস গুল্ড খ) এফ আই গ্লাউড
গ) ই এম হোয়াইট ঘ) জর্জ জেলেনিক **গ**

১৬. উচ্চ মাধ্যমিকের ক্লাসে বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় সম্পর্কিত আলোচনা সাধারণত কোন বিষয়ে স্থান পাবে? [প্রয়োগ]
ক) অর্থনীতি
খ) ইতিহাস
গ) পৌরনীতি ও সুশাসন
ঘ) যুক্তিবিদ্যা **গ**

নগররাষ্ট্র	→	জাতিরাষ্ট্র	→	?

১৭. ফাঁকা ঘরে নিচের কোনটিকে বসানো যাবে? [প্রয়োগ]
ক) জাতিসংঘ খ) সমাজ
গ) সার্ক ঘ) ব্যক্তিজীবন **ক**

১৮. রনি রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, নাগরিকতা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলে তার বোন মোর্শেদা তাকে একটি বিষয় পড়তে বলল। মোর্শেদা রনিকে কোন বিষয় পড়তে বলল? [প্রয়োগ]
ক) অর্থনীতি খ) সমাজবিজ্ঞান
গ) নীতিশাস্ত্র ঘ) পৌরনীতি ও সুশাসন **ঘ**

১৯. Civis + Civitas = Civics. যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য
ii. নাগরিকের আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি
iii. বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

২০. পৌরনীতি অধ্যয়নের মাধ্যমে নাগরিকগণ জানতে পারবে— [অনুধাবন]
i. রাষ্ট্রের অতীত ও বর্তমান রূপ
ii. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্র সম্পর্কে
iii. সম্পদ বণ্টনের অতীত ও বর্তমান রূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রিয়াজ একাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্র। সে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চায়। সে দেশের অস্থিতিশীল রাজনীতিকে স্থিতিশীল ও দুর্নীতি রোধ করে সর্বস্তরে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগাতে চায়। [ব. বো. ১৫]

২১. উদ্দীপকের রিয়াজের পাঠ্যবিষয় হিসেবে কোন বিষয়টি রাখা উচিত?
ক) পৌরনীতি ও সুশাসন
খ) অর্থনীতি গ) যুক্তিবিদ্যা
ঘ) সমাজবিজ্ঞান **ক**

http://teachingbd.com

২২. উদ্দীপকে আলোচিত প্রসঙ্গসমূহ উচ্চ শিক্ষার কোন পাঠ্যক্রমে রয়েছে?
ক সমাজবিজ্ঞান খ ভূগোল
গ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘ ইতিহাস গ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব লতিফ সাহেব একজন ধনী কিন্তু স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি প্রায়ই আয়কর ফাঁকি দেন। এছাড়া পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল নিয়মিত পরিশোধ করেন না। তিনি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের কোনো নির্বাচনেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন না। তিনি তার নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নন বলেই দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হন না।

২৩. জনাব লতিফ সাহেবের কোন বিষয়ের জ্ঞানের অভাব রয়েছে? [প্রয়োগ]
ক পৌরনীতি ও সুশাসন
খ সমাজবিজ্ঞান
গ লোক প্রশাসন
ঘ অর্থনীতি ক

২৪. জনাব লতিফ সাহেবের দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে হলে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. নাগরিক অধিকার সচেতন হতে হবে
ii. কর্তব্যবোধ জাগ্রত করতে হবে
iii. নাগরিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

★★ পৌরনীতির পরিধি

২৫. পৌরনীতি বিষয়ের নতুন নাম কী? /সি. বো. '১৫/
ক পৌরনীতি ও শাসন
খ পৌরনীতি ও লোক প্রশাসন
গ পৌরনীতি ও শাসন ব্যবস্থা
ঘ পৌরনীতি ও সুশাসন ঘ

২৬. জাতিরাষ্ট্র আয়তনে কেমন? [অনুধাবন]
ক ক্ষুদ্র খ নগরের সদৃশ্য
গ বিশাল ঘ অতি বিশাল গ

২৭. 'দেশ ঠিক মায়ের মতোই'—এ উপলব্ধিকে কী বলা যায়? [অনুধাবন]
ক মানবতাবোধ খ ভ্রাতৃত্ববোধ
গ দেশাত্মবোধ ঘ মমত্ববোধ গ

২৮. মানবসভ্যতার বিকাশে আদি ও অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান কোনটি? [জ্ঞান]
ক সমাজ খ রাষ্ট্র
গ পরিবার ঘ গোষ্ঠী গ

২৯. কোন ধরনের তত্ত্ব পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত? [জ্ঞান]
ক জনসংখ্যা খ রাজনৈতিক
গ অর্থনৈতিক ঘ বিবর্তন ঘ

৩০. কোনটি বৈশ্বিক সংগঠন? [জ্ঞান]
ক সার্ক খ জাতিসংঘ
গ আসিয়ান ঘ ইইউ খ

৩১. ইতিহাস নাগরিকতার অতীতের আলোকে নাগরিকতার কোন পথকে নির্দেশ করে? [জ্ঞান]
ক বর্তমানের খ উন্নতির
গ ভবিষ্যতের ঘ প্রগতির গ

৩২. বাংলাদেশ সংবিধান সম্পর্কিত আলোচনা নাগরিকতার কোন দিক সম্পর্কিত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত? [অনুধাবন]
ক আন্তর্জাতিক খ আঞ্চলিক
গ জাতীয় ঘ স্থানীয় গ

৩৩. বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। এ বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে কোনো ছাত্রকে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে হবে? [প্রয়োগ]
ক সামাজিক খ অর্থনৈতিক
গ রাজনৈতিক ঘ সাংস্কৃতিক গ

৩৪. ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা, ১৯৭০ এর নির্বাচন, ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান প্রভৃতি বিষয়গুলো কোন জাতীয় ঘটনা? [প্রয়োগ]
ক প্রশাসনিক খ রাজনৈতিক
গ সামাজিক ঘ দলীয় খ

৩৫. মার্কিন ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামা ২০১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে সেখানকার রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ বিষয় দ্বারা কোনটি বোঝা যায়? [অনুধাবন]
ক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা
খ অর্থনৈতিক অগ্রগতি
গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য
ঘ মানবতা ক

৩৬. হাসান গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে। হাসানের সিটি কর্পোরেশন নাগরিকতার কোন দিক? [প্রয়োগ]
ক জাতীয় দিক খ আন্তর্জাতিক দিক
গ স্থানীয় দিক ঘ আঞ্চলিক দিক গ

৩৭. মিজান সাহেব একজন সরকারি কলেজের শিক্ষক। তিনি ছাত্রদেরকে পড়াশোনার পাশাপাশি নাগরিকের অধিকার, কর্তব্য ও সুনাগরিকদের গুণাবলি অর্জনের উপায়ও শিক্ষা দেন। তিনি নাগরিকতার কোন দিকটি নিয়ে কাজ করছেন? [প্রয়োগ]
ক জাতীয় দিক খ স্থানীয় দিক
গ আন্তর্জাতিক দিক ঘ আঞ্চলিক দিক ক

৩৮. বাংলাদেশের জনগণ ভাষার দাবিতে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন করে। এটি নাগরিকতার কোন দিককে ইঙ্গিত করে? [প্রয়োগ]
ক স্থানীয় দিক খ জাতীয় দিক
গ আন্তর্জাতিক দিক ঘ আঞ্চলিক দিক খ

৩৯. রওনক তার দেশের বিভিন্ন সময়কার সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে জানতে চায়। তার কোন বিষয়টি পাঠ করা উচিত? [প্রয়োগ]
ক সমাজবিজ্ঞান খ ইতিহাস
গ পৌরনীতি ঘ নৃ-বিজ্ঞান গ

৪০. কামাল ইসলাম ধর্মে আর রাজিব সাহা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। দুজনেই সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি, দীনতা, কুসংস্কার প্রভৃতি থেকে মুক্ত। কামাল ও রাজিব কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেছে বলে মনে কর? [প্রয়োগ]
ক লোক প্রশাসন খ অর্থনীতি
গ প্রাণ বিজ্ঞান ঘ পৌরনীতি ও সুশাসন ঘ

http://teachingbd.com

৪১. পৌরনীতি পাঠে যে সব বিষয় সম্পর্কে জানা যায়— [কু. বো. ১৬]
i. নাগরিকের কার্যাবলি
ii. নাগরিকের আচার আচরণ
iii. নাগরিকের সংস্কৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ সুশাসনের ধারণা

৪২. সুশাসন এক ধরনের— [বি এন কলেজ, ঢাকা]
ⓚ রাজনৈতিক ধারণা
ⓚ প্রশাসনিক ধারণা
ⓖ সামাজিক ধারণা ⓘ মানসিক ধারণা **ক**

৪৩. উৎপত্তিগত দিক থেকে কোন শব্দটি জাহাজ পরিচালনার সাথে সম্পর্কযুক্ত? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
ⓚ Citizen ⓚ City state
ⓖ Governance ⓘ Civics **গ**

৪৪. 'Governance' ইংরেজি প্রতিশব্দটি কোন ভাষার শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে? [জ্ঞান]
ⓚ গ্রিক ⓚ ল্যাটিন ও জার্মান
ⓖ চীনা ও টিউটনিক ⓘ রোমান ও জার্মান **ক**

৪৫. বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টিতে সুশাসন কয়টি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত? [জ্ঞান]
ⓚ ২টি ⓚ ৩টি
ⓖ ৪টি ⓘ ৫টি **গ**

৪৬. সুশাসন প্রত্যয়টি দ্বারা কোনটি নির্দেশ করে? [জ্ঞান]
ⓚ শাসনের প্রকৃতি ⓚ সরকার কাঠামো
ⓖ সরকারের ধরন
ⓘ নাগরিক অধিকারের প্রকৃতি **ক**

৪৭. পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের দৃষ্টিতে গভর্নেন্স কী [জ্ঞান]
ⓚ শাসনের ব্যবস্থা ⓚ সুশাসন
ⓖ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া
ⓘ জন-অংশগ্রহণ **ক**

৪৮. ইউএনডিপি-এর দৃষ্টিতে গভর্নেন্স মূলত কী? [অনুধাবন]
ⓚ ক্ষমতার ব্যবহার ⓚ জনগণের চাহিদা
ⓖ কর্তৃত্বের চর্চা
ⓘ জনগণের বৈধ অধিকার **গ**

৪৯. সুশাসন ধারণাটি কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত? [জ্ঞান]
ⓚ বিশ্বব্যাংক ⓚ জাতিসংঘ
ⓖ ইউরোপীয় ইউনিয়ন
ⓘ আইএলও **ক**

৫০. বিশ্বব্যাংক কত সালে প্রকাশনার মধ্য দিয়ে গভর্নেন্সকে সংজ্ঞায়িত করেছিল? [জ্ঞান]
ⓚ ১৯৯১ সালে ⓚ ১৯৯২ সালে
ⓖ ১৯৯৩ সালে ⓘ ১৯৯৪ সালে **ঘ**

৫১. সংগঠন পরিচালন প্রক্রিয়া, লক্ষ্য অর্জন প্রক্রিয়া ও সংগঠন কাঠামোর সমন্বিত রূপকে কী বলে আখ্যায়িত করা যায়? [অনুধাবন]
ⓚ গভর্নমেন্ট ⓚ প্রসেস
ⓖ গভর্নেন্স ⓘ ই-গভর্নেন্স **গ**

৫২. গভর্নেন্স প্রত্যয়টির ইতিবাচক অর্থে কোনটি ব্যবহৃত হয়? [জ্ঞান]
ⓚ রাজতান্ত্রিক শাসন ⓚ সুশাসন
ⓖ গণতন্ত্র ⓘ সাংবিধানিক শাসন **খ**

৫৩. গভর্নেন্স এর প্রধান উপাদান কয়টি? [জ্ঞান]
ⓚ ২টি ⓚ ৩টি
ⓖ ৪টি ⓘ ৫টি **খ**

৫৪. কোন বিষয়টিকে সরকারের উচ্চগুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়? [অনুধাবন]
ⓚ গণতন্ত্র
ⓚ রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
ⓖ সুশাসন ⓘ বাকস্বাধীনতা **গ**

৫৫. প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার প্রতিনিধিরা কিভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকে? [অনুধাবন]
ⓚ জনগণের দ্বারা
ⓚ সরকার কর্তৃক মনোনীত
ⓖ সামাজিক শ্রেণি কর্তৃক
ⓘ রাজনৈতিক দল মনোনীত **ক**

৫৬. সুশাসন সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে আঁখি বলেছিল, সুশাসন হলো টেকসই, সমতাপূর্ণ ও শক্তিশালী উন্নয়নের ধারক এবং আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য অপরিহার্য একটি বিষয়। আঁখির ধারণার সাথে কোন প্রতিষ্ঠানের ধারণার সাদৃশ্য রয়েছে? [প্রয়োগ]
ⓚ ইউরোপীয় ইউনিয়ন
ⓚ বিশ্বব্যাংক
ⓖ ওইসিডি ⓘ ওডিএ **খ**

৫৭. কাউসারের দেশের সরকার জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কাউসারের দেশে কোনটি বিদ্যমান? [প্রয়োগ]
ⓚ সমাজতন্ত্র ⓚ রাজতন্ত্র
ⓖ সুশাসন ⓘ স্বৈরতন্ত্র **গ**

৫৮. কোন দেশে যদি স্বাধীন বিচার বিভাগ বিদ্যমান থাকে, তাহলে ঐ দেশের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সমর্থন যোগ্য? [প্রয়োগ]
ⓚ সুশাসন বিদ্যমান ⓚ সমাজতন্ত্র বিদ্যমান
ⓖ গণতন্ত্র বিদ্যমান ⓘ ধর্মীয় শাসন বিদ্যমান **ক**

৫৯. গভর্নেন্স বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত — [অনুধাবন]
i. ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতির সাথে
ii. রাজনৈতিক জবাবদিহিতার সাথে
iii. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii **গ**

★★ সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

৬০. সংবেদনশীলতা শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কী? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
ⓚ লজ্জা ⓚ সাড়া
ⓖ দায়িত্বশীলতা ⓘ স্বচ্ছতা **খ**

৬১. স্বচ্ছতা এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? [নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]
ⓚ Transport ⓚ Transparency
ⓖ Transfarmation ⓘ Translate **খ**

http://teachingbd.com

৬২. সুশীল সমাজ হচ্ছে— [কু. বো. ১৬]
ক বিত্তবান শ্রেণি খ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়
গ রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি
ঘ শিক্ষিত শ্রেণি গ

৬৩. সুশাসনের বৈশিষ্ট্যে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য কী? [জ্ঞান]
ক টেকসই মানবাধিকারের উন্নয়ন
খ জবাবদিহিতা অর্জন
গ আইনের শাসন
ঘ সংবেদনশীলতা অর্জন ক

৬৪. নাগরিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়েছে কিনা তা কয়টি বিষয়ের দ্বারা বোঝা যায়? [জ্ঞান]
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি গ

৬৫. সংবেদনশীলতা শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কী? [জ্ঞান]
ক লজ্জা খ সাড়া
গ দায়িত্বশীলতা ঘ স্বচ্ছতা খ

৬৬. সিটিজেন চার্টার-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? [জ্ঞান]
ক নাগরিক ঐক্যমত্য
খ নাগরিক সনদ
গ নাগরিক চুক্তি ঘ নাগরিক অধিকার খ

৬৭. ঐকমত্যে পৌছানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা বলতে মূলত কোন ধরনের স্বার্থের ক্ষেত্রে ঐকমত্য হয়ে থাকে? [অনুধাবন]
ক সমাজের ক্ষুদ্র স্বার্থ
খ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ
গ নাগরিকের ব্যক্তি স্বার্থ
ঘ গোষ্ঠী স্বার্থ খ

৬৮. কার্যকারিতা ও দক্ষতার অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক রাষ্ট্র ও নাগরিকের হিতকরী প্রতিষ্ঠান
খ ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান
গ দলের স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান
ঘ সরকারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ক

৬৯. সুশাসনের মূল চাবিকাঠি কী? [জ্ঞান]
ক দক্ষতা খ জবাবদিহিতা
গ সাম্য ঘ সংবেদনশীলতা খ

৭০. জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্যে বর্তমানে নাগরিকগণ কোনটি ব্যবহার করছে? [জ্ঞান]
ক তথ্য প্রযুক্তি খ দক্ষতা
গ সংবেদনশীলতা ঘ আইন ক

৭১. বুমির দেশে নাগরিকগণের নিকট সেবা পৌছানো বা তাদেরকে কোনো সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে বেঁধে দেয়া সময়কে গরুত্ব দেওয়া হয়। উক্ত কার্যক্রম সুশাসনের কোন বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে? [প্রয়োগ]
ক জবাবদিহিতা খ সংবেদনশীলতা
গ স্বচ্ছতা ঘ কার্যকারিতা ও দক্ষতা খ

৭২. পৌরনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধির অন্তর্ভুক্ত হলো— [বি এ এফ শাহীন কলেজ, পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাঙ্গাইল; নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]
i. নাগরিকতা ii. অধিকার ও কর্তব্য
iii. সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৭৩. সুশাসনের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হলো— [আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ, রাজশাহী; বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ, বগুড়া]
i. স্বচ্ছতা ii. জবাবদিহিতা
iii. আইনের শাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৭৪. গভর্নেন্সকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বিশ্বব্যাংক যে বিষয়গুলোর ওপর জোর দেয় তা হলো—
i. সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা
ii. জনগণের সুষ্ঠ চাহিদা
iii. ক্ষমতা প্রয়োগ পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii গ

★★ পৌরনীতির ক্রমবিকাশ

৭৫. বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৌরনীতি কোন বিজ্ঞানের অংশ? [জ্ঞান]
ক ভৌতবিজ্ঞান খ প্রাণ বিজ্ঞান
গ সামাজিক বিজ্ঞান ঘ অজৈব বিজ্ঞান গ

৭৬. প্রাচীনকালে কোথায় নাগরিক ও নগর রাষ্ট্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল? [জ্ঞান]
ক ইতালিতে খ গ্রিসে
গ জার্মানিতে ঘ ফ্রান্সে খ

৭৭. পৌরনীতি সম্পর্কিত অধ্যয়ন কোথায় শুরু হয়েছিল? [জ্ঞান]
ক গ্রিসে খ রাশিয়ায়
গ ইতালিতে ঘ জার্মানিতে ক

৭৮. দার্শনিক প্লেটো কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন? [জ্ঞান]
ক গ্রিস খ ফ্রান্স
গ ডেনমার্ক ঘ সুইজারল্যান্ড ক

৭৯. বিখ্যাত *'The Republic'* গ্রন্থটি কার লেখা? [জ্ঞান]
ক এরিস্টটল খ প্লেটো
গ রেনে দেকার্ত ঘ কথেলিস খ

৮০. *'The Politics'* গ্রন্থটি কোন দার্শনিকের লিখিত? [জ্ঞান]
ক প্লেটো খ হিউম
গ এরিস্টটল ঘ কান্ট গ

৮১. ম্যাকিয়াভেলী কোন শতাব্দীতে নগর রাষ্ট্রের স্থলে জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা দেন? (জ্ঞান)
ক ষোড়শ খ সপ্তদশ
গ অষ্টাদশ ঘ উনবিংশ ক

৮২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলগুলোতে কত সালে পৌরনীতি বিষয়টি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৮৩০ সালে খ ১৮৪০ সালে
গ ১৮৫০ সালে ঘ ১৮৬০ সালে খ

৮৩. মনি এমন একটি বিষয় পড়ছিল যার উৎপত্তি এবং এ সম্পর্কিত অধ্যয়ন প্রাচীন গ্রিসে শুরু হয়েছিল। প্রাচীন গ্রিসে এক একটি নগর ছিল এক একটি রাষ্ট্র। মনি কোন বিষয়টি পড়ছিল? [প্রয়োগ]
ক পৌরনীতির ক্রমবিকাশ
খ সমাজকর্মের ক্রমবিকাশ
গ সমাজবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ
ঘ নৃ-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ক

Teachingbd.com

★★ সুশাসনের ক্রমবিকাশ

৮৪. সাদেক সাহেব একজন উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার এবং তার কাজের বিবরণী নির্বাহী প্রকৌশলী গ্রহণ করে থাকেন। এখানে সুশাসনের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রতিফলিত হয়েছে? [অনুধাবন]
ক আইনের শাসন খ জবাবদিহিতা
গ সকলের মতৈক্য ঘ সাম্য ও সর্বভুক্তিকরণ **খ**

৮৫. সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্য কী? [জ্ঞান]
ক ব্যক্তির জবাবদিহিতা
খ ব্যক্তির নিজস্ব অধিকার
গ ব্যক্তির সংবেদনশীলতা ঘ ব্যক্তির দক্ষতা **খ**

৮৬. 'শাসক যদি ন্যায়বান হয় তাহলে আইন অনাবশ্যক, আর শাসক যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন তাহলে আইন নিরর্থক'—উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক সক্রেটিস খ প্লেটো
গ এরিস্টটল ঘ ম্যাকাইভার **খ**

৮৭. সুশাসন বিষয়টির ধারণা প্রথম কার কাছে পাওয়া যায়? [জ্ঞান]
ক থেলিস খ প্লেটো
গ এরিস্টটল ঘ সক্রেটিস **গ**

৮৮. 'সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের লক্ষ্য'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক এরিস্টটল খ ম্যাকিয়াভেলি
গ প্লেটো ঘ রুশো **ক**

৮৯. উন্নয়নমূলক গণতন্ত্রের ধারণার উদ্ভবে কার ভূমিকা মুখ্য? [জ্ঞান]
ক ম্যাকিয়াভেলী খ জ্যাঁ জ্যাক রুশো
গ টমাস হবস ঘ সেন্ট একুইনাস **খ**

৯০. প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিত কৌটিল্য তার 'অর্থশাস্ত্র' নামকগ্রন্থে আইনের শাসন, জনবান্ধব প্রশাসন, যৌক্তিক ও ন্যায়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ইত্যাদির দ্বারা কোন বিষয়ের ইঙ্গিত করেছেন? [প্রয়োগ]
ক সুশাসন খ গণতন্ত্র
গ আমলাতন্ত্র ঘ প্রজাতন্ত্র **ক**

৯১. পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে— *[চ. বো. '১৫]*
i. রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়
ii. উদার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন হয়
iii. সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯২. বিষয় দুটির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. শাব্দিক অর্থে ii. বুৎপত্তিগত অর্থে
iii. বিষয়বস্তুর পরিধির দিক থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক

৯৩. রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা কী? *[দি. বো. '১৫]*
ক সার্বভৌমত্ব খ মন্ত্রিপরিষদ
গ সরকার ঘ স্কুল কলেজ **ক**

৯৪. নগররাষ্ট্রের স্থলে আধুনিক যুগে কীরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে? [অনুধাবন]
ক বিশ্বরাষ্ট্র খ রাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্য
গ জাতীয় রাষ্ট্র ঘ প্রকৃতির রাজ্য **গ**

৯৫. মানবসম্প্রদায়ের কোন বিষয়টিকে সমাজবিজ্ঞান বিষয়সমূহের প্রধান উপজীব্য বলে গণ্য করা হয়? [অনুধাবন]
ক সমাজজীবন খ রাষ্ট্রীয় জীবন
গ ব্যক্তি জীবন ঘ গোষ্ঠী জীবন **ক**

৯৬. কাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয়? [জ্ঞান]
ক এডাম স্মিথ খ এরিস্টটল
গ রুশো ঘ জন লক **খ**

৯৭. কোনটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রাণ হিসেবে ভূমিকা পালন করে? [অনুধাবন]
ক সরকার খ সংবিধান
গ নাগরিক ঘ সশস্ত্র বাহিনী **গ**

৯৮. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পৌরনীতি ও সুশাসনের বিষয়বস্তু অপেক্ষা কেমন? [অনুধাবন]
ক ক্ষুদ্রতর খ ব্যাপকতর
গ সমান ঘ তুলনীয় নয় **খ**

৯৯. পৌরনীতি ও সুশাসনের মৌলিক বিষয়বস্তু কোনটি? [জ্ঞান]
ক মানুষের নৈতিকতা
খ মানুষের জ্ঞান
গ মানুষের মনোবিশ্লেষণ
ঘ মানুষের সামাজিক কার্যাবলি **ঘ**

১০০. Polis শব্দের অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক ক্ষুদ্ররাষ্ট্র খ জাতীয়রাষ্ট্র
গ দ্বীপ রাষ্ট্র ঘ নগররাষ্ট্র **ঘ**

★★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক

১০১. জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে কোন যুগে? *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*
ক প্রাচীন যুগে খ মধ্যযুগে
গ প্রাক-মধ্য যুগে ঘ আধুনিক যুগে **ঘ**

১০২. জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা কে ছিলেন? *[আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]*
ক এরিস্টটল খ ম্যাকিয়াভেলী
গ ফিকটে ঘ বোনাপার্ট **খ**

১০৩. "ইতিহাস ব্যতীত পৌরনীতি ভিত্তিহীন এবং পৌরনীতি ব্যতীত ইতিহাস মূল্যহীন।" উক্তিটি কার? *[চ. বো. '১৫]*
ক জন সিলি খ ই. ইম. হোয়াইট
গ লর্ড অ্যাকটন ঘ এফ. আই গ্লাউড **ক**

১০৪. ম্যাকিয়েভেলী কোন দেশীয় চিন্তাবিদ? [জ্ঞান]
ক ইতালি খ গ্রিস
গ জার্মান ঘ যুক্তরাজ্য **ক**

১০৫. কোনটি নগর রাষ্ট্র? [জ্ঞান]
ক রোম খ স্পার্টা
গ ভেনিস ঘ এথেন্স **ঘ**

১০৬. 'ইতিহাসের স্রোতধারায় বালুকারাশির মধ্যে স্বর্ণ রেণুর মতো রাজনীতিবিজ্ঞান জমা হয়ে উঠেছে'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক এ. ভি. ডাইসী খ ড. গার্নার
গ লর্ড অ্যাক্টন ঘ সিলি **গ**

http://teachingbd.com

১০৭. কোনটিকে মানবজাতির সামগ্রিক জীবন দর্পণ রূপে আখ্যায়িত করা হয়? [জ্ঞান]
ক) পৌরনীতি ও সুশাসনকে
খ) ইতিহাসকে
গ) সমাজবিজ্ঞানকে ঘ) নীতিশাস্ত্রকে (খ)

১০৮. অধ্যাপক সিলি বলেছেন, 'ইতিহাস ব্যতীত পৌরনীতি ভিত্তিহীন এবং পৌরনীতি ব্যতীত ইতিহাস মূল্যহীন'— পৌরনীতি মূলত কোনটির অভাবে ভিত্তিহীন হয়ে পড়বে? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক) ঐতিহাসিক দলিল খ) সাংবিধানিক আইন
গ) তত্ত্ব ঘ) রাজনৈতিক ঘটনা (ক)

১০৯. 'ইতিহাসের স্রোতধারায় বালুকারাশির মধ্যে স্বর্ণরেণুর মতো রাজনীতি বিজ্ঞান জমা হয়ে উঠেছে।'—এটি কার উক্তি? [জ্ঞান]
ক) গেটেলের খ) ফাইনারের
গ) অ্যাকটনের ঘ) গার্নারের (গ)

১১০. পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্ক কেমন? [জ্ঞান]
ক) একে অন্যের বিকল্প
খ) গভীর
গ) সীমাবদ্ধ ঘ) সীমিত (খ)

★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

১১১. নিচের কোনটি সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়? [কু. বো. '১৫]
ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান খ) অর্থনীতি
গ) ইতিহাস ঘ) সমাজকর্ম (খ)

১১২. কোনটি মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে? [অনুধাবন]
ক) বুদ্ধি খ) অর্থ
গ) সম্পত্তি ঘ) সামাজিকতা (ঘ)

১১৩. মানুষ রাজনৈতিক জীব কিন্তু 'কীভাবে' ও 'কেন' এর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে কোন শাস্ত্র? [অনুধাবন]
ক) অর্থনীতি খ) সমাজকল্যাণ
গ) সমাজবিজ্ঞান ঘ) রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান (গ)

১১৪. *'The Republic'* গ্রন্থটি কে রচনা করেছেন? [জ্ঞান]
ক) সক্রেটিস খ) প্লেটো
গ) এরিস্টটল ঘ) লাস্কি (খ)

১১৫. আধুনিককালে কী নামে একটি নতুন শাস্ত্রের জন্ম হয়েছে? [জ্ঞান]
ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান
খ) রাজনৈতিক অর্থব্যবস্থা
গ) রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান
ঘ) পদার্থ বিজ্ঞান (গ)

১১৬. সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ, বিবর্তন কোন শাস্ত্রের আলোচনার বিষয়? [অনুধাবন]
ক) সমাজকল্যাণের
খ) সমাজবিজ্ঞানের বিষয়টি
গ) ইতিহাসের
ঘ) নীতিশাস্ত্রের (খ)

১১৭. সুমন ইতিহাসের ছাত্র। সংবিধান সম্পর্কে জানতে হলে তার কোনটি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন? [প্রয়োগ]
ক) ভূগোল খ) পৌরনীতি ও সুশাসন
গ) অর্থনীতি ঘ) নীতিশাস্ত্র (খ)

১১৮. 'ক' বিষয়টি সংগঠিত সমাজ নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে 'খ' বিষয়টি অসংগঠিত সমাজ নিয়ে আলোচনা শুরু করে। 'ক' বিষয়টি কি নামে পরিচিত? [প্রয়োগ]
ক) পৌরনীতি ও সুশাসন
খ) সমাজবিজ্ঞান
গ) অর্থনীতি
ঘ) সমাজকর্ম (ক)

১১৯. পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান একে অপরের— [সি. বো. '১৫]
i. পরিপূরক
ii. প্রতিযোগী iii. সহায়ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii (গ)

১২০.
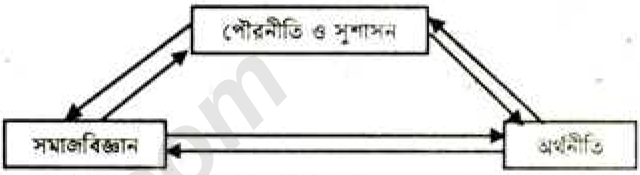

উপরের চিত্রটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে—
i. পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক
ii. বৈসাদৃশ্য
iii. পারস্পরিক নির্ভরশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii (খ)

নিচের লেখচিত্রটি দেখে ১২১ ও ১২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
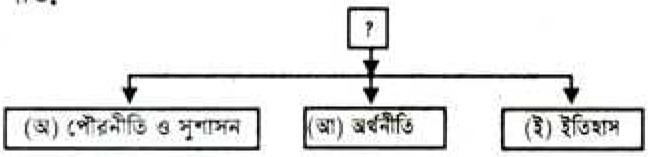

১২১. [?] চিহ্নিত স্থানে কী হবে? [প্রয়োগ]
ক) সমাজবিজ্ঞান খ) সমাজকর্ম
গ) সামাজিক বিজ্ঞান ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (গ)

১২২. লেখচিত্রে 'অ' ও 'ই' ঘরে অবস্থিত বিষয় দুটির সাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. উভয় শাস্ত্র পরস্পর নির্ভরশীল
ii. উভয় শাস্ত্র একে অপরের অংশ
iii. উভয় শাস্ত্র পরস্পরের পরিপূরক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii (খ)

★★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে লোক প্রশাসনের সম্পর্ক

১২৩. লোক প্রশাসনের আলোচনা পদ্ধতি— [আল-আমিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]
ক) ঐতিহাসিক খ) তথ্যভিত্তিক
গ) বর্ণনামূলক ঘ) ব্যবহারিক (খ)

Teachingbd.com

http://teachingbd.com

১২৪. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? *[রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ, রাজশাহী]*
ক স্থানীয় খ জাতীয়
গ রাষ্ট্রীয় ঘ আন্তর্জাতিক **ক**

১২৫. "রাজনীতি ও প্রশাসন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ"— এটি কার মত? [জ্ঞান]
ক গেটেল খ লাস্কি
গ বার্জেস ঘ ডিমক ও ডিমক **ঘ**

১২৬. সাংবিধানিক পদ সম্পর্কে নিচের কোনটি যৌক্তিক? [অনুধাবন]
ক র‍্যাব খ বিচার বিভাগ
গ পুলিশ কমিশনার ঘ ন্যায়পাল **ঘ**

১২৭. কোন স্থানীয় সংস্থার তুমি প্রাথমিক সদস্য? [অনুধাবন]
ক ইউনিয়ন পরিষদ খ উপজেলা পরিষদ
গ জেলা পরিষদ ঘ জাতীয় সংসদ **ক**

১২৮. বৃত্ত '৩' এর '?' চিহ্নিত স্থানে কী বসবে? [প্রয়োগ]
ক জাতিসংঘ খ সার্ক
গ ওআইসি ঘ স্থানীয় সরকার **ঘ**

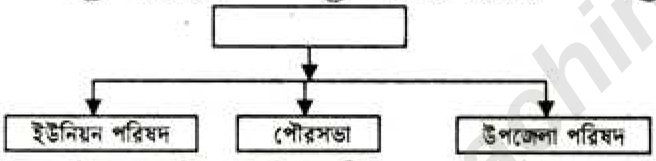

১২৯. উপরের ফাঁকা ঘরটিতে কী বসবে? [প্রয়োগ]
ক জাতীয় বিষয় খ স্থানীয় বিষয়
গ আন্তর্জাতিক বিষয়
ঘ পররাষ্ট্র বিষয় **খ**

১৩০. কোন অধ্যয়ন শাস্ত্র পৌরনীতি ও সুশাসনের উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা পালন করে? [অনুধাবন]
ক যুক্তিবিদ্যা খ দর্শনশাস্ত্র
গ লোক প্রশাসন
ঘ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চা **গ**

★★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক

১৩১. সর্বপ্রথম অর্থনীতিকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা দান করেন— [জ্ঞান]
ক প্লেটো খ জন মার্শাল
গ এডাম স্মিথ ঘ জেমস মিল **গ**

১৩২. অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় কোনটি? [অনুধাবন]
ক সম্পদের সুষম বণ্টন
খ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ
গ রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়ন
ঘ সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব পূরণের চেষ্টা **ঘ**

১৩৩. একদলীয় শাসনব্যবস্থা দেখা যায় কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়? [জ্ঞান]
ক ধনতান্ত্রিক খ পুঁজিবাদী
গ ইসলামি ঘ সমাজতান্ত্রিক **ঘ**

১৩৪. কিউবায় সমাজতান্ত্রিক দল ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাদের সম্পত্তি ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়। বিষয়টি কার ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? [প্রয়োগ]
ক লর্ড ব্রাইস খ ই এম হোয়াইট
গ অ্যাডাম স্মিথ ঘ ম্যাকাইভার **ঘ**

★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক

১৩৫. Ethics এর বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি? *[নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]*
ক পৌরনীতি খ ধর্মশাস্ত্র
গ অর্থশাস্ত্র ঘ নীতিশাস্ত্র **ঘ**

১৩৬. পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে মূল পার্থক্য রয়েছে কোন ক্ষেত্রে? *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক লক্ষ্যে খ দৃষ্টিভঙ্গিতে
গ চর্চায় ঘ অনুশীলনে **ক**

১৩৭. প্লেটো রাজার কোন গুণকে প্রাধান্য দিয়েছেন? [জ্ঞান]
ক শক্তি খ দার্শনিকতা
গ নৈতিকতা ঘ বিচক্ষণতা **খ**

১৩৮. কোন দুটি শাস্ত্রের শিক্ষা সামাজিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে? [অনুধাবন]
ক পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্র
খ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি
গ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান
ঘ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস **ক**

১৩৯. কোন গুণ একজন নাগরিককে দক্ষতা ও জ্ঞানের উচ্চমার্গে পৌছে দিতে পারে? [অনুধাবন]
ক নৈতিক গুণ খ রাজনৈতিক গুণ
গ অর্থনৈতিক গুণ ঘ সামাজিক গুণ **ক**

১৪০. 'শাসক যদি ন্যায়বান হন তাহলে আইন নিষ্প্রয়োজন, আর শাসক যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন তাহলে আইন নিরর্থক' উক্তিতে— [অনুধাবন]
i. আইনকে অস্বীকার করা হয়েছে
ii. বিচারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে
iii. ন্যায়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ভূগোলের সম্পর্ক

১৪১. 'শীতপ্রধান দেশের মানুষ কর্মঠ হয়'- কার উক্তি? [জ্ঞান]
ক রুশো খ ভলটেয়ার
গ মন্টেস্কু ঘ বার্জেস **গ**

১৪২. প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে কোন ভৌগোলিক আবহাওয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়? [অনুধাবন]
ক শীতপ্রধান অঞ্চলে খ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে
গ মরু অঞ্চলে ঘ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে **ঘ**

Teachingbd.com

১৪৩. রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ প্রধানত কীসের ওপর নির্ভর করে? [জ্ঞান]
ক রাজনৈতিক খ নদ-নদী
গ ভৌগোলিক অবস্থান
ঘ বনভূমি গ

১৪৪. ভূগোলের কোন দিকটি মানুষকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে? [জ্ঞান]
ক মহাসাগর খ পাহাড়
গ জলবায়ু ঘ সীমান্ত গ

১৪৫. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বহুলাংশে কীসের ওপর নির্ভর করে? [অনুধাবন]
ক রাজনীতি খ ভৌগোলিক অবস্থান
গ সীমান্তে উঁচু পাহাড়
ঘ বর্ডার গার্ড শক্তিশালীকরণ খ

★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চার সম্পর্ক

১৪৬. ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দারিদ্র্য ও ক্রমবর্ধমান সম্পদ বৈষম্যের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করে কোনটি? [জ্ঞান]
ক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চা
খ পৌরনীতি ও সুশাসন
গ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
ঘ লোক প্রশাসন খ

১৪৭. পৌরনীতি ও সুশাসন এবং জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চা উভয়ের মূল আলোচ্য বিষয় কী? [জ্ঞান]
ক নাগরিক খ নাগরিকত্ব
গ ব্যক্তিত্ব ঘ নগর রাষ্ট্র ক

১৪৮. রাফি এমন একটি বিষয় পড়তে চায় যার আলোচনার পদ্ধতি মূলত তত্ত্ব ও অনুসন্ধান মূলক। অন্যদিকে রাসেল গাণিতিক এবং বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার পদ্ধতি নিয়ে পড়তে চায়। রাফিকে কোন বিষয়টি পড়তে হবে? [প্রয়োগ]
ক ইতিহাস খ অর্থনীতি
গ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চা
ঘ পৌরনীতি ও সুশাসন ঘ

★★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজের সম্পর্ক

১৪৯. পৌরনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয় নাগরিকের—
ক অতীত ও বর্তমান
খ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা
গ অধিকার ও কর্তব্য
ঘ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় গ

১৫০. হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজের মূল লক্ষ্য কী? [জ্ঞান]
ক ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা
খ জনসংখ্যা বণ্টন
গ প্রশাসন পরিচালনা
ঘ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ঘ

১৫১. কোনটি নাগরিক অধিকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি? [জ্ঞান]
ক ইউনিসেফ খ হিউম্যান রাইটস
গ জেন্ডার স্টাডিজ ঘ ইউএসআইডি খ

১৫২. রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার জীবনে নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যাপক অসাম্যের অবসান করে সাম্য ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ একটি সনদ পাস করে। এটি কী নামে পরিচিত? [প্রয়োগ]
ক ভার্সাই সনদ
খ নারীর মানবাধিকার সনদ
গ কোপেন হেগেন সনদ
ঘ ম্যাসট্রিষ্ট সনদ খ

★★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্পর্ক

১৫৩. তথ্য দেওয়া, সংরক্ষণ করা, বিশ্লেষণ করা এবং নিজের কাজে ব্যবহার করার প্রযুক্তিকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক ই-কমার্স
খ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
গ হিউম্যান রাইটস ঘ ই-পার্লামেন্ট খ

১৫৪. সুশাসনের অন্যতম একটি শর্ত কী? (জ্ঞান)
ক কল্যাণ রাষ্ট্র খ বাকস্বাধীনতা
গ জনসংখ্যার বন্টন ঘ কেন্দ্রীকরণ খ

১৫৫. কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এক মতবিনিময় সভায় বলেন, দারিদ্র্য ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। এখানে চেয়ারম্যান কোন বিষয়টির কথা বলেছেন? [প্রয়োগ]
ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
খ পৌরনীতি ও সুশাসন
গ আইনের শাসন ঘ অর্থনীতি খ

১৫৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে চালু করা হয়েছে— [অনুধাবন]
i. ই-কর্মাস ii. ই-পুঁজি-
iii. ই-ডেমোক্রেসি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১৫৭ ও ১৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জাহিদ এবার নতুন ভোটার হয়েছে। হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকায় নাম ওঠানোর দিন তাকে কিছু কাজ করতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদে তাকে ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তুলতে হয় যা কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ হয় এবং তার নাম-ঠিকানা সহ সবকিছু ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংগৃহীত হয় জাতীয় তথ্যকোষে। এখন সে জাতীয় পরিচয়পত্র পেয়ে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আনন্দবোধ করে।

১৫৭. অনুচ্ছেদে পৌরনীতি ও নাগরিকতার সাথে কোন বিষয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ সম্পর্ক দেখানো হয়েছে?
ক কম্পিউটার বিজ্ঞান
খ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
গ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চা
ঘ লোকপ্রশাসন খ

১৫৮. উক্ত বিষয়টি পৌরনীতি ও সুশাসনের যে বিষয়ের উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে—
i. ই-গভর্নেন্স
ii. ই-গণতন্ত্র
iii. ই-গভর্নমেন্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

Teachingbd.com

অধ্যায়-২: সুশাসন

প্রশ্ন ▶১ প্রফেসর গোলাম রব্বানী সম্প্রতি 'ক' রাষ্ট্র সফর করেন। তিনি দেখতে পান, সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের মতামত খুবই প্রাধান্য পায়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়ায় সরকারের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো.-'১৮ | প্রশ্ন নং ২]

ক. জনমত কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কীসের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে— তুমি কি একমত? ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি কথাটির প্রথম প্রবক্তা হলেন আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড (Gabriel Almond)। তাঁর মতে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এর বিভিন্ন অংশে ব্যক্তির নিজ ভূমিকা সম্পর্কে রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সুনির্দিষ্ট প্রতিকৃতি বা দিকনির্দেশনা। রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোনো দেশে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণস্বরূপ। একটি রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধসহ বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে সেখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

গ 'ক' রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুশাসনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

যে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা থাকে এবং বাক্-স্বাধীনতাসহ সব রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকে তাকে সুশাসন বলে। সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রশাসনিক কাজের স্বচ্ছতা, সরকারের বৈধতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জনমতের প্রতি গুরুত্ব। চলমান বিশ্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিরাজ করে, জনগণের বাক্-স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয় এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হয়। এর ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বিরাজ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রফেসর গোলাম রব্বানী 'ক' রাষ্ট্র সফর করেন। তিনি দেখতে পান সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের মতামত প্রাধান্য পায়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। অর্থাৎ 'ক' রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুশাসনের অন্যতম উপাদান জনগণের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুশাসনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অর্থাৎ, সুশাসন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে— কথাটির সাথে আমি একমত।

সুশাসন হচ্ছে সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

সুশাসনের আর্থিক নীতি হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় হবে। সুশাসন রাষ্ট্রের আর্থিক খাতসহ সব উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। বিশ্বব্যাংকের মতে— 'সুশাসন অর্থ ও মানবসম্পদ ব্যবহারের জন্য দক্ষ এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের বাজেট ও হিসাবরক্ষণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে।' সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সহিংস আচরণ এবং জ্বালাও-পোড়াও নীতি অবলম্বনের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। বিদেশি উদ্যোক্তারা শিল্প-কারখানা স্থাপনে বা পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে অর্থনীতিতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বিদেশি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করে, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, দুর্নীতি হ্রাস পায় এবং রাষ্ট্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

প্রশ্ন ▶২ মি. X ও Y দুইজন সরকারি কর্মকর্তা। মি. X প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে দক্ষতার সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করেন, দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন, তার অফিসের সেবা গ্রহণকারীদের স্বচ্ছভাবে দ্রুত সেবা দিয়ে থাকেন। কিন্তু মি. Y দায়িত্ব পালনকালে অবহেলা, অনিয়ম, অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনসহ অনেক অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন।

[রা. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ২]

ক. 'সুশাসন' প্রত্যয়টি প্রথম কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে? ১

খ. রাজনৈতিক জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. Y এর কর্মকাণ্ড কোন ধরনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মি. X এর কর্মতৎপরতায় কী প্রতিষ্ঠা পাবে? রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে এর ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুশাসন প্রত্যয়টি প্রথম বিশ্বব্যাংক ব্যবহার করে।

খ রাজনৈতিক জবাবদিহিতা বলতে জনগণের কাছে রাজনীতিবিদদের কথা ও কাজের দায়বদ্ধতাকে বোঝানো হয়।

সুশাসনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা। জবাবদিহিতার অভাবে রাজনৈতিক দলের নেতারা জনগণকে সেবা দানের পরিবর্তে শোষণ বা ভোটের জন্য ব্যবহার করে। রাজনৈতিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে নেতারা ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেন্টসহ বিভিন্ন মাধ্যমে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। এর ফলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

গ মি. Y এর কর্মকাণ্ড সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।

রাষ্ট্রের নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাই সুশাসন। রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনগণকে সেবাদানের ক্ষেত্রে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকা এবং আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই হলো সুশাসন। আর সরকারি কাজে অনিয়ম, দুর্নীতি এবং অবহেলা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মি. Y একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি দায়িত্ব পালনকালে অবহেলা, অনিয়ম, অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনসহ বহু অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন। মি. Y এর এ ধরনের কার্যকলাপ সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। কেননা তার কর্মকাণ্ডে দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রতিফলন

https://teachingbd24.com

ঘটেছে। আর সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো দুর্নীতি। ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি। নিজের বা নিজের গোষ্ঠীর স্বার্থে প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ সুযোগ নেওয়া, জনগণের অধিকারভোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, উৎকোচ গ্রহণ, দায়িত্বে অবহেলা করা প্রভৃতি দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। দুর্নীতি পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায়। দুর্নীতির কারণে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না বা নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার ও সেবা নিশ্চিত করা যায় না। এ কারণেই সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়। তাই বলা যায়, মি. Y এর কর্মকাণ্ড সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।

ঘ উদ্দীপকের মি. X এর কর্মতৎপরতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আর রাষ্ট্রের উন্নয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সুশাসন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচিত। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সুশাসনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুশাসনের ফলে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলেই সাধারণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রের সবক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচন হবে। সুশাসন বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণেও ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের মি. X একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি প্রশাসনিক কাজে দক্ষতার সাথে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি ব্যবহার করেন। অর্থাৎ তিনি একজন যুগোপযোগী প্রযুক্তিমনস্ক কর্মকর্তা। মি. X দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন এবং তার অফিসের সেবা গ্রহণকারীদের স্বচ্ছভাবে দ্রুত সেবা দিয়ে থাকেন। তার এ সব কাজ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। যে কোনো রাষ্ট্রের উন্নয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন প্রবর্তন এবং আইন ও মানবাধিকারের যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নই সুশাসনের মূল লক্ষ্য। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুশাসন রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র সুমন এবং সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ছাত্র সোহান একই হলে থাকে এবং তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পদ্মা সেতু নিয়ে কথা বলছিল। সুমন বলল, বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতা ছাড়া আমরা পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। এ প্রসঙ্গে সোহান বলল, যে উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অর্জিত হয়নি।

[দি. বো. '১৭ । প্রশ্ন নং ১]

ক. সুশাসন কী? ১

খ. ডিজিটাল পদ্ধতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাস্তবতার তুলনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সোহানের বক্তব্য কীভাবে যথার্থ? মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকাজ পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন।

খ ডিজিটাল পদ্ধতি বলতে বিভিন্ন কাজকর্মে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (যেমন- কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি) ব্যবহারকে বোঝায়।

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির আবেদন, রোগ নির্ণয়, বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও তার মান নিয়ন্ত্রণ, অনলাইন ব্যাংকিং, ই-শপিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর ফলে জনগণ সরকারের বিভিন্ন সেবা ও তথ্য খুব সহজে পাবে, সময় বাঁচবে এবং কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে।

গ বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাস্তবতার তুলনা করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায় না।

বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো— পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা। উন্নয়নশীল দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণদানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবতার সাথে এর কোনো মিল নেই। এর বর্তমান কর্মকাণ্ড লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনেকটাই বিপরীত।

বর্তমানে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে নানারকম ষড়যন্ত্র ও হয়রানির শিকার হচ্ছে। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের পদ্মা সেতু প্রকল্প। পদ্মা সেতু প্রকল্পে স্বল্পসুদে ১২০ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা দেওয়ার কথা ছিল বিশ্বব্যাংকের। কিন্তু দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে ২০১১ সালের ২৯ জুন সংস্থাটি পদ্মা সেতু প্রকল্পে তাদের ঋণচুক্তি বাতিল করে। নানা টানাপোড়নের পর শেষ পর্যন্ত ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্ব ব্যাংক দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে তাদের ঋণ প্রত্যাহার করে নিলেও ষড়যন্ত্রের কোন প্রমাণ দিতে পারে নি। এমনকি বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন এবং কানাডার আদালতও দুর্নীতির কোনো প্রমাণ পায় নি। অথচ কোনো এক অদৃশ্য কারণে, অদৃশ্য কোনো স্বার্থে বিশ্বব্যাংক পদ্মাসেতু প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়ায়। কাজেই বলা যায়, বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের সাথে তাদের বর্তমান বাস্তবতার তেমন কোনো সাদৃশ্য নেই।

ঘ 'যে উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অর্জিত হয়নি'— উদ্দীপকে বর্ণিত সোহানের এ বক্তব্যটি যথার্থ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ব্রেটন উডস সম্মেলনের মাধ্যমে 'বিশ্বব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো— ১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়তা করা। ২. পৃথিবীর অনুন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা। ৩. কোনো দেশকে বেসরকারি ঋণ পেতে সাহায্য করা এবং ৪. উন্নয়নশীল দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণদানের ব্যবস্থা করা।

উদ্দীপকে সোহান বলেছে, ১৯৪৪ সালে যে উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অর্জিত হয়নি। সোহানের এ মন্তব্যটি সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক। কেননা বিশ্বব্যাংকের বেশির ভাগ মূলধন সরবরাহ করে আমেরিকা এবং ব্যাংকের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে আমেরিকার প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। ফলে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতার বিষয়টি আজ চরমভাবে অবহেলিত। বিশ্বব্যাংক প্রধানত যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগুলোর পুনর্গঠনের কাজেই বেশি মনোযোগী। সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাংকের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দিক বিবেচনা না করে রাজনৈতিক স্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার বন্ধু দেশগুলোকে অধিক ঋণ ও সহায়তা দেওয়া হয়। আবার বিশ্বব্যাংক স্বল্পসুদে দরিদ্র দেশগুলোকে ঋণ সহায়তা দেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে এর সুদের হার অনেক বেশি। তাই ঋণের উচ্চ হারে সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে অনেক দেশ ঋণ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। তাছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়। ফলে এ ঋণ তাদের উন্নয়নে খুব বেশি কাজে লাগে না।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের সোহানের বক্তব্য যথার্থ। অর্থাৎ, বিশ্বব্যাংকের উদ্দেশ্যসমূহ আজও অর্জিত হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ৪ ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক মত প্রকাশ করে যে, সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। এ চারটি স্তম্ভ হলো ১. দায়িত্বশীলতা, ২. স্বচ্ছতা, ৩. আইনি কাঠামো ও ৪. অংশগ্রহণ।

[কু. বো. '১৭ । প্রশ্ন নং ২; নটরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ; প্রশ্ন নং ৬]

https://teachingbd24.com

ক. সুশাসন কী? ১
খ. স্বজনপ্রীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সুশাসনের পথে বাধা দূরীকরণে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম দুটি স্তম্ভের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভ সুশাসনের পাশাপাশি গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করে"— তুমি কি এর সাথে একমত? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় শাসনকাজ পরিচালনা করাকে সুশাসন (Good Governance) বলে।

খ স্বজনপ্রীতির সাধারণ অর্থ হলো আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠজনের প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনে এ বিষয়টি এক ধরনের দুর্নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে প্রচলিত নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে এবং যোগ্য লোককে বঞ্চিত করে নিজের আত্মীয়-স্বজন বা ঘনিষ্ঠদের সুযোগ-সুবিধা দিলে তাকে স্বজনপ্রীতি (Nepotism) বলা হয়। যেমন- সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণত উচ্চপদের কর্তারা অনেক সময় স্বজনপ্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অদক্ষ ও অযোগ্য লোক নিযুক্তি পায়। অন্যদিকে যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবী ব্যক্তিদের সেবা থেকে রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশ্বব্যাংকের চিহ্নিত সুশাসনের চারটি প্রধান স্তম্ভের মধ্যে প্রথম দুটি স্তম্ভ অর্থাৎ দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতা সুশাসনের পথে বাধা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুশাসন হলো একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া, যেখানে সমাজের সবার অধিকার ভোগের সুযোগ থাকে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারি সব কার্যক্রমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। উদ্দীপকে উল্লিখিত 'দায়িত্বশীলতা' ও 'স্বচ্ছতা' এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের সকল স্তরে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। সরকারের লক্ষ্য অর্জনে কার কী দায়িত্ব এবং কোন সময়ের মধ্যে তা সম্পাদন করতে হবে আগে থেকে তা নির্ধারিত থাকলে শাসনকার্য পরিচালনায় কোনো প্রকার অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ থাকে না। আবার প্রশাসনের সব স্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হলে এবং সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথভাবে কাজ করলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সরকারি কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। কেউ যেন ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থে কিংবা দলীয় স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারের সব স্তর থেকে দুর্নীতি দূর করে স্বচ্ছ জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। এক কথায়, প্রশাসনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম দুটি স্তম্ভ সুশাসনের পথে বাধা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে উল্লিখিত সুশাসনের চারটি প্রধান স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভ সুশাসনের পাশাপাশি গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করে— এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসন বিষয়টি দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা, আইনি কাঠামো ও অংশগ্রহণ এই চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভ অর্থাৎ 'আইনি কাঠামো' ও 'অংশগ্রহণ' সুশাসনের পাশাপাশি গণতন্ত্রকে নিশ্চিত করে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইনি কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় সব কার্যক্রম আইন অনুযায়ী জনগণের কল্যাণে পরিচালিত হলে দেশে সুশাসন নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হলো আইনের শাসন। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করতে পারবে। নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আইনের দৃষ্টিতে সমান বলে বিবেচিত হবে। সর্বোপরি গণতন্ত্র সুনিশ্চিত হবে। অপরদিকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শাসনকাজে জনগণের অংশগ্রহণ না থাকলে সেখানে অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্ভাবনা থাকে এবং জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়। ফলে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শাসনকাজ পরিচালিত হলে যেকোনো নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনস্বার্থের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। ফলে সরকার জনকল্যাণবিরোধী বা জনস্বার্থ পরিপন্থি কোনো সিদ্ধান্ত সহজে নিতে পারে না, যা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করে।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আইনি কাঠামো ও দেশের শাসনকাজে জনগণের অংশগ্রহণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গণতন্ত্রকেও সুনিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ▶৫ মি. 'M' একজন প্রবীণ সংবাদকর্মী। তিনি একদিন একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ পাঠ করছিলেন। প্রবন্ধটিতে দেখা যায় 'ক' নামক রাষ্ট্রের রাজধানীতে কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও দেশটিতে আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, যথাযথ শিক্ষার অভাব ও স্বজনপ্রীতি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, 'খ' নামক রাষ্ট্রে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আইনের শাসন বিদ্যমান। *[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. সুশাসন কী? ১
খ. সুশাসন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত— যুক্তি দাও। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের শাসনের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্র দুটির শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনই সুশাসন (Good Governance)।

খ সুশাসন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সমাজের প্রত্যাশা ও রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। এই ব্যবস্থায় শাসক শুধু শাসনই করেন না, বরং শাসনব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক রাখার চেষ্টা করেন।

রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ও সমান সুবিধা নিশ্চিতকরণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা; ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। আর এই বিষয়গুলো সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য। তাই কোনো রাষ্ট্রে যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে গণতন্ত্রের অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি হয়। এ কারণেই বলা হয় সুশাসন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে সুশাসনের অভাব রয়েছে।

কোনো রাষ্ট্রের প্রশাসনে যদি জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুরক্ষা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন বিদ্যমান থাকে তাহলে সে শাসনকে সুশাসন বলা যায়। সুশাসনমূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উদ্দীপকের প্রবীণ সংবাদকর্মী মি. 'M' এর পঠিত প্রবন্ধে 'ক' নামের একটি রাষ্ট্রের পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। ওই দেশের রাজধানীতে কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও দেশটিতে আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, স্বজনপ্রীতি, যথাযথ শিক্ষার অভাব ইত্যাদি সমস্যা লক্ষ করা যায়। এ চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয়, দেশটিতে সুশাসন নেই। কেননা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো- সরকারের স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা, রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, সক্রিয় সুশীল সমাজ, প্রচার মাধ্যমের

Teachingbd24.com

স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু 'ক' রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সুশাসনের উল্লিখিত কোনো বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান নেই। সেখানে নিছক অবকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে রাখতে অনেক সময় অযোগ্য অগণতান্ত্রিক শাসকরা এরকম করে থাকেন। ফলে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, 'ক' নামের রাষ্ট্রে সুশাসনের অভাব রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রটির অবস্থা বিশ্লেষণ করে সহজেই বলা যায়, সেখানে সুশাসন অনুপস্থিত। অপরদিকে 'খ' রাষ্ট্রটিতে আইনের শাসন বিদ্যমান। আর যেখানে আইনের শাসন বিদ্যমান সেখানে সুশাসন থাকারই কথা। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, দুটি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় বেশ পার্থক্য রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'খ' নামের রাষ্ট্রে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আইনের শাসন রয়েছে। যেখানে আইনের শাসন বিদ্যমান সেখানে সুশাসনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও কমবেশি সমানভাবে কাজ করবে। সুশাসনের অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে— প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা, দায়বদ্ধ শাসন বিভাগ, আইন বিভাগের কার্যকর ভূমিকা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, দক্ষ আমলাতন্ত্র, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, কার্যকর গণতান্ত্রিক দলব্যবস্থা, সক্রিয় সুশীল সমাজ প্রভৃতি।

'খ' রাষ্ট্রটিতে সুশাসন বিদ্যমান এবং 'ক' রাষ্ট্রটির অবস্থা তার পুরোপুরি বিপরীত। 'ক' রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে আইনের শাসন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, প্রশাসনসহ সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। গণতন্ত্র ও সুশাসন বিকশিত না হওয়া কোনো দেশের জন্য রাতারাতি এগুলো করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেশটির রাজনীতিক ও নাগরিক সমাজকে এ লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাহলে 'ক' রাষ্ট্রটিতেও একদিন 'খ' রাষ্ট্রের মতো সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসনের উপকারভোগী মূলত রাষ্ট্রের জনগণ। এজন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও তা অব্যাহত রাখতে 'ক' রাষ্ট্রের জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৬ জনাব সাদিক একটি উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে তার দেশে আইনের শাসন সুনিশ্চিত নয়। বর্তমানে দেশটির জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক উপায়ে সব সমস্যার সমাধান চায়। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. আইন কী? ১

খ. দায়িত্বশীলতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সাদিকের দেশের সমস্যাগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সাদিকের দেশে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানে তোমার সুপারিশ ব্যক্ত করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজস্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুন, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

খ অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে এবং যথাসময়ে পালন করাই দায়িত্বশীলতা।

একটি রাষ্ট্রের সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে তাদের নির্ধারিত কর্মের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাই কেবল তাদের কাজ সময়মতো সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারেন। জাতীয় নেতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের কাছেই বেশি দায়িত্বশীলতা আশা করা হয়। বিশেষ করে একজন নেতাকে দেশ ও জাতির স্বার্থে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হয়। কেননা তার সঠিক নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলতার ওপর দেশ ও জনগণের মঙ্গল নির্ভর করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সাদিকের দেশের সমস্যাগুলো হলো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসনের অভাব।

কোনো রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকলে কোনোভাবেই সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। যদি সরকারের শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট জবাবদিহি না করে তাহলে সুশাসন বিঘ্নিত হয়। আর সুশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন রাষ্ট্রে অথবা প্রশাসনে আইনের শাসন বিদ্যমান থাকে। কেননা আইনের শাসনের মূলকথাই হলো আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, সকলেরই আইনের আশ্রয় লাভের সমান সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে আইন হতে হবে সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। এছাড়াও আইনের শাসনের জন্য প্রয়োজন সরকারের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, রাষ্ট্রের নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ। আবার জবাবদিহিতার অভাব থাকলে শাসন কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং দুর্নীতি বেড়ে যায়। সুতরাং, রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। একই সাথে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণও জরুরি।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সাদিকের দেশে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানে সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১. **জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা:** রাষ্ট্র পরিচালক বা সরকার প্রধান থেকে শুরু করে প্রশাসনের সকল স্তরে জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কোনো লক্ষ্য অর্জনে কার কী দায়িত্ব, কোন সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করতে হবে, কার নিকট জবাবদিহি করতে হবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিতে হবে।

২. **দুর্নীতি ও রাজনীতি মুক্ত জবাবদিহিমূলক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা:** টেকসই জাতীয় উন্নয়নের জন্য সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি বাস্তবায়ন অপরিহার্য। কেননা সরকারি নীতিনির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়নে যদি প্রশাসনিক জবাবদিহিতা না থাকে তাহলে যেকোনো সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট হয়; যা সুশাসনের অন্তরায়। তাই দুর্নীতি রোধ করে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা সৃষ্টির পাশাপাশি একে রাজনীতিমুক্ত করাও একান্ত প্রয়োজন।

৩. **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা:** সুশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন দেশে আইনের শাসন বিদ্যমান থাকে। আইনের শাসনের মূলকথাই হলো আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, সকলেরই আইনের আশ্রয় লাভের সমান সুযোগ রয়েছে; এক্ষেত্রে হয়রানিমূলক কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। আইন হতে হবে সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। এছাড়াও আইনের শাসনের জন্য প্রয়োজন সরকারের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, রাষ্ট্রের নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব সাদিকের দেশে আইনের শাসনের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। উপরে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে তার দেশে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ৭ মি. আলম একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। সৎ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে তার ব্যবসা দিন দিন বাড়তে থাকে। তিনি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দেন এবং তাদের কল্যাণে একটি তহবিলও গঠন করেন। আলম সাহেব তার এলাকার বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। তিনি রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং নিয়মিত কর দেন। সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারেও তিনি বেশ আন্তরিক। এলাকায় তিনি একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. কোন সালে মৌলিক মানবাধিকারসমূহ ঘোষিত হয়েছে? ১

খ. রাজনৈতিক অধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মি. আলমের ভূমিকা কোন ধরনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মৌলিক মানবাধিকারসমূহ ঘোষিত হয়।

Teachingbd24.com

খ যে সব অধিকার একজন নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়।

রাজনৈতিক অধিকারগুলো সংবিধান অথবা আইন দ্বারা স্বীকৃত। সরকার রাজনৈতিক অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অধিকার কেবল নাগরিকরাই ভোগ করতে পারে। বিদেশিরা এ অধিকার ভোগ করতে পারে না। দল বা সংগঠন গঠন করা, নির্বাচন করা ও নির্বাচিত হওয়া, স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়া, বিদেশে অবস্থানকালে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা লাভ এবং সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকারের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের মি. আলমের ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

সুশাসন আধুনিক বিশ্বে একটি গতিশীল ও চলমান সামাজিক ধারণা। সাধারণত একটি দেশের সকল স্তরের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের চর্চা বা প্রয়োগ পদ্ধতিকে সুশাসন বলে। ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের চারটি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করে। এগুলো হলো— দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা, আইনি কাঠামো ও অংশগ্রহণ। কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে প্রশাসনের সর্বস্তরে আইনের শাসন ও মানবাধিকার নিশ্চিত হয় এবং সেই সাথে সমতা, ন্যায়পরায়ণতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

উদ্দীপকের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মি. আলম সততা ও দক্ষতা দিয়ে দিনদিন তার ব্যবসার উন্নতি করছেন। তিনি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দেন এবং তাদের কল্যাণে একটি তহবিলও গঠন করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে তিনি নিয়মিত কর দেন, সন্তানদের লেখাপড়া করানোর ব্যাপারে আন্তরিক, এলাকার বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। মি. আলমের উল্লিখিত কার্যাবলির কারণে এলাকায় তিনি একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। একই সাথে তিনি একজন সুনাগরিক। প্রকৃতপক্ষে কোনো রাষ্ট্রে সুনাগরিকের সংখ্যা যত বেশি হবে, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও তত বাড়বে। তাই বলা যায়, মি. আলমের মতো সুনাগরিকের ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

ঘ সৃজনশীল ৬নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৮ আফ্রিকার 'ক' দেশটিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার থাকলেও দুর্নীতি, অদক্ষতা, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির কারণে জনগণের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। *[ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. আইনের শাসন কাকে বলে? ২
গ. বর্ণিত দেশে কীসের অভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বর্ণিত দেশে কীভাবে জনগণের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব? মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Good Governance'।

খ আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়।

ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের সার্থকতা। আইনের শাসন মূলত ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

গ সৃজনশীল ৫নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশটিতে সুশাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব।

সুশাসন হলো ন্যায়সংগত শাসন, আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ, মানবাধিকার ও সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। কোনো রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হবে। তবে এক্ষেত্রে বাস্তব ও কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতাসহ সব ধরনের অধিকার সংবিধানে সন্নিবেশিত করতে হবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জনমত গঠনের জন্য মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যমের ওপর সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করতে হবে। রাজপথে সহিংস আন্দোলন, অপ্রয়োজনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত হরতাল প্রভৃতি সংস্কৃতি বদলাতে হবে। জাতীয় সংসদে এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায়েই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বের করতে হবে। প্রশাসনের সব স্তরে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুর্নীতি দূর করে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। আইন হতে হবে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট, যেন সহজেই তা বোধগম্য হয়। আইন অনুযায়ী প্রকৃত অপরাধীকে সাজা দিতে হবে। বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে দক্ষ, দূরদর্শী ও কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে হবে। এছাড়াও দুর্নীতি প্রতিরোধ, সুযোগ্য নেতৃত্ব, কার্যকর আইনসভা, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে জনস্বার্থকে প্রধান্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যা জনগণের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটাবে।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নানা সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যাগুলো দূর করতে সরকারকে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আর সরকারের উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করতে জনগণকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহলে জনগণের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ৯ মি. রাজু একটি উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক। দীর্ঘদিন তার দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে বিকশিত হয়নি। সেখানে আইনের শাসন ছিল না। কিন্তু গত নির্বাচনে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। বর্তমান সরকার অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে সাথে নিয়ে অনিয়ম দূর এবং প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। *[দি. বো. '১৬। স্কলার্সহোম, সিলেট। প্রশ্ন নং ২]*

ক. স্বজনপ্রীতি কী? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. রাজুর দেশের সমস্যাগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. রাজুর দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ ছাড়া আর কী করণীয় আছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যোগ্যব্যক্তির বদলে স্বজনদের অগ্রাধিকার প্রদানই স্বজনপ্রীতি।

খ আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়।

ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের সার্থকতা। আইনের শাসন মূলত ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মি. রাজুর দেশে নবনির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এগুলো হলো- রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার অনিয়ম দূর করা এবং প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছাড়াও মি. রাজুর দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরো বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন ত্বরান্বিত হয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও জনগণকে একযোগে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি ও আন্তরিকতা যেমন জরুরি, সেই সাথে জনগণেরও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার সদস্যরা হলেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আইনসভার

Teachingbd24.com

সদস্যগণ নিজ নিজ নির্বাচনি এলাকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা ইত্যাদি আইনসভায় তুলে ধরেন এবং যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করেন। কার্যকরী আইনসভার মাধ্যমে শাসন বিভাগের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং সুশাসনের পথ সুগম হবে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক। এজন্য বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বমুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে না রেখে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থাসমূহের নিকট কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর করলে প্রশাসনিক জটিলতা দূর হবে এবং সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধিত হবে। এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে বলা যায়, মি. রাজুর দেশে ওপরে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ আরো সুগম হবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ মি. আব্দুর রহিম বিদেশ যাওয়ার লক্ষ্যে পাসপোর্ট করার জন্য পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারী ফারুকের শরণাপন্ন হন। তার কাছে অনেক ঘোরাঘুরি করেও পাসপোর্ট পান নি। প্রদেয় টাকাও ফেরত পান নি। পরে প্রতিবেশী একজন স্কুল শিক্ষকের পরামর্শে তিনি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে যান এবং অনলাইনে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন। কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়াই তিনি স্বল্পসময়ে পাসপোর্ট পেয়ে যান।

[চ. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ১]

ক. মূল্যবোধ কী? ১

খ. পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে কোন বিষয়ের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফারুকের ভূমিকা কীসের পরিচয় বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতির ভূমিকা অপরিহার্য কিনা মূল্যায়ন করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চিন্তাভাবনা ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাই মূল্যবোধ।

খ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

পৌরনীতি ও সুশাসন হলো নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান হলো রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিজ্ঞান। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান হলেও তা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় (রাজনৈতিক সংগঠন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিজ্ঞান হলেও নাগরিকতার বিভিন্ন বিষয় (নাগরিক অধিকার, কর্তব্য এবং নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন ও কার্যাবলি) নিয়ে আলোচনা করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, উভয়ের সম্পর্ক নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ফারুকের ভূমিকা দুর্নীতির পরিচয় বহন করে।

রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি খাটিয়ে অবৈধ সুযোগ নেওয়া, কারো সম্পত্তি দখল করা, জনগণের অধিকার ভোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, এসব কাজ দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। দুর্নীতি জনগণের দুর্ভোগ বৃদ্ধি করে। এছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম বাধা হলো দুর্নীতি। কেননা দুর্নীতি ন্যায্যতা, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা ইত্যাদির পরিপন্থী।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, মি. আব্দুর রহিম পাসপোর্ট নিতে ঐ অফিসের কর্মচারী ফারুকের কাছে অনেক ঘুরাঘুরি করলেও তা পাননি। তাছাড়া ফারুককে প্রদেয় টাকাও ফেরত পাননি। ফারুক ব্যক্তিস্বার্থেই তার ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে মি. আব্দুর রহিমের কাজ করতে গড়িমসি করেছে, যা দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত। কারণ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং বলা যায়, ফারুকের ভূমিকায় সুশাসনের অন্যতম বড় সমস্যা দুর্নীতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতিটি তথা ই-গভর্নেন্সের ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য।

আইনের শাসন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার, জনগণের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা, জনগণের অংশগ্রহণ, তথ্যের অবাধ প্রবাহ, জবাবদিহিতা প্রভৃতির সমন্বয়ে সুশাসন গড়ে ওঠে। আর সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স।

উদ্দীপকে বর্ণিত মি. আব্দুর রহিম পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারী ফারুকের কাছে অনেক ঘুরাঘুরি করেও পাসপোর্ট পেতে ব্যর্থ হন। পরে প্রতিবেশী স্কুল শিক্ষকের পরামর্শে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে গিয়ে অনলাইনে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন এবং কোনোরকম ভোগান্তি ছাড়াই স্বল্পসময়ে পাসপোর্ট পেয়ে যান। এটি ই-গভর্নেন্সের কারণেই সম্ভব হয়েছে। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারি কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। ফলে জনগণ ভোগান্তির শিকার হয় না, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

ই-গভর্নেন্স চালু হলে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহও তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর হবে। ফলে প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস পাবে, কাজকর্মের গতি বাড়বে, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। এক কথায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। তাই বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স পদ্ধতির ভূমিকা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ১১ আব্দুল হালিম আফ্রিকার সামরিক বাহিনী শাসিত একটি অনুন্নত দেশের নাগরিক। তার দেশে রয়েছে দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জাতিগত দাঙ্গা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, দারিদ্র্য ইত্যাদি নানা সমস্যা। তবে বর্তমানে শিক্ষা বিস্তারের ফলে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলো ও সুশীল সমাজ উক্ত সমস্যাগুলো সমাধানে খুবই আগ্রহী।

[য. বো. '১৬ প্রশ্ন নং-২ । টংগী সরকারি কলেজ, প্রশ্ন নং ২]

ক. সুশাসন কী? ১

খ. সুশাসন কীভাবে আইনের শাসন নিশ্চিত করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রটিতে সুশাসনের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আব্দুল হালিম এর রাষ্ট্রটিতে কীভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা এবং সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে তাকে সুশাসন বলে।

খ একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি হলো আইনের শাসনের বাস্তবায়ন।

যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা, জনসাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, বাকস্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তাকে সুশাসন বলে। আর আইনের শাসন বলতে ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে আইনের চোখে সবাই সমান এবং সমাজের সর্বত্র আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়। সুশাসনে আইনের শাসনের পাশাপাশি অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, সংবেদনশীলতা, জবাবদিহিতা, সাম্য, দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন, স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদিও থাকতে হয়। আর এসব কিছু নিশ্চিত করতে হলে আইনের শাসনের প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এভাবে সুশাসনে আইনের শাসন নিশ্চিত হয়।

গ উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উল্লিখিত রাষ্ট্রে সুশাসনের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত।

সুশাসন বলতে এমন এক কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বাক স্বাধীনতাসহ সব রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, জনগণের চাহিদার প্রতি সরকার সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল হবে এবং সংবিধান তথা আইনের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে।

teachingbd24.com

সামরিক বাহিনী শাসিত আব্দুল হালিমের দেশটিতে সুশাসনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন- কোনো দেশে সুশাসনের বড় অন্তরায় হলো দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে সম্পদের বণ্টনে অসমতা সৃষ্টি হয় এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। উদ্দীপকের আব্দুল হালিমের দেশে দুর্নীতি আছে বলেই নানা বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম বড় বাধা। আব্দুল হালিমের দেশেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান। আবার দারিদ্র্য সুশাসনের আরেকটি বড় বাধা। আব্দুল হালিমের দেশে এটিও বিদ্যমান। এর কারণে তার দেশের জনগণ সহজে শিক্ষিত হতে পারে না। ফলে তারা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে তেমন সজাগ নয়। আবার দেশের ভেতরে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, গোত্রের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর ফলে জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়। আব্দুল হালিমের দেশে জাতিগত দাঙ্গাও রয়েছে। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করছে। তাই বলা যায়, আব্দুল হালিমের দেশে সুশাসনের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যেরই অভাব রয়েছে।

ঘ আব্দুল হালিম এর রাষ্ট্রটিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সুশাসনের বাধা হিসেবে উল্লেখযোগ্য হলো দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জাতিগত দাঙ্গা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, দারিদ্র্য প্রভৃতি। তবে শিক্ষা বিস্তারের ফলে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়লে এবং রাজনৈতিক দলগুলো ও সুশীল সমাজ উক্ত সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হলে বিদ্যমান সমস্যাগুলো দূর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

উদ্দীপকে আব্দুল হালিমের রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে। দুর্নীতি জাতীয় সম্পদের সঠিক বণ্টনে বাধা প্রদান করে এবং ধনী ও গরীবের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে। এরপর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূরীভূত করতে হবে। কেননা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। দেশে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। সুশাসনের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। একটি দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিগত দাঙ্গা প্রতিহত করতে হবে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য বিরাজ না করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এছাড়া রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে সকলের মাঝে সমান অর্থ-সম্পদ বণ্টন করতে হবে। কেননা, রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকলে নাগরিকদের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি হয় না। সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রাষ্ট্রে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে। কেননা, দারিদ্র্য নাগরিকের অধিকার অর্জনের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। এটি বিভিন্ন ধরনের অপরাধের অন্যতম কারণ।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আব্দুল হালিমের রাষ্ট্রে যদি দুর্নীতি প্রতিরোধ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূরীভূত, জাতিগত দাঙ্গা প্রতিহত, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি বাস্তবায়ন করা যায় তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব হারুন আফ্রিকার সামরিক বাহিনী শাসিত একটি অনুন্নত দেশের নাগরিক। তার দেশে রয়েছে দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জাতিগত দাঙ্গা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, দারিদ্র্য ইত্যাদি নানা সমস্যা। তবে বর্তমানে শিক্ষাবিস্তারের ফলে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলো ও সুশীল সমাজ উক্ত সমস্যাগুলো সমাধানে খুবই আগ্রহী। *[ঢাকা কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. আইন কী? ১

খ. স্বচ্ছতা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রটিতে সুশাসনের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব হারুন এর রাষ্ট্রটিতে কীভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজস্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুন যা সমাজের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ স্বচ্ছতা হলো এমন একটি বিমূর্ত ধারণা যা দ্বারা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, কোনো কর্মকাণ্ড কতটুকু নীতিসজ্ঞাত বা বৈধ। এক কথায় স্বচ্ছতা হলো সুস্পষ্টতা। এটি সুশাসনের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকারি কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর সুশাসন নির্ভর করে। তাই স্বচ্ছতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন সরকার তাদের কর্মকাণ্ড, নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত জনগণকে অবহিত করতে পারবে।

গ উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উল্লিখিত রাষ্ট্রে সুশাসনের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত।

সুশাসন বলতে এমন এক কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বাক স্বাধীনতাসহ সব রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, জনগণের চাহিদার প্রতি সরকার সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল হবে এবং সংবিধান তথা আইনের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে।

সামরিক বাহিনী শাসিত হারুনের দেশটিতে সুশাসনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন— কোনো দেশে সুশাসনের বড় অন্তরায় হলো দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে সম্পদের বণ্টনে অসমতা সৃষ্টি হয় এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। উদ্দীপকের হারুনের দেশে দুর্নীতি আছে বলেই নানা বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম বড় বাধা। হারুনের দেশেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান। আবার দারিদ্র্য সুশাসনের আরেকটি বড় বাধা। হারুনের দেশে এটিও বিদ্যমান। এর কারণে তার দেশের জনগণ সহজে শিক্ষিত হতে পারে না। ফলে তারা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে তেমন সজাগ নয়। আবার দেশের ভেতরে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, গোত্রের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর ফলে জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়। হারুনের দেশে জাতিগত দাঙ্গাও রয়েছে। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করছে। তাই বলা যায়, হারুনের দেশে সুশাসনের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যেরই অভাব রয়েছে।

ঘ একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বহুমুখী সমস্যা থাকতে পারে তবে এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা, সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে তাকে সুশাসন বলে। সুশাসন দায়িত্বশীল, অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়া, যা রাষ্ট্রে আইনের শাসন কায়েম করে। মূলত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রে সুশাসন ত্বরান্বিত হয়। এক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও জনগণকে একযোগে কাজ করতে হবে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার সদস্যরা হলেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আইনসভার সদস্যগণ নিজ নিজ নির্বাচনি এলাকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা ইত্যাদি আইনসভায় তুলে ধরেন এবং যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করেন। তাই কার্যকরি আইনসভার মাধ্যমে শাসন বিভাগের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং সুশাসনের পথ সুগম হবে। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। তাই বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বমুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না রেখে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থাসমূহের নিকট কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর করলে প্রশাসনিক জটিলতা দূর হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। সেই সাথে সরকার ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সরকার ও প্রশাসনের দক্ষতা বাড়াতে হবে।

উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে উদ্দীপকের হারুনের রাষ্ট্রটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৩

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২]

ক. স্বজনপ্রীতি কী? ১
খ. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কি বোঝায়? ২
গ. প্রদত্ত ছকের '?' চিহ্নিত স্থানে পাঠ্য বইয়ের কোন বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার হাতিয়ার হিসেবে উক্ত ছকটি যথেষ্ট নয়'— উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যোগ্যব্যক্তির পরিবর্তে স্বজনদের অগ্রাধিকার প্রদানই স্বজনপ্রীতি।

খ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত না করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বন্টন করে দেওয়াই হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।
বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে জেলা বা থানা পর্যায়ে কিছু প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা হয়। ফলে জেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। দেশের নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের হাতে অধিক কর্তৃত্ব ন্যস্ত হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে।

গ প্রদত্ত ছকের '?' চিহ্নিত স্থানে পাঠ্যবইয়ের সুশাসন বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে।
যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা, সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, বাকস্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে সে শাসনকে সুশাসন বলে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, যোগ্য নেতৃত্ব, রাজনৈতিক সংহতি, গণমানুষের ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত করা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। সুশাসনের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে এক ধরনের সুসম্পর্ক তৈরি হয়। এই শাসনব্যবস্থায় সরকারের মধ্যে এক ধরনের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয় যার ফলে সরকার নিজেকে জনগণের সেবক মনে করে। সরকার সব কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করার মানসিকতা পোষণ করে। এর মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিত হয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয় এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।
উদ্দীপকে মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তাই বলা যায়, প্রদত্ত ছকের '?' চিহ্নিত স্থানে সুশাসন বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার হাতিয়ার হিসেবে উক্ত ছকটি যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি।
সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। সুশাসন ছাড়া জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। সুশাসনের ফলে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়। প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে। ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ, কাজের দীর্ঘসূত্রিতা, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র চর্চার অভাব ইত্যাদি দূরীকরণ কেবল সুশাসনের মাধ্যমেই সম্ভব। সামাজিক সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক অধিকার রক্ষায় সুশাসন কাজ করে। তবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সুশাসনের জন্য প্রয়োজন জনমতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত সুশাসনের পদ্ধতিগুলো ছাড়াও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব, রাজনৈতিক সংহতি, গণমানুষের ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, নাগরিক সেবা বৃদ্ধি, গণমাধ্যম ও বাকস্বাধীনতা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন, সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, জনপ্রশাসনের ভূমিকা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রভৃতি।
উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে সুশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়, যেগুলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার হাতিয়ার হিসেবে উদ্দীপকের ছকটি যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ নিচের ছকটি অনুসরণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

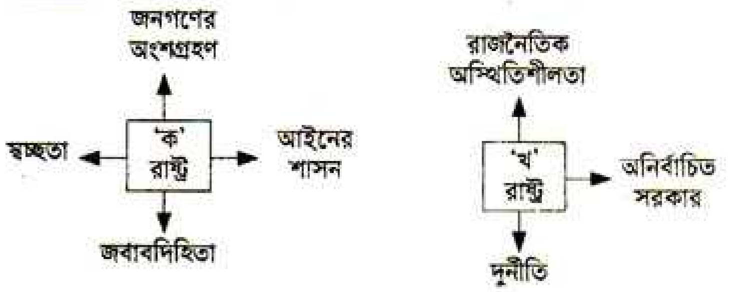

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]

ক. প্রশাসনিক জবাবদিহিতা কী? ১
খ. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের শাসন প্রচলিত আছে? এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'খ' রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়- বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রশাসনিক জবাবদিহিতা হলো উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতা।

খ সুশাসনের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রশাসনিক স্বচ্ছতা।
প্রশাসনিক স্বচ্ছতা হলো এমন একটি বিমূর্ত ধারণা যা দ্বারা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে কোনো কর্মকাণ্ড কতটুকু নীতিসজ্ঞাত বা বৈধ। এককথায় প্রশাসনিক স্বচ্ছতা হলো সুস্পষ্টতা। সরকারি কর্মকাণ্ডের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর সুশাসন নির্ভর করে। তাই প্রশাসনিক স্বচ্ছতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন সরকার তাদের কর্মকাণ্ড, নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত জনগণকে অবহিত করতে পারবে।

গ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে সুশাসন প্রচলিত আছে।
উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বিদ্যমান, যা সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের সুশাসন প্রচলিত আছে। সুশাসনের এসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও কতগুলো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।
কোনো রাষ্ট্রে সুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ। অংশগ্রহণ সুশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সুশাসনের অপরিহার্য শর্ত। কেননা আইনের শাসন ব্যতীত রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। স্বচ্ছতা সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। স্বচ্ছতা জনগণের প্রতি অন্যায় ও রাষ্ট্রের দুর্নীতির আশঙ্কা হ্রাস করে। সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জবাবদিহিতা। এটি সুশাসনের মূল চাবিকাঠি। সরকার ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি দায়িত্বশীলতা সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুশাসনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন বিচার বিভাগ ব্যতীত কোনো বিকল্প পথ নেই। সুশাসনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো কার্যকারিতা ও দক্ষতা। এছাড়া সার্বিক কল্যাণ সাধন, ঐকমত্য, সরকারের বৈধতা, জনসন্তুষ্টি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

Teachingbd24.com

ঘ 'খ' রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়-বক্তব্যটি যথার্থ।
সুশাসন অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করে সুষম বন্টন ব্যবস্থা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব প্রদান করে। সরকারের আর্থিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধ, জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। কিন্তু 'খ' রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অনির্বাচিত সরকার ও দুর্নীতি বিদ্যমান, যা সুশাসনের অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে। আর সুশাসনের অনুপস্থিতিতে কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।
'খ' রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান। দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিতিশীল হলে আমদানি-রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়, বিদেশি বিনিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। অনির্বাচিত সরকার গণতান্ত্রিক সরকার নয়। গণতান্ত্রিক সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করে। অন্যদিকে অনির্বাচিত বা অগণতান্ত্রিক সরকার স্বেচ্ছাচারী সরকারে পরিণত হয়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পশ্চাৎমুখী হয়ে পড়ে। সুশাসন বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ পরিবেশের অনুপস্থিতির কারণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহিত হয়। বিনিয়োগের অন্যতম অন্তরায় দুর্নীতি। দুর্নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। 'খ' রাষ্ট্রে দুর্নীতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট বাধা হিসেবে কাজ করে।
ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'খ' রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ 'ক' রাষ্ট্রে আর্থিক ক্ষেত্রে অস্বচ্ছলতা বিরাজমান। রাষ্ট্রটি সম্পূর্ণ বিদেশি সাহায্য নির্ভর। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ২]*

ক. সুশাসন কী? ১
খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসন প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের কোন ক্ষেত্রে সুশাসন অনুপস্থিত? নিরূপণ করো। ৩
ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের উক্ত ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনকার্যই হলো সুশাসন।

খ আইনের শাসন ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।
সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইনের শাসন এক অপরিহার্য উপাদান। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজন আইনের শাসন। কারণ রাষ্ট্রের মধ্যে আইনের শাসন বলবৎ থাকলে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অপরাধ দূর হয়। সবাই সমানভাবে তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই সাথে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সহজ হয়। গণতান্ত্রিক সমাজে আইনের শাসন নিশ্চিত হলে সরকারও স্থায়ী হয় ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়।

গ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন অনুপস্থিত।
অর্থনীতি ও সুশাসন পরস্পর সম্পূরক ও পরিপূরক। অর্থনীতির প্রাণশক্তি হলো সুশাসন। বর্তমান সুশাসনের যে ধারণা প্রচলিত আছে তা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য প্রণীত হয়েছিল। এজন্য বলা হয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুশাসন এবং সুশাসনের জন্য অর্থনীতি।
বিশ্ব মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের মূল কথাই হচ্ছে বাণিজ্যের অবাধ প্রসার। অর্থনৈতিক সুশাসন একচেটিয়া ব্যবসায় ও বাণিজ্যের কারবার প্রতিরোধ করে। অর্থাৎ ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বা সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে না থেকে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখে। দেশের অর্থনীতিকে স্বচ্ছল করে। যেন বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল না থাকতে হয়। সর্বোপরি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করে। কিন্তু উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে দেখা যায় আর্থিক ক্ষেত্রে অস্বচ্ছলতা বিরাজমান থাকায় রাষ্ট্রটিকে বৈদেশিক সাহায্যের আশা করতে হয় এবং রাষ্ট্রটির ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট। যা রাষ্ট্রটিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।
সুশাসন হলো স্বচ্ছ, বৈধ ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা, যা রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করে। কেননা রাষ্ট্র বা শাসনব্যবস্থা দ্বারাই অর্থনীতিসহ অন্যান্য সব ক্ষেত্র পরিচালিত হয়।
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের অন্যতম দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৎপর হওয়া। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপর অনেকাংশ নির্ভরশীল। উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ পরিবেশের অনুপস্থিতির কারণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহিত হয়। বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি। সুশাসনের অন্যতম শর্ত হলো দুর্নীতি প্রতিরোধ। সুশাসনে জাতীয় সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও এর সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সুশাসন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। আর কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে দুস্থ, অসহায় ও আর্তমানবতার কল্যাণে নানাবিধ কার্যকরী কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এ ব্যবস্থায় সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত না করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগণের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ জীবন উপভোগের সুযোগ পায়।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সুশাসন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৬ ক রাষ্ট্রীয় সরকার শাসনক্ষেত্রে সংস্কারের লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে। শাসনব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ করে। সরকারি কর্মকর্তাদেরও উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করে। বিকেন্দ্রীকরণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়। *[বি এন কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ১০]*

ক. লর্ড ব্রাইস প্রদত্ত জনমতের সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. ক রাষ্ট্রের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ রাষ্ট্রটিকে কোন দিকে ধাবিত করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ক রাষ্ট্রের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক লর্ড ব্রাইস প্রদত্ত জনমতের সংজ্ঞাটি হলো 'দেশের সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণ বা সমাজের সমষ্টিগত অভিমতই' হলো জনমত।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।
সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণের মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূল্যবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ রাষ্ট্রটিকে সুশাসনের দিকে ধাবিত করবে।
যে শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা, সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে তাকে সুশাসন বলে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার কতগুলো শর্ত থাকে। শর্তগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রশাসনের দক্ষতা, গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। বিকেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থা সরকারকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। ফলে জনগণ শাসনকার্যে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে সুশাসনের পথ সুগম হয়।
উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাষ্ট্রটি শাসনক্ষেত্রে সংস্কারের লক্ষ্যে নানাবিধ ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ সরকারি কর্মকর্তাদের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করে। এর ফলে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের প্রশাসনের দক্ষতা ও গতিশীলতা

Teachingbd24.com

বৃদ্ধি পাবে এবং নাগরিক সেবার মান উন্নত হবে। 'ক' রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে জনগণ কার্যকরভাবে শাসনকাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে। শাসনকার্যে নাগরিকের অংশগ্রহণ সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার শর্তগুলোকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের গৃহীত পদক্ষেপ রাষ্ট্রটিকে সুশাসনের দিকে ধাবিত করবে।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের গৃহীত পদক্ষেপগুলো যৌক্তিক।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সেগুলো হলো শাসনব্যবস্থার সংস্কারের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, সরকারি কর্মকর্তাদেরকে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

'ক' রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ফলে প্রশাসনের পুরাতন, অনুপযোগী নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি ও কার্যপদ্ধতির পরিবর্তে জনগণের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন বিধান ও কার্যপদ্ধতি চালু হবে। ফলে সংস্কারকৃত নতুন শাসনব্যবস্থা নাগরিক সেবার মান উন্নত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাবে। শাসনব্যবস্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে প্রশাসনের উন্নত মান অর্জিত হবে। অবকাঠামোগত উন্নতির কারণে সরকারের প্রশাসনের দক্ষতা অর্জিত হবে এবং নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। আবার সরকারি কর্মকর্তাদের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ প্রেরণের ফলে সরকরি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রশাসনের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, নাগরিক সেবা উন্নত হবে। উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান সুশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য। 'ক' রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থা সরকারকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবে। জনগণ শাসনকাজে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় 'ক' রাষ্ট্রের গৃহীত পদক্ষেপগুলো খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। তাই বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের গৃহীত পদক্ষেপগুলো যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶১৭

দক্ষতা স্বচ্ছতা স্বাধীন প্রচারমাধ্যম অংশগ্রহণমূলক বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আইনের শাসন জবাবদিহিতা	?	দায়িত্বশীলতা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা জীবনঘনিষ্ঠ কল্যাণমূলক জনবান্ধব প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত

[মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ১০]

ক. 'Good Governance' এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? ১

খ. পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ইতিহাসের একটি সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. " '?' চিহ্নিত অংশটি প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন একান্ত আবশ্যক" বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. " '?' চিহ্নিত বিষয়টি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের পাশাপাশি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে"— উক্তিটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Good Governance' এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'সুশাসন'।

খ পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান, আর ইতিহাস হলো মানবজাতির সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি। তাই এ দুই বিষয়ের সম্পর্ক নিবিড়।

পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচিত বিষয়সমূহ যেমন— পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অতীতে কেমন ছিল, কীভাবে তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপে পরিগ্রহ করেছে ইতিহাস পাঠ করলে তা জানা যায়।

গ উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত অংশটি হলো 'সুশাসন'। আর সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসন একান্ত আবশ্যক— কথাটি যথার্থ।

আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়। ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। আইনের শাসন ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইনের শাসন এক অপরিহার্য উপাদান। কারণ রাষ্ট্রের মধ্যে আইনের শাসন বলবৎ থাকলে দুর্নীতি সন্ত্রাস ও অপরাধ দূর হয়। সবাই সমানভাবে তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই সাথে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সহজ হয়। আইনের শাসন থাকলে সরকার ও জনগণ একযোগে কাজ করতে পারে। রাষ্ট্রীয় আইন শুধু নির্দিষ্ট শ্রেণি পেশার মানুষের জন্য নয়। আইনের শাসন সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের মধ্যে সমভাবে স্বস্তি আনয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে। গণতান্ত্রিক সমাজে আইনের শাসন নিশ্চিত হলে সরকারও স্থায়ী হয়, ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসন একান্ত আবশ্যক।

ঘ 'সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের পাশাপাশি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে'— উক্তিটি যথার্থ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি নাগরিকরাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। মূলত সরকার ও নাগরিকের যথাযথ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই সুশাসন পূর্ণতা পায়। সুশাসনের মূল ভিত্তি হচ্ছে রাজনীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ। নাগরিকদের অংশগ্রহণের দ্বারা রাষ্ট্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, নাগরিকের ক্ষমতায়ন হয়, গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়। আর এ কাজগুলো সরকারই করে থাকে। সুশাসনের আরেকটি উপাদান হলো জবাবদিহিতা। এটি সুশাসনের মূল চাবিকাঠি। এক্ষেত্রে সরকারকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হয় আর নাগরিকদের এ সম্পর্কে সচেতন হতে হয়।

ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সুনাগরিকের প্রধান গুণ। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। এক্ষেত্রে সরকার সুনাগরিকের গুণগুলো বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেয়। আধুনিক বিশ্বে সবচেয়ে প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্র। আর এ গণতান্ত্রিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়া ও সরকার প্রতিষ্ঠা নাগরিকের কর্তব্য। সরকার ও নাগরিক উভয়ই যদি গণতন্ত্রের চর্চা করে তাহলে সুশাসনের পথ সুগম হয়। দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য সরকারকে যেমন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, ঠিক তেমনি নাগরিকদেরকেও এ বিষয়ে সচেতন হতে হয়।

সুতরাং শুধু নাগরিক নয়, আবার শুধু সরকার নয়, সরকার ও নাগরিক উভয়কেই যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাহলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ▶১৮ 'ক' উপজেলার সাধারণ মানুষ স্থানীয় পল্লিবিদ্যুৎ অফিসের ওপর ক্ষুব্ধ। কেননা, সারাদিনে তারা মাত্র তিন ঘণ্টা বিদ্যুৎ সেবা পায়। অথচ বিদ্যুৎ অফিসের লোকজন তাদেরকে বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা বলে হাজার হাজার টাকা ঘুষ নেয়। কিন্তু তাতেও তারা বিদ্যুৎ অফিসে আক্রমণ করে। পুলিশ এসে তাদেরকে লাঠিপেটা করে। স্থানীয় সংসদ সদস্য বিষয়টিকে আইন-শৃংখলার সমস্যা বলে এড়িয়ে যান।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম ▌প্রশ্ন নং ২]

ক. সুশাসন ধারণাটির উদ্ভাবক কোন সংস্থা? ১

খ. সুশাসনের উপাদান হিসেবে আইনের শাসনের বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার বিষয়টি কেন এরূপ হল? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য কি করা উচিত বলে মনে কর? ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুশাসন ধারণাটির উদ্ভাবক বিশ্বব্যাংক।

Teachingbd24.com

খ আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়।

ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের সার্থকতা। আইনের শাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

গ উদ্দীপকের ঘটনার বিষয়টি এরূপ সংঘাতপূর্ণ হওয়ার কারণ সুশাসনের অভাব।

সুশাসন একটি দক্ষ ও কার্যকর শাসনব্যবস্থা, যেখানে জনগণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে, তাদের অধিকার আদায় এবং চাহিদা পূরণ করতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য জনকল্যাণ সাধন। আর এ জন্য প্রয়োজন সুশাসন। কেননা, সুশাসন দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের অধিক সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ নিশ্চিত করে। সুশাসনের লক্ষ্যই হলো দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গঠনের মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়ন। আর যখনই এই সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয় কিংবা দেশের অভ্যন্তরে থাকে না, তখনই বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়, যা উদ্দীপকেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের 'ক' উপজেলার মানুষ স্থানীয় পল্লিবিদ্যুৎ অফিসের ওপর ক্ষুব্ধ। কারণ হাজার হাজার টাকা ঘুষ দেওয়া সত্ত্বেও তারা বিদ্যুৎ পায় না। ফলে তারা বাধ্য হয়ে পল্লিবিদ্যুৎ অফিসে হামলা করে। উপজেলাবাসীর এ ঘটনাটি মূলত সুশাসনের অভাবকেই ইঙ্গিত করে। কারণ সুশাসন বিদ্যমান থাকলে ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটিও থাকত না এবং গ্রামবাসী সর্বোচ্চ নাগরিক সেবা পেত। তাই সুশাসনের পূর্বোক্ত আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, সুশাসনের অভাবের কারণেই উদ্দীপকের ঘটনাটি এমন সংঘাতপূর্ণ হয়েছে।

ঘ এ ধরনের পরিস্থিতি অর্থাৎ সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

আধুনিক শাসনব্যবস্থায় সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সুশাসনের মূল উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রে আদর্শ ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুশাসন জরুরি। সেই সাথে একটি দক্ষ ও কার্যকর শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সুশাসনের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। সুশাসনে শাসক ও শাসিতের সমন্বয়ে তথ্যভিত্তিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ সুশাসন সরকার ও নাগরিকের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। আবার সুশাসন শাসকশ্রেণির দায়বদ্ধতাও নিশ্চিত করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' এলাকাবাসী অন্যান্য এলাকার সমান বিদ্যুৎ সুবিধা পায় নি, যা সাম্যের অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। কেননা, রাষ্ট্রে সাম্য প্রতিষ্ঠায় সুশাসন কাজ করে। এতে সব নাগরিক সমান সেবা ও সুযোগ পায়। সুশাসন সুন্দর ও সুষ্ঠু আইনি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যা সবার জন্য সমান ও নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া সুশাসন মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে এবং নাগরিকদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের মতো পরিস্থিতি এড়াতে সুশাসনের কোনো বিকল্প নেই। কারণ সুশাসনই পারে সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে।

প্রশ্ন ▶১৯ আফ্রিকার 'ক' দেশটিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার থাকলেও দুর্নীতি, অদক্ষতা, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির কারণে জনগণের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী | প্রশ্ন নং ২]

ক. স্বজনপ্রীতি কী? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কি বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশে কীসের অভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশে কীভাবে জনগণের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব? মতামত দাও। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যোগ্যব্যক্তির বদলে স্বজনদের অগ্রাধিকার প্রদানই স্বজনপ্রীতি।

খ সৃজনশীল ৯ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে সুশাসনের অভাব রয়েছে।

কোনো রাষ্ট্রের প্রশাসনে যদি জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুরক্ষা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন বিদ্যমান থাকে তাহলে সে শাসনকে সুশাসন বলা যায়। সুশাসনমূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উদ্দীপকে আফ্রিকার 'ক' নামের একটি রাষ্ট্রের পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। ওই দেশে গণতান্ত্রিকভাবে সরকার থাকলেও দেশটিতে আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, স্বজনপ্রীতি, যথাযথ শিক্ষার অভাব, দুর্নীতি ইত্যাদি সমস্যা লক্ষ করা যায়। এ চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয়, দেশটিতে সুশাসন নেই। কেননা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো— সরকারের স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা, রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, সক্রিয় সুশীল সমাজ, প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু 'ক' রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সুশাসনের উল্লিখিত কোনো বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান নেই। সেখানে শুধু গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকার রয়েছে। জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে রাখতে অনেক সময় অযোগ্য শাসকরা এরকম করে থাকেন। ফলে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, 'ক' নামের রাষ্ট্রে সুশাসনের অভাব রয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২০

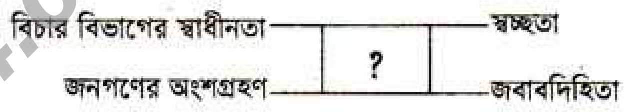

[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. সুশাসনের পথে প্রধান বাধা বুঝিয়ে লিখ? ২
গ. ? চিহ্নিত স্থানে কোন ধরনের শাসনের কথা বলা হয়েছে? এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ? চিহ্নিত বিষয়টি প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় উল্লেখ কর। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Good Governance.

খ সুশাসনের পথে প্রধান দুটি বাধা হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব সুশাসনের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। সরকারি কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ছাড়া কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার তীব্র অভাব পরিলক্ষিত হয় যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার বড় সমস্যা। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার আরেকটি বড় প্রতিবন্ধকতা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসনসহ আমাদের সমাজের সর্বত্রই দুর্নীতি বিস্তার লাভ করছে। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন কাজে ও নিয়োগে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি পরিলক্ষিত হয়, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বড় বাধা হিসেবে কাজ করে।

গ '?' চিহ্নিত স্থানে সুশাসনের কথা বলা হয়েছে।

সুশাসন ও উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্রথম ও প্রধান কাজ হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। আইনের শাসন কায়েমের মধ্যদিয়ে জনগণ তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। ফলে সমাজ সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে এবং সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গণতন্ত্রের সাফল্য ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। সুশাসন কায়েমের মাধ্যমে সবার অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত

Teachingbd24.com

করা সম্ভব। প্রশাসনিক জবাবদিহিতার সাথে জনগণের কল্যাণের দিকটি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আর প্রশাসনিক জবাবদিহিতা বাস্তবায়নে সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া নাগরিক অধিকার রক্ষা, জনগণের কল্যাণ সাধন, ন্যায়বিচার লাভ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, দেশপ্রেমের জাগরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা, জনগণের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যায় '?' চিহ্নিত স্থানে সুশাসনের কথা বলা হয়েছে। আর সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক।

ঘ উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত বিষয়টি হলো সুশাসন। আর একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকা ব্যাপক ও বিস্তৃত।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রথমত সরকারকেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। কারণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা ব্যতীত সুশাসন কল্পনা করা যায় না। আর এ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে অবশ্যই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ দুর্নীতি রোধ ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা খুবই দুরূহ। সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে দেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারকে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কারণ দারিদ্র্য শুধু দেশকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে দেয় না, রাষ্ট্রে জনগণের নৈতিক ও মানসিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। কেননা একটি দেশে সুশাসন নিশ্চিত করতে যুগোপযোগী স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার বিকল্প নেই।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকারকে প্রশাসনিক তথা আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। আর এজন্য অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা করা সরকারের দায়িত্ব। এছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা, জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতি কাজগুলো সম্পাদন করতে হবে।

ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় ব্যাপক।

প্রশ্ন ▶ ২১ আফ্রিকার অনেকগুলো দেশ অনুন্নত। ঐ সব দেশে নানাবিধ সংকট রয়েছে। যেমন- ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জাতিগত দাঙ্গা, নানাবিধ বৈষম্য। তবে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপের ফলে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সরকার চেষ্টা করছে কিভাবে রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ২]

ক. সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উক্ত দেশগুলোতে সুশাসনের কোন বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে বলে তোমার মনে হয়? ৩
ঘ. সুশাসন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় উদ্দীপকের আলোকে লিখ। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Good Governance'।

খ আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়।

ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে- এটাই আইনের শাসনের সার্থকতা। আইনের শাসন মূলত ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

গ উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উল্লিখিত দেশগুলোতে সুশাসনের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত।

সুশাসন বলতে এমন এক কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বাক স্বাধীনতাসহ সব রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, জনগণের চাহিদার প্রতি সরকার সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল হবে এবং সংবিধান তথা আইনের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে।

আফ্রিকার দেশগুলোতে সুশাসনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন— কোনো দেশে সুশাসনের বড় অন্তরায় হলো দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে সম্পদের বণ্টনে অসমতা সৃষ্টি হয় এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। উদ্দীপকের আব্দুল হালিমের দেশে দুর্নীতি আছে বলেই নানা বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম বড় বাধা। আফ্রিকার দেশগুলোতেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান। আবার এসব দারিদ্র্য সুশাসনের আরেকটি বড় বাধা। উদ্দীপকের দেশগুলোতেও এটি বিদ্যমান। এর কারণে এসব দেশের জনগণ সহজে শিক্ষিত হতে পারে না। ফলে তারা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে তেমন সজাগ নয়। আবার দেশের ভিতরে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, গোত্রের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর ফলে জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়। আফ্রিকার দেশগুলোতে জাতিগত দাঙ্গাও রয়েছে। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের দেশগুলোতে সুশাসনের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যেরই অভাব রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করণের ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব ও কল্যাণধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বাক, ব্যক্তি স্বাধীনতাসহ সব ধরনের মৌলিক অধিকার সংবিধানে সন্নিবেশিত করতে হবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে মিডিয়া ও প্রচার যন্ত্রের ওপর সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করতে হবে। রাজপথে সহিংস আন্দোলন, জ্বালাও-পোড়াও নীতি অবলম্বন করা, অপ্রয়োজনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত হরতাল প্রভৃতি সংস্কৃতি বদলাতে হবে। জাতীয় সংসদে বসে এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায়েই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।

সরকার থেকে শুরু করে প্রশাসনের সব স্তরে জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুর্নীতি দূর করে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। আইন হতে হবে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট, যেন সহজেই তা বোধগম্য হয়। আইন কার্যকর করবে আদালত। কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী বিচার কাজ চলবে না, তা চলবে আইনের আলোকে। বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে। সরকারকে দক্ষ, দূরদর্শী ও কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে হবে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও জাতিগত দাঙ্গা দূর করে সুযোগ্য নেতৃত্ব, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২২ দমন ও পীড়নের দ্বারা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র শাসন পরিচালনার ধারণা আজ পাল্টে গেছে। শাসকের সাথে সেবা প্রদানের বিষয়টি এখন গুরুত্ব লাভ করেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এখন সবাই বুঝতে পেরেছে। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি একদিনে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এটি অর্জন করতে হয় ধাপে ধাপে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সুশীল সমাজ ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৩]

ক. দুর্নীতি কী? ১
খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুটি বড় সমস্যার নাম উল্লেখ কর। ২
গ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন কর্মকমিশন, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও স্বাধীন মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা কতটুকু? ৩
ঘ. "সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয় ধাপে ধাপে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে।" উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

https://teachingbd24.com

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনের বা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই হলো দুর্নীতি।

খ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুটি বড় সমস্যা হলো দুর্নীতি এবং আইনের শাসনের অভাব।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি ন্যায্যতা, মানবাধিকার, সাম্য, স্বচ্ছতা ইত্যাদির পরিপন্থী বলে এটি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। আইনের শাসনের অভাব সুশাসন প্রতিষ্ঠার আরেকটি বড় সমস্যা। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান, সবার আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার রয়েছে এবং সবকিছুর ওপরে আইনের প্রাধান্য এগুলো হচ্ছে আইনের শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই আইনের শাসন পরিস্থিতি দুর্বল।

গ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন কর্মকমিশন, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও স্বাধীন মানবাধিকার কমিশনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

স্বাধীন কর্মকমিশন প্রজাতন্ত্রের সরকারি কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে। এর মাধ্যমে দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তা প্রশাসনে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। আর দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। এছাড়া স্বাধীন কর্মকমিশন কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকে। আর গণতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকারের যেকোনো ধরনের লঙ্ঘনের ঘটনাকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশন যদি স্বাধীন হয় তাহলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মানবধিকার লঙ্ঘনকারীকে বিচারের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করতে পারে, যা আইনের শাসনকে সুসংহত করে। আর আইনের শাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন কর্মকমিশন, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয় ধাপে ধাপে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে— উক্তিটি সঠিক।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আর এসব ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে হবে। সুশাসন ছাড়া সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সন্তানকে শিক্ষিত, রুচিবান ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই এসব ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে আইন সঠিকভাবে কার্যকর করা যায় না এবং সততা ও সতর্কতার সাথে একজন নাগরিক তার ভোটাধিকার প্রয়োগ ও প্রার্থী বাছাই করতে পারে না, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অশগ্রহণ করতে পারে না।

সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় এবং বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়। তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসন একই সময়ে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই ধাপে ধাপে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আবার সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা। নাগরিক অধিকারগুলো উপভোগ করতে চাইলে, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে চাইলে, রাষ্ট্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে চাইলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ সবাইকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

ওপরের আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, সুশাসন ধাপে ধাপে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৩

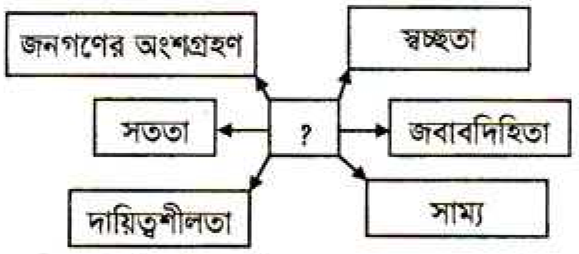

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট। প্রশ্ন নং ৩]

ক. বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের সূচক কয়টি? ১

খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের বিষয়টি চিহ্নিত করে উক্ত বিষয়টি প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টি প্রতিষ্ঠায় নাগরিক ও সরকারের করণীয়গুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের সূচক চারটি।

খ আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়।

ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে—এটাই আইনের শাসনের সার্থকতা। আইনের শাসন মূলত ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

গ উদ্দীপকের বিষয়টি হলো সুশাসন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়।

গণতন্ত্র সুশাসনের প্রথম শর্ত। সুষ্ঠু গণতন্ত্রের চর্চা না হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। অগণতান্ত্রিক শাসন সুশাসনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। প্রশাসনের দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব সুশাসনের অন্তরায়। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি সুশাসনের আরও একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। সরকারের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বিস্তৃত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেক সময় সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করে। ফলে জনগণের মৌলিক অধিকার, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়। যার ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

স্বাধীন বিচার বিভাগের অভাব সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। বিচার বিভাগ স্বাধীন না হলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায় না। আইনের শাসনের অর্থ হলো সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সবাই আইনের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। অনেক রাষ্ট্রেই আইনের শাসনের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ফলে জনগণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা হারিয়ে ফেলে। দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এছাড়া সরকারের অদক্ষতা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিরোধ, দেশপ্রেমের অভাব, গণসচেতনতার অভাব, দক্ষ নেতৃত্বের অভাব প্রভৃতিও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি নাগরিকরাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। মূলত সরকার ও নাগরিকের যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই সুশাসন পূর্ণতা পায়।

কার্যকরি আইনসভার মাধ্যমে শাসন বিভাগের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং সুশাসনের পথ সুগম করতে হবে। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। তাই বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বমুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না রেখে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থাসমূহের নিকট কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর করলে প্রশাসনিক জটিলতা দূর হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। সেই সাথে সরকার ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সরকার ও প্রশাসনের দক্ষতা বাড়াতে হবে।

Teachingbd24.com

সুশাসনের মূল ভিত্তি হচ্ছে রাজনীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, নাগরিকের ক্ষমতায়ন ও গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে হবে। আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজে সকলের অংশগ্রহণ করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রচুর ব্যয় হয়। তাই নাগরিকদের নিয়মিত কর দিতে হবে। জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করতে হবে। সর্বোপরি সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জন করে দেশের জন্য কাজ করতে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, শুধু নাগরিক নয়, আবার শুধু সরকার নয়, সরকার ও নাগরিক উভয়কেই যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাহলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ▶২৪ তমাল মনে করে বাংলাদেশ দীর্ঘ ৪৮ বছর ধরে স্বাধীন হলেও এখনও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাষ্ট্রের সকল স্তরে। কিন্তু তমাল স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার তুলনা করে দেখেনি। সে বুঝতে চেষ্টা করেনি রাষ্ট্রের সকল স্তরে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। তাকে বুঝতে হবে এসব কিছু সুশাসনের ফলেই হচ্ছে। যদিও সুশাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যাবে না। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের সকলের সচেতন হতে হবে।

[আমলা সরকারি কলেজ, মিরপুর, কুষ্টিয়া। প্রশ্ন নং ২]

ক. সুশাসন কী? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. তমালের কেন মনে হলো দেশে এখনো সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায় নি? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের সকলের সচেতন হতে হবে' উদ্দীপকে বর্ণিত বাক্যটির সত্যতা প্রমাণ করো। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন।

খ আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়।

ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের সার্থকতা। আইনের শাসন মূলত ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

গ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে তমালের মনে হলো যে, দেশে এখনও সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়নি।

কোনো রাষ্ট্রে সুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। সুশাসনের অন্যতম দাবি হলো রাষ্ট্রে একটি স্বচ্ছ আইনি কাঠামো থাকবে এবং এটি প্রত্যেকের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে। একে আইনের শাসন বলে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। জবাবদিহিতা হলো সুশাসনের মূল চাবিকাঠি। সুশাসন ব্যবস্থায় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি সব সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। এছাড়া সাম্য, লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসব ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অগ্রগতি লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, তমাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার তুলনা না করেই মনে করে যে, স্বাধীনতার ৪৮ বছরেও দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ বাংলাদেশ সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশে এখনও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি তমালের এমন মনে হওয়ার কারণ হলো দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তার অসচেতনতা।

ঘ 'সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের সকলের সচেতন হতে হবে'- উদ্দীপকে বর্ণিত এ বাক্যটি সত্য।

কোনো দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকার ও নাগরিক উভয়কেই সচেতন হতে হবে। রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাই রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে সরকার। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে আইনসভাকে কার্যকর করে তুলতে হবে এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া সরকার ই-গভর্নেন্স চালুর মাধ্যমেও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নাগরিক সেবা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি বিষয়েও মনোযোগী হতে হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের সচেতনতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুশাসনের মূলভিত্তি হচ্ছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নাগরিকদের অংশগ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। নাগরিকরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যা সুশাসনের মান খর্ব করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলো রাষ্ট্রীয় অর্থের পর্যাপ্ত যোগান থাকা। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য হলো নিয়মিত কর প্রদান করা।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার ও নাগরিকের সচেতন ভূমিকা অত্যাবশ্যক। উভয়ের সচেতনতার মাধ্যমেই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পূর্ণতা পায়।

প্রশ্ন ▶২৫ জনাব মহসিন সদ্য সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা হিসাবে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করেছেন। কিন্তু অবসরকালীন পেনশন তুলতে গিয়ে তিনি পদে পদে দুর্নীতি আর হয়রানির শিকার হয়েছেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এমনকি মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পরেও তার সমস্যা সমাধান হয়নি। বাধ্য হয়ে তিনি জনগণকে সাথে নিয়ে দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের আন্দোলন শুরু করেছেন। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নং ২]*

ক. স্বজনপ্রীতি কী? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব মহসিন সুশাসনের কোন অন্তরায়ের সম্মুখীন হয়েছে — ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব মহসিনের আন্দোলন সফল হলে রাষ্ট্রে এর কী প্রভাব পড়তে পারে? বর্ণনা করো। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দানের ক্ষেত্রে যোগ্যব্যক্তির বদলে স্বজনদের অগ্রাধিকার প্রদানই স্বজনপ্রীতি।

খ আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়।

ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের সার্থকতা। আইনের শাসন মূলত ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব মহসিন সুশাসনের যে অন্তরায়ের সম্মুখীন হয়েছে সেটি হলে দুর্নীতি।

দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করাকে বোঝায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হলো দুর্নীতি। সাম্প্রতিকালে দুর্নীতি অন্যতম একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ দুর্নীতিকে দেখা হয় একটা অভিশাপ হিসেবে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যদি দুর্নীতি প্রবেশ করে তবে সেখানে ন্যায়পরায়ণতা, আইনের শাসন আশা করা যায় না। ন্যায়পরাণয়তা ও আইনের শাসনের অনুপস্থিতি সুশাসনের পথে সরাসরি বাধা হিসেবে কাজ করে। সর্বোপরি শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি জনসাধারণকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। এমতাবস্থায় দুর্নীতি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায় জনাব মহসিন সদ্য চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে অবসরকালীন পেনশন তুলতে গিয়ে পদে পদে তিনি দুর্নীতি আর হয়রানির শিকার হয়েছেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এমনকি মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পরেও তার সমস্যার সমাধান হয়নি। যা সুশাসনের বড় অন্তরায় দুর্নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ জনাব মহসিন জনগণকে সাথে নিয়ে দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের আন্দোলন শুরু করেছেন। রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের আন্দোলনের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমত ও সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল জনমতকে ভয় করে চলে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে।

জনমত সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে। জনমতের চাপে সরকার যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার জনমতের চাপে জনকল্যাণকর আইন প্রণয়ন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার জনমতের চাপে দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট হয়, প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করে তোলে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। এভাবে জনমতের চাপে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনাব মহসিন দুর্নীতি প্রতিরোধে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা যথার্থ। কেননা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকার জনমতের চাপে বাধ্য হয়েই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।

প্রশ্ন ▶২৬ ইথুপিয়ার যথেষ্ট প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর জবাবদিহিতার অভাব ও দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সেখানে জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত। ফলে দেশটিতে দেখা দিয়েছে ব্যাপক অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্ভিক্ষ। জাতিসংঘ দেশটিতে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক শান্তি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর ▌প্রশ্ন নং ২]*

ক. সুশাসন কী? ১

খ. সুশাসনের বৈশিষ্ট্য গুলি লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত রাষ্ট্রে কোন ধরনের সমস্যা রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনগণের সরকার বলতে কোন সরকারকে বোঝায়? এ ধরনের সরকারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন।

খ সুশাসন একটি বহুমাত্রিক ধারণা। এর বেশ কিছু আদর্শ ও কার্যকরী বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

সুশাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো সরকারের স্বচ্ছতা, বৈধতা ও জবাবদিহিতা, জনগণের অংশগ্রহণ, প্রশাসনের দক্ষতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গণমানুষের স্বাধীনতা, মুক্ত ও বহুত্বভিত্তিক সমাজ, নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রভৃতি। সুশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আইনের শাসন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের দৃষ্টিতে সব নাগরিককে সমান মর্যাদা দিতে হবে।

গ উদ্দীপকে আলোচিত রাষ্ট্রে সুশাসনের অভাব রয়েছে।

কোনো রাষ্ট্রে সরকারের যদি জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুরক্ষা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন বিদ্যমান থাকে তাহলে সে শাসনকে সুশাসন বলা হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা, রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণ আইনের শাসন, প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা ইত্যাদি। এসব শর্ত পূরণ না হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুশাসন না থাকলে জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হয় না এবং বিভিন্ন অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা তৈরি হয়। দেশের সব প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইথুপিয়ার যথেষ্ট প্রাকৃতিক এ মানবসম্পদ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর জবাবদিহিতার অভাব ইত্যাদি কারণে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সেখানকার জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত। ফলে দেশটিতে দেখা দিয়েছে ব্যাপক অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্ভিক্ষ। এসব বৈশিষ্ট্য সুশাসনের অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে। কেননা, সুশাসনের অভাবেই স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন হয় না ও কোনো সম্পদই কাজে লাগানো যায় না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের দেশটিতে সুশাসনের অভাবজনিত সমস্যা রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত জনগণের সরকার বলতে সুশাসনকে বোঝায়।

বিশ্বব্যাংক এর মতে সুশাসন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। এই ব্যবস্থায় শাসক শুধু শাসনই করেন না বরং সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রাখারও চেষ্টা করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইথুপিয়ায় যথেষ্ট প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তাই জাতিসংঘ দেশটিতে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। যা সুশাসনকে নির্দেশ করে। সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আইনের শাসন। সুশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান হয় এবং সবার আইনের আশ্রয় লাভের সমান অধিকার থাকে। এছাড়া সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকার জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে তাই দুর্নীতি প্রতিরোধ করা যায়, স্বাধীন বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসনের সেবাধর্মী মনোভাব, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, শক্তিশালী স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রভৃতি সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সুশাসনই সরকারকে জনগণের সরকারে পরিণত করে। তাই বলা যায় উদ্দীপকে বর্ণিত জনগণের সরকার বলতে সুশাসনকে বোঝায়।

প্রশ্ন ▶২৭ জনাব রহিম সরকারি চাকুরি থেকে সদ্য অবসর নিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। অবসরকালীন পেনশন তুলতে গিয়ে তিনি পদে পদে দুর্নীতি আর হয়রানির শিকার হয়েছেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পরেও তার সমাধান হয়নি। বাধ্য হয়ে তিনি জনগণকে সাথে নিয়ে দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের আন্দোলন করছেন। *[সরকারি বরিশাল কলেজ ▌প্রশ্ন নং ১]*

ক. Civics শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রহিম সুশাসনের কোন অন্তরায়ের সম্মুখীন হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব রহিমের আন্দোলন সফল হলে রাষ্ট্রে এর কী প্রভাব পড়তে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক Civics শব্দের অর্থ হলো পৌরনীতি।

খ যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ স্টুয়ার্ট সি. ডড (Stuart Carter Dodd) এর মতে, 'সামাজিক মূল্যবোধ হলো সেসব রীতিনীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির কাছ থেকে লাভ করে।' সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বা মানদণ্ড। সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, শ্রমের মর্যাদা, দানশীলতা, আতিথেয়তা, জনসেবা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক গুণাবলির সমষ্টি হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতেই মানুষের আচরণ ও কাজের ভালোমন্দ বিচার করা হয়।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রহিম সুশাসনের অন্যতম অন্তরায় দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছেন।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বড় বাধা হলো দুর্নীতি। ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি। অন্যভাবে বলা যায় যে কর্মকাণ্ড সাধারণভাবে অগ্রহণযোগ্য এবং নীতিবিরুদ্ধ তাকেই দুর্নীতি বলা হয়। দুর্নীতি ন্যায্যতা, মানবাধিকার, সাম্য, স্বচ্ছতা ইত্যাদির পরিপন্থী বলে এটি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা জনাব রহিম সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর অবসরকালীন পেনশন তুলতে গিয়ে পদে পদে দুর্নীতি আর হয়রানির শিকার হন। বাধ্য হয়ে তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এর দ্বারা প্রশাসনের দুর্নীতিগ্রস্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনেই কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ইচ্ছেমতো কাজ করে। জনসেবা তাদের কাছে কোনো গুরুত্ব রাখে না। তাই বলা যায় উদ্দীপকের রহিম দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পরেও তার সমাধান হয়নি। এ ধরনের দুর্নীতি সুশাসনের অন্যতম বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম অন্তরায় দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য জনাব রহিম জনমত গঠনের আন্দোলন করছেন তার এ আন্দোলন সফল হলে রাষ্ট্রে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত ভয় করে চলে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে। জনমত সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে এবং জনমতের চাপে সরকার যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার জনমতের চাপে জনকল্যাণে আইন প্রণয়ন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার জনমতের চাপে দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট হয়, প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করে তোলে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। এভাবে জনমতের চাপে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব রহিম দুর্নীতি প্রতিরোধে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমতকে সংগঠিত করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে সরকার জনমতের চাপে বাধ্য হয়েই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হতে পারে। আর সুশাসন দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায় জনাব রহিমের আন্দোলন সফল হলে রাষ্ট্রে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ এক সেমিনারে বক্তারা উল্লেখ করেন যে, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতার কারণে প্রতিবছর দেশের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রথম দশ মাসে বাস্তবায়ন করা যায় না। বাকি দুই মাসে তাড়াহুড়া করে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেকে দুর্নীতির আশ্রয় নেয় এবং অর্থেরও অনেক অপচয় হয়। *[ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা / প্রশ্ন নং ৫]*

ক. 'NGO' এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক জবাবদিহিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে সুশাসনের কোন প্রতিবন্ধকতার প্রতিফলন দেখা যায়? নিরূপণ করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত সমস্যা সমাধানের পথ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'NGO' এর পূর্ণরূপ হলো Non Governmental Organization।

খ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সরকার থেকে শুরু করে সর্বস্তরে শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রশাসনিক জাবাবদিহিতার নীতি থাকা অপরিহার্য। কেননা সরকারি নীতি নির্ধারণে ও বাস্তবায়নে যদি প্রশাসনিক জবাবদিহিতা না থাকে তাহলে সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। এটি সুশাসনের জন্য অন্তরায়। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশে সুশাসনের প্রতিবন্ধকতার আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দুর্নীতির প্রতিফলন দেখা যায়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে না পারলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা এবং দুর্নীতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, এক সেমিনারে বক্তারা উল্লেখ করেন প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতায় প্রতিবছর দেশের বর্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প দশ মাসে বাস্তবায়ন করা যায় না। বাকি দুই মাসে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে অনেকে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। যাতে অর্থেরও অপচয় হয়। এটি আমলাতন্ত্রের অনিয়মকে নির্দেশ করে। আমলাদের দক্ষতার ওপরই প্রশাসনের সফলতা নির্ভর করে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সিধান্ত বাস্তবায়নে অনেক দেরি হয়ে যায়। এই দীর্ঘসূত্রিতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরেকটি বড় বাধা হলো দুর্নীতি। এটি ন্যায্যতা, সাম্য, স্বচ্ছতা ইত্যাদির পরিপন্থী বলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। উদ্দীপকে এই বিষয় দুটিই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশে সুশাসনের প্রতিবন্ধকতার আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতির প্রতিফলন রয়েছে।

ঘ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা ও দুর্নীতির সমস্যা রয়েছে, যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে তাকে সুশাসন বলে। সুশাসন নিশ্চিত করা সহজ নয়। বাংলাদেশেও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে।

বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা দূর করার জন্য আমলাতন্ত্রের ওপর জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা আমলারা হচ্ছেন দেশের প্রশাসনের চালিকাশক্তি। তারা যদি সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে রাষ্ট্রযন্ত্র সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রিতা দূর করার জন্য তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক হবে। রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলেই দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্সের সঠিক বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রশাসনের সবক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ তামিমার দেশে আইনের শাসন বিদ্যমান। তার দেশের সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত এবং জনগণের নিকট দায়িত্বশীল। সেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুপ্রতিষ্ঠিত। জনগণ ও রাষ্ট্রীয় যেকোনো কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে। যার ফলে তার দেশটি দিন দিন উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। *[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ / প্রশ্ন নং ২]*

ক. সুশাসন কী? ১

খ. 'সুশাসনের জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে তামিমার দেশে কী ধরনের শাসন বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত শাসন উন্নয়নের পূর্বশর্ত — উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুশাসন হচ্ছে সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসন।

https://teachingbd24.com

খ সুশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন আইনের শাসন বিদ্যমান থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। আর এই আইন হতে হবে সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও জনগণকে একসাথে কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি ও আন্তরিকতা যেমন জরুরি, সেইসাথে জনগণেরও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। কেননা, আইনের শাসন ব্যতীত কোনোভাবেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর এজন্য প্রয়োজন সরকারের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, রাষ্ট্রের নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ।

গ উদ্দীপকে তামিমার দেশে যে ধরনের শাসন বিদ্যমান সেটি হলো সুশাসন।

যে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, অবাধ তথ্য প্রবাহ, জনগণকে উন্নত সেবা দান, কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা ও সাম্য বিরাজ করে, তাকে সুশাসন বলে। সুশাসনের মৌলিক ও প্রথম কথা হলো এর আওতায় সকল কাজ হবে অপব্যবহার ও দুর্নীতিমুক্ত এবং ন্যায়ভিত্তিক ও আইনের শাসনের প্রতি শর্তহীনভাবে অনুগত। আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রসহ সর্বত্র সুশাসনের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এসব ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিরাজ করে। জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। রাষ্ট্র জনগণের বন্ধু হিসেবে কাজ করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তামিমার দেশের সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত এবং জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল। সেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুপ্রতিষ্ঠিত। জনগণও রাষ্ট্রীয় যেকোনো কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। যা সুশাসন এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা সুশাসনের ফলেই রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। যার ফলে সরকার ও প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বলা যায়, তামিমার দেশে সুশাসন বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত শাসন অর্থাৎ সুশাসন উন্নয়নের পূর্বশর্ত— উক্তিটি যথার্থ।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সুশাসনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুশাসন ছাড়া জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাক স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। সুশাসনের ফলে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়। সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে। ক্ষমতার ঔদ্ধত্য ও অপব্যবহার রোধ, কাজের দীর্ঘসূত্রিতা, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র চর্চার অভাব ইত্যাদির দূরীকরণ কেবলমাত্র সুশাসনের মাধ্যমেই সম্ভব। সুশাসনের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতাদের চারিত্রিক শুদ্ধতা আসে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। দেশীয় উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশি শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়। ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে। সুশাসনের মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

এছাড়া সুশাসনের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাক স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকে। রাষ্ট্র জনগণের বন্ধু হিসেবে কাজ করে। সুশাসনের এসব গুরুত্বের বিষয় উদ্দীপকে তামিমার দেশের ক্ষেত্রেও প্রকাশিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়, রাষ্ট্রের সকল দিক ও পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক। আর এ কারণেই বর্তমান বিশ্বে সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সর্বাধিক।

প্রশ্ন ▶৩০ 'ক' মহাদেশের একটি রাষ্ট্রের কথা বলছি। সে রাষ্ট্রে একটি আইনসভা আছে। কিন্তু অর্থবহ নির্বাচন ছাড়া যেনতেন প্রকারে আইনসভা গঠিত হয়। আইনসভার একজন মন্ত্রীর কাছে তার মন্ত্রণালয় সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করলে ঠিকমতো জবাব পাওয়া যায় না। প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রায়শই অস্বীকৃতি জানিয়ে মন্ত্রী বলে, তার মন্ত্রণালয় কারো কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নয়। *[মাগুরা সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ২]*

ক. সুশাসন কী? ১

খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যাগুলো কী? ২

গ. মহাদেশের ঐ রাষ্ট্রটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কী সমস্যা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা-ব্যাখ্যা করে বোঝাও। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন।

খ সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলো হলো শান্তি ও স্থিতিশীলতার সংকট, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, নেতৃত্বের সংকট, নাগরিক অসচেতনতা, কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতা কাঠামো, অকার্যকর আইনসভা, আইনের শাসনের অভাব, ই-গভর্নেন্সের অনুপস্থিতি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অভাব প্রভৃতি।

গ মহাদেশের ঐ রাষ্ট্রটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সমস্যা বিদ্যমান তা হলো অকার্যকর আইনসভা।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত আইনসভা প্রণীত আইনের আলোকেই একটি দেশের সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আইনসভার সদস্যরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা সংসদে তুলে ধরবেন। বিরোধী দল সরকারের ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করবে যা থেকে সরকার নিজেদের কার্যক্রম সংশোধন করবে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই আইনসভা দুর্বল ও অকার্যকর। এসব দেশে নানা মাত্রায় শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা লক্ষ করা যায়। এটিও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' মহাদেশের একটি রাষ্ট্রের আইনসভার একজন মন্ত্রীর কাছে তার মন্ত্রণালয় সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করলে ঠিকমতো জবাব পাওয়া যায় না। প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রায়শই অস্বীকৃতি জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, তার মন্ত্রণালয় কারো কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নয়। এ ঘটনায় আইনসভায় শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পেয়েছে। যা অকার্যকর আইনসভায় লক্ষ করা যায়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' মহাদেশের রাষ্ট্রটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম সমস্যা অকার্যকর আইনসভার উপস্থিতি বিদ্যমান।

ঘ উক্ত সমস্যা অর্থাৎ অকার্যকর আইনসভা একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা— কথাটি সঠিক।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন- আইনের শাসনের অভাব, দুর্নীতি, জনসচেতনতার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকা প্রভৃতি। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা হলো অকার্যকর আইনসভা। কেননা আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের রাষ্ট্রটিতেও আইনসভা অকার্যকর হওয়ার কারণে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো গণতন্ত্র। আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের আলোকেই একটি দেশের সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পাশাপাশি শাসন বিভাগ যাতে স্বেচ্ছাচারী না হতে পারে তাই আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সরকার এবং প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করায় আইন বিভাগের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাগুলো আইনসভায় আইন প্রণয়ন ও সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা দূর করা যেতে পারে। কিন্তু, আইনসভা অকার্যকর হলে তা কার্যকর করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। কেননা যথাযথ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সুশাসনের পূর্বশর্ত, যা কার্যকর আইনসভা ছাড়া সম্ভব নয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক বাধা থাকলেও, অকার্যকর আইনসভা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। তাই বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অকার্যকর আইনসভা সবচেয়ে বড় বাধা।

https://teachingbd24.com

দ্বিতীয় অধ্যায়: সুশাসন

★★ সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

১. মিডিয়ার স্বাধীনতা প্রয়োজন কেন? /বি এ এফ শাহীন কলেজ, শাহজালালপুর, টাঙ্গাইল/
- ⓚ সরকারের সফলতা তুলে ধরার জন্য
- ⓚ প্রকৃত তথ্য জানার জন্য
- ⓖ সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরার জন্য
- ⓖ সরকারের সমালোচনা করার জন্য

উত্তর: খ

২. সুশাসনের জন্য স্বচ্ছতা প্রয়োজন কেন? /রা. বো. '১০/
- (ক) দুর্নীতি রোধ করে
- (খ) আমলা নির্ভরতা কমায়
- (গ) আইনের শাসন নিশ্চিত করে
- (ঘ) ধনী গরিবের বৈষম্য কমায়

উত্তর: খ

৩. জাতিসংঘের কোন প্রতিষ্ঠান সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে? /য. বো. '১০/
- (ক) UNESCO (খ) UNDP
- (গ) UNICEF (ঘ) UNHCR

উত্তর: খ

৪. সুশাসনের পূর্বশর্ত কী? /কু. বো. '১০/
- (ক) সরকারের শাসন (খ) নেতার শাসন
- (গ) জনগণের শাসন (ঘ) আইনের শাসন

উত্তর: ঘ

৫. সুশাসন হচ্ছে একটি— [অনুধাবন]
- (ক) পশ্চিমা ধ্যান ধারণা
- (খ) আদর্শ পরিচালনা ব্যবস্থা
- (গ) আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা
- (ঘ) পুরাতন- ধ্যান-ধারণা

উত্তর: খ

৬. কোনটি সামাজিক ক্ষেত্রে সুশাসন? [অনুধাবন]
- (ক) সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা
- (খ) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
- (গ) রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি
- (ঘ) বেকারত্ব হ্রাস

উত্তর: ক

৭. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কোনটিকে আগ্রাসন থেকে রক্ষা করে? [জ্ঞান]
- (ক) জাতিকে (খ) ব্যক্তিকে
- (গ) ধর্মকে (ঘ) আত্মবিশ্বাসকে

উত্তর: গ

৮. বাংলাদেশে কখন নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়? [জ্ঞান]
- (ক) ২০০৬ সালের ১ নভেম্বর
- (খ) ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর
- (গ) ২০০৮ সালের ১ নভেম্বর
- (ঘ) ২০০৯ সালের ১ নভেম্বর

উত্তর: খ

৯. 'জনগণের কণ্ঠস্বর' বলা হয় কোনটিকে? [অনুধাবন]
- (ক) নির্বাচন (খ) আইনসভা
- (গ) গণমাধ্যম (ঘ) বিচার বিভাগ

উত্তর: গ

১০. স্বচ্ছতার ইংরেজি কী? [জ্ঞান]
- (ক) Transport (খ) Transparency
- (গ) Transformation (ঘ) Translate

উত্তর: খ

১১. মানবাধিকারের মুখপাত্র কোনটি? [জ্ঞান]
- (ক) ইউনেস্কো (খ) ইউনিসেফ
- (গ) জাতিসংঘ (ঘ) জাতিপুঞ্জ

উত্তর: গ

১২. সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া হতে হবে— [অনুধাবন]
- (ক) গোপনীয় (খ) স্বচ্ছ
- (গ) আইন বিভাগ কর্তৃক
- (ঘ) শাসন বিভাগ

উত্তর: খ

১৩. ছকের '?' চিহ্নিত স্থান কোনটি বসবে?
- (ক) সুশাসন (খ) দায়িত্বশীলতা
- (গ) ক্ষমতার বৈধতা (ঘ) মানব উন্নয়ন

উত্তর: ক

১৪. 'Democracy is a government of the people, by the people and for the people.'- উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
- (ক) এরিস্টটলের (খ) আব্রাহাম লিংকনের
- (গ) লর্ড ব্রাইসের (ঘ) অধ্যাপক গার্নারের

উত্তর: খ

১৫. প্রতিষ্ঠানের বিকাশের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান কোনটি? [জ্ঞান]
- (ক) সুশাসন (খ) ন্যায়বিচার
- (গ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
- (ঘ) ক্ষমতার কাঠামো

উত্তর: ক

১৬. বর্তমানে 'ক' রাষ্ট্রে দুর্নীতি, অপরাধ ও সন্ত্রাস অনেকাংশেই কমে গেছে। সবাই সমানভাবে তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করছে। 'ক' রাষ্ট্রে কী বিদ্যমান? [প্রয়োগ]
- (ক) প্রশাসন (খ) সুশাসন
- (গ) স্বায়ত্তশাসন (ঘ) স্বৈরশাসন

উত্তর: খ

১৭. সুশাসন বলতে বোঝায়— /য. বো. '১০/

i. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
ii. সরকারি সিদ্ধান্তের বৈধতা
iii. শাসক ও শাসিতের বৈধতা

নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
- (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

১৮. সুশাসনের জন্য নাগরিকের করণীয় হলো— /কু. বো. '১০/

i. শিক্ষিত ও সচেতন হওয়া
ii. সাম্প্রদায়িক ও সচেতন হওয়া
iii. দেশপ্রেমিক হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: খ

১৯. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো— /সি. বো. '১০/

i. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ii. নিরপেক্ষ সুশীল সমাজ
iii. নিরন্তর ও সমন্বিত কর্মপ্রচেষ্টা

নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i (খ) ii
- (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক

চিত্রটি দেখে ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

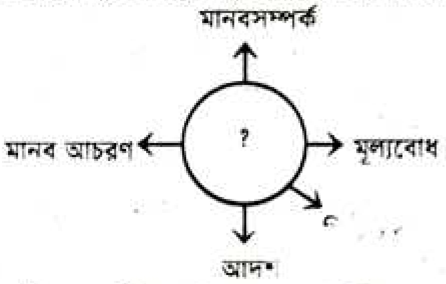

২০. উপরের চিত্রে '?' স্থানে কোনটি বসবে? [প্রয়োগ]
- (ক) গণতন্ত্র
- (খ) স্বেচ্ছাচারিতা
- (গ) অগণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
- (ঘ) দুর্বল আমলাতন্ত্র

উত্তর: ক

২১. চিত্রে উল্লিখিত বিষয়ের ফলে— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. নাগরিকরা পরস্পরের প্রতি সহনশীল হয়
ii. নাগরিকদের সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে
iii. প্রশাসনে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

Teachingbd.com

http://teachingbd.com

★★ সুশাসনের সমস্যা

২২. বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বাধা কোনটি? [দি. বো. '১৬; রা. বো. '১৫; চ. বো. '১৫]
ক দুর্নীতি খ অধিক জনসংখ্যা
গ একাধিক রাজনৈতিক দল
ঘ এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা **ক**

২৩. সুশাসনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে– [ব. বো. '১৫]
ক জনসমর্থনের অভাব
খ অধিক রাজনৈতিক দল
গ জবাবদিহিতার অভাব
ঘ অগণতান্ত্রিক আচরণ **গ**

২৪. সুশাসন কখন বাধাগ্রস্ত হয়? [রা. বো. '১৬; চ. বো. '১৫]
ক অর্থ সম্পদের অভাবে
খ জনসংখ্যা কম হলে
গ আইনের শাসন না থাকলে
ঘ সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর অভাবে **গ**

২৫. পরিবর্তন প্রতিরোধের মানসিকতা প্রকটভাবে দেখা যায়— [অনুধাবন]
ক নাগরিকদের মধ্যে
খ শিক্ষকদের মধ্যে
গ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে
ঘ আমলাদের মধ্যে **ঘ**

২৬. সুশাসনের মানদণ্ড কোনটি? [অনুধাবন]
ক জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি
খ জনস্বার্থ
গ সম্মতি ঘ সন্তুষ্টি **ক**

২৭. 'ক' দেশ দুর্নীতিতে বারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়। 'ক' দেশের আমলাদের মধ্যে যেটির অভাব রয়েছে— [অনুধাবন]
ক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
খ আইনের শাসন
গ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ঘ শিক্ষা ও সচেতনতা **ক**

২৮. সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়— [অনুধাবন]
ক আইনের শাসন না থাকলে
খ অর্থ সম্পদ না থাকলে
গ সুসজ্জিত সেনাবাহিনী না থাকলে
ঘ জনসংখ্যা কম থাকলে **ক**

২৯. যদি শুধু নামমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর থাকে তবে কোনটি ঘটবে? [অনুধাবন]
ক স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম হবে
খ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে
গ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে
ঘ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে **ক**

৩০. কীসের ওপর কোনো প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে? [জ্ঞান]
ক শাসনকার্য খ ফলপ্রসূ শাসনকার্য
গ ব্যক্তিস্বার্থ ঘ স্বজনপ্রীতি **খ**

৩১. 'ক' হলো 'খ' রাষ্ট্রের নাগরিক। এই 'খ' রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিক নিজেকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। 'খ' রাষ্ট্রে বিদ্যমান রয়েছে কোনটি? [প্রয়োগ]
ক স্বেচ্ছাচারিতা খ সুশাসন
গ চরম রাজতান্ত্রিকতা
ঘ দক্ষ বিচারক **খ**

৩২. কুর্দি কী? [জ্ঞান]
ক একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী
খ একটি স্বাধীন দেশ
গ একটি জলপ্রপাত
ঘ একটি দেশের রাজধানী **ক**

৩৩. দারিদ্র্যের মূল কারণ কোনটি? [জ্ঞান]
ক দুর্নীতি খ আমলাতন্ত্র
গ অস্থির নেতৃত্ব
ঘ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা **ক**

৩৪. কার দক্ষতার ওপর প্রশাসনের দক্ষতা নির্ভর করে? [জ্ঞান]
ক আমলা খ ইঞ্জিনিয়ার
গ আইনজীবী ঘ সরকার প্রধান **ক**

৩৫. ক্ষমতার কাঠামো কীসের ওপর নির্ভর করে? [জ্ঞান]
ক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
খ রাজনৈতিক ব্যবস্থা
গ সামাজিক ব্যবস্থা
ঘ সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা **খ**

৩৬. টেকসই উন্নয়নের জন্য কোনটি প্রয়োজন? [জ্ঞান]
ক অগণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
খ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
গ দুর্বল প্রশাসন ঘ অদক্ষ নেতৃত্ব **খ**

৩৭. বোরহান সরকারি আমলা। কোনো কাজ তিনি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাইরে করতে চান না এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করেন। কোন বিষয়টি বোরহানের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে? [প্রয়োগ]
ক উচ্চবেতন খ সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ
গ জবাবদিহিতা ঘ কঠোর শাস্তি **গ**

৩৮. দুর্নীতির কারণে– [চ. বো. '১৫]
i. উন্নয়ন ব্যাহত হয়
ii. জনগণ বিদ্রোহী হয়
iii. সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩৯. দুর্নীতির বিচার না হলে– [সি. বো. '১৫]
i. দুর্নীতি বেড়ে যায়
ii. উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়
iii. সমাজে অযোগ্যদের দাপট বেড়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪০. বিচার বিভাগ স্বাধীন না হলে— [অনুধাবন]
i. আইনের শাসন কার্যকর হয়
ii. ন্যায়বিচার ভূলুণ্ঠিত হয়
iii. সবল দুর্বলকে গ্রাস করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৪১. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. দুর্নীতি
ii. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
iii. অদক্ষ নেতৃত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ সুশাসনের সমস্যা সমাধানের উপায়

Teachingbd.com
http://teachingbd.com

৪২. একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে কোনটির ... জন? [অনুধাবন]
(ক) রাজনৈতিক ঐকমত্য
(খ) আন্তর্জাতিক ঐকমত্য
(গ) আঞ্চলিক ঐকমত্য
(ঘ) জাতীয় ঐকমত্য — **ঘ**

৪৩. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য শর্ত কোনটি? [জ্ঞান]
(ক) জেন্ডার সমতা আনয়ন
(খ) সরকার পরিবর্তন করা
(গ) সুশাসন প্রতিষ্ঠা (ঘ) নির্বাচিত সরকার — **গ**

৪৪. দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন সংস্থা UNCAC নামে কনভেনশন প্রণয়ন করে? [জ্ঞান]
(ক) জাতিসংঘ (খ) এডিবি
(গ) জাইকা (ঘ) জাতিপুঞ্জ — **ক**

৪৫. সুশাসনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ কীসের ওপর নির্ভর করে? [অনুধাবন]
(ক) নাগরিকদের সামর্থ্যের ওপর
(খ) নাগরিকদের সচেতনতার ওপর
(গ) নাগরিকদের শিক্ষার ওপর
(ঘ) নাগরিকদের চরিত্রের ওপর — **খ**

৪৬. সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত কী? [জ্ঞান]
(ক) রাজতন্ত্র (খ) গণতন্ত্র
(গ) স্বৈরতন্ত্র (ঘ) অভিজাততন্ত্র — **খ**

৪৭. রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি কে? [জ্ঞান]
(ক) রাষ্ট্রনায়ক (খ) নাগরিক
(গ) পার্লামেন্ট (ঘ) প্রধান বিচারপতি — **খ**

৪৮. জবাবদিহিতা থাকলে কোনটি হ্রাস পায়? [জ্ঞান]
(ক) দুর্নীতি (খ) গণতন্ত্র
(গ) জনসচেতনতা (ঘ) আইনের শাসন — **ক**

৪৯. আইনের শাসন অর্থ কী? [জ্ঞান]
(ক) কেউ কেউ আইনের উর্ধ্বে
(খ) আইনের দৃষ্টিতে অসমান
(গ) আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান
(ঘ) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা — **গ**

৫০. কোনটি রাষ্ট্রের সম্পদ? [জ্ঞান]
(ক) দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি (খ) আমলারা
(গ) সচেতন জনগণ (ঘ) মন্ত্রীগণ — **গ**

৫১. কোনটি গণতন্ত্রের প্রাণ? [জ্ঞান]
(ক) রাজনৈতিক দল (খ) নির্বাচন
(গ) ভোটার পদ্ধতি (ঘ) চমৎকার পরিবেশ — **খ**

★★ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয়

৫২. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য শর্ত কোনটি?
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
(ক) সুশাসন প্রতিষ্ঠা
(খ) নগররাষ্ট্র গঠন
(গ) সরকার পরিবর্তন
(ঘ) জেন্ডার সমতা — **ক**

৫৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় কী? [অনুধাবন]
(ক) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
(খ) সরকারের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি
(গ) তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা
(ঘ) রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া — **ক**

৫৪. 'ক্ষমতার বৈধতা' বলতে কী বুঝায়? [অনুধাবন]
(ক) নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির নিয়মকানুন
(খ) সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর
(গ) প্রশিক্ষণ দ্বারা কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি
(ঘ) প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি বিশেষকে সুবিধা প্রদান — **খ**

৫৫. 'আইনের চোখে সকলে সমান'- উক্তিটি কে করেছেন? [জ্ঞান]
(ক) অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি
(খ) লর্ড ব্রাইস
(গ) অধ্যাপক ডাইসি
(ঘ) অধ্যাপক হারমান ফাইনার — **গ**

৫৬. বর্তমানে সুশাসন বাস্তবায়নের পথে কোনটিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? [অনুধাবন]
(ক) ই-কমার্স (খ) ই-গণতন্ত্র
(গ) ই-হেলথ (ঘ) ই-গভর্নেন্স — **ঘ**

৫৭. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কোনটির বিকল্প নেই? [অনুধাবন]
(ক) তথ্য অধিকার আইন
(খ) সামাজিক আইন
(গ) আইনের প্রয়োগ দলীয় ব্যক্তি দ্বারা নির্ধারিত
(ঘ) দাতা সংস্থাগুলোর উন্নয়ন — **ক**

৫৮. কীসের মাধ্যমে ... নাগরিকের ক্ষমতায়ন ঘটে? [অনুধাবন]
(ক) মানবাধিকার ... (খ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
(গ) কমের স্বাধানতা (ঘ) বিচার বিভাগ — **খ**

৫৯. দারিদ্র্য পীড়িত মানুষ কীরূপ হয়? [অনুধাবন]
(ক) শারীরিকভাবে সবল
(খ) মানসিকভাবে সবল
(গ) অর্থনৈতিকভাবে সবল
(ঘ) শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল — **ঘ**

৬০. সরকারের স্বার্থকে এক সুতোয় বাঁধার অপর নাম কী? [জ্ঞান]
(ক) ক্ষমতা (খ) জনগণ
(গ) দক্ষ নেতা (ঘ) সুশাসন — **ঘ**

৬১. কোনটিকে সমুন্নত রাখা সরকারের অতি পবিত্র দায়িত্ব? [জ্ঞান]
(ক) শাসন বিভাগকে (খ) আইন বিভাগকে
(গ) সংবিধানকে (ঘ) বিচার বিভাগকে — **গ**

৬২. রাষ্ট্রের মূল পরিচালক কে? [জ্ঞান]
(ক) সরকার (খ) পার্লামেন্ট
(গ) আইন বিভাগ (ঘ) বিচার বিভাগ — **ক**

৬৩. 'সকলের সকল নিরাপত্তা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত।' —উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
(ক) জেমস বুকানন (খ) রুজভেল্ট
(গ) থমাস জেফারসন (ঘ) আব্রাহাম লিংকন — **গ**

৬৪. আইনসভাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারকে যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে— [অনুধাবন]
i. আইনসভার কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা
ii. রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা
iii. এতে সরকারি ও বিরোধী দলের ভারসাম্য বজায় রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — **ঘ**

নিচের চিত্রটি লক্ষ করে ৬৫ ও ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

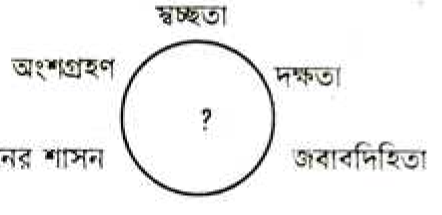

Teachingbd.com

৬৫. উপরের চিত্রে '?' চিহ্নিত স্থানে বসবে— [প্রয়োগ]
ক) গণতন্ত্র খ) সুশাসন
গ) আমলাতন্ত্র ঘ) বিচার বিভাগ **খ**

৬৬. উপরের চিত্রের বিষয়গুলো নিশ্চিত করার প্রধান দায়িত্ব হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
ক) নাগরিকের খ) শাসন বিভাগের
গ) আমলাতন্ত্রের ঘ) বিচার বিভাগের **খ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফারাহ মুনতাহা চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যের লন্ডনে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্মভূমি এ দেশটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এদেশে আইনের চোখে সকলেই সমান। এদেশের জনগণ শিক্ষিত ও সচেতন। রাজনৈতিক অস্থিরতা না থাকায় দেশটি অর্থনৈতিক দিক থেকেও উন্নত ও সমৃদ্ধ।

৬৭. যুক্তরাজ্যে নিচের কোনটি বিদ্যমান? [প্রয়োগ]
i. আইনের শাসন
ii. স্থিতিশীল রাজনীতি
iii. জনগণের সচেতনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

৬৮. যুক্তরাজ্যের যে ভালো দিকগুলো চোখে পড়ে তা কীসের বৈশিষ্ট্য? [উচ্চতর দক্ষতা]
i. গণতন্ত্রের
ii. আইনের শাসনের
iii. আর্থিক সচ্ছলতার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

★ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৬৯. প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক কেন? [অনুধাবন]
ক) শিক্ষা স্বচ্ছতা আনে বলে
খ) শিক্ষা দারিদ্র্য দূর করে বলে
গ) শিক্ষা মানবীয় গুণাবলি বিকশিত করে বলে
ঘ) শিক্ষা ছাড়া জীবন চলে না বলে **গ**

৭০. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য হলো— [অনুধাবন]
ক) সরকার পরিচালনা
খ) অধিকার ভোগ করা
গ) নিয়মিত ব্যবসা করা
ঘ) নিয়মিত কর প্রদান **ঘ**

৭১. সামাজিক উন্নয়নের বিশেষ দিক কোনটি? [জ্ঞান]
ক) দারিদ্র্য
খ) নারী ক্ষমতায়ন
গ) সন্ত্রাসী কার্যকলাপ
ঘ) স্থানীয় সরকারের অকার্যকারিতা **খ**

৭২. কোনটি নাগরিকের বড় গুণ? [জ্ঞান]
ক) সচেতনতা খ) অসচেতনতা
গ) কর্তব্যহীনতা ঘ) দুর্নীতিগ্রস্ত **ক**

৭৩. গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র কী? [জ্ঞান]
ক) সাম্য খ) নৈরাজ্য
গ) অপশাসন ঘ) বিশৃঙ্খলা **ক**

৭৪. সুশাসনের মূল চাবিকাঠি কোনটি? [জ্ঞান]
ক) জবাবদিহিতা খ) বিরুদ্ধাচারণ
গ) নাগরিক ক্ষমতায়ন
ঘ) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন **ক**

৭৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য হলো— [অনুধাবন]
i. রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা
ii. নিয়মিত কর প্রদান করা
iii. ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

★★ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব

৭৬. সভ্য সমাজের মানদণ্ড কোনটি? [জ্ঞান] /ব. বো. '১৫/
ক) সুশাসন খ) আইনের শাসন
গ) উন্নত সামাজিক মূল্যবোধ
ঘ) সামাজিক সাম্য **ক**

৭৭. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের অনুপস্থিতি— /শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা/
ক) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে
খ) শাসন বিভাগকে শক্তিশালী করে
গ) স্বৈরাচারের উৎপত্তি ঘটায়
ঘ) সামরিক শাসন ত্বরান্বিত করে **গ**

৭৮. জাতিসংঘের কোন উপদেষ্টা বলেন 'যে সমস্ত দেশে সুশাসন আছে কেবল সে সমস্ত দেশেই ঋণ মওকুফ করা হবে'? [জ্ঞান]
ক) বান কি মুন খ) ইব্রাহিম গানবারি
গ) পিয়েরে ট্রুডো ঘ) নেলসন ম্যান্ডেলা **খ**

৭৯. গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অর্থ কী? [অনুধাবন]
ক) সবকিছু রিপোর্টিং করার স্বাধীনতা
খ) সরকারের স্বার্থ তুলে ধরা
গ) জনস্বার্থের বিষয়গুলো তুলে ধরা
ঘ) রাজনীতিকদের অবস্থা তুলে ধরা **গ**

৮০. সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে কোন দেশকে রোল মডেল হিসেবে ধরা হয়? [জ্ঞান]
ক) রাশিয়া খ) ব্রিটেন
গ) ফ্রান্স ঘ) চীন **খ**

৮১. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়— /রা. বো. '১৫/
i. ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য
ii. কর্মের দীর্ঘসূত্রীতার জন্য
iii. রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র চর্চা না করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

৮২. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো—
i. দুর্নীতি রোধ ii. দারিদ্র বিমোচন
iii. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

৮৩. সুশাসনের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব— [অনুধাবন]
i. গোঁড়ামি
ii. কূপমণ্ডূকতা iii. কুসংস্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

http://teachingbd.com

অধ্যায়-৩: মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য

প্রশ্ন ▶১ 'চ' জনগোষ্ঠী একই ভূখণ্ড, ভাষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও অভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষার অধিকারী। কিন্তু তারা বিদেশি শক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত। শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরশাসন এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ঐক্যবোধের জন্ম দেয় এবং তারা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়। নানা আন্দোলন ও দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়। তারা ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করে।

[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. মূল্যবোধ কী? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. 'চ' জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যবোধের সাথে তোমার পাঠ্যভুক্ত কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের সাথে সাম্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

খ আইনের শাসন হলো রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিবিশেষ, যেখানে সরকারের সব কার্যক্রম আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং যেখানে আইনের স্থান সবকিছুর উর্ধ্বে।

ব্যবহারিক ভাষায় আইনের শাসনের অর্থ হলো, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার সর্বদা আইন অনুযায়ী কাজ করবে এবং রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতের মাধ্যমে সে তার প্রতিকার পাবে। আইনের চোখে সবাই সমান এবং কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান।

গ 'চ' জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যবোধের সাথে আমার পাঠ্যভুক্ত জাতীয়তাবোধের মিল রয়েছে।

জাতীয়তা হলো ভাষা ও সাহিত্য, চিন্তা, প্রথা ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এক জনসমষ্টি, যা অনুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ অন্যান্য জনসমষ্টিকে নিজেদের থেকে পৃথক মনে করে। আর এ বোধ থেকে মানুষ নিজেদের স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। জাতীয়তার মহান আদর্শ বিশ্বের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। জাতীয়তার অনুঘটক হিসেবে দেশপ্রেম মানুষকে ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে দেশ গঠনের আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান করেছে। জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা, মনন ও চিন্তার এমন এক অবস্থা যা কোনো জনসমষ্টিকে অন্য জনসমষ্টি থেকে আলাদা করে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে। জাতীয়তাবোধ থেকে মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উদ্দীপকের বর্ণনায়ও এ বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'চ' জনগোষ্ঠী একই ভূখণ্ড, ভাষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও অভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষার অধিকারী। কিন্তু তারা বিদেশি শক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত। শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরশাসন এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ঐক্যবোধের জন্ম দেয় এবং তারা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়। নানা আন্দোলন ও দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তারা ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করে। অর্থাৎ 'চ' জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা লাভের পেছনে জাতীয়তাবাদ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত 'চ' জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধের সাথে জাতীয়তাবোধের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে অর্থাৎ স্বাধীনতার সাথে সাম্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

অপরের অধিকার বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে স্বীয় ইচ্ছেমতো কাজ করার অধিকারকেই বলা হয় স্বাধীনতা। স্বাধীনতা হলো সভ্য সমাজের অপরিহার্য উপাদান। আর সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায়, যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। সাম্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতা। স্বাধীনতার শর্ত পূরণ না হলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবার স্বাধীনতাকে ভোগ করতে চাইলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সাম্য ও স্বাধীনতা একই সাথে বিরাজ না করলে অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা ও সাম্য একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক।

স্বাধীনতা ও সাম্য একই সাথে বৃহত্তর পরিসরে ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে সমাজে সাম্য থাকতে হবে। সাম্য না থাকলে সমাজজীবন পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। বস্তুত সাম্য ছাড়া যেমন স্বাধীনতা হয় না, তেমনি স্বাধীনতা ছাড়া সাম্যও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে স্বাধীনতা ও সাম্যের একই রূপ বলে প্রতীয়মান হয়। মূলত স্বাধীনতা ও সাম্য হলো একই মুদ্রার বিপরীত দিক। সাম্যের অনুপস্থিতি থেকেই স্বাধীনতার দাবির জন্ম হয়। উদ্দীপকেও দেখা যায়, বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরশাসন এবং বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে 'চ' সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। শাসকগোষ্ঠী উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ না করলে তারা হয়তো স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতো না। তারা এটা করেছে সাম্যের অনুপস্থিতির কারণে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। স্বাধীনতা ও সাম্য পৃথক দুটি বিষয় নয় বরং একই আদর্শের দুটি দিক মাত্র।

প্রশ্ন ▶২ 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান, ন্যায্য মজুরি প্রদান ও বেকারত্ব দূরীকরণ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার সংরক্ষণ করেন। ফলে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও জীবনে পূর্ণতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮ | প্রশ্ন নং ৩]

ক. আইন কী? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ কোন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজস্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মকানুনের সমষ্টি, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ প্রচলিত থাকে। এ সব বিধিনিষেধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তাই হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের জীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক জীবনকে সুদৃঢ় করা এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয়ে অবদান রাখে।

https://teachingbd24.com

গ 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করছে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত পরিবেশ প্রাপ্তি এবং দৈনন্দিন অভাব ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তিকে বোঝায়। ব্রিটিশ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হ্যারল্ড জোসেফ লাস্কির (Harold Joseph Laski) মতে, 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে প্রতিনিয়ত বেকারত্বের আশঙ্কা ও আগামীকালের অভাব থেকে মুক্তি এবং দৈনিক জীবিকার্জনের সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায়।' যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া, ন্যায্য মজুরি লাভ, বেকার ও বৃদ্ধ বয়সে ভাতা পাবার অধিকার, অক্ষম অবস্থায় রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রতিপালন প্রভৃতি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। এ স্বাধীনতা ছাড়া অন্যান্য স্বাধীনতা (সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত, জাতীয়, প্রাকৃতিক প্রভৃতি) অর্থহীন। কারণ প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় যে কারণে তার কাছে অন্যান্য স্বাধীনতা অর্থবহ হয়না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান, ন্যায্য মজুরি ও বেকারত্ব দূরীকরণ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার সংরক্ষণ করে। ফলে সে রাষ্ট্রে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও জীবনে পূর্ণতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য থেকেই বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত স্বাধীনতা অর্থাৎ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে— কথাটি যথার্থ।

জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেননা ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সবার আগে প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করার স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। অধ্যাপক লাস্কির মতে, 'রাষ্ট্রের শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকারকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে'। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যক্তির গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ভোটদান, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা, সরকারি চাকুরি লাভ প্রভৃতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা তখনই অর্জিত হয় যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা এবং সুযোগ-সুবিধা অর্জন করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের নাগরিকরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয় এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে সচেষ্ট হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হলে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকলে জনগণ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। ফলে তারা নিজেদের দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট করতে উৎসাহী হয়। সেই সাথে তারা রাষ্ট্রের প্রতি অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করে। সে জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

সুতরাং উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ধরনের স্বাধীনতাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে।

প্রশ্ন ▶৩ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া প্রবাল তার শিক্ষক ও বন্ধুদের কাছে প্রিয়। সে প্রতিদিন সময়মত ক্লাসে আসে। ক্লাস শেষে বাড়ি ফেরার আগে সে প্রতিদিন তার ক্লাসরুমের বৈদ্যুতিক সুইচগুলো বন্ধ করে রেখে যায়। বিগত ভয়াবহ বন্যার সময় সে ও তার বন্ধুরা বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যায় এবং বিতরণ করে।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো.-'১৮ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. সাম্য কী? ১

খ. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. প্রবালের কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজে মানবতাবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত মূল্যবোধের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্যের অর্থ 'সুযোগ-সুবিধাদির' সমতা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

খ দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত আইনসভাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে।

এ ধরনের আইনসভায় 'নিম্নকক্ষ' এবং 'উচ্চকক্ষ' নামে পৃথক দুটি পরিষদ থাকে। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নকক্ষ গঠিত হয় এবং তা তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষমতার অধিকারী। বিশ্বের বেশিরভাগ আইনসভার উচ্চকক্ষই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত বা মনোনীত আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠিত হয়। উচ্চকক্ষ আইনসভার নিম্নকক্ষের ক্ষমতা ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, কানাডা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে।

গ প্রবালের কর্মকাণ্ডে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে।

নীতি ও উচিত-অনুচিত বোধ হলো নৈতিক মূল্যবোধের উৎস। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব মনোভাব এবং আচরণের সমষ্টি যা মানুষ সবসময় ভালো, কল্যাণকর ও অপরিহার্য বিবেচনা করে মানসিকভাবে তৃপ্তিবোধ করে। সত্য কথা বলা, মিথ্যা কথা না বলা, অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা ও অন্যকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেওয়া, দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং অসহায়কে সাহায্য করা প্রভৃতি নৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্গত। নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষকে সবাই পছন্দ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রবাল তার শিক্ষক ও বন্ধুদের কাছে প্রিয়। সে নিয়মমতো ক্লাসে আসে এবং প্রতিদিন ক্লাস থেকে ফেরার সময় ক্লাসরুমের বৈদ্যুতিক সুইচগুলো বন্ধ করে রেখে যায়। বন্যার সময় সে ও তার বন্ধুরা বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে। প্রবালের এসব কাজ নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত। তাই বলা যায়, প্রবালের কর্মকাণ্ডে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ সমাজে মানবতাবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লেখিত মূল্যবোধ অর্থাৎ, নৈতিক মূল্যবোধের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দায়িত্বশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও ভালোমন্দের বোধ থেকে নৈতিক মূল্যবোধের জন্ম হয়। পরিবার ও সমাজ থেকে পাওয়া শিক্ষা মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের উৎস। নৈতিক মূল্যবোধের কারণে মানুষ অভিন্ন কল্যাণের বিষয়ে সচেতন থাকে। ফলে সমাজে মানবতাবোধ জাগ্রত হয়। নৈতিক মূল্যবোধের তাগিদেই ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির এবং সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়। এ ভালোবাসা ও সম্প্রীতি ব্যক্তি ও সমাজকে সুখ এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে ইজাজ উদ্দিন আহমেদ কায়কোবাদের কথা বলা যায়। তিনি রানা প্লাজা ধ্বংসের পর স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছিলেন। ধ্বংসস্তূপের ভেতরে আটকা পড়া এক গার্মেন্টস কর্মীকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। বলিষ্ঠ নৈতিক মূল্যবোধের কারণেই তাঁর মধ্যে এমন মানবতাবোধ জাগ্রত হয়েছিল।

নৈতিক মূল্যবোধ এভাবে মানুষকে একে অপরের দুঃখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে অনুপ্রাণিত করে। মূল্যবোধ সমাজব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করে সমাজে স্থিতিশীলতা আনে। মানুষ তার মূল্যবোধের তাগিদেই দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমেই ব্যক্তির মধ্যে মানবতাবোধ জাগ্রত হয়, যা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। তাই বলা যায়, সমাজে মানবতাবোধ জাগ্রত করার জন্য নৈতিক মূল্যবোধের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪ হোগল ডাঙ্গা গ্রামে 'সবুজ সংঘ' নামে যুবকদের একটি সংগঠন আছে। উক্ত সংগঠনের একটি লিখিত নীতিমালা আছে। সংগঠনটির অধিকাংশ সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে নীতিমালাটি তৈরি করা হয়েছে। প্রয়োজনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে নীতিমালাটি পরিবর্তনও করা যাবে। সবাই এই নীতিমালাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। সংগঠনের সদস্যদের মূল কাজ মানুষের মধ্যে নৈতিকতা জাগ্রত করা, অসহায় মানুষের সেবা করা ও সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

[দি. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. স্বাধীনতার সংজ্ঞা দাও। ১
খ. ধর্ম কীভাবে আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির কাজের সাথে সরকারের কোন বিভাগের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'সবুজ সংঘের সদস্যদের মতো দেশের সবাই আইন মেনে চললে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব'— তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার উপভোগ করাই স্বাধীনতা।

খ ধর্ম আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় ধর্মের একচেটিয়া প্রভাব ছিল এবং মানুষের জীবন অনেকটা ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতো। যেমন— প্রাচীন কালে রোমের আইনকানুন কিংবা মধ্যযুগের নগররাষ্ট্রের আইনকানুন ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ইহুদীদের আইনও ধর্মভিত্তিক। বর্তমানে ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকে অনেক আইন প্রণীত হচ্ছে। যেমন— বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনটি কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রণীত হয়েছে। আবার হিন্দু বিবাহ, সামাজিক সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার আইনগুলো হিন্দুধর্মের বিধি-বিধানের সাথে সংগতি রেখে প্রণীত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, ধর্ম আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির কাজের সাথে সরকারের আইন বিভাগের কাজের সাদৃশ্য রয়েছে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিভাগই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সার্বিক নিয়ম-নীতি এবং আইন প্রণয়ন করে থাকে। এটি সরকারের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন বিভাগের সদস্যরা নির্বাচিত হয়। আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে দেশ পরিচালনার জন্য নতুন নীতিমালা তৈরি করা এবং পুরোনো আইনের সংশোধন, পরিমার্জন বা বিয়োজন করা। উদ্দীপকের সংগঠনটির কাজেও এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'সবুজ সংঘ' সংগঠনটি অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে নীতিমালা তৈরি করে। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের আলোকে তা পরিবর্তনও করার ব্যবস্থাও রয়েছে। বাংলাদেশের আইন বিভাগের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা দেশ পরিচালনার জন্য আইন বা নীতিমালা তৈরি করেন। এক্ষেত্রে অধিকাংশের সম্মতির ভিত্তিতে নীতিমালা তৈরি করা হয়। আবার প্রণীত কোনো আইনের সংশোধন বা বিয়োজন করার প্রয়োজন হলে আইনসভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে তা গৃহীত হয়। এভাবে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন, অনুমোদন, পরিবর্তন, বাতিল করার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির কাজের মধ্যে আইন বিভাগের কাজেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'সবুজ সংঘের' সদস্যরা যেভাবে তাদের প্রণীত নীতিমালা মেনে চলছে, সেভাবে যদি দেশের সবাই চলে তবে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

সাম্য বলতে সমতা এবং পারস্পরিক অভিন্নতাকে বোঝায়। অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারকে সাম্য বলা হয়। আর আইন মানুষকে সাম্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়। কারণ আইনের দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে সব নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান বলা হয়েছে।

আবার দেশের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। সবাই যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং আইন বিরুদ্ধ কোনো কাজ না করে তবে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার আইনের বিধানগুলো মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের কথা চিন্তা করেই প্রণীত হয়। কাউকে বঞ্চিত করা বা কাউকে বেশি সুযোগ প্রদান করা আইনবিরোধী কাজ। যেমন— বাংলাদেশ সংবিধানে আইন ও সাম্যের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৯(১) অনুচ্ছেদে সব নাগরিকের সুযোগের সমতার কথা বলা হয়েছে। আবার সংবিধানের ২৬-৪৩ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত অনেকগুলো মৌলিক অধিকার ভোগের কথা বলা হয়েছে। এখন সবাই যদি সংবিধানের এ ধারাগুলো মেনে চলে, তাহলে সমানভাবে অধিকার উপভোগ করতে পারবে। এর ফলে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সবুজ সংঘের সদস্যদের মতো দেশের প্রত্যেক মানুষ যদি আইন মেনে চলে তবে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৫ রাহেলা প্রতিদিন সকাল ৮.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত দিনমজুরের কাজ করে। কাজ শেষে মজুরি নিতে গেলে কর্তৃপক্ষ পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে তাকে কম মজুরি দেয়। রাহেলা প্রতিবাদ করলে কর্তৃপক্ষ তাকে কর্মচ্যুত করার হুমকি দেয়। রাহেলা আশাহত না হয়ে যুক্তিসংগত দাবি আদায়ে ধৈর্য সহকারে শ্রমিকদের সংগঠিত করে। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবির মুখে ন্যায্য মজুরি দিতে বাধ্য হয়।

[রা. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৫]

ক. আইন কোন ভাষার শব্দ? ১
খ. মৌলিক অধিকার কাকে বলে? ২
গ. রাহেলা কোন ধরনের সাম্য ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাহেলার দাবি বাস্তবায়িত হওয়ায় কী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? রাষ্ট্রীয় জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন ফারসি ভাষার শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা নীতি।

খ মৌলিক অধিকার হলো নাগরিক জীবনের বিকাশের জন্য অপরিহার্য সে সব শর্ত যেগুলো সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত থাকে এবং যা সরকারের জন্য অলঙ্ঘনীয়।

নাগরিকের সুসভ্য জীবনযাপনের জন্য মৌলিক অধিকারগুলো অপরিহার্য। সংবিধানের মাধ্যমে নাগরিকরা এ অধিকার লাভ করে। মৌলিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলা ও কথা বলার অধিকার, কাজ করা এবং ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার প্রভৃতি। এ অধিকারগুলো সংবিধানে সুস্পষ্ট ও সুরক্ষিত। একমাত্র রাষ্ট্রঘোষিত জরুরি অবস্থার সময় ছাড়া সরকার মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারে না। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের দিনমজুর রাহেলা অর্থনৈতিক সাম্য ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক সাম্য বলতে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাকে বোঝায়। অর্থনৈতিক সাম্যের ক্ষেত্রে মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও লৈঙ্গিক পরিচয় নির্বিশেষে কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাবার সুবিধা লাভ করে। অর্থনৈতিক সাম্যের মূল কথা হচ্ছে যোগ্যতা অনুযায়ী সমতার ভিত্তিতে সম্পদ ও সুযোগের

Teachingbd24.com

বণ্টন। ব্রিটিশ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হ্যারল্ড জোসেফ লাস্কির (Harold Joseph Laski) মতে, 'ধন বৈষম্যের সাথে অর্থনৈতিক সাম্য অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না যদি এই বৈষম্য দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়'। অর্থনৈতিক সাম্য বলতে কেবল সম্পদ সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়াকে বোঝায় না, বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষের তাদের সম্পাদিত কাজের ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুবিধাকে বোঝায়। এর মূলকথা হচ্ছে, যোগ্যতা অনুযায়ী সম্পদ ও সুযোগের বণ্টন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাহেলা প্রতিদিন ৯ ঘণ্টা দিনমজুরের কাজ করে। সমান কাজ করার পরেও কর্তৃপক্ষ তাকে পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে কম মজুরি দেয়। রাহেলার প্রতি কর্তৃপক্ষের এ আচরণে তার অর্থনৈতিক সাম্য লঙ্ঘিত হয়েছে। তাই বলা যায়, পুরুষের সমান কাজ করেও কম মজুরি পাওয়ায় রাহেলার অর্থনৈতিক সাম্য ও সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে।

ঘ রাহেলার দাবি বাস্তবায়িত হওয়ায় অর্থনৈতিক সাম্য ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রাহেলা তার যুক্তিসংগত দাবি আদায়ে ধৈর্য সহকারে সকলকে সংগঠিত করেছে। এর ফলে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবির মুখে রাহেলাকে ন্যায্য মজুরি দিতে বাধ্য হয়। এভাবে রাহেলার দাবি বাস্তবায়িত হওয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্য এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে অর্থনৈতিক সাম্যের ও সুশাসনের প্রভাব অপরিসীম।

অর্থনৈতিক সাম্য বলতে দক্ষতা ও যোগ্যতানুসারে আয় ও সম্পদে প্রত্যেক ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধা লাভের সমতাকে বোঝায়। অর্থনৈতিক সাম্য রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল করে এবং এর ফলে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই তাদের যোগ্যতানুসারে সমান সুযোগ লাভ করে। ফলে রাষ্ট্রের নাগরিকের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেকটা হ্রাস পায়। অর্থনৈতিক সাম্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির হার কমাতে ভূমিকা রাখে, আবার কর্মক্ষেত্রে যোগ্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এর ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, যা দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। আর দেশের অর্থনীতি উন্নত হলে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়। তাছাড়া অর্থনৈতিক সাম্য সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে।

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রে অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬ মি. হিরণ 'A' রাষ্ট্রের নাগরিক। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত 'A' রাষ্ট্রের জনগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই জীবনযাপন করে। তারা রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে চলে না, সরকারি আদেশ-নির্দেশ অমান্য করে যে যার ইচ্ছামতো জীবনযাপন করে। এতে করে রাষ্ট্রে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। *[রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. অধ্যাদেশ কে জারি করেন? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. হিরণের দেশে কোন সমস্যাটি প্রকট হয়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. হিরণের দেশের সমস্যা সমাধানে কী বাস্তবায়ন করা জরুরি এবং কেন? মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করেন।

খ যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ স্টুয়ার্ট সি. ডড (Stuart Carter Dodd) এর মতে, 'সামাজিক মূল্যবোধ হলো সে সব রীতিনীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির কাছ থেকে লাভ করে।' সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বা মানদণ্ড। সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, শ্রমের মর্যাদা, দানশীলতা, আতিথেয়তা, জনসেবা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক গুণাবলির সমষ্টি হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতেই মানুষের আচরণ ও কাজের ভালোমন্দ বিচার করা হয়।

গ মি. হিরণের দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে।

কোনো রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রে আইন-শৃঙ্খলা বজায় না থাকলে সমাজ ও ব্যক্তির নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয় এবং সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে রাষ্ট্রে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকের 'A' রাষ্ট্রেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. হিরণের দেশের জনগণ রাষ্ট্রের আইন মেনে চলে না, সরকারের আদেশ নির্দেশ অমান্য করে যে যার ইচ্ছামতো জীবনযাপন করে। ফলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। মি. হিরণের দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রকট আকার ধারণ করেছে। কোনো রাষ্ট্রে যখন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে তখন রাষ্ট্রের জনগণ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের আইন-কানুনের প্রতি তাদের কোনো শ্রদ্ধা থাকে না। তারা সব সময় নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অরাজকতা সৃষ্টি করে। সবাই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। ক্ষমতাশীলরা প্রভাব ঘটিয়ে সাধারণ জনগণের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এরকম পরিস্থিতিতে আইন ও বিচার ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে। সমাজে, অন্যায়, অবিচার, খুন, রাহাজানি, দুর্নীতিসহ সব প্রকার অনৈতিক কাজ বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপকেও এরূপ পরিস্থিতির চিত্রই প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ মি. হিরণের দেশের সমস্যা সমাধানে আইনের শাসন বাস্তবায়ন করা জরুরি।

প্রতিটি রাষ্ট্রই কিছু নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের এসব নিয়মকানুনই আইন। তবে একটি রাষ্ট্রে আইন থাকাই মূল কথা নয়, বরং সেখানে আইনের শাসন থাকতে হবে। অর্থাৎ সব কিছুর ওপরে আইনের প্রাধান্য থাকতে হবে। আর সবকিছুর উর্ধ্বে আইনের প্রাধান্য থাকা এবং আইনের চোখে সবার সমান হওয়াই আইনের শাসন। রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। ধনী-গরিব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এটাই আইনের শাসনের মূল কথা। আইনের শাসন ব্যক্তির অধিকার এবং সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

উদ্দীপকের মি. হিরণের রাষ্ট্রের জনগণ আইন মানে না এবং সরকারি নির্দেশ অমান্য করে ইচ্ছামতো জীবন-যাপন করে। এতে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। হিরণের দেশের এ সমস্যা সমাধানের জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নাগরিক অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হলো আইনের শাসন। তবে আইনের শাসন কথাটি শুধু মুখে মুখে স্বীকার বা সংবিধানে সন্নিবেশিত করলেই হবে না, বরং এর প্রয়োগও ঘটাতে হবে। রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার বিভাগ যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুষ্টের দমন করতে পারে তাহলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এতে করে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। উদ্দীপকের অরাজকতা কবলিত রাষ্ট্রেও এ ব্যবস্থার বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা সম্ভব।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মি. হিরণের রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা আইনের শাসন না থাকলেই সমাজ ও রাষ্ট্রে অরাজকতা সৃষ্টি হয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয়। এরপর দেশটিতে কিছু সময়ের জন্য সামরিক শাসন চললেও বেশিরভাগ সময় গণতান্ত্রিক শাসন চলেছে। এর ফলে আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার ও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো মোটামুটি কার্যকর থাকার কারণে মানুষ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছে এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। *[দি. বো. '১৭ । প্রশ্ন নং ৮/ তিংগী সরকারি কলেজ; প্রশ্ন নং ৩]*

ক. Liberty শব্দটি ল্যাটিন কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১

খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে আইন ও নৈতিকতার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার সুফল ভোগের ফলে কীসের প্রতি সম্মানজ্ঞাপন করে এবং এর রক্ষাকবচসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক Liberty শব্দটি ল্যাটিন 'Liber' শব্দ থেকে এসেছে।

খ মূল্যবোধ হলো সমাজের মানুষের মৌলিক বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণের সমষ্টি।

মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্যে সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ প্রচলিত থাকে। এ সকল বিধি নিষেধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তাই হলো মূল্যবোধ।

গ আইন ও নৈতিকতার মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

আইন ও নৈতিকতার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং নৈতিকতা মানুষের মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বোধের প্রতিফলন। মানুষের নৈতিকতাবোধ রাষ্ট্রীয় আইনকে প্রভাবিত করে।

ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা যেমন অনেক সময় আইনে পরিণত হয়, তেমনি আইনও অনেক সময় সুনীতি প্রতিষ্ঠিত করে। উদাহরণস্বরূপ সতীদাহ প্রথার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্বে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা রীতিসম্মত ছিল। কিন্তু বর্তমানে আইনের মাধ্যমে তা দণ্ডনীয় ও রীতিবিরুদ্ধ। আইনের মতো নৈতিকতাও সমাজ এবং রাষ্ট্র-নির্ভর। সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে নৈতিক ধারণা ও আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটে।

সুতরাং, আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আইন ও নৈতিকতা একে অপরের পরিপূরক। যখন কোন আইন নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তখনই তা জনগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়।

ঘ বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার সুফল ভোগের ফলে স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে।

স্বাধীনতা ভোগের জন্য চাই স্বাধীনতাকে সুরক্ষা করা। স্বাধীনতার সুরক্ষার জন্য যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে। আইন স্বাধীনতার পূর্বশর্ত এবং প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার গঠন, পরিচালনা, আইন প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ থাকে। এতে জনগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। আইনের অনুশাসন হলো আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান। আইনের শাসন থাকলেই স্বাধীনতা সকলের নিকট সমভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফলে বিভাগীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি ব্যক্তি স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফলে কোনো একটি বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটানো সম্ভব হয়। এর ফলে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে। এতে বিভাগীয় স্বাধীনতার সাথে সাথে ব্যক্তি স্বাধীনতাও নিশ্চিত হয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলে সরকারের ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট পুঞ্জিভূত থাকে না। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস পায়। এছাড়াও স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ ও অটুট রাখার জন্য সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সমাবেশ, দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সদা জাগ্রত জনমত প্রভৃতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মানুষের জন্মগত অধিকার হলো স্বাধীনতা। এটি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পাশপাশি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে সুপ্রশস্ত করে। এ স্বাধীনতাকে ভোগ করতে হলে একে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। আর আলোচিত বিষয়গুলো যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৮ 'ক' এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে পুলিশ সুনির্দিষ্ট চার্জ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করে না এবং বিচার বহির্ভূতভাবে কাউকে বন্দি করে না। পবিত্র কুরআন ঐ রাষ্ট্রের আইনের অন্যতম উৎস।

[কু. বো. '১৭ । প্রশ্ন নং ৫/ আমলা সরকারি কলেজ, মিরপুর, কুষ্টিয়া; প্রশ্ন নং ১১]

ক. 'Demos' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি' বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে আইনের যে উৎসটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটি ছাড়া অন্য উৎসসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রে আইনের শাসন বিদ্যমান— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক 'Demos' শব্দের অর্থ জনগণ।

খ সরকারের তিনটি বিভাগ তথা আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থাকে 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি' বলে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুযায়ী সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন প্রণয়ন, শাসন বিষয়ক এবং বিচারের ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়। এক বিভাগ অন্য বিভাগের ক্ষমতায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ করা হলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ চরম ক্ষমতা পেয়ে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। এ অবস্থার সৃষ্টি যেন না হয় সে জন্য সরকারের বিভাগগুলোর মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। এটিই 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি' নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনের কথা বলা হয়েছে, যা মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থের বিধি-বিধানকে আইন হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি আইনের উৎস হিসেবে ধর্মকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে ধর্মকে আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।

ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয় প্রথা আইনের অন্যতম উৎস। তবে ধর্ম ছাড়াও আইনের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস রয়েছে। সামাজিক প্রথা আইনের প্রাচীন একটি উৎস। সুদীর্ঘকাল ধরে যেসব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজের অধিকাংশ মানুষ পালন করে আসছে তাকে প্রথা বলে। যুক্তরাজ্যের সাধারণ আইনগুলো এরূপ প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিচারকের রায় আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিচারকরা যখন দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে কোনো মামলা নিষ্পত্তি করতে অসমর্থ হন তখন নিজের বিবেক, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন আইন সৃষ্টি করেন এবং প্রয়োজনবোধে আইনের যথার্থতা বিশ্লেষণ করেন। পরবর্তী সময়ে ওই ধরনের মামলার একইরকম রায় দেওয়া হয় এবং তা কালক্রমে আইনে পরিণত হয়। আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস হচ্ছে আইন পরিষদ বা আইনসভা। আইনসভা জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করে থাকে। রাষ্ট্রের সংবিধানও আইনের গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধানে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। সাংবিধানিক আইনের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রে আইনের শাসন বিদ্যমান।

আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবার সমান হওয়া এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়। ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি এবং ছোটবড় নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান।

আইনের শাসনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ সমান বলে গণ্য হয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে সবার জন্য স্বাধীন বিচার বিভাগ উন্মুক্ত থাকে। বিনা কারণে কাউকে গ্রেফতার করা যায় না। দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়। অর্থাৎ কোনো দেশে আইনের শাসন বিদ্যমান থাকলে সে দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে পুলিশ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করে না এবং বিচার বহির্ভূতভাবে কাউকে বন্দি রাখে না। বিষয়টি আইনের শাসনের উপস্থিতিকেই নির্দেশ করে। 'ক' রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আইনের শাসনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হওয়ায় বলা যায়, সেখানে আইনের শাসন বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৯ তমাল ও তিন্নি একটি হোটেলে একই ধরনের কাজ করে। তাদের কাজের দক্ষতাও সমান। মাস শেষে তিন্নি তমালের চেয়ে পাঁচশত টাকা বেতন কম পায়। তিন্নি এর কারণ জানতে চাইলে হোটেল কর্তৃপক্ষ কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। *[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. আইন কী? ১

খ. স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ বর্ণনা করো। ২

গ. তিন্নি কোন ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উক্ত সাম্য ব্যতীত অন্যান্য সাম্য অর্থহীন"— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুন, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন ও অটুট রাখার জন্য কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এ পদ্ধতিগুলোকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে। স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ হলো আইন ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা।

আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে তোলে। রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা সকলের নিকট সমভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। এ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলির জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে সাহসী হয় না।

গ সৃজনশীল ৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনা দ্বারা অর্থনৈতিক বৈষম্যকে নির্দেশ করা হয়েছে। সমাজে যদি অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা না যায় তাহলে অন্যান্য সাম্য (তথা-সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত বা নাগরিক ও আইনগত সাম্য) অর্থহীন। এ ব্যাপারে আমি একমত পোষণ করি।

সাম্য একটি অখণ্ড ধারণা। তাই একে ভাগ করা যায় না। তবে একে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন- সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যান্য সাম্য এমনিই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর তাই অর্থনৈতিক সাম্যের সাথে অন্যান্য সাম্যের সম্পর্ক বিদ্যমান।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও পেশাগত কারণে যখন মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য করা হয় না তখন তাকে সামাজিক সাম্য বলে। সামাজিক সাম্যের মূল কথা হলো সমাজে বসবাসরত সকল মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। আর সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য বজায় থাকলে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ থাকাকেই রাজনৈতিক সাম্য বলে। কিন্তু যদি নাগরিকের রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগের বেলায় অর্থনৈতিক সাম্য বজায় না থাকে তাহলে রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন হয়ে যাবে। কেননা অর্থনৈতিক সাম্য ব্যক্তির অভাব অভিযোগ মেটায় এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করে। 'আইনের চোখে সকলেই সমান' এটিই হচ্ছে আইনগত সাম্যের মূল কথা। যখন সকল মানুষের আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ থাকে- তখনই আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমাজে যদি অর্থনৈতিক সাম্য বজায় না থাকে তবে দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পাবে এবং সাম্য অর্থহীন হয়ে উঠবে। নাগরিকের আরেকটি সাম্য হলো ব্যক্তিগত সাম্য। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান অধিকারকে ব্যক্তিগত সাম্য বলা হয়। কিন্তু সমাজে যদি চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকে তবে ব্যক্তিগত সাম্য প্রতিষ্ঠা পায় না।

সুতরাং বলা যায়, সকল সাম্যের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক সাম্য। অর্থনৈতিক সাম্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টির অন্যতম উপায়। অর্থনৈতিক সাম্য সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে অন্যান্য সাম্যকে অর্থবহ করে তোলে। এই ন্যায় ও সাম্যভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে অর্থনৈতিক সাম্য অপরিহার্য। অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া অন্যান্য সাম্য অর্থহীন।

উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, উল্লিখিত বিভিন্ন সাম্য ব্যবস্থা তখনই সফল হবে যখন অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ বিশ্ব বিখ্যাত ধনী বিল গেটস বৈশ্বিক দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মাইক্রোসফট কোম্পানির মুনাফা হতে ২৮০০ কোটি ডলার একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করেন। উক্ত কোম্পানি পৃথিবীব্যাপী অনেক মানুষকে প্রশিক্ষণ প্রদানও করে। তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট এসকল মানুষকে দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিয়োগ করে। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩; বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. আইন কী? ১

খ. আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কোন বিষয়টি বিল গেটসকে বিপুল অর্থ দানে উৎসাহিত করেছে? উক্ত বিষয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির সাথে সুশাসনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুন, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতভেদ রয়েছে। তবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার ক্ষেত্রে আইন ও স্বাধীনতার ভূমিকা অপরিসীম।

আইন স্বাধীনতাকে সহজ করে তোলে। আইন আছে বলে পরিমিত স্বাধীনতা ভোগ করা যায়। এটি শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতা থেকে জনগণকে রক্ষা করে। এর মাধ্যমে স্বাধীনতার পরিধি সম্প্রসারিত হয়। সুতরাং বলা যায় আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

গ নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়টি বিল গেটসকে বিপুল অর্থ দানে উৎসাহিত করেছে। মানুষের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় বোধ নিয়ে নৈতিক মূল্যবোধ গঠিত। উদ্দিপকে উল্লিখিত মাইক্রোসফট কোম্পানির মালিক বিল গেটসের কর্মকাণ্ডে নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

Teachingbd24.com

নৈতিক মূল্যবোধের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হলো—

মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করার ভিত্তিই হচ্ছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, চাল-চলন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার মাপকাঠি স্বরূপ।

মূল্যবোধ সমাজের মানুষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে। একই রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের সবাই পরস্পর মিলিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে।

মূল্যবোধ অলিখিত সামাজিক বিধান। সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, আদর্শ ও মনোভাবের মধ্যদিয়ে এর বিস্তার ঘটে।

মূল্যবোধের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো 'বিভিন্নতা'। মূল্যবোধ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন— পাশ্চাত্য দেশসমূহে মদ্যপান খুব স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু আমাদের সমাজে এটি ঘৃণীত কাজ। তাই দেখা যায়, মূল্যবোধ স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ লাভ করে।

মূল্যবোধের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এর পরিবর্তনশীলতা। সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর এ পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজে অনুসৃত মূল্যবোধগুলোরও পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন-বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মূল্যবোধের সাথে সুশাসনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মূল্যবোধ হচ্ছে শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলা, সৌজন্য প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি বা মানবীয় গুণাবলির সমষ্টি। এর সাথে সুশাসনের সম্পর্ক-

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। সমাজজীবনে অগ্রগতির প্রধান সোপান হলো শৃঙ্খলাবোধ। শৃঙ্খলাবোধ মানবিক মূল্যবোধগুলোকে সুদৃঢ় করে সমাজজীবনকে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধ সুশাসনেরও বৈশিষ্ট্য। যে সমাজ বা রাষ্ট্রে মূল্যবোধের এ দুটি উপাদান অনুপস্থিত সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আবার আইনের শাসন, সুশাসন ও মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান। সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি তার সামাজিক মর্যাদা পাবে এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। কেননা আইনের শাসন না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না।

মূল্যবোধ সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। ফলে মানুষের নৈতিক গুণাবলি জাগ্রত ও বিকশিত হয়। আবার সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতাকে মূল্যবোধ ও সুশাসনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বা বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়। জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা যেমন সুশাসনের বৈশিষ্ট্য, তেমনি মূল্যবোধেরও আবশ্যকীয় উপাদান।

পরিশেষে বলা যায়, কোনো রাষ্ট্রে সুশাসনের সুফল পেতে হলে মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এজন্যই বলা হয়- ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে মূল্যবোধ ও সুশাসনের সম্পর্ক খুব নিবিড়।

প্রশ্ন ▶ ১১ সহপাঠী ইমন ও সুমন পাঠ্যবইয়ের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল যা আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িত। এটি সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং জনকল্যাণে অপরিহার্য। রাষ্ট্রের সব নাগরিকের এ বিষয়ের জ্ঞান থাকলে কেউ কারো অধিকার ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. 'Law is the Passionless Reason'— উক্তিটি কার? ১

খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোচনায় পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির সাথে স্বাধীনতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Law is the passionless reason' উক্তিটি গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের।

খ সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে, যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ সরকারের এ তিনটি বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করে দেওয়া। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা দেবে না বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

গ উদ্দীপকের আলোচনায় পাঠ্যবইয়ের 'আইনের' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

আইন বলতে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুনকে বোঝায় যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজে বসবাসকারী সবাইকে আইন মেনে চলতে হয়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আইন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দ্বারা অনুমোদিত ও স্বীকৃত। প্রাচীনকালে মানুষ মূলত ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আইন মানতো। আধুনিককালে পরস্পরের অধিকার সংরক্ষণ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার তাগিদসহ বিভিন্ন অনুপ্রেরণা থেকে মানুষ আইন মেনে চলে। আইনের এই বৈশিষ্ট্যগুলোই উদ্দীপকে উঠে এসেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় দুই সহপাঠী ইমন ও সুমন পাঠ্যবইয়ের এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল, যার সাথে মানুষের জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত। এটি সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, মানব আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, এর সাথে স্বাধীনতার সম্পর্কও গভীর। উল্লিখিত বিষয়গুলো আইনের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। আইনের মাধ্যমে একটি সমাজের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। সুষ্ঠু, নিরাপদ ও কল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি হচ্ছে আইন। আর আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক গভীর।

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। আইনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যেমন স্বাধীনতা উপভোগ করা যায় না, তেমনি স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে না পারলে আইনের বাস্তবায়নও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আইন ও স্বাধীনতা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। আইন স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষক। যখন ব্যক্তির স্বাধীনতা অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাধ্যমে খর্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে তখন সে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। আইনের সক্রিয় উপস্থিতি ছাড়া স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা যায় না। এর যথাযথ প্রয়োগ ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে। আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি দান করে এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করে থাকে।

এছাড়া আইন স্বাধীনতার অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। এর ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে সভ্য, সুন্দর ও মুক্ত জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। আইন ব্যক্তি বা সরকারের স্বেচ্ছাচারী আচরণ দূর করায় ভূমিকা রাখে। আইন প্রত্যেকের কর্মের আওতা নির্ধারিত করে দেয়। ফলে সরকার বা অন্য কারো স্বেচ্ছাচারী হওয়ার অবকাশ থাকে না। আইন ও স্বাধীনতা উভয়ই ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় আইন মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জনগণ বিশৃঙ্খল সমাজে স্বাধীনতার কথা চিন্তাই করতে পারে না। একমাত্র আইনই পারে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে জনগণের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে।

পরিশেষে বলা যায়, আইন বাস্তবায়নে স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকবে। আবার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল আইন কাজে আসতে পারে। তবে আইন এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন তাতে সকলের সমর্থন থাকে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১২ সমীর সাহেব একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রকাশনা সংস্থায় জমা দিয়ে বাসে করে বাসায় ফিরছিলেন। তিনি লক্ষ করলেন বাস ড্রাইভার অনুমোদিত গতি মানছে না। এ ব্যাপারে চালককে সতর্ক করলে চালক তাকে বলে সে স্বাধীন। *[ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. আইনের প্রাচীন উৎস কোনটি? ১

খ. স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমীর সাহেবের ভূমিকা তোমার অধীত জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বাস চালক স্বাধীন'— মতামত দাও। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনের প্রাচীন উৎস হলো প্রথা ও রীতিনীতি।

খ সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝায় না।

পৌরনীতি ও সুশাসনে স্বাধীনতা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো এমন সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ক্ষতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমীর সাহেবের ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক।

একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সমীর সাহেব মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বাস ড্রাইভারের অনুমোদিত গতি না মানা আইনের লঙ্ঘন। একজন সচেতন ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক হিসেবে ড্রাইভারকে এ বিষয়ে সতর্ক করা আবশ্যক। সমীর সাহেব এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই করেছেন।

আইন মানবজীবনের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী বিধি-বিধান। সুস্থ, নিরাপদ ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের উপস্থিতি অপরিহার্য। আইন মানুষকে সভ্য, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকের আইন মানা তথা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা বাঞ্ছনীয়। বাস ড্রাইভারের আইনের লঙ্ঘন যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। সমীর সাহেব ড্রাইভারকে সতর্ক করে সঠিক কাজটিই করেছেন। সুতরাং তার ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

ঘ 'বাস চালক স্বাধীন'— উক্তিটির মাধ্যমে আইন লঙ্ঘনকারী বাস ড্রাইভারের উদ্ধত মনোভাবকে বোঝানো হয়েছে।

স্বাধীনতা ব্যক্তিকে মুক্তভাবে যা খুশি তা করার অধিকার প্রদান করে না। অবাধ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠা করে, যা স্বাধীনতা বিরোধী। পৌরনীতিতে স্বাধীনতা হলো অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে তথা অন্যের সমস্যা সৃষ্টি না করে স্বাধীন ও মুক্তভাবে কাজ করার অধিকার।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বাস ড্রাইভারকে তার গতি সম্পর্কে সতর্ক করা হলে তিনি বলেন, তিনি স্বাধীন। প্রকৃতপক্ষে, এটা তার স্বাধীনতা নয় বরং স্বেচ্ছাচারিতা। একজন ব্যক্তি হিসেবে বাস চালকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অজুহাতে তিনি বাসের যাত্রীদের জীবন হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারেন না। তার এই স্বেচ্ছাচারিতা ভয়ানক কোনো দুর্ঘটনার সৃষ্টি করতে পারে, যার মূল্য হিসেবে অনেককে জীবন দিতে হতে পারে। সুতরাং বাস চালকের আইন মানা আবশ্যক। কেননা আইন স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া আইন স্বাধীনতার অভিভাবক স্বরূপ।

পরিশেষে বলা যায়, বাস চালক স্বাধীন, তবে সে আইনের ঊর্ধ্বে নয়। স্বেচ্ছাচারিতা কখনও স্বাধীনতা নয়। তাই আইন মেনেই বাস চালককে তার কাজ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ ট্রাকচালক আলতু মিয়ার বয়স এখন ৪০ বছর। ২৯ বছরের টগবগে যুবক আলতু মিয়া ১১ বছর আগে ২০০৩ সালের ২৭ জুন রাতে বগুড়ার কাহালু উপজেলার যোগারপাড়ার একটি ইটভাটা থেকে ট্রাকভর্তি গুলি ও বিস্ফোরক উদ্ধার করার পর গ্রেফতার হন। অস্ত্র ও বিস্ফোরক মামলার সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ২০১৫ সালের ৩ মার্চ সরকারি আইন সহায়তা কেন্দ্র (ডিলাক) ও বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর সহায়তায় তিনি মুক্ত হন। *[দি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. সুশাসন কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক সাম্য কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আলতু মিয়া কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর বিনা বিচারে আলতু মিয়ার ১১ বছরের হাজতবাস আইনের শাসনের অনুপস্থিতিকেই নির্দেশ করে? তোমার মতামত দাও। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা, জনসাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ, বাকস্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তাকে সুশাসন বলে।

খ শ্রেণি বৈষম্য দূর করে সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনৈতিক সাম্য প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক সাম্য বলতে উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে সব প্রকার বৈষম্য দূর করে নাগরিকদের যোগ্যতার ভিত্তিতে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাকে বোঝায়। অর্থনৈতিক সাম্য বজায় থাকলে ক্ষেত্রে মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও লৈঙ্গিক পরিচয় নির্বিশেষে কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাবার সুবিধা লাভ করে। সাম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বিরাজ করে। সমাজের অতি দরিদ্রদের একাংশ মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাই সব শ্রেণির মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করে সুষ্ঠু সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনৈতিক সাম্য প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকের ট্রাকচালক আলতু মিয়া আইনের দৃষ্টিতে সমতা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

আইনের দৃষ্টিতে সমতা লাভের অধিকার অর্থ হচ্ছে শাসক-শাসিত, ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল সবাই একই অপরাধের জন্য সমানভাবে শাস্তিযোগ্য। সরকারের ক্ষমতা আইন থেকে প্রাপ্ত এবং শাসকও আইনের অধীন। বিনা অপরাধে কাউকে বিচারের আওতায় আনা যাবে না।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ট্রাকচালক আলতু মিয়া অস্ত্র ও বিস্ফোরক মামলায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেফতার হন এবং বিনাবিচারে ১১ বছর হাজতবাস করেন। এভাবে বিনাবিচারে দীর্ঘসময় আটক থাকা আলতু মিয়ার প্রতি চরম অমানবিক আচরণ। এটি আইনের দৃষ্টিতে সমতা লাভের সাংবিধানিক অধিকারের চরম অনুপস্থিতির দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের সমান অধিকারী। সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদেও আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না যাতে তার জীবন, স্বাধীনতা, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ ও ৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলতু মিয়া সুবিচার পাননি।

ঘ হ্যাঁ, বিনা বিচারে আলতু মিয়ার ১১ বছরের হাজতবাস আইনের শাসনের অনুপস্থিতিকেই নির্দেশ করেছে বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, ট্রাকচালক আলতু মিয়া অস্ত্র ও বিস্ফোরক মামলায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে বিনাবিচারে ১১ বছর হাজতে থাকেন। এখানে আইনের শাসনের মূল লক্ষ্য নাগরিক অধিকার রক্ষার পরিবর্তে খর্ব করা হয়েছে।

https://teachingbd24.com

ব্রিটিশ আইনজ্ঞ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অ্যালবার্ট ভেন ডাইসি (Albert Venn Dicey) তার 'Introduction to the study of the law of the constitution' নামের গ্রন্থে আইনের শাসন বাস্তবায়নের ৪টি শর্ত দিয়েছেন। এগুলো হলো- আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান সুবিধা ভোগ করবে, সবার জন্য স্বাধীন বিচার বিভাগ উন্মুক্ত থাকবে, বিনাবিচারে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না এবং দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা নাগরিক অধিকার সংরক্ষিত থাকবে। আইনের শাসন বাস্তবায়নের উল্লিখিত শর্তগুলোর মধ্যে একটিও আলতু মিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়নি। এই ঘটনাটি আইনের শাসনের অনুপস্থিতিকেই নির্দেশ করছে।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, আইনের শাসন বিদ্যমান থাকলে আলতু মিয়াকে এ অবিচারের শিকার হতে হতো না। যথাযথ বিচার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হলে অনেক আগেই তিনি জামিন বা নির্দোষ হিসেবে খালাস পেতেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ গত ৮ জুলাই, ২০১৫ সিলেট শহরতলির কুমারগাঁও এলাকায় চুরির অপবাদ দিয়ে কতিপয় পাষণ্ড নির্মম ও পৈশাচিক কায়দায় নির্যাতন করে রাজন নামের এক কিশোরকে হত্যা করে। পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত ১১ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করে আইনের হাতে সোপর্দ করে। বিচারশেষে আদালত অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করেন। কয়েকজন বেকসুর খালাস পান। *[দি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আইনের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. সাম্য প্রতিষ্ঠা কেন প্রয়োজন? ২

গ. সমাজের কোন উপাদানটির অভাবে কিশোর রাজনকে প্রাণ দিতে হলো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পুলিশের গৃহীত পদক্ষেপ এবং বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে অপরাধীদের সাজা প্রদান প্রমাণ করে সবাই আইনের অধীন— তুমি কি একমত? তোমার মতামত দাও। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজস্বীকৃত ও রাষ্ট্র অনুমোদিত নিয়মকানুনের সমষ্টি, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ রাষ্ট্রে নাগরিকদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্য প্রয়োজন।

সাম্যের অর্থ 'সুযোগ-সুবিধাদির' সমতা (Equality of opportunities)। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থাকে সাম্য বলে। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে যেসব বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো— আইনের শাসন, আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা, নৈতিকতার উন্নয়ন, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। জনকল্যাণ, ন্যায়বিচার ও মানবতার স্বার্থে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

গ নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে কিশোর রাজনকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

নৈতিক মূল্যবোধ সমাজের অন্যতম ভিত্তি। নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দ বোধের বিষয় যুক্ত। নৈতিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়েই মানুষ সত্যকে সত্য ও অন্যায়কে অন্যায় বলে এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকে। নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজে কেউ কাউকে শ্রদ্ধা বা সহযোগিতা করে না কিংবা কারো প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না। ওই সমাজে কোনো শৃঙ্খলাও থাকে না। তাই নৈতিক মূল্যবোধকে সব মূল্যবোধের চাবিকাঠি বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, চুরির অপবাদে সিলেটের কিশোর রাজনকে কয়েকজন পাষণ্ড নির্মমভাবে পিটিয়ে ও পৈশাচিক কায়দায় নির্যাতন করে হত্যা করে। শিশুটির মর্মান্তিক আর্তনাদ তাদের মনে বিন্দুমাত্র করুণার সঞ্চার করেনি।

এ ঘটনা ঐ নিপীড়ক মানুষগুলোর নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়কেই প্রমাণ করে। যারা নির্মমভাবে নিরপরাধ শিশু রাজনকে হত্যা করেছে, তাদের মধ্যে যদি নৈতিক মূল্যবোধ বলে কিছু থাকত তাহলে এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটতো না।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি পুলিশের গৃহীত পদক্ষেপ এবং আদালতের মাধ্যমে অপরাধীদের সাজা প্রদান প্রমাণ করে সবাই আইনের অধীন।

আইন হচ্ছে এমন আদেশ বা বিধিবিধান, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ তথা রাষ্ট্র তা অনুমোদন দেয়। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র কমবেশি আইনের সাথে সম্পৃক্ত। সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে আইন প্রণয়ন করা হয়। আর আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, ২০১৫ সালের ৮ জুলাই সিলেটে রাজন নামের এক কিশোরকে চুরির অপবাদ দিয়ে নির্মমভাবে হত্যায় জড়িত ১১ জনকে আদালত মৃত্যুদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেন। কয়েকজন আসামি বেকসুর খালাসও পান। আদালতে বিচার হওয়ার এ ঘটনা বাংলাদেশ সংবিধানের '৩৫ (৩) অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়েছে 'ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।' নাগরিকদের সবাই যে আইনের চোখে সমান তা এই অনুচ্ছেদ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। আদালত এভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাগরিক অধিকারকে সংরক্ষণ করে। উদ্দীপকের রাজন হত্যাকারীদের বিচারের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, রাজনের হত্যাকারীদের আইনের আওতায় এনে নিরপেক্ষ বিচারকাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সবাই যে আইনের অধীন তা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ জাফর সাহেব একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। নম্র, ভদ্র লোকটি সব সময় অন্যের কল্যাণের কথা ভাবেন। শত চেষ্টা করেও কেউ তাকে অনিয়ম করাতে পারেন না। সব মানুষ যাতে সুবিচার পায় সে বিষয়ে তিনি নিরন্তর চেষ্টা করেন। সৎ মানুষ জাফর সাহেবের খুবই পছন্দ। সব প্রকার ভালো কাজই তার কাছে প্রশংসনীয়। তিনি বিশ্বাস করেন, সৎ জীবন মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে এবং সমাজজীবনে প্রগতি আনে। *[কু. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. সামাজিক মূল্যবোধ কী? ১

খ. রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগসুবিধাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জাফর সাহেবের জীবনে সামাজিক মূল্যবোধের কী কী উপাদান ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক মূল্যবোধের উপাদান ছাড়াও তোমার পাঠ্যবইয়ের অন্যান্য সামাজিক মূল্যবোধের উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

খ রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাকে নাগরিক অধিকার বলে।

নাগরিক অধিকার হলো এমন কতগুলো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা (জীবনধারণ, চলাফেরা, মতপ্রকাশ, শিক্ষা, কর্ম ও ন্যায্য মজুরি লাভ, সম্পত্তি অর্জন ইত্যাদি অধিকার) যা রাষ্ট্রের সব নাগরিক ভোগ করে। এ অধিকারগুলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। নাগরিক অধিকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে ব্রিটিশ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক হ্যারল্ড জোসেফ লাস্কি (Harold Joseph Laski) বলেছেন, 'অধিকার হলো সমাজজীবনের সে সকল অবস্থা (সুযোগ-সুবিধা) যা ছাড়া মানুষ ব্যক্তি হিসেবে তার সম্ভাবনার পূর্ণ রূপ দিতে পারে না।' অধিকারের মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তির সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২৬ থেকে ৪৩ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে পর্যন্ত অনেকগুলো মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি কর্মকর্তা জাফর সাহেবের জীবনে সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে শিষ্টাচার, সহমর্মিতা, সততা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি উপাদান ফুটে উঠেছে।

মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহার, কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণকারী চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসমূহকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, শৃঙ্খলাবোধ, দানশীলতা, আতিথেয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক গুণের সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভালো-মন্দের বিচার করা হয়।

উদ্দীপকের জাফর সাহেবের নম্রতা ও ভদ্রতার দ্বারা সামাজিক শিষ্টাচার, অন্যের কল্যাণের কথা ভাবার দ্বারা সহমর্মিতা, সকল মানুষের সুবিচার পাওয়ার চেষ্টার দ্বারা ন্যায়বিচার, সৎ মানুষকে পছন্দ করার দ্বারা সততা ইত্যাদি সামাজিক মূল্যবোধের উপাদানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অতএব বলা যায়, জাফর সাহেবের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের অনেকগুলো উপাদান বিদ্যমান। সমাজজীবনে ন্যায়, মানবিকতা, ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য এসব মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ উদ্দীপকে জাফর সাহেবের জীবনে সামাজিক মূল্যবোধের (সামাজিক শিষ্টাচার, সহমর্মিতা, সততা ও ন্যায়বিচার প্রভৃতি) উপাদানের প্রতিফলন দেখা যায়। এগুলো ছাড়াও সামাজিক মূল্যবোধের অন্য উপাদানসমূহ হলো—

সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান হলো আইনের শাসন। ব্যক্তির স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার রক্ষার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। এটি প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রমের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক। সব ধরনের শ্রমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে শ্রমের মর্যাদা বলে। শ্রমের মর্যাদা সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি তরান্বিত করে। সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম ভিত্তি হলো শৃঙ্খলাবোধ। জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকার মনোভাব হচ্ছে শৃঙ্খলাবোধ। সমাজজীবনে কোনো মানুষই নিজ খেয়াল খুশিমতো চলতে পারে না। সমাজের শৃংখলা ও উন্নয়নের জন্য নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন অপরিহার্য। সমাজে বিশৃঙ্খলা থাকলে ব্যক্তির নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয় এবং সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তাই সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলার প্রয়োজন।

সহনশীলতা সুনাগরিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য সহনশীলতা অপরিহার্য। এটি সুখী ও সুন্দর সমাজ গঠনে সাহায্য করে। আমাদের ঐতিহ্যগত একটি সামাজিক মূল্যবোধ হলো আতিথেয়তা। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাদেরকে সাধ্যমত আপ্যায়ন করা সামাজিক মূল্যবোধের অংশ। এছাড়াও নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, জবাবদিহিতা, দানশীলতা প্রভৃতিও সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে একটি জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। একটি সুখী সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য উন্নত সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. রফিক সাহেব একজন কলেজ শিক্ষক। তিনি ভদ্র ও মার্জিত ব্যক্তি। তার বাড়িতে গৃহকর্মীসহ সবাই একই ধরনের রান্না করা খাবার খায়। অন্যদিকে, প্রতিবেশী রহমান সাহেবের বাড়িতে নিজেদের জন্য এক রকম এবং গৃহকর্মীদের জন্য অন্য রকম খাবার রান্না হয়।

[চি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]

ক. সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব কোন বিপ্লবের স্লোগান ছিল? ১

খ. সরকারের বিভাগসমূহের পৃথকভাবে কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়াকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রফিক সাহেবের পরিবারে কোন ধরনের সাম্য বিদ্যমান বলে মনে কর? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রহমান সাহেবের পরিবারে বিদ্যমান অবস্থা বজায় থাকলে কী রক্ষা করা কঠিন হবে ? মূল্যায়ন করো। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান ছিল।

খ সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে, যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। সরকারের এ বিভাগসমূহের পৃথক ও স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করার প্রক্রিয়াকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলে। এ নীতির অর্থ, প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা দেবে না বা হস্তক্ষেপ করবে না। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

গ উদ্দীপকের কলেজশিক্ষক মি. রফিক সাহেবের পরিবারে সামাজিক সাম্য বিদ্যমান বলে আমি মনে করি।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি কারণে যখন মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য করা হয় না, তখন তাকে সামাজিক সাম্য বলে। সামাজিক সাম্য বিদ্যমান থাকলে সবাই সমান সুবিধা ভোগ করে। এক্ষেত্রে সবার সামাজিক মর্যাদা একই রকম হয় এবং সমাজজীবনে কোনো বৈষম্য থাকে না।

উদ্দীপকের কলেজশিক্ষক মি. রফিক সাহেবের পরিবারে গৃহকর্মীসহ সবাই একই ধরনের রান্না করা খাবার খায়। অর্থাৎ তার বাড়ির গৃহকর্মীকে পরিবারের সদস্যদের থেকে আলাদা বিবেচনা করে ভিন্ন ধরনের খাবার খেতে দেওয়া হয় না। এটাই সামাজিক সাম্যের মূলকথা। একটি সভ্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজের জন্য সাম্য অপরিহার্য। সাম্য একটি সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রেখে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে। কলেজশিক্ষক রফিক সাহেবের পরিবারে সেই সাম্যের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।

সুতরাং বলা যায়, রফিক সাহেবের পরিবারে সামাজিক সাম্য বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের রহমান সাহেবের বাড়িতে গৃহকর্মীদের জন্য পরিবারের সদস্যদের থেকে ভিন্ন খাবার দেওয়া হয়, যা সামাজিক বৈষম্যকে নির্দেশ করে। রহমান সাহেবের পরিবারের বর্তমান অবস্থাটি বজায় থাকলে সমাজে সুশাসন রক্ষা করা কঠিন হবে।

সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় শাসনকাজ পরিচালনা করাকে সুশাসন (Good Governance) বলে। সুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে মতৈক্যভিত্তিক, অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন। এ ব্যবস্থায় অধিকার ও সুযোগসুবিধার প্রাপ্যতার দিক থেকে মানুষে মানুষে বৈষম্য থাকবে না। অন্যদিকে সাম্যহীন সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতা, আয় ও সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য বিরাজ করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বংশ, প্রভাব-প্রতিপত্তিভেদে মানুষে মানুষে পার্থক্য দেখা যায়। ফলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ কমে যায়, জবাবদিহিতা থাকে না এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মতো সমস্যাগুলো বেড়ে যায়। এগুলো সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে এবং রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়।

সামাজিক সাম্য বিদ্যমান থাকলে মানুষের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠ বিকাশ ঘটে এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। আর এগুলোর সবই সুশাসনের জন্য অপরিহার্য। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর অভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তাই বলা যায়, রহমান সাহেবের বাড়িতে বিদ্যমান অবস্থা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বজায় থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব শিবলী সর্বদা শিক্ষার্থীদের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন। তিনি সকল শিক্ষার্থীর সাথে একইরকম আচরণ করেন। কোনো কাজকেই তিনি ছোট মনে করেন না। সময়ের কাজ সময়ে করা তার অভ্যাস। অন্যদিকে, জনাব সিরাজ অবৈধ ব্যবসা করে রাতারাতি বড়লোক হয়েছেন। শ্রমিকদের তিনি নির্দয়ভাবে খাটান। গরিব, অসহায় কেউই তার কাছে সাহায্য চেয়ে পায় না। *[সি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

https://teachingbd24.com

ক. মূল্যবোধ কী? ১
খ. নৈতিকতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব শিবলীর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের কোন উপাদানগুলো অনুপস্থিত— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব সিরাজকে কী একজন মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ বলা যায়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভালো বা মন্দ মূল্যায়ন বা বিচার করার যে বোধ বা শক্তি মানুষের মাঝে বিরাজ করে সেটাই মূল্যবোধ।

খ সমাজের বিবেকের সাথে সংগতিপূর্ণ কতগুলো ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের সমষ্টিকে নৈতিকতা বলে। এটি মানুষের আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে।

নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Morality। যা ল্যাটিন Moralitas শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ আচরণ (manner), চরিত্র (character) বা যথার্থ আচরণ (proper behaviour)। ন্যায় ও সঠিক পথে থাকা হচ্ছে নৈতিকতা। এর প্রভাবে মানুষ আইন মেনে চলে, শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজ থেকে বিরত থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। নৈতিকতা মূলত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ব্যাপার। এর পিছনে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব থাকে না। বিবেকের দংশনই নৈতিকতার বড় রক্ষাকবচ।

গ জনাব শিবলীর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের সহনশীলতা, আইনের শাসন, নীতি ও ঔচিত্যবোধ, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্য, জবাবদিহিতা প্রভৃতি উপাদানের অনুপস্থিতি রয়েছে।

সামাজিক মূল্যবোধ হলো সেসব রীতিনীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি তার সমাজের কাছ থেকে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে। সামাজিক মূল্যবোধের উপাদানগুলো হলো- ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, আইনের শাসন, নীতি ও ঔচিত্যবোধ, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্য, সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখি চিন্তা, জবাবদিহিতা প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, জনাব শিবলীর মধ্যে শিক্ষার্থীদের কল্যাণের কথা চিন্তার দ্বারা সহমর্মিতা; শিক্ষার্থীদের সাথে একইরকম আচরণের দ্বারা ন্যায়বিচারের গুণ প্রকাশ পেয়েছে। আবার, কোনো কাজকে ছোট মনে না করা দ্বারা শ্রমের মর্যাদা এবং সময়ের কাজ সময়ে করা দ্বারা শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি সামাজিক মূল্যবোধের উপাদানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অতএব বলা যায়, জনাব শিবলীর মধ্যে সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার, শ্রমের মর্যাদা ও শৃঙ্খলাবোধের উপস্থিতি থাকলেও সহনশীলতা, আইনের শাসন, নীতি ও ঔচিত্যবোধ, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্য, সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখী চিন্তা, জবাবদিহিতা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উপাদান অনুপস্থিত রয়েছে।

ঘ না, জনাব সিরাজকে মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ বলা যায় না। যে সকল যুক্তিতে জনাব সিরাজকে মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ বলা যায় না তা হলো—

মূল্যবোধ হলো সমাজের প্রচলিত কিছু ধারণা, বিশ্বাস ও রীতিনীতির সমষ্টি যা দ্বারা সমাজে বসবাসরত জনগণ প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়। মূল্যবোধের অন্যতম একটি শ্রেণি হলো নৈতিক মূল্যবোধ। মানুষ ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য করে থাকে নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা। সত্যকে সত্য বলা, অন্যায়কে অন্যায় বলা, অন্যায় থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি নির্ধারিত হয় নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা। উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সিরাজ অবৈধ ব্যবসা করে রাতারাতি বড়লোক হয়েছেন। তার এ কার্যটির মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের কোনো লক্ষণ নেই বরং এটি হলো নৈতিক অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশ।

অন্যদিকে, সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, শৃঙ্খলাবোধ, দানশীলতা, আতিথেয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণের সমষ্টি। উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সিরাজ শ্রমিকদের প্রতি অত্যাচার করেন এবং সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করেন না। তার এ কার্যগুলো শ্রমের মর্যাদা ও সহনশীলতার বিপরীত রূপ। অর্থাৎ তার আচরণে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ও পরিলক্ষিত হয়।

এ সকল যুক্তিতে জনাব সিরাজকে মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ বলা যায় না, বরং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়সম্পন্ন মানুষ বলে আখ্যায়িত করাই শ্রেয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ ড. মল্লিক পেশায় একজন আইনজীবী। দীর্ঘ পেশাজীবনে আইন বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন। তিনি মনে করেন কেবল আইনই স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে না। মানুষ বিবেকবোধ, ন্যায়নীতি, উচিত-অনুচিতের দ্বারাও পরিচালিত হয়। সেগুলো আইন থেকে পৃথক। ড. মল্লিক বিশ্বাস করেন সমাজে যদি বৈষম্য বিরাজ করে তাহলে স্বাধীনতা কখনও ফলপ্রসূ হয় না। *[দি. বো. '১৬ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. মূল্যবোধ কী? ১
খ. আইনের অনুশাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে ড. মল্লিক বিবেকবোধ, ন্যায়নীতিকে আইন থেকে পৃথক বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ড. মল্লিকের বিশ্বাসের সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

খ আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবার সমান হওয়া এবং সব কিছুর ওপরে আইনের প্রাধান্যের স্বীকৃতিকে বোঝায়।

আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি এবং ছোট বড় নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান।

গ উদ্দীপকের ড. মল্লিক আইনজ্ঞ হিসেবে তার জ্ঞানের আলোকে আইন থেকে ন্যায়নীতি ও বিবেকবোধকে পৃথক বলেছেন।

আইনের সাধারণ অর্থ হলো নিয়মকানুন বা বিধিবিধান। পৌরনীতিতে আইন হচ্ছে— নাগরিকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু বিধানের সমষ্টি যা রাষ্ট্র ও সমাজের মাধ্যমে গৃহীত, সমর্থিত এবং জনকল্যাণের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু মানুষের এমন কিছু আচরণ আছে যা আইন দ্বারা সীমাবন্ধ করা সম্ভব নয় এবং সেসব আচরণের লঙ্ঘন প্রথাগত আইনে অপরাধও নয়। মানুষের এ ধরনের আচরণ নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত। কেননা, নৈতিকতা মূলত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ব্যাপার। এটি মানুষের মন থেকে উৎসারিত হয়। এর ভিত্তিতে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিবেচনা করতে পারে। যারা নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত হন, তারা স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই দুর্নীতিসহ বেআইনি ও অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকেন। এর সঙ্গে আইনের সম্পর্ক নেই। উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ গুরুজনদের সম্মান করেন, অসহায়দের সাহায্য করেন, পিতা-মাতার সেবা করেন, ছোটদের স্নেহ করেন। বিবেকের দংশনই নৈতিকতার বড় রক্ষাকবচ।

পরিশেষে বলা যায়, আইনকে যেমন লিখিত কাঠামোগত রূপ দেওয়া যায়, নৈতিকতাবোধ বা বিবেকবোধকে তেমন বাহ্যিক রূপদান সম্ভব নয়। এটা শুধুমাত্র মানসিক বিষয়। এ কারণে সঙ্গতভাবেই আইন থেকে ন্যায়নীতি ও বিবেকবোধ আলাদা।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের অভিজ্ঞ আইনজীবী ড. মল্লিকের বিশ্বাসের সাথে আমি একমত।

সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে মানুষের ইচ্ছামতো কোনোকিছু করা বা না করার অধিকারকে বোঝায়। কিন্তু, পৌরনীতিতে স্বাধীনতাকে এ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয় না। পৌরনীতিতে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করা। আর সাম্য অর্থ সমতা। সমাজে সবাইকে যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সুযোগ দেওয়াই সাম্য। সাম্যের অনুপস্থিতিতে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

Teachingbd24.com

সমাজে বৈষম্য বিরাজ করলে স্বাধীনতা কখনো ফলপ্রসূ হয় না- আইনজীবী ড. মল্লিকের এ বিশ্বাস সঠিক। তিনি মূলত সাম্য ও স্বাধীনতার পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। বাস্তবে সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর নির্ভরশীল। সাম্য ছাড়া যেমন স্বাধীনতা কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা ছাড়া সাম্যের কথা ভাবা যায় না। তাই একটি রাষ্ট্র যত সাম্যভিত্তিক হয় সেখানে স্বাধীনতা তত নিশ্চিত হয়। সাম্য ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তিরূপে কাজ করে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দুটি বিষয়ই দরকার। সাম্য সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করে, আর স্বাধীনতা সবার সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার ও সুযোগ দান করে। অর্থাৎ, সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক।

সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজে যদি বৈষম্য বিরাজ করে অর্থাৎ সাম্য না থাকে, তাহলে স্বাধীনতা কখনো ফলপ্রসূ হয় না। তাই আমি ড. মল্লিকের বিশ্বাসের সাথে একমত।

প্রশ্ন ▶ ১৯ সোহেল একজন মেধাবী ছাত্র ও ক্রীড়াবিদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হলো, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তার দু'পায়ের গোড়ালি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন তার উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন। এ সংবাদ পাওয়ার পর কলেজের ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবকসহ এলাকার সর্বস্তরের মানুষ তার পাশে এসে দাঁড়ায়। দীর্ঘ চিকিৎসার শেষে কিছুদিন হলো সোহেল সবার মাঝে ফিরে এসেছে। *[বি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. সাম্য কী? ১

খ. অধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সোহেলের প্রতি সবার আচরণে কোন মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সোহেলের প্রতি সবার এ ধরনের আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্যের অর্থ 'সুযোগ-সুবিধাদির' সমতা (Equality of opportunities)। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

খ অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য সমাজ এবং রাষ্ট্রের তরফ থেকে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা। অধিকার কথাটির পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। একজন নাগরিকের জন্য প্রয়োজনীয় সব সুযোগসুবিধাই এর অন্তর্ভুক্ত। অধিকারের মূল লক্ষ্য নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। রাষ্ট্র কোনো বিষয়কে অধিকার হিসেবে তখনই বিবেচনায় নেয়, যখন সেটি সবার জন্য কল্যাণকর মনে হয়। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ, এমন কোনো দাবি অধিকার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও মত প্রকাশ, পরিবার গঠন, শিক্ষালাভ, নির্বাচনে ভোট দান প্রভৃতি নাগরিকের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সোহেলের প্রতি সকলের আচরণে সামাজিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহার, কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী চিন্তা, ভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসমূহকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ, দানশীলতা, আতিথেয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক গুণের সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভালো-মন্দের বিচার করা হয়।

উদ্দীপকের সোহেল একজন মেধাবী ছাত্র ও ক্রীড়াবিদ। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সময় দুর্ভাগ্যবশত তার দু'পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলেজের ছাত্র-শিক্ষক, এলাকার অভিভাবকসহ সর্বস্তরের মানুষ উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সাহায্য করে। দীর্ঘ চিকিৎসার পরে সোহেল আবার সবার মধ্যে ফিরে আসে। এ ঘটনাটি সামাজিক মূল্যবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কেননা সামাজিক মূল্যবোধের অনেকগুলো উপাদানের মধ্যে রয়েছে সহনশীলতা, সহমর্মিতা, দানশীলতা, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্য। সোহেলের ক্ষেত্রে উল্লিখিত উপাদানগুলোর প্রায় সবগুলোরই উপস্থিতি দেখা যায়। এ কারণে আমরা সুস্পষ্টভাবেই বলতে পারি, সোহেলের প্রতি তার সহপাঠীসহ আশপাশের মানুষের আচরণে সামাজিক মূল্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ কলেজ শিক্ষার্থী সোহেলের প্রতি সবার সহযোগিতামূলক আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রভাব ফেলবে।

সামাজিক মূল্যবোধ ও সুশাসন পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। আর যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, সবার অংশগ্রহণের সুযোগ, বাক ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাকে সুশাসন বলে। অন্যদিকে সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি হলো সামাজিক ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, আইনের শাসন, শ্রমের মর্যাদা, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্য ইত্যাদি। মূল্যবোধের এসব উপাদান সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

উদ্দীপকে আমরা সোহেলের ঘটনার ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধের নিদর্শন দেখতে পাই। সোহেল খেলতে গিয়ে আহত হলে তার সাহায্যার্থে সমাজের সর্বস্তরের লোক এগিয়ে আসে এবং এর ফলে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এ ঘটনার শিক্ষা থেকে আমরা বলতে পারি, জনগণ যদি উন্নত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন হয়, তবে তারা বুঝতে পারে কোন কাজটা করণীয়, কোনটা বর্জনীয়। নাগরিকদের সচেতনতা ও কর্তব্যপরায়ণতা সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক। সোহেলের প্রতি এলাকাবাসীর আচরণে সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ প্রকাশ পায়, আর এ রকম পরিবেশই সুশাসনের জন্য সহায়ক।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে সোহেলের প্রতি সবার আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

প্রশ্ন ▶ ২০ 'ক' নামক রাষ্ট্রটিতে বর্তমানে আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু একসময় এখানকার কৃষ্ণাঙ্গরা বর্ণবাদের শিকার হয়েছিল। তারা শ্বেতাঙ্গদের সাথে একই স্কুলে পড়াশুনা, একই ট্রেনে যাতায়াত ও একই মাঠে খেলাধুলা করতে পারতো না। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের জন্য পৃথক আইন ছিল। এসবের প্রতিবাদে সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলেন। এ জন্য শীর্ষ নেতৃত্বকে কারাবরণ করতে হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত বৈষম্যের অবসান ঘটেছে। *[বি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. জনমতের কয়েকটি বাহনের নাম লেখ। ১

খ. 'সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন'— কেন? ২

গ. 'ক' নামক রাষ্ট্রের নির্যাতিত জনগোষ্ঠী কোন ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতৃত্বের ভূমিকা সমাজ ও রাষ্ট্রে যে পরিবর্তন আনবে তা মূল্যায়ন করো। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমতের কয়েকটি বাহন হচ্ছে— পরিবার, রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইনসভা ইত্যাদি।

খ সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিবিড়। সাম্য নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। আবার সমাজে সাম্য না থাকলে স্বাধীনতা অর্জন করা বা বজায় রাখা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা সাম্যের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ বৈষম্যহীনভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে। স্বাধীনতা থাকলে সাম্যের এই আদর্শ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় কারণ, স্বাধীনতা সবাইকে সমানভাবে সমাজের সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার দেয়। এ সুযোগ না থাকলে স্বাধীনতা নাগরিকের কাছে অর্থবহ হয় না। তাই বলা হয়, সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন।

teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের 'ক' নামের রাষ্ট্রের নির্যাতিত জনগোষ্ঠী সামাজিক সাম্য থেকে বঞ্চিত ছিল।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও পেশাগত কারণে যখন মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য করা হয় না তখন তাকে সামাজিক সাম্য বলে। সামাজিক সাম্যের মূল কথা হলো, সমাজে বসবাসরত সকল মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'ক' নামক রাষ্ট্রটিতে বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এক সময় সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ শ্রেণি শ্বেতাঙ্গদের হাতে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সাথে একই স্কুলে পড়াশোনা, একই ট্রেনে যাতায়াত ও একই মাঠে খেলাধুলা করতে পারত না। কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য পৃথক আইন ছিল। উল্লিখিত চিত্রটি সামাজিক বৈষম্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা, সামাজিক সাম্যের মূল কথা হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান সুযোগ দেওয়া। কিন্তু উদ্দীপকের ঘটনাটি পুরোপুরি উল্টো। যেখানে বর্ণবাদের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, 'ক' রাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ শ্রেণি সামাজিক সাম্য থেকে বঞ্চিত ছিল।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগ্রামী নেতৃত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রে বৈষম্য দূর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করাই নেতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা ও সংকট সমাধানে সুযোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই। কেননা, দক্ষ নেতৃত্বই সমাজ ও দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে পারে। উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতৃত্বকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যায়। তারা নিজেদের রাষ্ট্রে বিদ্যমান বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটাতে সফল হয়েছেন। এ ধরনের নেতৃত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের আরও যে সব পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারবে তা নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. রাষ্ট্রের জন্য গণমুখী, কল্যাণকর নীতি গ্রহণ করা। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অন্যতম কাজ হলো রাষ্ট্রীয় নীতি স্থির করা। সংশ্লিষ্ট সংগ্রামী নেতারা ভবিষ্যতে ক্ষমতায় গিয়ে দেশের জন্য মঙ্গলজনক নীতি গ্রহণ করতে পারবেন। রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে কোন কোন বিষয় প্রাধান্য পাবে সে সিদ্ধান্ত তারাই নেবেন। ২. প্রচারণার মাধ্যমে জনমত গঠন করা। অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতারা দূরদর্শী বক্তব্য দিয়ে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলবেন। ৩. গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করা। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে মেনে নেওয়া, পরমতসহিষ্ণুতা, সহনশীলতা ইত্যাদি আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে নেতারা সমাজ ও দেশে গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্তার ঘটাতে পারবেন। ৪. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা। সুযোগ্য, সম্মোহনী ক্ষমতাসম্পন্ন নেতারা বক্তব্য-বিবৃতি এবং প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবেন।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের নেতাদের মতো দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিত করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ২১ ছকটি দেখ এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

[ঢাকা কলেজ ▌প্রশ্ন নং ৪]

ক. উপরের ছক বা চিত্রটি দ্বারা কী দেখানো হয়েছে? ১

খ. উড্রো উইলসন প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞাটি লেখ। ২

গ. আইন মেনে চলা হয় কেন? রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মন্তব্য উল্লেখ করে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারেনা" জন লকের এই উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপরের ছক বা চিত্রটি দ্বারা আইনের বিভিন্ন উৎস দেখানো হয়েছে।

খ আইনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।

উড্রো উইলসনের মতে, আইন হলো মানুষের চিন্তাধারা ও অভ্যাসের সেই অংশ যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যার পেছনে সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সমর্থন রয়েছে।

গ বিভিন্ন কারণে আইন মেনে চলা হয়।

আইন কেন মেনে চলা হয়? এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে। হবস, বেন্থাম, জন অস্টিন প্রমুখ লেখক মনে করেন, মানুষ আইন মেনে চলে শাস্তির ভয়ে। হবসের মতে, আইন না মেনে চললে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এজন্যই মানুষ আইন মেনে চলে। অস্টিনের মতে, লোকে আইন মেনে চলে, কেননা তা রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত এবং প্রযুক্ত। অইন ভঙ্গ করতে অভিযুক্ত এবং শাস্তি পেতে হয়। লর্ড ব্রাইস মনে করেন, নির্লিপ্ত, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, শাস্তির ভয় এবং যৌক্তিকতার উপলব্ধি এই পাঁচটি কারণে মানুষ আইন মেনে চলে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের উল্লিখিত মন্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার উপভোগ করতে সাহায্য করা স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা এবং সুন্দর সুশৃঙ্খল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গঠনে সাহায্য করে বলেই মানুষ আইন মেনে চলে। আইনের উপস্থিতি ছাড়া মানুষের পক্ষে উৎকৃষ্ট জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এজন্য এরিস্টটল বলেছেন মানুষ যখন আইন ও নৈতিকতা থেকে দূরে থাকে তখন সে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়। জন লক বলেছেন, যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। আইন স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক। আর এ সকল কারণেই মানুষ আইন মেনে চলে।

ঘ 'যেখানে আইন থাকেনা সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না— জন লকের এ উক্তিটি যথার্থ।

ব্রিটিশ রাষ্ট্র দার্শনিক লক বলেছেন, যেখানে আইন থাকে না। সেখানে স্বাদীনতা থাকতে পারে না। তার এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করতে দেখা যায় আইন স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে। যেমন— আমাদের বাঁচার স্বাধীনতা রয়েছে। আইন আছে বলেই আমরা সবাই বাঁচার স্বাধীনতা রয়েছে। আইন আছে বলেই আমরা সবাই বাঁচার স্বাধীনতা ভোগ করছি। আইনের কর্তৃত্ব আছে বলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠে। আইনের অবর্তমানে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার পরিণত হয়। সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ থাকার কারণে সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ জনগণের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে না। স্বাধীনতা লঙ্ঘন ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতে সাংবিধানিক ও সাধারণ আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

আইন স্বাধীনতার অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। পিতা-মাতা যেমন অভিভাবক হিসেবে সন্তানদের সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে নিরাপদে রাখেন ঠিক তেমনি আইন সর্বপ্রকার বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। এক একটি আইন এক একটি স্বাধীনতা। আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই সবাই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। এছাড়া আইন নাগরিকের স্বাধীনতা সম্প্রসারিত করে। সুন্দর শান্তিময়, সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য যা প্রয়োজন তা আইনের দ্বারা সৃষ্টি হয়। এসব কাজ করতে গিয়ে যদিও আইন স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনতা তাতে সম্প্রসারিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় আইনবিহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। আর এ কারণেই জন লকের প্রশ্নোক্ত উক্তিটি সঠিক।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২২ ফাহাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ডাক্তার বলেন তার ক্যান্সার হয়েছে। উন্নত চিকিৎসা পেলে সে সুস্থ হয়ে যাবে। এ সংবাদ পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অভিভাবকসহ এলাকার সর্বস্তরের মানুষ তার পাশে এসে দাঁড়ায়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর সে আবার সবার মাঝে ফিরে আসে।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪]

ক. সাম্য কী? ১

খ. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ফাহাদের প্রতি সকলের আচরণে কোণ মূল্যবোধের প্রকাশ ঘঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফাহাদের প্রতি এ ধরনের আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে? ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্যের অর্থ 'সুযোগ-সুবিধাদির' সমতা (Equality of opportunities)। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

খ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হলো একটি আদর্শ ব্যবস্থার ফসল যা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

গণতান্ত্রিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অনুশীলন ও দার্শনিকদের লেখনীর মাধ্যমে। গণতন্ত্রের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। গণতন্ত্রের ধারণার সাথে কতকগুলো নীতি, আদর্শ এবং আচরণবিধি জড়িত থাকে যেগুলোকে গণতন্ত্রকামী জনগণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় তাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ফাহাদের প্রতি সকলের আচরণে সামাজিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ, দানশীলতা, আতিথেয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক গুণের সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভালো-মন্দের বিচার করা হয়।

উদ্দীপকের ফাহাদ একজন মেধাবী ছাত্র ও ক্রীড়াবিদ। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সময় দুর্ভাগ্যবশত তার দু'পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলেজের ছাত্র-শিক্ষক, এলাকার অভিভাবকসহ সর্বস্তরের মানুষ উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সাহায্য করে। দীর্ঘ চিকিৎসার পরে সোহেল আবার সবার মধ্যে ফিরে আসে। এ ঘটনাটি সামাজিক মূল্যবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কেননা সামাজিক মূল্যবোধের অনেকগুলো উপাদানের মধ্যে রয়েছে সহনশীলতা, সহমর্মিতা, দানশীলতা, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্য। উদ্দীপকে ফাহাদকে সাহায্যের ক্ষেত্রে সবার মধ্যে উল্লিখিত উপাদানগুলোর প্রায় সবগুলোরই উপস্থিতি দেখা যায়। এ কারণে আমরা সুস্পষ্টভাবেই বলতে পারি, ফাহাদের প্রতি তার সহপাঠীসহ আশপাশের মানুষের আচরণে সামাজিক মূল্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ কলেজ শিক্ষার্থী ফাহাদের প্রতি সবার সহযোগিতামূলক আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রভাব ফেলবে।

সামাজিক মূল্যবোধ ও সুশাসন পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। আর যে শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, সবার অংশগ্রহণের সুযোগ, বাক ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাকে সুশাসন বলে। অন্যদিকে সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি হলো সামাজিক ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, আইনের শাসন, শ্রমের মর্যাদা, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্য ইত্যাদি। মূল্যবোধের এসব উপাদান সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

উদ্দীপকে আমরা ফাহাদের ঘটনার ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধের নিদর্শন দেখতে পাই। ফাহাদ খেলতে গিয়ে আহত হলে তার সাহায্যার্থে সমাজের সর্বস্তরের লোক এগিয়ে আসে এবং এর ফলে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এ ঘটনার শিক্ষা থেকে আমরা বলতে পারি, জনগণ যদি উন্নত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন হয়, তবে তারা বুঝতে পারে কোন কাজটা করণীয়, কোনটা বর্জনীয়। নাগরিকদের সচেতনতা ও কর্তব্যপরায়ণতা সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক। ফাহাদের প্রতি এলাকাবাসীর আচরণে সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ প্রকাশ পায়, আর এ রকম পরিবেশই সুশাসনের জন্য সহায়ক।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ফাহাদের প্রতি সবার আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ অতসী আইন বিষয়ে পড়াশোনা করছে। হঠাৎ তার বাবা মারা গেলে তারা আর্থিক অনটনে পড়ে। চাচারা ও মামারা কেউ তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। উভয় পক্ষ তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার টালবাহানা শুরু করে। অতঃপর সে বান্ধবীদের সাথে আলোচনা করে সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মামলা করে। সে সম্পত্তি ফিরে পায়।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫]

ক. স্বাধীনতা বলতে কী বুঝায়? ১

খ. আইনের উৎস হিসাবে প্রথা বর্ণনা কর। ২

গ. অতসীর সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকার আইনের কোন উৎসের কারণে সম্ভব হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত উৎস ছাড়া আইনের আরও উৎস রয়েছে— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের কাজে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করার অধিকারই হলো স্বাধীনতা।

খ আইনের একটি সুপ্রাচীন উৎস হলো প্রথা।

প্রাচীনকাল থেকে যেসব আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজে অধিকাংশ জনগণ কর্তৃক সমর্থিত, স্বীকৃত ও পালিত হয়ে আসছে, তাকে প্রথা বলে। প্রাচীনকালে কোনো আইনের অস্তিত ছিল না। তখন প্রচলিত প্রথা অভ্যাস ও রীতি-নীতির সাহায্য মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো। কালক্রমে অনেক প্রথাই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে আইনের মর্যাদা অর্জন করে। গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ আইন প্রথাভিত্তিক।

গ অতসীর সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকার আইনের অন্যতম উৎস ধর্মের কারণে সম্ভব হয়েছে।

ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের জীবনবোধের খুব গভীরে নিহিত থাকায় অনেক বিধি-নিষেধ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এ সমস্ত ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ রাষ্ট্রীয় সমর্থন লাভ করে পরে আইনে পরিণত হয়। মুসলিম আইন প্রধানত কুরআন ও সুন্নাহর ওপর নির্ভরশীল। পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনগুলো মূলত ধর্ম থেকে এসেছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, অতসীর বাবা মারা গেলে তার চাচা ও মামারা তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার চেস্টা করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অতসী সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মামলা করে এবং সম্পত্তি ফিরে পায়। যেহেতু পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনগুলো মূলত ধর্ম থেকে এসেছে সেহেতু বলা যায় অতসীর সম্পত্তি প্রাপ্তি অধিকার আইনের অন্যতম উৎস ধর্মের কারণে সম্ভব হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে শুধুমাত্র আইনের ধর্মীয় উৎসের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ উৎস ছাড়াও আইনের আরও অনেক উৎস রয়েছে।

আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো প্রথা। সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও লোকাচার প্রথা হিসেবে গণ্য। ইংল্যান্ডের সাধারণ আইনগুলো প্রথা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক যুগে আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো আইনসভা। রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অজ্ঞ হিসেবে আইনসভা আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইন সংশোধন ও

https://teachingbd24.com

অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল করে থাকে। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনে পরোক্ষভাবে জনসমর্থন থাকে। সংবিধান আইনের সর্বোচ্চ উৎস হিসেবে পরিগণিত। লিখিত সংবিধানে সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতার পরিধি ও জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে। সাংবিধানিক আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, কাঠামো, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করে।

জনমত আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে পরিগণিত। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা আইনসভায় আইন প্রণয়ন করে থাকেন। এ জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ওপেনহেইম জনমতকে আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন। বিচারকগণ অনেক সময় প্রচলিত আইনে বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। তখন তারা নিজেদের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি দিয়ে মামলার নিষ্পত্তি করেন। এভাবে বিচারকের ন্যায়বোধ আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, নির্বাহী ঘোষণা ও ডিক্রি আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে।

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, ধর্ম ছাড়াও আইনের আরও একাধিক উৎস রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ ঢাকুয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দেখার জন্য ছদ্মবেশে এলাকায় ঘুরে বেড়ান। তিনি জনগণের সাথে সরাসরি কথা বলেন। কার কী সমস্যা শোনেন। সমাজে যে কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তিনি নিজ উদ্যোগে সততার সাথে তা মীমাংসা করেন। তিনি সকলের মতামতকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেন।

[নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ২]

ক. আইন কোন শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে? ১

খ. 'সুশাসনে শ্রমের মর্যাদা প্রদান করা হয়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শফিকুল ইসলাম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন তা ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও মূল্যবোধের অনেক বিষয় জড়িত-বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন ফারসি শব্দ থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে।

খ মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান হলো শ্রমের মর্যাদা প্রদান। নাগরিকের শ্রমের মাধ্যমে সুশাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় বলে সুশাসনে শ্রমের মর্যাদা প্রদান করা হয়।

সমাজের প্রত্যেকের শ্রম সমানভাবে মূল্যবান। কারণ প্রতিটি মানুষের শ্রমের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। অতএব কারও শ্রমকেই ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। অর্থাৎ, যে জাতি যত উন্নত সে জাতি তত বেশি শ্রমের মর্যাদা দেয় এবং সুশাসনে শ্রমের মাধ্যমে ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারিত হয়।

গ চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের দায়িত্বশীলতা, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে কর্তব্য পালন, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার ও নাগরিক উভয়েরই দায়দায়িত্ব রয়েছে। সরকার এবং নাগরিকগণ যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্বপালন করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চাই নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকার নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। শৃঙ্খলা সুন্দর ও সমৃদ্ধির প্রতীক। যে সমাজ যতবেশি সুশৃঙ্খল সে সমাজ তত বেশি সমৃদ্ধ। শৃঙ্খলাবোধ সমাজ জীবনে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। সহনশীলতা শ্রেষ্ঠ মানবীয় গুণ। সহনশীলতা মানুষকে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিতে শেখায়। যার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয় এবং সমাজে শান্তি বিরাজ করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকুয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দেখার জন্য ছদ্মবেশে এলাকায় ঘুরে বেড়ান। জনগণের সাথে সরাসরি কথা বলেন। তিনি সমাজের দ্বন্দ্বগুলো মীমাংসা করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। সকলের মতামতকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলামের মধ্যে দায়িত্বশীলতা, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, শৃঙ্খলাবোধ ও সহনশীলতা প্রভৃতি বিষয়ের প্রকাশ ঘটে।

সুতরাং বলা যায়, শফিকুল ইসলাম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের দায়িত্বশীলতা, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনাব শফিকুল ইসলাম কর্তৃক অনুসৃত মূল্যবোধের বিষয়গুলো ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে।

উদ্দীপকের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের যেসকল বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন তা হলো দায়িত্বশীলতা, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, শৃঙ্খলাবোধ ও সহনশীলতা। উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও মূল্যবোধের আরো অনেক বিষয় আছে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নীতি ও ঔচিত্যবোধ মূল্যবোধের অন্যতম বিষয়। নীতি ও ঔচিত্যবোধ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ প্রভৃতি পার্থক্য করতে শেখায় এবং ন্যায়, ভালো ও বৈধ পথে চলতে উৎসাহিত করে। সমাজের নাগরিকদের আচার-আচরণ, কর্মকাণ্ড, নীতি ও ঔচিত্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চাই সামাজিক ন্যায়বিচার। সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতি অনুসরণ করাকে বোঝায়। সামাজিক ন্যায় বিচার ব্যক্তির মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করে সুশাসনের পথ সুগম করে। জবাবদিহিতা সুশাসনের অন্যতম প্রধান শর্ত। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে সমাজ, রাষ্ট্রীয় জীবন সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়।

সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ নাগরিকের শ্রেষ্ঠগুণ। নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যপরায়ণতা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব না। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকদের সচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে। আইনের শাসন হচ্ছে সুশাসন ও মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান। আইনের দৃষ্টি সকলেই সমান। এখানে ধনী-গরিব সকলেই একই অপরাধের জন্য সমানভাবে শাস্তিযোগ্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল্যবোধের উপাদানগুলো আইনের শাসন কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের যেসকল বিষয়ের উপরগুরুত্ব প্রদান করেছেন সেগুলো ছাড়া আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিচারক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে জান্নাত। জান্নাত একটি জেলার বিচারক হিসেবে কর্মরত। তিনি বিচরসংক্রান্ত কাজে কখনো কোনো সমস্যায় পড়লে মীমাংসার জন্য অনেক পুরনো বই পত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি এ বইপুস্তকগুলোকে আইনের গ্রন্থ বলে মনে করেন।

[নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ৩]

ক. সাম্য কী? ১

খ. 'জনমত আইনের অন্যতম উৎস' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বিচারক 'জান্নাত' সমস্যায় পড়লে বিচার সংক্রান্ত কাজে আইনের কোন উৎসটির সাহায্য নেন? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. বিচারক 'জান্নাত' ন্যায়বোধ থেকেও বিচার পরিচালনা করতে পারেন- বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্যের অর্থ সুযোগ-সুবিধার সমতা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে বলে সাম্য।

https://teachingbd24.com

খ জনমত আইনের অন্যতম উৎস। কারণ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকে ভিত্তি করেই আইনসভায় আইন প্রণয়ন করা হয়।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন পরিষদের সদস্যরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। এজন্য জনমতকে উপেক্ষা করে আইনসভা আইন পাস করতে পারে না। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনে জনমতের প্রতিফলন না ঘটলে সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠতে পারে এবং সরকার পতন হতে পারে। তাই আইন প্রণয়নের সময় জনমতের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়। অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আইনসভার সদস্যরা আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে জনমতের বিষয়টিই মাথায় রাখেন।

গ বিচারক 'জান্নাত' সমস্যায় পড়লে বিচার সংক্রান্ত কাজে আইনের 'বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা' বা 'আইনবিদদের গ্রন্থ' উৎসটির সাহায্য নেন।

আইন সম্পর্কে বিভিন্ন আইনবিদ ও পন্ডিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থে আইনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা রয়েছে। যেমন— ব্লাকস্টোনের 'কমেনটারিজ অন দি লজ অব ইংল্যান্ড'; অধ্যাপক ডাইসি'র 'ল অব দি কনস্টিটিউশন' ইত্যাদি। এসব গ্রন্থ আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিচারকগণ বিচার করতে গিয়ে আইনসংক্রান্ত কোনো সমস্যায় পড়লে তা মীমাংসার জন্য এসব পুস্তকের বিধান গ্রহণ করে থাকেন এবং পরবর্তীতে তা আইনে পরিণত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিচারক 'জান্নাত' বিচার সংক্রান্ত কাজে কখনো কোনো সমস্যায় পড়লে মীমাংসার জন্য অনেক পুরনো বই পত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। বিচারক জান্নাতের বিচারকার্যে সাহায্য নেওয়ার বইপত্র আইনের উৎস 'বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা' বা 'আইনবিদদের গ্রন্থ'কে নির্দেশ করে।

ঘ বিচারক জান্নাত 'ন্যায়বোধ' থেকেও বিচার পরিচালনা করতে পারেন- কথাটি যথার্থ।

বিচারকের দায়িত্ব ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেক সময় বিচারকগণ বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন। কোনো মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে বিচারক অনেক সময় লক্ষ করেন প্রচলিত আইনের আলোকে মামলাটি নিষ্পত্তি করা সম্ভব না। কারণ প্রচলিত আইন মামলাটির জন্য প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে বিচারকরা বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা বা আইনবিদদের গ্রন্থ, ন্যায়বোধ প্রভৃতির সাহায্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করেন।

উদ্দীপকের বিচারক জান্নাত বিচারকার্য সম্পন্ন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে আইনবিদের গ্রন্থের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সাহায্য গ্রহণ করে বিচারকার্য সম্পাদন করেন। তবে বিচারক জান্নাত ন্যায়বোধের সাহায্যেও বিচার পরিচালনা করতে পারেন। তিনি যদি বিচার করতে গিয়ে দেখেন মামলাটির জন্য প্রচলিত আইন প্রযোজ্য নয়, তখন সততা, ন্যায় ও নীতিবোধের আলোকে নতুন আইন তৈরি করে মামলার বিচার করতে পারেন। এদিক থেকে বিচারকের ন্যায়বোধের আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিচারক জান্নাত বিচার পরিচালনায় আইনগত কোনো সমস্যায় পড়লে তিনি ন্যায়বোধ থেকেও বিচার পরিচালনা করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ২৬ সম্পত্তি নিয়ে ভাই রাজু, সাজু এবং বোন রিনার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়। রিনা অভিযোগ করে যে ভাইরা তাকে সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। আদালত দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিষয়টি মীমাংস করে। এতে রিনা তার ন্যায্য সম্পত্তির অধিকার ফিরে যায়। *[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. সাম্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি যে আইনের মাধ্যমে মীমাংসা হয়েছে তার উৎস ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উক্ত উৎস ছাড়াও আরও বিভিন্ন উৎস হতে আইন তৈরি হতে পারে— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Liberty।

খ সাম্য বা Equality বলতে আমরা বুঝি, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না এবং সকলেই সমান মর্যাদা লাভ করবে। অর্থাৎ সাম্য বলতে সে সামাজিক পরিবেশকে বোঝায় যেখানে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণির জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত নেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান সুযোগ লাভ করে। সেখানে সকলেই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে নিজ নিজ দক্ষতা বিকাশ করতে সক্ষম হবে।

গ সৃজনশীল ২৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ পৃথিবীর সব কিছুই একটি নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয়। চন্দ্র, সূর্য যেমন প্রাকৃতিক নিয়েমে চলে, সমাজ, রাষ্ট্র পরিচালনার একটি নির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। মোট কথা কেউ নিয়মের উর্ধ্বে নয়। আইন মান্য করার মধ্যেই অন্যের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়। *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর ▌ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. আইন কি? ১
খ. আইনের উৎস কয়টি ও কি কি? ২
গ. আইনের ৩টি উৎসের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলি উল্লেখ কর। ৪

২৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজ কর্তক স্বীকৃত রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত বিধি বিধান যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

খ আইনের উৎস ছয়টি। যথা: ১. প্রথা ২. ধর্ম, ৩. বিচারকের রায়, ৪. ন্যায়বিচার, ৫. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ও ৬. আইনসভা

গ জন অস্টিনের মতে আইনের উৎস হলো ছয়টি। আইনের ছয়টি উৎসের মধ্যে অন্যতম তিনটি উৎস হলো প্রথা, ধর্ম ও আইনসভা। নিম্নে উৎস তিনটি উৎসের বর্ণনা দেওয়া হলো—

প্রথা আইনের একটি সুপ্রাচীন উৎস। প্রাচীনকাল থেকে যেসব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজে অধিকাংশ জনগণ কর্তৃক সমর্থিত, স্বীকৃত ও পালিত হয়ে আসছে, তাকে প্রথা বলে। প্রাচীনকালে কোনো আইনের অস্তিত্ব ছিল না। তখন প্রচলিত প্রথা, অভ্যাস ও রীতি-নীতির সাহায্যে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো। কালক্রমে অনেক প্রথাই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে আইনের মর্যাদা অর্জন করে। গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ আইন এরূপ প্রথা ভিত্তিক।

ধর্ম আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের জীবনবোধের খুব গভীরে নিহিত থাকায় অনেক বিধি-নিষেধ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এ সমস্ত ধর্মীয় বিধি বিধানসমূহ রাষ্ট্রীয় সমর্থন লাভ করে পরে আইনে পরিণত হয়। প্রাচীন রোমক আইন ধর্মীয় বিধানের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু ছিল না। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি আইন ধর্মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে। মুসলিম আইন প্রধানত কুরআন ও সুন্নাহর ওপর নির্ভরশীল। পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনগুলো মূলত ধর্ম থেকে এসেছে।

আধুনিক সমাজে আইনসভাকে আইনের সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। আইনসভার সদস্যগণ জনপ্রতিনিধি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং জনগণের অধিকার অধিকার ও দাবির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেন আইন তৈরি করেন। এছাড়া আইনসভা প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে পুরাতন আইনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং প্রয়োজনবোধ নতুন আইন তৈরি করে।

ঘ স্বাধীনতা সংরক্ষণে যেসকল বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা স্বাধীনতার রক্ষাকবচ নামে পরিচিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনবিদ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার কতকগুলো রক্ষাকবচ উল্লেখ করেছেন। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

Teachingbd24.com

আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ নিশ্চিত করে এবং স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করে। আইন থাকলেই স্বাধীনতা সকলের নিকট সমভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সংবিধান মানুষের স্বাধীনতার লিখিত দলিল। সংবিধানে লিপিবদ্ধ মানুষের মৌলিক অধিকার কেউ লঙ্ঘন করলে ব্যক্তি সাংবিধানিক উপায়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে পারে। গণতন্ত্র জনগণের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করে জনগণ নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারে।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা আবশ্যক। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ নিশ্চিত হলে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত দল ব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। বিরোধী দলগুলো সরকারের ভুল ত্রুটির কড়া সমালোচনা করে সরকারকে গণবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হলো সদাজাগ্রত জনমত। স্বাধীনতা প্রিয় জনগণ সর্বদা তাদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে। সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ জনমতের ভয়ে স্বেচ্ছাচারী হতে সাহস পায় না। ফলে জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা পায়।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সাম্য, সামাজিক সুবিচার প্রভৃতি বিষয়ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ জনাব পরম বিশ্বাস একজন সমাজকর্মী। তিনি এমন একটি সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছেন যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ নির্বিশেষে কোন পার্থক্য থাকবেনা। *[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বুঝ? ১
খ. স্বাধীনতার চারটি রক্ষাকবচের নাম লিখ? ২
গ. জনাব পরম বিশ্বাস কোন ধরনের সাম্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে সকলেই সমভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহার, কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী চিন্তা, ভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসমূহকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

খ স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তাকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য কতগুলো রক্ষাকবচের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম চারটি রক্ষাকবচ হলো— গণতন্ত্র, আইন, দায়িত্বশীল সরকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।

গ জনাব পরম বিশ্বাস সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন।

সামাজিক সাম্য বলতে সামাজিক ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান এবং সকলের সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করাকে বোঝায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, অর্থ ইত্যাদির ভিত্তিতে যখন মানুষের সাথে মানুষের কোনো পার্থক্য করা হয় না, তখন তাকে সামাজিক সাম্য বলা হয়। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হলে সমাজে কোনো প্রকার অশান্তি, অন্যায়, বিশৃঙ্খলা থাকবে না। সামাজিক সাম্যই কেবল মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করতে সক্ষম। যে সমাজে সামাজিক সাম্য বিদ্যমান সেখানে কে ধনী কে গরিব, কে কোন ধর্মের অধিকারী কে কোন বংশের অধিকারী এগুলো গৌণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয় এবং যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যক্তি তার সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে।

উদ্দীপকের সমাজকর্মী পরম বিশ্বাস এমনই একটি সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। জনাব পরম বিশ্বাসের কাজের মধ্য দিয়ে সমাজের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর হবে। সমাজের সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে যোগ্যতানুযায়ী সমঅধিকার ভোগ করবে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সাম্য তথা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে সকলেই সমভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে। বক্তব্যটি যথার্থ।

জন্মগতভাবে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। সমাজে বসবাস করার মাধ্যমে মানুষ যেমন সভ্য হয়েছে, তেমনি মানুষের মধ্যে পার্থক্যও সৃষ্টি হয়েছে। সমাজে সাধারণত বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও পেশার লোক বসবাস করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে যদি অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমতা না থাকে তাহলে সমাজে আর সাম্য থাকবে না। কেননা সাম্য হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা একটি সমাজকে স্বাভাবিকভাবে চলতে এবং সমাজের উন্নয়নের পাশপাশি শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে। সমাজে যদি জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও পেশাগত কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি না হয় তাহলে সমাজের সকলেই সমভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে।

সমাজে অসাম্য বিরাজ করলে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। কারণ এরূপ পরিস্থিতিতে দরিদ্র মানুষেরা মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পরে। সাম্যহীন সমাজে আয় ও সম্পদের চরম বৈষম্য বিরাজ করে। ফলে দরিদ্র মানুষের পক্ষে সমাজে আত্মবিকাশের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সাম্যের গুরুত্ব বিশ্লেষণে বলা যায়, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সাম্যের উপস্থিতি আবশ্যক। কেননা সাম্যের উপস্থিতিই কেবল একটি সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করতে পারে। তাই এ কথা বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে সকলেই সমভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ 'খ' এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে পুলিশ সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার বিচার বহির্ভূতভাবে কাউকে বন্দি করে না। পবিত্র কোরআন ঐ রাষ্ট্রের আইনের অন্যতম উৎস। *[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. 'Liberty' শব্দটি ল্যাটিন কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে আইনের যে উৎসটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এছাড়া অন্যান্য উৎসসমূহ আলোচনা কর। ৩
ঘ. 'খ' রাষ্ট্রে আইনের শাসন বিদ্যমান— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Liberty' শব্দটি ল্যাটিন "Liber' শব্দ থেকে এসেছে।

খ মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ প্রচলিত থাকে। এ সব বিধিনিষেধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তাই হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের জীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক জীবনকে সুদৃঢ় করা এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয়ে অবদান রাখে।

গ সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ চীনের তুলুং জাতি গোষ্ঠীর লোকের মূল্যবোধ অত্যন্ত উন্নত। তারা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে ও পরিপাটি পোশাক পরিধান করে। তারা, অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং অতিথিপরায়ণ। গ্রামে কেউ বিপদগ্রস্ত হলে প্রত্যেকেই তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। তারা মানুষকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে। যে কারণে তারা রাতে ঘুমানোর সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে না এবং পথে কিছু পড়ে থাকতে দেখলেও তা কুড়িয়ে নেয় না। *[বি এন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]*

https://teachingbd24.com

ক. স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. অধিকার ভোগ করার জন্যে আইনের শাসন অপরিহার্য, বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. তুলুং জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কোন কোন মূল্যবোধের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়? চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. তুলুং জাতিগোষ্ঠীর মূল্যবোধগুলো সুশাসনে কীরূপ ভূমিকা পালন করে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Liberty'।

খ নাগরিকের সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাই হলো অধিকার। তবে নাগরিকদের রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ভোগের জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। কেননা আইন মানুষের অধিকারের সুরক্ষা দেয়। তাই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলে সমান ভাবে অধিকার ভোগ করতে পারে। আইনের শাসন বলবৎ থাকলে সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কারো অধিকার হরণ করতে পারে না। তাই বলা হয় অধিকার ভোগের জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য।

গ তুলুং জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক, নৈতিক, শারীরিক বা বাহ্যিক মূল্যবোধের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।
যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ নিজ সমাজ, পরিবেশ, জাতি, সংস্কৃতিকে ভালোবাসে। তাদের মধ্যে দানশীলতা, আতিথেয়তা আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণের সন্নিবেশ ঘটে। আবার নৈতিক মূল্যবোধ নীতি ও উচিত অনুচিত বোধ থেকে সৃষ্ট। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে ন্যায় অন্যায় পার্থক্য করতে শেখায় মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে। আবার যে মূল্যবোধ মানুষের বাহ্যিক ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে তাই হচ্ছে শারীরিক বা বাহ্যিক মূল্যবোধ। একজন ব্যক্তির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সরলতা, সাহসিকতা, পোশাক-পরিচ্ছেদ প্রভৃতি তার শারীরিক বা বাহ্যিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত।
উদ্দীপকে দেখা যায়, চীনের তুলুং জাতি গোষ্ঠীর লোকের মূল্যবোধ অত্যন্ত উন্নত। তারা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং পরিপাটি পোশাক পরিধান করে। তুলুং জাতির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার বিষয়টি শারীরিক বা বাহ্যিক মূল্যবোধকে নির্দেশ করে। তুলুং জাতির লোকজন অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং অতিথিপরায়ণ। কেউ বিপদগ্রস্ত হলে প্রত্যেকেই তার সাহায্যে এগিয়ে যায়। তারা মানুষকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে বলে রাতে ঘরের দরজা খুলে ঘুমায়। তুলুং জাতির উক্ত বিষয়গুলো সামাজিক মূল্যবোধকে নির্দেশ করে। তুলুং জাতির আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা পথে কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেয় না। অন্যের জিনিস অন্যায়ভাবে নিজের করে না নেওয়ায় বিষয়টি তুলুং জাতির নৈতিক মূল্যবোধকে প্রকাশ করে। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে চীনের তুলুং জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক, নৈতিক ও শারীরিক মূল্যবোধের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের চীনের তুলুং জাতির মূল্যবোধগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যার দ্বারা সমাজের মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়। মূল্যবোধ দ্বারা মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় বিধায় এর মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এজন্যই মূল্যবোধ এবং সুশাসন উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।
মূল্যবোধের আদর্শ যেসব বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো হলো ঔচিত্যবোধ, ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, বিশ্বাস, পরোপকারিতা প্রভৃতি। উক্ত বিষয়গুলো সুশাসনের জন্য অপরিহার্য। মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই মানুষ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার মধ্য দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে থাকে।
উদ্দীপকের চীনের তুলুং জাতির মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিদ্যমান। তাদের এই মূল্যবোধের উপাদানগুলো তাদের আচার আচরণকে সুনিয়ন্ত্রণ করবে। সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে তারা শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়বোধ, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলার শিক্ষা পাবে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী ভূমিকা রাখবে। একইভাবে তারা তাদের নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে এবং মন্দ বা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।
উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, চীনের তুলুং জাতির মধ্যে যে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবাধ রয়েছে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সেই মূল্যবোধগলো সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶৩১ তাজিন ও তুশি একটি হোটেলে একই কাজ করে। কাজের দক্ষতাও সমান। মাস শেষে তুশি তাজিনের চেয়ে পাঁচশত টাকা কম বেতন পায়। তুশি এর কারণ জানতে চাইলে হোটেল কর্তৃপক্ষ কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। *[নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ] প্রশ্ন নং ৭/*
ক. আইনসভার প্রধান কাজ কী? ১
খ. স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ বর্ণনা কর। ২
গ. তুশি কোন ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত সাম্য ব্যতীত অন্যান্য সাম্য অর্থহীন"— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুন, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন ও অটুট রাখার জন্য কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এ পদ্ধতিগুলোকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে। স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ হলো আইন ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা।
আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে তোলে। রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা সকলের নিকট সমভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।
দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। এ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলির জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে সাহসী হয় না।

গ সৃজনশীল ৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩২

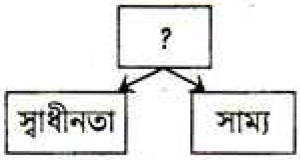

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট] প্রশ্ন নং ৭/
ক. পৌরনীতির ভাষায় সাম্য কী? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের (?) চিহ্নিত বিষয়টি কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত বিষয়টিকে স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ বলার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতিতে সাম্যের অর্থ হচ্ছে সুযোগ সুবিধার সমতা।

খ মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

https://teachingbd24.com

মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ প্রচলিত থাকে। এ সব বিধিনিষেধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তাই হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের জীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক জীবনকে সুদৃঢ় করা এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয়ে অবদান রাখে।

গ উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক চিহ্নিত (?) বিষয়টি হলো আইন।

মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সমাজস্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত বিধি-বিধানই হলো আইন।

আইন কতগুলো বিধি বিধান যার আলোকে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান সার্থকভাবে পরিচালিত হয়। আইনের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন সুন্দর ও সুসংহত হয়।

আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। আইনহীন সমাজে স্বাধীনতা যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি আইন ছাড়া সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। আবার সাম্য ভিত্তিক সমাজ ছাড়া স্বাধীনতা উপভোগ করা যায় না। সাম্যই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে। আবার যেখানে আইন নেই সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। এজন্য বলা হয় আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

আইন স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত এবং রক্ষাকবচ। অন্যদিকে সাম্যের অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতা উপভোগ সম্ভব হয় না। অর্থাৎ একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটি অর্থহীন। আর এ তিনের পরিপূর্ণ উপস্থিতিতে স্বাধীনতা উপভোগ সার্থক ও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পরের সাথে গভীরভাবে জড়িত। একটি থেকে অপরটিকে আলাদা করা যায় না। ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই এই তিনের লক্ষ্য। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সাম্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক চিহ্নিত (?) বিষয়টি হলো আইন। আইনকে স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ বলা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন ও স্বাধীনতা একটি বহুল আলোচিত বিষয়। আইনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যেমন স্বাধীনতা উপভোগ করা যায় না, তেমনি স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে না পারলে আইনও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই আইন ও স্বাধীনতা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

আইন স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষক। যখন কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন নাগরিক আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। আইন স্বাধীনতার সহযোগী। আইনের উপস্থিতি ছাড়া স্বাধীনতাকে চিন্তা করা যায় না। এর যথাযথ প্রয়োগ ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে। এটি স্বাধীনতাকে সুনির্দিষ্টভাবে চলতে সহায়তা করে। আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি দান করে এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে নির্ধারণ করে থাকে। আইন না থাকলে স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় না। তাই জন লক বলেছেন, যেখানে আইন নেই সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।

আইন স্বাধীনতার অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। আইন আছে বলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য স্বাধীনতা বিঘ্ন হয় না। এক্ষেত্রে আইন স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। এর ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে সভ্য, সুন্দর ও মুক্ত জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। আইন ও স্বাধীনতা উভয়ই ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় আইন মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বিশৃঙ্খল সমাজ ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা চিন্তাই করতে পারে না। একমাত্র আইনই পারে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে জনগণের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে।

পরিশেষে বলা যায়, আইন আছে বলেই স্বাধীনতা উপভোগ করা যায়। আইন না থাকলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হত। অর্থাৎ আইন স্বাধীনতার রক্ষক।

প্রশ্ন ▶ ৩৩

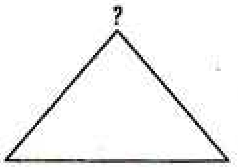

[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]

ক. সাম্য বলতে কি বুঝ? ১
খ. সামাজিক মূল্যবোধের বিবরণ দাও। ২
গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে বিষয়টি কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত বিষয়টিকে স্বাধীনতার অভিভাবক বলার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি-ধর্ম বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

খ যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বা মানদণ্ড। স্টুয়ার্ট সি. ডড. এর মতে, 'সামাজিক মূল্যবোধ হলো সে সব রীতিনীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে।' সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, শ্রমের মর্যাদা, দানশীলতা, আতিথেয়তা, জনসেবা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক সুকুমার বৃত্তি বা গুণাবলির সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভালোমন্দ বিচার করা হয় এবং মানুষের আচরণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

গ সৃজনশীল ৩২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ আইন কি স্বাধীনতার রক্ষা করে? রাকিবের এমন প্রশ্নের জবাবে তার শ্রেণি শিক্ষক বললেন, স্বাধীনতার জন্য আইন তৈরি হয়েছে এবং স্বাধীনতাই আইন তৈরি করতে সহায়তা করে। তাই আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের ভিত্তি রচনা করে। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. যুক্তরাজ্যের আইন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে? ১
খ. স্বাধীনতা বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে রাকিবের শিক্ষকের জবাবে আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে যে সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে তার স্বরূপ আলোচনা কর। ৩
ঘ. "আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের ভিত্তি রচনা করে।" তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাজ্যের আইন প্রথার উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে।

খ সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝায় না।

পৌরনীতি ও সুশাসনে স্বাধীনতা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো এমন সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ক্ষতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে রাকিবের শিক্ষকের জবাবে আইনও স্বাধীনতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য আইন ও স্বাধীনতা উভয়েব ভূমিকাই অপরিসীম। আইন স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। আইন আছে বলেই স্বাধীনতাকে উপভোগ করা যায়। এক একটি আইন এক একটি স্বাধীনতা। কেননা সমাজে আইন না থাকলে স্বাধীনতা সকলের সুবিধা অর্জনের হাতিয়ারে পরিণত হতো।

উদ্দীপকে দেখা যায় আইন স্বাধীনতা রক্ষা করে কিনা, রাকিবের এমন প্রশ্নের জবাবে তার শ্রেণি শিক্ষক বলেন, স্বাধীনতার জন্য আইন তৈরি হয়েছে এবং স্বাধীনতাই আইন তৈরি করতে সহায়তা করে। এ থেকেই বোঝা যায়, আইন স্বাধীনতাকে সহজ করে তোলে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা ভোগ করা যায়। এটি শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতা থেকে জনগণকে রক্ষা করে। এর মাধ্যমে স্বাধীনতার পরিধি সম্প্রসারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সকল নাগরিকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতেই আইন তৈরি করা হয়েছে। আইনই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে শিক্ষকের জবাবে আইন ও স্বাধীনতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ হ্যাঁ "আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের ভিত্তি রচনা করে" আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

মানুষকে কতগুলো রীতিনীতি ও নিয়মের প্রতি অনুগত থাকতে হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত এসব নিয়মই আইন। অপরদিকে স্বাধীনতা হলো অন্যের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ না করে স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করার অধিকার। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিয়ে পরস্পরবিরোধী মতবাদ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এরা একে অপরের পরিপূরক।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের ভিত্তি রচনা করে। এই কথাটি যথার্থ। কেননা আইনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যেমন স্বাধীনতা উপভোগ করা যায় না, তেমনটি স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে না পারলে আইনের বাস্তবায়নও অসম্ভব হয়ে পড়ে। আইন স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষক। যখন ব্যক্তির স্বাধীনতা অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। আইনের সক্রিয় উপস্থিতি ছাড়া স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা যায় না। আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি দান করে এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করে থাকে। এর ফলে সরকার বা অন্য কারো স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ থাকে না। একমাত্র আইনই পারে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে জনগণের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে। আবার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল আইন কাজে আসতে পারে। জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার প্রসঙ্গ না থাকলে আইন তৈরি হওয়ার তেমন কোনো প্রয়োজনই নেই।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে, তাই বলা যায়, 'আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের ভিত্তি রচনা করে' বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৩৫ জনাব দবির উদ্দিন একজন সৎ ও ধার্মিক মানুষ। তিনি অন্যকেও সৎ জীবনযাপনের উপদেশ দেন। তিনি সবসময় অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। তিনি রাষ্ট্রের অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন। এজন্য সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ২]*

ক. Morality শব্দের অর্থ কী? ১
খ. মানুষ আইন মান্য করে কেন? ২
গ. জনাব দবির উদ্দিনের চরিত্রে কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? যুক্তিসহ বর্ণনা কর। ৪

৩৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক Morality শব্দের অর্থ হলো নৈতিকতা।

খ মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ও কল্যাণ বজায় রাখার জন্য আইন মান্য করে থাকে। আইন মান্য করা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতোপার্থক্য দেখা যায়। ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস (Thomas Hobbes), জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham), জন অস্টিন (John Austin) প্রমুখ বলেন- 'মানুষ আইন মেনে চলে শাস্তির ভয়ে। কেননা আইন ভঙ্গ করলে অভিযুক্ত হতে হয় এবং শাস্তি পেতে হয়'। তাই ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তুলতে আইন মান্য করা উচিত।

গ জনাব দবির উদ্দিনের চরিত্রে মূল্যবোধের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে মূল্যবোধ বলা হয়। মূল্যবোধ নির্ধারিত হয় সমাজের মানুষের আচার-আচরণ তথা সামষ্টিক গ্রহণযোগ্য রীতিনীতি ও নৈতিকতার দ্বারা। মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে থাকেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় দবির উদ্দির একজন সৎ ও ধার্মিক মানুষ। তিনি অন্যকেও সৎভাবে জীবন যাপনের উপদেশ দেন। তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন এবং রাষ্ট্রের অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন। এখানে দবির সাহেবের মূল্যবোধের দিকটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান। অধিকার ও কর্তব্য সচেতন নাগরিককেই বলা হয় সুনাগরিক। আর মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক নিজের অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক এবং রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকে। তার মধ্যে নীতি নৈতিকতা থাকে যা দ্বারা ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারেন। তিনি নিজে সৎ হন এবং অন্যকেও সৎ থাকার পরামর্শ দেন। উদ্দীপকে জনাব দবিরের চরিত্রে এসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই বলা যায়, জনাব দবির উদ্দিনের চরিত্রে মূল্যবোধের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি তথা মূল্যবোধ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সুশাসন হলো সেই নিয়মনীতি যা সরকারি সংগঠনসমূহের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সুশাসন এক ধরনের মূল্যবোধ। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যে সমাজে মূল্যবোধ যত উন্নত হয়, সে সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পথও সুগম হয়।

মূল্যবোধ সমাজে সুসংগঠিত পরিকল্পিত ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়ন করে। ফলে সমাজ হয় সুশৃঙ্খল, সুসংহত ও উন্নত। পরিকল্পিত পরিবর্তন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। মূল্যবোধ সমাজের মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে। এর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, কোনো রাষ্ট্রে মূল্যবোধ উন্নত হলে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজতর হয়। তাই বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶৩৬ একটি অভিজাত পরিবারের ভদ্র মেয়ে জিসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এমএসএস পাস করেছে। তার বাবা-মা এক ধনাঢ্য পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। বিয়ের পরপরই একটি বহুজাতি প্রতিষ্ঠানে জিসার চাকরি হয়। কিন্তু তার স্বামী তাকে কিছুতেই চাকরি করতে দিতে রাজি নয়। পরিবারের কথা ভেবে জিসা স্বামীর সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়। এর পর থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন অজুহাতে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ও মানসিক নির্যাতন। এক পর্যায়ে জিসা আত্মহত্যা করে। প্রকৃতপক্ষে, অধিকার না থাকলে স্বাধীনতা থাকে না; আর স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচতে চায়। *[সরকারি শাহ সুলতান কলেজ বগুড়া। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. আইনের চারটি উৎস লিখ। ২
গ. জিসা যে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কী কী করণীয় রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

https://teachingbd24.com

৩৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Liberty.

খ আইনের কতগুলো উৎস রয়েছে।
আইনের চারটি উৎস হলো— ১. প্রথা, ২. ধর্মীয় বিধি বিধান, ৩. বিচারকের রায় এবং ৪. আইনসভা।

গ উদ্দীপকে জিসা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সামাজিক অধিকার বলতে সেসব অধিকারকে বোঝায় সেগুলো সমাজে সভ্য জীবনযাপন করতে সাহায্য করে এবং যা জীবন সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। আর অর্থনৈতিক অধিকার হলো যা মানুষের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা প্রদান করে। নাগরিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষায় বহুবিধ করণীয় রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জিসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করলেও বিয়ের পরে চাকরি করতে পারে না। এরপর তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় এবং সে মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। এক পর্যায়ে আত্মহত্যা করে। জিসা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নাগরিকের এ অধিকার রক্ষায় আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংবিধান সন্নিবেশিত নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তবে তাদের অধিকারের কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। অধিকার সম্পর্কে জনগণের সচেতনতাই হচ্ছে অধিকারের রক্ষাকবচ। এছাড়া কেউ যদি অন্যের অধিকার খর্ব করে তাহলে যথাযথ শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। যাতে শাস্তির ভয়ে আর কেউ এরকম না করে।

ঘ উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি হলো অধিকার না থাকলে স্বাধীনতা থাকেনা, আর স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচতে চায়। কথাটি যথাযথ।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত ও সামাজিক অধিকার। সমাজে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও জীবনে পূর্ণতা অর্জনের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য। আর স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় বিভিন্ন অধিকার ভোগের মধ্য দিয়ে। কেননা অধিকার না থাকরে জনগনের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে।

উদ্দীপকে জিসা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যার ফলে তার স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। আর স্বাধীনতা ছাড়া কেউ বাঁচতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে আইনগত অধিকার ভোগের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াই পরাধীনতা। একজন নাগরিক তখনই স্বাধীন থাকতে পারে যখন তার সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং সে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়। সামাজিক স্বাধীনতা সমাজজীবনে সুখ শান্তির পরিবেশ নিশ্চিত করে, যা সামাজিক অধিকারের মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত হয়। আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হলো জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা লাভ করাকে বোঝায়। যা অর্থনৈতিক অধিকার ভোগের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়। আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া অন্যান্য স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, স্বাধীনতাও এক ধরনের অধিকার, যা বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। তাই বলা যায় অধিকার না থাকলে স্বাধীনতা থাকে না।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ মে দিবসে সাভার ইপিজেডের নারী শ্রমিকদের কণ্ঠে একটিই দাবি ছিল যে, সমান পরিশ্রম, সমান পারিশ্রমিক। আর বিষয়টি নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি এসব ন্যায্য মজুরি বঞ্চিত নারী শ্রমিকদের আহ্বান, আইন করে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা হোক। আইনের মাধ্যমে পুরুষের সমান পারিশ্রমিক প্রদান নিশ্চিত হলে এসব নারী সমাজ স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হবেন বলে মনে করেন নারী নেতৃবৃন্দ। সমাজে নারীদের স্বাধীনতা ও সাম্য নিশ্চিত করতে নারী নেতৃবৃন্দ যেকোনো পদক্ষেপ নেবেন বলে মে দিবসের এ আলোচনা সভায় ঘোষণা দেওয়া হয়। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. আইনের উৎস কয়টি? ১
খ. 'সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন'— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আইনের মাধ্যমে সাভার ইপিজেড-এর নারী শ্রমিকের ন্যায্য দাবি আদায় সম্ভব হবে কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নারী নেতৃবৃন্দের ধারণার সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৩৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে আইনের উৎস ৬টি।

খ সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিবিড়। সাম্য নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতার শর্ত পূরণ না হলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর স্বাধীনতাকে ভোগ করতে হলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা সাম্য ও স্বাধীনতা একই সাথে বিরাজ না করলে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করার প্রশ্নই ওঠে না। সাম্য উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ দূর করে, আর স্বাধীনতা সমাজের সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার দান করে। তাই বলা যায়, সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন।

গ আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে কোনো ভেদাভেদ নেই। উদ্দীপকে উল্লিখিত সাভার ইপিজিড-এর নারী শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম মজুরি দেওয়া হয়। কিন্তু আইন মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে এ দ্বৈত নীতিকে কখনই সমর্থন করে না। নারী শ্রমিকরা তাই আইনের মাধ্যমে তাদের এ অধিকার বাস্তবায়নের জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। সরকার যদি আইনের মাধ্যমে তাদের এ দাবির প্রতি সমর্থন জানায় তবে সর্বস্তরের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ আইন মানতে বাধ্য।

উদ্দীপকের আলোকে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষার জন্য সরকারের যথাযথ আইন প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে। আইনে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অন্যান্য মজুরি প্রদানের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। সরকারের এই নিয়ম ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদানের বিধান থাকতে হবে।

পাশাপাশি সমাজের মানুষের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি নারীর অধিকার লঙ্ঘন করে তবে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়নে সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নারী নেতৃবৃন্দের ধারণাটি যথার্থ। কারণ আইনের মাধ্যমে যখন নারী সমাজের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে তখন কাজ করার ক্ষেত্রে নারীদেরকে তা স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ এনে দেবে। স্বাধীনতা নারী পুরুষ উভয়ের জন্যে প্রয়োজন। স্বাধীনতা ব্যতীত গণতান্ত্রিক শাসন ও সমাজব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যায় না। অর্থনৈতিক মুক্তিই নারীদেরকে এনে দিতে পারে তাদের কাম্য স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন নারীদেরকে ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করবে। আবার নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতারও আশা করা যায় না। তাই সর্বাগ্রে আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। উদ্দীপকে উল্লিখিত ইপিজেড-এর নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় তাদের কম মজুরি দেওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাম্য কথাটির অর্থ হলো কাজ বা মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে কেউ কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে না। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, নারী মুক্তির জন্যে আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য এ তিন নীতিরই সংযোজন প্রয়োজন। কারণ আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য এ তিনটি ধারণা এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আইন স্বাধীনতার পূর্ব শর্ত। আইনহীন সমাজে স্বাধীনতা নিরর্থক। আবার সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থবহ হয় না। সুতরাং আইনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমতার নীতি গ্রহণের সাথে সাথে নারী স্বাধীনতার বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৮ ফাহীম এর বন্ধু কাশেম বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আমেরিকান। সম্প্রতি সে পিতার জন্মভূমি বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছে। ঢাকা শহর ঘুরে বেড়ানোর সময় কাশেম দেখল তার বন্ধু ফাহীম মোটর সাইকেল চালানোর সময় ইচ্ছাকৃতভাবে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করছে। অনেক গাড়ী ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি কাশেমকে হতবাক করে। সে ভেবে বিস্মিত হয়।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা ▌প্রশ্ন নং ৫]

ক. মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. নেতৃত্বের ২টি গুণাবলি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কাশেমের হতবাক ও বিস্মিত হওয়ার কারণ কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফাহীম সহ অন্য যারা ট্রাফিক আইন লংঘন করছে তাদের আচরণ সমর্থনযোগ্য কিনা? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Values।

খ নেতৃত্বের ২টি গুণ হলো দূরদৃষ্টি এবং চারিত্রিক কঠোরতা ও কোমলতা।

জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের। তাই নেতাকে অবশ্যই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। এছাড়া চারিত্রিক গুণ একজন নেতার জন্য অত্যন্ত জরুরি। চরিত্রের কোমলতা যেমন নেতাকে জনগণের কাছে নিয়ে আসে তেমনি তার কঠোরতা জনগণকে সুশৃঙ্খল ও সজাগ করে রাখে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কাশেমের হতবাক ও বিস্মিত হওয়ার কারণ হলো আইন অমান্য করা।

রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নতি ও শৃঙ্খলতা নিশ্চিত করার জন্য নিয়ম কানুন, বিধি-বিধান প্রণীত হয়। সৃষ্টি হয় আইন। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত রীতি-নীতিকেই আইন বলে। রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলকেই আইন মেনে চলতে হয়। ট্রাফিক আইন তার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তায় প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপদ চলাচলের জন্য এবং দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ট্রাফিক আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। তা না হলে শাস্তির বিধান রয়েছে। আইন না মেনে নিজের ইচ্ছেমতো চললে তাকে আইন অমান্য করা বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফাহীম এর বন্ধু কাশেম একজন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আমেরিকান সে বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছে। ঢাকা শহর ঘুরে বেড়ানোর সময় সে দেখল তার বন্ধু ফাহীম মোটর সাইকেল চালানোর সময় ইচ্ছাকৃতভাবে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করছে। এছাড়া আরও অনেকে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টি কাশেমকে হতবাক করে এবং সে বিস্মিত হয়। কেননা, নাগরিকরা প্রত্যেকে ট্রাফিক আইন অমান্য করছে যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে কাশেমের হতবাক ও বিস্মিত হওয়ার কারণ হলো নাগরিকদের আইন অমান্য করা।

ঘ উদ্দীপকে ফাহীমসহ অন্য যারা ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করছে তা সমর্থনযোগ্য নয়।

আইন হলো রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি যা দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। ট্রাফিক আইন হলো রাস্তায় যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত আইন। ট্রাফিক আইনের দ্বারা যানবাহন সুশৃঙ্খলভাবে চলতে পারে এবং দুর্ঘটনার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই এ আইন মেনে চলা নাগরিকের একান্ত কর্তব্য।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফাহীম এবং অনেকে ট্রাফিক আইন অমান্য করে নিজেদের মতো গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে, যা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ নাগরিক জীবন নিশ্চিত করার জন্য আইনের উপস্থিতি অপরিহার্য। আইন মানুষকে সভ্য সুশৃঙ্খল ও উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। ট্রাফিক আইন রাস্তায় সুশৃঙ্খলভাবে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করে। তাই মানুষ নিরাপদে চলাচল করতে পারে। অপরদিকে এ আইন অমান্য করলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। একজন আইন অমান্য করলে তা দেখে সবাই আইন অমান্য করতে পারে। যার ফলে সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায় যা কখনো কখনো মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ট্রাফিক আইন মান্য করা অবশ্যই কর্তব্য। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ফাহীমসহ অন্য যারা ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করছে তাদের আচরণ একদমই সমর্থন যোগ্য নয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ কামাল ও জামাল দুই বন্ধু। তারা দু'জনেই শহরে চাকুরী করে। দু'জনের স্ত্রীও চাকুরীজীবি। কামাল তার বয়স্ক মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছে। এবং জামালকেও পরামর্শ দিল অনুরূপ কাজ করতে। কিন্তু জামালের মন তাতে সায় দিল না। জামাল বলল, আমার যত কষ্টই হোক না কেন আমি মা-বাবাকে নিয়েই বসবাস করব।

[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ ▌প্রশ্ন নং ৩]

ক. মূল্যবোদের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. "মূল্যবোধ হচ্ছে একটি মানদণ্ড" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জামালের মধ্যে যে মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রকৃতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জামাল ও কামালের মূল্যবোধের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো— Values.

খ সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান হলো মূল্যবোধ। মানুষের সামাজিক সম্পর্কে ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ তথা মূল্যবোধ প্রচলিত থাকে। মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভালো-মন্দের বিচার করা হয়। যদিও এটি কোনো আইন বা আইনগত বিধি-বিদান নয় তথাপি এর ভিত্তিতেই মানুষের কাজের ভাল-মন্দের বিচার করা হয়। মূল্যবোধ মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার সামাজিক মানদণ্ড স্বরূপ।

গ উদ্দীপকের জামালের মধ্যে যে মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় সেটি হলো নৈতিক মূল্যবোধ।

নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব মনোভাব এবং আচরণ যা মানুষ সবসময় ভালো, কল্যাণকর ও অপরিহার্য বিবেচনা করে মানসিকভাবে তৃপ্তিবোধ করে। সত্যকে সত্য বলা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলা, অন্যায়কে অন্যায় বলা, অন্যায়কে কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং অন্যকে বিরত রাখতে পরামর্শ প্রদান করা, দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো ও বিপদ থেকে উদ্ধারে তাকে সাহায্য করা, অসহায় ও ঋণগ্রস্থ মানুষকে ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করাকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে।

উদ্দীপকের জামাল শহরে চাকুরী করে। সে তার পিতা-মাতাসহ শহরে বাস করে। তার বন্ধু কামাল তার বয়স্ক পিতা-মাতকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর পরামর্শ দেয়। জামাল তার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলে যে তার যত কষ্টই হোক না কেন সে তার পিতা-মাতাকে নিয়েই বসবাস করবে। সুতরাং বলা যায়, জামালের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের জামালের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া গেলেও তার বন্ধু কামালের মধ্যে সেটি পাওয়া যায়নি। নিচে জামাল ও কামালের মূল্যবোধের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

নীতি ও উচিত-অনুচিত বোধ হলো নৈতিক মূল্যবোধের উৎস। জামালের মধ্যে কোনটি উচিত ও কোনটি অনুচিত এই বোধ থাকলেও কামালের মধ্যে সেটি নাই। জামালের মধ্যে যেসব মনোভাব ও আচরণ বিদ্যমান যা মানুষ সবসময় ভালো, কল্যাণকর ও অপরিহার্য বিবেচনা করে মানসিকভাবে তৃপ্তিবোধ করে। কিন্তু কামালের মধ্যে এরূপ মনোভাব ও আচরণ অনুপস্থিত। সত্যকে সত্য বলা, মিত্যাকে মিথ্যা বলা, অন্যায়কে অন্যায় বলা, দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ঋণগ্রস্ত মানুষকে ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করা প্রভৃতি মনোভাব জামালের মধ্যে বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে কামালের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান নেই। এছাড়া

https://teachingbd24.com

বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো অন্যায় কাজ থেকে নিজেকের বিরত রাখা এবং অন্যকে বিরত রাখতে পরামর্শ প্রদান করা সুখে-দুঃখে প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনদের সাথে অংশীদার হওয়ার মানসিকতা জামালের মধ্যে থাকলেও কামালের মধ্যে তার বিন্দু পরিমাণও নেই। কেননা কামাল তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে জামালকে ও পরামর্শ দেয় তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখার কিন্তু জামাল তার এই পরামর্শকে গুরুত্ব না দিয়ে তাকে জানিয়ে দেয় সে, আমার মত কষ্টই হোক না কেন আমি আমার পিতা-মাতাকে নিয়েই বসবাস করবো।

পরিশেষে বলা যায়, জামালের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের উপস্থিতি থাকলেও কামালের মধ্যে মূল্যবোধের উপস্থিতি নেই।

প্রশ্ন ▶ ৪০ রহিম ও তার স্ত্রী ফাতেমা একই ইটের ভাটায় কাজ করেন। কর্তৃপক্ষ ফাতেমাকে রহিমের অর্ধেক মজুরী প্রদান করে। এতে ফাতেমার কষ্টের শেষ নেই। সে মালিকের কাছে তার স্বামীর সমান মজুরি দাবী করলে মালিক তাকে জানিয়ে দেয়, নারী শ্রমিকের মজুরী কখনও পুরুষের সমান হতে পারে না। *[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. সাম্য কী? ১

খ. "আইন স্বাধীনতার অভিভাবক"— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ফাতেমা কী ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মালিকের বক্তব্যকে কী তুমি সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

৪০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

খ আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্কে গভীর আইন আছে বলেই স্বাধীনতা টিকে আছে। পিতা-মাতা যেমন সন্তানকে সকল প্রকার বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করে ঠিক তেমনি আইন আপন শক্তির সাহায্যে স্বাধীনতাকে নিরাপদ রাখার সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্বাদকে সকলের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে সক্ষম হয়। আইন স্বাধীনতার বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে। আইন শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করে। আইন সংযত ও নির্দিষ্ট সীমারেখার গন্ডিতে সকলকে আবদ্ধ রেখে স্বাধীনতা বজায় রাখে। আইন আছে বলেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের ফলে স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয় না।

গ সৃজনশীল ৫নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ না, উদ্দীপকে বর্ণিত মালিকের বক্তব্যকে আমি সমর্থন করি না।

সাম্যের অর্থ সুযোগ-সুবিধাদির সমতা জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে। সাম্যের মাধ্যমে সুষম পরিবেশে গড়ে তোলা হয় এবং সকলকে সমানভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ প্রদান করা হয়।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ, বংশ ও পেশাগত কারণে সমাজে কোনো বৈষম্য না থাকাই হলো সামাজিক সাম্যের প্রধান লক্ষ্য। এখানে সমাজে বসবাসরত সকল মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী একই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হলে কাউকে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান না করে যার যা প্রাপ্য তা থাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সমাজের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। সামাজিক সাম্য যেহেতু ব্যক্তি পর্যায়কে অধিক মূল্য দেয় সেহেতু এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্য সুবিধা গ্রহণ করে যা তাকে মুক্তভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

কিন্তু উদ্দীপকের মালিক পারিশ্রমিক বিষয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে যে বিভেদ তৈরি করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা পরিপন্থী। আর এ কারণেই উদ্দীপকের মালিকের বক্তব্যকে আমি সমর্থন করি না।

প্রশ্ন ▶ ৪১ আশির দশকে মমতাজ সাহেব সাংবাদিক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু স্বৈরশাসনের প্রভাবে তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতেন না। অবশেষে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেলে তিনি দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় লেখনী ধারণ করেন। তিনি বিভিন্ন সময় উপস্থাপন করেন আইন স্বাধীনতার সহায়ক। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আইন হচ্ছে সার্বভৌম শাসকের আদেশ।"— উক্তিটি কার? ১

খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মমতাজ সাহেবের যে বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন সেটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের কীভাবে ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মমতাজ সাহেবের উত্থাপিত বিষয়টি কতটা যথার্থ? মূল্যায়ন কর। ৪

৪১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আইন হচ্ছে সার্বভৌম শাসকের আদেশ'— উক্তিটি জন অস্টিন-এর।

খ আইনের শাসন হলো রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিবিশেষ, যেখানে সরকারের সব কার্যক্রম আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং যেখানে আইনের স্থান সবকিছুর উর্ধ্বে।

ব্যবহারিক ভাষায় আইনের শাসনের অর্থ হলো, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার সর্বদা আইন অনুযায়ী কাজ করবে এবং রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতের মাধ্যমে সে তার প্রতিকার পাবে। আইনের চোখে সবাই সমান এবং কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান। মোট কথায় আইনের শাসন তখনই বিদ্যমান থাকে, যখন সরকারি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুশীলন আদালতের পর্যালোচনাধীন থাকে, যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সব নাগরিকের সমান।

গ মমতাজ সাহেব আইনের শাসন বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন। আর আইনের শাসন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশে বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করে।

আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। অন্যকথায় আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সব নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে। সবার উপরে আইন-এর অর্থ আইনের প্রাধ্যান্য। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এর অর্থ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে আইনের সমান আশ্রয় লাভ করা। এর ফলে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল সবাই সমান অধিকার লাভ করে। আইনের শাসনের প্রাধান্য থাকলে সরকার ক্ষমতায় অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে এবং জনগণ আইনের বিধান মেনে চলবে।

আইনের শাসনের সঠিক প্রয়োগ ঘটলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয় মৌলিক অধিকার ভোগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, শাসক শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় সরকার স্থায়িত্ব লাভ করে এবং রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়। এভাবে আইনের শাসন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশে ভূমিকা পালন করে।

ঘ আইন স্বাধীনতার সহায়ক। মমতাজ সাহেবের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আইন আছে বলে স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল স্বেচ্ছাচারিতায় লিপিবন্ধ থাকার কারণে সরকার বা অন্যে কোনো কর্তৃপক্ষ জনগণের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে না। স্বাধীনতা লঙ্ঘন ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতে সাংবিধানিক ও সাধারণ আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে করা যায়। এজন্য জন লক বলেছেন, 'হস্তকা যেখানে আইন থাকে না, সেখা যেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। আইন শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করে। আইন আছে বলেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের ফলে স্বাধীনতা বিঘ্নিত/হয় না।

https://teachingbd24.com

আইন স্বাধীনতাকে সহজলভ্য করে তোলে। আইনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যথার্থভাবে স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। আইনের অবর্তমানে সবলের অত্যাচারে দুর্বলের অধিকার বিপর্যয় হয়ে পড়ে। আইন না থাকলে সমাজজীবনে ভয়াবহ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। আইন আছে বলে স্বাধীনতা উপভোগ করা যায়। আইন না থাকলে প্রকৃত স্বাধীনতা থাকতে পারে না। স্বাধীনতাকে রক্ষা করা এবং সবার নিকট উপভোগ্য করে তোলাই আইনের লক্ষ্য।

ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইন স্বাধীনতার সহায়ক মমতাজ সাহেবের উত্থাপিত এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৪২ কলেজ পড়ুয়া প্রবাল তার শিক্ষক ও বন্ধুদের কাছে প্রিয়। সে প্রতিদিন কলেজে আসে। ক্লাস শেষে বাড়ি ফেরার আগে সে প্রতিদিন ক্লাসরুমের বৈদ্যুতিক সুইচগুলো বন্ধ করে রেখে যায়। বিগত ভয়াবহ বন্যার সময় সে ও তার বন্ধুরা বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যায় এবং বিতরণ করে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. নৈতিকতা কী? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ ২
গ. প্রবালের কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে ।৩
ঘ. সমাজে মানবতাবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে উদ্দীপক উল্লিখিত মূল্যবোধের ভূমিকা আলোচনা কর। ৪

৪২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের বিবেকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কতগুলো ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের সমষ্টিকে নৈতিকতা বলে।

খ মূল্যবোধ হলো সমাজের মানুষের মৌলিক বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণের সমষ্টি।

মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্যে সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ প্রচলিত থাকে। এ সকল বিধি নিষেধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তাই হলো মূল্যবোধ।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ জনাব ফেরদৌসি একজন বিচারপতি, তার আদালতে শিশুশ্রম সংক্রান্ত একটি মামলার তিনি বিচার করেন। তিনি জাতীয় সংসদে প্রণীত শিশু বিল ২০১৩ অনুসারে মামলার রায় দেন। *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কোন দেশের আইনের প্রধান উৎস প্রথা? ১
খ. অর্থনৈতিক সাম্য বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিচারপতির রায়ে বিবেচিত বিলটি আইনের কোন ধরনের উৎস? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উৎস ছাড়াও আইনের আরও অনেক উৎস আছে- বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাজ্যের আইনের প্রধান উৎস প্রথা।

খ সাম্যের অন্যতম একটি প্রকরণ হচ্ছে অর্থনৈতিক সাম্য।

রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করাকে অর্থনৈতিক সাম্য বলা হয়।

অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সকল মানুষ যখন কাজ করার, ন্যায্য মজুরি পাবার সুবিধা লাভ করে, তখন তাকে অর্থনৈতিক সাম্য বলে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিচারপতির রায়ে বিবেচিত বিলটি আইনের উৎস হিসেবে আইনসভাকে নির্দেশ করে।

আইনসভাকে আইনের আধুনিক উৎস বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রত্যেক দেশের আইনসভা রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার জন্য যাবতীয় আইন প্রণয়ন করে। এক্ষেত্রে জনমতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে স্বীকৃত। আইনসভা প্রণীত আইন সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিচারপতি ফেরদৌসি তার আদালতে শিশুশ্রম সংক্রান্ত একটি মামলার বিচার করেন। তিনি জাতীয় সংসদে প্রণীত শিশু বিল-২০১৩ অনুসারে মামলাটির রায় দেন। এই জাতীয় শিশু বিলটি জাতীয় সংসদ তথা আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বিচারপতির রায়ে বিবেচিত বিলটি আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস আইনসভাকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত আইনের উৎসটি হলো আইনসভা।

আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস হলো আইনসভা, এছাড়াও আইনের আরও অনেক উৎস রয়েছে। সেগুলো হলো—

ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয় প্রথা আইনের অন্যতম উৎস। ধর্মীয় প্রথার ভিত্তিতে অনেক আইন তৈরি হয়েছে। যেমন-হিন্দু আইন, মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি। সামাজিক প্রথা আইনের প্রাচীন একটি উৎস। সুদীর্ঘকাল ধরে যেসব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজের অধিকাংশ মানুষ পালন করে আসছে তাকে প্রথা বলে। যুক্তরাজ্যের সাধারণ আইনগুলো এরূপ প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিচারকের রায় আইনের এরূপ প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিচারকের রায় আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিচারকরা যখন দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে কোনো মামলা নিষ্পত্তি করতে অসমর্থ হন তখন নিজের বিবেক, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন আইন সৃষ্টি করেন এবং প্রয়োজনবোধে আইনের যথার্থতা বিশ্লেষণ করেন। পরবর্তী সময়ে ওই ধরনের মামলার একইরকম রায় দেওয়া হয় এবং তা কালক্রমে আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রের সংবিধানও আইনের গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধানে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। সাংবিধানিক আইনের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, আইনসভা আইনের প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলেও, ওপরে আলোচিত উৎসগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ 'ক' নাম গ্রামের জব্বুর মোড়ল তার লোকজন নিয়ে কারণে অকারণে সাধারণ মানুষদের মারধর করে। তার ভয়ে গ্রামের লোক অতিষ্ঠ। একদিন পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে। তার দাবি সে স্বাধীন দেশের একজন স্বাধীন নাগরিক। যা খুশি তাই করার স্বাধীনতা রয়েছে। অন্যদিকে পুলিশের দাবি তার হাত থেকে সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষা করতেই তাকে গ্রেফাতর করা হয়েছে। *[মাগুরা সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আইনের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জব্বুর মোড়লের দাবি কি সঠিক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জব্বুর মোড়লের গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা পাবে? আলোচনা করো। ৪

৪৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজস্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুন, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ স্টুয়ার্ট সি. ডড (Stuart Carter Dodd) এর মতে, 'সামাজিক মূল্যবোধ হলো সে সব রীতিনীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির কাছ থেকে লাভ করে।' সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বা মানদণ্ড। সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, শ্রমের মর্যাদা, দানশীলতা, আতিথেয়তা, জনসেবা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক গুণাবলির সমষ্টি হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতেই মানুষের আচরণ ও কাজের ভালোমন্দ বিচার করা হয়।

Teachingbd24.com

গ জব্বুর মোড়লের দাবি সঠিক নয়। কেননা যা খুশি তাই করাই স্বাধীনতা নয়।

স্বাধীনতা ব্যক্তিকে মুক্তভাবে যা খুশি তা করার অধিকার প্রদান করে না। অবাধ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠা করে। যা স্বাধীনতা বিরোধী। পৌরনীতিতে স্বাধীনতা হলো অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে তথা অন্যের সমস্যা সৃষ্টি না করে স্বাধীন ও মুক্তভাবে কাজ করার অধিকার।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জব্বুর মোড়ল তার লোকজন নিয়ে কারণে অকারণে গ্রামের মানুষকে মারধর করে। একদিন পুলিশ এসে তাকে ধরলে সে দাবি করে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তার যা খুশি তাই করার অধিকার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি জব্বুর মোড়লের স্বাধীনতা নয়, বরং স্বেচ্ছাচারিতা। একজন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে তার স্বাধীনতা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতার অজুহাতে তিনি গ্রামের অন্যান্য মানুষের ওপর অত্যাচার করতে পারেন না। কেননা তাদেরও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা রয়েছে। যা জব্বুর মোড়ল তার কর্মকাণ্ডের দ্বারা খর্ব করছেন। তাই বলা যায়, জব্বুর মোড়লের দাবিটি সঠিক নয়।

ঘ জব্বুর মোড়লের গ্রেফতারের মাধ্যমে মূলত স্বাধীনতা রক্ষায় আইনের গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আর আইনের মাধ্যমেই সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষা পাবে।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত ও সামাজিক অধিকার। স্বাধীনতা রক্ষায় যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে আইন অন্যতম। আইনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া স্বাধীনতা উপভোগ করা যায় না। আইনের মাধ্যমেই নাগরিকদের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জব্বুর মোড়লের হাত থেকে সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষা করতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। কেননা, আইন স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষক। যখন কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারে। আইন স্বাধীনতার সহযোগী। এর যথাযথ প্রয়োগ ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে। এটি স্বাধীনতাকে সুনির্দিষ্টভাবে চলতে সাহায্য করে। এছাড়া আইন স্বাধীনতার অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। আইন আছে বলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য স্বাধীনতা বিঘ্ন হয় না। এক্ষেত্রে আইন স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। এর ফলে, সমাজ ও রাষ্ট্রে সভ্য, সুন্দর ও মুক্ত জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। একমাত্র আইনই পারে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে জনগণের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, আইনের সঠিক বাস্তবায়ন স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। তাই বলা যায়, আইনের মাধ্যমেই সাধারণ নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষা পাবে।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ মিসেস তানজিনা নাজনিন মিষ্টি দক্ষিণ মাকসুদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। তিনি স্কুলে 'মহানুভবতার দেয়াল' নামে ডেকস খুলেন যাতে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী সবাই তাদের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তাতে দান করতে পারে। এই ডেকসে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্ব স্ব জিনিসপত্র দান করে, যা স্কুলের গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এটি পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদেরকে মহানুভব মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মিসেস তানজিনা নাজনিন মিষ্টি-এর প্রচেষ্টা।

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]

ক. স্বাধীনতা কী? ১

খ. 'সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন' কেন? ২

গ. উদ্দীপকের মিসেস মিষ্টির প্রচেষ্টা কোন ধরনের মূল্যবোধ গঠনের সাহায্য করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মূল্যবোধের ধারণা যে সমাজে যত বেশি সে সমাজ তত বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল-উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৪৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীনতা হলো ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী অনুকূল সামাজিক ব্যবস্থা বা পরিবেশ।

খ সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিবিড়। সাম্য নিশ্চিত করার জন্যে স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতার শর্ত পূরণ না হলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর স্বাধীনতাকে ভোগ করতে হলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা সাম্য ও স্বাধীনতা একই সাথে বিরাজ না করলে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করার প্রশ্নই ওঠে না। সাম্য উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ দূর করে, আর স্বাধীনতা সমাজের সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার দান করে। তাই বলা যায়, সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন।

গ উদ্দীপকের মিসেস মিষ্টির প্রচেষ্টা সে ধরনের মূল্যবোধ গঠনে সাহায্য করবে সেটি হলো সামাজিক মূল্যবোধ।

যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। যা সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, শৃঙ্খলাবোধ, দানশীলতা, আতিথেয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক সুকুমার বৃত্তির সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধ হলো মানুষের আচরণ বিচারের মানদণ্ড। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভালো-মন্দের বিচার করা হয়। এটি মানুষের আচরণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করে সমাজকে একটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিচালিত করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিসেস তানজিনা নাজনিন মিষ্টি স্কুলে একটি 'মহানুভবতার দেয়াল' নামে ডেস্ক খুলেন। যাতে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী সবাই তাদের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দান করে। যা স্কুলের গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এটি পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদেরকে মহানুভব মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মিসেস তানজিনা নাজনীন মিষ্টি এর একটি প্রচেষ্টা। যা সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মূল্যবোধের ধারণা অর্থাৎ সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা যে সমাজে যত বেশি সে সমাজ তত বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল উক্তিটি যথার্থ।

ব্যক্তির যেসব গুণ, আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করে, ব্যক্তির সেসব আচরণ ও কর্মকাণ্ডের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার সহনশীলতার সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, শৃঙ্খলাবোধ, দানশীলতা, আতিথেয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক সুকুমার বৃত্তির সমষ্টি।

সামাজিক মূল্যবোধের উপস্থিতি সমাজ ও রাষ্ট্রকে করে সমৃদ্ধশালী। কেননা, বুদ্ধিমত্তা, ভদ্রতা, নম্রতা, শৃঙ্খলা, সত্যবাদীতা প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ জীবনকে সুন্দর করে তোলে। সামাজিক মূল্যবোধের উপস্থিতি সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য সকল ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন নীতি অনুসরণ করা ন্যায় বিচারের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া শৃঙ্খলাবোধ সমাজজীবনে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করে। সমাজ সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মানদণ্ড অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়। সমাজের বিধি-বিধান ও নিয়ম-প্রথা মেনে চলার মাধ্যমে সমাজ সুশৃঙ্খল চরিত্র লাভ করে। সমাজকে সুশৃঙ্খল করতে হলে সমাজের মানুষকে অবশ্যই সহনশীল হতে হবে। মানুষ সামাজিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সহনশীলতা অর্জন করে। সর্বোপরি একটি সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের অপরিহার্য শর্ত হলো সহমর্মিতা। অন্যের সুখে-সুখী হওয়া, অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়া, অন্যের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়িয়ে সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করাই হলো সহমর্মিতা।

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা যে সমাজে যত বেশি সে সমাজ তত বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪৬ শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক। এ দুটি একে অপরকে পূর্ণতা দান করেছে। তিনি আইন ও স্বাধীনতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আইনের উৎস ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ তার আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. 'আইন হলো আবেগ বিবর্জিত যুক্তি' উক্তিটি কার? ১

খ. আইন ও স্বাধীনতা একে অপরকে পূর্ণতা দান করেছে কীভাবে? ২

গ. আইনের উৎস কী কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৩

ঘ. নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষা কীভাবে হতে পারে বলে মনে করো? ৪

৪৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আইন হলো আবেগ বিবর্জিত যুক্তি' উক্তিটি এরিস্টটলের।

খ আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক।

আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে তোলে। অপরদিকে স্বাধীনতা না থাকলে আইনের কার্যকারিতা থাকে না। স্বাধীনতা ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেয়। আইন ব্যক্তিকে সেই স্বাধীনতা উপভোগ করার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে থাকে। এভাবেই আইনও স্বাধীনতা একে অপরকে পূর্ণতা দান করেছে।

গ আইনের মূলত ৬টি উৎস হতে পারে বলে আমি মনে করি।

সমাজস্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মকানুনকে বলা হয় আইন, যা মানুষের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় বিধিবিধান, প্রথা, বিচারকের রায়, ন্যায়বোধ, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, আইনসভা এই ৬টি আইনের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয় প্রথা আইনের অন্যতম উৎস। ধর্মীয় অনুশাসন বা ধর্মগ্রন্থ হতে আইনের উৎপত্তি হয়ে থাকে। সামাজিক প্রথা আইনের প্রাচীন একটি উৎস। সুদীর্ঘকাল ধরে যেসব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজের অধিকাংশ মানুষ পালন করে আসছে তাকে প্রথা বলে। যুক্তরাজ্যের সাধারণ আইনগুলো এরূপ প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিচারকের রায় আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিচারকরা যখন দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে কোনো মামলা নিষ্পত্তি করতে অসমর্থ হন তখন নিজের বিবেক, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন আইন সৃষ্টি করেন এবং ওই ধরনের মামলার একইরকম রায় দেওয়া হয় এবং তা কালক্রমে আইনে পরিণত হয়। আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস হচ্ছে আইন পরিষদ বা আইনসভা। আইনসভা জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করে থাকে। এছাড়া প্রখ্যাত আইনবিদের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনাও আইনের অন্যতম একটি উৎস। পাশাপাশি বিচারকদের ন্যায়বোধ থেকেও আইন সৃষ্টি হয়।

ঘ নাগরিক স্বাধীনতা বিভিন্ন রক্ষাকবচ দ্বারা সংরক্ষিত হতে পারে বলে মনে করি।

স্বাধীনতা সভ্য সমাজের অপরিহার্য উপাদান। অপরের অধিকার বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করার অধিকারই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ছাড়া নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে না। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার বেশকিছু রক্ষাকবচ রয়েছে। আইন স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ। আইনের কারণেই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয় না। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আইনের শাসন। এর মাধ্যমে সকল জনগণকে আইনের দৃষ্টিতে সমান বলে বিবেচনা করা হয়। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষিত হতে পারে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার দ্বারা। এতে সরকর তার কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকে। গণতন্ত্র স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। কেননা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে তাদের শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। কারণ শিক্ষিত নাগরিক তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানের সন্নিবেশিত করার মধ্য দিয়েও স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণমাধ্যম স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। কারণ এর মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু জনমত গঠিত হয়। এছাড়া বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হলে অন্যান্য বিভাগের প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে। বিচার বিভাগ নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি সৎ ও সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য প্রভৃতি নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, ওপরে আলোচিত বিষয়গুলোর দ্বারা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ আইন স্বাধীনতার রক্ষক, আইনবিহীন সমাজে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। জন লক বলেন "যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।" *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. Law শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? ১

খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বাধীনতা ও আইন একে অপরের পরিপূরক তার যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৪৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক Law শব্দটি এসেছে টিউটনিক ভাষা থেকে।

খ মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ প্রচলিত থাকে। এ সব বিধিনিষেধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তাই হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের জীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক জীবনকে সুদৃঢ় করা এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয়ে অবদান রাখে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বাধীনতার কতগুলো রক্ষাকবচ রয়েছে, যার মধ্যে আইন অন্যতম।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত ও সামাজিক অধিকার। ব্যক্তিত্ব বিকাশে স্বাধীনতা অপরিহার্য। স্বাধীনতা অর্জন যেমন দুরূহ প্রক্রিয়া, স্বাধীনতা সংরক্ষণ তেমনি কঠিন। স্বাধীনতা রক্ষায় এর রক্ষাকবচগুলো গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তাই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ নামে পরিচিত। স্বাধীনতা সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায় হলো আইন। আইনের শাসন স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। এর অর্থ হলো আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ থাকলে সেগুলো কেউ হরণ করতে পারে না, যা স্বাধীনতা রক্ষয় ভূমিকা রাখে। স্বাধীনতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হলো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। কেননা সুষ্ঠু জনমত গঠনে গণমাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই। স্বাধীন বিচার বিভাগও নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে। বিচার বিভাগ ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া গণতন্ত্র স্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করে। কেননা গণতন্ত্রে সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। তাছাড়া দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকেন বলে স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। পাশাপাশি শিক্ষার প্রসার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সৎ ও সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব জনগণের স্বাধীনতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ সৃজনশীল ১১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ মি. কামাল সাহেব একজন ডাক্তার। তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত ব্যক্তি তার বাড়িতে গৃহকর্মীসহ সবাই একই ধরনের রান্না ও একই মানের পোশাক পরিধান করেন। অন্যদিকে প্রতিবেশী রবিন সাহেবের বাড়িতে নিজেদের জন্য একরকম এবং গৃহকর্মীদের জন্য অন্য রকম খাবার ও পোশাক দেয় হয়। *[সরকারি বরিশাল কলেজ। প্রশ্ন নং ২]*

https://teachingbd24.com

ক. সাম্য কী? ১

খ. স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ২

গ. কামাল সাহেবের পরিবারে কোন ধরনের সাম্য বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রবিন সাহেবের পরিবারে বিদ্যমান অবস্থা বজায় থাকলে কী রক্ষা করা কঠিন হবে? মূল্যায়ন কর। ৪

৪৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্য অর্থ 'সুযোগ সুবিধাবাদির' সমতা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

খ সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝায় না।

পৌরনীতি ও সুশাসনে স্বাধীনতা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো এমন সুযো-সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ক্ষতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করে।

গ সৃজনশীল ১৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৪৯ রাহেলা প্রতিদিন সকাল ৮.০০ থেকে বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত দিনমজুরের কাজ করে। কাজ শেষে মজুরী নিতে গেলে কর্তৃপক্ষ পুরুষ শ্রমিকের চেয় তাকে কমমজুরি দেয়। রাহেলা প্রতিবাদ করলে কর্তৃপক্ষ তাকে কর্মচ্যুত করার হুমকি দেয়। রাহেলা আশাহত না হয়ে যুক্তিসঙ্গত দাবি আদায়ে ধৈর্য সহাকারে শ্রমিকদের সংগঠিত করে। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবির মুখে ন্যায্য মজুরি দিতে বাধ্য হয়।

[নীলফামারি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ২]

ক. স্বাধীনতার সংজ্ঞা দাও। ১

খ. মানুষ কেন আইন মান্য করে? ২

গ. রাহেলা কোন ধরনের সাম্য ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাহেলার দাবি বাস্তবায়িত হওয়ায় কী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? রাষ্ট্রীয় জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার উপভোগ করাই স্বাধীনতা।

খ মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ও কল্যাণ বজায় রাখার জন্য আইন মান্য করে থাকে।

আইন মান্য করা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস (Thomas Hobbes), জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham), জন অস্টিন (John Austin) প্রমুখ বলেন— 'মানুষ আইন মেনে চলে শাস্তির ভয়ে। কেননা আইন ভঙ্গ করলে অভিযুক্ত হতে এবং শাস্তি পেতে হয়'। তাই ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তুলতে আইন মান্য করা উচিত।

গ সৃজনশীল ৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৫০ জনাব 'ক' একজন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। নম্র, ভদ্র লোকটি সবসময় অন্যের কল্যাণের কথা ভবেন। শত চেষ্টা করেও কেউ তাকে ঘুষ দিতে পারে না। সকল মানুষ যাতে সুবিচার পায় সে বিষয়ে তার নিরন্তর চেষ্টা। সকল প্রকার শ্রমই তার কাছে প্রশংসনীয়। তিনি বিশ্বাস করেন সুশৃঙ্খল জীবন মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে সমাজ জীবনে প্রগতি আনে। *[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. আইন শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? ১

খ. আইনের দুটি উৎস লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর জীবনাচারে সামাজিক মূল্যবোধের কি কি উপাদান ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদান ছাড়াও মূল্যবোধের আরও উপাদান আছে— তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন শব্দটি ফার্সি ভাষার শব্দ।

খ আইনের অন্যতম দুটি উৎস হলো প্রথা এবং আইন পরিষদ।

প্রথা আইনের একটি সুপ্রাচীন উৎস। প্রাচীনকাল থেকে যেসব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি স্বীকৃত ও পালিত হয়ে আসছে তাকে প্রথা বলে। কালক্রমে অনেক প্রথাই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে আইনের মর্যাদা অর্জন করে। আর আধুনিককালে আইনের প্রধানতম উৎস হচ্ছে আইন পরিষদ। আইন পরিষদ জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন করে। আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইনের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন।

গ সৃজনশীল ১৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৫১ কমল এবং সীতা স্বামী-স্ত্রী। অন্যের জমিতে কৃষি শ্রমিকের কাজ করে। সীতা মহিলা হলেও তার স্বামীর মতোই পরিশ্রম করে। কিন্তু মজুরীর বেলায় সমান মজুরী পায় না। স্বামী যেখানে দিনের পারিশ্রমিক হিসেবে ২৫০.০০ টাকা পায়, সেখানে সীতা পায় ২০০.০০ টাকা।

[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১১]

ক. স্বাধীনতা কী? ১

খ. স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সীতা কোন ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সীতা যে সাম্য বঞ্চিত, তা ব্যতীত সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের কাজে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করা বা না করার অধিকারই হলো স্বাধীনতা।

খ স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ হলো আইন এবং সাম্য।

আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে তোলে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা সবার নিকট উপভোগ্য হয়ে ওঠে। আবার স্বাধীনতা ভোগ করতে চাইলে সাম্যও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা সাম্য ও স্বাধীনতা একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক। সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই স্বাধীনতার জন্য সাম্য অত্যাবশ্যক।

গ সৃজনশীল ৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

তৃতীয় অধ্যায়: মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য

★ মূল্যবোধের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

১. মূল্যবোধ কী? [কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ, বগুড়া; ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]
ক সামাজিক মানুষের কার্যাবলি
খ সামাজিক আচার-আচরণের সমষ্টি
গ আইন মেনে চলা
ঘ ব্যক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্য — খ

২. পরিবার কী ধরনের সংগঠন? [দি. বো. '১৫]
ক সামাজিক খ নৈতিক
গ রাজনৈতিক ঘ অর্থনৈতিক — ক

৩. নিচের কোনটি মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য? [অনুধাবন]
ক পরিবর্তনশীলতা খ পরাধীনতা
গ শৃঙ্খলাবোধ ঘ ন্যায়বিচার — ক

৪. সামাজিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
ক সামাজিক মানদণ্ড খ বিভিন্নতা
গ পরিবর্তনশীলতা ঘ বৈচিত্র্যময়তা — ঘ

৫. 'Values' শব্দের শাব্দিক অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক বস্তুগত মূল্য খ সামাজিক গ্রুপ
গ বস্তুর মানদণ্ড ঘ তুলনামূলক অর্থমূল্য — ঘ

৬. মূল্যবোধ কোন ধরনের বিষয়? [জ্ঞান]
ক মানসিক খ সামাজিক
গ সাংস্কৃতিক ঘ রাজনৈতিক — খ

৭. সমাজে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে কোনটি? [অনুধাবন]
ক আচরণ খ ধর্মীয় অনুশাসন
গ মূল্যবোধ ঘ অভ্যাস — গ

৮. সমাজের মূল্যবোধ হলো তাই যা সমাজের অধিকাংশ মানুষ—
i. ব্যবহার করে
ii. চর্চা করে iii. বিশ্বাস করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

৯. *Sociology- A Critical Approach* 'গ্রন্থটি লিখেছে — [অনুধাবন]
i. কেনথ জে নিউকেব
ii. মেটা স্পেন্সার
iii. ডেবিট সিলফেন গ্লাসবার্গ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রফিক সাহেব সকল পেশার মানুষকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেন। একদিন একজন বৃদ্ধ লোক বাসে উঠতে পারছিল না বলে তিনি নিজ গাড়িতে করে তাকে গন্তব্যে পৌছে দিয়েছেন। [সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, সাভার, ঢাকা]

১০. রফিক সাহেবের আচরণে কোন মূল্যবোধ ফুটে উঠেছে?
ক শৃঙ্খলাবোধ খ সৌজন্যবোধ
গ শ্রমের মর্যাদা ঘ আত্মসংযম — খ

১১. রফিক সাহেবের উপযুক্ত আচরণ সুদৃঢ় করে—
i. সামাজিক মূল্যবোধ
ii. নৈতিক মূল্যবোধ iii. ধর্মীয় মূল্যবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আরমান সাহেব অনেক টাকার মালিক। আরমান সাহেব টাকার জোরে অনেক অপকর্ম করেন। লোকবল ও লাঠির বলে পাশের বাড়ির স্কুল শিক্ষকের একখণ্ড জমি দখল করে নেন। স্কুল শিক্ষক আইনের শরণাপন্ন হলেও তিনি সুফল পাননি। [কু. বো. '১৫]

১২. অনুচ্ছেদে আরমান সাহেবের চরিত্রে কীসের অভাব?
ক শৃঙ্খলার খ মূল্যবোধের
গ সামাজিকতার ঘ সদাচরণের — খ

১৩. আরমান সাহেব ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারতেন না যদি—
i. আইনের অনুশাসন থাকত
ii. রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বজায় থাকত
iii. রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত থাকত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

★★ মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ

১৪. মূল্যবোধকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? [দি. বো. '১৫]
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫ — ঘ

১৫. নিচের কোনটি বাহ্যিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত? [অনুধাবন]
ক সাহসিকতা খ সত্যকে সত্য বলা
গ রাজনৈতিক সহনশীলতা
ঘ শ্রমের মর্যাদা — ক

১৬. সামাজিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [অনুধাবন]
ক আপেক্ষিকতা খ জনকল্যাণমুখিতা
গ সহমর্মিতা ঘ সহনশীলতা — ক

১৭. মানুষের কাজের ভালো-মন্দ বিচার হয় কীসের দ্বারা? [অনুধাবন]
ক ইচ্ছা ও ঔচিত্যবোধের মাপকাঠি দ্বারা
খ বংশ মর্যাদার দ্বারা
গ টাকা পয়সার দ্বারা
ঘ পেশিশক্তির দ্বারা — ক

১৮. প্লেটো কোন দেশের নাগরিক ছিলেন? [জ্ঞান]
ক গ্রিস খ ইতালি
গ স্পেন ঘ জার্মানি — ক

১৯. নীতি ও ঔচিত্যবোধ থেকে যে মূল্যবোধ বিবেচনা করা হয় তাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক নৈতিক মূল্যবোধ
খ রাজনৈতিক মূল্যবোধ
গ সামাজিক মূল্যবোধ
ঘ বাহ্যিক মূল্যবোধ — ক

২০. কোনটি রাজনৈতিক মূল্যবোধ? [জ্ঞান]
ক শ্রমের মর্যাদা খ সত্যকথা বলা
গ আনুগত্য ঘ দানশীলতা — গ

২১. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো কী থেকে বেশি পরিমাণে উদ্ভূত হয়? [জ্ঞান]
ক সামাজিক আচরণ খ সামাজিক প্রথা
গ সামাজিক বৈষম্য ঘ সামাজিক নীতি — খ

Teachingbd.com

২২. রাইসুল তার সংগঠনের সাফল্যদের মধ্যে সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, জনসেবা ইত্যাদি গুণাবলি দেখে মুগ্ধ হয়। উক্ত বিষয়গুলো কোন মূল্যবোধকে নির্দেশ করে? [প্রয়োগ]
ক দলীয় মূল্যবোধ
খ পারিবারিক মূল্যবোধ
গ সামাজিক মূল্যবোধ
ঘ ব্যক্তিগত মূল্যবোধ — গ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিল্পপতি তাহসান সাহেব সাধারণত নিয়ম মেনে চলা ও সময়ানুবর্তিতাকে সবসময় উৎসাহিত করেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেন। [ব. বো. '১৫]

২৩. তাহসান সাহেবের আচরণে কোন ধরনের মূল্যবোধ ফুটে উঠেছে?
ক অর্থনৈতিক খ রাজনৈতিক
গ ধর্মীয় ঘ নান্দনিক — ক

২৪. উদ্দীপকে সুশাসনের কোন মূল বিষয় সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি?
ক সত্যবাদিতা খ ন্যায়ানুগ থাকা
গ জবাবদিহিতা ঘ সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা — গ

★★ মূল্যবোধ ও সুশাসন

২৫. মূল্যবোধ কাদের দ্বারা অনুমোদিত? [অনুধাবন]
ক সাধারণ জনগণ
খ শিক্ষিত জনগণ
গ সমাজের সকল মানুষ
ঘ সমাজের বৃহৎ অংশ — ঘ

২৬. সামাজিক মূল্যবোধকে কী হিসেবে ব্যবহার করা যায়? [অনুধাবন]
ক সামাজিক ন্যায়বিচার
খ সামাজিক মাপকাঠি
গ সামাজিক বৈচিত্র্যময়তা
ঘ সামাজিক সেতুবন্ধন — খ

২৭. সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি নিচের কোনটি? [জ্ঞান]
ক মূল্যবোধ খ প্রথা
গ স্বাধীনতা ঘ সাম্য — ক

২৮. রাষ্ট্র উন্নত হলে কোনটি প্রতিষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক স্বৈরশাসন খ সুশাসন
গ আইনের অপব্যবহার
ঘ দায়িত্বের অবহেলা — খ

২৯. সরকার ও রাষ্ট্র জনকল্যাণমুখী না হলে তাকে কী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়? [জ্ঞান]
ক মূল্যবোধের সঠিক প্রয়োগ
খ মূল্যবোধের অবক্ষয়
গ সামাজিক অসমতা
ঘ ন্যায়বিচারে অভাব — খ

৩০. সুশাসন নিশ্চিত করতে কীরূপ সরকার ব্যবস্থা প্রয়োজন? [জ্ঞান]
ক গণতান্ত্রিক খ রাজতান্ত্রিক
গ একনায়কতান্ত্রিক ঘ স্বৈরতান্ত্রিক — ক

৩১. মূল্যবোধ কী? [জ্ঞান]
ক ব্যক্তির আচরণের নিয়ন্ত্রক
খ রাষ্ট্রের উন্নয়নের পথে বাধা দেওয়া
গ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি
ঘ আদর্শহীন কাজে সম্পৃক্ততা — গ

৩২. ফিরোজ এমন একটি দেশে বাস করে যেখানে শাসকশাসিত, ধনী-গরিব সকলেই একই অপরাধের জন্য সমানভাবে শাস্তিযোগ্য। ফিরোজের দেশে কোনটি বিদ্যমান? [প্রয়োগ]
ক সুশাসন খ সামাজিক ন্যায় বিচার
গ আইনের শাসন ঘ সহনশীলতা — গ

৩৩. সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি হলো— [দি. বো. '১৫]
i. সামাজিক ন্যায়বিচার
ii. সহনশীলতা iii. আইনের শাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

৩৪. সুশাসনের উপাদানসমূহ হলো— [অনুধাবন]
i. জনগণের অংশগ্রহণ
ii. আইনের অপব্যবহার
iii. দায়িত্বশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

★ আইনের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও উৎস

৩৫. স্বাধীনতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ কোনটি? [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক আইনের শাসন
খ জনগণের সজাগ সচেতন দৃষ্টি
গ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ
ঘ বিচারবিভাগ — ক

৩৬. আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস কোনটি? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট; মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]
ক প্রথা খ বিচারকের রায়
গ ন্যায়বোধ ঘ আইন পরিষদ — ঘ

৩৭. গণতন্ত্রের প্রাণ হলো— [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
ক রাজনৈতিক দল
খ অবাধ ও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন
গ নেতৃত্ব ঘ আইনের শাসন — ঘ

৩৮. অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে আইনের উৎস কয়টি? [দি. বো. '১৫]
ক ৪ খ ৫
গ ৬ ঘ ৭ — গ

৩৯. আইনের প্রধান উৎস কোনটি? [জ্ঞান]
ক প্রথা খ ধর্ম
গ ন্যায়বোধ ঘ আইন পরিষদ — ঘ

৪০. কোন দেশের সাধারণ আইন চিরাচরিত রীতি ও প্রথা নির্ভর? [ঢা. বো. '১৬; সি. বো. '১৬; ব. বো. '১৬; চ. বো. '১৬]
ক আমেরিকা খ ফ্রান্স
গ ব্রিটেন ঘ বাংলাদেশ — গ

৪১. "আইন হচ্ছে আবেগহীন যুক্তি"— কে বলেছেন? [রা. বো. '১৫]
ক এরিস্টটল খ হল্যান্ড
গ অধ্যাপক লাস্কি ঘ অধ্যাপক ডাইসি — ক

৪২. স্বার্থবোধক আইন পরিহার করা হয় কেন? [অনুধাবন]
ক জটিলতা সৃষ্টি করে বলে
খ পরিবর্তনশীল বলে
গ গতিশীল বলে ঘ অপরিবর্তনীয় বলে — ক

http://teachingbd.com

৪৩. আইনের অপরিহার্য শর্ত কোনটি? [অনুধাবন]
ক) রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি খ) সামাজিক স্বীকৃতি
গ) ধর্মীয় স্বীকৃতি ঘ) ব্যক্তিগত স্বীকৃতি — ক

৪৪. আইন কী? [জ্ঞান]
ক) নিয়ম খ) বিধি
গ) সুপ্রতিষ্ঠিত ধ্যান ধারণা
ঘ) স্বীকৃত বিধি-বিধান — ঘ

৪৫. আইনের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [অনুধাবন]
ক) সার্বজনীনতা খ) আচরণ নিয়ন্ত্রক
গ) অবশ্য পালনীয় ঘ) অনুমোদিত ও স্বীকৃত — ঘ

৪৬. আইন মেনে চলার মূল কারণ কী? [অনুধাবন]
ক) ভয় খ) বুদ্ধি
গ) উপযোগিতা ঘ) আনুগত্য — গ

৪৭. 'ন্যায় সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত নীতির স্বীকার করে এবং প্রয়োগ করে তাই আইন'- উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক) হল্যান্ড খ) উইলসন
গ) এ্যালমন্ড ঘ) অস্টিন — গ

৪৮. আইনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Law এটি এসেছে— [জ্ঞান]
ক) গ্রিক শব্দ থেকে খ) ল্যাটিন শব্দ থেকে
গ) জার্মান শব্দ থেকে ঘ) টিউটনিক শব্দ থেকে — ঘ

৪৯. ইংরেজি Law শব্দটি কোন টিউটনিক শব্দ থেকে এসেছে? [জ্ঞান]
ক) Low খ) Leg
গ) Lag ঘ) Log — গ

৫০. আইনের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন কে? [জ্ঞান]
ক) অধ্যাপক হল্যান্ড খ) জন অস্টিন
গ) টমাস হবস ঘ) উড্রো উইলসন — ঘ

৫১. অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে আইনের উৎস কয়টি?
ক) ৬টি খ) ৫টি
গ) ৪টি ঘ) ৩টি — ক

৫২. 'আইনের উৎস একটি এবং তা হচ্ছে সার্বভৌমের আদেশ'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক) টমাস হবস খ) অধ্যাপক হল্যান্ড
গ) জন অস্টিন ঘ) মেইটল্যান্ড — গ

৫৩. 'রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই আইনের জন্ম হয়েছে' এটি কার মতামত? [জ্ঞান]
ক) জ্যাঁ বোঁদা খ) জন অস্টিন
গ) হেনরি মেইন ঘ) টমাস হবস — গ

৫৪. 'আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান'— কে বলেছেন? [জ্ঞান]
ক) অধ্যাপক ডাইসি খ) অধ্যাপক গার্নার
গ) অধ্যাপক লাস্কি ঘ) অধ্যাপক স্পেন্সার — ক

৫৫. সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কোনটি? [অনুধাবন]
ক) সত্তা খ) সমিতি
গ) আইন ঘ) প্রশাসন — গ

৫৬. হেদায়া ও আলমগিরী কী? [জ্ঞান]
ক) রোমান আইনগ্রন্থ
খ) হিন্দু আইনগ্রন্থ
গ) মুসলিম আইনগ্রন্থ
ঘ) বৌদ্ধদের আইনগ্রন্থ — গ

৫৭. স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ কোনটি? [অনুধাবন]
ক) সামাজিক মূল্যবোধ
খ) নৈতিকতা
গ) আইনের শাসন ঘ) স্বাধীনতা — গ

৫৮. আইনের সবচেয়ে প্রাচীন উৎস কোনটি? [জ্ঞান]
ক) ধর্ম খ) প্রথা
গ) আইনসভা ঘ) পত্র-পত্রিকা — খ

৫৯. সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্যে কোনটির গুরুত্ব সর্বাধিক? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা
খ) সাম্যের ভিত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করা
গ) নাগরিক অধিকার কায়েম করা
ঘ) বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া — ক

৬০. আইন প্রণয়নের সময়ের সাথে ক্রিয়াশীল উৎস হলো— [অনুধাবন]
i. বিচারকের রায়
ii. চিরাচরিত প্রথা iii. আইনপরিষদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii — গ

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬১ ও ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মোক্তার দিনরাত উচ্চ শব্দে গান শুনে। কারণ সে মনে করে যে, সে স্বাধীন দেশের নাগরিক। যা খুশি তা করা তার স্বাধীনতা। [কু. বো. '১৫]

৬১. নিচের কোনটি সঠিক?
ক) মোক্তার স্বাধীনতা সঠিকভাবে উপভোগ করছে
খ) মোক্তার স্বেচ্ছাচারিতামূলক কাজ করছে
গ) মোক্তার আইন মেনে চলছে
ঘ) মোক্তার নিজের অধিকার উপভোগ করছে — খ

৬২. মোক্তারকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে—
ক) আইন খ) সমাজ
গ) শিক্ষা ঘ) ধর্ম — ক

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৩ ও ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

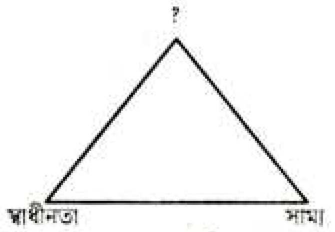

[দি. বো. '১৫]

৬৩. '?' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?
ক) মূল্যবোধ খ) জাতীয়তা
গ) নৈতিকতা ঘ) আইন — ঘ

৬৪. উক্ত বিষয়ের মাধ্যমে—
i. সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়
ii. অধিকার বিঘ্নিত হয়
iii. সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii — গ

★ আইনের শ্রেণিবিভাগ

৬৫. 'ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া'— এটা নিচের কোন আইনের সাথে সম্পৃক্ত? [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ; মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; মাইলস্টোন কলেজ]
ক) ধর্মীয় আইন খ) নৈতিক আইন
গ) আইনগত আইন ঘ) সামাজিক আইন — খ

teachingbd.com

৬৬. কোন আইনের মাধ্যমে মেধা পাচার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব? *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*
ক ISP
খ সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ আইন
গ মানব পাচার প্রতিরোধ আইন
ঘ IPR
উত্তর: খ

৬৭. রাষ্ট্রপ্রধানের জারিকৃত অধ্যাদেশ কয় মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকে? [জ্ঞান]
ক তিন মাস খ চার মাস
গ পাঁচ মাস ঘ ছয় মাস
উত্তর: ঘ

৬৮. আইন প্রধানত কয় শ্রেণিতে বিভক্ত? [জ্ঞান]
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ
উত্তর: ক

৬৯. সমুদ্রসীমা নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার বিরোধের মীমাংসা হয়েছে কোন আইনে? [জ্ঞান]
ক সরকারি আইন খ বেসরকারি আইন
গ প্রশাসনিক আইন ঘ আন্তর্জাতিক আইন
উত্তর: ঘ

৭০. মিঃ আলমগীর একজন জনপ্রতিনিধি। তিনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। তিনি সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, নাগরিকের নিরাপত্তা ও অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোন আইন প্রয়োগ করেন? [প্রয়োগ]
ক জাতীয় খ ফৌজদারি
গ শাসনতান্ত্রিক ঘ আন্তর্জাতিক
উত্তর: খ

৭১. নিচের ছকে (?) চিহ্নিত খালি স্থানে কী বসবে? [প্রয়োগ]

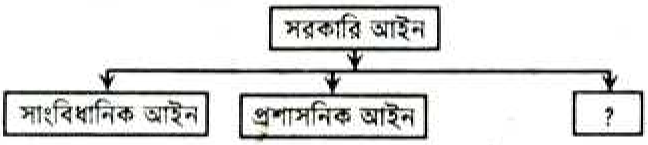

ক জাতীয় আইন
খ ফৌজদারি আইন
গ আন্তর্জাতিক আইন
ঘ নৈতিক আইন
উত্তর: খ

৭২. যে আইন বা বিধি-বিধানে সরকার পরিচালিত হয় তাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক রাষ্ট্রীয় আইন খ ফৌজদারি আইন
গ সাংবিধানিক আইন
ঘ জাতীয় আইন
উত্তর: গ

৭৩. আইনের প্রধান উৎস হিসেবে অধ্যাপক হল্যান্ড কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন? [জ্ঞান]
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি
উত্তর: ক

৭৪. আন্তর্জাতিক আইনের আদিগুরু কে? [জ্ঞান]
ক জন লক খ সক্রেটিস
গ হুগো গ্রোসিয়াস ঘ স্টুয়ার্ট মিল
উত্তর: গ

৭৫. শাসনতান্ত্রিক আইন কোথায় উল্লেখ থাকে? [জ্ঞান]
ক ধর্মগ্রন্থে খ দলিলে
গ চুক্তিপত্রে ঘ সংবিধানে
উত্তর: ঘ

৭৬. বেসরকারি আইন কোনটি? [অনুধাবন]
ক মৌলিক অধিকার
খ চুক্তি ও দলিলাদি সংক্রান্ত
গ ফৌজদারি
ঘ রাষ্ট্রের আচরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত
উত্তর: খ

৭৭. সাংবিধানিক আইন হলো— [অনুধাবন]
i. সকল আইনের উর্ধ্বে
ii. সাংবিধানিক আইন দুই প্রকারের
iii. সাংবিধানিক আইন ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ক

★★ নৈতিকতার ধারণা

৭৮. কোনটি শ্রেষ্ঠ মানবীয় গুণ? *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
ক আত্মসংযম খ সহনশীলতা
গ সহানুভূতি ঘ মমত্ববোধ
উত্তর: ক

৭৯. Lag শব্দের শাব্দিক অর্থ কী? *[কু. বো. '১৫]*
ক অস্থির খ ক্ষয়শীল
গ স্থির ঘ পরিবর্তনশীল
উত্তর: গ

৮০. Napoleon Code কে ঘোষণা করেন? [জ্ঞান]
ক সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন
খ সম্রাট দ্বিতীয় নেপোলিয়ন
গ সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন
ঘ রাজা ষোড়শ লুই
উত্তর: ক

৮১. Moralitas অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক মন খ মমতা
গ চরিত্র ঘ সাদৃশ্য
উত্তর: গ

৮২. নৈতিকতার উদ্ভব হয় কোথায়? [জ্ঞান]
ক সমাজে খ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে
গ মানুষের মনে ঘ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
উত্তর: গ

৮৩. 'আন্তর্জাতিক আইন নীতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, এটি আইন নয়'— কার উক্তি? [জ্ঞান]
ক হেনরি মেইন খ জনঅস্টিন
গ টমাস গ্রিন ঘ লর্ড ব্রাইস
উত্তর: খ

৮৪. ল্যাটিন শব্দ 'Mos' থেকে কোন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে? [জ্ঞান]
ক Morals খ Ethics
গ Virtue ঘ law
উত্তর: ক

৮৫. Morality শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে? [জ্ঞান]
ক ল্যাটিন শব্দ খ স্প্যানিশ শব্দ
গ গ্রিক শব্দ ঘ আরবি শব্দ
উত্তর: ক

৮৬. নৈতিকতা কোন ধরনের অবস্থা? [জ্ঞান]
ক মানসিক অবস্থা খ শারীরিক অবস্থা
গ সামাজিক অবস্থা ঘ অর্থনৈতিক অবস্থা
উত্তর: ক

৮৭. জোনাথান হ্যাইটের মতে নৈতিকতা উদ্ভব ঘটে কয়টি উৎস হতে? [জ্ঞান]
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি
উত্তর: খ

★★ আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক

৮৮. 'মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত'— কথাটি কে বলেছেন? *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর]*
ক হবস খ ম্যাকিয়েভেলি
গ কার্ল মার্কস ঘ জ্যাঁ জ্যাক রুশো
উত্তর: ঘ

৮৯. 'Power tends to corrupts, and absolute power corrupt absolutely'– উক্তিটি কে করেছেন? *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক লাস্কি খ বার্জেস
গ লর্ড অ্যাক্টন ঘ উড্রো উইলসন
উত্তর: গ

৯০. আইন ও নৈতিকতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলে কী ঘটে থাকে? [অনুধাবন]
ক সমাজ জীবনের উৎকর্ষতা
খ মূল্যবোধের অবক্ষয়
গ সামাজিক অসমতা
ঘ সামাজিক বিশৃঙ্খলা
উত্তর: ক

Teachingbd.com

৯১. 'আইন হলো রাষ্ট্রের নৈতিক অগ্রগতির দর্পণ'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক গেটেলের খ উইলসনের
গ ম্যাকাইভারের ঘ গার্নারে খ

৯২. রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি ও অনুমোদনকৃত নিয়মকানুনকে কী বলা হয়? [জ্ঞান]
ক মূল্যবোধ খ আইন
গ রীতি-নীতি ঘ প্রথা খ

৯৩. আইন ও নৈতিকতা কীরূপ? [জ্ঞান]
ক পরিবর্তনশীল খ পরস্পর বিপরীতমুখী
গ স্থবির ঘ ভিন্নধর্মী ক

৯৪. নৈতিকতার মূল ভিত্তি কোনটি? [জ্ঞান]
ক রাষ্ট্রীয় আইন খ জনমত
গ অবশ্য পালনীয় নয়
ঘ লৌকিক খ

৯৫. আইন মান্য করার কারণ হলো— [য. বো. '১৫]
i. শাস্তির ভয়ে
ii. যৌক্তিকতার উপলব্ধি
iii. বাধ্য হয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

★★ স্বাধীনতার ধারণা, প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব

৯৬. স্বাধীনতা ছাড়া ভাবা যায় না— [আল-আমিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ চাঁদপুর]
ক নাগরিক অধিকারের কথা
খ গণতন্ত্রের কথা
গ নাগরিক কর্তব্যের কথা
ঘ সাম্যের কথা খ

৯৭. "চিরন্তন সতর্কতার মধ্যেই স্বাধীনতার মূল্য নিহিত"— উক্তিটি কার? [দি. বো. '১৫]
ক জন লক খ লাস্কি
গ মন্টেস্কু ঘ জন অস্টিন খ

৯৮. স্বাধীনতা উপভোগ করার জন্য বেশি প্রয়োজন— [চ. বো. '১৫]
ক আইন খ নৈতিকতা
গ মূল্যবোধ ঘ প্রথা ক

৯৯. স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Liberty' শব্দটি কোন ভাষা থেকে উদ্ভূত? [জ্ঞান]
ক ল্যাটিন খ গ্রিক
গ জার্মান ঘ সংস্কৃত ক

১০০. "অতিশাসনের বিপরীত ব্যবস্থাই হচ্ছে স্বাধীনতা"— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক মন্টেস্কু খ গেটেল
গ টি.এইচ.গ্রিন ঘ সীলী ঘ

১০১. "জাতীয় স্বাধীনতা হচ্ছে দেশ বা জাতির সব ধরনের উন্নয়নের ভিত্তি"— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক অধ্যাপক বার্নেস খ অধ্যাপক গেটেল
গ মন্টেস্কু ঘ অধ্যাপক লাস্কি ক

১০২. 'যে অনুকূল পরিবেশে মানুষ জীবনের চরম ও পরম বিকাশ সাধনের পূর্ণ সুযোগ লাভ করতে পারে তার সাগ্রহ সংরক্ষণকে স্বাধীনতা বলে'-উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক গ্রীন খ রুশো
গ লাস্কি ঘ রুজভেল্ট গ

১০৩. 'নিজের ওপর, নিজের দেহ ও মনের ওপর ব্যক্তিই সার্বভৌম'— উক্তিটির কার? [জ্ঞান]
ক লাস্কি খ ম্যাকাইভার
গ জেমস মিল ঘ জন স্টুয়ার্ট মিল ঘ

১০৪. 'চিরন্তন সতর্কতার মধ্যেই স্বাধীনতার মূল্য নিহিত'— কে বলেছেন? [জ্ঞান]
ক জন লক খ লাস্কি
গ মন্টেস্কু ঘ জন অস্টিন খ

১০৫. 'Liberty' শব্দের বাংলা অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক স্বাধীনতা খ পরাধীনতা
গ ন্যায়বিচার ঘ সাম্য ক

১০৬. অবাধ স্বাধীনতা কীসের নামান্তর? [অনুধাবন]
ক গণতন্ত্রের খ স্বেচ্ছাচারিতার
গ ব্যক্তিস্বাধীনতার ঘ শান্তির খ

১০৭. 'Liberty' কোন ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে? [জ্ঞান]
ক Liber খ Liberty
গ Liberism ঘ Liberation ক

১০৮. অবাধ স্বাধীনতা কীসের নামান্তর? [জ্ঞান]
ক গণতন্ত্রের খ স্বেচ্ছাচারিতার
গ ব্যক্তিস্বাধীনতার ঘ শান্তির খ

১০৯. *'Essay on Liberty'* গ্রন্থের রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক হার্বার্ট স্পেনসার খ টি এইচ গ্রিন
গ জন স্টুয়ার্ট মিল ঘ হ্যারল্ড জে লাস্কি গ

১১০. সমাজ সেবক আবু সাঈদ সাহেব একবার একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে বলেন— সমাজে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও জীবনের পূর্ণতা অর্জনের জন্য একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সামগ্রিকভাবে এই বিষয়টিকে শ্রম ও রাষ্ট্রের বিনিময়ে অর্জন এবং সংরক্ষণ করতে হয়। জনাব আবু সাঈদ কোন বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন? [প্রয়োগ]
ক আইন খ আইনের অনুশাসন
গ মৌলিক অধিকার ঘ স্বাধীনতা ঘ

★ স্বাধীনতার শ্রেণিবিভাগ

১১১. স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ কোনটি? [রা. বো. '১৫]
ক আইন
খ দায়িত্বশীল সরকার
গ স্বাধীন বিচার বিভাগ
ঘ সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল ক

১১২. শিক্ষা লাভের স্বাধীনতা কোন স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত? [কু. বো. '১৫]
ক ব্যক্তি স্বাধীনতা
খ ধর্মীয় স্বাধীনতা
গ সামাজিক স্বাধীনতা
ঘ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা গ

১১৩. দেশ ও জাতির সব ধরনের উন্নয়নের ভিত্তি হচ্ছে— [অনুধাবন]
ক প্রাকৃতিক স্বাধীনতা
খ জাতীয় স্বাধীনতা
গ সামাজিক স্বাধীনতা
ঘ রাজনৈতিক স্বাধীনতা খ

১১৪. স্বাধীনতাকে কয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক তিন খ চার
গ পাঁচ ঘ ছয় ঘ

১১৫. মানুষের অধিকারবোধ থেকে কোন ধরনের স্বাধীনতার সৃষ্টি? [অনুধাবন]
ক ব্যক্তি স্বাধীনতা খ সামাজিক স্বাধীনতা
গ আইনগত স্বাধীনতা
ঘ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ক

Teachingbd.com

১১৬. ধর্মচর্চা কোন ধরনের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত? [অনুধাবন]
(ক) সামাজিক স্বাধীনতা
(খ) রাজনৈতিক স্বাধীনতা
(গ) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা
(ঘ) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা — গ

১১৭. কোনটি সামাজিক স্বাধীনতা? [জ্ঞান]
(ক) ধর্মচর্চার স্বাধীনতা
(খ) জীবনধারণের স্বাধীনতা
(গ) কাজের স্বাধীনতা
(ঘ) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা — ঘ

১১৮. রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে 'গণতন্ত্রের সমর্থক' বলে অভিহিত করেছেন কোন ব্যক্তি? [জ্ঞান]
(ক) অধ্যাপক লীকক (খ) অধ্যাপক লাস্কি
(গ) অধ্যাপক বার্কার (ঘ) অধ্যাপক গিলক্রিস্ট — ঘ

১১৯. ভোট দানের অধিকার কোন ধরনের স্বাধীনতা? [অনুধাবন]
(ক) প্রাকৃতিক (খ) রাজনৈতিক
(গ) আইনগত (ঘ) সামাজিক — খ

১২০. 'সম্পত্তি ভোগের অধিকার' কোন ধরনের স্বাধীনতা? [অনুধাবন]
(ক) রাজনৈতিক (খ) অর্থনৈতিক
(গ) বুদ্ধিগত (ঘ) প্রাকৃতিক — ক

★ সাম্যের ধারণা

১২১. ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের নিয়ামক হলো— [জ্ঞান]
(ক) আইন (খ) অধিকার
(গ) স্বাধীনতা (ঘ) সাম্য — ঘ

১২২. বর্তমানে কোন সাম্যের ধারণা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে? [জ্ঞান]
(ক) স্বাভাবিক সাম্য (খ) সামাজিক সাম্য
(গ) অর্থনৈতিক সাম্য (ঘ) রাজনৈতিক সাম্য — ক

১২৩. 'সাম্য বলতে একই ধরনের আচরণ বোঝায় না'— উক্তিটি কে করেছেন? [জ্ঞান]
(ক) লর্ড এ্যাক্টন (খ) জ্যাঁ জ্যাক রুশো
(গ) অধ্যাপক লাস্কি (ঘ) অধ্যাপক বার্কার — গ

১২৪. সকলের জন্যে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার নাম কী? [জ্ঞান]
(ক) সাম্য (খ) সুযোগ
(গ) স্বাধীনতা (ঘ) অধিকার — ক

১২৫. সাম্যের নেশা স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থ করেছে— কথাটি কার? [জ্ঞান]
(ক) টকভিল (খ) পুশকিন
(গ) রুশো (ঘ) লর্ড এ্যাক্টন — ঘ

১২৬. অর্থনৈতিক সাম্য বলতে বোঝায়— *[আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
i. সকলের সম্পদ সমান হবে
ii. সকলে ন্যায্য মজুরি পাবে
iii. সকলে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — গ

১২৭. সাম্য বলতে বোঝায়— [অনুধাবন]
i. সকলের জন্যে সমান সুযোগ
ii. নিজ নিজ দক্ষতা বিকাশের সুযোগ
iii. আইনের চোখে সবাই সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — ঘ

★ সাম্যের শ্রেণিবিভাগ

১২৮. মোটর গাড়ির বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ভ্রাম্যমাণ আদালত জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তির জরিমানা করে। এখানে কোন ধরনের সাম্য কার্যকর হয়েছে? *[চ. বো. '১৫; রা. বো. '১৬]*
(ক) সামাজিক (খ) অর্থনৈতিক
(গ) রাজনৈতিক (ঘ) আইনগত — ঘ

১২৯. দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য উচ্ছেদ কোন ধরনের সাম্যের উদাহরণ? [জ্ঞান]
(ক) রাজনৈতিক (খ) সামাজিক
(গ) স্বাভাবিক (ঘ) অর্থনৈতিক — খ

১৩০. সাম্যের রূপ কয়টি? [জ্ঞান]
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৬টি — ঘ

১৩১. অবকাশ যাপনের সুযোগ সাম্যের কোন শ্রেণিভুক্ত? [জ্ঞান]
(ক) রাজনৈতিক (খ) অর্থনৈতিক
(গ) সামাজিক (ঘ) নৈতিক — খ

১৩২. বর্তমানে সাম্যকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়? [জ্ঞান]
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ — গ

১৩৩. বেকারত্ব হতে মুক্তি লাভ কোন ধরনের সাম্য? [অনুধাবন]
(ক) রাজনৈতিক (খ) অর্থনৈতিক
(গ) সামাজিক (ঘ) আইনগত — খ

১৩৪. জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও পেশাগত কারণে মানুষে মানুষে যখন কোন পার্থক্য করা হয় না, তখন তাকে কী বলে? [জ্ঞান]
(ক) স্বাভাবিক সাম্য (খ) সামাজিক সাম্য
(গ) অর্থনৈতিক সাম্য (ঘ) সংস্কৃতিক সাম্য — খ

উদ্দীপকটি পড়ে ১৩৫ ও ১৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-
মান্নান সাহেব একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি সবসময় সদালাপী, বিনয়ী ও পরোপকারী। তার নির্দেশে বাড়িতে তার পরিবারের লোক, কাজের মেয়ে ও কাজের ছেলে সবাই মিলে একই খাবার খায়। *[চ. বো. '১৫]*

১৩৫. মান্নান সাহেবের পরিবারে কী ধরনের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?
(ক) সামাজিক (খ) রাজনৈতিক
(গ) অর্থনৈতিক (ঘ) আইনগত — ক

১৩৬. এ ধরনের সাম্যের প্রভাবে—
i. মানুষের মধ্যে বিভেদ দূর হয়
ii. সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায়
iii. জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii — ঘ

★★ স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক

১৩৭. 'একটি রাষ্ট্রে যত সাম্য থাকবে সে রাষ্ট্রে তত স্বাধীনতা থাকবে— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
(ক) জন লক (খ) আর্নেস্ট বার্কার
(গ) রুশো (ঘ) জে. লাস্কি — ঘ

teachingbd.com

১৩৮. 'সাম্যের নেশা স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থ করেছে'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক অ্যাকটন খ টকভিল
গ রুশো ঘ লাস্কি ক

১৩৯. আইন কোনটির পূর্বশর্ত? [জ্ঞান]
ক স্বাধীনতা খ সাম্য
গ মূল্যবোধ ঘ জাতীয়তা ক

১৪০. 'সাম্যের নেশা ও স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থ করেছে'— কে উক্তিটি দিয়েছেন? [জ্ঞান]
ক লর্ড এ্যাক্টন খ টকাভিল
গ অধ্যাপক পোলার্ড
ঘ অধ্যাপক টনি ক

★★ আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের পারস্পরিক সম্পর্ক

১৪১. আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন? [অনুধাবন]
ক রাষ্ট্র আইনের জন্মদাতা
খ আইন রাষ্ট্রের উর্ধ্বে
গ আইন রাষ্ট্রের অধীন
ঘ রাষ্ট্র ও আইন পরস্পর সমান্তরাল ঘ

১৪২. 'যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না'— উক্তিটিতে কী প্রকাশ পাচ্ছে? [অনুধাবন]
ক আইন স্বাধীনতার প্রচারক
খ আইন স্বাধীনতার সম্পূরক
গ আইন স্বাধীনতার রক্ষক
ঘ আইন স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক গ

১৪৩. 'যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক জন লক খ বার্কার
গ উইলোবি ঘ এ ভি ডাইসি ক

১৪৪. 'যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না'— কে বলেছেন? [জ্ঞান]
ক অধ্যাপক লাস্কি খ জন লক
গ টি. এইচ. গ্রিন ঘ আর. এইচ. টনি খ

১৪৫. আইনের অনুশাসন বলতে বোঝায়— দি বো ১৬; রা বো ১৬; ব বো ১৫/
i. কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়
ii. বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা যাবে না
iii. সবাই আইনের চোখে সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

১৪৬. ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল— [অনুধাবন]
i. সাম্য, স্বাধীনতা ও আইন
ii. আইন, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব
iii. সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ ii ও iii গ

★ স্বাধীনতায় সাম্যের গুরুত্ব

১৪৭. পরস্পর সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের মাধ্যমে একে অপরের পরিপূরক হয়ে দেশ ও সমাজের নীতিসমূহ মেনে সার্বিক কল্যাণে উৎসর্গ হওয়াকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক সাম্য
খ স্বাধীনতা
গ সামাজিক ন্যায়বিচার
ঘ নৈতিকতা ঘ

১৪৮. সুযোগের সমতাকে কী বলা হয়? [জ্ঞান]
ক স্বাধীনতা খ ন্যায়বিচার
গ সাম্য ঘ আইন গ

১৪৯. স্বাধীনতা বাস্তবায়নের জন্যে কীসের প্রয়োজন? [জ্ঞান]
ক সাম্যের খ নৈতিকতার
গ মূল্যবোধের ঘ আইন প্রয়োগের ক

১৫০. দাস প্রথার বিরোধিতা করে প্রাকৃতিক সাম্যের কথা প্রচার করেছিলেন কোন দার্শনিক? [জ্ঞান]
ক এরিস্টটল খ প্লেটো
গ ইউরিপাইডিস ঘ ম্যাকিয়াভেলি গ

★★ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা

১৫১. জাতির উন্নতির মূল চাবিকাঠি কোনটি? [জ্ঞান]
ক বিশৃঙ্খলতা খ হানাহানি
গ মারামারি ঘ শৃঙ্খলা ঘ

১৫২. নিচের কোনটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাংবিধানিক উপাদান? [জ্ঞান]
ক ঐকমত্য খ ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ
গ সাম্য ঘ স্বাধীনতা খ

১৫৩. দেশাত্মবোধের অংশ হলো— [অনুধাবন]
i. নিজেকে রাষ্ট্রের অংশীদার মনে না করা
ii. দেশকে রক্ষা
iii. দেশের সম্মানকে বিশ্বের দরবারে সমুন্নত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

★★ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

১৫৪. নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সমস্যার সমাধানের পথ বাতলে দেয় কোনটি? [জ্ঞান]
ক সামাজিক মূল্যবোধ
খ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
গ ধর্মীয় মূল্যবোধ
ঘ নৈতিক মূল্যবোধ খ

১৫৫. কোনটি নাগরিক অধিকারকে সংরক্ষণ করে? [জ্ঞান]
ক আইনের শাসন খ সাম্য
গ নৈতিক মূল্যবোধ ঘ ন্যায়বিচার ক

১৫৬. সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত কী? [জ্ঞান]
ক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা
খ সামাজিক মূল্যবোধের চর্চা
গ নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা
ঘ ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা ক

১৫৭. জান্নাতের বাবা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক তিনি বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের অন্যান্য বিভাগের প্রভাবমুক্ত। এখানে কোন দিকটি ফুটে ওঠেছে? [প্রয়োগ]
ক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
খ সামাজিক মূল্যবোধ
গ নৈতিক মূল্যবোধ
ঘ রাজনৈতিক মূল্যবোধ ক

http://teachingbd.com

অধ্যায়-৪: ই-গভর্নেন্স ও সুশাসন

প্রশ্ন ▶ ১ গ্রামের বাজারে সিয়ামের একটি ঔষধের দোকান আছে। সিয়াম তার ঔষধ ব্যবসার লাইসেন্স নবায়নের জন্য ঔষধ প্রশাসনের কার্যালয়ে গেলে দায়িত্বরত কর্মকর্তা তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করেন। আবেদন জমা দেওয়ার কিছুদিন পর সিয়ামের মুঠোফোনে একটি ক্ষুদে বার্তা আসে। তাতে বলা হয়, তার লাইসেন্স নবায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কোনো প্রকার হয়রানি ছাড়া লাইসেন্স নবায়ন হয়ে যাওয়ায় সিয়াম খুব খুশি।

[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ । প্রশ্ন নং ২]

ক. ই-গভর্নেন্স কী? ১

খ. গণভোট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সিয়ামের লাইসেন্স দ্রুত নবায়নের ক্ষেত্রে কোন প্রক্রিয়াটি কাজ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা আলোচনা কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (WWW) মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।

খ রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে বা জনগণের মতামত যাচাইয়ের জন্য যে ভোট গ্রহণ করা হয় তাকে গণভোট (Referendum) বলা হয়।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত যাচাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো গণভোট। সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে গণভোটের মাধ্যমে সাধারণত প্রকৃত জনমত প্রতিফলিত হয়। যেমন— ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগের বিষয়ে ব্রিটেনে দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি হলে ২০১৬ সালের ২৩ জুন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশে শাসকদের প্রতি জনসমর্থন যাচাই ও সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন নিয়ে এ পর্যন্ত তিনটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ উদ্দীপকের ঔষধ ব্যবসায়ী সিয়ামের লাইসেন্স দ্রুত নবায়নের ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়াটি কাজ করেছে।

ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সকে সংক্ষেপে ই-গভর্নেন্স (E-governance) বলা হয়। সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স সরকারি তথ্যভাণ্ডার ও কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সংযুক্ত করে। এছাড়া এ প্রক্রিয়ায় সরকারের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য দেশের সরকারের তথ্য ও সেবা আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও থাকে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনেকাংশে নিশ্চিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সিয়াম তার ঔষধ ব্যবসায়ের লাইসেন্স নবায়ন করার জন্য ঔষধ প্রশাসনের কার্যালয়ে গেলে দায়িত্বরত কর্মকর্তা তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করেন। সিয়াম লাইসেন্স নবায়নের আবেদন জমা দেওয়ার কিছুদিন পর তার মুঠোফোনে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে জানানো হয়, লাইসেন্স নবায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার ফলে এ কাজটি সহজে সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। ই-গভর্নেন্সে সময় বাঁচে এবং কাজের খরচও কমে। ই-গভর্নেন্সের সুবাদেই জনগণ অনলাইনে খুব সহজে সরকারের কাছে বিভিন্ন আবেদন জমা দিতে পারে। ব্যবসায়ীরাও ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে টেন্ডারে অংশ নেওয়াসহ বিভিন্নভাবে উপকৃত হতে পারে। উদ্দীপকের সিয়াম এ ধরনের শাসনব্যবস্থারই সুফল ভোগ করছেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করা একটি ব্যয়বহুল ও প্রযুক্তিগতভাবে কিছুটা জটিল প্রক্রিয়া। সরকারের প্রতিটি দপ্তরের ওয়েবসাইট যথাযথভাবে চালু রাখা ব্যয় ও শ্রমবহুল কাজ। ই-গভর্নেন্সবান্ধব অবকাঠামো ও প্রযুক্তিপণ্য এখনো বেশ ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ, যা বাংলাদেশের মতো অর্থনৈতিক অবস্থার দেশগুলোর জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। উন্নয়নশীল দেশে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের অন্তরায়গুলোর মধ্যে আরও রয়েছে ইন্টারনেট সেবার সীমিত পরিসর, ধীরগতি ও অধিক মূল্য। এ সব সমস্যার কারণে সবার জন্য ইন্টারনেট সেবা সহজলভ্য করা এখনো কঠিন। দক্ষ জনবল সংকটের কারণেও অনেক ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স চালু বা সেবা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এ দেশে বিদ্যুতের তুলনামূলকভাবে চড়া মূল্য এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকা তথ্যপ্রযুক্তি ও ই-গভর্নেন্সের প্রসারের পথে অন্যতম বাধা।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের মধ্যে এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করে। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ই-গভর্নেন্সের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধা। শিক্ষা ও প্রচারণার অভাবে জনগণের একটা বিশাল অংশ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং ই-গভর্নেন্স বিষয়ে অজ্ঞ।

পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হয় ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজ সহজ হয়। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় পিছিয়ে আছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সরকারের সদিচ্ছা ছাড়াও জনগণের আগ্রহ ও উদ্যোগ থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶ ২ 'ক' একটি উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে বহুবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও 'ক' রাষ্ট্রের সরকার জনকল্যাণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। সরকারি ও বেসরকারি সব স্তরে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগের ওপর জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সরকার তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে স্কুল-কলেজে কম্পিউটার, ল্যাপটপ বিতরণ করছে। *[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ । প্রশ্ন নং ৪]*

ক. ICT-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ই-গভর্নেন্স বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের সরকার কী প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT-এর পূর্ণরূপ হলো Information and Communication Technology।

খ সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (WWW) মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স সরকারি তথ্যভাণ্ডারের সাথে জনগণকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে। তবে এ ব্যবস্থায় তথ্য আদান-প্রদান কেবল সরকার ও নাগরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সরকারের সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের সাথে অন্য সরকারের তথ্য ও সেবা আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও থাকে। এর ফলে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ ত্বরান্বিত হয়।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সরকার ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

ই-গভর্নেন্স বলতে এমন একটি শাসন প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সেবা ও তথ্য জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে পেতে পারে। এ ধরনের শাসন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে কার্যকর সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ই-গভর্নেন্স সরকারের স্বচ্ছতা বাড়ানোর মাধ্যমে সরকার ও জনগণের সম্পর্ককে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করায় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। বর্তমান যুগে জনগণ সহজে ও দ্রুত সরকারি সেবা পেতে চায়। সরকারও চায় অল্প সময়ে অধিক সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে। তাই বর্তমান বিশ্বের সরকারগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের ওপর জোর দিচ্ছে। কেননা এখনকার যুগে ই-গভর্নেন্স ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

উদ্দীপকের উন্নয়নশীল রাষ্ট্র 'ক' এর সরকারও ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রে বহুবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এর সরকার তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের প্রসার ঘটাতে স্কুল-কলেজে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ বিতরণ করছে। দেশটির সরকারের এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। আর এটা করার একটি কার্যকর উপায় হলো ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন করা।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সরকার ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ঘ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের জন্য 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বহুবিধ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে 'ক' রাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ই-গভর্নেন্স সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলো উন্নত করতে হবে। প্রয়োজন হবে যথেষ্ট প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ সব জায়গায় সহজলভ্য করতে হবে। সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণকে ই-গভর্নেন্সের সেবা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। ই-গভর্নেন্স চালুই শেষ কথা নয়, এর সফল বাস্তবায়নের দিকে যত্নবান হতে হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক (যেমন এসডিজি) উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ই-গভর্নেন্স এখন সময়ের দাবি। কোনো দেশের সরকারি কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে ই-গভর্নেন্সের কোনো বিকল্প নেই। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের উচিত হবে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের পথ থেকে প্রতিবন্ধকগুলো দূর করা। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। নিজ দেশের ভাষায় প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ ও সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে যথাযথ আইন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য 'ক' রাষ্ট্রের সরকারকে জনগণের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি উল্লিখিত সহায়ক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩ তথ্য প্রযুক্তির কারণে 'ক' রাষ্ট্রে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য জনগণকে আর কোথাও ছুটে যেতে হয় না। ফলে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. জনসেবা কী? ১

খ. ইন্টারনেট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ কী ধরনের ব্যবস্থার সুফল ভোগ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক— তুমি কি একমত? ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের কল্যাণে আত্মনিবেদনের মহান ব্রতই জনসেবা।

খ ইন্টারনেট হলো বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল নেটওয়ার্ক। এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ তথ্য ও যোগাযোগের অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস এর UCLA (University of California, Los Angeles) ল্যাবরেটরিতে ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হয়। ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, ট্যাব, স্মার্টফোন ইত্যাদির মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানুষ দ্রুত, অপেক্ষাকৃত কম খরচে এবং সহজে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। তথ্যের প্রাপ্তি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশ্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে ইন্টারনেট।

গ 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ ই-গভর্নেন্সের সুফল ভোগ করছে।

ই-গভর্নেন্স হলো (Electronic Governance) প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন। সংক্ষেপে বললে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সাহায্যে সরকারি সেবাদান কার্যক্রমকে ই-গভর্নেন্স বলা যায়। ব্যাপক অর্থে ই-গভর্নেন্স হলো শাসনকার্যে স্বচ্ছতা ও দ্রুতগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমে ডিজিটাল যন্ত্র-সরঞ্জাম তথা প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো। এর আওতায় সরকারের সাথে নাগরিকদের যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদান, সহজে ও দ্রুত নাগরিকদের সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং সরকারের সাথে অন্য রাষ্ট্রের যোগাযোগ ইত্যাদি কাজ চালানো হয়। এখন আর যে কোনো সাধারণ তথ্য বা সেবা পেতে সশরীরে সরকারি প্রতিষ্ঠানে হাজির হতে হয় না। ফলে নাগরিকদের অর্থ ও সময় দুটোরই সাশ্রয় হচ্ছে। ই-গভর্নেন্স তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের গতি বাড়িয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি খাতে সরকার যে সেবা দিচ্ছে তা জনগণের কাছে পৌঁছানো সহজতর হচ্ছে। বর্তমানে পরীক্ষার ফল জানা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তির ফরম পূরণ করা, ট্রেনের টিকিট কাটা, পাসপোর্টের আবেদন জমা দেওয়া, সরকারি চাকরির আবেদন করা, কর ও পরিসেবার বিল দেওয়া, টেন্ডার জমা দেওয়া এসব কাজ মানুষ সহজেই অনলাইনে করতে পারছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের সরকারি সেবাসমূহ জনগণের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য জনগণকে আর কোথাও ছুটে যেতে হয় না। ফলে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। তাই বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ ই-গভর্নেন্স এর সুফল ভোগ করছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অর্থাৎ ই-গভর্নেন্স দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক - কথাটির সাথে আমি একমত।

সরকারি কার্যক্রমের তথ্য ও বিভিন্ন সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। দুর্নীতি সুশাসনের পথে বড় বাধা। নীতি ও আইনবিরুদ্ধ আচরণই হলো দুর্নীতি। ই-গভর্নেন্সে দুর্নীতির সুযোগ অনেক কমে যায়।

ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় সরকারের শাসন সংক্রান্ত প্রায় সব বিষয় (কিছু স্পর্শকাতর বিষয় ছাড়া) জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ফলে রাষ্ট্রের কোথায় কী হচ্ছে, সরকার কী করছে সে সম্পর্কে জনগণ সহজেই একটা ধারণা পায়। এ কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এখন খুব কম বিষয়ই জনগণের কাছ থেকে গোপন করতে পারেন। এজন্য ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু থাকলে সাধারণত সরকার যা খুশি তাই করতে পারে না। এর ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা দূর হয়। এ কারণে অনিয়ম-দুর্নীতির পথ সংকীর্ণ হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসনের কাজের ওপর সহজেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। ফলে স্বচ্ছ, উন্মুক্ত প্রশাসনে আমলাদের পক্ষে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুর্নীতির পথে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, দুর্নীতি নির্মূল করতে ই-গভর্নেন্সের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যায়, ই-গভর্নেন্স দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪ 'ক' ইউনিয়নে ই-তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু আছে। উক্ত কেন্দ্রে ইউনিয়নবাসী সব ধরনের তথ্য ও ইন্টারনেট সেবা পেয়ে থাকে। এখান থেকে বিদেশে যাবার জন্য নিবন্ধন করা হয়। ইউনিয়নের ওয়েবসাইটে সব ধরনের প্রকল্প, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সুবিধাভোগীর নাম দেওয়া আছে। মানুষ ওয়েবসাইটে তাদের মতামত তুলে ধরতে পারে। *[ঢা. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. অধিকারের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. পরিবার কীভাবে জনমত গঠন করে? ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' ইউনিয়নের কার্যক্রম তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তথ্য সেবা কেন্দ্রটি ইউনিয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কতটুকু ভূমিকা রাখছে বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হচ্ছে নাগরিক জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা।

খ পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।
পরিবার জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন। পরিবারে পিতামাতা ও অন্য বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত ও চিন্তাভাবনা শিশু-কিশোরদের মনকে প্রভাবিত করে। পরিবারের সদস্যরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। শিশুরা সাধারণত পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের রাজনৈতিক আদর্শ ও আনুগত্যকে অনুসরণ করে। ঘরোয়া আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। এ বিষয়টি রাজনৈতিক মতামত গঠনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। এভাবে পরিবার জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকের 'ক' ইউনিয়নের কার্যক্রম আমার পাঠ্যবইয়ের ই-গভর্নেন্সকে নির্দেশ করে।
ই-গভর্নেন্স হলো (Electronic Governance) প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন। সংক্ষেপে বললে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সাহায্যে সরকারি সেবাদান কার্যক্রমকে ই-গভর্নেন্স বলা যায়। এর আওতায় সরকারের সাথে নাগরিকদের যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদান, সহজে ও দ্রুত নাগরিকদের সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং সরকারের সাথে অন্য রাষ্ট্রের যোগাযোগ চালানো হয়। এক কথায়, ইন্টারনেট তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় সেবা কার্যক্রম উন্নয়নের পদ্ধতিই হলো ই-গভর্নেন্স।
উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'ক' ইউনিয়নে ই-তথ্য সেবা কেন্দ্রে তথ্য ও ইন্টারনেট সেবা দেওয়া হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে এলাকাবাসী বিদেশে যাওয়ার নিবন্ধন ফরম পূরণ করতে পারছে। ইউনিয়নের ওয়েবসাইটে সব ধরনের সরকারি প্রকল্প, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা থাকে। এ ওয়েবসাইটে ইউনিয়নবাসী তাদের মতামত তুলে ধরতেও পারছে। ফলে তারা দ্রুত সরকারি সেবা পাচ্ছে। এ সবই ই-গভর্নেন্সের ফলে সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ঘরে বসে পরীক্ষার ফল জানা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তির ফরম পূরণ করা, ট্রেনের টিকিট কাটা, পাসপোর্টের আবেদন জমা দেওয়া, চাকরির আবেদন করা, কর দেওয়া, টেন্ডার জমা দেওয়া এসব কাজ মানুষ সহজে করতে পারছে। 'ক' ইউনিয়নের কার্যক্রমেও ই-গভর্নেন্সের বেশ কিছু সুবিধার চিত্র ফুটে উঠেছে। সুতরাং বলা যায়, 'ক' ইউনিয়নের কার্যক্রমে ই-গভর্নেন্সেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ তথ্য সেবা কেন্দ্রটি ইউনিয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।
সুশাসন হচ্ছে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং কল্যাণধর্মী শাসনব্যবস্থা। আর এ যুগে ব্যবস্থাটি বাস্তবায়নের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ই-গভর্নেন্স। আইনের শাসন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার, জনগণের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা, জনগণের অংশগ্রহণ, তথ্যের অবাধ প্রবাহ, জবাবদিহিতা প্রভৃতির সমন্বয়ে সুশাসন গড়ে ওঠে। অন্যদিকে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবাকে দ্রুত ও কার্যকর পন্থায় নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া হলো ই-গভর্নেন্স। এ পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন দ্রুত জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, তেমনি স্বচ্ছতার বিষয়টিও স্পষ্ট থাকে। উদ্দীপকের তথ্য সেবা কেন্দ্রটি এর বাস্তব প্রমাণ।
উদ্দীপকে বর্ণিত তথ্যসেবা কেন্দ্রটি ইন্টারনেট তথা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবা জনগণের কাছাকাছি পৌঁছে দিচ্ছে। এতে জনকল্যাণের পাশাপাশি সেবার মান এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এভাবে সেবাকার্যক্রম পরিচালনা করলে ইউনিয়নে অবশ্যই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ সুশাসন নাগরিক কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। আর ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে নাগরিক কল্যাণ সাধিত হয়। প্রশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে ই-গভর্নেন্স চালু করা সম্ভব হলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে, কাজকর্মে গতিশীলতা বাড়বে, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং অর্থের সাশ্রয় হবে। আর এগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করবে।
পরিশেষে বলা যায়, 'ক' ইউনিয়নের তথ্য সেবা কেন্দ্রটি সচল থেকে সেবার মান ধরে রাখলে ঐ ইউনিয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

প্রশ্ন ▶ ৫ জনাব আফসানুল ইসলাম একজন ব্যবসায়ী। তিনি অনলাইনে কর পরিশোধ করেন। ব্যবসায়িক লাইসেন্স নবায়নের জন্য তিনি অনলাইনে আবেদন করেন এবং ই-মেইলের মাধ্যমে যথাসময়ে নবায়নকৃত লাইসেন্স পেয়ে যান। *[রা. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. ডিজিটাল প্রযুক্তি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব আফসানুল ইসলাম কোন ধরনের শাসনব্যবস্থার সুফল পাচ্ছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম কী প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Good Governance.

খ ডিজিটাল প্রযুক্তি বলতে বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যবহৃত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সামগ্রী (কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি) এবং এগুলো ব্যবহারের কৌশলকে বোঝায়। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনযাত্রাকে সহজ ও উন্নততর করা যায়।
ডিজিটাল পদ্ধতিতে কর পরিশোধ বা পাসপোর্টের আবেদনের মতো নাগরিক সেবা গ্রহণ, গণপরিবহনের আসন সংরক্ষণ, ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত মানুষের মধ্যে সরাসরি সভা-সেমিনার করা, ই-লাইব্রেরির মাধ্যমে দূর থেকেই পড়াশোনা করা ইত্যাদি বহুমুখী কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। এরফলে মানুষের অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হচ্ছে যা জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করছে।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬ রোহানের রাষ্ট্রের সরকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত করার চেষ্টা করছে। এতে সরকারের কাজের গতি বেড়েছে, জটিলতা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু রোহান মনে করে, শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞানের অভাবে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তবে সে আশাবাদী, সরকার আরও কিছু উদ্যোগ নিলে এটি সফল হবে। *[দি. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ১০]*

Teachingbd24.com

ক. ই-গভর্নেন্স কী? ১
খ. ই-গভর্নেন্স কেন দুর্নীতি রোধে সহায়ক? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাগুলো ছাড়াও উক্ত ব্যবস্থাটি বাস্তবায়নে আরো সমস্যা রয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. এটি বাস্তবায়নের জন্য রোহানের সরকারের আরও কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (WWW) মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।

খ দুর্নীতি সুশাসনের পথে বড় বাধা। দুর্নীতি নৈতিকতার বিচ্যুতিকে নির্দেশ করে। নীতি ও আইনবিরুদ্ধ আচরণই হলো দুর্নীতি। ই-গভর্নেন্সে দুর্নীতির সুযোগ অনেক কমে যায়। কেননা, ই-গভর্নেন্সের ফলে প্রশাসনিক তথ্যগুলো অনলাইনে সংরক্ষিত থাকে। এতে করে জনগণ সহজেই প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কী কাজ হচ্ছে তা জানতে পারে। এর ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা দূর হয়। এ কারণে অনিয়ম-দুর্নীতির পথ সংকীর্ণ হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তাই বলা যায় ই-গভর্নেন্স দুর্নীতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে যে সকল সমস্যার কথা বলা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে আরো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ই-গভর্নেন্স-এর বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিম্নরূপ:
ই-গভর্নেন্সবান্ধব অবকাঠামো অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ, যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।
নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা ও স্বল্পমূল্যে বিদ্যুতের ব্যবহার না করতে পারা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের বিশেষ বাধা। উন্নয়নশীল দেশে ইন্টারনেট সেবার সর্বজনীনতা, উচ্চগতি ও স্বল্পমূল্য বিদ্যমান না থাকা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের আরেকটি অন্তরায়। এ সমস্যার কারণে অল্প সংখ্যক লোক ইন্টারনেট সেবার আওতাভুক্ত হতে পারে। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দক্ষ ও পর্যাপ্ত তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদের অভাব দেখা যায়। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার আরেকটি বাধা হলো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব। এছাড়া ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে ইতিবাচক প্রচারণার যেমন অপ্রতুলতা রয়েছে, তেমনি জনগণও সুশাসন এবং ই-গভর্নেন্স বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ নয়।
পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স একটি যুগোপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সরকার ও জনগণের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় পিছিয়ে আছে। এসকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সরকার ও জনগণের সদিচ্ছা থাকা আবশ্যক। তাহলে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন অনেকাংশে সহজ হবে।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনগণ এখন খুব সহজেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি তথ্য ও সেবা পাচ্ছে। ঘরে বসে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে পারছে। তবে একথাও সত্য যে, ব্যয়বহুল হওয়ায় বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখনও এই সেবার সুফলভোগী নয়।

[কু. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৮]

ক. SMS এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ল্যাপটপ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে যে শাসনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ৩
ঘ. এই ধরনের শাসন জনপ্রিয় ও সহজলভ্য করার জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? আলোচনা করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক SMS- এর পূর্ণরূপ Short Message Service.

খ ল্যাপটপ হলো সহজে বহনযোগ্য ব্যক্তিগত কম্পিউটার।
একটি হালকা ল্যাপটপে ডেস্কটপ কম্পিউটারের প্রায় সব উপাদান ও কার্যকারিতা একত্রিত করা হয়। এতে শুধু একটিমাত্র বহনযোগ্য যন্ত্রে মনিটর, স্পিকার, কী-বোর্ড এবং টাচপ্যাড থাকে। বর্তমানে বেশিরভাগ ল্যাপটপের সঙ্গেই ওয়েবক্যাম এবং মাইক্রোফোন থাকে। ব্যাটারির মাধ্যমে ঘরের বাইরে যে কোনো স্থানে এবং এডাপ্টরের মাধ্যমে সরাসরি বিদ্যুত সংযোগ দিয়ে দুভাবেই ল্যাপটপ চালানো যায়। কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা এবং বিনোদনসহ বিভিন্ন কাজে ল্যাপটপ ব্যবহার করা হয়। একে নোটবুক কম্পিউটার বা শুধু নোটবুকও বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্স বা প্রযুক্তিনির্ভর শাসনব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
ই-গভর্নেন্স এর পূর্ণরূপ হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স (Electronic Governance)। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা সহজে জনগণের কাছে পৌছানোকে ই-গভর্নেন্স বলে। যেমন: ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি পরিসেবার বিল শোধ করা, আয়কর দেওয়া, টেন্ডারে অংশ নেওয়া, চাকরির আবেদন করা, সরকারি রেল, বাস বা বিমানের টিকিট কাটা, অনলাইন ব্যাংকিং করা ইত্যাদি।
উদ্দীপকে দেখা যায়, রোহানের রাষ্ট্রের জনগণ খুব সহজেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে সরকারি তথ্য ও সেবা পাচ্ছে। তারা ঘরে বসে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল দিতে পারছে; যা ই-গভর্নেন্সের উপস্থিতিকে নির্দেশ করছে। ই-গভর্নেন্সের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো শাসনব্যবস্থাকে সহজ ও উন্নত করা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণকে শাসন কাজে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলা। এ শাসনব্যবস্থার বেশ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন— সরকারি প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা দ্রুত জনগণের কাছে পৌছে দেয়া। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে প্রশাসনের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজে লাগানো। অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করা। সরকারের তিনটি অঙ্গ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করা। এছাড়া অবাধ তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বাড়ানো, ই-কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন করা প্রভৃতি ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য।
পরিশেষে বলা যায়, তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই ই-গভর্নেন্স এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যয়বহুল হওয়ায় বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখনো ই-গভর্নেন্স সেবার সুফলভোগী নয়। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ যেন এ শাসনব্যবস্থার সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারে সেজন্য এটিকে জনপ্রিয় ও সহজলভ্য করে তুলতে হবে। এজন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায়:
প্রথমত, ইন্টারনেট এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহজে ও কম মূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
দ্বিতীয়ত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে দক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে।
তৃতীয়ত, সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
চতুর্থত, ই-গভর্নেন্স এর সেবা ও সুবিধাসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
পঞ্চমত, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে জবাবদিহিমূলক মানসিকতা জাগ্রত করতে হবে। তাদেরকে এ মনোভাব পোষণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে, তারা জনগণের সেবক, প্রভু নয়।

https://teachingbd24.com

ষষ্ঠত, জনগণকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। সপ্তমত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সরকারকে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্সকে সহজলভ্য ও জনপ্রিয় করতে হলে দেশের সরকারকে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। কম মূল্যে ইন্টারনেট ও অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য দেশের সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

প্রশ্ন ▶৮ 'X' রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভর্তি ফরম পূরণ, চাকরির আবেদন, টেন্ডার, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির বিল, কর পরিশোধসহ সকল প্রকার লেনদেন হয়ে আসছে। জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, অফিস-আদালতসহ প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া সম্প্রসারিত হয়েছে। জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেকোনো তথ্যের আদান-প্রদান করতে পারে। *[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কী? ১
খ. ই-সেবা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'X' রাষ্ট্রের কোন সেবার কথা বলা হয়েছে? তার সুফল ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সুফল পেতে হলে কী কী প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে— তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হচ্ছে টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও বিভিন্ন সফটওয়্যারের সমন্বয়ে গঠিত এমন এক ধরনের ব্যবস্থা; যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী খুব সহজে তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও বিশ্লেষণ করতে পারেন।

খ তথ্য ও প্রযুক্তি (ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন) ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নাগরিককে যে সেবা প্রদান করা হয় তাই ই-সেবা।

নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় তথ্য এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খুব দ্রুত পৌঁছে দেওয়া হয়। ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে নাগরিকগণ অনেক ধরনের সেবা ঘরে বসেই পেয়ে থাকেন। যেমন— ইন্টারনেটের সাহায্যে বিভিন্ন পরীক্ষার ফল জানা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম পূরণ ও পরীক্ষা দেওয়া, চাকরির আবেদন করা, মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের আবেদন জমা দেওয়া, অনলাইনে কর প্রদান, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল প্রদান প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে 'X' রাষ্ট্রে ই-গভর্নেন্সের বিভিন্ন সেবার কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'X' রাষ্ট্রের জনগণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম (ভর্তি ফরম পূরণ, চাকরির আবেদন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির বিল প্রদান) প্রভৃতি অনলাইনে সম্পাদন করছে। পাশাপাশি জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত বিভিন্ন অফিস-আদালতে জনগণ এই সেবা নিতে পারছে। মোটকথা ই-গভর্নেন্সের সুফল অনেক।

ই-গভর্নেন্সে স্বচ্ছতাকে বড় করে দেখা হয়। সরকার কী কী কাজ করছে, কেন করছে, কোন মূলনীতির ওপর সরকার সিদ্ধান্ত বা নীতি প্রণয়ন করছে, ই-গভর্নেন্স জনগণকে তা জানতে সাহায্য করে। আর এরূপ স্বচ্ছতাই জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করে। ই-গভর্নেন্সের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো দক্ষ ও সাশ্রয়ী পন্থায় জনগণের নিকট সেবা পৌঁছানো। সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় কমিয়ে দেয় বলে এ ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের জন্য সুবিধাজনক ও সাশ্রয়ী। এছাড়া ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় ধনী-গরিব, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবার জন্য সরকারি তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ উন্মুক্ত থাকে। যার ফলে, সরকার কী করছে, কীভাবে করছে, আর্থিক লেনদেন কীভাবে হচ্ছে— জনগণ তা সহজেই জানতে পারে বলে দুর্নীতি প্রতিরোধে ই-গভর্নেন্স প্রশংসা অর্জন করেছে।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৯ পারভীন খাগড়াছড়ির দিঘিনালায় বাস করে। সে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চায়। তাই সে অনলাইনে আবেদন করে। তার বাবা ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র হতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রের ভুল সংশোধন করে। তারা সবাই এসব সুবিধা পেয়ে খুশি। কিন্তু একটি দুর্ঘটনা ঘটে, তার মা ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির মাধ্যমে কিছু টাকা হারায়। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪; বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা; প্রশ্ন নং ৪]*

ক. স্বচ্ছতা কী? ১
খ. দ্বি-মুখী যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. কোন ধরনের ব্যবস্থা উদ্দীপকে উল্লিখিত সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করে? উক্ত ব্যবস্থার সুবিধাসমূহ উল্লেখ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার উপায় বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে থেকে কোনো কাজ নিয়মনীতি মেনে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাকে স্বচ্ছতা বলে।

খ ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় যখন পারস্পরিক যোগাযোগ বা সেবা কার্যক্রম সরকার ও নাগরিক, সরকার ও তার কর্মকর্তাদের মাঝে, এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের যে যোগাযোগ হয় তাই দ্বি-মুখী যোগাযোগ। এ ক্ষেত্রে দুই পক্ষেরই যোগাযোগ করার সুযোগ তৈরি হয়। আবার এ প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যক্তি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে ইন্টারনেটে সংলাপে বসতে পারেন। তাদের সমস্যা, অনুরোধ ও মন্তব্য সরকার ও প্রতিষ্ঠানকে জানাতে পারে। দ্বি-মুখী যোগাযোগ পদ্ধতির সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো টেলিফোন, মোবাইল ফোন। কেননা, এগুলোর মাধ্যমে দুজন একই সাথে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶১০ গ্রামের মেয়ে মনীষা এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করে এবং প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষার পর দিন এসএমএস দিয়ে জানানো হলো যে, সে ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। রাষ্ট্রের এ ধরনের সেবা পেয়ে তার মা-বাবা ভীষণ খুশি। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আইনের শাসন কী? ১
খ. দ্বিমুখী যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মনীষার প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করে? উক্ত বিষয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনের শাসন বলতে সমাজের সর্বক্ষেত্রে আইনের প্রাধান্য থাকাকে বোঝায়।

খ সৃজনশীল ৯ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶১১ শফিক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মারামারি বেঁধে গেলে শফিক মোবাইলে সেই দৃশ্য গোপনে ধারণ করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সে দৃশ্যাবলি যাচাই করে প্রকৃত অপরাধীদের আটক করতে সক্ষম হয়। *[ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪; নটরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ; প্রশ্ন নং-৯]*

TeachingBD24.com

ক. ICT'র পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ইন্টারনেট বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শফিকের ভূমিকায় সরকারের কী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দ্বারা কী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর? রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে এটি প্রতিষ্ঠা করা জরুরি— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT'র পূর্ণরূপ Information and Communication Technology.

খ ইন্টারনেট হলো পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিরাট নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। একে ইন্টারনেট নেটওয়ার্কও (Internet Network) বলা হয়।
১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস এর UCLA (University of California, Los Angeles) ল্যাবরেটরিতে ইন্টারনেটের সর্বপ্রথম যাত্রা শুরু হয়। ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, ট্যাব, স্মার্টফোন ইত্যাদির মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ইন্টারনেটে ব্রাউজিং করার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ফায়ারফক্স, অপেরা, গুগলক্রম ইত্যাদি অ্যাপলিকেশন সফ্টওয়্যার (Application Software) ব্যবহৃত হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানুষ ফলপ্রসূভাবে এবং সুলভে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে।

গ উদ্দীপকের শফিকের ভূমিকায় নাগরিক ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
নাগরিক ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্ককে C2G দ্বারা প্রকাশ করা হয়। C2G হলো Citizen to Government। C2G সম্পর্ক হলো সরকারের সাথে নাগরিকের যোগাযোগ করার একটি প্রক্রিয়া যাতে নাগরিকগণ তাদের মতামত প্রদান ও সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে পারে। নাগরিক ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ই-ফিডব্যাক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ই-ফিডব্যাক হলো আইসিটির মাধ্যমে সরকারকে তার কাজ সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রক্রিয়া। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনলাইনের মাধ্যমে সরকারকে ফিডব্যাক দিতে সাহায্য করে। ফলে জনগণ দ্রুত ফিডব্যাক দিতে পারে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মারামারি বেঁধে গেলে শফিক গোপনে সেই দৃশ্য ধারণ করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সে দৃশ্যাবলি যাচাই করে প্রকৃত অপরাধীদের আটক করতে সক্ষম হয়। শফিকের উক্ত ভূমিকা অর্থাৎ, আইসিটির মাধ্যমে সরকারকে নাগরিক কর্তৃক সহযোগিতা করার ফলে যেমন অপরাধী শনাক্ত করা সহজ হয়েছে, তেমনি নাগরিক ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কটিও বেশ জোরালো হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শফিকের ভূমিকায় নাগরিক ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি ফুটে উঠেছে এবং এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ই-গর্ভনেন্স।

ঘ উদ্দীপকের দ্বারা ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য ই-গভর্নেন্স অত্যন্ত জরুরি। ই-গভর্নেন্স হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এর মধ্য দিয়ে নাগরিক ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হয়, যা উদ্দীপকের ক্ষেত্রে দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় সরকারের সকল শাসন সংক্রান্ত বিষয় জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ফলে কোথায় কী হচ্ছে, সরকার কী করছে তা জনগণ সহজেই জানতে ও বুঝতে পারে। এজন্য ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় সরকার যা খুশি তাই করতে পারে না। দুর্নীতি সুশাসনের বড় বাধা। ই-গভর্নেন্সে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই। কেননা, এই শাসন ব্যবস্থায় জনগণের সম্পৃক্ততা বেশি থাকে এবং জনগণ সচেতন থাকে। ফলে সরকারের কোনো সেক্টরে দুর্নীতি করার সুযোগ থাকে না। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় আমলাদের পক্ষে গোপনে স্বার্থসিদ্ধি করা সম্ভব হয় না। সকল কর্মকাণ্ড সরকারের নখদর্পনে চলে আসে। ফলে আমলারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেন, যা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ই-গভর্নেন্সের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। এই শাসনব্যবস্থায় খুব সহজেই দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার যোগ্যতা অনুসারে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে আর এটি নিশ্চিত করে ই-গভর্নেন্স। এছাড়াও বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়ন, মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ, শাসনকার্যে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, তথ্যপ্রাপ্তির সহজ লভ্যতাসহ প্রভৃতি কাজে ই-গর্ভনেন্সের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব কামাল ভূমি অফিসের একজন সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা। তিনি লক্ষ করলেন, ভূমি অফিসের বিভিন্ন কাজ দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে হচ্ছে না। তিনি জনগণের অর্থ ও সময়ের অপচয় রোধে ই-সেবা কার্যক্রম চালু করলেন। ফলে জনগণ সঠিকভাবে সেবা পাচ্ছে এবং অফিসের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত হয়েছে। *[চ. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]*
ক. এসএমএস কী? ১
খ. ICT বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব কামাল কোন ধরনের গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কীভাবে ভূমিকা পালন করবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক এসএমএস হলো- শর্ট মেসেজ সার্ভিস (Short Message Service).

খ ICT-এর পূর্ণরূপ হলো Information and Communication Technology (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)।
অল্পসময়ে, নির্ভুল তথ্যের আদান-প্রদান এবং দ্রুত যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারই হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তি ধারণাটি বহুমুখী ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। রেডিও, টেলিভিশন, সেলুলার ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার প্রভৃতি উপাদান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত। প্রশাসনিক কাজে, ব্যাংক-বীমা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মহাকাশ গবেষণা, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মানবসভ্যতার প্রগতির ধারা আরো গতিশীল হয়েছে।

গ সৃজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ রূপকানিয়া গ্রামের জমির উদ্দিন একজন দিনমজুর। তার একমাত্র সন্তান এ বছর এইচ.এস.সি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে। সে অনলাইনে ফরম সংগ্রহ ও পূরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হয়। ছেলের সাথে জমির উদ্দীন সবসময় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পাঠান। *[রা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]*
ক. ICT এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে কীভাবে স্বচ্ছতা আনা যায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভর্তি ফরম পূরণ ছাড়াও ই-গভর্নেন্সের অন্য সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সেবাসমূহ বহুল প্রচলিত হলেও প্রতিবন্ধকতামুক্ত নয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT-এর পূর্ণ রূপ হলো Information and Communication Technology।

খ ই-গভর্নেন্সের অন্যতম বড় সুবিধা হলো তথ্যের অবাধ প্রবাহের সুযোগ। এ ব্যবস্থায় সরকারি প্রায় সব কার্যক্রম ও নাগরিক সেবা অনলাইনভিত্তিক হয় বলে দীর্ঘসূত্রিতা, অস্বচ্ছতা ও স্বজনপ্রীতিসহ অনিয়মের সুযোগ কম। সরকার কী কাজ করছে, কীভাবে করছে, উন্নয়ন কর্মসূচি কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় জনগণ সহজেই তা জানতে পারে। ফলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। আর এ স্বচ্ছতাই জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করে, যা কোনো রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে যে সকল সুবিধার কথা বলা হয়েছে সেগুলো ই-গভর্নেন্স এর সুবিধা। এ সকল সুবিধা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ই-গভর্নেন্স-এর বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিম্নরূপ—

ই-গভর্নেন্সবান্ধব অবকাঠামো অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ, যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা ও স্বল্পমূল্যে বিদ্যুতের ব্যবহার না করতে পারা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের বিশেষ বাধা। উন্নয়নশীল দেশে ইন্টারনেট সেবার সর্বজনীনতা, উচ্চগতি ও স্বল্পমূল্য বিদ্যমান না থাকা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের আরেকটি অন্তরায়। এ সমস্যার কারণে অল্প সংখ্যক লোক ইন্টারনেট সেবার আওতাভুক্ত হতে পারে। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দক্ষ ও পর্যাপ্ত তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদের অভাব দেখা যায়। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার আরেকটি বাধা হলো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব। এছাড়া ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে ইতিবাচক প্রচারণার যেমন অপ্রতুলতা রয়েছে, তেমনি জনগণও সুশাসন এবং ই-গভর্নেন্স বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ নয়।

পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স একটি যুগোপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সরকার ও জনগণের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় পিছিয়ে আছে। এসকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সরকার ও জনগণের সদিচ্ছা থাকা আবশ্যক। তাহলে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন অনেকাংশে সহজ হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ ধীরে ধীরে পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব কল্যাণে পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তে কী ঘটছে তা সহজে জানা যাচ্ছে। ঢাকা শহরের একজন ছাত্র প্যারিস নগরীতে কর্মরত তার ভাইয়ের সাথে কথা বলছে, মোবাইল ফোনে ক্ষুদে বার্তা পাঠাচ্ছে। ব্লগাররা তাদের চিন্তাচেতনা লিখে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখছে অনেক মানুষ। বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ আজ একে অপরের সন্নিকটে। বাংলাদেশও তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছে। *[কু. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৫]*

ক. আমলাতন্ত্র কী? ১
খ. সংবিধান স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে তথ্য ও প্রযুক্তির যে ব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কতটুকু কার্যকরী? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্র হলো একদল অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, স্থায়ী ও পেশাজীবী কর্মচারীবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত বেসামরিক প্রশাসনব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

খ সংবিধান স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধাকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। মৌলিক অধিকার বলতে সেইসব জন্মগত অবিচ্ছেদ্য অধিকার বোঝায়, যার মাধ্যমে মানুষ তার আপন সত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য অবাধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

মৌলিক অধিকার হলো রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকদের সেসব সুযোগ-সুবিধা, যা নাগরিকদের বেঁচে থাকা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের নানাবিধ মৌলিক অধিকার দিয়ে থাকে। সংবিধান স্থগিত বা জরুরি অবস্থা ঘোষণা ছাড়া রাষ্ট্র নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বাতিল করতে পারে না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬নং অনুচ্ছেদ থেকে ৪৪নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নাগরিক অধিকার বর্ণিত হয়েছে।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৫ 'X' নামক রাষ্ট্রে টেন্ডার প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। জনগণ এখানে অনলাইনের মাধ্যমে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল পরিশোধ করে থাকে। সার্টিফিকেট ও লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রক্রিয়াও এখানে অনলাইনভিত্তিক। জনগণ ঘরে বসেই ইন্টারনেটের সাহায্যে যে কোনো সরকারি তথ্য, ঘোষণা ও সেবা পেতে পারে। *[সি. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৮; বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, প্রশ্ন নং ৫; নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ, প্রশ্ন নং ১১]*

ক. ই-সেবা কী? ১
খ. ইন্টারনেট বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির সুফল ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি থেকে অধিক সুফল পেতে হলে কী কী বাধা অতিক্রম করতে হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথ্য ও প্রযুক্তি (ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন) ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নাগরিককে যে সেবা প্রদান করা হয় তাই ই-সেবা।

খ সৃজনশীল ৩ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ নিশাতের রাষ্ট্রের সরকার জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত করার চেষ্টা করছে। এতে সরকারের কাজের গতি বেড়েছে, জটিলতা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু নিশাত মনে করে শিক্ষার অভাব, তথ্য-প্রযুক্তির জ্ঞানের অভাব ইত্যাদির কারণে এটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তবে নিশাত আশাবাদী সরকার আরও কিছু উদ্যোগ নিলে এটি পুরোপুরি সফল হবে। *[য. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৪]*

ক. ই-গভর্নেন্স কী? ১
খ. ই-গভর্নেন্স কেন দুর্নীতি রোধে সহায়ক? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও 'উক্ত ব্যবস্থাটি বাস্তবায়নের আরো সমস্যা রয়েছে।'— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. এটি বাস্তবায়নের জন্য নিশাত এর সরকারের আরো কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে কর? মতামত দাও। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (WWW) মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।

খ দুর্নীতি সুশাসনের বড় বাধা। দুর্নীতি নৈতিকতার বিচ্যুতিকে নির্দেশ করে। নীতি ও আইনবিরুদ্ধ আচরণ হলো দুর্নীতি। ই-গভর্নেন্সে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই। কেননা, ই-গভর্নেন্সের ফলে প্রশাসনিক তথ্যগুলো অনলাইনে সংরক্ষিত থাকে। এতে করে জনগণ খুব সহজেই প্রশাসন ও

Teachingbd24.com

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কী কাজ হচ্ছে তা জানতে পারে। এ কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ লোক চক্ষুর অন্তরালে কিছুই করতে পারেন না। ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা দূর হয়। এ কারণে দুর্নীতির পথ সংকীর্ণ হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তাই বলা যায় ই-গভর্নেন্স দুর্নীতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাটি বাস্তবায়নে আরো সমস্যা রয়েছে। ই-গভর্নেন্স-এর বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিম্নরূপ—
ই-গভর্নেন্সবান্ধব অবকাঠামো অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ, যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।
নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা ও স্বল্পমূল্যে বিদ্যুতের ব্যবহার না করতে পারা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের বিশেষ বাধা। উন্নয়নশীল দেশে ইন্টারনেট সেবার সর্বজনীনতা, উচ্চগতি ও স্বল্পমূল্য বিদ্যমান না থাকা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের আরেকটি অন্তরায়। এ সমস্যার কারণে অল্প সংখ্যক লোক ইন্টারনেট সেবার আওতাভুক্ত হতে পারে। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দক্ষ ও পর্যাপ্ত তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদের অভাব দেখা যায়। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার আরেকটি বাধা হলো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব। এছাড়া ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে ইতিবাচক প্রচারণার যেমন অপ্রতুলতা রয়েছে, তেমনি জনগণও সুশাসন এবং ই-গভর্নেন্স বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ নয়।
পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স একটি যুগোপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সরকার ও জনগণের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় পিছিয়ে আছে। এসকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সরকার ও জনগণের সদিচ্ছা থাকা আবশ্যক। তাহলে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন অনেকাংশে সহজ হবে।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মি. জনি তার রাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে মিডিয়া কর্মীরা জানতে চাইলে তিনি রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্স চালু করা, জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা, সরকারি অফিস-আদালত, হাসপাতাল ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ই-সেবা চালু করা তার প্রধান লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত করতে ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *[ব. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. ই-গভর্নেন্স অর্থ কী? ১
খ. রাজনৈতিক দল বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে মি. জনি'র পরিকল্পনাটি কীসের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. জনির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে যে প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স (Electronic governance)।

খ রাজনৈতিক দল (Political party) হলো কোনো নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনার চেষ্টা করে।
সাধারণত রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য থাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ, সরকার গঠন ও পরিচালনা, নিজেদের নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, সব নাগরিকের কল্যাণের জন্য কাজ করা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে জনগণ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে পরোক্ষভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। তাই রাজনৈতিক দলই হলো এই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ মি. জনির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি মনে করি।
ই-গভর্নেন্স হলো তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা দান। এর মাধ্যমে জনগণ খুব সহজেই তাদের অধিকার ভোগ করতে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্র ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়।
উদ্দীপকের মি. জনি সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলেছেন তা বাস্তবায়িত হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে—
ই-গভর্নেন্স সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে সরকারের সাথে নাগরিকের (G2C), নাগরিকের সাথে সরকারের (C2G) এবং সরকারের সাথে ব্যবসার (G2B) তথ্যের প্রবাহ ও সম্পর্ক স্থাপন সহজ হবে। আবার জনগণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ, পরিবহন, ডাক, চিকিৎসা, শিক্ষা, জন্মনিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদি সরকারি সেবা সহজেই পাবে। তাছাড়া ই-টেন্ডার, ই-লাইসেন্স প্রক্রিয়ার কারণে সরকারি কাজের ঠিকাদারি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বচ্ছতাও নিশ্চিত হবে। ফলে জনগণের সার্বিক জীবনমান উন্নত হবে। এসব কারণে সরকার ও নাগরিকের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। এটি সুশাসনের জন্য সহায়ক। এছাড়া ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়িত হলে সরকারের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি কমবে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পাবে, সময় বাঁচবে, জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ বাড়বে, মানবসম্পদের উন্নয়ন হবে এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।
সুতরাং আমরা বলতে পারি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৌলিক সেবাগুলোকে জনগণের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার মাধ্যম হলো ই-গভর্নেন্স। সুতরাং কোনো রাষ্ট্র ও সমাজে যদি ই-গভর্নেন্সের ব্যাপক প্রচলন নিশ্চিত করা যায় তাহলে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব মারুফ কয়েকদিন আগে একটি রাষ্ট্রে ভ্রমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, ঐ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় ও সেবা কার্যক্রমে অনলাইনের কোন ব্যবহার নেই। প্রশাসনের কর্মকর্তারা অদক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ণ। জনগণকে সরকারি তথ্যও জানতে দেওয়া হয় না। রাষ্ট্রটিতে সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক নেই।
[সি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩; নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ প্রশ্ন নং ৯]

ক. ই-গভর্নেন্স কী? ১
খ. ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে আলোচিত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় কীসের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাষ্ট্রটির শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে তোমার সুপারিশ সমূহ লিখ। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (WWW) মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।

খ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত না করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বন্টন করে দেওয়াই হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।
বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়, এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে জেলা বা থানা পর্যায়ে কিছু প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা হয়। ফলে জেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। দেশের নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের হাতে অধিক কর্তৃত্ব ন্যস্ত হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে।

গ উদ্দীপকে আলোচিত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ই-গভর্নেন্সের অভাব রয়েছে।
ই-গভর্নেন্স হলো আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর শাসনব্যবস্থা। এটি কার্যকর করার উপাদানগুলো হলো— মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি। বর্তমানে উন্নত রাষ্ট্রগুলো ই-গভর্নেন্স-এর সুবিধাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়ে শাসনব্যবস্থার মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করছে।

https://teachingbd24.com

শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবাধ তথ্য প্রবাহের ফলে জনগণ, সরকার ও বিরোধী দল সর্বদাই পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে পারছে। এতে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের ভিতও মজবুত হচ্ছে।

উদ্দীপকের জনাব মারুফের ভ্রমণ করা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ও সেবা কার্যক্রমে অনলাইনের ব্যবহার নেই। ফলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা সহজেই দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠছে। আবার জনগণের কাছে সরকারি তথ্য গোপন করার ফলে সরকারের সাথে জনগণের সুসম্পর্ক বজায় থাকছে না। অর্থাৎ, উদ্দীপকে আলোচিত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ই-গভর্নেন্সের পুরোপুরি অভাব রয়েছে।

ঘ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের জন্য 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বহুবিধ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে 'ক' রাষ্ট্রের প্রাযুক্তিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ই-গভর্নেন্স সেবা পৌছে দেওয়ার জন্য তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলো উন্নত করতে হবে। প্রয়োজন হবে যথেষ্ট প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ সব জায়গায় সহজলভ্য করতে হবে। সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণকে ই-গভর্নেন্সের সেবা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। ই-গভর্নেন্স চালুই শেষ কথা নয়, এর সফল বাস্তবায়নের দিকে যত্নবান হতে হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক (যেমন এসডিজি) উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ই-গভর্নেন্স এখন সময়ের দাবি। কোনো দেশের সরকারি কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে ই-গভর্নেন্সের কোনো বিকল্প নেই। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের উচিত হবে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের পথ থেকে প্রতিবন্ধকগুলো দূর করা। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। নিজ দেশের ভাষায় প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ ও সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে যথাযথ আইন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য 'ক' রাষ্ট্রের সরকারকে জনগণের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি উল্লিখিত সহায়ক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে এখন ঘরে বসে ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল জানাসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে। চাকরির জন্যও তারা একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে।

[ঢাকা কলেজ ‖ প্রশ্ন নং ৬]

ক. সুশাসন প্রত্যয়টি প্রথম কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে? ১
খ. ই-গভর্নেন্স এর দুটি উদ্দেশ্য লিখ। ২
গ. 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা কী ধরনের সুফল পাচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা 'অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা মূল' বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুশাসন প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করে বিশ্বব্যাংক।

খ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌছানোকেই ই-গভর্নেন্স বলে। ই-গভর্নেন্স এর দুটি উদ্দেশ্য হলো-

১. সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং
২. সরকার পরিচালনা ও প্রশাসনে স্বচ্ছতা সৃষ্টি করা।

গ 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার সুফল পাচ্ছে।

ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সকে সংক্ষেপে ই-গভর্নেন্স বলা হয়। ই-গভর্নেন্স হচ্ছে সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার। ব্যাপক অর্থে ই-গভর্নেন্স হচ্ছে শাসনকার্যে স্বচ্ছতা ও দ্রুতগতি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকাণ্ডে ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর প্রয়োগ ঘটানো। উদ্দীপকের জনাব আফসানুল ইসলাম এ ধরনের শাসনব্যবস্থার সুফল পাচ্ছেন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা তথ্য প্রযুক্তির কল্যানে ঘরে বসে ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল জানাসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে। চাকরির জন্যও তারা একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। অর্থাৎ 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ও উপকরন ব্যবহার করে ঘরে বসেই তাদের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে পারছে। যা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার সুফলকেই নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার সুফল ভোগ করছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা তথা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক— উক্তিটি সঠিক।

উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা তথ্য প্রযুক্তির কল্যানে বর্তমানে ঘরে বসেই ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল জানাসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে। তাছাড়া চাকরির জন্যও তারা একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে। উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের এরূপ ব্যবস্থা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকেই নির্দেশ করে। আর ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক।

সুশাসনের পূর্বশর্ত হলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিস্থিত করা। আর এ সুশাসন তথা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স যে সকল ভূমিকা পালন করতে পারে সেগুলো হলো- জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন, সরকারি দপ্তরগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি, আইনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে নাগরিক অধিকার উন্নীত করা, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা খুবই স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পায়। সকল তথ্য এবং সেবাপদ্ধতি জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারে, ফলে দুর্নীতির প্রকোপ হ্রাস পায়। আবার ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সকল তথ্য সময়মত আপলোড করতে হয় তাই জনগণের নিকট জবাবদিহিতামূলক আচরণ প্রস্ফুটিত হয়। সর্বোপরি, নাগরিক যদি তার নাগরিক সেবাসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে পায় তবে প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস পাবে। কাজকর্মের গতি বাড়বে, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে পাশাপাশি অর্থেরও সাশ্রয় হবে।

সুতরাং বলা যায়, ই-গভর্নেন্স অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ▶ ২০ জনগণ এখন খুব সহজেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি তথ্য ও সেবা পাচ্ছে। ঘরে বসে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে পারছে। তবে একথাও সত্য যে, ব্যয়বহুল হওয়ায় বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখনও এই সেবার সুফলভোগী নয়।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ‖ প্রশ্ন নং ১০]

ক. SMS-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ল্যাপটপ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে যে শাসনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ৩
ঘ. এই ধরনের শাসন জনপ্রিয় ও সহজলভ্য করার জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? আলোচনা করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SMS- এর পূর্ণরূপ Short Message Service.

খ ল্যাপটপ (Laptop) হলো ছোট আকারের এক ধরনের ব্যক্তিগত কম্পিউটার; যা সাধারণত ব্যাটারি চালিত এবং সহজে বহনযোগ্য।

https://teachingbd24.com

একটি ল্যাপটপে কম্পিউটারের সকল উপাদান যেমন— প্রসেসর, হার্ড ডিস্ক, মনিটর, কী-বোর্ড, স্পিকার প্রভৃতি একত্রিত থাকে। টাচপ্যাডের ব্যবহার ল্যাপটপের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা এবং বিনোদনসহ বিভিন্ন কাজে ল্যাপটপ ব্যবহার করা হয়।

গ উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্স বা ইলেকট্রনিক শাসন তথা প্রযুক্তিনির্ভর শাসনব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স এর পূর্ণরূপ হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স (Electronic Governance)। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা সহজে জনগণের নিকট পৌছানোকে ই-গভর্নেন্স বলে। যেমন: ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা, বিভিন্ন চাকরির আবেদন করা ইত্যাদি।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জনগণ এখন খুব সহজেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি তথ্য ও সেবা পাচ্ছে। ঘরে বসে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে পারছে; যা ই-গভর্নেন্স এর উপস্থিতিকে নির্দেশ করছে। এ শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো:

প্রথমত, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

দ্বিতীয়ত, সরকারি প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

তৃতীয়ত, সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা দ্রুত জনগণের নিকট পৌছে দেয়া।

চতুর্থত, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

পঞ্চমত, প্রশাসনের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো।

ষষ্ঠত, অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করা।

সপ্তমত, সরকারের তিনটি অঙ্গ তথা আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করা।

অষ্টমত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং নাগরিকদের জীবনমান উন্নত করা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই ই-গভর্নেন্স এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যয়বহুল হওয়ায় বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখনো ই-গভর্নেন্স সেবার সুফলভোগী নয়। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ যেন এ শাসনব্যবস্থার সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারে সেজন্য এটিকে জনপ্রিয় ও সহজলভ্য করে তুলতে হবে। এজন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায়:

প্রথমত, ইন্টারনেট এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহজে ও কম মূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে দক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে।

তৃতীয়ত, সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চতুর্থত, ই-গভর্নেন্স এর সেবা ও সুবিধাসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

পঞ্চমত, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে জবাবদিহিমূলক মানসিকতা জাগ্রত করতে হবে। তাদেরকে এ মনোভাব পোষণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে, তারা জনগণের সেবক, প্রভু নয়।

ষষ্ঠত, জনগণকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

সপ্তমত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সরকারকে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্সকে সহজলভ্য ও জনপ্রিয় করতে হলে দেশের সরকারকে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। কম মূল্যে ইন্টারনেট ও অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য দেশের সাধারণ জনগণের কাছে পৌছে দিতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ২১ মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি রাষ্ট্রই আর্থিকভাবে বেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্যের সরকার সরকারি দফতরগুলোতে ইন্টারনেটের ব্যবহার চালু করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারের নীতিমালা নির্ধারিত না হওয়ায় তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিকদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কম বিধায় সেখানে সরকারের প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. ই-লার্নিং এর ১টি সুবিধা উল্লেখ করো। ১

খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূরীকরণে কীরূপ ভূমিকা রাখে? ২

গ. উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্সের যে সকল প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় সেগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. এ সকল সমস্যা সমাধানে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-লার্নিং-এর ১টি সুবিধা হলো ই-লার্নিং বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে যে কেউ ঘরে বসেই দূর শিক্ষণের সাহায্যে পড়াশোনা করতে পারবে।

খ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা মুক্ত দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হবে। কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ প্রশিক্ষিত জনবলের কারণে প্রশাসন গতিশীল হয়ে উঠবে, চাওয়া মাত্রই যেকোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। ফলে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কমে যাবে।

গ উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্সের যে সকল প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো আইনগত কাঠামোর অভাব এবং অপর্যাপ্ত শিক্ষা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের সরকার সরকারি দফতরগুলোতে ইন্টারনেটের ব্যবহার চালু করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারের নীতিমালা নির্ধারিত না হওয়ায় তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না যা আইনগত কাঠামোর অভাবকে নির্দেশ করে। কেননা আইনগত কাঠামোর অভাবেই সঠিক সময়ে সরকারি নীতিমালা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না, যা ই-গভর্নেন্সের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

এছাড়া উদ্দীপকে দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিকদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কম বিধায় সেখানে সরকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে, যা ই-গভর্নেন্সের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা অপর্যাপ্ত শিক্ষাকে নির্দেশ করে। অপর্যাপ্ত শিক্ষা ই- গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার বড় বাধা।

ঘ ই-গভর্নেন্স এর সমস্যা সমাধানে বহুবিধ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে আলোচিত রাষ্ট্রে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বড় শহরগুলো থেকে শুরু করে গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত তথ্য সেবা কেন্দ্রগুলো উন্নত ও আধুনিক করতে হবে। প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। দেশের জনশক্তিকে মানবসম্পদে পরিণত কতে হবে। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে প্রয়োজন কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ ও এর যথাযথ ব্যবহার, গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে জনগণকে ই-গভর্নেন্স এর সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ করতে হবে। ই-গভর্নেন্স এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ ও সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তৎপর হতে হবে। সরকারি তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির সুবিধা সকলের জন্য উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। সুষ্ঠু মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে এর কার্যক্রম ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে নিজ দেশের ভাষার প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিকের শিক্ষার আগ্রহ কম বিধায় সেখানে সরকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। সরকার সঠিকভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছেনা। তাই উক্ত দেশে নাগরিক শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মধ্যপাচ্যে ই-গভর্নেন্সের সমস্যা সমাধানে তথ্যপ্রযুক্তি ও শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলোও গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ২২ সজীব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। সে একটি দৈনিক পত্রিকার সাক্ষাৎকালে বলে যে সে একজন সরকারি কর্মকর্তা হতে চায়। সে যোগ্যতা ও মেধা দিয়ে গতিশীল সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। সে বলে সর্বত্র ই-গভর্নেন্স চালু করতে পারলে দ্রুত দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২]

ক. ম্যাক করনির সুশাসনের সংজ্ঞাটি দাও। ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সজীবকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাক করনি (Mac Corney) সুশাসন সম্পর্কে বলেন, 'সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজ, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়।

খ আইনের শাসন হলো রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিবিশেষ, যেখানে সরকারের সব কার্যক্রম আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং যেখানে আইনের স্থান সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

ব্যবহারিক ভাষায় আইনের শাসনের অর্থ হলো, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার সর্বদা আইন অনুযায়ী কাজ করবে এবং রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতের মাধ্যমে সে তার প্রতিকার পাবে। আইনের চোখে সবাই সমান এবং কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান। মোট কথায় আইনের শাসন তখনই বিদ্যমান থাকে, যখন সরকারি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুশীলন আদালতের পর্যালোচনাধীন থাকে, যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সব নাগরিকের সমান।

গ সজীবকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো নিয়ন্ত্রিত, সাড়াদানকারী ও দক্ষ আমলাতন্ত্র এবং ই-গভর্নেন্স।

সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন, জনগণের চাহিদার প্রতি দ্রুত সাড়াদানকারী ও দক্ষ আমলাতন্ত্র। এ ধরনের আমলাতন্ত্রই জনগণকে সর্বোত্তম সেবা প্রদান করে উত্তম শাসন নিশ্চিত করতে পারে। উদ্দীপকে বর্ণিত সজীব যোগ্যতা ও মেধা দিয়ে গতিশীল সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিয়ন্ত্রণাধীন, জনগণের চাহিদার প্রতি দ্রুত সাড়াদানকারী ও দক্ষ আমলাতন্ত্রের গুরুত্বের বিষয়টিকেই প্রতিফলিত করে।

সুশাসন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগকে সহজতর করে। এর ফলে সরকারের কাজের গতি বাড়ে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পায়, দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। অবাধ তথ্যপ্রবাহ, স্বচ্ছতা এবং সরকার ও প্রশাসনের জবাবাদিহিতা নিশ্চিত করা সহজ হয়। সরকারি সেবার মান উন্নত হয় এবং সেবাদান ও সেবার খরচও সাশ্রয় হয়। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। সজীব সর্বত্র ই-গভর্নেন্স চালুর মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখতে পারে।

নাগরিকদের অধিকার, আইনের শাসন, দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রভৃতির সমন্বয়ে সুশাসন গড়ে ওঠে। অপরদিকে ই-গভর্নেন্স হচ্ছে মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে সরকারি সেবাদান, যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যের আদান-প্রদান, সরকারের সাথে নাগরিকদের যোগাযোগ এমনকি এক রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্রের যোগাযোগের পন্থা, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত জরুরি।

ই-গভর্নেন্স ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা এবং জনগণের দাবি ও মতামত গ্রহণ করার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের সব কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো যায়, যা ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখে। ই-গভর্নেন্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে জনগণকে উন্নততর এবং অধিকতর ভালো তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এটি নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে। নাগরিকগণ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদির বিল মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রদানের সুবিধা পাচ্ছে। সহজে বৈদেশিক মুদ্রা আদান-প্রদানের জন্য মোবাইল রেমিটেন্স (Remitance) চালু হয়েছে। বর্তমান সরকার ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সেবার মান নিশ্চিত করছে। এটি সরকার ও প্রশাসনের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা বৃদ্ধি করছে। এ ব্যবস্থার ফলে সরকারের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়। ই-গভর্নেন্স সরকারি অর্থের অপচয় ও অপব্যয় হ্রাস করে। তাছাড়া সরকার দেশের সমস্ত তথ্য দ্রুত পায় বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। আর এ সকল বিষয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স উল্লিখিত উপায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ বর্তমান সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ডিজিটাল পদ্ধতির কারণে ঘরে বসে তাদের সকল ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল জানাসহ চাকরির জন্য তারা একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। *[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ই-সার্ভিস কী? ১
খ. ই-গভর্নেন্স বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে ছাত্র-ছাত্রীরা কী ধরনের ব্যবহার সুফল পাচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-সার্ভিস হলো ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সরকারি তথ্য ও সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া।

খ ই-গভর্নেন্স এর মানে হলো ইলেক্ট্রনিক গভর্নেন্স। এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় প্রযুক্তিচালিত গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স হচ্ছে মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে সরকারি সেবাদান, যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যের আদান-প্রদান, বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতির সমন্বয়সাধন করে একটি পন্থার সাহায্যে সকল নাগরিক সরকারের সেবাদান ও যোগাযোগ স্থাপন, দ্রুত ব্যবহারের সাথে সরকারের এমনকি এক রাষ্ট্রের সরকারের সাথে অপর রাষ্ট্রের সরকারের যোগাযোগের পন্থা।

গ উদ্দীপকে ছাত্র-ছাত্রীরা ই-গভর্নেন্স ব্যবহারের সুফল পাচ্ছে।

বাকি অংশ ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সকে সংক্ষেপে ই-গভর্নেন্স বলা হয়। ই-গভর্নেন্স হচ্ছে সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার। ব্যাপক অর্থে ই-গভর্নেন্স হচ্ছে শাসনকার্যে স্বচ্ছতা ও দ্রুতগতি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকাণ্ডে ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর প্রয়োগ ঘটানো। উদ্দীপকের জনাব আফসানুল ইসলাম এ ধরনের শাসনব্যবস্থার সুফল পাচ্ছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীরা অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল যথাসময়ে জানতে পারে এবং চাকরির

teachingbd24.com

জন্যও তারা একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। যা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। ই-গভর্নেন্স সময়ের অপচয় কমে এবং কাজের খরচ কমে। এটি চালু হওয়ার ফলে জনগণ অনলাইনে কর, গ্যাসের বিল, পানির বিল এবং বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে পারে। ই-গর্ভনেন্সের সাহায্যে জনগণ ইন্টারনেটে খুব সহজেই আবেদন জমা দিতে পারে। ই-গর্ভনেন্সের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীসহ সাধারণ জনগণও ঘরে বসেই সেবা ও সুযোগ লাভ করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা তথা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক।

সুশাসনের পূর্বশর্ত হলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। আর এ সুশাসন তথা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স যে সকল ভূমিকা পালন করতে পারে সেগুলো হলো- জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন, সরকারি দপ্তরগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি, আইনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে নাগরিক অধিকার উন্নীত করা, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা খুবই স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পায়। সকল তথ্য এবং সেবাপদ্ধতি জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারে, ফলে দুর্নীতির প্রকোপ হ্রাস পায়। আবার ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সকল তথ্য সময়মত আপলোড করতে হয় তাই জনগণের নিকট জবাবদিহিতামূলক আচরণ প্রস্ফুটিত হয়। সর্বোপরি, নাগরিক যদি তার নাগরিক সেবাসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে পায় তবে প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস পাবে। কাজকর্মের গতি বাড়বে, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে পাশাপাশি অর্থেরও সাশ্রয় হবে।

সুতরাং বলা যায়, ই-গভর্নেন্স অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ তথ্য প্রযুক্তির কারণে 'গ' রাষ্ট্রে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য জনগণকে আর কোথাও ছুটে যেতে হয় না। ফলে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা । প্রশ্ন নং ৪]

ক. ICT এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ই-গভর্নেন্স বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'গ' রাষ্ট্রের জনগণ কী ধরনের ব্যবস্থার সুফল ভোগ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক— তুমি কী একমত? ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT এর পূর্ণরূপ হলো Information and Communication Technology.

খ সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (WWW) মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স সরকারি তথ্যভাণ্ডারের সাথে জনগণকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে। তবে এ ব্যবস্থায় তথ্য আদান-প্রদান কেবল সরকার ও নাগরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সরকারের সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের সাথে অন্য সরকারের তথ্য ও সেবা আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও থাকে। এর ফলে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ ত্বরান্বিত হয়।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অর্থাৎ ই-গভর্নেন্স দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক - কথাটির সাথে আমি একমত।

সরকারি কার্যক্রমের তথ্য ও বিভিন্ন সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। দুর্নীতি সুশাসনের পথে বড় বাধা। নীতি ও আইনবিরুদ্ধ আচরণই হলো দুর্নীতি। ই-গভর্নেন্সে দুর্নীতির সুযোগ অনেক কমে যায়। কেননা, ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় সরকারের শাসন সংক্রান্ত প্রায় সব বিষয় (কিছু স্পর্শকাতর বিষয় ছাড়া) জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ফলে রাষ্ট্রের কোথায় কী হচ্ছে, সরকার কী করছে সে সম্পর্কে জনগণ সহজেই একটা ধারণা পায়। এ কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এখন খুব কম বিষয়ই জনগণের কাছ থেকে গোপন করতে পারেন। এজন্য ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু থাকলে সাধারণত সরকার যা খুশি তাই করতে পারে না। এর ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা দূর হয়। এ কারণে অনিয়ম-দুর্নীতির পথ সংকীর্ণ হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসনের কাজের ওপর সহজেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। ফলে স্বচ্ছ, উন্মুক্ত প্রশাসনে আমলাদের পক্ষে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুর্নীতির পথে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, দুর্নীতি নির্মূল করতে ই-গভর্নেন্সের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যায়, ই-গভর্নেন্স দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ইন্দ্রানী মারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে। সে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চায়। তাই সে অনলাইনে আবেদন করে। তার বাবা ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রের ভুল সংশোধন করে। তারা সবাই সব সুবিধা পেয়ে সুখি। কিন্তু একটি দুর্ঘটনা ঘটল, তার মা ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির মাধ্যমে কিছু টাকা হারায়।

[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা । প্রশ্ন নং ৩]

ক. ই-গর্ভনেন্সের পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ই-গর্ভনেন্সের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কোন ধরনের ব্যবস্থার উদ্দীপকে উল্লিখিত সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করে? উক্ত ব্যবস্থার সুবিধাসমূহ উল্লেখ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার উপায় বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-গভর্নেন্স এর পূর্ণরূপ হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স (Electronic governance)।

খ ই-গভর্নেন্সের মূল উদ্দেশ্য হলো তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন করা। এছাড়া তথ্যভিত্তিক সমাজ গঠন করে জনগণকে সরকারি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা, নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা, জবাবদিহিমূলক সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যন্ত তথ্য-প্রযুক্তির সেবা পৌঁছে দেওয়া, সরকারি কার্যক্রমের ব্যয় কমিয়ে অল্প সময়ে সেবা প্রদান করা, অবাধ তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে জনগণকে রাজনীতিতে সচেতন করে তোলা ইত্যাদি।

গ যে ধরনের ব্যবস্থা উদ্দীপকে উল্লিখত সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করা যায় সেটি হলো ই-গভর্নেন্স বা প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন ব্যবস্থা। উদ্দীপকে দেখা যায়, ইন্দ্রানী মারমা ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদন করে। তার বাবা ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রের ভুল সংশোধন করে। উক্ত সুবিধাসমূহ ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার প্রতিফলন। তাই বলা যায়, ইন্দ্রানী মারমার প্রাপ্ত সুবিধাগুলো ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়। নিচে ই-গর্ভনেন্সের সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো।

ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে জনগণ ঘরে বসেই বিভিন্ন সরকারি সেবা ভোগ করতে পারে। যেকোনো সাধারণ তথ্য বা সেবা পেতে সশরীরে সরকারি প্রতিষ্ঠানে হাজির হতে হয় না। ফলে নাগরিকদের অর্থ ও সময় দুটোরই সাশ্রয় হচ্ছে। ই-গভর্নেন্স তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের গতি বাড়িয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি খাতে সরকার যে সেবা দিচ্ছে তা জনগণের কাছে পৌঁছানো সহজতর হচ্ছে। বর্তমানে পরীক্ষার ফল জানা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তির ফরম পূরণ করা, ট্রেনের টিকিট কাটা, পাসপোর্টের আবেদন জমা দেওয়া, সরকারি চাকরির আবেদন করা, কর ও পরিসেবার বিল দেওয়া, টেন্ডার জমা দেওয়া এসব কাজ মানুষ সহজেই অনলাইনে করতে পারছে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ই-গভর্নেন্স তথা প্রযুক্তি নির্ভর প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার উপায় নিচে আলোকপাত করা হলো—

ই-গভর্নেন্স তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে দেশের প্রযুক্তিক অবাকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ই-গভর্নেন্স সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলো উন্নত করতে হবে। প্রয়োজন হবে যথেষ্ট প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদ। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ সব জায়গায় সহজলভ্য করতে হবে। সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার মাদ্যমে জনগণকে ই-গর্ভনেন্সের সেবা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হে। ই-গভর্নেন্স চালুই শেষ কথা না, এর সফল বাস্তবায়নের দিকে যত্নবান হতে হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক (যেমন এসডিজি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ই-গভর্নেন্স এখন সময়ের দাবি।কোনো দেশের সরকারি কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে ই-গভর্নেন্সের কোনো বিকল্প নেই। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের উচিত হবে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। নিজ দেশের ভাষায় প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ ও সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে যথাযথ আইন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব সুমন একজন শিক্ষক। তিনি কনটেন্ট তৈরি করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন এবং তার তৈরি কনটেন্ট তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিয়ে দেন। তিনি অনলাইনের মাধ্যমে প্রতি বছর কর প্রদান করেন।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নং ৪]

ক. 'ICT' এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ই-গভর্নেন্স কেন দুর্নীতি রোধে সহায়ক? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব সুমনের ভূমিকা কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থার ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসন ব্যবস্থার সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ICT' এর পূর্ণরূপ Information and Communication Technology

খ ই-গভর্নেন্স দুর্নীতিরোধে সহায়ক।

ই-গভর্নেন্সে দুর্নীতির কোন সুযোগ নেই। কেননা, ই-গভর্নেন্সের ফলে প্রশাসনিক তথ্যগুলো অনলাইনে সংরক্ষিত থাকে। ফলে জনগণ খুব সহজেই প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কী কাজ হচ্ছে তা জানতে পারে। এ কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছুই করতে পারেন না। ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। এতে করে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব সুমন এর ভূমিকা ই-গভর্নেন্স শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত করে।

ই-গভর্নেন্স হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স। এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় প্রযুক্তি নির্ভর গভর্নেন্স। যে পদ্ধতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সেবা জনগণ খুব সহজে পেয়ে থাকে তাকেই ই-গভর্নেন্স বলে। জাতিসংঘের সংজ্ঞানুযায়ী সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম উপাদান হলো ইন্টারনেট, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন প্রভৃতি। বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে ই-গভর্নেন্সের বিভিন্ন সুবিধা যেমন— শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা সহজ করার জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট, অনলাইনে কর প্রদান, মোবাইলে কৃষিসেবা, ব্যাকিংসহ প্রায় সকল প্রকার কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।

উদ্দীপকের শিক্ষক জনাব সুমন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন এবং বিভিন্ন কনটেন্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিয়ে দেন। এছাড়াও তিনি অনলাইনের মাধ্যমে প্রতিবছর কর প্রদান করেন।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জনাব সুমন এর ভূমিকা ই-গভর্নেন্স শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সুমন এর অনলাইনে কর প্রদান ই-গভর্নেন্সেরই সুফল।

ই-গভর্নেন্স হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স। যে পদ্ধতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সেবা জনগণ খুব সহজে পেয়ে থাকে তাকে ই-গভর্নেন্স বলে। ই-গভর্নেন্সের সুফল অপরিসীম। বর্তমানে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন ই-গভর্নেন্সের ফলে বর্তমানে ঘরে বসেই বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল জানা যাচ্ছে। মোবাইলে ট্রেনের টিকিট কাটা, অনলাইনে মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের আবেদন জমা দেওয়া, মোবাইলে কৃষিসেবা, অনলাইনে পাঠ্যবই পড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম পূরণ, বিভিন্ন চাকরির আবেদন ফরম পূরণ, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা সহজতর করার জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইনে কর প্রদান, অনলাইনে টেন্ডার জমা দেওয়া, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য বিল পরিশোধ করা, টেলি কনফারেন্স এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি ইত্যাদি ই-গভর্নেন্সের ফলেই সম্ভব হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলেই এসব সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। ওপরে উল্লিখিত সুবিধাদিই হলো ই-গভর্নেন্স শাসনব্যবস্থার সুফল।

উদ্দীপকের জনাব সুমন অনলাইনে কর প্রদান করেন যা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত অনলাইনে কর প্রদান ই-গভর্নেন্সেরই সুফল।

প্রশ্ন ▶ ২৭ সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের এক সেমিনারে রাকিব ও সাকিব অংশ গ্রহণ করে জানতে পারল যে, বাংলাদেশে, ই-গভর্নেন্সের যাত্রা শুরু হয়েছে। তবে এজন্য বহু বাধা অতিক্রম করতে হচ্ছে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধে উপস্থাপক ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায়গুলি নির্দেশ করেন। *[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. ই-গভর্নেন্স বলতে কী বুঝ? ১

খ. ই-গভর্নেন্সের সুবিধাগুলি কী কী? ২

গ. বাংলাদেশ ই-গভর্নেন্সে কী কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায়সমূহ ব্যাখ্যা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌছানোকে ই-গভর্নেন্স বলে।

খ ই-গভর্নেন্সের অনেক সুবিধা রয়েছে। বিশেষ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্সের সুবিধা বেড়েই চলেছে।

ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সরকারের প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি হ্রাস পেয়েছে। জনগণ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসেই সরকারি বিভিন্ন সেবা সহজেই গ্রহণ করছে। ই-গভর্নেন্সের সহায়তায় সরকারের প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন সহজতর হয়েছে। সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে।

Teachingbd24.com

গ বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

ই-গভর্নেন্স একটি ব্যয়বহুল ও জটিল প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের মতো দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থায় দেশের পক্ষে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈধ মূল কাঠামোর অভাবে বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। পর্যাপ্ত আইসিটি অবকাঠামোর অভাব এবং আইসিটি বিশেষজ্ঞের অভাব বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে পর্যাপ্ত আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করা এখনো সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের অন্তরায়গুলোর মধ্যে আরও রয়েছে ইন্টারনেট সেবার সীমিত পরিসর, ধীরগতি ও অধিক মূল। এ সব সমস্যার কারণে সবার জন্য ইন্টারনেট সেবা সহজলভ্য করা এখনো কঠিন। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষ অনেক মানবসম্পদ প্রয়োজন। উন্নয়নশীল দেশগুলো এ দিকে পিছিয়ে রয়েছে। দক্ষ জনবল সংকটের কারণেও অনেক ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স চালু বা সেবা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এ দেশে বিদ্যুতের তুলনামূলকভাবে চড়া মূল্য এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকা তথ্যপ্রযুক্তি ও ই-গভর্নেন্সের প্রসারের পথে অন্যতম বাধা।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের মধ্যে এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করে। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ই-গভর্নেন্সের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধা। শিক্ষা ও প্রচারণার অভাবে জনগণের একটা বিশাল অংশ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং ই-গভর্নেন্স বিষয়ে অজ্ঞ।

এছাড়াও সাইবার আক্রমণ, সরকারের সদিচ্ছার অভাব, নাগরিকদের অনীহা প্রভৃতি কারণও বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের সফল বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

ঘ বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের সফল বাস্তবায়ন সময় সাপেক্ষ বিষয়। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে দেশে যেসকল প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রয়েছে তা দূর করার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ই-গভর্নেন্সের সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের জন্য একটি বৈধ মূল কাঠামো তৈরি করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট কাঠামো ছাড়া ই-গভর্নেন্সকে কার্যকর করা সম্ভব নয়।

ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের অন্যতম উপায় হলো আইসিটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করা। এর জন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তির ওপর অধিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হলে উন্নতমানের ইন্টারনেট কভারেজের ব্যবস্থা করা এবং পর্যাপ্ত টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো তৈরি করতে হবে। উন্নত টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো ছাড়া ই-গভর্নেন্সকে বাস্তব রূপদান করা সম্ভব নয়।

নাগরিকগণ অজ্ঞ, অশিক্ষিত হলে ই-গভর্নেন্স কার্যকর করা সম্ভব নয়। তাই সাধারণ জনগণকে আইসিটি (ICT) সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সচেতন হলেই কেবল ই-গভর্নেন্সের বাধাগুলো দূর করা সম্ভব।

ই-গভর্নেন্সের টেকনলজি ও উপকরণের সহজলভ্যতার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ দরিদ্র জনগণের পক্ষে ব্যয়বহুল টেকনলজি ও উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং প্রশাসনিক তথা আমরাদের সদিচ্ছা থাকলেই ই-গভর্নেন্স কার্যকর করা সম্ভব হবে।

ই-গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে সফলতার জন্য সরকারকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক বিষয় চালু করতে হবে। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত বরাদ্দ দিতে হবে। পাশাপাশি দেশের নতুন প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আর এজন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে হবে।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব হবে এবং এর সুফল পাওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে এখন ঘরে বসে ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল, চাকরির আবেদন করাসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা, ঢাকা । প্রশ্ন নং ৪]

ক. ইন্টারনেট কী? ১

খ. 'ই-গভর্নেন্স এর ফলে খরচ কমে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা কি ধরনের ব্যবস্থার সুফল পাচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেট হলো বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল নেটওয়ার্ক।

খ ই-গভর্নেন্স এর ফলে খরচ কমে। ধরা যাক, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তনের ব্যাপারগুলো জনগণকে জানানো প্রয়োজন। এজন্য বিপুল সংখ্যক কাগজ-কলম ও সময়ের প্রয়োজন হয়। এ ব্যাপারটি যদি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার সাহায্যে করা হয় তবে তা অনেক সহজে ও কম খরচে করা যেতে পারে। এভাবে ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে খরচ হ্রাস পায়।

গ 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা ই-গভর্নেন্সের সুফল পাচ্ছে।

ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সকে সংক্ষেপে ই-গভর্নেন্স বলা হয়। ই-গভর্নেন্স হচ্ছে সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার। ব্যাপক অর্থে ই-গভর্নেন্স হচ্ছে শাসনকার্যে স্বচ্ছতা ও দ্রুতগতি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকাণ্ডে ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর প্রয়োগ ঘটানো। এটি চালু হওয়ার ফলে জনগণ অনলাইনে কর, গ্যাসের বিল, পানির বিল এবং বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে পারছে, ছাত্ররা ঘরে বসেই ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল, চাকরির আবেদন করাসহ যাবতীয় কাজ করতে পারছে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে ব্যবসায়ীগণ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও লাভবান হতে পারছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে এখন ঘরে বসে ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল, চাকরির আবেদন করাসহ যাবতয়ি কজা করতে পারে। যেহেতু ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে ঘরে বসে বিভিন্ন ধরনের সেবা পাওয়া যায়, সেহেতু বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা ই-গভর্নেন্সের সুফল পাচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা তথা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক।

সুশাসনের পূর্বশর্ত হলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। আর এ সুশাসন তথা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স যে সকল ভূমিকা পালন করতে পারে সেগুলো হলো- জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন, সরকারি দপ্তরগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি, আইনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে নাগরিক অধিকার উন্নীত করা, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

Teachingbd24.com

প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা খুবই স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পায়। সকল তথ্য এবং সেবাপদ্ধতি জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারে, ফলে দুর্নীতির প্রকোপ হ্রাস পায়। আবার ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সকল তথ্য সময়মত আপলোড করতে হয় তাই জনগণের নিকট জবাবদিহিতামূলক আচরণ প্রস্ফুটিত হয়। সর্বোপরি, নাগরিক যদি তার নাগরিক সেবাসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে পায় তবে প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস পাবে। কাজকর্মের গতি বাড়বে, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে পাশাপাশি অর্থেরও সাশ্রয় হবে। সুতরাং বলা যায়, ই-গভর্নেন্স অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সাধিত হলে ই-গভর্নেন্স এর উদ্ভব ঘটে। এই মিথস্ক্রিয়া ঘটে সরকার ও জনগণের মধ্যে সরকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরকার ও চাকরিজীবীদের মধ্যে এবং এক সরকারের সাথে অন্য সরকারের মধ্যে।

[চিংগী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]

ক. ই-গভর্নেন্স এর অর্থ কী? ১
খ. ডিজিটাল পদ্ধতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. ই-গভর্নেন্স চালু হলে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে? ৩
ঘ. ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।

খ ডিজিটাল পদ্ধতি বলতে বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যবহৃত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সামগ্রী (কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি) এবং এগুলো ব্যবহারের কৌশলকে বোঝায়। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনযাত্রাকে সহজ ও উন্নততর করা যায়।
ডিজিটাল পদ্ধতিতে কর পরিশোধ বা পাসপোর্টের আবেদনের মতো নাগরিক সেবা গ্রহণ, গণপরিবহনের আসন সংরক্ষণ, ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত মানুষের মধ্যে সরাসরি সভা-সেমিনার করা, ই-লাইব্রেরির মাধ্যমে দূর থেকেই পড়াশোনা করা ইত্যাদি বহুমুখী কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে মানুষের অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হচ্ছে যা জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করছে।

গ ই-গভর্নেন্স চালু হলে যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো—
ই-গভর্নেন্স হলো তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক প্রশাসনব্যবস্থা। যার মাধ্যমে সরকারি সেবা ও প্রশাসনিক তথ্যসমূহ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে জনগণের কাছে পৌছে দেওয়া হয়। ই-গভর্নেন্সের সুফল ও সুবিধা বহুমাত্রিক। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। এটি চালু হলে সরকার ও জনগণের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে। অনলাইনের মাধ্যমে কম সময়ে ও কম খরচে নাগরিক সেবাসমূহ নিশ্চিত করা যায়। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে দুর্নীতি ও অসৎ উপায় প্রতিহত কর স্বচ্ছতা ও জবাবিদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। অটোমেশন, কম্পিউটারাইজড ও নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠে। কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা শাসনব্যবস্থাকে গতিশীল করে। ই-গভর্নেন্স ব্যাপক ডাটাবেজ তৈরি করে, সেখানে নীতিনির্ধারকগণ সহজে নীতিনির্ধারণ ও তার যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে পারে। ই-গভর্নেন্স আমলাদের পুরনো পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রশাসনিক কার্যক্রমকে গতিশীল ও নির্ভরযোগ্য করে তোলেন। এতে জনদুর্ভোগ কমে ও জনগণ সরকারি সেবা সহজে পেতে পারে। ডিজিটাল গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবস্থার উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা যায়। এছাড়া দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুততম সময়ে অপরাধী শনাক্ত করতে পারে এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। দারিদ্র্য দূরীকরণে ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষায় দ্রুত সাড়া প্রদান করে দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় সরকার দ্রুত ও বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণ ঘরে বসেই ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ঘ ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো—
আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই হলো ই-গভর্নেন্স। সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই সুশাসন। উন্নয়নশীল দেশে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। দেশের অবকাঠামো ক্ষেত্রে উন্নয়নের অভাবে ই-গভর্নেন্স ত্বরান্বিত হয় না। তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ লোকের অভাবে ই-গভর্নেন্স বাধাপ্রাপ্ত হয়। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার হার সন্তোষজনক হলেও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় অনেকটা পিছিয়ে। ফলে এ খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠতে পারছে না। অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সুবিধার ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে কম্পিউটার ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না এবং এখন পর্যন্ত কম খরচে কম্পিউটার ব্যবহারের বিপরীত উৎস খুঁজে বের করা সম্ভব হচ্ছে না। ইন্টারনেটের উচ্চমূল্য ও কম নির্ভরশীলতাও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। বেশিরভাগ দেশের স্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানি এখন পর্যন্ত তেমন উন্নত পর্যায়ে পৌছাতে পারেনি এবং সরকারের বড় ধরনের প্রকল্পে তারা দক্ষতার প্রয়োগ করতে পারেনি। এছাড়া সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের পথে অন্যতম বাধা। এমনকি মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যেও সমন্বয়হীনতা দেখা যায়। অনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সাইবার অপরাধ ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে ই-গভর্নেন্সের প্রতি শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত। দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করলে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় সরকার ও নাগরিকের আগ্রহ কমে যায়।
পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ সরকার ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসন সংক্রান্ত সব তথ্য জনগণের নিকট উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে প্রশাসনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]

ক. ই-গভর্নেন্সের এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. সংক্ষেপে সুশাসনের ২টি বৈশিষ্ট্য লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ই-গভর্নেন্সের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে কীভাবে প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে তোমার মতামত দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-গভর্নেন্সের এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো (Electronic Governance).

খ সুশাসনের দুইটি বৈশিষ্ট্য হলো—
১. আইনে শাসন : সুশাসনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো আইনের শাসন। আইনের শাসন ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।
২. জবাবদিহিতা : জবাবদিহিতা হলো সুশাসনের মূল চাবিকাঠি। জবাবদিহিতা বলতে বোঝায় নিজের কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দানের বাধ্যবাধকতা।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

সুশাসনের একটি অন্যতম শর্ত হলো সরকার ও সরকারের প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। আর সরকারের প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ই-গভর্নেন্স সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সরকার প্রশাসনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্য জনগণের নিকট উন্মুক্ত করে। জনগণ ঘরে বসেই সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারে। ফলে সরকার ও সরকারি প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং অধিকতর দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সরকার ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসন সংক্রান্ত সব তথ্য জনগণের নিকট উন্মুক্ত করেছে। এর ফলে জনগণ সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবে এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। ফলাফল স্বরূপ অধিকতর দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সরকার কর্তৃক ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসন সংক্রান্ত সব তথ্য জনগণের নিকট উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে সরকারের প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে বলে আমি মনে করি।

সুশাসন এমন একটি কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থা যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, অবাধ তথ্য প্রবাহ, উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান, কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা বিদ্যমান থাকে। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার বাস্তবমুখী পদক্ষেপ।

ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকরি ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বস্তুত সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উন্নত নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠায় সুশাসনের যেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তেমনি দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে সরকারি সেবা জনগণের নিকট পৌছানোর জন্য ই-গভর্নেন্সের গুরুত্ব অপরিসীম। রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। ই-গভর্নেন্স সরকার এবং সরকারি প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় জনগণ এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসেই সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারে। প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা জনগণ ঘরে বসেই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে হয়রানি ছাড়াই সহজেই লাভ করতে পরে। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় জনগণ ঘরে বসেই সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড জানতে পারে বলে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং অধিকতর দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কিত সেবা ও তথ্য দ্রুত সময়ের মধ্যে নাগরিকদের প্রদান করতে সক্ষম হয়। ফলে জনদুর্ভোগ হ্রাস পায় এবং নাগরিক সেবার মান উন্নত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

সুশাসনের অন্যতম শর্ত হলে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সরকারের সাথে জনগণের সুসম্পর্ক। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের শাসন কাজে জনগণের কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার উন্নতর সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিয়ে সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ই-গভর্নেন্স ছাড়া সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা যায় না। ই-গভর্নেন্স রাষ্ট্রের নাগরিকদের শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করে শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসনের পথ সুগম করে দিয়েছে।

উদ্দীপকে সরকারের ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসন সংক্রান্ত সব তথ্য জনগণের নিকট উন্মুক্তকরণের ফলে জনগণ সহজেই সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবে। ফলে সরকারের প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে এখন ঘরে বসে ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল জানাসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে। চাকুরীর জন্য তারা একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে।

[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. সাম্য কী? ১

খ. ই-গভর্নেন্স বলতে কী বুঝ? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা কী ধরনের ব্যবস্থার সুফল পাচ্ছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্যের অর্থ 'সুযোগ-সুবিধাদির' সমতা (Equality of opportunities)। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

খ ই-গভর্নেন্স এর মানে হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স। এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় প্রযুক্তিচালিত গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স হচ্ছে মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে সরকারি সেবাদান, যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যের আদান-প্রদান, বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতির সমন্বয়সাধন করে একটি পন্থার সাহায্যে সকল নাগরিক সরকারের সেবাদান ও যোগাযোগ স্থাপন, দ্রুত ব্যবহারের সাথে সরকারের এমনকি এক রাষ্ট্রের সরকারের সাথে অপর রাষ্ট্রের সরকারের যোগাযোগের পন্থা।

গ 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা ই-গভর্নেন্সের সুফল পাচ্ছে।

ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সকে সংক্ষেপে ই-গভর্নেন্স বলা হয়। ই-গভর্নেন্স হচ্ছে সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার। ব্যাপক অর্থে ই-গভর্নেন্স হচ্ছে শাসনকার্যে স্বচ্ছতা ও দ্রুতগতি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকাণ্ডে ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর প্রয়োগ ঘটানো।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা ঘরে বসেই পড়াশোনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ অনলাইনের মাধ্যমে করতে পারেন। যা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকেই নির্দেশ করে। ই-গভর্নেন্সে সময়ের অপচয় কমে এবং কাজের খরচ কমে। এটি চালু হওয়ার ফলে জনগণ অনলাইনে কর, গ্যাসের বিল, পানির বিল এবং বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে পারে। ই-গভর্নেন্সের সাহায্যে জনগণ ইন্টারনেটের সাহায্যে খুব সহজে বিভিন্ন আবেদন জমা দিতে পারে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে ব্যবসায়ীগণ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও লাভবান হতে পারে। অর্থাৎ ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে জনগণ ঘরে বসেই সেবা ও সুযোগ লাভ করে। এ ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে জনগণ ঘরে বসে অনলাইনে কর, গ্যাসের বিল, পানির বিল এবং বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে পারে। ছাত্ররা ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফলসহ শিক্ষা সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ করতে পারে। এছাড়া চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যও এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জানতে পারে। ই-গভর্নেন্সের সুফলকেই নির্দেশ করে 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্রদের এসব কর্মকাণ্ড।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা তথা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক।

সুশাসনের পূর্বশর্ত হলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। আর এ সুশাসন তথা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স যে সকল ভূমিকা পালন করতে পারে সেগুলো হলো- জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন, সরকারি দপ্তরগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি, আইনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে নাগরিক অধিকার উন্নীত করা, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা খুবই স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পায়। সকল তথ্য এবং সেবাপদ্ধতি জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারে, ফলে

https://teachingbd24.com

দুর্নীতির প্রকোপ হ্রাস পায়। আবার ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সকল তথ্য সময়মত আপলোড করতে হয় তাই জনগণের নিকট জবাবদিহিতামূলক আচরণ প্রস্ফুটিত হয়। সর্বোপরি, নাগরিক যদি তার নাগরিক সেবাসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে পায় তবে প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস পাবে। কাজকর্মের গতি বাড়বে, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে পাশাপাশি অর্থেরও সাশ্রয় হবে।

সুতরাং বলা যায়, ই-গভর্নেন্স অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ বান্দরবানের ছোট্ট শেখর। ঘুম থেকে উঠে বাবার জন্য খাবার নিতেই ভরদুপুর। একমাত্র স্কুলটি মাইলখানেক দূরে। তাই শেখরের স্কুলে যাওয়া হয়ে ওঠে না। সরকার ঢাকার রায়েরবাজার থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভিজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করেছে। শেখরের আর পড়াশোনার অসুবিধা হয় না। সে এখন এ দূরশিক্ষণের ছাত্র। *[স্কলার্স হোম, সিলেট। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ICT কী? ১

খ. ই-গভর্নেন্স বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্সের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টি দ্বারা জনগণ কীভাবে উপকৃত হচ্ছে? বর্ণনা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT হলো Information and Communication Technology.

খ ই-গভর্নেন্স এর মানে হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স। এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় প্রযুক্তিচালিত গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স হচ্ছে মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে সরকারি সেবাদান, যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যের আদান-প্রদান, বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতির সমন্বয়সাধন করে একটি পন্থার সাহায্যে সকল নাগরিক সরকারের সেবাদান ও যোগাযোগ স্থাপন, দ্রুত ব্যবহারের সাথে সরকারের এমনকি এক রাষ্ট্রের সরকারের সাথে অপর রাষ্ট্রের সরকারের যোগাযোগের পন্থা।

গ উদ্দীপকে আলোচিত ই-গভর্নেন্সের ই-সার্ভিসেস বা G2C (Government to Citizen) বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে।

ই-গভর্নেন্সের আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। জনগণ সরকারের পক্ষ থেকে বৃহত্তম পরিসরে সেবা গ্রহণ করতে পারে দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে। তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একদিকে যেমন শিশুরা পড়ালেখা শিখতে পারছে তেমনি সাধারণ জনগণও সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন তথ্য লাভ করতে পারছে।

উদ্দীপকের বান্দরবানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী শিশু শেখর। পারিবারিক অসচ্ছলতা আর দুর্গম পথের জন্য সে স্কুলে যেতে পারে না। কিন্তু সরকার এ ধরনের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে ইন্টারনেটের অনলাইন সেবার মাধ্যমে। যে কারণে শেখর পড়তে পারছে। সরকারের এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারের ই-গভর্নেন্সের নাগরিক সেবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের বিষয়টি তথা ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে জনগণ বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে। নিচে এটি বর্ণনা করা হলো—

ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্য ও সেবা প্রদান করার ফলে অধিক সংখ্যক নাগরিককে উন্নত সেবা প্রদান করা যায়। এর ফলে সরকারি সেবা গ্রহণ সকলের সমান প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করে। জনগণ ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহজেই তথ্য লাভ করতে পারছে। এর ফলে সরকারি তথ্যে নাগরিকদের প্রবেশের সুযোগ অবাধ করেছে। ফলে নাগরিকগণ সহজেই শাসনকাজে অংশগ্রহণ করতে পারছে।

ই-গভর্নেন্স পদ্ধতির ফলে জনগণ পূর্বের তুলনায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতাহীন সরকারি সেবা গ্রহণ করতে পারছে। ই-গভর্নেন্সের ফলে সরকারের সাথে নাগরিকদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে সরকারের উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সাড়া দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জনগণ বর্তমানে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে ট্যাক্স পরিশোধ, ড্রাইভিং ও অন্যান্য লাইসেন্স ইস্যু করা, পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন পরীক্ষা প্রক্রিয়া পরিচালনা করা, বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে খুব সহজেই জানতে পারছে।

সুতরাং আলোচনা শেষে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছে জনগণ এবং এর মাত্রা বহুবিধ।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ বাংলাদেশ ডিজিটাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্বপ্ন নয়, বাস্তব। এখন বাংলাদেশের ছাত্ররা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারছে এবং সরকারী সেবা দ্রুত জনগণের কাছে পৌছে যাচ্ছে। কিন্তু ইন্টারনেটের উচ্চ মূল্য এই কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যার সৃষ্টি করেছে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. পৌরনীতি কী? ১

খ. পরিবারই জনমত গঠনে প্রথম মাধ্যম— কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ডিজিটাল কার্যক্রমের জন্য জনগণ কী কী সুবিধা পাচ্ছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের এই সমস্যা সমাধানের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

খ জনমত গঠনের প্রথম ও প্রাথমিক মাধ্যম হচ্ছে পরিবার।

পরিবারের সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সদস্যরা দেশ ও বিদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। এমনকি শিশুরা পিতামাতার রাজনৈতিক আনুগত্যকে অনুসরণ করে। বিভিন্ন ধরনের আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমেই পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। অ্যালান বলের মতে, 'সাধারণত পরবর্তী জীবনে ছেলে-মেয়েদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা মাতা-পিতার রাজনৈতিক মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়।' এজন্যই জনমত গঠনের প্রথম ও প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে পরিবারকে অভিহিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে ডিজিটাল কার্যক্রমের জন্য অর্থাৎ ই-গভর্নেন্সের জন্য জনগণ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাচ্ছে।

সরকারি কার্যক্রমে তথ্য ও প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারকে ই-গভর্নেন্স বলা হয়। বাংলাদেশে যেটিকে বলা হয় ডিজিটাল কার্যক্রম। এর ফলে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন- বিভিন্ন পরীক্ষার রেজাল্ট জানা, মোবাইলে ট্রেনের টিকেট কাটা, মোবাইলে কৃষি সেবা, অনলাইনে পাঠ্যবই পড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম পূরণ, বিভিন্ন চাকরির ফরম পূরণ, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইনে কর প্রদান, জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধন, টেলি-কনফারেন্সের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ ডিজিটাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তব। এখন বাংলাদেশের ছাত্ররা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারছে এবং সরকারি সেবা দ্রুত জনগণের কাছে পৌছে যাচ্ছে। এসব সুবিধা ই-গভর্নেন্সের সুবিধাকেই নির্দেশ করে। যা ডিজিটাল কার্যক্রমের কারণে বাংলাদেশের জনগণ পাচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকের এই সমস্যা অর্থাৎ, ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

ই-গভর্নেন্স একটি নতুন ধারণা এবং এটি বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি। এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা সমস্যা। বাংলাদেশেও ডিজিটাল কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইন্টারনেটের উচ্চমূল্য, যা উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

https://teachingbd24.com

তথ্য প্রযুক্তি ও শিক্ষাখাতে সরকারিভাবে বিনিয়োগ করতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নত দেশগুলোর মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য এ খাতে বার্ষিক বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে। এতে তথ্য প্রবাহের সহজলভ্যতা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসার লাভ করবে। তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং স্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোকে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। যাতে তারা তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ইন্টারনেটকে জনগণের কাছে সহজলভ্য করতে পারে এবং সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারে। সরকারের পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ওপরের আলোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে উদ্দীপকের সমস্যা অর্থাৎ ইন্টারনেটের উচ্চ মূল্যের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ বাংলাদেশ সরকারের কিছু প্রতিষ্ঠান অনলাইন টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারগণ অনলাইনের মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এতে দরপত্র প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ হয়েছে। অধিক সংখ্যক ঠিকাদার নির্বিঘ্নে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম ▌প্রশ্ন নং ৫]*

ক. ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যম কোনটি? ১
খ. ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার দুটি প্রতিবন্ধকতা লিখ। ২
গ. উদ্দীপকের শাসনের কোন রূপটি তুলে ধরা হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শাসনের প্রক্রিয়াটির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যমে হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি।

খ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুটি প্রতিবন্ধকতা হলো আইসিটি বিশেষজ্ঞের অভাব এবং জনসচেতনতার অভাব।

আইসিটি বিশেষজ্ঞের অভাব ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র একটি বড় বাধা। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল অনেক দেশে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ই-গভর্নেন্স কার্যকর করার ক্ষেত্রে আর একটি বড় বাধা হলো সাধারণ জনগণের সচেতনতার অভাব। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে শিক্ষার হার কম এবং সমগ্র জনগণের একটি বিশাল অংশ দরিদ্র। দরিদ্র এবং অশিক্ষিত জনগণ ই-গভর্নেন্স কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা।

গ উদ্দীপকের শাসনে ই-গভর্নেন্সের রূপটি তুলে ধরা হয়েছে।

ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সকে সংক্ষেপে ই-গভর্নেন্স (E-governance) বলা হয়। সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স সরকারি তথ্যভাণ্ডার ও কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সংযুক্ত করে। এছাড়া এ প্রক্রিয়ায় সরকারের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য দেশের সরকারের তথ্য ও সেবা আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও থাকে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সেবাগুলো ইলেকট্রনিক উপায়ে জনগণের কাছে দ্রুততার সাথে পৌছানো যায়। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনেকাংশে নিশ্চিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ই-গভর্নেন্সের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে অংশগ্রহণ সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে শাসনব্যবস্থাকে সহজ ও উন্নত করা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকারের কিছু প্রতিষ্ঠান অনলাইন টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারগণ অনলাইনের মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এতে দরপত্র প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ হয়েছে। মূলত ই-গভর্নেন্সের সুবাদেই ঠিকাদারগণ কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই নির্বিঘ্নে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছে এবং দরপত্র প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শাসনে ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ার রূপটি তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য হলো সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত এবং নাগরিক সেবার মান উন্নত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারের উন্নতমানের সেবা জনগণের কাছে পৌছানোই ই-গভর্নেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য। এ প্রক্রিয়ায় নাগরিকরা সরকারের নিকট থেকে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা বিভিন্ন ভর্তি ও চাকরির পরীক্ষার আবেদনপত্র পূরণ, বিদ্যুৎ, গ্যাস বিল প্রদান, কর প্রদান প্রভৃতি সেবা লাভ করে থাকে। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। সরকারের প্রশাসনের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ই-গভর্নেন্সের মূল লক্ষ্য হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ই-গভর্নেন্স ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের নিকট দ্রুত পৌছানো সম্ভব হচ্ছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের সব কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। ই-গভর্নেন্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। তাই ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড জনসম্মুখে প্রকাশিত হয় বলে আমলারা প্রশাসনের কাজের ওপর সহজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। তাছাড়া ই-গভর্নেন্স সরকারি অর্থের অপচয় ও অপব্যয় হ্রাস করে। আর এ সকল বিষয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়া সরকারি সেবাগুলোকে উন্নত এবং নাগরিকদের কাছে সহজলভ্য করে তুলেছে। সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ জসিম উদ্দীন নভেম্বরে বি সি এস ভাইভা দেবে। তাই সে নিজ জেলা চট্টগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চায়। এ সম্পর্কে কোনো লিখিত বই না পেয়ে সে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্চ করে। ইন্টারনেটে সে তার জেলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যায়। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম ▌প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ই-সেবা কী? ১
খ. ই-গভর্নেন্স এর দুটি উদ্দেশ্য লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে জসিম উদ্দীনের গৃহীত সেবায় ই-গভর্নেন্সের কোন উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ইন্টারনেটে এ ধরণের তথ্য দিয়ে সরকারের সময় ও খরচ বাঁচে এবং জনগণের সাথে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নাগরিককে যে সেবা প্রদান করা হয় তাই ই-সেবা।

খ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌছানোকেই ই-গভর্নেন্স বলে। ই-গভর্নেন্স এর দুটি উদ্দেশ্য হলো—
১. সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং
২. সরকার পরিচালনা ও প্রশাসনে স্বচ্ছতা সৃষ্টি করা।

গ উদ্দীপকে জসিম উদ্দীনের গৃহীত সেবায় ই-গভর্নেন্সের উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

ই-গভর্নেন্স হলো (Electronic Governance) প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন। সংক্ষেপে বললে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সাহায্যে সরকারি সেবাদান কার্যক্রমকে ই-গভর্নেন্স বলা যায়। এর আওতায় সরকারের সাথে নাগরিকদের যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদান, সহজে ও দ্রুত নাগরিকদের সরকারি সেবা পৌছে দেওয়া হয়।

নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ক্ষেত্রে সহজে দ্রুত তথ্য প্রদান, স্বাস্থ্য রক্ষায় উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্র, কৃষকদের জন্য উন্নতমানের সার বীজ, সেচের খবরা-খবর প্রচার ও সরবরাহের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স সহায়তা প্রদান করে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিসিএস ভাইভা পরীক্ষার্থী জসিম উদ্দীন নিজ জেলা চট্টগ্রাম সম্পর্কে কোনো লিখিত বই না পেয়ে ইন্টারনেটের সাহায্যে সে তার নিজ জেলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। জসিম উদ্দীনের এই গৃহীত সেবায় ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ ইন্টারনেটে এ ধরনের তথ্য অর্থাৎ শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য দিয়ে সরকারের সময় বাঁচে এবং জনগণের সাথে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। কথাটি যথার্থ—

ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সকে সংক্ষেপে ই-গভর্নেন্স (E-governance) বলা হয়। সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স সরকারি তথ্যভাণ্ডার ও কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সংযুক্ত করে। এছাড়া এ প্রক্রিয়ায় সরকারের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য দেশের সরকারের তথ্য ও সেবা আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও থাকে।

ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়া সরকারের প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে কাজের গতি বৃদ্ধি করে। ফলে সরকারের কাজের সময়ের সাশ্রয় ঘটে এবং তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তথা সিদ্ধান্তগুলো অল্প সময়ে সরকারের অফিস এবং নাগরিকদেরকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে জানাতে পারে। এতে যেমন একদিকে কাজের গতি বৃদ্ধি পায় তেমনি অন্যদিকে সময় ও খরচ বাঁচে। পাশাপাশি নাগরিকগণ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসে সহজেই সরকারি সেবা গ্রহণ করতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় কাজে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। জনগণ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। ফলে সরকারের সাথে জনগণের সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়া সরকারের সাথে নাগরিকদের যোগাযোগ সহজতর করে দিয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় সরকারের কাজ দ্রুত সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে এবং নাগরিকগণ ঘরে বসেই হয়রানির শিকার না হয়েই বিভিন্ন সরকারি সেবা সহজেই গ্রহণ করতে পারছে। সুতরাং একথা যথার্থ ইন্টারনেটে তথ্য প্রদান প্রক্রিয়ায় সরকারের সময় ও খরচ বাঁচে এবং জনগণের সাথে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ 'ক' রাষ্ট্রে জনাব রহমান সরকার গঠনের পর রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে অবাধ তথ্য যাতে জনগণ পেতে পারে সে জন্য তিনি রাষ্ট্রের সকল সেক্টরে তথ্য ও প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করলেন। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুনীতির মাত্রাও অনেক কমে আসছে।

[সরকারি বরিশাল কলেজ ৷ প্রশ্ন নং ৩]

ক. ICT কী? ১

খ. ইন্টারনেট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রে কোন ধরনের গভর্নেন্স বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য রহমান সাহেবের মত সরকার বার বার প্রয়োজন"— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT এর পূর্ণরূপ হচ্ছে— Information and Communication Technology। অল্প সময়ে নির্ভুল তথ্যের আদান-প্রদান এবং দ্রুত যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারই হলো ICT বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

খ ইন্টারনেট হলো বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল নেটওয়ার্ক। এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ তথ্য ও যোগাযোগের অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস এর UCLA (University of California, Los Angeles) ল্যাবরেটরিতে ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হয়। ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, ট্যাব, স্মার্টফোন ইত্যাদির মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানুষ দ্রুত, অপেক্ষাকৃত কম খরচে এবং সহজে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। তথ্যের প্রাপ্তি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশ্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে ইন্টারনেট।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রে ই-গভর্নেন্স বিদ্যমান।

ই-গভর্নেন্স বলতে তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট ও কম্পিউটারভিত্তিক যোগাযোগকে বোঝায়। এটি হলো শাসনের এমন এক পদ্ধতি যেখানে সরকারি সেবা ও তথ্যসমূহ জনগণ সহজে ঘরে বসেই পেতে পারে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ ত্বরান্বিত হয়। ই-গভর্নেন্সের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো শাসনব্যবস্থাকে সহজ ও উন্নত করা। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসনিক জটিলতা ও দুর্নীতি হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, 'ক' রাষ্ট্রে জনাব রহমান সরকার গঠনের পর রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে অবাধ তথ্য যাতে জনগণ পেতে পারে সেজন্য তিনি রাষ্ট্রের সব সেক্টরে তথ্য ও প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করেন। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতির মাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। যেহেতু ই-গভর্নেন্সে সরকারি সেবা ও তথ্যসমূহ জনগণ সহজে ঘরে বসে পেতে পারে, আর জনাব রহমান 'ক' রাষ্ট্রে সে বিষয়টিই নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন সেহেতু বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রে ই-গভর্নেন্স বিদ্যমান।

ঘ রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য রহমান সাহেবের মতো সরকার বার বার প্রয়োজন— উক্তিটি সঠিক।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রহমান সাহেব 'ক' রাষ্ট্রে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর ই-গভর্নেন্স সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ই-গভর্নেন্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো তথ্যের অবাধ প্রবাহ। এর ফলে একদিকে সরকারি কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং অপরদিকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা সরকারের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পায়, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স সরকারের উন্নততর সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে খবরাখবর প্রচার ও সরবরাহ করে জনগণকে সহায়তা করে। এভাবে ই-গভর্নেন্স সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করে। দক্ষ সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনেকাংশে সফল হয়। আর ই-গভর্নেন্স সরকারকে দক্ষ ও কার্যকর করে তোলে।

সরকারি অফিস-আদালত, প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি হ্রাস করা ই-গভর্নেন্সের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জনগণ যদি ঘরে বসে সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পেতে পারে, আবেদন ফরম পূরণ করতে পারে এবং অফিস-আদালতে কম যেতে হয়, তাহলে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি অনেকটা কমে যাবে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনেকটা সহায়ক হবে। সুশাসনের জন্য সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা খুবই জরুরি। ই-গভর্নেন্স প্রযুক্তিগত সেবার মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তোলে। একটি আধুনিক ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা, সরকার ও জনগণের মধ্যকার সুসম্পর্ক সুশাসনকে ত্বরান্বিত করে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর সুশাসন রাষ্ট্রকে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে নিয়ে যায়। যেহেতু রহমান সাহেব রাষ্ট্রে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেহেতু বলা যায় রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য রহমান সাহেবের মতো সরকার বার বার প্রয়োজন।

teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৭ মি. জনি তার রাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে মিডিয়া কর্মীরা জানতে চাইলে তিনি রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সর্বস্তরের ই-গভর্নেন্স চালু করা জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা, সরকারি অফিস-আদালত, হাসপাতাল ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ই-গভর্নেন্স চালু করা, জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা, সরকারি অফিস আদালত, হাসপাতাল ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ই-সেবা চালু করা তার প্রধান লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত করতেই ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *[আশুগঞ্জ সার কারখানা কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. ই-গভর্নেন্স অর্থ কী? ১
খ. সাইবার অপরাধ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী মি. জনির পরিকল্পনাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৩
ঘ. মি. জনির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে যে প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং তথ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।

খ তথ্যপ্রযুক্তি, যন্ত্রকৌশল ও ইন্টারনেটের ব্যবহার দ্বারা সংঘটিত অপরাধই হলো সাইবার ক্রাইম।
অনিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবার কারণে সাইবার ক্রাইম দিন দিন বেড়ে চলেছে। ই-মেইলে হুমকি দেওয়া, পাসওয়ার্ড চুরি, হ্যাকিং, অশ্লীল ছবি প্রকাশ, ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, শিশু পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি হলো সাইবার ক্রাইমের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী মি. জনির পরিকল্পনাটি রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স প্রয়োগের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে।
ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌঁছানোকে ই-গভর্নেন্স বলে। সুশাসন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স যে সকল ভূমিকা রাখতে পারে সেগুলো হলো— তথ্য ও সেবার মান উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশাসন থেকে দুর্নীতি হ্রাস প্রভৃতি।
উদ্দীপকে আমরা দেখি, মি. জনি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে মিডিয়া কর্মীদের বলেন— রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সর্বস্তরেই তিনি ই-গভর্নেন্স চালু করবেন। তিনি মনে করেন রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত করতে ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মি. জনির বক্তব্যের সাথে ই-গভর্নেন্স এর যে উদ্দেশ্য তা হুবহু মিলে যায়। তার এই পরিকল্পনায় ই-গভর্নেন্স প্রয়োগের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঘ মি. জনির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি মনে করি।
উদ্দীপকে মি. জনি যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলেছেন তা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রে যে প্রভাব পড়বে তা হলো—
সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব: ই-গভর্নেন্স সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে সরকারের সাথে নাগরিকের (G2C), নাগরিকের সাথে সরকারের (C2G) এবং সরকারের সাথে ব্যবসার (G2B) তথ্যের প্রবাহ ও সম্পর্ক স্থাপন সহজ হয়। আবার জনগণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ, পরিবহন, ডাক, চিকিৎসা, শিক্ষা, জন্মনিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদি সরকারি সেবা সহজেই পেয়ে থাকে। তাছাড়া ই-টেন্ডার, ই-লাইসেন্স প্রক্রিয়ার কারণে ব্যবসা বাণিজ্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। ফলে জনগণের সার্বিক জীবনমান উন্নত হয়। বিনিময়ে জনগণ রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন যেমন— সততার সাথে ভোটদান, কর প্রদান, আইন মান্য করা, রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। এসব কারণে সরকার ও নাগরিকের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। যা সুশাসনের জন্য সহায়ক।
রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রভাব: ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়িত হলে সরকারের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি কমবে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পাবে, সময় বাঁচবে, জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ বাড়বে, মানবসম্পদের উন্নয়ন হবে এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।
সুতরাং আমরা বলতে পারি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৌলিক সেবাগুলোকে জনগণের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার মাধ্যম হলো ই-গভর্নেন্সের যথাযথ প্রয়োগ। আর কোনো রাষ্ট্র ও সমাজে যদি ই-গভর্নেন্স কার্যকর থাকে তাহলে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ মিমের বাবা মিমকে বললেন, 'আগে আমরা পাবলিক পরীক্ষায় ফলাফল জানার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিড় করতাম। কিন্তু এখন তোমরা প্রযুক্তির কল্যাণে ঘরে বসেই পরীক্ষার ফলাফল জানতে পার। এছাড়া, শপিং, ট্রেনের টিকেট কাটা, পরীক্ষার ফরম পূরণ ইত্যাদিসহ অনেক কাজ ঘরে বসে সহজেই করতে পার।' *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. ই-গভর্নেন্স কী? ১
খ. ই-গভর্নেন্স কীভাবে দুর্নীতি রোধ করে? ২
গ. মিমের বাবার বক্তব্যের মূল বিষয় কী? উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত সুবিধাগুলোর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌঁছানোকে ই-গভর্নেন্স বলে।

খ ই-গভর্নেন্স দুর্নীতিরোধে সহায়ক।
ই-গভর্নেন্সে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই। কেননা, ই-গভর্নেন্সের ফলে প্রশাসনিক তথ্যগুলো অনলাইনে সংরক্ষিত থাকে। ফলে জনগণ খুব সহজেই প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কী কাজ হচ্ছে তা জানতে পারে। এ কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছুই করতে পারেন না। ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। এতে করে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হয়।

গ মিমের বাবার বক্তব্যের মূল বিষয় হলো ই-গভর্নেন্স।
সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত এবং সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য ও প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারকে ই-গভর্নেন্স বলা হয়। ই-গভর্নেন্স হলো সামর্থ্যযোগ্য ব্যয়ে এবং সম্ভাব্য দ্রুত সময়ে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মকাণ্ডে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের প্রয়োগ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন প্রভৃতি।
উদ্দীপকে দেখা যায়, মিমের বাবা তাকে বলেন আগে তারা পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিড় করতেন। কিন্তু এখন সবাই প্রযুক্তির কল্যাণে ঘরে বসেই পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারে। এছাড়া শপিং, ট্রেনের টিকেট কাটা, পরীক্ষার ফরম পূরণসহ অনেক কাজ ঘরে বসেই করতে পারে। এসব বিষয় ই-গভর্নেন্সকে ইঙ্গিত করে, কেননা ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে যে সকল সুবিধা দেওয়া হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বিভিন্ন পরীক্ষার রেজাল্ট জানা, মোবাইলে ট্রেনের টিকেট কাটা, মোবাইলে কৃষিসেবা, অনলাইনে পাঠ্যবই পড়া, মোবাইল ব্যাংকিং, জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধন, টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি প্রভৃতি। তাই বলা যায়, মিমের বাবার বক্তব্যের মূল বিষয় হলো ই-গভর্নেন্স।

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত সুবিধাগুলো তথা ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।
নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা, আইনের শাসন, সকলের জন্য সমানাধিকার, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, প্রশাসনব্যবস্থা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রভৃতির সমন্বয়ে সুশাসন গড়ে ওঠে। অপরদিকে ই-গভর্নেন্স হলো তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত সরকারি সেবাদান এবং জনগণের সাথে যোগাযোগের পন্থা। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে।
ই-গভর্নেন্স ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা এবং জনগণের দাবি ও মতামত গ্রহণ করার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের সব কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এ মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো যায়, যা ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে বলে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সরকার ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সেবার মান নিশ্চিত করতে পারে। ই-গভর্নেন্স সরকারি অর্থের অপচয় ও অপব্যয় হ্রাস করে। তাছাড়া সরকার সমস্ত তথ্য দ্রুত পায় বলে সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সরকার ই-গভর্নেন্সের জিটুসি প্রক্রিয়ায় খুব সহজেই জনগণের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। আর এ সকল বিষয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠা মূলত সরকারি কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভর করে। তাই বলা যায়, ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ উন্নত বিশ্বের একটি রাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন চলছে। সেখানে যেমন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে ভোট নেয়া হচ্ছে তেমনি অনলাইনের মাধ্যমেও ভোটার ভোট দিতে পারছেন। সেখানে সরকার থেকে নাগরিক, ব্যবসায়ী, কর্মজীবী তথ্য লাভ করতে পারেন। সরকারের প্রতিটি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে জনগণের ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। শাসন প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ রাষ্ট্রটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে।

[সরকারি শাহ্ সুলতান কলেজ, বগুড়া ▌ প্রশ্ন নং ৪]

ক. সুশাসনের প্রাণ কোনটি? ১
খ. 'E-Democracy' কী? ২
গ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে ধরনের শাসন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করার অন্তরায়সমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুশাসনের প্রাণ হলো গণতন্ত্র।

খ 'E-Democracy' হলো ই-গভর্নেন্সের একটি অন্যতম প্রয়োগক্ষেত্র।
'E-Democracy' বলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৃহদায়তনে নাগরিকের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকে বোঝায়। এতে সরকার ও জনগণের মধ্যে দ্বি-মুখী যোগাযোগ স্থাপিত হয়। জনগণ সরকারকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে থাকে। সরকার অনলাইনে জনগণের মতামত যাচাই করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করে। এসব কার্যক্রমই 'E-Democracy'র অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি হলো 'শাসন প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ রাষ্ট্রটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে'— যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্সের ভূমিকাকে নির্দেশ করে।
আইনের শাসন, সকল নাগরিকের সমান অধিকার, স্বাধীন বিচার বিভাগ, দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা, জনগণের অংশগ্রহণ, তথ্যের অবাধপ্রবাহ, জবাবদিহিতা প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সুশাসন। সুশাসন বাস্তবায়নের অন্যতম হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স। ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা এবং নাগরিকদের দাবি ও মতামত গ্রহণ ই-গভর্নেন্সেরই একটি অংশ।
উদ্দীপকে দেখা যায়, উন্নত বিশ্বের একটি রাষ্ট্রে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ভোট গ্রহণ করা হয় এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে আরো বিভিন্ন জনসেবা প্রদান করা হয়, যা রাষ্ট্রটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রকৃতপক্ষে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য ই-গভর্নেন্সের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স যে সকল ভূমিকা পালন করতে পারে সেগুলো হলো— জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন, সরকারি দপ্তরগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি, আইনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে নাগরিক অগ্রাধিকার বৃদ্ধি করা, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, নাগরিকদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি। এসব কার্যক্রম সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি যথার্থ।

ঘ উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্সের কথা বলা হয়েছে, যা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অন্তরায় রয়েছে।
যে পদ্ধতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণ খুব সহজে সরকারের বিভিন্ন সেবা পেয়ে থাকে তাকেই ই-গভর্নেন্স বলে। এটি বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি। এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা বাধাবিপত্তি। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানুষ যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পিছিয়ে রয়েছে সেখানে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে আরও বেশি অন্তরায়ের সম্মুখীন হতে হয়।
বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে সঠিক কাঠামোর অভাব। এখন পর্যন্ত সরকারি অফিসগুলোতে ই-মেইলকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং একে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সুবিধা ই-গভর্নেন্সের আরেকটি বাধা। বাংলাদেশের সব মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পায় না, যারা পায় তারাও লোডশেডিং ভোগ করে। এছাড়া ইন্টারনেটের উচ্চমূল্যও বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার অন্যতম অন্তরায়। ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ অনেক বেশি এবং নেট সুবিধা নিম্নমানের। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষ অনেক মানবসম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করে। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও এক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। সর্বোপরি ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাব বাংলাদেশে এটির অন্যতম বাধা।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় অনেক অন্তরায় রয়েছে। এসব দূর করলেই ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ কলিম উল্লাহ বিদেশ যাওয়ার লক্ষ্যে পাসপোর্ট করার জন্য রহিম উদ্দিনের শরণাপন্ন হন। রহিম উদ্দিনের কাছে অনেক ঘুরাঘুরি করে সে পাসপোর্ট পায়নি। টাকাও ফেরত পায়নি। তার প্রতিবেশী স্কুল শিক্ষকের পরামর্শে তিনি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে গিয়ে অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন করেন এবং কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়াই স্বল্পসময়ে পাসপোর্ট পেয়ে যান।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া ▌ প্রশ্ন নং ৬]

ক. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কী? ১
খ. পৌরনীতি ও অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কলিম উল্লাহ কোন ধরনের প্রশাসনের সুবিধা পেয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

Teachingbd24.com

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেসব চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য, আদর্শ, উদ্দেশ্য মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলে।

খ অধিকার ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সুন্দর নাগরিক জীবন গড়ে তোলাই পৌরনীতি ও সুশাসনের লক্ষ্য। অপরদিকে অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন অভাব ও চাহিদার মাঝে কীভাবে সুন্দর ও সুখী জীবনযাপন করা যায় তার শিক্ষা দিয়ে থাকে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা বিধানের মাধ্যমে অফুরন্ত অভাবকে নিয়ন্ত্রণ করার মানসিকতা গড়ে তোলার ব্যাপারে অর্থনীতির ভূমিকাই মুখ্য। এভাবে এ দুটি বিষয় নাগরিক জীবনকে সুন্দর ও সুখী করার ক্ষেত্রে পরিপূরকের ভূমিকা পালন করে।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতি অর্থাৎ ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা, আইনের শাসন, সকলের জন্য সমানাধিকার, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রভৃতির সমন্বয়ে সুশাসন গড়ে ওঠে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের কলিম উল্লাহর পাসপোর্ট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্সের ইঙ্গিত রয়েছে। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জরুরি। সুশাসনের লক্ষ্য বা বৈশিষ্ট্য এবং ই-গভর্নেন্সের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ই-গভর্নেন্স ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা এবং জনগণের দাবি ও মতামত গ্রহণ করার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের সব কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের দক্ষতা বাড়ানো যায়, যা ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখে। ই-গভর্নেন্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে জনগণকে উন্নততর এবং অধিকতর ভালো তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এটি নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে। নাগরিকগণ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদির বিল মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রদানের সুবিধা পাচ্ছে। সহজে বৈদেশিক মুদ্রার আদান-প্রদানের জন্য মোবাইল রেমিটেন্স (Remitance) চালু হয়েছে। বর্তমান সরকার ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত দক্ষ সেবার মান নিশ্চিত করছে। ই-গভর্নেন্স সরকার ও প্রশাসনের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা বৃদ্ধি করছে। এ ব্যবস্থার ফলে সরকারের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসনের কাজের ওপর সহজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। ফলে স্বচ্ছ উন্মুক্ত প্রশাসনে আমলাদের পক্ষে গোপনে স্বার্থসিদ্ধি করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ই-গভর্নেন্স সরকারি অর্থের অপচয় ও অপব্যয় হ্রাস করে। আর এ সকল বিষয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

প্রশ্ন ▶ ৪১ বাংলাদেশ সরকারের কিছু মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান অনলাইনের মাধ্যমে টেন্ডার, ছাত্র ভর্তি, রেজাল্ট প্রকাশসহ বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছে। এ প্রক্রিয়ায় খুব সহজে সরকার সেবা জনগণের দোর গোড়ায় নিয়ে যেতে পেরেছে। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. 'ICT' এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য কি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের জনগণ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কোন পদ্ধতির সুফল পাচ্ছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতিটি আরো কার্যকর করে আর কী কী সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌছে দিতে পারে, বলে তুমি মনে করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ICT' এর পূর্ণরূপ হলো Information and Communication Technology।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের জনগণ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ই-গভর্নেন্স পদ্ধতির সুফল পাচ্ছে।

ই-গভর্নেন্স হচ্ছে মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সাহায্যে সরকারি সেবাদান, যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যের আদান-প্রদান, বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতির সমন্বয়সাধন করে একটি পন্থার সাহায্যে নাগরিকদেরকে সরকারের সেবাদান ও নাগরিকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং একটি রাষ্ট্রের সরকারের সাথে অপর রাষ্ট্রের সরকারের যোগাযোগের পন্থা। ই-গভর্নেন্সের ফলে পরীক্ষার ফল জানা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তির ফরম পূরণ করা, কর ও পরিসেবার বিল দেওয়া, টেন্ডার জমা দেওয়া প্রভৃতি কাজ মানুষ সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে করতে পারে। এ পদ্ধতিতে সেবা পাওয়ার জন্য জনগণকে হয়রানির শিকার হতে হয় না। তারা ঘরে বসেই সবকাজ করতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকারের কিছু মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান অনলাইনের মাধ্যমে টেন্ডার, ছাত্র ভর্তি, রেজাল্ট প্রকাশসহ বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছে। এ প্রক্রিয়ায় সরকার খুব সহজে সেবা জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে পেরেছে। এসব বৈশিষ্ট্য ই-গভর্নেন্সকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের জনগণ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ই-গভর্নেন্স পদ্ধতির সুফল পাচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতি অর্থাৎ ই-গভর্নেন্স পদ্ধতিটি আরও কার্যকর হলে সরকার আরো অনেক রকম সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে পারবে।

বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালনায় যতগুলো পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হলো ই-গভর্নেন্স। এর মাধ্যমে তথ্যের অবাধ সরবরাহ নিশ্চিত হয়। তাই উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলোসহ আরো অনেক বিষয়ে জনগণ ঘরে বসেই সেবা পেতে পারে।

ই-গভর্নেন্স তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের গতি বাড়ায়। এর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি খাতে সরকার সে সেবা দেয় তা জনগণের কাছে পৌছানো সহজতর হয়। ট্রেন ও বাসের টিকেট কাটা, পাসপোর্টের আবেদন জমা দেওয়া, সরকারি চাকরির আবেদন করা ইত্যাদি কাজ মানুষ সহজেই অনলাইনে করতে পারে ই-গভর্নেন্স পদ্ধতি চালু হওয়ার কারণে। ই-গভর্নেন্স পদ্ধতির ই-হেলথ, ই-লার্নিং, ই-কমার্স, অনলাইন ব্যাংকিং প্রভৃতি সেবা জনগণ ঘরে বসেই পেতে পারে। ইন্টারনেট সুবিধা থাকার কারণে ইলেকট্রনিক শেয়ার ও ম্যানেজমেন্ট, বিভিন্ন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ঘোষণা, আলোচনা, নিউজ সার্ভিস, ওয়েব মেইল চেকিং সম্ভব হয়। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ঘটে বলে জনগণকে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। এছাড়া অনলাইনে তথ্য সরবারাহ করা হলে জনগণকে আর অফিস বা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দৌড়াতে হয় না বলে ঘরে বসেই তারা প্রয়োজনীয় সেবা পায়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স পদ্ধতি যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে উদ্দীপকে বর্ণিত সুবিধাসমূহ ছাড়াও জনগণ আরো অনেক সেবা ঘরে বসেই পেতে পারে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪২ পৃথিবীতে অনেক উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। যেখানে বহুবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের সরকার জনকল্যাণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে চলেছে। সরকারি ও বেসরকারি সকল স্তরে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগের ওপর জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সরকার তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাপটপ বিতরণ করছে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট। প্রশ্ন নং ৪]

ক. G2C দ্বারা ই-গভর্নেন্সের কোন মডেলকে বোঝায়? ১

খ. ই-সেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বাংলাদেশ সরকার কী প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে কী কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে তুমি মনে করো? তোমার মতামত দাও। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক G2C (Government to citizens) দ্বারা সরকার থেকে নাগরিক এর সম্পর্ক মডেলকে বোঝানো হয়েছে।

খ তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নাগরিককে যে সেবা প্রদান করা হয় তাই ই-সেবা।

ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় নাগরিকগণ সরকারের নিকট থেকে বিভিন্ন সেবা পেয়ে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সেবা হলো- অনলাইনে জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন, নাগরিকত্ব সনদ প্রদান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা, বিভিন্ন লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, আয়কর সংক্রান্ত সেবা, বিল প্রদান, চাকরিসংক্রান্ত তথ্য প্রদান, অনলাইনে বিভিন্ন পরীক্ষার ফরম পূরণ ও আবেদন, ভ্রমণ টিকিট প্রদান ইত্যাদি।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ বিগত বছরগুলোতে সারা বিশ্বে ই-গভর্নেন্সের ধারণাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। উন্নত বিশ্বে এর সুবিধা জনগণ ভোগ করলেও আমাদের দেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এর পর্যাপ্ত সুবিধা পায়নি। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। আবার স্বল্প উন্নত দেশে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]

ক. ই-গভর্নেন্স কী? ১

খ. দৈনন্দিন প্রয়োজনে ই-গভর্নেন্স ব্যবহৃত এমন পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখ। ২

গ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্সের ভূমিকা লিখ। ৩

ঘ. আমাদের দেশে ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা কী কী হতে পারে? ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।

খ দৈনন্দিন প্রয়োজনে ই-গভর্নেন্স ব্যবহৃত হয় এমন পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের নাম হলো—

১. বাংলাদেশ সচিবালয়

২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৪. ইউনিয়ন পরিষদ ও

৫. সরকারি বেসরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

গ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্সের ভূমিকা অপরিসীম।

সুশাসন বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বুঝায়, যেখানে সরকার হবে দক্ষ, কার্যকর ও জনগণের অংশগ্রহণমূলক এবং দেশের সম্পদ ব্যবহার ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি সম্পাদনের বিষয়গুলোতে থাকবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা। আধুনিককালে ই-গভর্নেন্স ছাড়া সুশাসনের কথা কল্পনা করা যায় না।

ই-গভর্নেন্স তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারের উন্নততর সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়। এর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কিত সেবা ও তথ্য দ্রুত সময়ের মধ্যে নাগরিকদের প্রদান করে জনগণের দুর্ভোগ হ্রাস করতে সক্ষম হচ্ছে। ই-গভর্নেন্স রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় জনগণ এখন তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসেই সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারে, ফলে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের দক্ষতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্যের অবাধ ও দ্রুত লেনদেনের মাধ্যমে প্রশাসন আরো কার্যকর হচ্ছে। ই-গভর্নেন্স তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের নিকট তথ্য প্রাপ্তি অনেক সহজলভ্য করে তুলেছে। সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ই-গভর্নেন্স চালু করা সম্ভব হলে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অনেকটা সহায়ক হবে। রাজনৈতিক কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক নানা বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারে। ই-গভর্নেন্সের ফলে সরকারের আচরণে গণতান্ত্রিক মানসিকতা প্রকাশ পায় এবং সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং, সার্বিক আলোচনা থেকে প্রমাণ হয়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

ঘ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি। এজন্য এটি বাস্তবায়নের রয়েছে নানা বাধা বিপত্তি। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে মানুষ যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পিছিয়ে রয়েছে সেখানে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে আরও অধিক বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো—

আইনগত কাঠামোর অভাবে ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে তেমন কোনো আইন নেই এবং ইলেকট্রনিক ক্ষেত্রে বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য কোনো আইন নেই। উন্নয়নশীল ও স্বল্প উন্নত দেশসমূহে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করছে। এসব দেশগুলোতে সরকারের উপযুক্ত নজরদারি ও সহায়তার অভাবে খুব কম সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কাজ করছে। ফলে এ খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠতে পারছে না। চারদিকে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় কোম্পানিগুলো পেশাদারিত্ব এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সুবিধার কারণে সামান্য সংখ্যক লোক বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করলেও তাদের প্রতিনিয়ত লোডশেডিং ভোগ করতে হচ্ছে। বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ বেশি হওয়ায় জনগণ ই-গভর্নেন্সের সুবিধা পাচ্ছে না। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে অন্যতম বাধা হলো সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা তথ্য প্রযুক্তির প্রধান ভাষা হলো ইংরেজি। ইংরেজির প্রভাব বিদ্যমান থাকার কারণে ই-গভর্নেন্স বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ার প্রচারণার অভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষ জানেই না তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে কী ধরনের সেবা পাওয়া যাবে। সাইবার অপরাধ এবং অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় সরকার ও জনগণের আগ্রহ কমিয়ে দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় পিছিয়ে আছে। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেসব দূর করতে হবে। উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সরকারের সদিচ্ছা থাকা আবশ্যক এবং নাগরিক সচেতনতা দরকার।

https://teachingbd24.com

চতুর্থ অধ্যায়: ই-গভর্নেন্স ও সুশাসন

★★ ই-গভর্নেন্সের ধারণা

১. সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম কোনটি? /চা. বো. '১৬; কু. বো. '১৫/
ক সংবাদপত্র খ রেডিও
গ টেলিভিশন ঘ ফেসবুক — ঘ

২. E-Governance এর পূর্ণরূপ কী? /কু. বো. '১৬; দি. বো. '১৬; চ. বো. '১৬; য. বো. '১৫; সি. বো. '১৫/
ক Effective government
খ Electable governance
গ Elected government
ঘ Electronic governance — ঘ

৩. ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে কী বলে? /কু. বো. '১৫/
ক ই-হেলথ খ ই-ফিডব্যাক
গ ই-সিটিজেনশিপ ঘ ই-গভর্নেন্স — ঘ

৪. কে ই-গভর্নেন্সকে Smart সরকার ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেন? /সি. বো. '১৫;
ক অধ্যাপক ম্যাকাইভার
খ এফ. আই গ্লাউড
গ চন্দ্রবাবু নাইডু ঘ ই.এম হোয়াইট — গ

৫. সরকারের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক নির্দেশ করে কোনটি? /কু. বো. '১৫/
ক জি টু বি খ জি টু সি
গ জি টু জি ঘ সি টু জি — ক

৬. ডিজিটাল বাংলাদেশ কত সালে ঘোষণা করা হয়? /সি. বো. ২০১৫/
ক ২০০৬ খ ২০০৭
গ ২০০৮ ঘ ২০০৯ — ঘ

৭. তথ্য ও প্রযুক্তি যোগাযোগের উন্নতির সর্বশীর্ষে কোন দেশ? /রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী/
ক সিঙ্গাপুর খ সুইডেন
গ ফিনল্যান্ড ঘ নেদারল্যান্ড — খ

৮. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ই-গভর্নেন্স আইন প্রবর্তন করে কত সালে? [জ্ঞান]
ক ২০০০ খ ২০০১
গ ২০০২ ঘ ২০০৩ — গ

৯. শাসন শব্দটির ইংরেজি কী? [জ্ঞান]
ক Administration খ Governor
গ Governance ঘ Government — গ

১০. E-Governance শব্দটি কত সাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে? [জ্ঞান]
ক ১৯৮০ খ ১৯৮৫
গ ১৯৯০ ঘ ১৯৯৫ — খ

১১. ভারতের কোন মুখ্যমন্ত্রী ই-গভর্নেন্সকে SMART সরকারব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেন? [জ্ঞান]
ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
খ জয় ললিতা
গ চন্দ্রবাবু নাইডু ঘ মানিক সরকার — গ

১২. ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যম কোনটি? [জ্ঞান]
ক জনগণ খ সরকার
গ তথ্যপ্রযুক্তি ঘ ই-পুলিশিং — গ

১৩. ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করতে প্রাথমিক অবস্থায় প্রয়োজন— [অনুধাবন]
i. প্রতিটি দপ্তরে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি স্থাপন
ii. ই-কমার্স চালু করা
iii. ওয়েবপেজ ওয়েবপোর্টাল চালু করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — গ

★★ ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য

১৪. তাসিনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ফরম পূরণের জন্য কোথাও যেতে হয়নি। বরিশালের প্রত্যন্ত এলাকা থেকেই সে ফরম পূরণ ও ফি প্রদান করেছে। তাসিন এ ক্ষেত্রে কোন প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করেছে? /রা. বো. '১৫/
ক মোবাইল খ ইন্টারনেট
গ ই-মেইল ঘ জি-মেইল — খ

১৫. ই-গভর্নেন্স কোন ধরনের যোগাযোগ নিশ্চিত করে? /ব. বো. '১৫/
ক একমুখী খ দ্বিমুখী
গ ত্রিমুখী ঘ বহুমুখী — গ

১৬. বিশ্ব একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে— এর পেছনে কোন কারণটি যৌক্তিক? /ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর/
ক যোগাযোগ ও প্রযুক্তির উন্নয়ন
খ অর্থনৈতিক উন্নতি
গ রাস্তাঘাট উন্নয়ন ঘ নগরায়ণ — ক

১৭. ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য কোনটি? /বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ, বগুড়া; ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী/
ক আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন করা
খ দুর্নীতি রোধ
গ অর্থনৈতিক উন্নয়ন
ঘ সরকারি কার্যক্রমে শীথিলতা আনা — ক

১৮. ই-গভর্নেন্স কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার যে পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণ করেছে তার নাম কী? [জ্ঞান]
ক SICT খ BCIC
গ ICT ঘ CIT — ক

১৯. ই-গভর্নেন্সের মূল উদ্দেশ্য হলো— [অনুধাবন]
ক তথ্য দ্বারা নাগরিকদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা
খ লেনদেনের ব্যবস্থা করা
গ কম সময়ে কাজ শেষ করা
ঘ কম খরচে কাজ করা — ক

২০. কোন আইনের মাধ্যমে মেধাপাচার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে? [জ্ঞান]
ক ISP
খ সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ আইন
গ মানবপাচার প্রতিরোধ আইন
ঘ IPR — খ

২১. মানবসম্পদ উন্নয়নের সক্ষমতা কীসের মাধ্যমে বাড়ানো যায়? [অনুধাবন]
ক কলকারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে
খ সুস্থ রাজনীতির মাধ্যমে
গ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে
ঘ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে — গ

২২. কোন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে দেশের নাগরিক দ্রুত চিকিৎসা সেবা পেতে পারেন? [অনুধাবন]
ক ই-পুলিশিং খ ই-গণতন্ত্র
গ ই-হেলথ ঘ ই-লার্নিং — গ

২৩. সরকারি নীতি বাস্তবায়ন করতে হলে কয়টি ক্ষেত্র প্রয়োজন হতে পারে? [জ্ঞান]
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি — খ

২৪. ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. জনস্বার্থে সরকারের তথ্য সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া
ii. জনগণ ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতার কাঠামো তৈরি করা
iii. শাসন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছতা প্রদান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

Teachingbd.com

২৫. মিন্টির আলীর স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত—
i. ইন্টারনেট
ii. স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র
iii. ই-গভর্নেন্স
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব 'ক' সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্য জনগণের জন্য অবাধ ও উন্মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের নির্দেশ দেন। *[সরকারি শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া; শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

২৬. জনাব 'ক' তার দেশে কোন ব্যবস্থা চালু করতে চান?
ক ই-মেইল খ ই-গভর্নেন্স
গ ই-কমার্স ঘ ই-শিক্ষা **খ**

২৭. উক্ত ব্যবস্থা চালু হলে জনাব 'ক' এর দেশে—
i. মানবাধিকার সংরক্ষিত হবে
ii. আইনের শাসন অধিক নিশ্চিত হবে
iii. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ ই-গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্য

২৮. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে— *[সি. বো. '১০]*
ক ই-গভর্নেন্স
খ তথ্য
গ ক্ষমতার অপব্যবহার
ঘ সিদ্ধান্ত গ্রহণ **ক**

২৯. আধুনিক বিশ্বকে কী বলা হয়? *[সি. বো. ২০১০]*
ক কম্পিউটার বিশ্ব
খ মোবাইল বিশ্ব
গ ইন্টারনেট বিশ্ব
ঘ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশ্ব **ঘ**

৩০. ই-গভর্নেন্সের সুবিধা কোনটি? [জ্ঞান]
ক প্রযুক্তি খ আবিষ্কার
গ উন্নয়ন ও অগ্রগতি
ঘ সাহিত্য বিকাশ **গ**

৩১. ই-গভর্নেন্সের অন্যতম বাহন কোনটি? [জ্ঞান]
ক পোস্ট অফিস খ ফেসবুক
গ ই-মেইল ঘ ইন্টারনেট **ঘ**

৩২. নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকে— [অনুধাবন]
ক ওয়েবসাইটে খ জাতীয় পরিচয়পত্রে
গ জাতীয় তথ্য ভাণ্ডারে
ঘ নির্বাচন কমিশনে **ক**

৩৩. কোনটি ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত? [জ্ঞান]
ক ই-প্রশাসন খ ই-পুলিশ
গ ই-ব্যবসা ঘ ই-গণতন্ত্র **ক**

৩৪. ই-গভর্নেন্স দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণ— [অনুধাবন]
i. ICT-এর ব্যবহার
ii. জনগণের প্রয়োজনের তাগিদে
iii. সরকারের হস্তক্ষেপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৩৫. ই-গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. ই-সার্ভিসেস
ii. ফিডব্যাকমুখি
iii. কানেকটিং পিপল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জাহেদ দশ বছর আগে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে বিদেশ চলে যায়। গত বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় সে দেশে আসে। তার ছোট ভাই গত বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। তার ফলাফল জানা নিয়ে জাহেদ রাত থেকেই উদ্বিগ্ন ছিল। সকালে সে দেখল তার ভাই বাড়িতে বসেই মুঠোফোনের মাধ্যমে ফলাফল জানতে পারে। তখন জাহেদ তার সময়ের ফলাফল জানার বিড়ম্বনার কথা তার ছোট ভাইকে জানায়। *[চ. বো. '১০]*

৩৬. জাহেদের ছোট ভাইয়ের বাড়িতে বসে ফলাফল প্রাপ্তি নিচের কোনটি নির্দেশ করে?
ক ই-প্রশাসন খ ই-সেবা
গ ই-গণতন্ত্র ঘ ই-মেইল **খ**

৩৭. এ ধরনের সেবা প্রদান বৃদ্ধি পেলে—
ক দুর্নীতি হ্রাস পায় খ জবাবদিহিতা হ্রাস পায়
গ আয় কমে যায় ঘ সচেতনতা হ্রাস পায় **ক**

★★ সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স

৩৮. সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে— *[সি. বো. '১০]*
ক সুশাসন নিশ্চিত হচ্ছে
খ দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে
গ ধর্মের অবমাননা বৃদ্ধি পাচ্ছে
ঘ রক্ষণশীলতা দূর হচ্ছে **ক**

৩৯. সুশাসনের অন্যতম প্রত্যয় কোনটি? [জ্ঞান]
ক গণতন্ত্র খ দুর্নীতি
গ দুর্নীতি দমন ঘ গণমাধ্যম **গ**

৪০. ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে কোনটি বেশি প্রতিষ্ঠা পায়? [অনুধাবন]
ক সরকারের স্বচ্ছতা
খ সরকারের জবাবদিহিতা
গ সুশাসন ঘ রাজনৈতিক সাম্য **গ**

৪১. জনগণ যাতে এক জায়গায় সবরকমের তথ্য পেতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ সরকার কী গঠন করেছে? [জ্ঞান]
ক সাইবার ক্যাফে খ জেলা-ই-সেবা
গ জাতীয় ই-তথ্য সেল
ঘ অনলাইন তথ্য সংস্থা **গ**

৪২. G2C প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়— [জ্ঞান]
ক সরকার ও নাগরিকের মধ্যে
খ নাগরিক ও নাগরিকের মধ্যে
গ সরকার ও সরকারের মধ্যে
ঘ সরকার ও ব্যবসায়ের মধ্যে **ক**

৪৩. কোন সংস্থার অর্থায়নে Access to Information (A-21) প্রোগ্রাম চালু হয়? [জ্ঞান]
ক ই-গভর্নেন্স খ তথ্য সেবাকেন্দ্র
গ সাইবার ক্যাফে
ঘ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম **ক**

৪৪. জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত আইন প্রয়োগের চেয়ে কোনটি বেশি কার্যকরী? [অনুধাবন]
ক ই-গভর্নেন্স খ একনায়কতন্ত্র
গ একদলীয় শাসনব্যবস্থা
ঘ সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ **ক**

৪৫. কোন পদ্ধতিতে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিগত 'গোঁজামিল' দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই? [জ্ঞান]
ক ই-সেবা খ ই-গভর্নেন্স
গ ই-লার্নিং ঘ ই-পুলিশিং **খ**

Teachingbd.com

৪৬. কোনটির মাধ্যমে দুর্নীতিকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব? [জ্ঞান]
ক ই-শাসন খ ই-সেবা
গ ই-লার্নিং ঘ ই-গভর্নেন্স ঘ

৪৭. ই-গভর্নেন্সের ফলে— [অনুধাবন]
i. সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়
ii. সরকারের স্বচ্ছতা বেড়ে যায়
iii. সরকার হয় নৈর্ব্যক্তিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৪৮. ই-গভর্নেন্স চালু হলে— [অনুধাবন]
i. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়
ii. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়
iii. প্রশাসনিক কাজে খরচ হ্রাস পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

৪৯. ই-সার্ভিসেস পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে যে সেবাগুলো জনগণের কাছে দ্রুততার সাথে পৌঁছানো যায়— [অনুধাবন]
i. শিক্ষা
ii. কৃষি iii. স্বাস্থ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৫০. বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স –এর সুবিধা– /সি. বো.২০১৫/
i. দ্রুত সেবা ও তথ্য প্রদান
ii. দুর্নীতি প্রতিরোধ করা
iii. সময় বাঁচায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫১ ও ৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দেশের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ নিশ্চিত করে প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার 'তথ্য অধিকার আইন' নামে একটি আইন পাস করেছে। এই আইনের বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব সর্বাধিক। /ব. বো. ১৫/

৫১. উদ্দীপকের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পৌরবিজ্ঞানে কী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে?
ক পৌরনীতির নাম পরিবর্তিত হয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন হয়েছে
খ 'ই-গভর্নেন্স' নামে একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হয়েছে
গ পৌরবিজ্ঞানে পৌরনীতি ও সুশাসনের বিষয়টি সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে
ঘ সুশাসনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। খ

৫২. উদ্দীপকের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে Good Governance নিশ্চিত হলে কী ঘটবে?
ক সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে
খ সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে
গ প্রশাসনিক কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে
ঘ রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রশাসনকে যথার্থভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে গ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৩ ও ৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আজিম সাহেব তথ্য প্রযুক্তির ওপর উচ্চতর পড়ালেখা করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ হিসেবে চাকরি নেন। তিনি লক্ষ করেন দপ্তরসমূহ এখনো ই-মেইল বা ওয়েবপেজ এর ওপর গুরুত্ব না দিয়ে পূর্বের মতো পত্রযোগে কাজ করছে। তিনি লক্ষ করেন এ প্রতিষ্ঠানে সঠিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। তাই তিনি কাজ করার মতো দক্ষ জনবল না পেয়ে হতাশা হয়ে চাকরি নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমান।

৫৩. আজিম সাহেব একজন— [প্রয়োগ]
ক যন্ত্র প্রকৌশলী
খ প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ
গ তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ
ঘ ডাকবিভাগের কর্মকর্তা গ

৫৪. আজিম সাহেব বিদেশে পাড়ি না দিলে কোনটি ঘটতো— [উচ্চতর দক্ষতা]
ক প্রশাসনে দক্ষ জনবল নিয়োগ
খ ই-মেইল, ওয়েব সাইটের ব্যবহার বৃদ্ধি
গ তথ্য প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান
ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বৃদ্ধি গ

★ ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা

৫৫. উন্নয়নশীল অনেক দেশের সরকার ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না কেন? [অনুধাবন]
ক আইসিটি বিশেষজ্ঞের অভাব
খ অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে
গ পরিবেশগত সুবিধার অভাব
ঘ অবাধ দুর্নীতি ক

৫৬. বাংলাদেশ ই-গভর্নেন্সে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা কোনটি? [অনুধাবন]
ক সরকারের অনাগ্রহ
খ প্রতিনিয়ত লোডশেডিং
গ জনগণের অনাগ্রহ
ঘ আমলাদের অনীহা গ

৫৭. ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের পথে অন্যতম বাধা কী? [অনুধাবন]
ক সমন্বয়হীনতা খ পর্যাপ্ত দক্ষ মানবসম্পদ
গ দারিদ্র্য ঘ কৃষির প্রাচুর্যতা ক

৫৮. তথ্য প্রযুক্তির প্রধান ভাষা কোনটি? [জ্ঞান]
ক বাংলা খ আরবি
গ ইংরেজি ঘ মান্দারিন গ

৫৯. সফটওয়্যার কোম্পানিগুলি পিছিয়ে রয়েছে— /আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা/
i. অর্থের দিক থেকে
ii. পেশাদারিত্বে iii. অভিজ্ঞতার দিক থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii গ

★ ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায়

৬০. কোন আইনের মাধ্যমে মেধা পাচার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব? [জ্ঞান]
ক IPR খ IRR
গ IIR ঘ INR ক

৬১. কয়েক বছর আগেও বাংলাদেশের মানুষ ব্যাংকে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা তুলত ও জমা দিত। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। টাকা তুলতে ও জমাদিতে এখন আর ব্যাংকিং যেতে হয় না। ব্যাংকের নির্দিষ্ট বুথ থেকে খুব সহজেই টাকা তোলা যায়। জনগণ কীভাবে এই সেবাটি পাচ্ছে? [প্রয়োগ]
ক ইলেকট্রনিক ক্যাশ পদ্ধতি সহজলভ্যকরণে
খ সুশাসনের মাধ্যমে
গ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন
ঘ প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ ক

৬২. বাংলাদেশে VOIP যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে— [অনুধাবন]
i. কম্পিউটারের ব্যবহার
ii. ইন্টারনেটের ব্যবহার iii. কারিগরি শিক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ক

Teachingbd.com

অধ্যায়-৫: নাগরিক অধিকার, কর্তব্য ও মানবাধিকার

প্রশ্ন ▶ ১ জাহাঙ্গীর সাহেবের পিতা মৃত্যুর সময় সন্তানদের জন্য অনেক সম্পত্তি রেখে যান। জাহাঙ্গীর সাহেব কৌশলে সম্পত্তির কিছু অংশ ভাইবোনের অজ্ঞাতে নিজের নামে করিয়ে নেন। এতে করে ভাইবোনদের সাথে তার বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। সম্পত্তির বিরোধ মীমাংসার জন্য এলাকার চেয়ারম্যানের কাছে বিচারের জন্য গেলে তিনি তাদের আইনের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেন। চেয়ারম্যানের পরামর্শে জাহাঙ্গীর সাহেবের বিরুদ্ধে তার ভাইবোন আদালতে মামলা করলে বিচারক অপরাধীকে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড প্রদান করেন।

[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ | প্রশ্ন নং ৩]

ক. প্রথা কাকে বলে? ১

খ. প্রশাসনিক জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আদালতের কার্যক্রমের মাধ্যমে কী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় আদালতের ভূমিকা সমাজ ও রাষ্ট্রে কী প্রভাব ফেলবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি এবং লোকাচারকে প্রথা বলা হয়।

খ অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাখ্যা দেওয়ার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তাই হলো প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা।

প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার মধ্যে একটি হলো অভ্যন্তরীণ দায়বদ্ধতা। এটি প্রশাসনের পদসোপানভিত্তিক (ওপরে থেকে নিচে পদের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস) প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হয়। অপরটি হলো জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা। জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সিটিজেন চার্টার, তথ্য কমিশন প্রভৃতির মাধ্যমে এ ধরনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আদালতের কার্যক্রমের মাধ্যমে নাগরিকের আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত 'সামাজিক অধিকার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত ও অনুমোদিত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলা হয়। আইনগত অধিকারের পেছনে থাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। এটি অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান করা হয়। সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বাক-স্বাধীনতা প্রভৃতি আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। জনগণের আইনগত অধিকার রক্ষার জন্য বিচার বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বিচার বিভাগ নাগরিকদের আইনগত অধিকার তথা মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে থাকে। কোনো ব্যক্তি অন্য যে কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হলে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। আদালত তার নির্বাহী ক্ষমতা বলে উক্ত ব্যক্তির সমস্যার সমাধান করে থাকে। অনেক সময় আদালত স্ব-প্রণোদিত হয়েও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে থাকে। ধনী-দরিদ্র, প্রভাবশালী-দুর্বল নির্বিশেষে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জাহাঙ্গীর সাহেব তার পিতার মৃত্যুর পর ভাইবোনদের ঠকিয়ে পৈত্রিক সম্পত্তির একটা অংশ নিজের নামে লিখে নেন। এ নিয়ে তার সাথে ভাইবোনদের বিরোধ বাধে। এর প্রতিকারের জন্য জাহাঙ্গীর সাহেবের ভাইবোনেরা আদালতের দ্বারস্থ হন। বিচারে আদালত তাদের পক্ষে রায় দেয় এবং জাহাঙ্গীরকে দণ্ডিত করে। জাহাঙ্গীর সাহেবের ভাই-বোনেরা সম্পত্তিতে তাদের অধিকার ফিরে পান। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনাতে আদালতের কার্যক্রমের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

ঘ আদালতের ভূমিকা সমাজ ও রাষ্ট্রে নাগরিকের সব অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

নাগরিক অধিকার হলো কতগুলো বিশেষ অধিকারের সমষ্টি। এ অধিকারগুলো ছাড়া নাগরিকের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব হয় না। কেবল অধিকার ভোগের মাধ্যমেই নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন সম্ভব। নাগরিক অধিকারের উৎস হলো রাষ্ট্রের সংবিধান। নাগরিক তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আদালতের মাধ্যমে তা ফেরত পেতে পারে। এক্ষেত্রে আদালত রায়ের মাধ্যমে সরকারকে বঞ্চিত ব্যক্তিকে তার অধিকার ফেরত দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করে থাকে। এভাবে আদালত আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। এ বিষয়টিই উদ্দীপকের ঘটনাতে প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের জাহাঙ্গীর সাহেব পিতার মৃত্যুর পর ভাইবোনদের অজ্ঞাতে পৈতৃক সম্পত্তির কিছু অংশ কৌশলে নিজের নামে লিখে নেন। এর প্রতিকারের জন্য জাহাঙ্গীরের ভাইবোনেরা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বিষয়টি নিয়ে আদালতে যেতে বলেন। চেয়ারম্যানের পরামর্শ অনুযায়ী তারা আদালতে যান। আদালত পক্ষে রায় দিলে তারা পিতার সম্পত্তিতে সমান অধিকার ফিরে পান। সম্পত্তি আত্মসাতের অপরাধে আদালত জাহাঙ্গীরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড প্রদান করে। আদালতের এ রায়ের মাধ্যমে জাহাঙ্গীরের ভাইবোনদের সামাজিক অধিকার রক্ষা হয়। সামাজিক অধিকার সমাজে সভ্য জীবনযাপন করতে সাহায্য করে। জাহাঙ্গীর পৈতৃক সম্পত্তিতে তার ভাইবোনদের সমান অধিকার হরণ করেছিলেন। আদালতের রায়ের মাধ্যমে তাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে আদালত নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, আদালতের ভূমিকা সমাজ ও রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২ ছকটি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ | প্রশ্ন নং ৫]

ক. অধিকারের উৎস কোনটি? ১

খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বক্সের '?' চিহ্নিত স্থানে কোন অধিকার হবে? নির্ণয় কর। নৈতিক অধিকারের সাথে নির্ণেয় অধিকারের কোনো পার্থক্য আছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিক কী কী দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে পারবে বলে তুমি মনে কর? বর্ণনা কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকারের উৎস হলো সমাজ।

খ মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

সমাজকাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান হলো মূল্যবোধ। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ প্রচলিত থাকে। এসব বিধিনিষেধ অর্থাৎ

teachingbd24.com

ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা ও বিশ্বাস তাই হলো মূল্যবোধ। একেক সমাজের মূল্যবোধ একেক রকম। মূল্যবোধের বিষয়টিকে বর্তমানে শুধু সামাজিক দিক থেকেই বিবেচনা করা হয় না, বরং নাগরিক ও সমাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে মূল্যবোধও বিভিন্নভাবে প্রসারিত হয়েছে। মূল্যবোধকে সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়।

গ বক্সের '?' চিহ্নিত স্থানে হবে আইনগত অধিকার।

আইনগত অধিকার বলতে ব্যক্তির সেসব অধিকারকে বোঝায়, যা রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত, অনুমোদিত এবং সংরক্ষিত। আর নৈতিক অধিকার বলতে আমরা সেসব অধিকারকে বুঝি যা মানুষের বিচারবুদ্ধি ও নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত। নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে।

মানুষের নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে যে অধিকারের জন্ম হয় তাকে নৈতিক অধিকার বলা হয়। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত অধিকারকে বলা হয় আইনগত অধিকার। আইনগত অধিকারের পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। নৈতিক অধিকারের পেছনে থাকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। আইনগত অধিকার অমান্যকারীকে রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু নৈতিক অধিকার অমান্যকারীকে শাস্তির বিধান নেই। তবে সামাজিকভাবে তাকে হেয়-প্রতিপন্ন হতে হয়। সম্পত্তি, শিক্ষা ও চলাফেরার অধিকার, বাক-স্বাধীনতা প্রভৃতি আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাওয়া, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সুন্দর আচরণ পাওয়া, ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা লাভ প্রভৃতি নৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। মূলত মানুষ একে অপরের নৈতিক অধিকার স্বীকার করে মনুষ্যত্ববোধ থেকে। আর আইনগত অধিকার স্বীকার করে রাষ্ট্রের শাস্তির ভয়ে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, ধরন, আওতা ও প্রভাবের বিবেচনায় নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

ঘ ছকে উল্লিখিত অধিকারগুলো ভোগের মাধ্যমে একজন নাগরিক রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তার সব দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

কর্তব্য বলতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য নাগরিকের ওপর কোন কাজ করার দায়িত্বকে বোঝায়। আর আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে নাগরিক কর্তব্য বলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদে নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যেমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তাদেরকে কিছু কর্তব্যও পালন করতে হয়। এসব কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি। আবার একজনের অধিকার বলতে অন্যের কর্তব্য পালনকে বোঝায়। যেমন— ভোট ব্যক্তির অধিকার, আর ভোটাধিকার প্রয়োগ তার কর্তব্য। শিক্ষা ব্যক্তির অধিকার, আর সন্তানকে শিক্ষিত করা তার কর্তব্য।

নাগরিকরা অধিকার ভোগের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করে থাকে। কেউ যদি অধিকার ভোগ করতে চায় তবে তাকে কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই তা করতে হয়। শুধু অধিকার ভোগ করে কর্তব্য পালন না করলে তা হবে স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। তাই রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করা নাগরিকের দায়িত্ব। নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ কল্যাণের অংশীদার। রাষ্ট্রের সংবিধান মান্য করা, নিয়মিত কর প্রদান, জাতীয় সম্পদ রক্ষা , রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, যোগ্য প্রার্থীকে ভোট প্রদান ইত্যাদি প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। রাষ্ট্রস্বীকৃত অধিকারগুলো ভোগ করার কারণে নাগরিকরা এসব কর্তব্য পালন করে থাকে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নাগরিকরা রাষ্ট্রস্বীকৃত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি সব ধরনের কর্তব্য পালনের যোগ্যতা অর্জন করে।

প্রশ্ন ▶৩ জনাব মঈনুদ্দীন 'ক' রাষ্ট্রের একজন সচেতন নাগরিক। তিনি দেশের স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি তাঁর ওপর আরোপিত করও নিয়মিত প্রদান করে থাকেন। তিনি তাঁর এলাকার অন্যদেরও তার মতো দায়িত্ব পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। *[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. জনমতের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কীভাবে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মঈনুদ্দীনের যোগ্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম কোন ধরনের কর্তব্যকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাষ্ট্রের অন্য নাগরিকরাও যদি উদ্দীপকের জনাব মঈনুদ্দীনের মত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কীরূপ প্রভাব পড়বে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে না। এরা সরকারের কাছে তাদের দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে। দাবি-দাওয়া আদায় না হলে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। আবার সরকারের নীতিবহির্ভূত কাজের বিরুদ্ধে জনসমর্থন গড়ে তোলে। গোষ্ঠীগুলো নানা বিষয়ে সরকারকে যৌক্তিক পরামর্শ প্রদান করে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সক্রিয় ভূমিকার ফলে সরকার জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়।

গ উদ্দীপকে মঈনুদ্দীনের যোগ্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্যকে নির্দেশ করে।

রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিকরা যেসব দায়িত্ব পালন করে তাকে কর্তব্য বলে। রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষকে নানা ধরনের কর্তব্য পালন করতে হয়। এর অন্যতম হচ্ছে রাজনৈতিক কর্তব্য। নাগরিকরা রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে যে কর্তব্য পালন করে সেগুলোকে রাজনৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন– রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, আইন মেনে চলা, যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়া, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসা প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে মঈনুদ্দীন স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়ে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সততার সাথে ভোট দিয়ে যোগ্য প্রতিনিধি বাছাই করে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন। তার এ কাজটি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্যকে নির্দেশ করে।

ঘ রাষ্ট্রের অন্য নাগরিকরাও যদি জনাব মঈনুদ্দীনের মতো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে, তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আমি মনে করি।

সুশাসন হচ্ছে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, দায়িত্বশীল, জবাবদিহিমূলক এবং কল্যাণধর্মী শাসনব্যবস্থা। জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনই সুশাসনের লক্ষ্য। জনগণ রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগের পাশাপাশি যদি রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল ও অনুগত থেকে সঠিকভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে, তবে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র ও সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে উঠবে। এ ধরনের রাষ্ট্র ও সমাজেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

উদ্দীপকের মঈনুদ্দীন একজন দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক। তিনি নির্বাচনে উপযুক্ত জনপ্রতিনিধিকে ভোট দিয়ে রাষ্ট্রের প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করেন। প্রত্যেক নাগরিক যদি তার মতো সচেতন

https://teachingbd24.com

হয় এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে, তবে একটি আদর্শ ও উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক কার্যক্রমে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এগুলো নিশ্চিত করা সম্ভব। নাগরিকদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, নিয়মিত কর প্রদান, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আত্মনিয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে সুশাসন বিকাশের পথ মসৃণ হয় এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যকর হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। নাগরিকরা যদি রাষ্ট্রের প্রতি যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করে তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। সুতরাং, মঈনুদ্দীনের মতো প্রত্যেক নাগরিকের উচিত রাজনৈতিক কর্তব্যগুলো পালন করে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা।

প্রশ্ন ▶ ৪ মি. 'X' একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। দেশে তার প্রতিটি শিল্প কারখানায় শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি প্রতিবছর সঠিকভাবে কর প্রদান করেন। কিন্তু 'X' এর বন্ধু 'Y' বড় ব্যবসায়ী হলেও শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ না করে কলকারখানা পরিচালনা করেন এবং নিজের আয় গোপন করে কর ফাঁকি দেন।

[রা. বো. '১৭ । প্রশ্ন নং ১০]

ক. আইনগত অধিকার কী? ১

খ. তথ্য অধিকার আইন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. 'X' এর কর্তব্যের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. 'Y' এর কর্মকাণ্ড কি উন্নয়নের অন্তরায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনগত অধিকার বলতে ব্যক্তির সেই অধিকারকে বোঝায়, যা রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত, অনুমোদিত এবং সংরক্ষিত।

খ বাংলাদেশ সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল যে আইন পাস করে তাই তথ্য অধিকার আইন।

তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার। রাষ্ট্রের বিধানাবলি মান্য করা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে তথ্য অধিকার বলে। এর আওতায় আইনানুগ কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের গঠন, উদ্দেশ্য,কার্যাবলি, কর্মসূচি, দাপ্তরিক নথিপত্র, আর্থিক সম্পদের বিবরণ ইত্যাদি তথ্য হিসেবে বিবেচিত। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার মতো বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেক নাগরিকেরই তথ্য জানার এবং জানানোর অধিকার রয়েছে।

গ মি. 'X' রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন করেছেন।

রাষ্ট্রের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিয়োগ কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ করাকে অর্থনৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন: নিয়মিত খাজনা ও কর প্রদান, জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ ইত্যাদি নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্তব্য। আধুনিক রাষ্ট্রগুলো কল্যাণমূলক। নাগরিকের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে। এ উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়ভার মেটানোর মূল উৎস হলো নাগরিক প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর। তাই রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের উচিত নিয়মিত সঠিকভাবে কর প্রদান করা। তাছাড়া রাষ্ট্র বিশেষ প্রয়োজনেও নাগরিকদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য কামনা করতে পারে। রাষ্ট্রের এ ধরনের ডাকে সাড়া দেওয়া নাগরিকের কর্তব্য। যেমন- ঘূর্ণিঝড় সিডর-পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য এবং সাভারের পোশাক শিল্প কারখানা ভবন রানা প্লাজা ধ্বসের পর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য রাষ্ট্র সামর্থ্যবান নাগরিকদের কাছে অর্থ সাহায্য কামনা করেছিল।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মি. 'X' তার প্রতিটি শিল্প কারখানায় শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রেখেছেন। তিনি প্রতিবছর সঠিকভাবে কর প্রদান করেন। সুতরাং বলা যায়, মি. 'X' মূলত নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি তার অর্থনৈতিক কর্তব্যই পালন করেছেন।

ঘ মি. 'Y' এর কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়।

প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্র থেকে অধিকার ভোগের সাথে সাথে কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই নাগরিক জীবন পূর্ণতা পায়। নাগরিকদের যেমন তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, তেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেও আগ্রহ থাকতে হবে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য হলো নিয়মিত কর প্রদান করা। এটি নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্তব্য। বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর নানারকম কর আরোপসহ বিভিন্ন উপায়ে এ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এজন্য নাগরিকদের উচিত নিয়মিত কর প্রদান করা। তারা স্বেচ্ছায় ঠিকমত কর না দিলে রাষ্ট্রের কাজ বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়। আর নিয়মিত কর প্রদান না করলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন বা অগ্রযাত্রা থেমে যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'Y' বড় ব্যবসায়ী হলেও শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ করেন না এবং নিজের আয় গোপন করে কর ফাঁকি দেন। তিনি মূলত রাষ্ট্রের প্রতি তার অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন করছেন না। 'Y' এর এ ধরনের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন ব্যাহত হলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা তৈরি হয়। তাই বলা যায়, মি. 'Y' এর কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়।

প্রশ্ন ▶ ৫ নারী দিবস উপলক্ষে নারী কর্মীরা সমান পারিশ্রমিক ও সব কাজে সমান সুযোগ প্রভৃতির দাবিতে এক বিশাল সমাবেশ করে। এসব দাবি বাস্তবায়ন হলে নারী যোগ্য সম্মান পাবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

[দি. বো. '১৭ । প্রশ্ন নং ৫]

ক. পৌরনীতি কী বিষয়ক বিজ্ঞান? ১

খ. অর্থনৈতিক সাম্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. প্রদত্ত উদ্দীপকে নারীর কোন অধিকার আদায়ের কথা বলা হয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নারীর অধিকারসমূহ বাস্তবায়িত হলে সমাজে এর কীরূপ প্রভাব পড়বে? আলোচনা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান।

খ অর্থনৈতিক সাম্য বলতে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সব ধরনের বৈষম্য দূর করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাকে বোঝায়।

অর্থনৈতিক সাম্য থাকলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষ কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাবার সুবিধা লাভ করে। অর্থনৈতিক সাম্যের মূল কথা হচ্ছে যোগ্যতা অনুযায়ী সম্পদ ও সুযোগের বণ্টন। ব্রিটিশ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হ্যারল্ড জোসেফ লাস্কি (Harold Joseph Laski) এর মতে, 'ধনবৈষম্যের সাথে অর্থনৈতিক সাম্য অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না, যদি এই বৈষম্য দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।'

গ উদ্দীপকে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

যে অধিকার ব্যক্তিকে অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে তাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। রাষ্ট্র ও সমাজের সব মানুষের সুযোগ-সুবিধা, পারিশ্রমিক লাভ ও কাজের সমান অধিকার রয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, নারী দিবস উপলক্ষে এক বিশাল সমাবেশে নারীরা কর্ম ও ন্যায্য মজুরি লাভের সমান সুযোগ দাবি করে। এর মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ আদায়ের চেষ্টার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কর্মের অধিকার নাগরিকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত অধিকার। ব্যক্তির যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়ার অধিকারই কর্মের অধিকার। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি লাভের

Teachingbd24.com

অধিকারও একটি স্বীকৃত আইনগত অধিকার। তাই শ্রমের মান, পরিমাণ ও দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে শ্রমের যথার্থ মূল্য প্রদান করা উচিত। এ জন্য নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা উচিত নয়। কেননা আইন অনুযায়ী নারীদেরও যোগ্যতানুসারে পুরুষের সমান পারিশ্রমিক ও কাজের সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ বিষয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ করা যায় না। নারীরা বিভিন্নভাবে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সমান কাজ করেও অনেক সময় তারা পুরুষের তুলনায় অনেক কম পারিশ্রমিক পায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নারী সমাবেশে যে সব দাবির কথা উঠে এসেছে, তা মূলত নারীর অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের বিষয়টিকেই নির্দেশ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত নারীর অধিকারসমূহ বাস্তবায়িত হলে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

উদ্দীপকে বর্ণিত নারী দিবসের বিশাল সমাবেশে উত্থাপিত দাবিগুলো মূলত নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবি। যে অধিকারগুলো অভাব-অনটন ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের জীবনকে সুখী, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও নিরাপদ করে তোলে সেগুলোই অর্থনৈতিক অধিকার। কর্মের অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে পড়ে।

আমাদের সমাজে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে কর্মের বাইরে রেখে বা উপযুক্ত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। নারীদের কর্মের অধিকার ও ন্যায্য মজুরি প্রদান নিশ্চিত করা গেলে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। দেশের অর্থনীতি উন্নত হবে। নারীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের সেবা করতে পারবে। এর ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে, নারী নির্যাতন ব্যাপক হারে হ্রাস পাবে এবং নারীদের সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার ও নেতিবাচক ধারণা দূর হবে।

পরিশেষে বলা যায়, নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যোগ্য সম্মান পাবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। সর্বোপরি, একটি সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

প্রশ্ন ▶ ৬ মি. 'ক' বাংলাদেশের নাগরিক। রাষ্ট্রপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও রাষ্ট্রের প্রতি করণীয় সম্পর্কে তিনি অসচেতন। তিনি নির্বাচনে ভোটদানে অংশগ্রহণ করেন না। সম্প্রতি তিনি তার প্রতিবেশীকে বিনা কারণে প্রহার করায় আদালতের মাধ্যমে শাস্তি ভোগ করেছেন। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. অধিকার কী? ১
খ. চারটি রাজনৈতিক অধিকারের নাম লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' রাষ্ট্রপ্রদত্ত যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন—তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বর্জনীয় কাজ দুটি কোন ধরনের কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

খ যে সব অধিকার একজন নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে।

রাজনৈতিক অধিকার সংবিধান অথবা আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত থাকে। এ অধিকার ভোগের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে ভূমিকা রাখতে পারে। চারটি রাজনৈতিক অধিকার হলো: ১. ভোটদান করা ২. নির্বাচিত হওয়া ৩. সরকারি চাকরি লাভ ও ৪. বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভ।

গ উদ্দীপকের মি. 'ক' রাষ্ট্রপ্রদত্ত সব রকম নাগরিক অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন।

অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন। তেমনি প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকা, যার মধ্যে পড়ে অন্ন, বস্ত্র ও কর্মের সংস্থান এবং অভাব থেকে মুক্তি।

উদ্দীপকের মি. 'ক' রাষ্ট্রপ্রদত্ত আইনগত অধিকার যেমন- সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি অধিকার ভোগ করে থাকেন। সামাজিক অধিকারের মধ্যে তিনি জীবনধারণ, চলাফেরা, সম্পত্তি ভোগ, চুক্তি, মত প্রকাশ, সভা-সমিতি, ধর্মপালন, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, পরিবার গঠন, ভাষা ও কৃষ্টি সংরক্ষণ, শিক্ষা, খ্যাতি বা সম্মান লাভ ইত্যাদি অধিকার ভোগ করেন। রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস, নির্বাচন করা, সরকারি চাকরি লাভ, বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভ, সরকারি কার্যকলাপের সমালোচনা করার অধিকার ইত্যাদি ভোগ করেন। অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে কর্ম, ন্যায্য মজুরি লাভ, অবকাশ লাভ, শ্রমিক সংঘ গঠন ইত্যাদি অধিকার ভোগ করে থাকেন।

ঘ উদ্দীপকের মি. 'ক'-এর বর্জনীয় কাজ দুইটি রাজনৈতিক কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত।

রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নাগরিকরা আবশ্যিকভাবে রাষ্ট্রের প্রতি যেসব কর্তব্য পালন করে তাকে রাজনৈতিক কর্তব্য বলে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা, রাষ্ট্রের সেবা করা, সততার সাথে ভোট দান ইত্যাদি নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উদ্দীপকের মি. 'ক' এর নির্বাচনে ভোট না দেওয়া এবং আইন অমান্য করা রাজনৈতিক কর্তব্য বর্জনের মধ্যে পড়ে।

মি. 'ক' নির্বাচনে ভোট দেন না। এ ছাড়া সম্প্রতি তিনি তার প্রতিবেশীকে বিনা কারণে প্রহার করায় আদালতের মাধ্যমে শাস্তিভোগ করেছেন। প্রতিবেশীকে প্রহার করার মাধ্যমে তার আইন অমান্য করার দিকটি ফুটে উঠেছে। মি. 'ক' এর বর্জন করা কাজ দুটি নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ভোটাধিকার নাগরিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত। সব স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে ভোটদানের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করা একজন সুনাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্য। এ ছাড়াও রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা তথা আইন মান্য করা প্রতিটি নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য। সব নাগরিকের উচিত রাষ্ট্রের সব আইন মেনে চলার মাধ্যমে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং জনজীবনকে নিরাপদ রাখা।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মি. 'ক' এর বর্জনীয় দুটি কাজ অর্থাৎ ভোট না দেওয়া ও আইন অমান্য করার সঙ্গে নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্যের সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ করিম ও রহিমা চাচাতো ভাইবোন। তাদের উভয়ের ভোট প্রদান, পেশা বাছাই ও ধর্মচর্চার সমান অধিকার রয়েছে। তারা একসাথে একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করে; কাজের ধরনও একই। কিন্তু করিমের মজুরি রহিমার চেয়ে বেশি। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আইন কী? ১
খ. স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অধিকার ছাড়াও নাগরিকের আর কী কী রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রহিমা কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে? এটি নিবারণের উপায় ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন বলতে সমাজস্বীকৃত এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে অনুমোদিত নিয়ম-কানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

Teachingbd24.com

খ স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন ও অটুট রাখার জন্য কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এগুলোকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা হয়।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এটি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে সুগম করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর তা রক্ষা করাও অত্যন্ত জরুরি। ব্রিটিশ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হ্যারল্ড জোসেফ লাস্কি (Harold Joseph Laski) এর মতে,'সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা না থাকলে অধিকাংশ ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না।' স্বাধীনতার অনেকগুলো রক্ষাকবচ রয়েছে। যেমন— আইন, সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থা, সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে ভোট প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের জন্য যে সব অধিকার ভোগ করে তাকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। উদ্দীপকে বর্ণিত করিম ও রহিমার ভোট প্রদানের অধিকার রয়েছে যা রাজনৈতিক অধিকারের উপস্থিতিকে নির্দেশ করে। ভোট প্রদান ছাড়াও নাগরিকের আরও কিছু রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে। যেমন—আইনসঙ্গত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে সব নাগরিকের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার রয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের সরকারি চাকরি লাভের অধিকার রয়েছে। বিদেশে অবস্থানকালে একজন নাগরিক কোনো সমস্যায় পড়লে তার নিজ রাষ্ট্রের সাহায্য ও নিরাপত্তা সুবিধা লাভের অধিকার রয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের কোনো ভুল সিদ্ধান্ত বা গণস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনা করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের জাতীয় কিংবা স্থানীয় যেকোনো পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত ভোট প্রদানের অধিকার একজন নাগরিকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। তবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকারের গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত রহিমা অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

যে অধিকার ব্যক্তিকে অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করে তাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। যেমন: যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া, ন্যায্য মজুরি লাভ, অবকাশ যাপন, শ্রমিক সংঘ গঠন ইত্যাদি নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।

উদ্দীপকে উল্লিখিত করিম ও রহিমা চাচাতো ভাইবোন। তারা একসাথে এক কারখানায় একই ধরনের কাজ করে, কিন্তু করিম রহিমার চেয়ে বেশি মজুরি পায়। অর্থাৎ রহিমা শুধু নারী হওয়ার কারণে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। বিষয়টি তার অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াকে নির্দেশ করে। এ ধরনের বিষয় প্রতিরোধে বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। যেমন— লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সুযোগ-সুবিধা ও মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। শ্রম ও অন্যান্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিকরা যে সব মৌলিক অধিকার ভোগ করবে সেগুলো দেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। মৌলিক অধিকারের কথা সংবিধানে থাকলে জনগণ কোনো অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আদালতের মাধ্যমে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে পারবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আরো জোরদার করতে হবে। এ ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের রহিমা তার চাচাতো ভাই করিমের সমান কাজ করেও ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে এ ধরনের অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেকাংশেই কমে যাবে।

প্রশ্ন ▶ ৮ শিবলী দীর্ঘদিন 'ক' রাষ্ট্রে কর্মরত। ছুটিতে দেশে আসার সময় সে তার মালিককে নিয়ে বেড়াতে আসে। ইতোমধ্যে দেশে জাতীয় নির্বাচনের দিন ধার্য হয়। শিবলী ও তার স্ত্রী যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেয়। এছাড়া শিবলী কর অফিসে গিয়ে করও প্রদান করে। নির্বাচনে লাইনে দাঁড়িয়ে নারী-পুরুষ সমানভাবে ভোট দিতে দেখে তার মালিক খুব আশ্চর্য হয়। তাদের দেশে নারীদের ভোটাধিকার সীমিত। কর্মক্ষেত্রেও তাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। *[চি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. অধিকার কী? ১

খ. তথ্য অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিবলীর মালিকের দেশের নারীরা কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিবলী ও তার মালিকের দেশের মধ্যে কোন দেশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছে? তার সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

খ তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মানবাধিকার। রাষ্ট্রের বিধানাবলি মানা সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে তথ্য অধিকার বলে।

আইনানুগ কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, কর্মসূচি, দাপ্তরিক নথিপত্র, আর্থিক সম্পদের বিবরণ ইত্যাদিকে তথ্য বলা হয়। প্রত্যেক নাগরিকেরই তথ্য জানার এবং জানানোর অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করে। এ আইনটি সাংবাদিক, গবেষক, মানবাধিকারকর্মী, সমাজসেবকসহ নাগরিক সমাজের উপকারে আসছে এবং কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শিবলীর মালিকের দেশের নারীরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

যেসব অধিকার একজন নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় তাকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। ভোটদান, নির্বাচন করা ও নির্বাচিত হওয়া, সরকারি চাকরি লাভ, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আবার, যে অধিকার ব্যক্তিকে অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে তাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভ, অবকাশ লাভ, শ্রমিক সংঘ বা ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার, সম্পত্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভ প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, শিবলী 'ক' রাষ্ট্রে কাজ করে। ছুটিতে সে তার মালিককে নিয়ে নিজ দেশে বেড়াতে আসে। ঐ সময় দেশের জাতীয় নির্বাচনে মহিলা-পুরুষ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেয়। শিবলী ও তার স্ত্রীও ভোট দেয়। শিবলীর দেশের এ অবস্থা দেখে তার মালিক আশ্চর্য হয়। সে দেখে শিবলীর দেশের নারীরা যে অধিকার ভোগ করছে তার দেশের নারীদের মধ্যে সে অধিকার ভোগ খুবই সীমিত। এমনকি কর্মক্ষেত্রেও তাদের উপস্থিতি সীমিত। শিবলীর মালিকের আক্ষেপ থেকে এটাই বোঝা যায়, তার দেশের নারীরা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত শিবলী ও তার মালিকের দেশের মধ্যে শিবলীর দেশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছে।

যে শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং জনগণের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনা করে তাকে গণতন্ত্র বলে। এটি বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে কাঙ্ক্ষিত ও জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা। মানবাধিকার, সার্বভৌমত্ব, শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ইত্যাদি প্রত্যয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উদ্দীপকে দেখা যায়, শিবলীর দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বেশকিছু বিষয় বিদ্যমান। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, তার দেশের সরকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়গুলোর সাথে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আরও যেসব বিষয় লক্ষ করা যায় তা হলো— ১. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্র, ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সমান বলে বিবেচিত ২. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে যাতে সর্বোত্তম শাসন নিশ্চিত হয় ৩. এ শাসনব্যবস্থা শাসকদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। অর্থাৎ সরকার জনগণের কাছে তাদের কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ থাকে। ৪. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধকরণ এবং এর প্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, গণতন্ত্রে জনগণের অধিকার ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা হয়। এ ব্যবস্থায় সরকারের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড জনকল্যাণে পরিচালিত হয় এবং জনগণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব কাজ চালায়। আর এসব বিষয় শিবলীর দেশে বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৯ সম্প্রতি 'M' দেশের একটি গোষ্ঠী ও সংস্থা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন করছে। উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা আত্মরক্ষার্থে 'B' ও 'C' দেশে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো 'M' দেশকে এ সমস্যা সমাধানের তাগিদ দিচ্ছে। *[সি. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. নৈতিক কর্তব্য কী? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায় কোন কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর 'M' রাষ্ট্রের আচরণ মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন"- উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব কর্তব্য মানুষ ন্যায়নীতিবোধ থেকে পালন করে থাকে তাকে নৈতিক কর্তব্য বলে।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে আমলাতন্ত্রের কঠোর আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের বাড়াবাড়ি বা পূর্ববর্তী নিয়ম-কানুনকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে **Red Tapism** বা 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' প্রত্যয়টির প্রচলন হয়। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের অতি আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়মকানুনের বেশি কড়াকড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে। এতে প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় ও নাগরিকেরা ভোগান্তির শিকার হয়। এ বিষয়টিই লালফিতার দৌরাত্ম্য বা Red Tapism নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার তথা মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত।

সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য একজন মানুষের যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রয়োজন তাই মানবাধিকার। আর নাগরিক হিসেবে যেসব অধিকার ছাড়া ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে সামাজিক জীবন-যাপন করতে পারে না সেগুলোকে সামাজিক অধিকার বলা হয়। এ অধিকার মানুষের জীবন রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। স্বাধীনভাবে জীবনধারণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, যথাযথ শিক্ষা লাভ, আইনের চোখে সমানাধিকার প্রভৃতি সামাজিক অধিকার। আবার রাষ্ট্রীয় কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের জন্য নাগরিকরা যে সব অধিকার লাভ করে তা রাজনৈতিক অধিকার। এ অধিকার ভোগের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। ভোট দান, নির্বাচন করা, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা, সরকারি চাকরি লাভ প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকার। অর্থনৈতিক অধিকার হলো অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়ে একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা লাভ। কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভ, অবকাশ লাভ প্রভৃতি এধরনের অধিকার।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে 'M' দেশের একটি গোষ্ঠী ও সংস্থা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন করছে। ফলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার; সর্বোপরি মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর 'M' দেশে একটি গোষ্ঠী ও সংস্থা অমানবিক নির্যাতন করছে যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে।

মানুষের মান-মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য যেসব অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান অপরিহার্য সেগুলোই মানবাধিকার। জাতিসংঘ 'মানবাধিকার' বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে: 'মানুষ তার জীবনে যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগের দাবিদার এবং যেগুলো ব্যতীত তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না সেগুলোই হলো মানবাধিকার।' জাতিসংঘের ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে, মানবাধিকার ভোগের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই সমান। এক্ষেত্রে কোনো রকম পার্থক্য বা ভেদাভেদ করা যাবে না। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে (General Assembly) মানুষের মৌলিক মানবাধিকারগুলো ঘোষিত হয়। জাতিসংঘ সনদের ৩ থেকে ৩০ নম্বর ধারা পর্যন্ত প্রায় ২৮ টি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

জাতিসংঘ যেসব মানবাধিকারের কথা উল্লেখ করেছে সেগুলো সবই রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তারা নাগরিক অধিকারের পাশাপাশি মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত। তাদের ভোটাধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার ও আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার নেই। রোহিঙ্গারা সে দেশের সামরিক বাহিনী ও ধর্মীয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠী দ্বারা প্রতিনিয়ত নির্যাতন ও হত্যার শিকার হচ্ছে। অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তারা দলে দলে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, 'M' রাষ্ট্রের আচরণের মাধ্যমে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ সম্প্রতি 'A' ও 'B' দেশের দীর্ঘদিনের ছিটমহল বিরোধ সমস্যার সমাধান হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন পর ছিটমহলবাসী তাদের নাগরিক অধিকার ফিরে পেল। কয়েক মাস আগে 'B' দেশের ছিটমহলবাসী স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। জীবনে প্রথমবারের মতো ভোট দিতে পেরে তারা মহাখুশি। *[য. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. মানবাধিকার কী? ১

খ. সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'B' দেশের ছিটমহলবাসী ভোট প্রদানের পর কোন অধিকার ফিরে পেল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে ছিটমহলবাসীকে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কর্তব্যও পালন করতে হবে।" বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

খ সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে বোঝায়— জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সমাজের সবার প্রতি বিচারের মানদণ্ড হবে এক ও অভিন্ন।

আইনের চোখে সবাই সমান। সমাজে বসবাসকারী সবার সুবিচার ও সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষিত হবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'B' দেশের ছিটমহলবাসীরা ভোট প্রদানের পর রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পেল।

যে সকল অধিকার একজন নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। যেমন- ভোট

https://teachingbd24.com

দানের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার, বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভের অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার প্রভৃতি। এই অধিকারগুলো নাগরিককে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। রাজনৈতিক অধিকার সংবিধান অথবা আইনের দ্বারা স্বীকৃত। রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অধিকার কেবল নাগরিকগণই ভোগ করতে পারেন। বিদেশিরা এ অধিকার ভোগ করতে পারে না।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে A ও B দেশের দীর্ঘদিনের ছিটমহলবিরোধ সমস্যার সমাধান হয়েছে। ফলে B দেশের ছিটমহলবাসীরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। এ ভোটদান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের রাজনৈতিক অধিকার ভোগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কেননা সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত। আর এ অধিকার বলেই একজন নাগরিক সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। উদ্দীপকের B রাষ্ট্রের ছিটমহলবাসীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। দীর্ঘদিন পর হলেও তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

ঘ স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে ছিটমহলবাসীদেরকে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কর্তব্যও পালন করতে হবে।

রাষ্ট্রের নিকট নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে, অনুরূপ রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে। কর্তব্য পালন ব্যতীত শুধু অধিকার ভোগ করা প্রত্যাশিত নয়। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই নাগরিক অধিকার উপভোগ করা যায়। আর রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। তাই বলা যায় অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে। তার বিনিময়ে তাদের কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন— রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করা যায়। সমাজের সদস্য হিসেবে শিক্ষালাভের অধিকার এবং সমাজের কল্যাণে আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন করা নাগরিকের কর্তব্য। উদ্দীপকের B দেশের ছিটমহলবাসীরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পেরেছে। এজন্য নাগরিক হিসেবে তাদের বিভিন্ন কর্তব্যও পালন করতে হবে। কেননা অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য সমাজবোধ থেকে উৎপত্তি লাভ করে। মূলত অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, অধিকার কর্তব্যের মধ্যেই নিহিত।

প্রশ্ন ▶ ১১ সুজন 'ক' দেশের নাগরিক। সেই দেশে তাদের জনগোষ্ঠী নাগরিকতার মর্যাদা হতে বঞ্চিত। সম্প্রতি সে দেশের সেনাবাহিনী তাদের উপর নিপীড়ন ও নির্যাতন চালালে তারা সীমান্ত পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যায়। তারা এখন কোনো দেশের নাগরিক নয়। উক্ত নাগরিকদের নাগরিকত্ব আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। *[ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বিশ্ব মানবাধিকার দিবস কবে পালিত হয়? ১

খ. নাগরিকতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সুজনের দেশের জনগোষ্ঠীকে কী কী অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নাগরিকদেরকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মাধ্যমে নাগরিকতা প্রদানের দ্বারা কীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয়।

খ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান পায় তাকে নাগরিকতা বলে।

নাগরিকরা রাষ্ট্রপ্রদত্ত বিভিন্ন অধিকার (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক) ভোগ এবং রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। যেমন— বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের নাগরিকতা হলো বাংলাদেশি। আমরা রাষ্ট্রপ্রদত্ত বিভিন্ন অধিকার (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক) ভোগ করছি এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার, আইন মান্য করা ও কর দেওয়াসহ বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছি।

গ সৃজনশীল ৯ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নাগরিকদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মাধ্যমে নাগরিকতা প্রদানের দ্বারা জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মৌলিক মানবাধিকারসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ব্যক্তি সমাজজীবনে যেসব সুযোগ-সুবিধার দাবিদার হয় এবং যা ছাড়া তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে না, তাই মানবাধিকার। মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। জাতি, ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে এমন কতগুলো অধিকার মানুষের ভোগ করা উচিত যা তার নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। এসব অধিকারই মৌলিক মানবাধিকার। জাতিসংঘ এর মতে, মানুষ যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগের দাবীদার হয় এবং যা ছাড়া ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না, সেগুলোই হলো মানবাধিকার। জাতিসংঘ ঘোষিত মৌলিক মানবাধিকারের ১৪নং ধারায় বলা হয়েছে, "নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যেকোনো ব্যক্তির নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণের অধিকার আছে।"

উদ্দীপকে আমরা সুজনের জনগোষ্ঠীকে নিজ দেশের সেনাবাহিনী কর্তৃক নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখি। উক্ত নাগরিকদের নাগরিকত্ব আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আনার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যা জাতিসংঘ ঘোষিত মৌলিক মানবাধিকারের ১৪নং ধারার সদৃশ। সুতরাং বলা যায়, সুজনের দেশের মানুষকে নাগরিকতা ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা মানবাধিকারকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ ১৯৭৪ সালে ভূখণ্ডগত সমস্যা নিয়ে ছিটমহলবাসীর নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদানের জন্য "ক ও খ" দেশের মধ্যে চুক্তি হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন নানা জটিলতার কারণে উক্ত চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি দু'দেশের সরকারপ্রধানের সম্মতিক্রমে চুক্তি কার্যকর হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে ছিটমহলবাসীরা স্থায়ী বসবাসের জন্য স্বাধীন ভূখণ্ড বেছে নেয়। বর্তমানে তারা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে সব ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ পাচ্ছে। *[ঢা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. কর্তব্য কী? ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ছিটমহলবাসীরা এতদিন কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছিটমহলবাসীকে বর্তমানে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কর্তব্যও পালন করতে হবে।— বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাই কর্তব্য।

খ মৌলিক অধিকার হচ্ছে সেসব অধিকার যা রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত ও বলবৎযোগ্য থাকে।

মৌলিক অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে আদালতের মাধ্যমে তার অধিকার ফেরত পেতে পারে। এক্ষেত্রে আদালত রায়ের মাধ্যমে সরকারকে ঐসব বঞ্চিত ব্যক্তিদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার হুকুম দিতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ছিটমহলবাসীরা এতদিন রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

যে সকল অধিকার একজন নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। যেমন- ভোট দানের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার, বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভের অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার প্রভৃতি। এই অধিকারগুলো নাগরিককে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। রাজনৈতিক অধিকার সংবিধান অথবা আইনের দ্বারা স্বীকৃত। রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অধিকার কেবল নাগরিকগণই ভোগ করতে পারেন। বিদেশিরা এ অধিকার ভোগ করতে পারে না।

উদ্দীপকের ছিটমহলবাসীরা নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদানের জন্য 'ক' ও 'খ' দেশের মধ্যে চুক্তি হওয়া স্বত্ত্বের নানা জটিলতার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি দু'দেশের সরকার প্রধানের সম্পতিক্রমে চুক্তিটি কার্যকর হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে ছিটমহলবাসীরা স্থায়ী বসবাসের জন্য স্বাধীন ভূখণ্ড বেছে নেয়। বর্তমানে তারা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে সব ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ পাচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, ছিটমহলবাসীরা এতদিন রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

ঘ স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে ছিটমহলবাসীদেরকে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কর্তব্যও পালন করতে হবে।

রাষ্ট্রের নিকট নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে, অনুরূপ রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে। কর্তব্য পালন ব্যতীত শুধু অধিকার ভোগ করা প্রত্যাশিত নয়। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই নাগরিক অধিকার উপভোগ করা যায়। আর রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। তাই বলা যায় অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে। তার বিনিময়ে তাদের কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন— রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করা যায়। সমাজের সদস্য হিসেবে শিক্ষালাভের অধিকার এবং সমাজের কল্যাণে আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন করা নাগরিকের কর্তব্য। উদ্দীপকের B দেশের ছিটমহলবাসীরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পেরেছে। এজন্য নাগরিক হিসেবে তাদের বিভিন্ন কর্তব্যও পালন করতে হবে। কেননা অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য সমাজবোধ থেকে উৎপত্তি লাভ করে। মূলত অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, অধিকার কর্তব্যের মধ্যেই নিহিত।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জামিল সাহেব এই বছর মধ্যপ্রাচ্যের 'ক' দেশ ভ্রমণে গিয়ে দেখতে পান, সে দেশে নারীরা ভোট দিতে পারে না, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। এমন কি, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে না। এছাড়া কর্মক্ষেত্রের সকল স্থানও তাদের জন্য উন্মুক্ত নয়।

[রা. বো. '১৬ ∎ প্রশ্ন নং ৩]

ক. মানবাধিকার কী? ১

খ. সামাজিক কর্তব্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মধ্যপ্রাচ্যের 'ক' দেশের নারীরা যে ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত— তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ নিরূপণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবাধিকার বলতে সেসব অধিকারকে বোঝায়, যা মানুষের প্রকৃতির সাথে জড়িত এবং যা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না।

খ মানুষ সমাজ-স্বীকৃত অনেক অধিকার ভোগ করে। আর এসকল অধিকার ভোগের বিপরীতে তাকে সমাজ ও মানুষের প্রতি যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয়, সেগুলোকে সামাজিক কর্তব্য বলে।

সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা ও বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা, সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও অংশগ্রহণ, সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষাদান, বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি- এগুলো সামাজিক কর্তব্যের উদাহরণ।

গ সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হলো নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করা।

অধিকার হলো রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক। তাই সুনাগরিক তৈরি করতে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই।

উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে নারীরা নাগরিক হিসেবে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানকল্পে সর্বপ্রথম করণীয় হলো নারীকে নাগরিক হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে। পাশাপাশি অধিকার সংরক্ষণের সাধারণ শর্তাবলি বা অধিকারের রক্ষাকবচগুলো মেনে চলতে হবে। যেমন— নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণের প্রধান উপায় হচ্ছে আইন। আইনের সার্বিক প্রয়োগ অধিকারকে সুরক্ষিত করে। গণতন্ত্রের উপস্থিতিই নাগরিক অধিকার সুরক্ষার অন্যতম উপায়। এ ব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এছাড়া আইনের অনুশাসন নাগরিক অধিকার রক্ষার অন্যতম ব্যবস্থা। এটা নিশ্চিত করা গেলে অনেকাংশে নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার রক্ষার অন্যতম মাধ্যম। বিচার বিভাগ নাগরিকের অধিকারের রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকলে কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয় না। ফলে নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত সমাধানগুলো 'ক' রাষ্ট্রের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে অনেকাংশে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব চৌধুরী একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ। স্থানীয় পৌরসভা নির্বাচনে তিনি মেয়র নির্বাচিত হন। মেয়র অফিসে একজন কর্মচারী নিয়োগে এলাকার প্রভাবশালী এক রাজনৈতিক নেতার সুপারিশ তিনি গ্রহণ করেননি। যোগ্যতম প্রার্থীকে তিনি কর্মচারী নিয়োগ দেন। এতে করে জনাব চৌধুরীর গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পায়। *[রা. বো. '১৬ ∎ প্রশ্ন নং ৫]*

ক. নাগরিকের কর্তব্যকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? ১

খ. তথ্য অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব চৌধুরীর ভূমিকায় কোন ধরনের কর্তব্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব চৌধুরীর কর্তব্য পালনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিকের কর্তব্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য।

খ তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মানবাধিকার। রাষ্ট্রের বিধানাবলি সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে তথ্য অধিকার বলে।

আইনানুগ কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, কর্মসূচি, দাপ্তরিক নথিপত্র, আর্থিক সম্পদের বিবরণ ইত্যাদিকে তথ্য বলা হয়। প্রত্যেক নাগরিকেরই তথ্য জানার এবং

জানানোর অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করে। এ আইনটি সাংবাদিক, গবেষক, মানবাধিকারকর্মী, সমাজসেবকসহ নাগরিক সমাজের উপকারে আসছে এবং কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সবমহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব চৌধুরীর ভূমিকায় একজন নাগরিক বা রাজনীতিবিদ হিসেবে তার নৈতিক ও আইনগত উভয় ধরনের কর্তব্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করাই প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। রাষ্ট্রের নাগরিকদের নৈতিক ও আইনগত এ দু'ধরনের কর্তব্য পালন করতে হয়। নৈতিক কর্তব্য বলতে নাগরিকের সেসব দায়িত্ব পালন করাকে বোঝায়, যেগুলো ব্যক্তি বা সমাজের নীতিবোধ ও বিবেকবোধের ওপর নির্ভরশীল। নৈতিক কর্তব্য পালন না করলে রাষ্ট্র থেকে শাস্তি পেতে হয় না। দরিদ্রকে সাহায্য করা, সন্তানকে শিক্ষা দান, রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ইত্যাদি নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য। অপরদিকে, যেসব কর্তব্য রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত সেগুলোকে আইনগত কর্তব্য বলা হয়। এ সব কর্তব্য ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র প্রদত্ত শাস্তি ভোগ করতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, নিয়মিত কর প্রদান করা, আইন মেনে চলা ইত্যাদি আইনগত কর্তব্য। আইনগত কর্তব্য রাষ্ট্র ও নাগরিকের কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক।

উদ্দীপকের জনাব চৌধুরীও তার ভূমিকায় নৈতিক ও আইনগত কর্তব্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কর্মচারী নিয়োগে এলাকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার সুপারিশ গ্রহণ না করে নৈতিক কর্তব্য পালন করেছেন। আর যোগ্যতম প্রার্থীকে কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে আইনগত কর্তব্য পালন করেছেন।

ঘ হ্যাঁ, জনাব চৌধুরীর কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে— এ কথাটির যথার্থতা রয়েছে।

অধিকার ও কর্তব্য একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। অধিকার ভোগ করলে যেমন কর্তব্য পালন করতে হয়, তেমনি একজন নাগরিকের কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে অন্যের অধিকার সুরক্ষিত হয়।

কর্তব্যবিহীন লাগামছাড়া অধিকার ভোগ করলে তা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে। তাই মানুষ যখন কিছু অধিকার ভোগ করে, তখন তাকে কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। এর ফলে অন্যান্য মানুষের অধিকার সুরক্ষিত হয় এবং সামাজিক ভারসাম্য বজায় থাকে।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব চৌধুরীর নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য হলো, কোনো ধরনের স্বজনপ্রীতি বা সুপারিশকে উপেক্ষা করে সৎ, যোগ্য ও উপযুক্ত প্রার্থীকে কর্মে নিয়োগ প্রদান। আবার জনগণের সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিয়োগপ্রাপ্ত হবার এবং জীবিকা নির্বাহ করার। উদ্দীপকের জনাব চৌধুরীর আচরণেও নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য পালনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি নৈতিকতা বিরোধী কাজ করেননি। এ কারণে বলা যায়, জনাব চৌধুরীর কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে জনগণের অধিকার রক্ষিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ কোনো প্রশাসনিক কর্মকর্তা গণমাধ্যম কর্মীদের তথ্য না দিলে তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। "তথ্য নেবো, তথ্য দেবো, দেশ গড়ায় অংশ নেবো" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবারের তথ্য অধিকার সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে মন্ত্রী আরো বলেন, গণমাধ্যম কর্মীরা নাগরিকদের পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ করলে গণমাধ্যম উপকৃত ও শক্তিশালী হয়। ফলে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার মানদণ্ডে গণতন্ত্রও উন্নত হয়। *[দি. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৩]*

ক. মানবাধিকার কাকে বলে? ১

খ. নাগরিকদের কেন কর্তব্য পালন করা উচিত? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া না দিলে তথ্য অধিকার আইনে কী প্রতিকার রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, ২০১৫ সালের তথ্য অধিকার সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয়টি তথ্য অধিকার আইনের সুফল ভোগে সহায়ক হবে? মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

খ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গতিশীল ও ন্যায়ানুগ করার জন্য নাগরিকদের কর্তব্য পালন করা উচিত।

রাষ্ট্রে নাগরিকদের কর্তব্য পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের কর্তব্য পালনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকার ভোগের পাশাপাশি কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। রাষ্ট্র ও সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা কেবল কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই সম্ভব। তাছাড়া রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার পেতে হলে নাগরিককে কর্তব্য পালন করতে হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া না দিলে অর্থাৎ, কোনো প্রশাসনিক কর্মকর্তা গণমাধ্যম কর্মীদের তথ্য সরবরাহ না করলে তথ্য অধিকার আইনে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করা যাবে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪ অনুসারে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। কোনো নাগরিক তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে আপিল ও অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল আবেদন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেবেন অথবা তথ্য প্রাপ্তির আবেদন বিবেচনাযোগ্য না হলে আপিল আবেদনটি খারিজ করে দেবেন। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশন এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে অভিযোগ গ্রহণ এবং অনুসন্ধান করবেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগের দিন থেকে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০ টাকা হারে জরিমানা আরোপ করবেন। তবে এই জরিমানা কোনোভাবেই ৫০০০ টাকার বেশি হবে না। আবার কমিশন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উল্লিখিত জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাজ অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ করবেন। এই ধারার অধীনে কোনো জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কোনো প্রশাসনিক কর্মকর্তা গণমাধ্যম কর্মীদের তথ্য না দিলে তথ্যমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। এর আলোকে তথ্য চেয়ে না পেলে আইনি প্রতিকার কী হবে তাই উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ তথ্য অধিকার সপ্তাহের প্রতিপাদ্য অর্থাৎ "তথ্য নেবো, তথ্য দেবো, দেশ গড়ায় অংশ নেবো"—বিষয়টি তথ্য অধিকার আইনের সুফল ভোগের সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন নাগরিক জীবনে বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই আইনের ফলে সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষগুলো নাগরিককে আবেদন সাপেক্ষে তথ্য প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এই আইনের মাধ্যমে জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি চাকরি, প্রশাসন ও মামলা মোকদ্দমা, স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে দুর্নীতির মাত্রা কমেছে। নাগরিকরাও নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। এই আইন সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তা বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, ২০১৫ সালের তথ্য অধিকার সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার, তথ্য সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তব্য এবং উভয় পক্ষের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার কথা রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। তথ্যের অবাধ সরবরাহের সাথে দুর্নীতি হ্রাসের সম্পর্ক বিদ্যমান। আর দুর্নীতি হ্রাস করা গেলে দেশের উন্নয়নের কাজ সহজ হয়।

পরিশেষে বলা যায়, নাগরিকের পক্ষ থেকে সক্রিয়ভাবে তথ্য চেয়ে আবেদন করা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দ্রুত সে আবেদনে সাড়া দেওয়া ও সবাই মিলে দেশগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করা অবশ্যই তথ্য অধিকার আইনের সুফল ভোগের সহায়ক হবে। সব পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া আইনটি কোনো কাজে আসবে না।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জনাব রুহুল আমীন এক পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন। পুত্র সাজ্জাদ পিতার মৃত্যুর পর দুই কন্যা আমেনা ও ইরাকে সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করে। আমেনা ও ইরা বাধ্য হয়ে ভাই সাজ্জাদের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলার রায়ে আমেনা ও ইরা সম্পত্তির অধিকার লাভ করে। সাজ্জাদ তার ভুল বুঝতে পেরে বোনদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। *[কু. বো. '১৬ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. স্বাধীনতা কী? ১

খ. বিধিবিধান বা নিয়ম-কানুনকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'সম্পত্তির অধিকার' কোন ধরনের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত? এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাজ্জাদের কর্মকাণ্ড কোন ধরনের অধিকারের পরিপন্থী? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই স্বাধীনতা।

খ বিধিবিধান বা নিয়ম-কানুনকে আইন বলে।

আইন ফারসি শব্দ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Law, যা টিউটনিক মূল শব্দ lag থেকে এসেছে। এর অর্থ স্থির বা অপরিবর্তনীয় এবং সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সমাজজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সুস্থ জীবনযাপনের জন্য মানুষকে রাষ্ট্রপ্রদত্ত বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এসব বিধি-নিষেধ বা নিয়ম-কানুনই আইন। রাষ্ট্র আইন তৈরি করে, অনুমোদন দেয় এবং বলবৎ করে। আইনের মাধ্যমে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তা ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয়। আইনের মূলকথা হলো, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান।

গ 'সম্পত্তির অধিকার' সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

যেসব অধিকার নাগরিকের সভ্য জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য তাকে সামাজিক অধিকার বলে। মানুষের জীবন রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন সামাজিক অধিকার প্রয়োজন। এসব অধিকারের সহায়তায় নাগরিকরা তাদের সম্ভাবনা ও ব্যক্তিত্বের সদ্ব্যবহার করে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পিতার মৃত্যুর পর দুই বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা হলে তা শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়। আদালতের রায়ে দুই বোন তাদের পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ পায়, যা অন্যতম সামাজিক অধিকার। স্থান, কালভেদে সামাজিক অধিকারগুলো বিভিন্ন প্রকারের হলেও এর মধ্যে কতগুলো রয়েছে মৌলিক। যেমন- ব্যক্তি স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রে বসবাস করবে। কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখা বা শাস্তি দেওয়া যাবে না। প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন চিন্তা, মত প্রকাশ এবং আইন ও সংবিধান মেনে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার অধিকার রয়েছে। তবে এই মতপ্রকাশ যেন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষ আইনের চোখে সমান থাকবে। সবাই সমান আইনগত সুবিধা ভোগ করবে। এছাড়া প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। এগুলো ছাড়াও অন্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অধিকারগুলো হলো- চলাফেরার অধিকার, চুক্তি করার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার, খ্যাতি বা সম্মান লাভের অধিকার ইত্যাদি।

ঘ উদ্দীপকের সাজ্জাদের কর্মকাণ্ড ব্যক্তির আইনগত অধিকারের পরিপন্থী।

অধিকারকে প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা— নৈতিক ও আইনগত অধিকার। রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত ও অনুমোদিত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলে। আইনগত অধিকারের পেছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব রয়েছে। এই অধিকার ভঙ্গকারীকে রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া যায়।

আইনগত অধিকারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার।

যে সব অধিকার নাগরিকের সভ্য জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক তাকে সামাজিক অধিকার বলে। মতামত প্রকাশ, ধর্ম চর্চা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা প্রভৃতি সামাজিক অধিকার। রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের জন্য রাষ্ট্র ও সরকার যে সব অধিকার সংরক্ষণ করে তাকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। স্থায়ীভাবে বসবাস করা, নির্বাচন করা, সরকারি চাকরি লাভ ইত্যাদি রাজনৈতিক অধিকার। এছাড়া জীবনধারণ ও জীবনকে উন্নত করার জন্য রাষ্ট্র যে সব আর্থ-সামাজিক অধিকার প্রদান করে তাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভ প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকার।

উদ্দীপকের সাজ্জাদ পিতার মৃত্যুর পর বোনদের সম্পত্তির ভাগ দিতে অস্বীকার করেছিল। তারা মামলা করে সম্পত্তির অংশ পায়। অধিকারের ধরনের ভিত্তিতে বলা যায়, সাজ্জাদ তার বোনদের অন্যতম আইনগত অধিকার 'সামাজিক অধিকার' থেকে বঞ্চিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৭ লোকমান সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। তিনি নিয়মিত কর প্রদান করে থাকেন। ব্যবসায়ে তার দীর্ঘদিনের সুনাম থাকায় এলাকার ব্যবসায়ীরা তাকে নেতা নির্বাচিত করেছেন। অপরদিকে, তার বন্ধু ফজলুল হক নিয়মিত কর প্রদান করেন না। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফটকা কারবারে লাগান। লোকমান সাহেব নিষেধ করলেও তিনি শোনেন না। *[চ. বো. '১৬ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস কবে? ১

খ. আইন প্রণয়ন কোন বিভাগের প্রধান কাজ? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. নাগরিক হিসেবে লোকমান সাহেবের কর্মকাণ্ড কীসের পরিচয় বহন করে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ফজলুল হকের ভূমিকা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক— মতামত দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ১০ ডিসেম্বর।

খ আইন প্রণয়ন আইন বিভাগ বা আইনসভার প্রধান কাজ।

আধুনিক যুগে আইনের প্রধান উৎস হলো আইনসভা। রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আলোকে দেশ পরিচালনা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আইনসভা জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইন সংশোধন ও অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল করে থাকে। এছাড়া আইনসভা সরকারের শাসন সংক্রান্ত নীতিমালা নির্ধারণ করে। আইনসভার প্রণীত আইনের মাধ্যমেই শাসনকাজ পরিচালিত হয়।

গ নাগরিক হিসেবে লোকমান সাহেবের কর্মকাণ্ড কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় বহন করে।

কর্তব্য বলতে করণীয় কাজ বোঝায়। কর্তব্য পালন করা নাগরিকের দায়িত্ব। আর আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে নাগরিক কর্তব্য বলে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

https://teachingbd24.com

আধুনিক রাষ্ট্রগুলো নাগরিক কল্যাণের জন্য বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। এ উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়ভারের মূল উৎস হলো নাগরিক প্রদত্ত কর। তাই রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের নিয়মিত কর প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। উদ্দীপকের সৎ ব্যবসায়ী লোকমান সাহেবও নিয়মিত কর প্রদান করেন। সুতরাং বলা যায়, লোকমান সাহেবের কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের লোকমান সাহেবের বন্ধু ফজলুল হকের ভূমিকা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক—এ বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত।

নাগরিক হিসেবে মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি যেসব দায়িত্ব পালন করে তাই কর্তব্য। এর মধ্যে অর্থনৈতিক কর্তব্য অন্যতম। নিয়মিত কর প্রদান, সৎভাবে ব্যবসা অর্থনৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত, যা ফজলুল হক সাহেব পালন করেন নি। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যেমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তাদেরকে কিছু কর্তব্যও পালন করতে হয়, যা রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুন্দর করে তোলে। একজনের অধিকার বলতে অন্যের কর্তব্য পালনকে বোঝায়। যেমন— ভোট ব্যক্তির অধিকার, আর ভোটাধিকার প্রয়োগ তার কর্তব্য। শিক্ষা ব্যক্তির অধিকার, আর সন্তানকে শিক্ষিত করা তার কর্তব্য। আবার প্রত্যেকের যেমন বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তেমনি তার কর্তব্য হলো অন্যের জীবননাশের চেষ্টা না করা।

উদ্দীপকের ফজলুল হক কর ফাঁকি দিয়ে এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফটকা ব্যবসা করে রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন। আমরা জানি, নাগরিক প্রদত্ত করের টাকা দিয়েই সরকার রাষ্ট্রীয় কাজগুলো সম্পাদন করে। নাগরিকরা যদি স্বেচ্ছায় ও যথাসময়ে কর প্রদান না করে তাহলে রাষ্ট্রের কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হবে। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সবসময় নাগরিককে ন্যায়সঙ্গত অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারবে না। ফলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন বা অগ্রযাত্রা থেমে যাবে। এছাড়া ফজলুল হক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যে ফটকা ব্যবসা করছেন, তাও নৈতিকতাবিরোধী।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ফজলুল হকের ভূমিকা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মি: ইকবাল ও মাহমুদ হোসেন দুই বন্ধু। এরা বাংলাদেশের নাগরিক। মি: ইকবাল রাষ্ট্রের প্রতি তার করণীয় সম্পর্কে সচেতন। তিনি নির্বাচনে ভোটদানের পাশাপাশি নিয়মিত কর প্রদান করেন। কিন্তু মাহমুদ হোসেন এসব বিষয়ে উদাসীন। সম্প্রতি তিনি তার প্রতিবেশীকে প্রহার করায় আদালত কর্তৃক শাস্তি ভোগ করেছেন। *[কু. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৬]*

ক. অধিকার বলতে কী বোঝ? ১

খ. সরকারের যে বিভাগ দেশ পরিচালনা করে তার দুটি কাজ সম্পর্কে লেখ। ২

গ. মি: ইকবাল-এর কর্মকাণ্ড তোমার পঠিত যে বিষয়টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মাহমুদ হোসেনের কর্মকাণ্ড সুনাগরিকতার অন্তরায়— তুমি কি একমত? যুক্তিসহ লেখ। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা।

খ সরকারের শাসন বিভাগ দেশ পরিচালনা করে। শাসন বিভাগের দুটি কাজ হলো- অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা এবং সামরিক কার্যাবলি।

শাসন বিভাগের প্রধান কাজ হলো দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও জনজীবনের নিরাপত্তা প্রদান করা। এছাড়া দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার গুরু দায়িত্ব শাসন বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয় নিয়োগ, পদোন্নতি কিংবা বহিষ্কারের কাজটি করেন।

গ সৃজনশীল ১৭ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৯ রোকেয়া একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাস করেছেন। বাবা-মা রোকেয়ার পছন্দের পাত্রের সাথে তার বিয়ে দেন। বিয়ের পর রোকেয়া একটি স্কুলে চাকরি নেন। কিন্তু তার স্বামী তাকে কিছুতেই চাকরি করতে দিতে রাজি নন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত রোকেয়া স্বামীর সিদ্ধান্ত মেনে নেন। *[চ. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বাংলাদেশের আইনসভা পরিচালনা করেন কে? ১

খ. একটি জাতিকে অন্য একটি জাতি থেকে আলাদা ভাবাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রোকেয়া যে ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তা বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. রোকেয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে কোন কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমাজে এর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইনসভা পরিচালনা করেন স্পিকার।

খ একটি জাতিকে অন্য একটি জাতি থেকে আলাদা ভাবাকে জাতীয়তা বলে।

জাতীয়তা হচ্ছে একটি মানসিক ধারণা। জাতীয়তার ইংরেজি প্রতিশব্দ Nationality, যা ল্যাটিন Natus শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ জন্ম বা বংশ। সুতরাং বলা যায়, একই ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, বংশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক সান্নিধ্যতার সূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টি যখন নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে আলাদা মনে করে তখন এটা সেই জনসমষ্টির জাতীয়তা।

গ সৃজনশীল ৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২০ জনাব হাসিব ও রিয়াজ দু'জনেই একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বসবাস করেন। দু'জনেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেন। তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করছে রাষ্ট্র। তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও মত প্রকাশ করতে পারেন। জনাব রিয়াজ সর্বদা রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকেন। তিনি নিয়মিত কর, খাজনা পরিশোধ করেন। তিনি নিজে সততার সাথে ভোট প্রদান করেন এবং অন্যদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কিন্তু হাসিব এসব বিষয়ে উৎসাহবোধ করেন না। *[সি. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ২]*

ক. অধিকার কী? ১

খ. স্বাধীনতার একটি রক্ষাকবচ বর্ণনা করো। ২

গ. জনাব হাসিবের এ উদাসীনতা কি রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব হাসিব ও জনাব রিয়াজকে কি সুনাগরিক বলা যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র স্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

খ স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এগুলোকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা হয়।

স্বাধীনতার একটি রক্ষাকবচ হচ্ছে আইন। এটি স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং তা সবার জন্য উন্মুক্ত করে। আবার আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা সবার কাছে সমভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

Teachingbd24.com

গ জনাব হাসিবের উদাসীনতা কর্তব্য পালনের বিপরীত বলে তা রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনবে না।

রাষ্ট্রে আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে নাগরিক কর্তব্য বলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদে নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যেমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তাদেরকে কিছু কর্তব্যও পালন করতে হয়, যা রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুন্দর করে তোলে। একজনের অধিকার বলতে অন্যের কর্তব্য পালনকে বোঝায়। যেমন- ভোট নাগরিকের অধিকার, আবার রাষ্ট্রের দিক থেকে দেখলে ভোটাধিকার প্রয়োগ নাগরিকের কর্তব্য। শিক্ষা ব্যক্তির অধিকার, আবার সন্তানকে শিক্ষিত করা তার কর্তব্য। প্রত্যেকের যেমন বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তেমনি তার কর্তব্য হলো অন্যের জীবননাশের চেষ্টা না করা। তাতে অন্যজনের বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষা পাবে।

উদ্দীপকের জনাব হাসিব স্বাধীনতা ভোগ করছেন ঠিকই, তবে তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনে উদাসীন। তার এ উদাসীনতা রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনবে না। তার কর্তব্যবিহীন অধিকার ভোগ ও কর্তব্যে উদাসীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এছাড়া এতে একজনের স্বাধীনতা অন্যের স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হবে এবং রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রিয়াজকে সুনাগরিক বলা যায়, তবে নাগরিক কর্তব্য পালনে অনীহার কারণে জনাব হাসিবকে সুনাগরিক বলা যাবে না।

রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক বুদ্ধিমান, বিবেকসম্পন্ন ও আত্মসংযমী তাদের সুনাগরিক বলা হয়। উদ্দীপকের জনাব হাসিব ও রিয়াজ দুজনেই স্বাধীন রাষ্ট্রে বসবাস করেন। দুজনেই রাষ্ট্রের ভেতরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেন ও রাষ্ট্রের দেওয়া নিরাপত্তা গ্রহণ করেন। এছাড়াও তাদের চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু দুইজনের মধ্যে শুধু জনাব রিয়াজ সর্বদা রাষ্ট্রের আইন মেনে চলেন, কর প্রদান করেন, সততার সাথে ভোট দেন ও অন্যদেরকেও ভোট দানে উৎসাহিত করেন। এই গুণগুলো শুধু জনাব রিয়াজের ক্ষেত্রেই নয়, বরং সব বিবেক বোধসম্পন্ন নাগরিকের মধ্যেই থাকে। এই গুণগুলো চর্চার মাধ্যমে একজন নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্য পালন করতে পারেন। পাশাপাশি তারও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। রিয়াজের মতো বিবেকবান মানুষ একদিকে যেমন রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করেন, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন এবং ন্যায়ের পক্ষে থাকেন। অপরদিকে, জনাব হাসিব কর্তব্য পালনে উদাসীন। তিনি কেবল রাষ্ট্রের অধিকার ভোগ করেন কিন্তু কোনো দায়িত্ব পালন করেন না। অর্থাৎ তিনি সুনাগরিক হবার শর্তাবলি পূরণ করেন না।

অতএব, উল্লিখিত কারণে জনাব রিয়াজকে সুনাগরিক বলা গেলেও জনাব হাসিবকে সুনাগরিক বলা যাবে না।

প্রশ্ন ▶ ২১ মি. ইকবাল ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ এবং স্থানীয় পত্রিকার মালিক। তার বন্ধু মি. হাবিব একজন সমাজকর্মী। মাঝে মাঝে সেমিনারে একজন নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে কী কী সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে তা নিয়ে তথ্য প্রদান করেন। তবে তিনি এটিও মনে করিয়ে দেন যে, কিছু দায়িত্ব পালন ছাড়া ঐ সুযোগ-সুবিধাগুলো দাবি করা যায় না।

[য. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৫]

ক. অধিকার কী? ১

খ. নৈতিক অধিকার কীভাবে সমাজকে দৃঢ় করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বন্ধুদ্বয় বিভিন্ন প্রকার অধিকার ভোগ করছেন— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. হাবিব এর বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা।

খ নৈতিক অধিকার বলতে আমরা সেসব অধিকারকে বুঝি যা মানুষের বিচারবুদ্ধি ও নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত। যেমন— ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাবার অধিকার, দুর্বলের বা দরিদ্রের সাহায্য পাবার অধিকার, সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভরণ-পোষণের অধিকার প্রভৃতি। নৈতিক অধিকারের পিছনে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা অনুমোদন থাকে না। এটা ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে না। তবে নৈতিক অধিকারের পিছনে সমাজের সমর্থন বিদ্যমান। কোন ব্যক্তি এ অধিকার ভঙ্গ করলে সমাজ কর্তৃক তার কাজের সমালোচনাই তার শাস্তি। নৈতিক অধিকার সামাজিক বন্ধনকে মজবুত করে।

গ উদ্দীপকে বন্ধুদ্বয়ের অধিকার ভোগের বিভিন্ন ক্ষেত্রের দ্বারা অধিকারের শ্রেণিবিভাগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা। অধিকার নৈতিক ও আইনগত এ দুই ধরনের হতে পারে। তবে আইনগত অধিকারই পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়। আইনগত অধিকার আবার তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা- সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. ইকবালের ব্যবসা, রাজনীতি ও পত্রিকার মালিকানার বিষয়গুলো দ্বারা যথাক্রমে আইনগত অধিকার হিসেবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে, মি. হাবিবের সমাজকর্মী হিসেবে কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও সভা-সমিতি গঠন করার দিকগুলো ফুটে উঠেছে, যা সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ রাবেয়া একজন পোশাক কর্মী। রাবেয়াসহ তার অন্য সহকর্মীরা দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে হঠাৎ মালিকপক্ষ তার প্রতিষ্ঠানে পুরুষ শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করলেও নারী শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করেনি। এ ঘটনায় রাবেয়া বিক্ষুব্ধ নারী শ্রমিকদের সংগঠিত করে প্রতিবাদ করলে মালিকপক্ষ রাবেয়ার ওপর চড়াও হয়। এক পর্যায়ে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয় এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। এতে রাবেয়ার পরিবারে অন্ধকার নেমে আসে। *[ব. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৫]*

ক. আইন কী? ১

খ. মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় নারী শ্রমিকরা কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে তুমি মনে কর? ৩

ঘ. রাবেয়ার প্রতি মালিকপক্ষের আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে? যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন বলতে সমাজস্বীকৃত এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে অনুমোদিত নিয়ম-কানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ মানুষ হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

যে কোনো ধরনের নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। মানবাধিকার বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সভ্য সমাজে স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। জীবন ধারণ করা, ন্যায়বিচার পাওয়া, অবাধ ও মুক্ত চিন্তা, মতপ্রকাশ ও প্রতিবাদের অধিকার ইত্যাদি মানবাধিকার। জাতি, ধর্ম,বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে মানবাধিকারগুলো এক ধরনের হয়ে থাকে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে। এ মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্বজুড়ে জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি যাচাই করা যেতে পারে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় নারী শ্রমিকরা অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে আমি মনে করি।

যে অধিকার ব্যক্তিকে অভাব, দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে, অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে তাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। অর্থনৈতিক অধিকার না থাকলে নাগরিকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ২০(১) অনুচ্ছেদে বলা আছে, "কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং 'প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।"

উদ্দীপকে আমরা দেখি, রাবেয়া একজন পোশাক কর্মী। সে এবং তার নারী সহকর্মীরা দীর্ঘদিন বেতন বাড়ানোর দাবি জানালেও মালিকপক্ষ তাদের বেতন না বাড়িয়ে কেবল পুরুষ শ্রমিকদের বেতন বাড়ায়। যার কারণে রাবেয়াসহ অন্যান্য নারী কর্মী আন্দোলন করলে মালিকপক্ষ রাবেয়াকে চাকরিচ্যুত করে এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে পুলিশে দেয়।

অতএব, উল্লেখিত সংবিধানের ধারা অনুযায়ী আমরা স্পষ্টই বলতে পারি, উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় নারী শ্রমিকরা অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ঘ রাবেয়ার প্রতি মালিকপক্ষের আচরণে অর্থনৈতিক অধিকার ও মানবাধিকারের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ পরিস্থিতি সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হতে পারে।

উদ্দীপকে রাবেয়াকে ন্যায্য মজুরি লাভ ও শ্রমিক সংঘ গঠনের মতো অর্থনৈতিক অধিকার থেকে সরাসরি বঞ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া তার ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার। জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে যে ৩০ টি ধারা রয়েছে তার মধ্যে (৩, ৮, ১৯, ২২-২৫) এই ধারাগুলির পরিপন্থী আচরণ করা হয়েছে রাবেয়ার সাথে। এই সব ধারায় যথাক্রমে জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা পাওয়া, মৌলিক অধিকার খর্ব হলে বিচার পাওয়া, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ, সামাজিক নিরাপত্তা লাভ, কর্মের অধিকার, পারিশ্রমিক লাভ ইত্যাদি অধিকারের কথা রয়েছে। অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়াও এসব অধিকার ভোগ করা থেকে রাবেয়াকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখানে মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসনের অভাব দেখা যায়।

উদ্দীপকের রাবেয়ার মতো নারী কর্মীদের প্রতি এমন আচরণে সমাজের অন্য নারীরাও ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার প্রতি নিরুৎসাহিত হতে পারে। তৈরি পোশাক খাতের বেশিরভাগ কর্মীই নারী। সুতরাং নারীরা কর্মক্ষেত্রে না এলে দেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা কমে যাওয়ায় সমাজে তার সার্বিক ক্ষমতায়নও পিছিয়ে যাবে। নারী-পুরুষ বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে। এটি সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাবেয়ার প্রতি মালিকপক্ষের আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।

প্রশ্ন ▶ ২৩ প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান সাহেব পেশাগত কাজে সুইডেন ও নরওয়ে গিয়েছিলেন। এসব দেশের নাগরিকদের অধিকার সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। মাহমুদ সাহেব এর ধারণা একদিন পৃথিবীর সব দেশের মানুষই তাদের অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন। *[ঢাকা কলেজ। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. মানবাধিকার কী? ১

খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্যগুলো দেখাও। ৩

ঘ. 'অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত' উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

খ আইনের শাসন হলো রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিবিশেষ, যেখানে সরকারের সব কার্যক্রম আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং যেখানে আইনের স্থান সবকিছুর উর্ধ্বে।

ব্যবহারিক ভাষায় আইনের শাসনের অর্থ হলো, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার সর্বদা আইন অনুযায়ী কাজ করবে এবং রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতের মাধ্যমে সে তার প্রতিকার পাবে। আইনের চোখে সবাই সমান এবং কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান। মোট কথায় আইনের শাসন তখনই বিদ্যমান থাকে, যখন সরকারি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুশীলন আদালতের পর্যালোচনাধীন থাকে, যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সব নাগরিকের সমান।

গ মানবাধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারের তুলনামূলক কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়।

মানবাধিকার বলতে বিশ্বের নাগরিক হিসেবে নাগরিকগণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে সকল অধিকার ভোগ করে সেগুলোকে বোঝায়। আর মৌলিক অধিকার বলতে সেই সকল অধিকারকে বোঝায় যা সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত ও বলবৎযোগ্য। মানবাধিকারের উৎস হলো আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ। অপরদিকে, মৌলিক অধিকারের উৎস হলো সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধান। মানবাধিকারের রক্ষক হলো জাতিসংঘ। আর মৌলিক অধিকারের রক্ষক রাষ্ট্র এবং সংবিধান। মানবাধিকারের পরিধি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। আর মৌলিক অধিকারের পরিধি নিজ রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ। মৌলিক অধিকারের চেয়ে মানবাধিকারের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। জাতিসংঘভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র একই ধরনের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে এবং তা রক্ষা করতে বাধ্য। আর এক রাষ্ট্রের স্বীকৃত মৌলিক অধিকার অন্য রাষ্ট্র অপেক্ষা ভিন্নতর হতে পারে। মানবাধিকার আন্তর্জাতিক অধিকার। আর মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রীয় বা স্থানীয় অধিকার। মানবাধিকার বিকাশ লাভ করে আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকে। কিন্তু মৌলিক অধিকার বিকাশ লাভ করে রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ থেকে। মানবাধিকার কার্যকর করা সহজ নয়। পক্ষান্তরে মৌলিক অধিকার অনেকটা সহজে কার্যকর করা যায়।

মানবাধিকার অপেক্ষা মৌলিক অধিকার অনেকটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রে নিরাপত্তা বোধ না করলে মানবাধিকার বলে অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মৌলিক অধিকার ব্যক্তিকে সে সুযোগ প্রদান করে না। বস্তুত মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য লক্ষ করা গেলেও উভয়েরই উদ্দেশ্য ব্যক্তির কল্যাণ সাধন করা।

ঘ 'অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত'— উক্তিটি যথার্থ।

অধিকার ভোগ করলে কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- ভোটদান নাগরিকের অধিকার, ভোটাধিকার প্রয়োগ নাগরিকের কর্তব্য। একটি ভোগ করলে অন্যটি পালন করতে হয়। একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্য নির্দেশ করে। যেমন- আমার পথ চলার অধিকার আছে-এর অর্থ আমি পথ চলব এবং অন্যজনকেও পথ চলতে দেব। আবার, আমি যখন পথ চলব অন্যজনও আমাকে পথ চলার সুযোগ করে দেবে। এছাড়া তৃতীয়ত, আমরা রাষ্ট্র প্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করি। তার বিনিময়ে আমাদের কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই আমরা রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করি। এছাড়া সমাজের সদস্য হিসেবে আমরা শিক্ষা লাভের অধিকার ভোগ করি এবং সমাজের কল্যাণে আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন করি। শিক্ষা লাভ আমাদের অধিকার, অর্জিত শিক্ষা প্রয়োগ করা কর্তব্য।

মূলত অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, অধিকার কর্তব্যের মধ্যেই নিহিত।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৪ পৌরনীতির শিক্ষক হাফিজ বলেন, পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। পৌরনীতি নাগরিকের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করে। একজন নাগরিক যেমন অধিকার ভোগ করবে তেমনি সে কর্তব্য পালন করবে। অধিকার ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। ফলে নাগরিকের রাষ্ট্রীয় জীবন সুন্দর ও সার্থক হয়। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. তথ্য কমিশন মোট কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়? ১

খ. অধিকার বলতে কী বোঝায়? এটা কত প্রকার ও কী কী? ২

গ. একজন নাগরিকের কী কী কর্তব্য পালন করতে হয়? বইয়ের আলোকে লেখ। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর অধিকার ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথ্য কমিশন মোট তিন জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়।

খ অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

অধিকার প্রধানত দুই প্রকার। যথা– ১. নৈতিক অধিকার ও ২. আইনগত অধিকার।

আইনগত অধিকারকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো– (ক) সামাজিক অধিকার (খ) অর্থনৈতিক অধিকার ও (গ) রাজনৈতিক অধিকার। এছাড়া নাগরিকের সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিক অধিকার রয়েছে।

গ পাঠ্যবইয়ের আলোকে বলা যায়, একজন নাগরিককে বেশকিছু কর্তব্য পালন করতে হয়।

একজন নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। আইন শুধু নিজে মানলেই চলবে না, অন্যরাও যাতে আইন মেনে চলে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করাও নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। নির্বাচনে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সততা ও বিজ্ঞতার সাথে ভোট প্রদান করা উচিত। রাষ্ট্রের সেবা করা প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। রাষ্ট্র যদি কোনো নাগরিককে অবৈতনিক বিচারক বা জুরির দায়িত্ব প্রদান করে কিংবা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য পাঠায় তখন তার উক্ত দায়িত্ব পালন করা উচিত।

রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর বিভিন্ন কর আরোপ করে এ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। তাই নিয়মিত কর প্রদান করা নাগরিকের কর্তব্য। শিক্ষা ব্যতীত নাগরিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে না। তাই সন্তানদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা নাগরিকের কর্তব্য। এছাড়া পরিবার, সমাজ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নাগরিককে কর্তব্য পালন করতে হয়।

ঘ অধিকার ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে বলে আমি মনে করি।

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তাকে অধিকার বলা হয়। অধিকার হলো ব্যক্তির সেসব সুযোগ-সুবিধা যা উপভোগের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অধিকার হলো সমাজ জীবনের এমন কতগুলো শর্তাবলি যার অনুপস্থিতিতে কোনো মানুষের পক্ষে নিজস্বতা বা স্বকীয়তার প্রকাশ, বিকাশ বা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই সুসভ্য জীবনের সাথে নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অধিকার হলো রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধা যার মাধ্যমে মানুষ সাধারণভাবে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলেই অধিকারের উপভোগ অর্থবহ ও সার্থক হয়ে ওঠে।

নাগরিকের কর্তব্য বলতে রাষ্ট্রের প্রতি করণীয় কাজকে বোঝায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে হলে প্রত্যেক নাগরিককে অবশ্যই কিছু কাজ করতে হয়। অর্থাৎ অধিকার ভোগের বিনিময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে নাগরিকগণকে রাষ্ট্রের প্রতি যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে কর্তব্য বলে। আমরা যেমন রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার দাবি করি, রাষ্ট্র তেমনি আমাদের কাছ থেকে কিছু কর্তব্য বা দায়িত্ব পালন প্রত্যাশা করে। অর্থাৎ মানুষ যখন রাষ্ট্র সৃষ্ট অধিকার উপভোগের সুযোগ লাভ করে তখন তার ওপর রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বাধ্যবাধকতা এসে পড়ে। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করা নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ডা. করিম ইছাপুর গ্রামে বসবাস করেন। সমাজে তিনি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেন। তিনি তার সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. নাগরিকের কর্তব্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? ১

খ. মানবাধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ডা. করিমের ভোগ করা অধিকারগুলো কী ধরনের অধিকার? নিরূপণ করো। ৩

ঘ. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ডা. করিমের এরূপ কিছু অধিকার রয়েছে— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিকের কর্তব্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য।

খ মানুষ হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

যে কোনো ধরনের নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। মানবাধিকার বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সভ্য সমাজে স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। জীবন ধারণ করা, ন্যায়বিচার পাওয়া, অবাধ ও মুক্ত চিন্তা, মতপ্রকাশ ও প্রতিবাদের অধিকার ইত্যাদি মানবাধিকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে মানবাধিকারগুলো এক ধরনের হয়ে থাকে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে। এ মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্বজুড়ে জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি যাচাই করা যেতে পারে।

গ উদ্দীপকের ডা. করিমের ভোগ করা অধিকারগুলো সামাজিক অধিকারের অন্তর্গত।

সামাজিক অধিকার বলতে ব্যক্তির সে ধরনের অধিকারকে বোঝায়, যা সামাজিক জীবন যাপনের জন্য এবং জীবন সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। সামাজিক অধিকার উপভোগের মাধ্যমে ব্যক্তি তার অন্যান্য দিকের উন্নতি সাধন ছাড়াও ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাধন করতে সমর্থ হয়। জীবন রক্ষার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, চলাফেরা করার অধিকার, বিনা বিচারে আটক না থাকার অধিকার, সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার, সভা-সমিতির অধিকার, চুক্তি করার অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার, খ্যাতি লাভের অধিকার প্রভৃতি সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সমাজে সুখী ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক অধিকারগুলো ভোগ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ডা. করিম ইছাপুর গ্রামে বসবাস করেন। সমাজে তিনি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেন। তিনি তার সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন। যা অধিকারের শ্রেণি বিভাগসমূহের মধ্যে সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের ডা. করিম তার পেশা গ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রেও তার এরূপ আরও কিছু অধিকার রয়েছে।

রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক তার যোগ্যতা অনুযায়ী যেকোনো বৈধ পেশা গ্রহণ ও পরিবর্তন করতে পারে। কারণ আইনসংগত যেকোনো পেশা গ্রহণ করে বেঁচে থাকার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। কর্মের অধিকার ভোগের মাধ্যমেই মানুষ জীবিকা অর্জন করে। সুতরাং জীবিকা অর্জনে যারা উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পায়, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদেরকে বেকার ভাতা প্রদান করা উচিত। শুধু নাগরিকের কর্মসংস্থান হলেই চলবে না। নাগরিক যাতে কর্মসংস্থান থেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করতে পারে, রাষ্ট্রকে সে ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং বৈধ কর্মে নিযুক্ত হয়ে জীবনধারণ উপযোগী পারিশ্রমিক পাওয়া নাগরিকের অন্যতম অর্থনৈতিক অধিকার। কোনো কারণে নাগরিকের কর্মশক্তির হানি ঘটলে রাষ্ট্র ওই ব্যক্তিকে প্রতিপালন করবে। নাগরিকের এরূপ অধিকার থাকলে নিশ্চিন্তভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব।

প্রত্যেক নাগরিক অবকাশ যাপনের অধিকার ভোগ করবে। এ অধিকার ভোগের মাধ্যমেই নাগরিক পুনরায় নতুন উদ্দীপনায় কর্মে নিযুক্ত হতে পারে। সুতরাং নাগরিকের জন্য রাষ্ট্রকে অবকাশ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন : আমাদের বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারীগণ কয়েক বছর পর পর ভাতাসহ অবকাশ যাপন করে। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য নাগরিকগণ শ্রমিক সংঘ গঠন করতে পারবে। কর্মচারীদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে সংরক্ষণ করতে এ অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ডা. করিম পেশা গ্রহণ করার জন্য অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে এরূপ আরও কিছু অধিকার ভোগ করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ২৬ করিম একজন দরিদ্র মানুষ। তিনি ধর্মের বিধান অনুযায়ী জীবনযাপনের চেষ্টা করেন। নির্বাচনের সময় অত্যন্ত সততার সাথে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেন। তিনি মনে করেন, যোগ্য ব্যক্তি জনকল্যাণমূলক কাজ করবেন। *[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. আইন কী? ১

খ. মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের করিম কোন অধিকার ভোগ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'অধিকার কর্তব্য নির্দেশ করে' উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন বলতে সমাজস্বীকৃত এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে অনুমোদিত নিয়ম-কানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ মানুষ হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

যে কোনো ধরনের নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। মানবাধিকার বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সভ্য সমাজে স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। জীবন ধারণ করা, ন্যায়বিচার পাওয়া, অবাধ ও মুক্ত চিন্তা, মতপ্রকাশ ও প্রতিবাদের অধিকার ইত্যাদি মানবাধিকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে মানবাধিকারগুলো এক ধরনের হয়ে থাকে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে। এ মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্বজুড়ে জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি যাচাই করা যেতে পারে।

গ উদ্দীপকের করিম সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন।

সামাজিক অধিকার বলতে সেসব অধিকারকে বোঝায় যেগুলো সভ্য জীবনযাপন, জীবন সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য একান্ত অপরিহার্য। যেমন- জীবনধারণের অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার, ধর্মচর্চার অধিকার প্রভৃতি। অপরদিকে, রাজনৈতিক অধিকার হলো সেসব অধিকার যেগুলোর মাধ্যমে নাগরিকরা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। যেমন- ভোট প্রদানের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, করিম ধর্মের বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করেন, যা তার সামাজিক অধিকারকে নির্দেশ করে। কেননা ধর্মচর্চার অধিকার সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া তিনি নির্বাচনের সময় যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেন, যা তার রাজনৈতিক অধিকারকে নির্দেশ করে। কারণ ভোটদান রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার পরস্পর পৃথক নয়, বরং একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের করিম সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন।

ঘ 'অধিকার কর্তব্য নির্দেশ করে— উক্তিটি যথার্থ।

অধিকার ভোগ করলে কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- ভোটদান নাগরিকের অধিকার, ভোটাধিকার প্রয়োগ নাগরিকের কর্তব্য। একটি ভোগ করলে অন্যটি পালন করতে হয়। একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্য নির্দেশ করে। যেমন- আমার পথ চলার অধিকার আছে-এর অর্থ আমি পথ চলব এবং অন্যজনকেও পথ চলতে দেব। আবার, আমি যখন পথ চলব অন্যজনও আমাকে পথ চলার সুযোগ করে দেবে। আমরা রাষ্ট্র প্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করি। তার বিনিময়ে আমাদের কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই আমরা রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করি। সমাজের সদস্য হিসেবে আমরা শিক্ষা লাভের অধিকার ভোগ করি এবং সমাজের কল্যাণে আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন করি। শিক্ষা লাভ আমাদের অধিকার, অর্জিত শিক্ষা প্রয়োগ করা কর্তব্য।

মূলত অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, অধিকার কর্তব্য নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ রফিক স্টুডেন্ট ভিসায় জাপানে গেছে। সে সেখানে নিজ দেশের ন্যায় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পায় না। কিছুদিন আগে সে ছুটি কাটাতে দেশে এসেছে। তার গ্রামে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হচ্ছে। সে এখানে ভোট দিতে পারবে। সে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে খুবই সচেতন। রফিক জানে যে, একজন নাগরিককে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। *[টিংগী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. অধিকার বলতে কী বোঝ? ১

খ. মৌলিক অধিকার কাকে বলে? ২

গ. একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি রফিকের কর্তব্য কী কী হওয়া উচিত বলে মনে করো? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত একজন নাগরিককে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হয়— রফিকের এ অনুভূতির মূল্যায়ন করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

খ মৌলিক অধিকার হচ্ছে সেসব অধিকার যা রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত ও বলবৎযোগ্য থাকে।

মৌলিক অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে আদালতের মাধ্যমে তার অধিকার ফেরত পেতে পারে। এক্ষেত্রে আদালত রায়ের মাধ্যমে সরকারকে ঐসব বঞ্চিত ব্যক্তিদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার হুকুম দিতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

গ একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি রফিকের সব ধরনের কর্তব্য পালন করা উচিৎ বলে আমি মনে করি।

একজন নাগরিক সর্বপ্রথম যে কর্তব্যটি পালন করবে সেটি হলো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শের অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শের প্রতি অনুগত হওয়া এবং রাষ্ট্রের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের

Teachingbd24.com

পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আইন শুধু নিজে মানলেই চলবে না, সকলে যাতে আইন মেনে চলে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনা ও নাগরিকের অধিকার এবং স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রচুর অর্থের দরকার হয়। সরকার নাগরিকদের ওপর কর ধার্য করে এই অর্থের বিরাট অংশ সংগ্রহ করে। তাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত কর নিয়মিতভাবে ও যথাসময়ে পরিশোধ করা। সততার সাথে ভোটদান করা নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্য। সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সরকার গঠিত হলে জনগণের সার্বিক কল্যাণ হবে। প্রত্যেক নাগরিকের নিজে শিক্ষা অর্জন করা এবং সন্তানদের শিক্ষা প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। কেননা, শিক্ষিত নাগরিক তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। রাষ্ট্রের সেবা করা প্রত্যেক নাগরিকের আবশ্যিক কর্তব্য। রাষ্ট্রের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে রাষ্ট্রের প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সেবা করে নাগরিক তার কর্তব্য পালন করবে। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য সংবিধান মান্য করা। সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক বিধি-বিধানের সমষ্টি যা একটি দেশের সর্বোচ্চ আইন। সমাজকে সুন্দর ও উন্নত করে গড়ে তোলার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বজায় রাখা নাগরিকের কর্তব্য।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রফিক দেশে ফিরে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। তাই তার যেমন রাষ্ট্রের প্রতি অধিকার রয়েছে। তেমনি উপরিউক্ত কর্তব্যগুলোও পালন করা উচিৎ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত "একজন নাগরিকের অধিকার ভোগের পাশাপাশি কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হয়।"— রফিকের এই অনুভূতিটি যথার্থ।

অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অধিকারের কথা উচ্চারণের সাথে সাথে কর্তব্যের বিষয়টিও স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়। রাষ্ট্রের নিকট থেকে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট থেকে অধিকার পাওয়ার বিনিময়ে কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। আবার এমনও নয় যে, অধিকার পাওয়ার জন্য কর্তব্য পালন করতে হয়। বিষয়টি হলো অধিকার পাওয়ার জন্য যে পথ দিয়ে যেতে হয় সেই পথ হলো কর্তব্যের পথ।

রাষ্ট্রের নিকট নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে, অনুরূপ রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে। কর্তব্য পালন ব্যতীত শুধু অধিকার ভোগ করা প্রত্যাশিত নয়। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই নাগরিক অধিকার উপভোগ করা যায়। আর রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। তাই বলা যায় অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। নাগরিকরা রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে। তার বিনিময়ে তাদের কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন— রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করা যায়। সমাজের সদস্য হিসেবে শিক্ষালাভের অধিকার এবং সমাজের কল্যাণে আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন করা নাগরিকের কর্তব্য।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য সমাজবোধ থেকে উৎপত্তি লাভ করে। তাই অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে রফিকের অনুভূতি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৮ 'ক' ও 'খ' পাশাপাশি দুটি রাষ্ট্র। সম্প্রতি 'খ' দেশের একটি গোষ্ঠী ও সেনাবাহিনী সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন করেছে। উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা আত্মরক্ষার্থে 'ক' দেশে আশ্রয়ের জন্য আসলে মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দেয়। তারা এখন কোনো দেশের নাগরিক নয়।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা; ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫]

ক. বিশ্ব মানবাধিকার দিবস কবে পালিত হয়? ১

খ. মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে কোন কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর 'খ' রাষ্ট্রের আচরণ মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয়।

খ মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দুটি পার্থক্য হলো—

মৌলিক অধিকারের উৎস হলো রাষ্ট্রের সংবিধান। অপরদিকে, মানবাধিকারের উৎস হলো জাতিসংঘ। এছাড়া মৌলিক অধিকার বিকাশ লাভ করে রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ থেকে। কিন্তু মানবাধিকার বিকাশ লাভ করে আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার তথা মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত।

সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য একজন মানুষের যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রয়োজন তাই মানবাধিকার। আর নাগরিক হিসেবে যেসব অধিকার ছাড়া ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে সামাজিক জীবন-যাপন করতে পারে না সেগুলোকে সামাজিক অধিকার বলা হয়। এ অধিকার মানুষের জীবন রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। স্বাধীনভাবে জীবনধারণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, যথাযথ শিক্ষা লাভ, আইনের চোখে সমানাধিকার প্রভৃতি সামাজিক অধিকার। আবার রাষ্ট্রীয় কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের জন্য নাগরিকরা যে সব অধিকার লাভ করে তা রাজনৈতিক অধিকার। এ অধিকার ভোগের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। ভোট দান, নির্বাচন করা, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা, সরকারি চাকরি লাভ প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকার। অর্থনৈতিক অধিকার হলো অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়ে একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা লাভ। কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভ, অবকাশ লাভ প্রভৃতি এধরনের অধিকার।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে 'খ' দেশের একটি গোষ্ঠী ও সংস্থা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন করছে। ফলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার; সর্বোপরি মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৯ একটি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে উক্ত কলেজের শিক্ষক জনাব হামিদুল ইসলাম বলেন, তোমরা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ। তোমরা যেমন রাষ্ট্রের কাছে অনেক কিছু আশা কর তেমনি রাষ্ট্রও তোমাদের কাছে আশা করে। অনেক সময় আমাদেরকে আমাদের দেশের জন্য, সমাজের জন্য অনেক কাজ করতে হয়। তবে কোনো কাজই যেন অন্যের অধিকার নষ্ট না করে। তিনি সবশেষে বলেন, মানুষের কিছু অবশ্য করণীয় কর্তব্য আছে।

[নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ১]

ক. মানবাধিকার কী? ১

খ. "অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর পরিপূরক"- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কলেজের ছাত্রদের অনুষ্ঠানে শিক্ষক যে ধারণার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. শিক্ষক হামিদুল ইসলামের সর্বশেষ উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

খ অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক।

রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে হলে নাগরিককে কতগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্যকে বোঝায়। প্রত্যেকটি নাগরিক অধিকার এক একটি নাগরিক কর্তব্য। কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার সুনিশ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভোটদান হলো অধিকার এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ হচ্ছে কর্তব্য। অর্থাৎ কর্তব্য পালনের মধ্যেই অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা নিহিত। অতএব বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে কলেজের ছাত্রদের অনুষ্ঠানে শিক্ষক জনাব হামিদুল ইসলাম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য ধারণার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

অধিকার হলো সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত এবং রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। আর রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে কর্তব্য বলে। অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক। রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে হলে নাগরিককে কতগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্যকে বোঝায়। প্রত্যেকটি নাগরিক অধিকার এক একটি নাগরিক কর্তব্য। কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার সুনিশ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভোটদান হলো অধিকার এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ হচ্ছে কর্তব্য। অর্থাৎ কর্তব্য পালনের মধ্যেই অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা নিহিত।

উদ্দীপকের শিক্ষক কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বলেন, রাষ্ট্রের কাছে ছাত্ররা যেমন অনেক কিছু আশা করে তেমনি রাষ্ট্রও তাদের কাছে আশা করে। অনেক সময় আমাদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অনেক কাজ করতে হয়। উদ্দীপকে শিক্ষকের বক্তব্যে রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত ছাত্রদের অধিকার এবং রাষ্ট্রের প্রতি ছাত্রদের করণীয় বা কর্তব্যকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ শিক্ষক তার বক্তব্যে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ক ধারণার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

ঘ শিক্ষক জনাব হামিদুল ইসলামের সর্বশেষ উক্তিটি হলো 'মানুষের কিছু অবশ্য করণীয় কর্তব্য আছে।' উক্তিটি যথার্থ।

অধিকার ভোগের বিনিময়ে রাষ্ট্রের কল্যাণে নাগরিকদের যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে কর্তব্য বলে। নাগরিক কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন শান্তিপূর্ণ ও গৌরবময় হয়। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যেমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তাদেরকে কিছু কর্তব্যও পালন করতে হয়। এসব কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি। আবার একজনের অধিকার বলতে অন্যের কর্তব্য পালনকে বোঝায়। যেমন- শিক্ষা ব্যক্তির অধিকার, আর সন্তানকে শিক্ষিত করা তার কর্তব্য।

নাগরিকরা অধিকার ভোগের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করে থাকে। কেউ যদি অধিকার ভোগ করতে চায় তবে তাকে কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই তা করতে হবে। শুধু অধিকার ভোগ করে কর্তব্য পালন না করে তা হবে স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ কল্যাণের অংশীদার। রাষ্ট্রের সংবিধান মান্য করা, নিয়মিত কর প্রদান, জাতীয় সম্পদ রক্ষা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, যোগ্য প্রার্থীকে ভোট প্রদান ইত্যাদি প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। রাষ্ট্রস্বীকৃত অধিকারগুলো ভোগ করার কারণে নাগরিকরা এসব কর্তব্য পালন করে থাকে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার ভোগের পাশাপাশি নাগরিকদের রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য কর্তব্য পালন করতে হয়। অর্থাৎ উদ্দীপকের শিক্ষক হামিদুল ইসলামের সর্বশেষ উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৩০ জনাব করিম একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। দেশে তার প্রতিটি শিল্প কারখানায় শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি প্রতিবছর নিয়মিত কর প্রদান করেন। কিন্তু তার বন্ধু সাকিব বড় ব্যবসায়ী হলেও শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ না করে কলকারখানা পরিচালনা করেন এবং নিজের আয় গোপন করে কর ফাকি দেন।

[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]

ক. মানবাধিকার কি? ১
খ. দুটি রাজনৈতিক অধিকারের নাম লিখ? ২
গ. জনাব করিমের কর্তব্যের ধরণ ব্যাখ্যা কর? ৩
ঘ. জনাব সাকিবের কর্মকাণ্ড কি উন্নয়নের অন্তরায়? বিশ্লেষণ কর? ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবাধিকার বলতে সেসব অধিকারকে বুঝায়, যা মানুষের প্রকৃতির সাথে জড়িত এবং যা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারেনা।

খ যেসব অধিকার একজন নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে।

রাজনৈতিক অধিকার সংবিধান অথবা আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত থাকে। এ অধিকার ভোগের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং রাষ্ট্রীয় কাজে ভূমিকা রাখতে পারে। দুটি রাজনৈতিক অধিকারের নাম হলো— ১. ভোটদান করা ২. নির্বাচিত হওয়া।

গ জনাব করিম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন করেছেন।

রাষ্ট্রের উৎপাদন, বন্টন ও বিনিয়োগ কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ করাকে অর্থনৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন: নিয়মিত খাজনা ও কর প্রদান, জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ ইত্যাদি নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্তব্য। আধুনিক রাষ্ট্রগুলো কল্যাণমূলক। নাগরিক কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে। এ উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়ভার মেটানোর মূল উৎস হলো নাগরিক প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর। তাই রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের উচিত নিয়মিত সঠিকভাবে কর প্রদান করা। তাছাড়া রাষ্ট্র বিশেষ প্রয়োজনেও নাগরিকদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য কামনা করতে পারে। রাষ্ট্রের এ ধরনের ডাকে সাড়া দেওয়া নাগরিকের কর্তব্য। যেমন- ঘূর্ণিঝড় সিডর-পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য এবং সাভারের পোশাক শিল্প কারখানা ভবন রানা প্লাজা ধ্বসের পর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য রাষ্ট্র সামর্থ্যবান নাগরিকদের কাছে অর্থ সাহায্য কামনা করেছিল।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব করিম তার প্রতিটি শিল্প কারখানায় শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রেখেছেন। তিনি প্রতিবছর সঠিকভাবে কর প্রদান করেন। সুতরাং বলা যায়, জনাব করিম মূলত নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি তার অর্থনৈতিক কর্তব্যই পালন করেছেন।

ঘ জনাব সাকিব এর কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়।

প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্র থেকে অধিকার ভোগের সাথে সাথে কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই নাগরিক জীবন পূর্ণতা পায়। নাগরিকদের যেমন তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, তেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেও আগ্রহ থাকতে হবে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য হলো নিয়মিত কর প্রদান করা। এটি নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্তব্য। বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর নানারকম কর আরোপসহ বিভিন্ন উপায়ে এ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এজন্য নাগরিকদের উচিত নিয়মিত কর প্রদান করা। তারা স্বেচ্ছায় ঠিকমত কর না দিলে রাষ্ট্রের কাজ বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়। আর নিয়মিত কর প্রদান না করলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন বা অগ্রযাত্রা থেমে যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব সাকিব বড় ব্যবসায়ী হলেও শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ করেন না এবং নিজের আয় গোপন করে কর ফাঁকি দেন। তিনি মূলত রাষ্ট্রের প্রতি তার অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন করছেন না। জনাব সাকিবের এ ধরনের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করবে।

প্রশ্ন ▶৩১ নাহিদ এইচএসসি পাস করে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছুক। তার বাবা তাকে তার উচ্চতর শ্রেণিতে ভর্তি করাতে বিশেষ একটি কলেজে নিয়ে গেছেন। সেখানে তিনি ভর্তি কার্যক্রম সম্পর্কে নানা জনকে জিজ্ঞেস করার পরেও সঠিক তথ্য না পেয়ে কিছুটা বিভ্রান্ত ও মনোক্ষুণ্ন হন। অতঃপর তিনি কলেজের অধ্যক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে জানতে পারেন, কলেজে কর্মরত তথ্য কর্মকর্তা তাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারবেন। এ ছাড়াও তিনি লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা ই-মেইলে নির্দিষ্ট কোন বিষয় জানতে চেয়ে আবেদন করতে পারবেন। সাম্প্রতিক কালে সরকার এ বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন করেছেন।

[ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৪]

https://teachingbd24.com

ক. অধিকার কী? ১

খ. তথ্য অধিকার আইন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন নাগরিক অধিকারের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

খ বাংলাদেশ সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল যে আইন পাস করে তাই তথ্য অধিকার আইন।

তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার। রাষ্ট্রের বিধানাবলি মান্য করা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে তথ্য অধিকার বলে। এর আওতায় আইনানুগ কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, কর্মসূচি, দাপ্তরিক নথিপত্র, আর্থিক সম্পদের বিবরণ ইত্যাদি তথ্য হিসেবে বিবেচিত। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার মতো বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেক নাগরিকেরই তথ্য জানার এবং জানানোর অধিকার রয়েছে।

গ উদ্দীপকে নাগরিকের আইনগত অধিকারের ইঙ্গিত রয়েছে।

রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলে। আইনগত অধিকারের পেছনে থাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। এ আইন অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান করা হয়। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ন্যাহিদকে কলেজে ভর্তি করাতে তার বাবা নিয়ে গেলে তিনি নানা জনকে জিজ্ঞেস করে সঠিক তথ্য না পেয়ে বিভ্রান্ত হন। পরে তিনি জানতে পারেন তথ্য কর্মকর্তা তাকে সহায়তা করবেন এবং তিনি ই-মেইলের মাধ্যমেও আবেদন করতে পারেন। এটি দ্বারা তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে বোঝায়। তথ্য অধিকার নাগরিকের অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার। এটি আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সংরক্ষিত, যা আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তিপত্রে একটি আইনগত অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের বহু দেশে আইনের মাধ্যমে মানুষের এ অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশেও এ সংক্রান্ত আইন করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নাগরিকের আইনগত অধিকারের ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকে উল্লিখিত আইন অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে"— উক্তিটি যথার্থ।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে। ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা। এ আইন অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের ফলে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা পেতে নাগরিকদের হয়রানি হওয়ার ঘটনা হ্রাস পাচ্ছে। এ আইন নাগরিকের ক্ষমতায়নের সাথে জড়িত। তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি হলে জনগণের ক্ষমতায়নের পথটি প্রশস্ত হয়। ফলে জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। যার ফলে রাষ্ট্র এবং এর সংগঠন, রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব, প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। তথ্য অধিকার আইনের দ্বারা এটি নিশ্চিত হয় যে তথ্য জনগণের, সরকারের নয়। তাই তথ্য প্রাপ্তির অধিকার জনগণের রয়েছে। জনগণ যেকোনো সময় যেকোনো তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকে। ফলে কোনোরকম অস্বচ্ছতা বা দুর্নীতির পরিস্থিতি তৈরি হয় না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সঠিকভাবে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকে। তাই বলা যায়, "তথ্য অধিকার আইন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে"— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩২ পৌরনীতি হচ্ছে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকের আচার-আচরণ, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পৌরনীতিতে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক নাগরিক কতগুলো অধিকার ভোগ করে থাকে। অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। রাষ্ট্র প্রদত্ত এসব অধিকার ভোগের সাথে প্রত্যেক নাগরিককে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া । প্রশ্ন নং ৭]

ক. অধিকার কী? ১

খ. অধিকার কত প্রকার ও কী কী? ২

গ. নাগরিকগণ সাধারণত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কী কী অধিকার ভোগ করে থাকে? ৩

ঘ. অধিকার ভোগের সাথে সাথে প্রত্যেক নাগরিককে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়— ব্যাখ্যা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

খ অধিকার প্রধানত দুই প্রকার। যথা- ১. নৈতিক অধিকার ও ২. আইনগত অধিকার।

আইনগত অধিকারকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো— (ক) সামাজিক অধিকার (খ) অর্থনৈতিক অধিকার ও (গ) রাজনৈতিক অধিকার। এছাড়া নাগরিকের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ব্যক্তিক অধিকার রয়েছে।

গ নাগরিকগণ সাধারণত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নৈতিক ও আইনগত অধিকার ভোগ করে থাকে।

মানুষের বিবেক, বিচার-বুদ্ধি ও ন্যায়বোধ থেকে নৈতিক অধিকারের জন্ম। নৈতিকতার সাথে নৈতিক অধিকার সম্পৃক্ত। বিপদাপন্ন লোক তার প্রতিবেশীর সহযোগিতা চাওয়া; দুঃখী মানুষ অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া; বৃদ্ধ, অসুস্থ মানুষ অন্য মানুষের সহযোগিতা চাওয়া প্রভৃতি মানুষের নৈতিক অধিকার। নৈতিক অধিকার ভঙ্গ করলে কোনো শাস্তির মুখোমুখি না হলেও সামাজিক নিন্দা সহ্য করতে হয়। ধর্ম, মানবতাবোধ, ন্যায়বোধ নৈতিক অধিকারের উৎস।

রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও বলবৎকৃত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলা হয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রায় সকল দেশেই এ ধরনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আইনগত অধিকারসমূহ ভঙ্গ করলে শাস্তির বিধান রয়েছে। মানুষের চলাফেরার অধিকার, শিক্ষা লাভের অধিকার প্রভৃতি আইনগত অধিকার। আইনগত অধিকার আবার তিন রকমের রয়েছে। যথা— সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। এছাড়া নাগরিকের সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিক অধিকারও রয়েছে।

ঘ অধিকার ভোগের সাথে সাথে প্রত্যেক নাগরিককে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়— কথাটি যথার্থ।

অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক। অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। অধিকার ভোগের জন্য যেসব কাজ সম্পাদন করতে হয় তাই কর্তব্য। কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার সুনিশ্চিত হয়। যেমন— ভোটদানের অধিকার বলতে ভোটাধিকার প্রয়োগের দায়িত্বকে বোঝায়। আমার বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

Teachingbd24.com

তেমনি আমার কর্তব্য হলো অন্যের জীবননাশের চেষ্টা না করা। অনুরূপভাবে অধিকার ভোগ করতে হলে আমার কিছু কর্তব্য পালন করতে হবে। যেমন— আমার সম্পত্তি ভোগের অধিকার আছে। সুতরাং অন্যের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ বা অন্য কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি ভোগের অধিকারে বাধা না দেওয়াও আমার কর্তব্য।

রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার রক্ষা করে। এজন্য নাগরিকগণও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে। নাগরিকের যা অধিকার, রাষ্ট্রের তা কর্তব্য। রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার উপভোগের নিশ্চয়তা দেয়। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নাগরিককে এগিয়ে আসতে হয়। সমাজ থেকে আমরা যেমন অধিকার পাই, তেমনি সমাজের কল্যাণের জন্য আমরা কর্তব্য পালন করি। যেমন— সমাজ যদি কাউকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়, বিনিময়ে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা সে অন্যকে শিক্ষাদান এবং সমাজের কল্যাণের জন্য কর্তব্য পালন করে থাকে।

ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, অধিকার ভোগের সাথে সাথে প্রত্যেক নাগরিককে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

প্রশ্ন ▶৩৩ জনাব আলম বাংলাদেশের একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি একটি দলের নেতৃত্বে কাজ করেন কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এদেশে বাস করা নিরাপদ মনে না করায় কানাডায় রাজনৈতিকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করেন।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট। প্রশ্ন নং ৬]

ক. কর্তব্য কী? ১

খ. রাজনৈতিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব আলম কোন অধিকার বলে কানাডায় বসবাস করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত অধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাই কর্তব্য।

খ রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বা শাসক নির্বাচনের অংশ হিসেবে জনগণ যেসব অধিকার ভোগ করে তাকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। যেমন- ভোট প্রদানের অধিকার, নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার অধিকার, রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার ইত্যাদি। বাংলাদেশ সংবিধানে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের জনাব আলম মানবাধিকার বলে কানাডায় বসবাস করছে।

মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তি যে অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা লাভ করে তাই মানবাধিকার। যেকোনো ধরনের জুলুম, নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের ঘোষণা ও স্বীকৃতি প্রদান করে। জাতিসংঘের এ ঘোষণাপত্রে একটি প্রস্তাবনা ও ৩০টি ধারা রয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০টি ধারার মধ্যে ১৪তম ধারায় বলা হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে উৎপীড়নের জন্য স্বদেশ ছেড়ে অপর কোনো দেশে আশ্রয় লাভের অধিকার সকল ব্যক্তির থাকবে।

উদ্দীপকের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জনাব আলম বাংলাদেশে বসবাস করা তার জন্য নিরাপদ মনে না করায় রাজনৈতিকভাবে কানাডায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করেন। এই বিষয়টি মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ১৪তম ধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব আলম মানবাধিকার বলে কানাডায় বসবাস করছে।

ঘ উক্ত অধিকার অর্থাৎ, মানবাধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারের তুলনামূলক কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়।

মানবাধিকার বলতে বিশ্বের নাগরিক হিসেবে নাগরিকগণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে সকল অধিকার ভোগ করে সেগুলোকে বোঝায়। আর মৌলিক অধিকার বলতে সেই সকল অধিকারকে বোঝায় যা সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত ও বলবৎযোগ্য। মানবাধিকারের উৎস হলো আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ। অপরদিকে, মৌলিক অধিকারের উৎস হলো সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধান। মানবাধিকারের রক্ষক হলো জাতিসংঘ। আর মৌলিক অধিকারের রক্ষক রাষ্ট্র এবং সংবিধান। মানবাধিকারের পরিধি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। আর মৌলিক অধিকারের পরিধি নিজ রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ। মৌলিক অধিকারের চেয়ে মানবাধিকারের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। জাতিসংঘভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র একই ধরনের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে এবং তা রক্ষা করতে বাধ্য। আর এক রাষ্ট্রের স্বীকৃত মৌলিক অধিকার অন্য রাষ্ট্র অপেক্ষা ভিন্নতর হতে পারে। মানবাধিকার আন্তর্জাতিক অধিকার। আর মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রীয় বা স্থানীয় অধিকার। মানবাধিকার বিকাশ লাভ করে আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকে। কিন্তু মৌলিক অধিকার বিকাশ লাভ করে রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ থেকে। মানবাধিকার কার্যকর করা সহজ নয়। পক্ষান্তরে মৌলিক অধিকার অনেকটা সহজে কার্যকর করা যায়।

মানবাধিকার অপেক্ষা মৌলিক অধিকার অনেকটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রে নিরাপত্তা বোধ না করলে মানবাধিকার বলে অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। যেমনটি উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনীতিবিদ জনাব আলমের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। কিন্তু মৌলিক অধিকার ব্যক্তিকে সে সুযোগ প্রদান করে না।

পরিশেষে বলা যায়, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য লক্ষ করা গেলেও উভয়েরই উদ্দেশ্য ব্যক্তির কল্যাণ সাধন করা।

প্রশ্ন ▶৩৪ সুমনা বাংলাদেশের নাগরিক। রাষ্ট্র তাকে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতাসহ ১৮টি মৌলিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ দেয়। এছাড়া সরকার তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তাকে অবাধ তথ্য পাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে। তথাপি, সে রাষ্ট্রের প্রতি তার করণীয় সম্পর্কে অসচেতন। সে নির্বাচনে ভোটদান করে না এর নিয়মিত কর প্রদান করে না। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন কখন প্রণীত হয়? ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য অধিকার আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমনার বর্জনীয় কাজ দুটি কোন ধরনের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয় ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল।

খ মৌলিক অধিকার হচ্ছে সেসব অধিকার যা রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত ও বলবৎযোগ্য থাকে।

মৌলিক অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে আদালতের মাধ্যমে তার অধিকার ফেরত পেতে পারে। এক্ষেত্রে আদালত রায়ের মাধ্যমে সরকারকে ঐসব বঞ্চিত ব্যক্তিদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার হুকুম দিতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

গ উদ্দীপকে তথ্য অধিকার আইনের কথা বলা হয়েছে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৫ এপ্রিল, ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে, যা ৬ এপ্রিল গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ হলো—

https://teachingbd24.com

এ আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী প্রচলিত অন্য কোনো আইনের তথ্য প্রদান-সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলি দ্বারা ক্ষুণ্ন হবে না; এবং তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলির সাথে সাংঘর্ষিক হলে, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাবে।

এই আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী- আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। ৮ ধারা অনুযায়ী (১) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীনে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারেন।

এই আইনের ১১ নং ধারার (২) অনুযায়ী তথ্য কমিশন নামে একটি সংবিধিবদ্ধ ও স্থানীয় সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে, যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থাপন করা হয়েছে। কমিশন প্রয়োজনে বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে এর শাখা কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে। তথ্য অধিকার আইনের ১২ নং ধারা অনুযায়ী (১) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং দুজন কমিশনারের সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠিত হবে; যাদের মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা হবেন। (২) প্রধান তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের প্রধান নির্বাহী হবেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমনার বর্জনীয় কাজ দুটি আইনগত কর্তব্যের আওতাধীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

নাগরিকদের কর্তব্যকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য। রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা গৃহীত বা স্বীকৃত নাগরিকের উপর আরোপিত কর্তব্যই হচ্ছে আইনগত কর্তব্য। আইনগত কর্তব্য পালন করতে প্রতিটি নাগরিক বাধ্য। এটা পালন না করলে রাষ্ট্র নাগরিকদের শাস্তির আওতায় আনতে পারে। আইনগত কর্তব্যকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষের রয়েছে বেশকিছু রাজনৈতিক কর্তব্য। এগুলো হলো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, রাষ্ট্র প্রণীত আইন মেনে চলা, সততা ও সতর্কতার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা, প্রয়োজনে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসা প্রভৃতি। উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমনা নির্বাচনে ভোটদানে অংশগ্রহণ করে না। অর্থাৎ সুমনা রাজনৈতিক কর্তব্য বর্জন করেছে, যা আইনগত কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করাই হলো অর্থনৈতিক কর্তব্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিয়োগ কাজে নাগরিকদের অংশগ্রহণকে অর্থনৈতিক কর্তব্য বলা হয়। কর্মক্ষম সকল নাগরিকের রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা, নিয়মিত খাজনা ও কর প্রদান করা প্রভৃতি হলো একজন মানুষের অর্থনৈতিক কর্তব্য। সুমনা নিয়মিত কর প্রদান করে না। সুমনার বর্জনীয় এ অর্থনৈতিক কর্তব্য আইনগত কর্তব্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৩৫

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ । প্রশ্ন নং ৫]

ক. মানবাধিকার দিবস কত তারিখে পালন করা হয়? ১

খ. তথ্য অধিকার বলতে কি বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকারের পার্থক্য উল্লেখ করো? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের ভূমিকা উল্লেখ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবাধিকার দিবস ১০ ডিসেম্বর পালন করা হয়।

খ তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মানবাধিকার। রাষ্ট্রের বিধানাবলি মানা সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে তথ্য অধিকার বলে।

আইনানুগ কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, কর্মসূচি, দাপ্তরিক নথিপত্র, আর্থিক সম্পদের বিবরণ ইত্যাদিকে তথ্য বলা হয়। প্রত্যেক নাগরিকেরই তথ্য জানার এবং জানানোর অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করে। এ আইনটি সাংবাদিক, গবেষক, মানবাধিকারকর্মী, সমাজসেবকসহ নাগরিক সমাজের উপকারে আসছে এবং কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

গ আইনগত অধিকার বলতে ব্যক্তির সেসব অধিকারকে বোঝায়, যা রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত, অনুমোদিত এবং সংরক্ষিত। আর নৈতিক অধিকার বলতে আমরা সেসব অধিকারকে বুঝি যা মানুষের বিচারবুদ্ধি ও নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত। নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে।

মানুষের নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে যে অধিকারের জন্ম হয় তাকে নৈতিক অধিকার বলা হয়। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত অধিকারকে বলা হয় আইনগত অধিকার। আইনগত অধিকারের পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। নৈতিক অধিকারের পেছনে থাকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। আইনগত অধিকার অমান্যকারীকে রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু নৈতিক অধিকার অমান্যকারীকে শাস্তির বিধান নেই। তবে সামাজিকভাবে তাকে হেয়-প্রতিপন্ন হতে হয়। সম্পত্তি, শিক্ষা ও চলাফেরার অধিকার, বাক-স্বাধীনতা প্রভৃতি আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাওয়া, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সুন্দর আচরণ পাওয়া, ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা লাভ প্রভৃতি নৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ একে অপরের নৈতিক অধিকার স্বীকার করে মনুষ্যত্ববোধ থেকে। আর আইনগত অধিকার স্বীকার করে রাষ্ট্রের শাস্তির ভয়ে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, ধরন, আওতা ও প্রভাবের বিবেচনায় নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নৈতিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নাগরিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য বহুবিধ অধিকার ভোগ করতে থাকে। নাগরিকের সুন্দর ও সভ্য জীবন যাপনের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ অত্যাবশ্যক। সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নাগরিকের এসব অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণের প্রধান উপায় হচ্ছে আইন। আইনের সার্বিক প্রয়োগ অধিকারকে সুরক্ষিত করে। গণতন্ত্রের উপস্থিতি নাগরিক অধিকারের অন্যতম সুরক্ষার ব্যবস্থা। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। তাই জনগণ নিজেরা এ ব্যবস্থায় নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারে। আইনের শাসন নাগরিক অধিকার রক্ষার অন্যতম ব্যবস্থা। এটা নিশ্চিত করা গেলে নাগরিকের অধিকার অনেকাংশে সুরক্ষিত হবে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য অপরিহার্য। গণমাধ্যমের স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী ভূমিকা নাগরিক অধিকার রক্ষায় সহায়ক। বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও নাগরিক অধিকার রক্ষার অন্যতম উপায়। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা সম্ভবপর হয়। রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকলে কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয় না। ফলে নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে।

নাগরিক অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র কর্তৃক উল্লিখিত উপায়সমূহ গৃহীত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত নৈতিক ও আইনগত অধিকার তথা নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩৬ সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেছে জেনে বিধবা আলেয়া খাতুন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে তার সন্তানের নাম জমা দিয়ে আসে। প্রায় বছর গড়িয়ে গেলেও সে তার সন্তানের নামে কোন বরাদ্দের কথা শুনতে পায়নি, সে লোকমুখে শুনেছে প্রভাবশালী কেউ বলে না দিলে সহজে তার সন্তানের নাম তালিকাভুক্ত করা যাবে না। ফলে সে ভাতা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। *[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. অধিকার কী? ১

খ. মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের পার্থক্য দেখাও। ২

গ. উদ্দীপকের আলেয়া বেগম কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আলেয়ার মতো মায়েরা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযাগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

খ মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। মৌলিক অধিকারের উৎস হলো রাষ্ট্রের সংবিধান। অন্যদিকে, মানবাধিকারের উৎস হলো জাতিসংঘ। মৌলিক অধিকারের পরিধি নিজ রাষ্ট্রে সীমাবন্ধ, আর মানবাধিকারের পরিধি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। মৌলিক অধিকার বিকাশ লাভ করে রাষ্ট্রীয় চেতনবোধ থেকে। কিন্তু মানবাধিকার বিকাশ লাভ করে আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকে। মানবাধিকার অপেক্ষা মৌলিক অধিকার অনেকটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট।

গ উদ্দীপকে আলেয়া বেগম আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

নাগরিকের অন্যতম একটি সামাজিক অধিকার হলো বৃন্ধ ও অক্ষম অবস্থায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ। বৃন্ধ ও কাজকর্ম করতে অক্ষম ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের নিকট থেকে আর্থিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে বৃন্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিরা এ অধিকার ভোগ করে থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেছে জেনে বিধবা আলেয়া খাতুন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে তার সন্তানের নাম জমা দিয়ে আসে। প্রায় বছর গড়িয়ে গেলেও সে তার সন্তানের নামে কোনো বরাদ্দের কথা জানতে পারেনি। সে লোকমুখে শুনছে প্রভাবশালী কেউ বলে না দিলে সহজে তার সন্তানের নাম তালিকাভুক্ত করা যাবে না। ফলে সে ভাতা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেহেতু বৃন্ধ ও কাজকর্ম করতে অক্ষম ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের নিকট থেকে আর্থিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, আর সামাজিক অধিকার আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু বল যায়, আলেয়া বেগম আইনগত অধিকারের আওতাধীন সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ঘ রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আলেয়ার মতো মায়েরা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না— কথাটি সঠিক।

সুশাসন হলো সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা। রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত হয় এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটে।

সুশাসন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচিত। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সুশাসনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুশাসনের ফলে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃন্ধি পায়। রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলেই সাধারণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তখন আলেয়ার মতো মায়েরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সব নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত হয়। ফলে আলেয়ার মতো মায়েরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না। তাই রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্ন ▶৩৭ জনাব রহমান আফ্রিকার একটি দেশে শ্রমিকের কাজের জন্য গমন করেন। কিন্তু ঐ দেশে কোম্পানি তাকে জোরপূর্বক কাজ করায়, ন্যায্য পারিশ্রমিকও প্রদান করে না। এমনকি মানবিক আচরণও করে না। ঐ অবস্থায় তিনি সরকারের কাছে আবেদন করেন ন্যায্য মজুরি ও মানবিক আচরণ পাওয়ার জন্য। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৫]*

ক. কর্তব্য কী? ১

খ. মানবাধিকার বলতে কি বোঝ? ২

গ. জনাব রহমান কোন কোন মানাবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে? ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাই কর্তব্য।

খ মানুষ হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

যে কোনো ধরনের নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। মানবাধিকার বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সভ্য সমাজে স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। জীবন ধারণ করা, ন্যায়বিচার পাওয়া, অবাধ ও মুক্ত চিন্তা, মতপ্রকাশ ও প্রতিবাদের অধিকার ইত্যাদি মানবাধিকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে মানবাধিকারগুলো এক ধরনের হয়ে থাকে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে। এ মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্বজুড়ে জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি যাচাই করা যেতে পারে।

গ উদ্দীপকের জনাব রহমান সামজিক ও অর্থনৈতিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তি সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যেসব সুযোগ-সুবিধার দাবিদার হয় এবং যা ব্যতীত তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে না তাই মানবাধিকার। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জতিসংঘ ৩০টি ধারা সম্বলিত প্রায় ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারের ঘোষণা দেয়। মানবাধিকার মতে মানুষের একটি বিশেষ সামাজিক অধিকার হলো 'কারও প্রতি অমানুষিক নির্যাতন অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করা যাবে না (৫ নং ধারা)।' আবার অর্থনৈতিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 'প্রত্যেকেরই কর্মের অধিকার থাকবে। যেকোনো পেশা গ্রহণ, উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ ও কর্মের উপযুক্ত শর্তাদি লাভের অধিকার সকলের থাকবে (২৩ নং ধারা)।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব রহমান আফ্রিকার একটি দেশে শ্রমিক হিসেবে গমন করেন। কিন্তু ঐ দেশের কোম্পানি তাকে জোরপূর্বক কাজ করায়, অমানবিক আচরণ করে এবং ন্যায্য মজুরি প্রদান করে না। অর্থাৎ জনাব রহমানের ওপর জোরপূর্বক কাজ করানো এবং অমানবিক আচরণ দ্বারা তার সামাজিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। আবার ন্যায্য মজুরি প্রদান না করায় জনাব রহমানের অর্থনৈতিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, জনাব রহমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

https://teachingbd24.com

ঘ নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আলোকে রাষ্ট্রের সংবিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। এর ফলে মানবাধিকারসমূহ সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাবে। নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন প্রণয়ন ও সে সকল আইনের কঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে। ধর্মীয় ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

রাষ্ট্রকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ন্যায় বিচারের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীকে উপযুক্ত শাস্তির আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করতে হবে। গণমাধ্যম সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে মানবাধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের অন্যান্য আইন যেমন- সব ধরনের জাতিগত বৈষম্য বিলোপ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন ১৯৬৫, জাতিগত বিভেদ দমন ও শাস্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন ১৯৭৩, মানব পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন ১৯৪৯, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক, অবমাননাকর আচরণ এবং শাস্তিবিরোধী কনভেনশন ১৯৮৪, এরকম আরও যে সকল আইন বা কনভেনশন রয়েছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা গ্রহণ করতে হবে।

নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক কাজ যেমন শিক্ষার উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করতে হবে। মানবাধিকারের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য স্বতন্ত্র মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে হবে। রাষ্ট্র কর্তৃক উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হলে নাগরিকের মানাবিধকার রক্ষা পাবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ জনাব চৌধুরী একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ। স্থানীয় পৌরসভা নির্বাচনে তিনি মেয়র নির্বাচিত হন। তার অফিসে একজন কর্মচারী নিয়োগে তিনি এলাকার প্রভাবশালী এক রাজনৈতিক নেতার সুপারিশ গ্রহণ করেন নি। যোগ্যতম প্রার্থীকে তিনি কর্মচারী নিয়োগ দেন। এতে করে জনাব চৌধুরীর গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পায়।

[জয়নাল হাজারী কলেজ, ফেনী । প্রশ্ন নং ১]

ক. কর্তব্য কী? ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব চৌধুরীর ভূমিকায় কোন ধরনের কর্তব্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. জনাব চৌধুরীর কর্তব্য পালনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে — বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিকদের যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে কর্তব্য বলে।

খ মৌলিক অধিকার হচ্ছে সেসব অধিকার যা রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত ও বলবৎযোগ্য থাকে।

মৌলিক অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে আদালতের মাধ্যমে তার অধিকার ফেরত পেতে পারে। এক্ষেত্রে আদালত রায়ের মাধ্যমে সরকারকে ঐসব বঞ্চিত ব্যক্তিদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার হুকুম দিতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

গ সৃজনশীল ১৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ লোকমান সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। নিয়মিত কর প্রদান করে থাকেন। ব্যবসায়ে তার দীর্ঘদিনের সুনাম থাকায় এলাকায় ব্যবসায়ীরা তাকে নেতা নির্বাচিত করেছেন। তার বন্ধু ফজলুল হক নিয়মিত কর প্রদান করেন না। ফাঁকি দিয়ে থাকেন। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে অসাধু কারবারে লাগিয়েছেন। লোকমান সাহেব নিষেধ করলেও তিনি শোনেন না।

[স্কলার্স হোম, সিলেট । প্রশ্ন নং ৯]

ক. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস কোনটি? ১

খ. আইন প্রণয়ন কোন বিভাগের কাজ? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. নাগরিক হিসেবে লোকমান সাহেবের কর্মকাণ্ড কিসের পরিচয় বহন করে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ফজলুল হকের ভূমিকা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক— মতামত দাও। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ১০ ডিসেম্বর।

খ আইন প্রণয়ন আইন বিভাগ তথা আইনসভার প্রথম এবং প্রধান কাজ।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমুন্নত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বাতিল করে। আইন প্রণয়নের দ্বারা আইনসভা মূলত সরকার পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ নাগরিক হিসেবে লোকমান সাহেবের কর্মকাণ্ড কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় বহন করে।

কর্তব্য বলতে করণীয় কাজ বোঝায়। কর্তব্য পালন করা নাগরিকের দায়িত্ব। আর আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে নাগরিক কর্তব্য বলে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলো নাগরিক কল্যাণের জন্য বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। এ উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়ভারের মূল উৎস হলো নাগরিক প্রদত্ত কর। তাই রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের নিয়মিত কর প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। উদ্দীপকের সৎ ব্যবসায়ী লোকমান সাহেবও নিয়মিত কর প্রদান করেন। সুতরাং বলা যায়, লোকমান সাহেবের কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে।

ঘ সৃজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪০ জনাব রিদুয়ান পেশায় একজন শিক্ষক। তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। আইন মেনে চলেন, যোগ্য নেতাকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত মানুষ হওয়ার প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। বিনিময়ে তিনি রাষ্ট্রের নিকট থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করেন।

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ । প্রশ্ন নং ৪]

ক. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ গৃহীত হয় কত সালে? ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. "রাষ্ট্রের প্রতি জনাব রিদুয়ান-এর দায়িত্ব এবং প্রাপ্ত সুবিধা পরস্পরের পরিপূরক" পৌরনীতির আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মানুষ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে সুবিধাদি রাষ্ট্রের নিকট থেকে পেয়ে থাকে সেগুলো কীভাবে রক্ষা করা যায়— আলোচনা কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ গৃহীত হয় ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে।

খ মৌলিক অধিকার হচ্ছে সেসব অধিকার যা রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত ও বলবৎযোগ্য থাকে।

মৌলিক অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে আদালতের মাধ্যমে তার অধিকার ফেরত পেতে পারে। এক্ষেত্রে আদালত রায়ের মাধ্যমে সরকারকে ঐসব বঞ্চিত ব্যক্তিদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার হুকুম দিতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

https://teachingbd24.com

গ 'রাষ্ট্রের প্রতি জনাব রিদুয়ান-এর দায়িত্ব এবং প্রাপ্ত সুবিধা অর্থাৎ অধিকার পরস্পরের পরিপূরক'— উক্তিটি যথার্থ।

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক। উভয়ের উৎসই সমাজ। নাগরিকগণ নিজ নিজ অধিকারের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করে থাকে। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার উপভোগ করা যায়। অধিকার ভোগের জন্য যে সকল কাজ সম্পাদন করতে হয় তাই কর্তব্য। কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার সুনিশ্চিত হয়। প্রত্যেকের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তেমনি তার কর্তব্য হলো অন্যের জীবননাশের চেষ্টা না করা। অনুরূপভাবে অধিকার ভোগ করতে হলে কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন— আমার সম্পত্তি ভোগের অধিকার আছে। সুতরাং অন্যের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ বা অন্য কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি ভোগের অধিকারে বাধা না দেওয়াও আমার কর্তব্য। তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অধিকার ভোগের মাধ্যমে সমাজজীবন সজীব হয় ও সচেতনতা লাভ করে। অপরদিকে কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা সমাজজীবন সুসংহত ও উন্নত হয়। যেমন- সমাজ যদি কাউকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয় বিনিময়ে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা সে অন্যকে শিক্ষাদান এবং সমাজের কল্যাণের জন্য কর্তব্য পালন করে থাকে। নাগরিকের যা অধিকার, রাষ্ট্রের তা কর্তব্য। অপরদিকে রাষ্ট্রের যা অধিকার, নাগরিকের তা কর্তব্য। রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার উপভোগের নিশ্চয়তা দেয়। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা নাগরিকের কর্তব্য।

তাই বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক।

ঘ মানুষ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের নিকট থেকে নানাবিধ সুবিধা বা অধিকার ভোগ করে থাকে। এসব সুবিধা বা অধিকারসমূহ যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে রক্ষা করা যায় তাকে অধিকারের রক্ষাকবচ বলে। এসব রক্ষাকবচের দ্বারা অধিকার রক্ষা করা যায়।

আইন অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ। আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের ফলে অধিকার নিশ্চিত হয়। তাই আইনকে অধিকার ভোগের আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো রাষ্ট্রের সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলে তা সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। এর ফলে সরকার এ সমস্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। নাগরিক অধিকার নিশ্চিত ও নিরাপদ করতে হলে যথার্থ আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আইনের অনুশাসনের অর্থ হচ্ছে আইনের চোখে ধনী, দরিদ্র, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবাই সমান। জনগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হলে কোনো শক্তিই নাগরিকের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বিচার বিভাগকে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত রেখে নাগরিক অধিকার রক্ষা করা যায়, এছাড়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থাৎ সরকারের তিনটি বিভাগের কাজে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য থাকলে জনগণের অধিকার সুরক্ষিত হয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েও অধিকার রক্ষা করা যায়। কারণ গণতন্ত্রে জনগণই সব ক্ষমতার উৎস। এছাড়া দায়িত্বশীল সরকার জনগণের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকে। পাশাপাশি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণমাধ্যম নাগরিক অধিকার রক্ষায় সহায়ক।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো কার্যকর করা হলেই নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ▶ ৪১ রাইসা একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেছে। বাবা-মা রাইসার পছন্দের পাত্রের সাথে তার বিয়ে দেন। বিয়ের পর একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে রাইসার চাকরি হয়। কিন্তু তার স্বামী তাকে কিছুতেই চাকরি করতে দিতে রাজি নন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত রাইসা স্বামীর সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়। *[স্কলার্স হোম, সিলেট। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আইন কী? ১

খ. আইনের দুইটি উৎস ব্যাখ্যা কর? ২

গ. রাইসা কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাইসার অধিকার প্রতিষ্ঠায় কী কী করণীয় রয়েছে? মতামত দাও। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন বলতে সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে অনুমোদিত নিয়ম-কানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ আইনের দুটি উৎসের নাম হলো— প্রথা ও ধর্ম।

প্রথা হলো আইনের প্রাচীনতম উৎস। প্রাচীনকাল থেকে যেসব রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এবং অভ্যাস সমাজের অধিকাংশ জনগণ কর্তৃক সমর্থিত ও পালিত হয়ে আসছে তাকে প্রথা বলে। এছাড়া ধর্ম আইনের অন্যতম উৎস। সমাজের বিধি-নিষেধ ধর্মের ভিত্তিতে এছাড়া গড়ে উঠেছিল।

গ উদ্দীপকের রাইসা অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক অধিকার বর্তমান সময়ে একটি স্বীকৃত আইনগত অধিকার। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির সুযোগ ও সুবিধাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলা হয়। অভাব, বেকারত্ব ও পুষ্টিহীনতার হাত থেকে মুক্ত থাকার অধিকারই মূলত অর্থনৈতিক অধিকার। আর্থিক অভাব-অনটন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নাগরিকরা যেসব অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে, তার মধ্যে একটি হলো কর্মসংস্থানের অধিকার। অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে কর্মসংস্থানের অধিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসংস্থানের অধিকার বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক তার যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী যেকোনো বৈধ পেশা গ্রহণ ও পরিবর্তন করতে পারবে। কারণ আইনসংগত যেকোনো পেশা গ্রহণ করে বেঁচে থাকার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। কর্মের অধিকার ভোগের মাধ্যমেই মানুষ জীবিকা অর্জন করে, যা মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাইসার বিয়ের পর একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি হলেও তার স্বামী তাকে চাকরি করতে দিতে রাজি হয়নি। শেষে রাইসা স্বামীর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। যা তাকে অর্থনৈতিক অধিকারের কর্মসংস্থানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই বলা যায়, রাইসা অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের রাইসা অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কতগুলো রক্ষাকবচের মাধ্যমে এ ধরনের অধিকার রক্ষা করা যায়।

নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য নাগরিকগণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে। এ অধিকারগুলো রক্ষা করার ক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে আইনের প্রাধান্য এবং আইনের চোখে সবাই সমান। যদি রাষ্ট্রে আইনের শাসন কার্যকরী হয়, তবে প্রত্যেক নাগরিক তার নিজ নিজ অধিকার ভোগ করতে পারবে। নাগিরকের অধিকার রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ হচ্ছে আইন। আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের ফলে নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োগকৃত আইনের মাধ্যমে প্রদত্ত শাস্তির ভয়ে কেউ অন্যের অধিকার খর্ব করে না। নাগরিকগণ যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করবে, সেগুলো দেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত থাকবে। সরকার এসব অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে নাগরিক আদালতের আশ্রয় নিতে পারবে।

নাগরিকের অধিকার রক্ষায় গণতন্ত্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কেননা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এ শাসনব্যবস্থায় জনগণ নিজেরাই নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে সক্ষম। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমেও নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা যায়। রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারে, তবে প্রত্যেক নাগরিক তার অধিকার যথাযথভাবে ভোগ করতে পারবে। এছাড়া জনগণ তাদের নিজেদের অধিকার রক্ষায় নিজেরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণ যদি বুঝতে পারে যে, তাদের অধিকার কী, তাহলে অধিকার রক্ষার জন্য সচেতন হবে। আর এ সম্পর্কে জনগণ সচেতন হলেই তাদের অধিকারের ওপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের রাইসার অধিকার প্রতিষ্ঠায় উপরোল্লিখিত করণীয়গুলো উল্লেখযোগ্য।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪২

'ক' বিভাগ	'খ' বিভাগ
ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সুবিধা ↓ দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে ↓ দেশের আইন দ্বারা বলবৎ থাকে ↓ এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্ন হতে পারে	ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সুবিধা ↓ জাতিসংঘ সনদে লিপিবদ্ধ থাকে ↓ আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা স্বীকৃত ↓ সকল দেশের জন্য একই রকম

[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৭]

ক. অধিকার কী? ১

খ. 'অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'খ' বিভাগে, কোন অধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে দুটি অধিকারের ইঙ্গিত রয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হলো ব্যক্তির জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা।

খ অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কর্তব্য পালন ছাড়া অধিকার ভোগ করা যায় না। একজনের অধিকার ভোগ অন্যজনের কর্তব্য পালনের ওপর নির্ভরশীল।

ভোট দান হলো অধিকার আর ভোটাধিকার প্রয়োগ হলো কর্তব্য। আবার শিক্ষা লাভ করা হলো অধিকার, আর সন্তানদের শিক্ষিত করা হলো কর্তব্য। অধ্যাপক হব হাউস বলেছেন— 'ধাক্কা না খেয়ে পথ চলার অধিকার যদি আমার থাকে; তবে তোমার কর্তব্য হলো আমাকে প্রয়োজন মতো পথ ছেড়ে দেওয়া'। সুতরাং কর্তব্যহীন অধিকার অথবা অধিকারবিহীন কর্তব্যের কথা আধুনিক সমাজে চিন্তা করা যায় না।

গ উদ্দীপকের 'খ' বিভাগে যে অধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটি হলো মানবাধিকার।

মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তি যে অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা লাভ করে তাই মানবাধিকার। মৌলিক অধিকারই মানবাধিকারের ভিত্তি। যেকোনো ধরনের জুলুম, নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণার বিকাশ লাভ করেছে। মানবাধিকার বর্তমানে বিশ্বমানবতা ও সভ্য সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার। অবাধ ও মুক্ত চিন্তা, মত প্রকাশে ও প্রতিবাদের অধিকার মানবাধিকারের মূল কথা। মানবাধিকার মৌলিক অধিকার থেকে উদ্ভূত হলেও এর বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপী। যেকোনো রাষ্ট্রীয় জুলুমের বিরুদ্ধেও মানবাধিকার সংস্থা সোচ্চার হতে পারে। মানবাধিকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের ভোগ করা উচিত যা তার নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এদিন ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, অধিকারের প্রশ্নে মানুষ স্বাধীন ও সমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সবসময় সেভাবেই থাকতে চায়।

উদ্দীপকে 'খ' বিভাগ উপরিউক্ত বিষয়গুলোর বর্ণনা করেছে। তাই বলা যায়, 'খ' বিভাগ দ্বারা মানবাধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মৌলিক অধিকার হলো নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যক্তির জন্য যেসব অপরিহার্য শর্তাবলি দেশের সংবিধান হতে প্রাপ্ত এবং সকলের জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আর মানবাধিকার হলো জতিসংঘ কর্তৃক মানবজাতির জন্য ঘোষিত ও স্বীকৃত অধিকারসমূহ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, পদমর্যাদা নির্বিশেষে জাতিসংঘ যেসব অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করেছে তাকেই মানবধিকার বলে। মৌলিক অধিকারের উৎস হলো রাষ্ট্রের সংবিধান। আর মানবাধিকারের উৎস হলো জাতিসংঘ। মৌলিক অধিকারের চেয়ে মানবাধিকারের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। মৌলিক অধিকারের পরিধি যেখানে রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে মানবাধিকার বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। মৌলিক অধিকারের রক্ষক হলো রাষ্ট্র এবং সংবিধান। অপরদিকে, মানবাধিকারের রক্ষক হলো জাতিসংঘ। মৌলিক অধিকার বিকাশ লাভ করে রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ থেকে। পক্ষান্তরে, মানবাধিকার বিকাশ লাভ করে আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকে। মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রীয় অধিকার কিন্তু মানবাধিকার আন্তর্জাতিক অধিকার। মৌলিক অধিকার অনেকটা সহজে কার্যকর করা যায় কিন্তু মানবাধিকার কার্যকর করার ক্ষেত্রে তা ততটা সহজ নয়। এক রাষ্ট্রের স্বীকৃত মৌলিক অধিকার অন্য রাষ্ট্র অপেক্ষা ভিন্নতর হতে পারে। কিন্তু জাতিসংঘভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র একই ধরনের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে এবং তা রক্ষা করতে বাধ্য। ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রে নিরাপত্তাবোধ না করলে মানবধিকার বলে অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মৌলিক অধিকার ব্যক্তিকে সে সুযোগ প্রদান করে না। মানবাধিকার অপেক্ষা মৌলিক অধিকার অনেকটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ ১৯৭৪ সাল। 'ক' এবং 'খ' পাশাপাশি দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সরকার প্রধানদের মধ্যে একটি ছিটমহল বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল ছিটমহলবাসীর নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করা। কিন্তু দীর্ঘদিন নানা জটিলতার কারণে উক্ত চুক্তি বাস্তবায়িত হয় নি। সম্প্রতি দু'দেশের সরকার প্রধানদ্বয়ের আন্তরিক সহযোগিতায় উক্ত চুক্তি কার্যকর করা হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে ছিটমহলবাসীরা স্থায়ী বসবাসের জন্য স্বাধীন ভূখণ্ড বেছে নেয়। বর্তমানে ছিটমহলবাসীরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা। প্রশ্ন নং ৭]

ক. বিশ্ব মানবাধিকার দিবস কোনটি? ১

খ. অধিকারের দুটি রক্ষাকবচ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ছিটমহলবাসীরা এতদিন কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছিটমহলবাসীরা শুধুই কি অধিকার ভোগ করবে? তাদের কি কোন কর্তব্য পালন করতে হবে না? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্ব মানবাধিকার দিবস হলো ১০ ডিসেম্বর।

খ অধিকারের ২টি রক্ষাকবচ হলো আইন এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা।

আইন হচ্ছে অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ। আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের ফলে অধিকার নিশ্চিত হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক আইনের মাধ্যমে প্রদত্ত শাস্তির ভয়ে কেউ অন্যের অধিকার খর্ব করে না। এছাড়া গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অধিকার রক্ষার জন্য অপরিহার্য। গণমাধ্যমের স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী ভূমিকা নাগরিক অধিকার রক্ষায় সহায়ক।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ছিটমহলবাসীরা এতদিন আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলা হয়। আইনগত অধিকারের পশ্চাতে থাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। আইনগত অধিকারকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। জীবন ধারনের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, আইনের চোখে সমান অধিকার প্রভৃতি সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। স্থায়ীভাবে

https://teachingbd24.com

বসবাস করার অধিকার, নির্বাচনের অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কর্মের অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ১৯৭৪ সালে ছিটমহলবাসীকে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করার উদ্দেশ্যে 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু তা দীর্ঘদিন বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি দু'দেশের মধ্যে চুক্তি কার্যকর হয় এবং তারা স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য স্বাধীন ভূখণ্ড বেছে নেয়। অর্থাৎ, এর আগে ছিলমহলবাসীদের স্বাধীন ভূখণ্ড অথবা কোনো স্বাধীন দেশের নাগরিক অধিকার ছিল না। যা তারা এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার কারণে লাভ করে। তাই বলা যায়, ছিটমহলবাসীরা এতদিন আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। কেননা নাগরিক হওয়ার অধিকার আইনগত অধিকারের মধ্যেই পড়ে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ছিটমহলবাসীরা শুধুই অধিকার ভোগ করবে না। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তাদেরকে কর্তব্যও পালন করতে হবে।

রাষ্ট্রের নিকট নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে, অনুরূপ রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে। কর্তব্য পালন ব্যতীত শুধু অধিকার ভোগ করা প্রত্যাশিত নয়। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই নাগরিক অধিকার উপভোগ করা যায়। আর রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। তাই বলা যায় অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে। তার বিনিময়ে তাদের কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন— রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করা যায়। সমাজের সদস্য হিসেবে শিক্ষালাভের অধিকার এবং সমাজের কল্যাণে আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন করা নাগরিকের কর্তব্য। উদ্দীপকের ছিটমহলবাসীরা তাদের আইনগত অধিকার ভোগ করতে পেরেছে। এজন্য নাগরিক হিসেবে তাদের বিভিন্ন কর্তব্যও পালন করতে হবে। কেননা অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ছিটমহলবাসীকে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কর্তব্যও পালন করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ সোহেল ও তানিয়া আপন ভাই বোন। তাদের উভয়ের ভোট প্রদান, পেশা বাছাই ও ধর্মচর্চার সমান অধিকার রয়েছে। তারা এক সাথে একই ফ্যাক্টিরিতে কাজ করে। কাজের ধরনও একই কিন্তু মাস শেষে তানিয়া, সোহেলের থেকে কম বেতন পায়।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা। প্রশ্ন নং ৩]

ক. Civitas শব্দের অর্থ কী? ১

খ. স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অধিকার ছাড়াও নাগরিকের আর কী কী অধিকার রয়েছে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তানিয়া কোন অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে? তুমি কি মনে করো তানিয়ার ক্ষেত্রে মজুরী কম হওয়া সঠিক— তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Civitas শব্দের অর্থ হলো নগররাষ্ট্র।

খ স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন ও অটুট রাখার জন্য কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এ পদ্ধতিগুলোকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে। স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ হলো আইন ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা।

আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে তোলে। রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা সকলের নিকট সমভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এছাড়া দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। এ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলির জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে সাহসী হয় না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অধিকার ছাড়াও নাগরিকের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত অধিকার রয়েছে।

সমাজের ন্যায়নীতিবোধ এবং বিবেকের দ্বারা সমর্থিত অধিকারকে নৈতিক অধিকার বলে। এ ধরনের অধিকারের ভিত্তি হলো মানুষের নৈতিক বিবেচনাবোধ। এই অধিকার ভঙ্গ হলে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে না। যেমন— দুস্থদের সাহায্য পাবার অধিকার, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভরণপোষণের অধিকার। সাংস্কৃতিক অধিকার হলো নিজের দেশের ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে রয়েছে জীবনরক্ষার অধিকার, গৃহের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সোহেল ও তানিয়ার ভোট প্রদান, পেশা বাছাই ও ধর্মচর্চার সমান অধিকার রয়েছে। তারা একসাথে একটি ফ্যাক্টরিতে একই ধরনের কাজ করে। তাদের এ অধিকারগুলো আইনগত অধিকারের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে নির্দেশ করে। এসব অধিকার ছাড়াও নাগরিকদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত অধিকার রয়েছে।

ঘ তানিয়া অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কেননা, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া অর্থনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

যে অধিকার ব্যক্তিকে অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করে তাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। যেমন— যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া, ন্যায্য মজুরি লাভ, শ্রমিক সংঘ গঠন ইত্যাদি নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।

আমি মনে করি, উদ্দীপকের তানিয়ার ক্ষেত্রে মজুরি কম হওয়া সঠিক নয়। কেননা, প্রত্যেক নাগরিকের পরিশ্রম অনুযায়ী উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান এর ২০(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।" তাই নারী-পুরুষের ভেদাভেদ দ্বারা কাউকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দেওয়া সঠিক নয়। তাছাড়া অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া বাকি সব অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ নাগরিকদের জীবন ধারণ, জীবনকে উন্নত ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক অধিকার। যা থেকে উদ্দীপকের তানিয়া বঞ্চিত হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক অধিকার উপভোগ করার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক অধিকার। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের তানিয়াকে কম মজুরি প্রদান করা সঠিক নয়।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ জুনায়েদ সাহেব ঢাকা শহরে এক বাসে উঠেছেন। তিনি দেখেন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে একজন পুরুষ লোক বসে আছেন। অথচ সিটের অভাবে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে অন্য যাত্রীরা আসন ছেড়ে দেবার অনুরোধ করলেও তিনি অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তার দাবি তিনি যেহেতু বাসে ভাড়া দিয়েছেন তাই সিটে বসার অধিকার তার রয়েছে।

[মাগুরা সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৬]

ক. অধিকারের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. দুটি রাজনৈতিক অধিকার উল্লেখ করো। ২

গ. উদ্দীপকে মহিলা যাত্রীটির কোন অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশে মহিলাদের উক্ত অধিকার রক্ষায় তুমি কী কী সুপারিশ করবে? আলোচনা করো। ৪

https://teachingbd24.com

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

খ যে সব অধিকার নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে।

দুটি রাজনৈতিক অধিকার হলো— ১. রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার এবং ২. নির্বাচনের অধিকার।

গ উদ্দীপকে মহিলা যাত্রীটির সামাজিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে।

যেসব অধিকার সমাজবদ্ধ মানুষের সভ্য জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য তাকে সামাজিক অধিকার বলে। জীবন ধারণের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, আইনের চোখে সমান অধিকার প্রভৃতি ব্যক্তির সামাজিক অধিকার। সামাজিক অধিকার অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা বিধান করবে এবং আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। সভ্য জীবন যাপনের জন্য সামাজিক অধিকার অপরিহার্য।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাসে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে একজন পুরুষ লোক বসে আছেন। অথচ সিটের অভাবে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য যাত্রীরা সিট ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করলেও পুরুষ লোকটি তা করেনি। এতে মহিলাটি সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কেননা, এতে তিনি স্বাধীনভাবে চলাফেরার এবং সম্মান লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যা সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মহিলা যাত্রীটির সামাজিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে।

ঘ দেশে মহিলাদের সামাজিক অধিকার বিভিন্নভাবে ক্ষুণ্ন হয়। এ অধিকার রক্ষায় কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সুসভ্য সমাজ জীবনের জন্য অধিকার অত্যাবশ্যক। কিছু বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিকার রক্ষিত হয়। সেগুলোকে অধিকারের রক্ষাকবচ বলে। এই রক্ষাকবচগুলোর প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মহিলাদের সামাজিক অধিকার রক্ষা করা যেতে পারে।

সামাজিক অধিকারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো আইনের দৃষ্টিতে সমান হওয়া। এর জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃক আইনের যথাযথ প্রয়োগ করলে শাস্তির ভয়ে কেউ অন্যের অধিকার খর্ব করবে না। রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকরা নিজেরাই তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে, মহিলারা নিজেরাই নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারবে। এছাড়া দেশে পুরুষতান্ত্রিক শোষণের মানসিকতা দূর করতে জনগণকে সচেতন করতে হবে। নারী-পুরুষ উভয়ের স্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্য রাষ্ট্রে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের দেশে বিভিন্নভাবে মহিলাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। তাই মহিলাদের অধিকার রক্ষায় উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করে একটি সুস্থ, সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ সুইজারল্যান্ড পৃথিবীর অন্যতম শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ। কেননা দেশটিতে জনগণ নিজের অধিকার নিজেই ভোগ করে। কারো অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করে না। সরকার জনগণের অধিকার রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট থাকে। অপরদিকে ইয়েমেনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর না থাকায় সরকারের অন্যতম অঙ্গ বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। ফলে জনগণ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ৭]

ক. আমলাতন্ত্র কাকে বলে? ১

খ. কিভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকে সরকার ছাড়াও জনগণের অধিকার রক্ষায় আর কী কী ব্যবস্থা আছে। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইয়েমেনের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কী কী রক্ষাকবচ থাকা উচিত বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্র হলো একদল অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, স্থায়ী ও পেশাজীবী কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত বেসামরিক প্রশাসনব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

খ বিভিন্ন রক্ষাকবচের মাধ্যমে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। এছাড়া সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, শিক্ষার প্রসার, স্বাধীন গণমাধ্যম, সুচিন্তিত জনমত, সৎ ও সুনির্দিষ্ট নেতৃত্বের মাধ্যমে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। সর্বোপরি, জনগণ সচেতন, সতর্ক ও সচেষ্ট হলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়।

গ উদ্দীপকে সরকার জনগণের অধিকার রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এছাড়াও জনগণের অধিকার রক্ষায় আরও ব্যবস্থা রয়েছে।

আইন হচ্ছে জনগণের অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এ অধিকার নিশ্চিত হয়। জনগণের অধিকার রক্ষায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর অর্থ হলো আইনের চোখে সবাই সমান। নাগরিকরা যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করবে তা সংবিধানে লিখিত থাকবে। এর মাধ্যমেও জনগণের অধিকার রক্ষা করা যায়। বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হলে প্রত্যেক নাগরিক তার অধিকার যথাযথভাবে ভোগ করতে পারে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য অপরিহার্য। গণমাধ্যমের স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী ভূমিকা নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় সহায়ক। এছাড়া গণতন্ত্র, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ, দায়িত্বশীল সরকার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখে। তবে অধিকার সম্পর্কে জনগণের সচেতনতাই অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুইজারল্যান্ডের সরকার জনগণের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকে। এছাড়া, উপরে আলোচিত ব্যবস্থাগুলো দ্বারাও জনগণের অধিকার রক্ষা করা যায়।

ঘ আমি মনে করি, ইয়েমেনের জনগণের অধিকারের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় সব রক্ষাকবচ থাকা উচিত।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো কর্তব্যপালনে বিচারকদের স্বাধীনতা। উদ্দীপকের ইয়েমেনে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়াও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় আরো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ, সৎ, সাহসী এবং দলীয় রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন ব্যক্তিদেরকে বিচারপতি পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতিই উত্তম। এক্ষেত্রে বিচারকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত একটি স্থায়ী কমিটির সুপারিশক্রমে শাসন বিভাগের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ করা জরুরি। বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধান করা প্রয়োজন। কেননা কার্যকালের স্থায়িত্ব নিশ্চিত থাকলে বিচারকরা নির্ভয়ে ও সততার সাথে বিচারকাজ সম্পাদন করতে পারেন। বিচারকদের জন্য আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। ফলে তারা সৎ ও নির্লোভ থাকবে এবং হীনমন্যতায় ভুগবেন না। যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সময়মত বিচারকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকা অত্যাবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায়, জনগণের অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য পূর্বশর্ত। তাই উদ্দীপকে ইয়েমেনের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪৭

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর ▌ প্রশ্ন নং ৩]

ক. জাতি কী? ১
খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য আমলাতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত A চিহ্নিত অধিকারের নাম কি? প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর A চিহ্নিত অধিকারের অনেকগুলো রক্ষাকবচ আছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এমন এক জনসমষ্টি যারা হয় স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী।

খ সরকারি কাজে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হওয়াই লালফিতার দৌরাত্ম্য, যা আমলাতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি।
লালফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদনে অহেতুক সময় ক্ষেপণ হয়। ফলে আমলাদের কাজের গতি কমে যায়। একটি ক্ষুদ্র কাজ যা অল্প সময়ে সম্পন্ন হতে পারে এমন কাজও সরকারি কায়দায় নির্ধারিত নিয়মের বেড়াজালে পড়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে। অনেক সময় এই দীর্ঘসূত্রিতার আড়ালে আমলার নিজেরা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে। জনগণ অযথা হয়রানির শিকার হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব ঘটে। এসব কারণেই লালফিতার দৌরাত্ম্য আমলাতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'A' চিহ্নিত অধিকারের নাম হলো আইনগত অধিকার।
রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলা হয়। আইনগত অধিকারের পশ্চাতে থাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। এই অধিকার অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান করা হয়। আইনগত অধিকারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। সামাজিক অধিকার বলতে বোঝায় সমাজে সভ্য জীবনযাপন করার জন্য যেসব অধিকার একান্ত অপরিহার্য। যেমন- জীনবধারনের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার, ধর্মীয় অধিকার ইত্যাদি। রাজনৈতিক অধিকার হলো সেসব অধিকার যার মাধ্যমে নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করে। যেমন- নির্বাচনের অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার ইত্যাদি। অর্থনৈতিক অধিকারগুলো হলো- কর্মের অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, শ্রমিকসংঘ গঠনের অধিকার ইত্যাদি।
উদ্দীপকের ছকে অধিকারের শ্রেণিবিভাগ দেওয়া আছে। তাই 'A' চিহ্নিত অধিকার আইনগত অধিকারকে নির্দেশ করে। আইনগত অধিকারের তিনটি প্রকারভেদ রয়েছে। পৌরনীতি ও সুশাসনে আইনগত অধিকারই গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি 'A' চিহ্নিত অধিকার অর্থাৎ আইনগত অধিকারের অনেকগুলো রক্ষাকবচ রয়েছে।
রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত, অনুমোদিত ও সংরক্ষিত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলা হয়। আইনগত অধিকারের পেছনে থাকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। যেসব ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে অধিকারকে রক্ষা করা যায়, সেগুলোকে অধিকারের রক্ষাকবচ বলে। আইনগত অধিকারের অনেকগুলো রক্ষাকবচ রয়েছে।
আইন হচ্ছে আইনগত অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ। আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এ অধিকার নিশ্চিত হয়। আইনগত অধিকার রক্ষায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর অর্থ হলো আইনের চোখে সবাই সমান। নাগরিকরা যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করবে তা সংবিধানে লিখিত থাকবে। এর মাধ্যমেও আইনগত অধিকার রক্ষা করা যায়। বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হলে প্রত্যেক নাগরিক তার অধিকার যথাযথভাবে ভোগ করতে পারে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য অপরিহার্য। গণমাধ্যমের স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী ভূমিকা নাগরিকদের আইনগত অধিকার রক্ষায় সহায়ক। এছাড়া গণতন্ত্র, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ, দায়িত্বশীল সরকার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি আইনগত অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখে। তবে অধিকার সম্পর্কে জনগণের সচেতনতাই অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, অধিকারের রক্ষাকবচগুলো আইনগত অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখে। তাই বলা যায়, আইনগত অধিকার রক্ষায় অনেকগুলো রক্ষাকবচ রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ জনাব জামাল ও রিয়াজ দু'জনেই একটি রাষ্ট্রে বসবাস করেন। দুজনেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেন। তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করছে রাষ্ট্র। জনাব রিয়াজ সর্বদা রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকেন। তিনি নিয়মিত কর পরিশোধ করেন। তিনি নিজে সততার সাথে ভোট প্রদান করেন এবং অন্যদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কিন্তু জামাল এসব বিষয়ে উৎসাহ বোধ করেন না। *[সরকারি বরিশাল কলেজ ▌ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. অধিকার কত প্রকার? ১
খ. কর্তব্য বলতে কি বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে রিয়াজ কি কি কর্তব্য পালন করে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব জামাল ও জনাব রিয়াজ দুজনকেই কি সুনাগরিক বলা যায়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার প্রধানত দুই প্রকার। যথা— নৈতিক ও আইনগত অধিকার।

খ আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিকদের যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে কর্তব্য বলে।
কর্তব্য বলতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য কিছু করা বা না করার দায়িত্ব বোঝায়। অধ্যাপক লাস্কির মতে, 'আমার নিরাপত্তার অধিকারের মধ্যে অপরের অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করার কর্তব্য নিহিত।' আবার অধ্যাপক হব হাউজ এর মতে, 'ধাক্কা না খেয়ে পথ চলার অধিকার যদি আমার থাকে তাহলে অপরের কর্তব্য হলো আমার পথ ছেড়ে দেওয়া।'

গ পাঠ্যবইয়ের আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত রিয়াজ যেসব কর্তব্য পালন করে সেগুলো আইনগত কর্তব্য।
রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে আইন মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা সব নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শের প্রতি অনুগত হওয়া এবং রাষ্ট্রের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। রাষ্ট্র পরিচালনা ও নাগরিকের অধিকার এবং স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রচুর অর্থের দরকার হয়। সরকার নাগরিকদের ওপর কর ধার্য করে এই অর্থের বিরাট অংশ সংগ্রহ করে। তাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত কর নিয়মিতভাবে ও যথাসময়ে পরিশোধ করা। সততার সাথে ভোটদান করা নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্য। অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তিদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করা হলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। তাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হলো সততার সাথে ভোট প্রদানের মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা। আর এসবই আইনগত কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।
উদ্দীপকে দেখা যায়, রিয়াজ সর্বদা রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকেন। তিনি নিয়মিত কর পরিশোধ করেন এবং সততার সাথে ভোট প্রদান করেন। রিয়াজের এসব কর্মকাণ্ড নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য প্রচলিত আইন মান্য করা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, নিয়মিত কর প্রদান করা এবং সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ তথা আইনগত কর্তব্যকে নির্দেশ করে।

ঘ সৃজনশীল ২০ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

পঞ্চম অধ্যায়: নাগরিক অধিকার, কর্তব্য ও মানবাধিকার

★★ নাগরিক অধিকারের ধারণা

১. বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাস হয় কবে? /ব. বো. '১৫/
ক) ২০০৮ সালের ৫ এপ্রিল
খ) ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল
গ) ২০১১ সালের ১০ এপ্রিল
ঘ) ২০১২ সালের ১০ এপ্রিল — খ

২. কে নাগরিকের অধিকার রক্ষা করে? [জ্ঞান]
ক) আইন খ) পরিবার
গ) সমাজ ঘ) রাষ্ট্র — ঘ

৩. 'অধিকার হচ্ছে সমাজজীবনের সে সকল শর্তাবলি যা ব্যতীত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে না' — উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক) এরিস্টটল খ) অধ্যাপক লাস্কি
গ) টি এইচ গ্রিন ঘ) হব হাউস — খ

৪. অধিকারকে রক্ষার জন্য কাকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে? [অনুধাবন]
ক) জনগণকে খ) সরকারকে
গ) বিরোধী দলকে ঘ) সুশীল সমাজকে — ক

৫. 'অধিকার হচ্ছে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক প্রযুক্ত দাবি'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক) অধ্যাপক জে লাস্কি
খ) অধ্যাপক হল্যান্ড
গ) এরিস্টটল ঘ) বোসানকোয়েত — ঘ

৬. বাংলাদেশ সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক) ১৭ খ) ২১
গ) ২৭ ঘ) ৩২ — ঘ

৭. কত সালে অধিকার বিল পাস হয়? [জ্ঞান]
ক) ১৬৮০ খ) ১৬৮৯
গ) ১৬৯২ ঘ) ১৬৯৮ — খ

৮. অধিকার অবাধ হলে কী ঘটবে? /ব. বো. '১৫/
ক) ব্যক্তি ও সমাজ উন্নত হবে
খ) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে
গ) গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে
ঘ) স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত হবে — ঘ

৯. অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ কোনটি? /ব. বো. '১৫/
ক) গণতন্ত্র খ) আইন
গ) প্রথা ঘ) সংবাদপত্র — খ

১০. কোনটি সকল অধিকারের উৎস? /ঢাকা কলেজ, ঢাকা; রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা/
ক) বিচার বিভাগ খ) ন্যায়পাল
গ) সংবিধান ঘ) প্রধানমন্ত্রী — গ

১১. নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য কোনটি? /ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ/
ক) কর প্রদান করা খ) সুনাগরিক হওয়ার
গ) রাষ্ট্রের সেবা করা ঘ) আনুগত্য প্রকাশ করা — ঘ

১২. অধিকার হলো সেই সকল বাহ্যিক অবস্থা যা মানুষের অধিক উন্নতি সাধন করে। উক্তিটি কার? /নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর/
ক) টি এইচ গ্রিনের খ) অধ্যাপক হল্যান্ডের
গ) ম্যাকাইভার ঘ) লাস্কির — ক

১৩. Right of work- কী? /আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী/
ক) কর্মের অধিকার খ) প্রতিপালনের অধিকার
গ) শ্রমের অধিকার ঘ) অবকাশের অধিকার — ক

১৪. অধিকারের উৎপত্তি কোথায়? [জ্ঞান]
ক) সংবিধানে খ) সমাজে
গ) পরিবারে ঘ) সম্প্রদায়ে — খ

১৫. অধিকারের বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
i. অধিকার একটি সামাজিক ধারণা
ii. অধিকার একটি আইনগত ধারণা
iii. অধিকার পরিবর্তনশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

★★ অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

১৬. তথ্য অধিকার নাগরিকদের কোন ধরনের অধিকার? [জ্ঞান]
ক) অর্থনৈতিক অধিকার
খ) রাজনৈতিক অধিকার
গ) সাংস্কৃতিক অধিকার
ঘ) নৈতিক অধিকার — খ

১৭. বাংলাদেশে কত সালে সর্বশেষ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধন করা হয়? [জ্ঞান]
ক) ২০০০ সালে খ) ২০০১ সালে
গ) ২০০২ সালে ঘ) ২০০৩ সালে — ঘ

১৮. কোন অধিকারটি সকল দেশেই স্বীকৃত সামাজিক অধিকার? [অনুধাবন]
ক) ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার
খ) পরিবার গঠনের অধিকার
গ) ধর্মীয় অধিকার
ঘ) সভা-সমিতির অধিকার — খ

১৯. কোনটি রাজনৈতিক অধিকার? [অনুধাবন]
ক) অন্ন খ) বস্ত্র
গ) চিকিৎসা ঘ) ভোট প্রদান — ঘ

২০. নিচের কোনটি নাগরিকের সামাজিক অধিকার? [অনুধাবন]
ক) ভোটদানের অধিকার
খ) সমালোচনা করার অধিকার
গ) নির্বাচিত হওয়ার অধিকার
ঘ) শিক্ষা লাভের অধিকার — ঘ

২১. ভোটদান ও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া কোন ধরনের অধিকার? /কু. বো. '১৬; ব. বো. '১৫/
ক) সামাজিক খ) রাজনৈতিক
গ) নৈতিক ঘ) অর্থনৈতিক — খ

২২. চলাফেরার স্বাধীনতা কোন ধরনের অধিকার? /চ. বো. '১৫/
ক) সামাজিক খ) অর্থনৈতিক
গ) রাজনৈতিক ঘ) সাংস্কৃতিক — ক

২৩. সখিনা বিবির পরিবার খুবই দরিদ্র। সখিনা বিবির সাহায্য পাওয়ার অধিকার কোন ধরনের অধিকার? /কু. বো. '১৫/
ক) নৈতিক খ) রাজনৈতিক
গ) অর্থনৈতিক ঘ) সাংস্কৃতিক — গ

২৪. ভিক্ষা পাবার অধিকার কোন ধরনের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত? /ব. বো. '১৫/
ক) নৈতিক খ) সামাজিক
গ) রাজনৈতিক ঘ) অর্থনৈতিক — ক

teachingbd.com

http://teachingbd.com

২৫. অবকাশ লাভের অধিকার নাগরিকের কোন ধরনের অধিকার? [আল-আমিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ চাঁদপুর; ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]
ক) সামাজিক খ) অর্থনৈতিক
গ) নৈতিক ঘ) ব্যক্তিগত **খ**

২৬. অধিকারের প্রথম রূপ কী? [আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া]
ক) আইনগত অধিকার
খ) নৈতিক অধিকার
গ) রাজনৈতিক অধিকার
ঘ) ব্যক্তিগত অধিকার **খ**

২৭. সভা-সমিতি করা জনগণের কোন ধরনের অধিকার? [আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া]
ক) সামাজিক খ) নৈতিক
গ) সাংস্কৃতিক ঘ) রাজনৈতিক **ক**

২৮. আইনগত অধিকার কয় ধরনের? [জ্ঞান]
ক) সাত খ) ছয়
গ) পাঁচ ঘ) চার **খ**

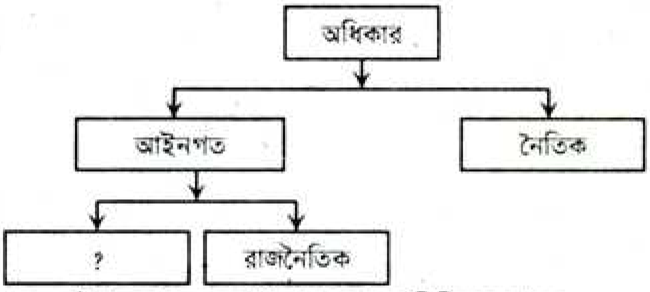

২৯. উপরের ছকের (?) প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে? [প্রয়োগ]
ক) সামাজিক খ) ধর্মীয়
গ) সাংস্কৃতিক ঘ) অর্থনৈতিক **ক**

৩০. নিচের যে অধিকারসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত— [অনুধাবন]
i. সম্পত্তির
ii. শিক্ষার
iii. বাক স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

৩১. রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করা যায়— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তিগতভাবে
ii. প্রত্যক্ষভাবে iii. পরোক্ষভাবে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **গ**

নিচের রেখাচিত্র থেকে ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

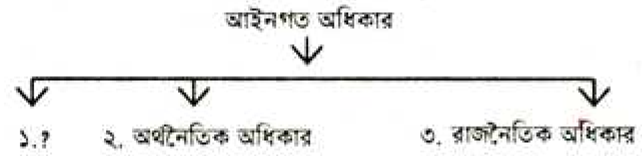

[রা. বো. '১৫; ব. বো. '১৬]

৩২. '?' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?
ক) ব্যক্তিগত অধিকার
খ) সামাজিক অধিকার
গ) সাংস্কৃতিক অধিকার
ঘ) ধর্মীয় অধিকার **খ**

৩৩. ৩নং বিষয়টি কোন শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য?
ক) একনায়কতন্ত্র খ) সমাজতন্ত্র
গ) গণতন্ত্র ঘ) রাজতন্ত্র **গ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
করিম সাহেব পৌরসভার চেয়ারম্যান পদের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। ত্রুটিজনিত কারণে তার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। প্রার্থীপদ বাতিল হওয়ার কারণে তিনি নির্বাচনে ভোটদানে বিরত থাকেন। [ঢা. বো. '১৫]

৩৪. ভোট প্রদান না করে করিম সাহেব কোন কর্তব্য লঙ্ঘন করেন?
ক) আইনগত খ) মানবিক
গ) নৈতিক ঘ) সামাজিক **ক**

উদ্দীপকটি পড়ে ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রফিক ও করিম দুই বন্ধু গল্প করছিল। 'X' নামক জনৈক বৃদ্ধ তাদের কাছে ভিক্ষা চাইলে রফিক দশ টাকা ভিক্ষা দিল। [শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা; অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী]

৩৫. 'X' নামক বৃদ্ধের ভিক্ষা পাওয়া কোন ধরনের অধিকার?
ক) নৈতিক খ) সামাজিক
গ) অর্থনৈতিক ঘ) রাজনৈতিক **ক**

৩৬. উক্ত অধিকারের পিছনে থাকে—
i. রাষ্ট্রীয় অনুমোদন
ii. সমাজের অনুমোদন
iii. নৈতিক অনুমোদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii **খ**

★★ বিশ্বায়ন ও নাগরিক অধিকার

৩৭. ২০০৯ সালের আইন অনুযায়ী বাংলাদেশি মহিলার বিদেশি স্বামী কত বছর বাংলাদেশে অবস্থান করলে নাগরিকত্ব পাবে? [অনুধাবন]
ক) দুই খ) তিন
গ) চার ঘ) পাঁচ **গ**

৩৮. কোনটি নাগরিকের জাতীয় কাজ নয়? [সি. বো. '১৫]
ক) বিশ্ব সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ
খ) দেশরক্ষায় নাগরিকের ভূমিকা
গ) সুনাগরিক হওয়া
ঘ) রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন **ক**

৩৯. বাংলাদেশের নাগরিক এরফান বিশ্বায়নের আশির্বাদে এখন সে আমেরিকায় চাকরি করছে। সে কোন অধিকারটি ভোগ করতে পারবে? [প্রয়োগ]
ক) পরিবার গঠনের অধিকার
খ) অভিবাসী হওয়ার অধিকার
গ) শিক্ষার অধিকার
ঘ) স্বাধীনতার অধিকার **গ**

৪০. নাগরিকত্ব লাভ করা যায়— [দি. বো. '১৫]
i. টাকার বিনিময়ে
ii. বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে
iii. জন্মগতভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **গ**

http://teachingbd.com

৪১. সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়— [ব. বো. ১০]
i. মানুষের স্বভাব
ii. মানুষের জ্ঞান iii. মানুষের অধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

৪২. অনুমোদনের মাধ্যমে কোনো দেশের নাগরিকত্ব পেতে হলে আবেদনকারীর কোন যোগ্যতা থাকা আবশ্যক? [সি. বো. ১০]
i. ভাষাগত
ii. রাষ্ট্রীয় আনুগত্য
iii. ধর্মীয় আনুগত্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ ii ও iii ঘ iii — খ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪৩ ও ৪৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
পৌরনীতি একটি গতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান। গতিশীলতার কারণেই পৌরনীতির সাথে যুক্ত হয়েছে সুশাসন, রাজনীতি, ন্যায়বিচারের মতো প্রত্যয়গুলো। সুশাসনকে বাস্তবে কার্যকরী করতে তাই সরকারও তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপকতা বাড়াতে নানামুখী প্রয়াস গ্রহণ করেছে। [সি. বো. ১০]

৪৩. পৌরনীতির সাথে বর্তমানে নতুন যে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে—
i. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
ii. সুশাসন
iii. তারহীন ব্যাংকিং পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

৪৪. সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে—
ক সুশাসন নিশ্চিত হচ্ছে
খ দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে
গ ধর্মের অবমাননা বৃদ্ধি পাচ্ছে
ঘ রক্ষণশীলতা দূর হচ্ছে — ক

★ নাগরিকের তথ্য অধিকার

৪৫. কোন অধিকার আজ মৌলিক অধিকারের রূপ লাভ করেছে? [রা. বো. ১০]
ক খাদ্য খ বস্ত্র
গ তথ্য ঘ চিকিৎসা — গ

৪৬. ১১-১৪ শতকে কোথায় 'Town Cricnes' নামে এক ধরনের লোক নিয়োজিত ছিল? [জ্ঞান]
ক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়
খ পূর্ব ইউরোপে
গ মধ্য ইউরোপে ঘ মধ্য পূর্ব এশিয়ায় — ঘ

৪৭. কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'Freedom of Information Act' আইন পাস হয়? [জ্ঞান]
ক ১ এপ্রিল ১৯৬৬ খ ৪ এপ্রিল ১৯৬৬
গ ১ জুলাই ১৯৬৬ ঘ ৪ জুলাই ১৯৬৬ — ঘ

৪৮. নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তিগত কাজে অস্বচ্ছতা তৈরি করতে পারে
ii. প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা আনতে পারে
iii. রাষ্ট্রীয় কাজে স্বচ্ছতা আনতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

★ বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন

৪৯. প্রতারণার প্রধান অস্ত্র কী? [জ্ঞান]
ক মিথ্যা খ অজুহাত
গ গোপনীয়তা ঘ বিলম্বতা — গ

৫০. বাংলাদেশের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হলে— [অনুধাবন]
i. দুর্নীতি হ্রাস পাবে
ii. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে
iii. বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

৫১. তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য হলো— [বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]
i. সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা
ii. স্বচ্ছলতা প্রতিষ্ঠা করা
iii. নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

৫২. তথ্য হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. কোনো প্রতিষ্ঠানের গঠন কাঠামো
ii. কোনো প্রতিষ্ঠানের হিসাব বিবরণী
iii. কোনো প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

★★ নাগরিক জীবনে তথ্য আইনের প্রভাব

৫৩. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়নের যথার্থ কারণ কোনটি? [আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া]
ক জনগণের সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা
খ জনগণের মানবাধিকার নিশ্চিত করা
গ জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা
ঘ জনগণের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা — গ

৫৪. তথ্য আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদান করতে ইচ্ছা করে দেরি করলে প্রতিদিন কত টাকা জরিমানা দিতে হবে? [জ্ঞান]
ক ৫০ টাকা খ ৮০ টাকা
গ ১০০ টাকা ঘ ১৫০ টাকা — ক

৫৫. তথ্য অধিকার আইন নিশ্চিত করে— [অনুধাবন]
i. প্রশাসনের দায়িত্বশীলতা
ii. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা
iii. দুর্নীতির হার বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

★ কর্তব্যের ধারণা

৫৬. বাংলাদেশ সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে নাগরিক কর্তব্যের বিবরণ রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ২০ অনুচ্ছেদে
খ ২০ ও ২১ অনুচ্ছেদে
গ ২২ ও ২৩ অনুচ্ছেদে
ঘ ২৪ অনুচ্ছেদে — খ

Teachingbd.com

৫৭. জনগণ কীভাবে রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে? /রা. বো. '১০/
ক আইন মান্য করে খ কর প্রদান করে
গ ভোট প্রদান করে ঘ আনুগত্য প্রদর্শন করে **ঘ**

৫৮. কর্তব্য বলতে কী বুঝায়? /দি. বো. '১০/
ক কাজ খ দায়িত্ব
গ গুরুত্ব ঘ অধিকার **খ**

৫৯. নাগরিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য কোনটি? [জ্ঞান]
ক স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষা
খ কর প্রদান
গ সন্তানদের শিক্ষাদান
ঘ রাষ্ট্রের সেবা **ক**

★★ কর্তব্যের প্রকারভেদ

৬০. অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কোন ধরনের কর্তব্য? /ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক আইনগত খ রাষ্ট্রীয়
গ নৈতিক ঘ জাতীয় **গ**

৬১. ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া কোন ধরনের কাজ? /সি. বো. '১০/
ক ধর্মীয় খ অর্থনৈতিক
গ রাজনৈতিক ঘ সামাজিক **ঘ**

৬২. জনগণের কোনটি নৈতিক কর্তব্যের ভিত্তি? [জ্ঞান]
ক নৈতিকতা খ দায়িত্ব
গ সচেতনতা ঘ অনৈতিকতা **ক**

উদ্দীপকটি পড়ে ৬৩ ও ৬৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রবিনের বাবা একজন বড় ব্যবসায়ী। তার বাবা জনগণের সেবায় কাজ করেন। তিনি নিয়মিত কর প্রদান করেন। এ জন্য গত কর বছরে রবিনের বাবা পুরস্কার পেয়েছেন। /চ. বো. '১০/

৬৩. উদ্দীপকে রবিনের বাবা কোন ধরনের কর্তব্য পালন করেছেন?
ক নৈতিক খ সামাজিক
গ রাজনৈতিক ঘ অর্থনৈতিক **ঘ**

৬৪. রবিনের বাবার মতো বিত্তবানরা ভূমিকা পালন না করলে—
ক অধিকার ভোগ করা যায় না
খ সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না
গ অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় না
ঘ গণতন্ত্রের বিকাশ হয় না **ক**

অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৬৫ ও ৬৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
হালিম এম এ পাস করে সরকারি চাকরির আশায় কিছুদিন বেকার জীবন যাপন করেছে। তারপর তার এক বন্ধুর পরামর্শে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তাদের বাড়ির পাশের একখণ্ড জমিতে সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগির খামার দিয়ে কিছু দিনের মধ্যে অনেক টাকার মালিক হলো এবং সুনাগরিক হিসেবে নিয়মিত করও প্রদান করতে লাগল। /কু. বো. '১০/

৬৫. অনুচ্ছেদে হালিম যে ধরনের কর্তব্য পালন করছে—
ক সামাজিক খ আইনগত
গ নৈতিক ঘ রাজনৈতিক **খ**

৬৬. হালিমের কর্তব্যবোধের ফলে—
i. সামাজিক পরিবর্তন ঘটবে
ii. রাষ্ট্রের উন্নয়ন হবে
iii. অন্যদের মাঝে সচেতনতাবোধ তৈরি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

৬৭. অধিকার ও কর্তব্য একই বস্তুর দুটি দিক মাত্র- কথাটি কতটুকু যৌক্তিক? /সি. বো. '১০/
ক আংশিক সঠিক খ পক্ষপাতিত্বমূলক
গ যথার্থ ও সঠিক ঘ শর্তসাপেক্ষ সঠিক **ঘ**

৬৮. 'অধিকার ও কর্তব্য একই বস্তুর দুটি দিক'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক গেটেল খ টমাস হবস
গ জে. লাস্কি ঘ টি.এইচ. গ্রিন **গ**

৬৯. স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কী? /দি. বো. '১০/
ক নৈতিকতা খ সামাজিক মূল্যবোধ
গ আইনের শাসন ঘ স্বাধীনতা **গ**

৭০. নিচের কোনটি কর্তব্যের পরিপূরক? /ব. বো. '১০/
ক অধিকার খ ভালোবাসা
গ সম্প্রীতি ঘ স্বাধীনতা **ক**

৭১. অশিক্ষিত মানুষের রাজনৈতিক জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত হয় কীভাবে? /আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী/
ক সংবাদপত্রের মাধ্যমে
খ সভা-সমিতির মাধ্যমে
গ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে
ঘ সিনেমা, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে **খ**

৭২. মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের অর্থ হলো— [অনুধাবন]
i. অন্য কেউ তার প্রাণের ক্ষতিসাধন করবে না
ii. রাষ্ট্র তার জীবনের নিরাপত্তা বিধান করবে
iii. রাষ্ট্র তার খাদ্যের যোগান দিবে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭৩. মানবজীবনকে সার্থক করতে প্রয়োজন— [অনুধাবন]
i. অর্থনৈতিক সচ্ছলতা
ii. সামাজিক মর্যাদা
iii. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৭৪ ও ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'রিক্সাচালক বশির ট্রাকের ধাক্কায় নিহত' পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক উক্ত দুর্ঘটনার ব্যাখ্যা চেয়ে আদেশ জারি করেন। /চা. বো. '১০/

৭৪. উদ্দীপকের বিচারকের আদেশকে কী বলা হয়?
ক প্রশাসনিক খ স্বপ্রণোদিত
গ নির্বাহী ঘ দাপ্তরিক **খ**

৭৫. সুপ্রিম কোর্টের এ ধরনের ভূমিকায় কী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে?
ক সামাজিক অধিকার
খ মৌলিক অধিকার
গ রাজনৈতিক অধিকার
ঘ মানবাধিকার **খ**

http://teachingbd.com

★ মানবাধিকারের ধারণা

৭৬. জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো কোন দিনটিকে মানবাধিকার দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে? [জ্ঞান]
ক ৮ ডিসেম্বর খ ১০ ডিসেম্বর
গ ১২ ডিসেম্বর ঘ ১৪ ডিসেম্বর **খ**

৭৭. মানবাধিকারের স্বীকৃতিদাতা কে? [জ্ঞান]
ক রাষ্ট্র
খ আন্তর্জাতিক আদালত
গ আন্তর্জাতিক নীতিমালা
ঘ জাতিসংঘ **ঘ**

৭৮. মানবাধিকারের জন্ম হয়েছে— [অনুধাবন]
ক প্রেম-ভালোবাসা থেকে
খ স্নেহ-মায়া-মমতা থেকে
গ ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে
ঘ মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ থেকে **ঘ**

৭৯. 'Give me a good mother, I will give a good nation.'- উক্তিটি কে করেছেন? [জ্ঞান]
ক এরিস্টটল খ নেপোলিয়ন
গ প্লেটো ঘ অধ্যাপক লাস্কি **খ**

৮০. মানবাধিকার বলতে বুঝায়— [রা. বো. '১৫]
ক মানুষের কতগুলো সাধারণ সুযোগ সুবিধা
খ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা
গ রাষ্ট্রের সংবিধান স্বীকৃত সুযোগ সুবিধা
ঘ আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত সুযোগ সুবিধা **খ**

৮১. মানবাধিকারের মুখপাত্র কোনটি? [রা. বো. '১৫]
ক ইউনেস্কো খ জাতিসংঘ
গ জাতিপুঞ্জ ঘ ইউনিসেফ **খ**

৮২. মানবাধিকার সুরক্ষিত না হওয়ার কারণ কী? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বলে
খ সীমানা বিশ্বব্যাপী বলে
গ সংবিধানিক স্বীকৃতি নেই বলে
ঘ সুস্পষ্ট উৎস নেই বলে **গ**

৮৩. কোন দেশে মৌলিক অধিকার সংবিধানে সন্নিবেশিত নেই? [আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক ভারতে খ ফ্রান্সে
গ ব্রিটেনে ঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে **গ**

৮৪. 'মানবাধিকার মানুষের সহজাত' উক্তিটি কার? [শিবরামপুর সরকারি কলেজ, পাবনা]
ক S.P Huntington
খ Spensor
গ Plato ঘ EM White **ক**

৮৫. 'Man is born free' —উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক হবস খ জন লক
গ রুশো ঘ ম্যাকিয়াভেলি **গ**

৮৬. 'Natural Right' অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক প্রকৃত অধিকার
খ সত্যিকার অধিকার
গ প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার
ঘ প্রাকৃতিক অধিকার **ঘ**

৮৭. মানবাধিকার এমন কতগুলো অধিকার যা নাগরিক জীবনের— [দি. বো. '১৫]
i. উন্নয়ন ঘটায়
ii. ব্যাপ্তি ঘটায় iii. পতন ঘটায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ও iii
গ i ও ii ঘ iii **গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮৮ ও ৮৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মনির মিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তাকে আদালতে হাজির না করে, সাতদিন থানায় রেখে দেয়ে পুলিশ। [দি. বো. '১৫]

৮৮. মনির মিয়ার কোন অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে?
ক সাংবিধানিক খ মানবাধিকার
গ সামাজিক ঘ রাজনৈতিক **খ**

৮৯. মনির মিয়াকে কোথায় হাজির করা উচিত ছিল?
ক জাতীয় সংসদ খ আদালত
গ জেলখানা ঘ সচিবালয় **খ**

★ মানবাধিকারসমূহ

৯০. রুশো কোন দেশের নাগরিক ছিলেন? [জ্ঞান]
ক ফ্রান্স খ ইতালি
গ জার্মানি ঘ রাশিয়া **ক**

★★ মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসন

৯১. কোনটি মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা? [অনুধাবন]
ক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
খ নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
গ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন
ঘ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা **ক**

৯২. জনগণের স্বার্থ এবং জনগণের কল্যাণের জন্য যে শাসন তাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক গণতন্ত্র খ সমাজতন্ত্র
গ রাজতন্ত্র ঘ প্রজাতন্ত্র **ক**

৯৩. 'মানব পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন আইন গৃহীত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৪৯ সালে খ ১৯৫১ সালে
গ ১৯৫৩ সালে ঘ ১৯৫৫ সালে **ক**

৯৪. আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ কত সালে গৃহীত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৯ সালে খ ১৯৬৯ সালে
গ ১৯৭৯ সালে ঘ ১৯৮৯ সালে **ঘ**

৯৫. মানবাধিকার রক্ষা করতে প্রয়োজন— [ব. বো. '১৫]
i. জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ
ii. রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকরণ
iii. সামাজিক অধিকার প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

অধ্যায়-৬: রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

প্রশ্ন ▶ ১ শিক্ষক ছাত্রদের পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে শ্রেণিকক্ষে একটি কৃত্রিম নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ছাত্ররা এই নির্বাচনে জালালকে শ্রেণির নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে। শিক্ষক মহোদয় ছাত্রদের কাছে জানতে চাইলেন, কেন তারা জালালকে নির্বাচিত করেছে। ছাত্ররা জানালো, জালালের আকর্ষণীয় গুণাবলি ও দক্ষতা তাদেরকে আকৃষ্ট করেছে।

[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. রাজনৈতিক দল কী? ১

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জালাল-এর নির্বাচিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত জালালের ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।' তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হলো বিশেষ নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। এরা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থকে যথাযথভাবে আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। শিক্ষক সমিতি, বণিকসংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন, সুশীল সমাজ প্রভৃতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের জালালের নির্বাচিত হওয়ার কারণ হলো তার মধ্যে একজন নেতার প্রয়োজনীয় গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে।

যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো জনসমষ্টির আচার-ব্যবহার ও কার্যাবলিকে প্রভাবিত করতে পারে তাকে নেতা বলা হয়। নেতার গুণাবলি বা যোগ্যতাকে বলা হয় নেতৃত্ব। নেতৃত্ব হলো কোনো দল বা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের আচরণ ও কাজকে প্রভাবিত করার কৌশল। একজন ভালো নেতার ভালো আচার-আচরণ, সুন্দর ব্যবহার, কর্মদক্ষতা, জ্ঞান, দূরদৃষ্টি, সহনশীলতা, গণমুখিতা প্রভৃতি গুণ জনগণকে আকৃষ্ট করে। যে নেতার মধ্যে এসব গুণ থাকে জনগণ তাকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করে। এ বিষয়টিই আমরা উদ্দীপকের জালালের ক্ষেত্রে লক্ষ করেছি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শ্রেণিশিক্ষক ছাত্রদের নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য শ্রেণিকক্ষে একটি প্রতীকী নির্বাচনের আয়োজন করেন। ঐ নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা জালাল নামে তাদের এক সহপাঠীকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করে। তখন শ্রেণিশিক্ষক তাদের কাছে জালালকে নির্বাচিত করার কারণ জানতে চান। উত্তরে শিক্ষার্থীরা বলে, জালালের আকর্ষণীয় গুণাবলি এবং দক্ষতার কারণে তারা তাকে নির্বাচিত করেছে। গণতান্ত্রিকব্যবস্থায়ও এ বিষয়টি লক্ষ করা যায়। জনগণ দক্ষ, যোগ্য এবং সৎ মানুষকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করতে চায়। সুতরাং বলা যায়, জালালের নির্বাচিত হওয়ার কারণ হলো তার মধ্যে একজন যোগ্য নেতার প্রয়োজনীয় গুণাবলি রয়েছে। এ বিষয়টিই সহপাঠীদের তার প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

ঘ 'উদ্দীপকে উল্লিখিত জালালের ভূমিকা অর্থাৎ যোগ্য নেতৃত্ব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নেতৃত্ব হলো সেসব গুণাবলি যা অপরকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অভীষ্ট স্থানে পৌঁছাতে সাহায্য করে। যোগ্য নেতা একটি জাতির অভিভাবক ও পথপ্রদর্শক। যেকোনো সমাজ ও রাজনৈতিকব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা অপরিসীম। নেতার উত্তম গুণাবলিই একটি জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। আর সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দক্ষ নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। কারণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের ভিত শক্তিশালী করা, সামাজিক ঐক্য রক্ষা, সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি, নাগরিক সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়ানো। কেবল যোগ্য নেতৃত্বেই এসব দিকে খেয়াল রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। উত্তম নেতৃত্ব সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য শাসনব্যবস্থার সবক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব সুশাসন নিশ্চিত করতে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়। নাগরিকের অধিকার, স্বাধীনতা, নারী ও সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উত্তম নেতৃত্ব সজাগ দৃষ্টি রাখে। ফলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। নেতার উত্তম গুণাবলিই একটি জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। উদ্দীপকের জালাল তার আকর্ষণীয় গুণাবলি এবং কাজের দক্ষতার মাধ্যমে ক্লাসের শিক্ষার্থীদের বিশ্বাস অর্জন করেছে। অর্থাৎ জালাল একজন আদর্শ নেতা। আশা করা যায়, সে তার সহপাঠীদের দেশপ্রেম, দায়িত্বশীলতা ও নৈতিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবে। তার মতো নেতৃত্বের গুণের অধিকারীরাই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায়, উত্তম ও দক্ষ নেতারা দেশ ও জাতির কাণ্ডারি। তাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজ এগিয়ে যায়। তাই বলা যায়, জালালের মতো নেতৃত্ব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶ ২ সাইফুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ গুণাবলির জন্য জনসাধারণের কাছে বিশেষ সম্মানের আসনে সমাসীন। তিনি সহজেই জনগণকে প্রভাবিত করতে পারেন। বিশেষত চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও বাগ্মিতার জন্য জনগণ তাঁর প্রতি মুগ্ধ।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো.-'১৮ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. উপদল কী? ১

খ. জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সাইফুল ইসলামের আচরণে কী ধরনের নেতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতৃত্ব জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে— তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দলের কিছু সদস্য দলীয় নীতি ও কর্মসূচির কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে কিংবা ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ হলে তাকে উপদল (Faction) বা কুচক্রী দল (Clique) বলে।

খ জাতি এমন একটি জনসমষ্টিকে নির্দেশ করে যা একই বংশ ও ভাষাগত ঐক্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। জাতীয়তা সেই জনসমষ্টিকে নির্দেশ করে যারা একই বংশ, ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা, সাহিত্য, আদর্শ, ঐতিহ্য, আচার ও রীতি-নীতির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ।

https://teachingbd24.com

জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

জাতি একটি সক্রিয় ও বাস্তব রাজনৈতিক চেতনা। অপরদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ধারণা। জাতি গঠনে রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি; কিন্তু জাতীয়তার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি নয়। জাতি হলো জাতীয়তার চূড়ান্ত পর্যায়। অন্যদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে জাতি গঠনের প্রাথমিক অবস্থা। জাতি খুব সুসংহত হয়; কিন্তু, জাতীয়তা সুসংহত নাও হতে পারে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সাইফুল ইসলামের আচরণে সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

কোনো নেতা যখন তার নেতৃত্ব ও কাজের মাধ্যমে জনগণকে ব্যাপকভাবে মুগ্ধ, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন তখন সেই নেতৃত্বকে 'সম্মোহনী বা জাদুকরি নেতৃত্ব' (**Charismatic leadership**) বলা হয়। সম্মোহনী শব্দটির অর্থ হচ্ছে অন্যকে আকৃষ্ট করার বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলি। আর এ বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলিসম্পন্ন নেতা জনগণকে মুগ্ধ করতে পারেন। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার (**Max Weber**) সর্বপ্রথম এ নেতৃত্বের ধারণা দেন। এ ধরনের নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি অনেকটা অতিমানবিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। ঐ নেতা জনগণকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেন যে, তারা তার কথার মাধ্যমে গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং তার কথার বাইরে যেতে পারেন না। মহাত্মা গান্ধী, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ নেতার মধ্যে সম্মোহনী নেতৃত্বের গুণ ছিল।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সাইফুল ইসলাম তার অসাধারণ গুণাবলির জন্য জনসাধারণের কাছে বিশেষ সম্মান পান। তিনি সহজেই জনগণকে প্রভাবিত করতে পারেন। চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও বাগ্মিতার জন্য জনগণ তার প্রতি মুগ্ধ। তাই বলা যায়, সাইফুল ইসলামের আচরণে সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

ঘ 'উদ্দীপকে বর্ণিত সম্মোহনী নেতৃত্ব জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে'— আমি এই কথার সাথে একমত।

বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটে জর্জরিত সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন সুযোগ্য নেতৃত্ব। উপযুক্ত নেতৃত্ব ছাড়া কোনো জাতি বা রাষ্ট্র অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। সুযোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমেই একটি জাতি অভিন্ন নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। রাষ্ট্রের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলো নেতৃত্বের গুণেই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। এ ধরনের নেতৃত্বই জাতীয় সংকট কাটিয়ে উঠতে এবং দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সম্মোহনী নেতৃত্ব একটি জনসমাজকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করায় সহায়তা করতে পারে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ধরনের নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি তার সম্মোহনী নেতৃত্বের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তার ডাকে সাড়া দিয়েই বাঙালি জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সাইফুল ইসলামের মতো সম্মোহনী নেতৃত্ব জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩ আহ্নাফ এবং তাওসিফ একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। তারা দু'জন দুটি আলাদা সংগঠনের সাথে যুক্ত। আহ্নাফের সংগঠনটি সবসময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে। অপরদিকে, তাওসিফের সংগঠনটি নিজেদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করে এবং এই সংগঠনটি সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে রাখার চেষ্টা করে।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮ । প্রশ্ন নং ১১]

ক. নেতৃত্ব কী? ১

খ. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আহ্নাফের সংগঠনটি কোন ধরনের সংগঠন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠন দুটির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো একজন নেতার এমন কিছু গুণাবলির সমষ্টি যার মাধ্যমে সে জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ যখন কোনো দেশে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় এবং অন্য দলগুলোর কার্যকলাপ চোখে পড়ে না তখন তাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এরূপ ব্যবস্থায় প্রধান দুটি দলের মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হতে দেখা যায়। ফলে জনগণ খুব সহজেই দুটি দলের মতাদর্শ থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে পারে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আহ্নাফের সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল।

রাজনৈতিক দল হলো নির্দিষ্ট মতাদর্শে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা একই মতাদর্শে ও সমনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হন। দলের সদস্যদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকলেও সমাজ বা জাতির সামগ্রিক কল্যাণে তারা ঐকমত্য পোষণ করেন। সরকার গঠন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যক্রম সম্পন্ন করে। জনসমর্থনের মাধ্যমে বিজয় অর্জন ও সরকার গঠন এবং পরবর্তীতে শাসনকার্য পরিচালনার মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, আহ্নাফ একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। সে একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত। তার সংগঠনটি সবসময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে। অর্থাৎ আহ্নাফ রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্যে থাকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনসমর্থন লাভ করে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। এ জন্য তারা সরকারি কাজের সমালোচনা করে এবং দেশের সমস্যাগুলো জনগণের সামনে তোলে ধরে। তাই বলা যায়, আহ্নাফের সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল। কেননা, রাজনৈতিক দলই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আহ্নাফের সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল এবং তাওসিফের সংগঠনটি হলো চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

উদ্দীপকের আহ্নাফের সংগঠনের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়া। অর্থাৎ, সে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে, তাওসিফের সংগঠনটি নিজের স্বার্থ নিয়ে কাজ করে এবং সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে রাখার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, তাওসিফ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য।

রাজনৈতিক দল বলতে এমন এক সংগঠিত জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা কতিপয় নীতিমালার ভিত্তিতে একত্রিত হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারি ক্ষমতা দলের চেষ্টা করে। অপরদিকে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এমন একটি জনসমষ্টি যার সদস্যরা সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ, ক্ষমতা দখলের কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। বরং তাদের উদ্দেশ্য গোষ্ঠী স্বার্থোদ্ধার। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও উভয়ের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের মধ্যে উৎপত্তি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক দলের সামনে বৃহৎ জাতীয় কল্যাণের লক্ষ্য

https://teachingbd24.com

থাকে, যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না। সাংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল। রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজকর্ম সাধারণত গোপন বা অপ্রকাশ্য। আবার, রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তা করে না। তবে এই দু'টি সংগঠনের মধ্যে সাদৃশ্য হলো তারা উভয়ই নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সংগঠিত হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য যেমন রয়েছে, তেমনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ স্বেচ্ছাচারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আনিস গ্রামের যুবকদের একত্রিত করে একটি সংগঠন তৈরি করে। ক্রমেই সংগঠনটির কর্মকাণ্ড ইউনিয়ন জুড়ে বিস্তৃত হয় এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সবাই আনিসের কথা ও কর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে। তার নৈতিকতা ও দেশপ্রেম সবাইকে মুগ্ধ করে। পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে তার সংগঠনটি অংশগ্রহণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। *[ঢা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. পৌরনীতি ও সুশাসনের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. আইন প্রণয়নে আমলারা কীভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আনিসের সংগঠনটির সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন সংগঠনটির সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আনিসের নেতৃত্ব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক— তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তি দেখাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এমন একটি শাখা, যা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে। আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সব প্রতিষ্ঠানে আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই হলো সুশাসন।

খ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলাদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ 'Delegated Legislation' তথা অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন প্রণয়ন করেন।

আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু বর্তমান যুগের বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য অসংখ্য আইন প্রয়োজন হয় যা বিস্তারিতভাবে রচনা করা আইনসভার পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশেষ করে অর্থ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ, মাদকদ্রব্য ইত্যাদির মতো জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশলগত জ্ঞান ও বিচক্ষণতা রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেরই থাকে না। ফলে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আইনসভা অনেক সময় আমলাদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। এক্ষেত্রে আমলাদেরকেই আইনের খসড়া প্রণয়নের মতো বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আনিসের সংগঠনটির সাথে আমার পঠিত রাজনৈতিক দলের সাদৃশ্য রয়েছে।

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দলই জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল হলো নির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা একই মতাদর্শ ও নীতির মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হন। দলের সদস্যদের মধ্যে কখনো কখনো দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা বা মতপার্থক্য ঘটলেও বৃহত্তর দলীয় বা জাতীয় স্বার্থে তারা ঐকবদ্ধ থাকেন। আনিসের সংগঠনটির মধ্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আনিস স্বেচ্ছাচারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য কিছু যুবককে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করে তিনি এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেন এবং জনমত গঠনের মাধ্যমে তার সংগঠনের প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধি করেন। পরবর্তী সময় তিনি নিজে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেন। রাজনৈতিক দলের সদস্যরাও এভাবে একে একে সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে কর্মসূচি প্রণয়ন, এর প্রতি জনসমর্থন অর্জন এবং ঐ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার গঠন করতে নির্বাচনে অংশ নেয়। রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থে কাজ করে এবং দেশ ও দেশবাসীর সমসাময়িক সমস্যা সম্পর্কে নিয়মিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দলের মতাদর্শের অনুকূলে জনমত সংগ্রহের চেষ্টা করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গঠনগত বৈশিষ্ট্য ও কার্যপদ্ধতির দিক দিয়ে আনিসের সংগঠনটি রাজনৈতিক দলেরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

ঘ উদ্দীপকের আনিস উত্তম নেতৃত্ব গুণের অধিকারী। তাই তার নেতৃত্ব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

একটি দল, সমাজ বা দেশের মানুষকে সার্বিক নির্দেশনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালনা করাই হচ্ছে নেতৃত্ব। সাধারণভাবে নেতার গুণাবলিকে নেতৃত্ব বলে। নেতার উত্তম গুণাবলি একটি জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। আর সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও দক্ষ নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। আনিস উত্তম ও দক্ষ নেতৃত্বের অধিকারী। তাই তিনিও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন।

আনিস একটি রাজনৈতিক দলের নেতা। তিনি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে এলাকার মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেছেন। তিনি দেশপ্রেম ও নৈতিকতার আদর্শে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং তাকে একজন আদর্শ নেতা বলা যেতে পারে। আনিসের মতো নেতৃত্বের গুণের অধিকারীরাই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের ভিত শক্তিশালী করা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা, সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলা ইত্যাদি। আর যোগ্য নেতৃত্বই এসব দিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। যোগ্য নেতা সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করেন। নারী ও সংখ্যালঘুসহ সব শ্রেণির নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে উত্তম নেতৃত্ব সজাগ দৃষ্টি রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, উত্তম ও যোগ্য নেতারা দেশ ও জাতির কাণ্ডারি। তাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যায় এবং দেশবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। তাই বলা যায়, আনিসের নেতৃত্ব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ৫ জনাব আজিজ একটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। তার ইউনিয়নের সব নাগরিক যেকোনো সমস্যায় তার কাছে যায়। বিবাদ মীমাংসার জন্য সবাই ইউনিয়ন আদালতে অভিযোগ দায়ের করে। জনাব আজিজ নিরপেক্ষভাবে সব বিবাদের মীমাংসা করে দেন। তিনি এলাকার উন্নয়নে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। সবাই তার ওপর আস্থাশীল। *[ঢা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. মানবাধিকার কাকে বলে? ১

খ. "আইনের চোখে সবাই সমান"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আজিজের মধ্যে কোন ধরনের নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ইউনিয়নের মতো রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারের কী কী করণীয়? মতামত দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তা-ই মানবাধিকার।

https://teachingbd24.com

ঘ আইনের দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান এবং সবার ক্ষেত্রে অভিন্ন আইন প্রযোজ্য।

ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। সবাই আইন মেনে চলতে বাধ্য। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান।

গ উদ্দীপকের চেয়ারম্যান জনাব আজিজের মধ্যে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

সাধারণ অর্থে নেতৃত্ব বলতে একজন নেতার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলিকে বোঝায়। তবে পৌরনীতিতে একজন ব্যক্তি বা কোনো একটি দলের নেতা কী গুণের অধিকারী এবং তা অন্যকে কতটা প্রভাবিত করছে তাকেই নেতৃত্ব বলে। নেতার ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলির ওপর ভিত্তি করে নেতৃত্ব নানা ধরনের হতে পারে। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব এগুলোর অন্যতম। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব জনগণের অংশগ্রহণ এবং স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও কাজ করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। জনাব আজিজও একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, জনাব আজিজ জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান। তাই জনগণের মঙ্গল সাধনই তার প্রধান কর্তব্য। এ কারণে তিনি জনগণের সমস্যা মন দিয়ে শোনেন এবং নিরপেক্ষভাবে তার সমাধানের চেষ্টা করেন। আজিজ সাহেব একজন যোগ্য জনপ্রতিনিধি। তিনি গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করেন এবং গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে এলাকার প্রশাসন পরিচালনা ও উন্নয়নের চেষ্টা করছেন। এরকম গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অধিকারীরা জনগণকে সব কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতেই সব কাজ করেন। তারা মানুষের অধিকার, কল্যাণ ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তারা জনগণকে সংগঠন বা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে মূল্যায়ন করেন। তাই তাদের সব কর্মকাণ্ড জনগণকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। চেয়ারম্যান আজিজ সাহেব এসব বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেন বলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তিনি গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অধিকারী।

ঘ জনাব আজিজের ইউনিয়নের মতো রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারকে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক ও কল্যাণধর্মী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
সরকার একটি রাষ্ট্রের পরিচালক। তাই রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকার যদি জনাব আজিজের মতো জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তাদের সমস্যা সমাধানে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, তবে তা জনগণের আস্থা অর্জন করবে। এভাবে সুশাসন বা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

ইউপি চেয়ারম্যান জনাব আজিজ তার এলাকায় গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ ও কল্যাণধর্মী শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সরকার যদি রাষ্ট্রে এ ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে তাকে প্রথমেই অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার প্রতি খেয়াল রেখে সরকারকে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। এরপর জনগণের সম্পদ ও সামর্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের প্রতি সরকারকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এছাড়া আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের সমস্যাকে মাথায় রেখে বাস্তবধর্মী ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হবে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের অবাধ চলাফেরা ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের নিশ্চয়তা প্রয়োজন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে জনগণকে ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। সর্বোপরি প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সরকার যদি জনগণকে সাথে নিয়ে সব নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করে, তবে উদ্দীপকের ইউনিয়নের মতো রাষ্ট্রেও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৬ 'X' নামক একটি রাষ্ট্রে শামীম ও জামিল দুই ভাই একটি কারখানায় কাজ করে। শামীম 'ক' নামক একটি সংগঠনের নেতা। তার সংগঠনটি জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সরকার গঠন করতে চায়। অন্যদিকে, জামিল 'খ' নামের একটি সংগঠনের সাথে জড়িত। এ সংগঠনটি শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে এবং দাবি-দাওয়া পূরণে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

[রা. বো. ১৭ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. শিক্ষকতা কোন ধরনের নেতৃত্ব? ১

খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' নামের সংগঠনের ধরন কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'ক' সংগঠনের মাধ্যমে কীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? জাতীয় উন্নয়নে এ সংগঠনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষকতা বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব।

খ কোনো নেতা তার নেতৃত্ব ও কাজের মাধ্যমে জনগণকে ব্যাপকভাবে মুগ্ধ, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হলে তার নেতৃত্বকে 'সম্মোহনী বা জাদুকরি নেতৃত্ব' (Charismatic Leadership) বলা হয়।

সম্মোহন শব্দটির অর্থ হচ্ছে আকৃষ্ট বা নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ গুণ। আর এ ধরনের বিশেষ গুণসম্পন্ন নেতা জনগণকে মুগ্ধ করতে পারেন। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার (Max Weber) সর্বপ্রথম এ নেতৃত্বের ধারণা প্রদান করেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধী, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ নেতার মধ্যে সম্মোহনী নেতৃত্বের গুণ ছিল।

গ উদ্দীপকের 'ক' নামক সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল এবং 'খ' নামক সংগঠনটি হলো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

উদ্দীপকের শামীমের সংগঠনের উদ্দেশ্য জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সরকার গঠন করা। অর্থাৎ, সে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে, জামিলের সংগঠনটি শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে এবং দাবি-দাওয়া পূরণে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, জামিল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য।

রাজনৈতিক দল বলতে এমন এক সংগঠিত জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা কতিপয় নীতিমালার ভিত্তিতে একত্রিত হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারি ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। ক্ষমতা দখলের কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। বরং তাদের উদ্দেশ্য কোন নিজের গোষ্ঠির অধিকার বা স্বার্থ আদায় করা। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যগুলো দেখা যায় উৎপত্তি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির মধ্যে। রাজনৈতিক দলের সামনে বৃহৎ জাতীয় কল্যাণের লক্ষ্য থাকে, যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না। সাংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল। রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজকর্ম সাধারণত একটু ভিন্ন। এগুলো সাধারণত পাশ থেকে কাজ করে। আবার, রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তা করে না। অন্যদিকে এই দু'টি সংগঠনের মধ্যে সাদৃশ্য হলো, তারা উভয়েই নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সংগঠিত হয়। উভয়েই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যই বেশি।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের 'ক' সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকের 'ক' নামক সংগঠনটি জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সরকার গঠন করতে চায়। একইভাবে রাজনৈতিক দলও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করতে চায়। তাই বলা যায়, 'ক' নামক সংগঠনটি একটি রাজনৈতিক দল। রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নে এ ধরনের দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাজনৈতিক দলের সুষ্ঠু কর্মকাণ্ডের ওপর একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করে। কেননা, রাষ্ট্র পরিচালনার মূল শক্তিই হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সমাধানের মাধ্যমে জাতীয় উন্নতি বিধানের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও সরকার গঠনের পর তা বাস্তবায়নের প্রয়াস চালায়। দলগুলো রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এবং তার সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরা জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেও তোলে। ফলে রাজনীতি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের উদাসীনতা ও অজ্ঞতা দূর হয় এবং তাদের মধ্যে অধিকার আদায়ের প্রবণতা সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় স্বার্থে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্য তৈরি করে। আবার, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল বিকল্প সরকারের ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দল সরকারের ভুলত্রুটি বা গণবিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। ফলে বিরোধী দলের সমালোচনার চাপে সরকারি দল জনকল্যাণকর কাজে উদ্যোগী হয়। সর্বোপরি প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বিকল্প সরকার হিসেবে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নভাবে সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরের কার্যক্রমগুলো পরিচালনার মাধ্যমে রাজনৈতিক দল জাতীয় উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৭ অধ্যাপক আবু নোমান একজন রাজনীতিক। তিনি সহজে মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণও তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জীবিত করে।

[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]

ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী? ১

খ. রাজনৈতিক দল বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনমত গঠনে কোন কোন মাধ্যম তুমি সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করো? ৩

ঘ. একজন নেতার কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন বলে মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত লেখো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইনসভার নাম 'জাতীয় সংসদ'।

খ রাজনৈতিক দল (Political party) হলো কোনো নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনার চেষ্টা করে।

সাধারণত রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য থাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ, সরকার গঠন ও পরিচালনা, নিজেদের নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও সব নাগরিকের কল্যাণের জন্য কাজ করা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে জনগণ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে পরোক্ষভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। তাই রাজনৈতিক দলই হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ।

গ উদ্দীপকের আলোকে জনমত গঠনে যোগ্য নেতৃত্ব, রাজনৈতিক দল এবং সভা-সমিতিকে আমি সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।

উদ্দীপকের অধ্যাপক আবু নোমান একজন রাজনীতিক এবং তিনি তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে জনগণকে উজ্জীবিত করেন। নেতা হিসাবে তিনি জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসূচি দিয়ে থাকেন। নিজের দক্ষতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে জনমতকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসেন। তাছাড়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলকেই জনমত গঠনের শ্রেষ্ঠ বাহন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাজনৈতিক দল ব্যতীত জনমত থাকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। রাজনৈতিক দল তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে এ বিক্ষিপ্ত জনমতকে একটি সুসংগঠিত রূপ দিতে সক্ষম হয়। আবার, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে জনমত গঠনে সভা-সমিতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন এবং বুদ্ধিজীবীরা সভা-সমিতির মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করে। এর ফলে জনগণ বিভিন্ন দল ও মতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে সঠিক মতামত গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। সুতরাং বলা যায়, উপরে উল্লেখিত কর্মকাণ্ড বা বাহনগুলোর মাধ্যমে সফলভাবে জনমত গঠিত হতে পারে।

ঘ একজন নেতাকে আত্মসংযম, সাধারণ জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ন্যায়পরায়ণতা, সৎ সাহস, বিশ্বাস, আনুগত্যসহ বিভিন্ন গুণের অধিকারী হতে হয়।

নেতৃত্ব দিতে হলে ব্যক্তিকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন- একথা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নেতার দূরদৃষ্টি না থাকলে তিনি এমন নীতি অনুসরণ করবেন, যা টেনে আনবে হতাশা বা অন্ধকার। ন্যায়-নীতি নেতৃত্বের এক বিশেষ গুণ। ন্যায়-নীতি ছাড়া নেতার পক্ষে অনুসরণকারীদের উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয় না। নিজে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান না হলে অপরের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না।

আত্মসংযমও নেতার বিশেষ গুণ। আত্মসংযম ছাড়া শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতা ও সদাচরণ নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য গুণ। আকর্ষণীয় তথা অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বও নেতার একটি অপরিহার্য গুণ। ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী শক্তিই নেতাকে সবার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র করে তোলে এবং তিনি সবার আনুগত্য লাভ করেন। নেতার কর্ম, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ তার ব্যক্তিত্বকে মোহনীয় করে তোলে। নেতার অভিজ্ঞতা এবং তার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার কর্মপ্রবাহকে গতিশীল করে। অন্যদিকে অভিজ্ঞতার অভাব নেতৃত্বকে দুর্বল করে দিতে পারে। নেতার মধ্যে কঠোরতা ও কোমলতা এ উভয় গুণ থাকতে হবে। এছাড়া নেতা ও তার অনুসারীরা অন্যদের প্রতি হবেন নিরপেক্ষ। তার ন্যায়-নীতি হতে হবে প্রশ্নাতীত। কোন বাধা নেতার পথরোধে সক্ষম হবে না। এসব গুণ একজন ব্যক্তিকে আদর্শ নেতায় পরিণত করে।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং দেশকে এগিয়ে নিতে যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই। সঠিক নেতৃত্ব জাতিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ▶ ৮ মি. 'ক' একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আছেন। নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি জনগণের সেবা করেন। জনগণও তার নেতৃত্বে সন্তুষ্ট। স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত তিনি এক ধরনের নেতৃত্ব কাঠামো তৈরি করেছেন। যে কাঠামোর মাধ্যমে তিনি জনগণের সাথে সম্পৃক্ত সব ধরনের সেবা ও প্রয়োজনীয় কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করেন।

[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]

ক. গণতন্ত্র কী? ১

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে একটি রাজনৈতিক দলের মৌলিক কাজগুলো কী কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "একটি সুষ্ঠু নেতৃত্বই পারে দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা শাসনকাজ পরিচালনা করে তাকে গণতন্ত্র বলে।

Teachingbd24.com

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) হচ্ছে একধরনের সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। এ সব গোষ্ঠী সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থকে যতটা সম্ভব আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। শিক্ষক সমিতি, বণিকসংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন, সুশীল সমাজ প্রভৃতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

গ রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিকব্যবস্থা সংরক্ষণে সক্রিয় এবং গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে।

রাজনৈতিক দল প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একটি মৌলিক উপাদান। গতানুগতিক চিন্তাধারায় রাজনৈতিক দলের কার্যাবলিকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়া ও রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হলেও এর আরো অনেক মৌলিক কাজ রয়েছে।

রাজনৈতিক দলের প্রথম ও প্রধান কাজ দলের আদর্শের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ এবং কর্মসূচি প্রণয়ন করা। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সক্রিয়, সচেতন ও সদাজাগ্রত জনমত। রাজনৈতিক দল সভাসমিতি, বিবৃতিসহ বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং প্রার্থীর পক্ষে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করে। জনগণের আস্থাভাজন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল সাধারণত জনমতের প্রতি লক্ষ রেখে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে, যা গণতন্ত্রের ভিতকে মজবুত করে। জনগণ সাধারণত কোনো বিষয়ে সহজে একমত হতে পারে না। রাজনৈতিক দলই জনগণের বিক্ষিপ্ত ও পরস্পরবিরোধী মতামতকে সংগঠিত করে। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই জনগণের অভাব-অভিযোগ সরকারের কাছে পৌঁছায় এবং সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অবহিত হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দল সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করে এবং বিকল্প সরকারের ভূমিকা পালন করে। তাদের সমালোচনার চাপে ক্ষমতাসীন দল সাধারণত স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না। ফলে রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকে। রাজনৈতিক দল জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি ভেদাভেদ অতিক্রম করে জাতীয় ঐকমত্য তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে অপরিহার্য। রাজনৈতিক দল জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখে।

ঘ "একটি সুষ্ঠু নেতৃত্বই পারে দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে"— এ উক্তিটিতে দেশের উন্নয়নে সুষ্ঠু নেতৃত্বের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নেতৃত্ব একটি সামাজিক গুণ। একজন যোগ্য নেতা জাতির পথপ্রদর্শক। তিনি একটি জাতি ও রাষ্ট্রকে ঐক্য, সংহতি ও প্রগতির পথে পরিচালিত করতে পারেন। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করাই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটে জর্জরিত বিশ্বে রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব। উপযুক্ত নেতৃত্ব ছাড়া কোনো জাতি বা রাষ্ট্র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। আর উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর মতো সাফল্য অর্জন করতে হলে সুষ্ঠু নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত।

যোগ্য নেতৃত্বের বদৌলতেই একটি দেশ সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত উন্নতি করতে পারে। একজন দক্ষ নেতাই দেশের উন্নয়নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভূমিকা রাখতে জনগণকে উদ্দীপিত করতে পারেন। আবার নেতার অযোগ্যতা বা ব্যর্থতার কারণে দেশ অনুন্নয়নের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। অর্থাৎ নেতার গুণাগুণের ওপর দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভরশীল।

একজন আদর্শ নেতা ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, দূরদৃষ্টি, কোমল-কঠোর চরিত্র, নিরপেক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ, স্বার্থহীনতা ইত্যাদি গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন। নেতার এসব গুণ দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে। এ ধরনের গুণের অধিকারী একজন নেতার পক্ষেই জাতি ও রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট যে, কোনো দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে সুষ্ঠু নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৯ নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্পের মাধ্যমে যারা সামাজিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে তাদের 'যুব নেতৃত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়। বিরোধী দলীয় নেতা জনাব এজাজ আহমেদ এই প্রকল্পের স্থপতি। দশজন 'যুব নেতৃত্ব পুরস্কার' বিজয়ীদের মধ্যে ইফতি অন্যতম। তার প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো শিশু নির্যাতন ও হয়রানির মতো জটিল ইস্যু কীভাবে শিশুদের সাথে আলোচনা করে নিরোধ করা যায়— এ ব্যাপারে পিতামাতাকে সচেতন করা। *[কু. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. জনমত কী? ১

খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'ইফতি সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের উদাহরণ'—ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সংসদে জনাব এজাজ আহমেদ এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত বলতে সাধারণত সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো বিষয় সম্পর্কে জনগণের সুস্পষ্ট, কল্যাণকামী ও যুক্তিযুক্ত মতামতকে বোঝায়, যা সরকারকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

খ সৃজনশীল ৬ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ইফতির কর্মকাণ্ডের আলোকে বলা যায়, 'ইফতি সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের উদাহরণ'।

নেতৃত্ব বলতে সাধারণত নেতার গুণাবলিকে বোঝায়। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে পরিচালিত করাই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। কোনো ব্যক্তি বা দলের যে নৈতিক গুণাবলি নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে বিশেষ দিকে ধাবিত করে তাকে নেতৃত্ব বলে। নেতৃত্ব বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন— গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক নেতৃত্ব, সমাজ সংস্কারক তথা সামাজিক নেতৃত্ব প্রভৃতি।

উদ্দীপকে বর্ণিত ইফতি সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের উদাহরণ। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে যে নেতৃত্ব ভূমিকা রাখে তাই সামাজিক নেতৃত্ব বা সমাজ সংস্কারক নেতৃত্ব। যেমন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, নবাব স্যার সলিমুল্লাহ প্রমুখ সমাজ সংস্কারক ছিলেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্পের মাধ্যমে যারা সামাজিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে তাদেরকে 'যুব নেতৃত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়। দশজন 'যুব নেতৃত্ব পুরস্কার' বিজয়ীর মধ্যে ইফতি অন্যতম। সমাজের কল্যাণে কাজ করা ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে নেতৃত্ব প্রদানের কারণেই ইফতি এ পুরস্কার পেয়েছে। শিশু নির্যাতন ও হয়রানির মত জটিল সামাজিক সমস্যা শিশুদের সাথে আলোচনা করে কীভাবে নিরোধ করা যায়— এ ব্যাপারে পিতামাতাকে সচেতন করাই ইফতির প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ইফতির এসব গুণাবলি মূলত তার সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বকেই নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের 'ইফতি সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের উদাহরণ'।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত, নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্পের মাধ্যমে যারা সামাজিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে তাদেরকে 'যুব নেতৃত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের স্থপতি বিরোধী দলীয় নেতা জনাব এজাজ আহমেদ। অর্থাৎ তিনি জাতীয় সংসদের একজন সদস্য। বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে তিনি জাতীয় সংসদে নিম্নরূপ ভূমিকা পালন করেন।

প্রথমত, জাতীয় সংসদ তথা আইনসভার একজন সদস্য হিসেবে তিনি আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন।

দ্বিতীয়ত, গঠনমূলক বিরোধিতার মাধ্যমে সরকারের কোনো ভুল সিদ্ধান্তকে সংশোধন করতে সহায়তা করেন।

https://teachingbd24.com

তৃতীয়ত, দেশ ও জনগণের স্বার্থে একজন সংসদ সদস্য হিসেবে সরকারকে সুপরামর্শ প্রদান করেন।

চতুর্থত, জনকল্যাণমূলক কাজে সরকারকে সমর্থন প্রদান করেন।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংসদে ব্যাখ্যা করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ষষ্ঠত, জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজ নির্বাচনি এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সংসদে উত্থাপন করে তা সমাধানের দাবি জানান।

উপর্যুক্ত আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায়, একজন সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে জনাব এর্জাজ আহমেদ দেশ ও জনগণের কল্যাণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব 'ক' একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটির কর্মকাণ্ড সারা দেশে বিস্তৃত। উক্ত সংগঠন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য জাতীয় সমস্যা বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি এগুলো সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে। অন্যদিকে 'ক' এর বন্ধু অন্য একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটি সুবিধা লাভের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহারে সচেষ্ট থাকে। *[চ. বো. '১৭ I প্রশ্ন নং ১০]*

ক. জনমত কী? ১

খ. জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' এর সংগঠনটি প্রধানত কোন কোন মাধ্যমকে ব্যবহার করে কর্মসূচি প্রণয়ন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন দুটির মধ্যে কার কার্যক্রম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের সুচিন্তিত, যুক্তিসিদ্ধ ও কল্যাণকামী মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ সংবাদপত্র জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম।

সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ দেশ-বিদেশের যাবতীয় খবরাখবর জানতে পারে। আবার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদপত্র যেমন সরকারের প্রশংসা করে, তেমনি গঠনমূলক সমালোচনাও করে। আর এ সমালোচনার ভয়ে সরকার তার কার্যক্রম পরিচালনায় সংযত থাকে। এজন্যই বলা হয়, 'প্রেস যেভাবে বলে, জনমত সেভাবে গড়ে ওঠে'। তবে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করা উচিত নয়। কেননা, তা সুষ্ঠু জনমত গঠনে সহায়ক নয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' সংগঠনটির কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে নির্দেশ করে।

রাজনৈতিক দল হলো নির্দিষ্ট মতাদর্শে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। রাজনৈতিক দল বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের দলীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। যে সকল মাধ্যম ব্যবহার করে জনাব 'ক' এর সংগঠনটি বা রাজনৈতিক দল তাদের কর্মসূচি পরিচালনা করে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

টেলিভিশন ও রেডিও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি প্রণয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রাজনৈতিক দল টেলিভিশন ও রেডিও প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে জাতীয় বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে জনগণকে সচেতন করে এবং বস্তুনিষ্ঠ বিষয়গুলো জাতির সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে। সংবাদপত্র জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম। রাজনৈতিক দল তাদের নানা কর্মসূচি সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণকে জানাচ্ছে। এটি দেশ-বিদেশের সব খবর জাতির সামনে তুলে ধরে। এটি সরকারের যেমন প্রশংসা করে, তেমনি গঠনমূলক সমালোচনাও করে। সভা-সমিতি জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম। রাজনৈতিক দল সরকারের নীতি বহির্ভূত কর্মকাণ্ডগুলো সভা-সমাবেশের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরে এবং নিজেদের পক্ষে জনমত গঠনে সচেষ্ট থাকে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সপক্ষে জনমত গঠনে রেসকোর্স ময়দানে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এছাড়াও পোস্টারিং, বিলবোর্ড ও দেয়াল লিখনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব 'ক' এর সংগঠনটি রাজনৈতিক দল, আর 'ক' এর বন্ধুর সংগঠনটি দিয়ে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে। উল্লিখিত সংগঠন দুটির মধ্যে জনাব 'ক' এর সংগঠন তথা রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে।

গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সক্রিয়, সচেতন ও সদাজাগ্রত জনমত। রাজনৈতিক দল বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারের মাধ্যমে সেরূপ জনমত সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক দল সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রচার করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। আবার, সরকারি দল নিজের সফলতাকে প্রকাশ ও প্রচার করে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও সরকারের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালায়। রাজনৈতিক দল জনগণকে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুপ্রেরণা যোগায়। রাজনৈতিক দলের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড জনগণকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলে। আর রাজনৈতিক দলের নানামুখী প্রচারণায় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে। ফলে সুস্থ ও সংহত জনমত গড়ে ওঠে। আবার, রাজনৈতিক দল দেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি ভেদাভেদ উপেক্ষা করে জাতীয় ঐকমত্য তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা গণতন্ত্রকে কার্যকর করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন দুটির মধ্যে 'ক' সংগঠনটির কার্যক্রম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ১১ 'ক' ও 'খ' দুটি সংগঠনের সদস্য। 'ক'-এর সংগঠনটি দেশের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতপূর্বক তা সমাধানের লক্ষ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বিভিন্ন উপায়ে জনসমক্ষে তুলে ধরে। জনসমর্থনের মাধ্যমে তার সংগঠন ক্ষমতায় গিয়ে জনসেবা করতে চায়। অপরদিকে 'খ' এর সংগঠন গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দেয় এবং তা আদায়ের লক্ষ্যে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। *[চি. বো. '১৭ I প্রশ্ন নং ৬]*

ক. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কী? ১

খ. একদলীয়ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'ক'-এর সংগঠনটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'খ'-এর সংগঠন অপেক্ষা 'ক'-এর সংগঠনের গুরুত্ব বেশি— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

খ রাষ্ট্রের মধ্যে যখন সাংবিধানিকভাবে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত থাকে এবং সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ঐ দলের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়, তখন তাকে একদলীয় ব্যবস্থা (One party system) বলে।

একদলীয় ব্যবস্থায় একটি দলই সব ক্ষমতার অধিকারী। এ ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ব্যতীত অন্য সব দল নিষিদ্ধ। এতে দলীয় শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানির এডলফ হিটলারের 'নাৎসি দল' এবং ইতালির বেনিতো মুসোলিনির 'ফ্যাসিস্ট দল' একদলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ। এছাড়া বর্তমানে চীন, উত্তর কোরিয়া, কিউবা ইত্যাদি রাষ্ট্রে একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের 'ক' এর সংগঠনটির কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

রাজনৈতিক দল হলো নির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনার লক্ষ্যে কাজ করে। কোন একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যরা অভিন্ন মতাদর্শ ও নীতির মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হন। দলের সদস্যদের মধ্যে কোন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকলেও দল বা জাতির সামগ্রিক কল্যাণের প্রয়োজনে সাধারণত তারা ঐকবদ্ধ থাকেন। সরকার গঠন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যক্রম চালায়। জনসমর্থন অর্জনের মাধ্যমে নির্বাচনে বিজয় লাভ এবং সরকার গঠনের মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে 'ক' এর সংগঠনটি দেশের সমস্যা সমাধানে জনগণের সামনে তাদের কর্মসূচি তুলে ধরে। সংগঠনটি জনসমর্থন নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে চায়। অতএব বলা যায় 'ক' এর সংগঠনটির কার্যক্রমের সাথে রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' এর সংগঠন দিয়ে রাজনৈতিক দল আর 'খ' এর সংগঠনের মাধ্যমে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে।

রাজনৈতিক দল বলতে এমন একটি সংঘকে বোঝায় যা কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন করতে চায়। আর চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন একটি সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে এর নীতি ও কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের তুলনায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা অনেক সীমিত।

রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া অর্থাৎ সরকার গঠন করা। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর একমাত্র লক্ষ্য হলো বিভিন্ন কৌশলে সরকারের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করা। এ থেকে স্পষ্ট, রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশি গভীর ও ব্যাপক। আবার রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য যেহেতু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও জনগণের কল্যাণ সাধন করা সেহেতু এটি অধিকতর জনমুখী।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত ও পরিচালিত। এর নেতৃত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনায় যুক্তরা একেকটি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের সংগঠক, কর্মী ও সমর্থকরা সাধারণত আপামর জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সক্রিয়, সচেতন ও সদাজাগ্রত জনমত। রাজনৈতিক দল বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারের মাধ্যমে সেরূপ জনমত সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক দলই জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলকেই সরকারের স্বৈরাচারী আচরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রাণ। সে তুলনায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা ও পরিধি অনেক সীমিত। এসকল কারণেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১২ সুষমা তার বন্ধু লী পেং এর দেশে বেড়াতে যায়। সে দেশের মহাপ্রাচীর দেখে সুষমা ভীষণ মুগ্ধ হয়। আরও বিস্মিত হয় এটা জেনে যে, তাদের আইনসভায় সরকারি সিদ্ধান্তের কোনো বিরোধিতা নেই। অপরদিকে সুষমার দেশের সরকার যখন ৫০০ ও ১০০০ রুপির নোট বাতিল করে, তখন সরকার আইনসভার ভেতরে এবং বাইরে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. উপদল কী? ১

খ. গণতন্ত্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা আলোচনা করো। ২

গ. সুষমা যে দেশে বেড়াতে গিয়েছে, সেখানে কোন ধরনের দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুষমার দেশের দলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দলের কিছু সদস্য দলীয় নীতি ও কর্মসূচির কোনো ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে কিংবা ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ হলে তাকে উপদল (Faction) বা কুচক্রী দল (Clique) বলে।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সরকারের নীতি অগণতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী হলে তারা গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে সতর্ক করে দেয়। এতে কাজ না হলে তারা আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি পালনে বাধ্য করে।

গ সুষমা যে দেশে বেড়াতে গিয়েছে, সেখানে একদলীয়ব্যবস্থা বিদ্যমান। মহাপ্রাচীরের উল্লেখ থাকায় দেশটি সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন বলে ধরে নেওয়া যায়।

রাষ্ট্রের মধ্যে যখন সাংবিধানিকভাবেই একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে এবং যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ঐ একটিমাত্র দলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তখন তাকে একদলীয় ব্যবস্থা (One Party System) বলে। এ ব্যবস্থায় একটি দলের কাছেই সব ক্ষমতা থাকে। ক্ষমতাসীন দল ছাড়া আর কোনো দলের অনুমোদন থাকে না। একদলীয় ব্যবস্থায় দলীয় শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানিতে হিটলারের প্রতিষ্ঠিত 'নাৎসি দল' এবং ইতালিতে মুসোলিনীর প্রতিষ্ঠিত 'ফ্যাসিস্ট দল' একদলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ। বর্তমান বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন, উত্তর কোরিয়া ও কিউবায় একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, সুষমা যে দেশে বেড়াতে গিয়েছে, সে দেশের আইনসভায় সরকারি সিদ্ধান্তের কোনো বিরোধিতা নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, সেখানে কোনো কার্যকর বিরোধী দল নেই। সুতরাং এটি একদলীয় শাসনব্যবস্থাকেই নির্দেশ করে যা চীনসহ কয়েকটি দেশে প্রচলিত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত সুষমার দেশে কোনো বিতর্কিত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সংসদের ভেতরে ও বাইরে সমালোচনা হয়ে থাকে, যা বহুদলীয় ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। উদ্দীপক থেকে স্পষ্ট, এখানে জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের কথাই বোঝানো হয়েছে।

কোনো দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের লড়াইয়ে দুইয়ের অধিক রাজনৈতিক দল সক্রিয় থাকলে তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে। এধরনের ব্যবস্থায় কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার গঠন করতে পারে; আবার অনেক সময় সমমনা দলগুলোকে নিয়ে 'জোট সরকার' (Coalition Government) গঠন করে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ ব্যবস্থার দোষ-গুণ উভয়ই রয়েছে। বহুদলীয় ব্যবস্থার গুণগুলো হলো-

বহুদলীয় ব্যবস্থা সমাজের ভিন্নমুখী জনমত প্রকাশে সহায়তা করে। দেশে বিভিন্ন মত ও আদর্শের রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি থাকায় জনগণ পছন্দের দলের নীতি-আদর্শের সাথে একমত পোষণ করতে পারে।

বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না।

https://teachingbd24.com

বহুদলীয় ব্যবস্থায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল সভা, বিবৃতি ইত্যাদিসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাদের নীতি ও কর্মসূচি তুলে ধরে। আবার, বিরোধী দল সরকারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে। এর ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে।

বহুদলীয় ব্যবস্থায় অনেক সময় কোনো দলের পক্ষে এককভাবে সরকার গঠন করা সম্ভব হয় না। এতে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে জোট সরকার গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজের সংখ্যালঘু শ্রেণি বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারীরাও সরকার গঠনে অংশ নিতে স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে।

আবার বহুদলীয় ব্যবস্থার কিছু দোষও বিদ্যমান। যেমন- এ ব্যবস্থায় সরকার সাধারণত স্বল্পস্থায়ী হয়। কারণ বিভিন্ন কারণে জনগণ বা সহযোগী দলের সমর্থন হারিয়ে ফেললে সরকারের পতন হতে পারে। বহুদলীয় ব্যবস্থার একটি বড় অসুবিধা হলো দলগুলোর মধ্যে অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্ব। এরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে রাজনৈতিক অঙ্গন প্রায়ই বিশৃঙ্খল ও উত্তপ্ত থাকে। এ ব্যবস্থায় অনেক সময় অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ প্রার্থীরা নির্বাচিত হন। সরকার পরিচালনার জন্য তাদের আমলাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ সুযোগে সরকারে আমলাতন্ত্র প্রাধান্য বিস্তার করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বহুদলীয় ব্যবস্থাই কাম্য। তবে দলগুলোকে নিয়মতান্ত্রিক,গণমুখী, সুশৃংখল তথা গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।

প্রশ্ন ▶১৩ জনাব 'ক' একজন মুক্তিযোদ্ধা ও একটি রাজনৈতিক সংগঠনের জনপ্রিয় নেতা। বিগত ২টি জাতীয় নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। উদার, নিরপেক্ষ ও সহনশীল আচরণ দ্বারা তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। ফলে তাঁর এলাকায় কোনো রাজনৈতিক হানাহানি নেই। তাছাড়াও এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটে সবসময় জনগণের পাশে থাকেন। তাই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এলাকার সকল মানুষের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. নেতৃত্ব কী? ১

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব 'ক' এর ভূমিকাকে কী বলে? এর প্রয়োজনীয় গুণাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "জনাব 'ক' এর ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক"— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো ব্যক্তির এমন গুণাবলি যা মানুষকে অসাধারণ কাজ করার সামর্থ্য দেয়।

খ সৃজনশীল ১নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব 'ক' এর ভূমিকাকে 'নেতৃত্ব' বলে।

যিনি নির্দেশ প্রদান করেন, সামনে থেকে সবকিছু পরিচালনা করেন তাকে নেতা বলে। আর নেতার গুণাবলি বা যোগ্যতাকে নেতৃত্ব বলে। নেতৃত্ব দ্বারা একজন মানুষ কোনো অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিযুক্ত একদল মানুষকে নির্দেশ প্রদান করে, সহযোগিতা করে এবং পরামর্শ দেয়। বস্তুত নেতৃত্ব একটি প্রক্রিয়া এবং নেতা সে প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। আর সঠিক নেতৃত্ব সফলতার চাবিকাঠি।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, জনাব 'ক' একজন মুক্তিযোদ্ধা ও একটি রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয় নেতা। তিনি বিগত দুটি নির্বাচনে জয়লাভ করেন। উদার, নিরপেক্ষ ও সহনশীল আচরণের জন্য দল, মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছে সমান জনপ্রিয়। তার আচরণে আমরা যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলি দেখতে পাই। নেতৃত্বের এসব গুণাবলি বাদেও আরো গুণ রয়েছে। যেমন—

নেতার অপরিহার্য গুণ হলো তার ব্যক্তিত্ব। চরিত্রের মাধুর্য, নমনীয়তা, তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণ নেতাকে ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলে। ব্যক্তিত্বই একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে আসীন হতে সাহায্য করে।

নেতার একটি আকর্ষণীয় গুণ হলো বুদ্ধিমত্তা। নেতার বোধশক্তি হবে তীক্ষ্ণ। সমস্যা সমাধানে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে নেতা জনগণের নিকট নিজেকে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

নেতাকে অবশ্যই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের। নেতাকে অতীতের আলোকে বর্তমানের মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ করণীয় স্থির করতে হবে।

ঘ সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶১৪ উমং পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা। তিনি আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন। একদিন তিনি শহর থেকে গ্রামে যাওয়ার পর এলাকার লোকজন তাকে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানালেন। এরপর উমং স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এসব সমস্যার কথা জানিয়ে ব্যর্থ হলেন। তারপর তিনি দাবি আদায়ের জন্য এমন একটি সংগঠনে যোগদান করেন, যেটি জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য বৈধ উপায়ে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। *[সি. বো., য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. জনমত কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত উমং এর সংগঠনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য উমং এর মতো যোগ্য ব্যক্তির ভূমিকা অপরিসীম'— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত কোনো রাজনৈতিকব্যবস্থা এবং এর বিভিন্ন অংশে ব্যক্তির নিজ ভূমিকা সম্পর্কে রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সুনির্দিষ্ট প্রতিকৃতি বা দিকনির্দেশনা। অর্থাৎ কোনো দেশের রাজনৈতিকব্যবস্থাকে সে দেশের জনগণ কীভাবে গ্রহণ করছে সেটার ধরনই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। সহজ কথায় রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে সমাজে প্রচলিত রাজনৈতিকব্যবস্থার প্রতি জনগণের ধ্যান-ধ্যারণা, বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতির একটা সমন্বিত রূপকে বোঝায়।

গ সৃজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶১৫ শামীম সাহেব একজন আইনজীবী। তিনি এমন একটি জাতীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত যার সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থ আলাদা। তার ব্যবসায়ী বন্ধু এমন একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত যার সকল সদস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থ একই। *[ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. রাজনৈতিক দল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. শামীম সাহেব যে সংগঠনের সাথে যুক্ত তার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন দুটির নাম কী কী? উভয় প্রতিষ্ঠানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Leadership'।

Teachingbd24.com

খ সৃজনশীল ৭ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ শামীম সাহেব যে সংগঠনের সাথে যুক্ত তা একটি রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ এবং এর ধারণা থেকে রাজনৈতিক দলের কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় শামীম সাহেব একজন আইনজীবী। তিনি এমন একটি জাতীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত, যার সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থ আলাদা। তিনি মূলত রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। কেননা, রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং এর সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে ভিন্নতা থাকে।

রাজনৈতিক দল একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সমআদর্শে অনুপ্রাণিত, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত ব্যক্তিদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। তবে দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ থাকলেও মতাদর্শের মূলগত ঐক্য বর্তমান থাকে। দলের সদস্যগণ জাতীয় স্বার্থে একমত পোষণ করে বিভিন্ন কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। রাজনৈতিক দল নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং জনসমর্থন লাভ করে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে। জনসমর্থনের জন্য রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট আদর্শ থাকে। রাজনৈতিক দল জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধভাবে সরকার গঠন করে তাদের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের পর যেমন দলীয় আদর্শ বাস্তবায়ন ও জনগণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ নিশ্চিত করে তেমনি দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণেও সচেষ্ট হয়। তাছাড়া সরকারের বিরোধী রাজনৈতিক দলকে ছায়া সরকার হিসেবে দেখা হয়। কেননা, সরকারের কর্মকাণ্ডের গঠনমূলক সমালোচনা, স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ প্রভৃতি বিরোধী রাজনৈতিক দলই করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, রাজনৈতিক দল এমন একটি জনসমষ্টি যারা রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের উপায় জনসম্মুখে প্রচারের মাধ্যমে জনসমর্থন লাভ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল ও সরকার গঠন করে রাষ্ট্রের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন দুটির নাম রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। উভয়ের কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকের শামীম সাহেব এমন একটি জাতীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত যার সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থ আলাদা। তিনি মূলত রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে, তার ব্যবসায়ী বন্ধু এমন একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত যার সকল সদস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থ একই। অর্থাৎ এটি একটি চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। এই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন— রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী উভয়ই স্বীয় আদর্শ ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া উভয় দলই নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সংগঠিত হয়।

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের মধ্যে উৎপত্তি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক দলের সামনে বৃহৎ জাতীয় কল্যাণের লক্ষ্য থাকে, যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না। সাংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল। রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা, কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য হল সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করা। রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজকর্ম সাধারণত গোপন বা অপ্রকাশ্য। আবার রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তা করে না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ অং-সান-সুচি (মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক দল NLD–National League For Democracy-এর শীর্ষনেতা) একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেত্রী। তিনি অতি সহজেই প্রজ্ঞার মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জীবিত করে। গত জাতীয় নির্বাচনে তার দল জয় লাভ করে। *[চা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. রাজনৈতিক দল কী? ১

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অং-সান-সুচির নেতৃত্বের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অং-সান-সুচির গুণাবলি ব্যতীত নেতৃত্বের আর কী কী গুণাবলি থাকতে পারে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল (**Political party**) হলো বিশেষ নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (**Pressure Group**) হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। তারা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে নিজেদের গোষ্ঠীর স্বার্থকে যথাসম্ভব আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এরা সাধারণত নির্দিষ্ট শ্রেণি বা গোষ্ঠীর পক্ষে সরকারের নীতিকে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমানভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। শিক্ষক সমিতি, বণিকসংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন, সুশীল সমাজ ইত্যাদি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে অং-সান-সুচির নেতৃত্বের যে ধরন প্রকাশ পেয়েছে তা হলো সম্মোহনী নেতৃত্ব।

কোনো নেতা নেতৃত্ব ও কাজের মাধ্যমে জনগণকে ব্যাপকভাবে মুগ্ধ, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হলে তার নেতৃত্বকে 'সম্মোহনী বা জাদুকরি নেতৃত্ব' (**Charismatic Leadership**) বলা হয়। সম্মোহন শব্দটির অর্থ হচ্ছে আকৃষ্ট বা নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ গুণ। আর এ ধরনের বিশেষ গুণসম্পন্ন নেতা জনগণকে মুগ্ধ করতে পারেন। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার (**Max Weber**) সর্বপ্রথম এ নেতৃত্বের ধারণা প্রদান করেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধী, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ নেতার মধ্যে সম্মোহনী নেতৃত্বের গুণ ছিল।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, মিয়ানমারের এনএলডি দলের নেত্রী অং-সান-সুচি অতি সহজেই প্রজ্ঞার মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে এবং তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জীবিত করে। ফলে গত জাতীয় নির্বাচনে তার দল জয়লাভ করে।

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত অং-সান-সুচির নেতৃত্বে সম্মোহনী নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত অং-সান-সুচির নেতৃত্বে একজন জনপ্রিয় নেতার সম্মোহনী গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে। নেতৃত্বের আরো অনেক গুণাবলি থাকতে পারে। যেমন–

নেতার অপরিহার্য গুণ হলো তার ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে আসীন হতে সাহায্য করে। এজন্য নেতাকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। বুদ্ধিমত্তা নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণ। নেতার মেধা হবে তীক্ষ্ণ। নির্বোধ বা বুদ্ধিহীন মানুষ ভালো নেতা হতে পারেন না। নেতাকে সুস্থ দেহ-মনের অধিকারী হতে হয়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে তার পক্ষে চাপের মধ্যে গুরুভার দায়িত্ব পালন জন্য নিরলস পরিশ্রম করা সম্ভব না। নেতাকে দক্ষ-অভিজ্ঞ ও কুশলী হতে

Teachingbd24.com

হবে। নেতা যে বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করেন তাঁর সে বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। দূরদৃষ্টি নেতৃত্বের আরেকটি অপরিহার্য গুণ। জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের। নেতাকে অতীতের আলোকে বর্তমানের মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ করণীয় স্থির করতে হবে।

নেতার চরিত্র হবে একদিকে কোমল, অপরদিকে প্রয়োজনবোধে কঠোর। চরিত্রের কোমলতা নেতাকে যেমন জনগণের ভালোবাসা অর্জনে সাহায্য করবে, তেমনি চরিত্রের কঠোরতা ও দৃঢ়তা তার প্রতি জনগণের আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধকে জাগিয়ে তুলবে। নেতা হবেন উদার ও বড় মনের অধিকারী। নেতাকে অবশ্যই ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, একজন প্রকৃত নেতা হলে হলে একজন ব্যক্তির মধ্যে সম্মোহনী ক্ষমতা ছাড়াও মেধা, অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি ইত্যাদি গুণ থাকা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ১৭ জনাব মাসুদ একটি সংগঠনের সদস্য। যার কর্মকাণ্ড সারাদেশে বিস্তৃত। এই সংগঠন মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ও দেশের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করে। অপরদিকে, সুমন আরেকটি সংগঠনের সদস্য। যারা শুধু নিজেদের স্বার্থ আদায়ের জন্য কাজ করে। *[রা. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৬; ঢাকা কলেজ । প্রশ্ন নং ১০]*

ক. নেতৃত্ব কী? ১

খ. জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাসুদ ও সুমনের সংগঠনের পার্থক্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাসুদের সংগঠনটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো এমন গুণাবলি যা মানুষকে অসাধারণ কাজ করার সামর্থ্য দেয়।

খ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলই জনমত গঠন ও প্রচারের শ্রেষ্ঠতম বাহন বলে স্বীকৃত।

রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যা জনগণের সম্মুখে তুলে ধরে এবং এ সকল ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলে। তাছাড়া রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা-সমিতি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করে এবং দলীয় পুস্তক-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারকার্য পরিচালনা করে জনমত গঠন করে।

গ উদ্দীপকের জনাব মাসুদের সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল এবং সুমনের সংগঠনটি হলো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

উদ্দীপকের জনাব মাসুদের সংগঠনের উদ্দেশ্য জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সরকার গঠন করা। অর্থাৎ, সে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে, সুমনের সংগঠনটি শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে এবং দাবি-দাওয়া পূরণে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, সে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য।

রাজনৈতিক দল বলতে এমন এক সংগঠিত জনসমষ্টিকে বোঝায়, যারা কতিপয় নীতিমালার ভিত্তিতে একত্রিত হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারি ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। ক্ষমতা দখলের কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। বরং তাদের উদ্দেশ্য কোন নিজের গোষ্টির অধিকার বা স্বার্থ আদায় করা। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যগুলো দেখা যায় উৎপত্তি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির মধ্যে। রাজনৈতিক দলের সামনে বৃহৎ জাতীয় কল্যাণের লক্ষ্য থাকে, যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না। সাংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল। রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজকর্ম সাধারণত একটু ভিন্ন। এগুলো সাধারণত পাশ থেকে কাজ করে। আবার, রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তা করে না। অন্যদিকে, এই দু'টি সংগঠনের মধ্যে সাদৃশ্য হলো, তারা উভয়েই নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সংগঠিত হয়। উভয়েই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যই বেশি।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মাসুদের সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল।

রাজনৈতিক দল হলো নির্দিষ্ট মতাদর্শে সংগঠিত এমন এক জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন, দেশ পরিচালনা এবং জনস্বার্থে কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অনেক।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক শক্তির মূল উৎস হলো জনগণ। গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সক্রিয়, সচেতন ও সদাজাগ্রত জনমত। রাজনৈতিক দল সভা-সমিতি, বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারের মাধ্যমে সেরূপ জনমত সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নানা কর্মসূচি পালন করে। জনগণ এর মধ্য থেকে সবচেয়ে কল্যাণকর ও বাস্তবমুখী কর্মসূচিসম্পন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি ব্যালটের মাধ্যমে তাদের আস্থা ও সমর্থন জ্ঞাপন করে। জনগণ সাধারণত স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো বিষয়ে সহজে একমত হতে পারে না। রাজনৈতিক দল জনগণের বিক্ষিপ্ত মতকে সংগঠিত করে সরকারের নিকট তুলে ধরে। ফলে জনস্বার্থের একত্রীকরণ ঘটে। রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন প্রকার প্রচার-প্রচারণা, সভা-সমিতি, বক্তৃতা জনগণকে রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন করে তোলে। ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। রাজনৈতিক দল সাংবিধানিক উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার পালাবদলে সহায়তা করে। ফলে কোনো বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় না।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যেন গণবিরোধী কাজে লিপ্ত না হয়, স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ না হয় সেজন্য বিরোধী দলগুলো সর্তক দৃষ্টি রাখে। তারা সরকারের ভুলত্রুটির সমালোচনা করে সরকারকে সঠিক পথে চলতে বাধ্য করে। রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অর্জনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকায় মূখ্য। তাই বলা যায়, রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থে জনগণের শাসনে পরিণত করে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব 'ক' একটি জনপ্রিয় সংগঠনের নেতা। তিনি তার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা ও সংকট মোকাবিলায় পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখেন। তার সংগঠনটি বেশ কয়েকবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল। সংগঠনটি জনগণের সামনে বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করছে। আগামী নির্বাচনে আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সংগঠনটি নিজের কর্মসূচি প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্নভাবে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে চলেছে। *[দি. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৫]*

ক. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কাকে বলে? ১

খ. কেন আইন মান্য করা উচিত? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর সংগঠনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে সংগঠনের মিল আছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উক্ত সংগঠনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনাব 'ক' এর মত নেতৃত্ব প্রয়োজন— তুমি কি একমত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে কর্মকর্তা কর্মচারীদের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

https://teachingbd24.com

খ মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ও কল্যাণ বজায় রাখার জন্য আইন মান্য করা উচিত।

আইন মান্য করার মাধ্যমে সকলের অধিকার রক্ষিত হয়। প্রত্যেকের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আইন মান্য করার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক অনাচার দূর হয়। মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। অতএব বলা যায়, ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তুলতে আইন মান্য করা উচিত।

গ সৃজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৯ গার্মেন্টস শ্রমিক আশেক। বিভিন্ন গার্মেন্টসে কর্মরত শ্রমিকদের সুখ-দুঃখে তাকে পাশে দেখা যায়। শ্রমিকদের বকেয়া বেতন আদায়, বেতন বৃদ্ধি, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার জন্য শ্রমিকদের সংগঠিত করে দাবি আদায়ে তিনি বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে থাকেন। এ নিয়ে মালিক-পক্ষের সঙ্গে প্রায়ই তিনি দরকষাকষি করেন। আশেক সাহেবের কর্মকাণ্ডে অন্যান্য শ্রমিকরা সন্তুষ্ট। তার নেতৃত্ব সবাই মেনে নেয়।

[চ. বো. '১৬ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. একজন সম্মোহনী নেতৃত্বসম্পন্ন নেতার নাম লেখ। ১

খ. একজন শিক্ষক কোন ধরনের নেতৃত্বের অধিকারী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আশেক সাহেবের সংগঠনটির কার্যকলাপ কীসের সহায়ক বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. আশেক সাহেবের কর্মকাণ্ডকে কী বলে? এর গুণাবলিসমূহ বর্ণনা করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন সম্মোহনী নেতৃত্বসম্পন্ন নেতার নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ একজন শিক্ষক বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্বের অধিকারী।

বিশেষ কোনো জ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, দক্ষতা প্রভৃতির জন্য কোনো ব্যক্তি যে নেতৃত্ব লাভ করেন তাকে বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব বলে। একজন শিক্ষক তার পেশার সাফল্য দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত এবং ভালোবাসা অর্জন করতে পারেন। তার ব্যক্তিগত দক্ষতা, সততা ও সুনামই অপরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে।

গ আশেক সাহেবের সংগঠনটির কার্যকলাপ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এটি সুশাসনের সহায়ক বলে আমি মনে করি।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ইতিবাচক ভূমিকা রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এরা নিজেদের স্বার্থের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এরা জনগণকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, প্রশাসনে স্বচ্ছতা সৃষ্টি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করছে।

উদ্দীপকের গার্মেন্টস শ্রমিক আশেক সাহেব শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে থাকেন এবং মালিকপক্ষের সাথে দরকষাকষি করেন। তার এই কর্মকাণ্ডের সাথে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজের মিল আছে। এ গোষ্ঠী সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণির দাবি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপনের মাধ্যমে আদায়ের চেষ্টা করে। এ ধরনের গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে শিক্ষক সমিতি, বণিক সংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন প্রভৃতি।

সুতরাং বলা যায়, আশেক সাহেবের সংগঠনটি অর্থাৎ শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকলাপ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাথে সংগতিপূর্ণ এবং তা সুশাসনের সহায়ক।

ঘ সৃজনশীল ১৩ এর 'গ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ২০ 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ কিছু জাতীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কতগুলো নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একটি সংগঠন গড়ে তোলে। সংগঠনটির নেতা নির্বাচিত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক অধ্যাপক। তার উদার মানসিকতা, সহিষ্ণুতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অল্প সময়ে সংগঠন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সংগঠনটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তারপর সংগঠনটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে।

[সি. বো. '১৬ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. সুশাসন কী? ১

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির কার্যাবলি আলোচনা করো। ৩

ঘ. সংগঠনটির নেতার মধ্যে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলির সন্নিবেশ ঘটেছে— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনই সুশাসন।

খ সৃজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল।

রাজনৈতিক দল হচ্ছে বিশেষ নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে। উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সংগঠনটিও কতগুলো নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। তাই বলা যায় এটি একটি রাজনৈতিক দল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলকে গণতন্ত্রের ভিত্তি বলা হয়। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের জাতীয় সমস্যাগুলো নির্ধারণ করে এবং এগুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় করণীয় জনসম্মুখে উত্থাপন করে। রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। রাজনৈতিক দল দলীয় নীতি ও কর্মসূচির সমর্থনে জনমত গঠন ও প্রকাশ করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলের প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং প্রার্থীর পক্ষে প্রচার কাজ চালায়। রাজনৈতিক দল ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে। বিরোধী দল সরকারের ভুল-ত্রুটি বা গণবিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। এছাড়া রাজনৈতিক দল সভা-সমিতি, বক্তৃতা, প্রচার-প্রচারণা প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটায়। রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমেই শাসনকাজে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ঘ হ্যাঁ, "উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার মধ্যে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে"— আমি এ বক্তব্য সমর্থন করি।

নেতৃত্ব হলো ব্যক্তি বা দলের সেই গুণাবলি যা দ্বারা গোষ্ঠী বা সমাজের জনসাধারণকে প্রভাবিত করে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। নেতার ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলির ওপরই তার নেতৃত্ব নির্ভর করে। অর্থাৎ, নেতার গুণাবলি বা যোগ্যতাই হলো নেতৃত্ব। একজন নেতাকে আত্মসংযম, সাধারণ জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, ব্যক্তিত্ববান প্রভৃতি গুণাবলির অধিকারী হতে হয়। বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নেতাকে অবশ্যই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হয়। আত্মবিশ্বাস ও বলিষ্ঠতা একজন নেতার অপরিহার্য গুণ। এর মাধ্যমেই একজন নেতা জনসমর্থন লাভে সচেষ্ট হন। এছাড়া একজন হচ্ছে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানে গঠিত রাজনৈতিক দলটির প্রধান নির্বাচিত হন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত

Teachingbd24.com

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। তার উদার মানসিকতা, সহিষ্ণুতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অল্প সময়ে দলটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার নেতৃত্বে দলটি নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। নেতা যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক, তাই তার মধ্যে রাষ্ট্রসম্পর্কিত জ্ঞান রয়েছে। তিনি উদার এবং পরমতসহিষ্ণু। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই দলটি জনপ্রিয়তা এবং রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করেছে। তাই বলা যায়, তার মধ্যে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় সমস্যা সমাধান করে রাষ্ট্রের উন্নয়নে যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই। আর সেই যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি উদ্দীপকের নেতার মধ্যে রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২১ মি. জামিল ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে একটি সংগঠন থেকে মনোনয়ন লাভ করেছেন। তিনি ঐ সংগঠনের স্থানীয় নেতা, সৎ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। জনগণের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা রয়েছে। অপরপক্ষে, তার বন্ধু রাশেদ এমন একটি সংগঠনের সদস্য যেটি কেবল তাদের নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মি. জামিল তার বন্ধু রাশেদের সংগঠনের সমর্থন লাভ করতে চান। *[য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. নেতৃত্ব কী? ১

খ. উদারতাকে নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. জামিল ও মি. রাশেদের সংগঠনের মধ্যে বৈসাদৃশ্য তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. জামিল সাহেবের সংগঠনটির গুরুত্ব অপরিসীম'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো নেতার গুণাবলি বা যোগ্যতা, যা অন্যকে প্রভাবিত করে এবং কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

খ মহান ও উদারমনা ব্যক্তিই সাধারণ জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে পারেন। আর তাই উদারতাকে নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলা হয়।

উদারতার কারণেই নেতা ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে সামাজিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে পারেন। উদারতা থাকলে নেতার মধ্যে সংকীর্ণতা, দীনতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা ও হীনম্মন্যতা ঠাঁই পাবে না। এ সকল কারণেই উদারতাকে নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলা হয়।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ শফিক ও তুহিন দুই বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা শেষে শফিক শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছে। শফিক শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া আদায়েও কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও অধিকার আদায়ের জন্য শফিক একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে, তুহিন তার অন্যান্য সমমনা বন্ধুদের সাথে রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দিয়েছে। আগামী জাতীয় নির্বাচনে ঐ সংগঠনের ব্যানারে তুহিন প্রার্থী হওয়ার কথা ভাবছে। কারণ তুহিন মনে করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ছাড়া জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। *[য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী? ১

খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শফিকের সংগঠনটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন সংগঠনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শফিক ও তুহিনের সংগঠনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইন সভার নাম 'জাতীয় সংসদ'।

খ সৃজনশীল ৬ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শফিকের সংগঠনটির সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মিল রয়েছে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী, যারা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, শফিক পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছেন এবং শিক্ষকদের দাবি দাওয়া আদায়েও কাজ করে যাচ্ছেন। এ সকল কাজের জন্য তিনি একটি সংগঠনও গড়ে তুলেছেন। শফিকের কাজগুলো স্পষ্টভাবেই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই গোষ্ঠীর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো— এর সদস্যগণ বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি বিশেষ করে যারা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন, স্বার্থ আদায় বা স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নিজেদেরকে অরাজনৈতিক সংগঠন মনে করে এবং অরাজনৈতিক চরিত্র নিয়েই কাজ করতে চায়।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৩ মজুমদার সাহেব একটি রাজনৈতিক দলের নেতা। তার এলাকায় একটি জনসভাকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে কর্তৃত্ব নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। মজুমদার দুই গ্রুপের নেতাকে ডেকে পাঠান এবং দ্রুত সমস্যা সমাধান করেন। তাদেরকে সংঘাত এড়িয়ে একত্রে কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন ঐক্যবদ্ধবাবে কাজ করলে রাজনৈতিক দল সুসংগঠিত হবে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? ১

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কী? ২

গ. উদ্দীপকে মজুমদার সাহেবের মধ্যে নেতৃত্বের কোন গুণগুলো প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ লাইনটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো একজন নেতার এমন কিছু গুণাবলির সমষ্টি যার মাধ্যমে সে জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। এরা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থকে যথাযথভাবে আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। শিক্ষক সমিতি, বণিকসংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন, সুশীল সমাজ প্রভৃতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে মজুমদার সাহেবের মধ্যে নেতৃত্বের যে গুণগুলো প্রকাশ পেয়েছে তাহলো বুদ্ধিমত্তা এবং চারিত্রিক কঠোরতা।

বুদ্ধিমত্তা নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণ। নেতার বোধশক্তি হবে তীক্ষ্ণ। সমস্যা সমাধানে নিজেকে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। নির্বোধ বা বুদ্ধিহীন মানুষ ভালো নেতা হতে পারেন না। উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনৈতিক দলের নেতা মজুমদার সাহেব বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমেই দুই গ্রুপের মধ্যকার সমস্যা সমাধান করেন।

নেতৃত্বের অন্যতম একটি গুণ হলো চারিত্রিক কঠোরতা। নেতার চরিত্র হবে একদিকে কোমল, অপরদিকে প্রয়োজনবোধে কঠোর। চরিত্রের কোমলতা নেতাকে যেমন জনগণের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি অর্জনে সাহায্য করবে, তেমনি চরিত্রের কঠোরতা ও দৃঢ়তা নেতার প্রতি জনগণের আনুগত্য, শ্রদ্ধা, ভয় ও শৃঙ্খলাবোধকে জাগিয়ে তুলবে। উদ্দীপকে বর্ণিত নেতা মজুমদার সাহেব তার চারিত্রিক কঠোরতার কারণেই দুই গ্রুপের মধ্যকার সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন।

Teachingbd24.com

ঘ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে রাজনৈতিক দল সুসংগঠিত হবে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে— উক্তিটি সঠিক।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম। দলের সদস্যরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে রাজনৈতিক দল সুসংগঠিত হয়। আর সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, রাজনৈতিক দল জনগণের মতামতকে সুসংগঠিত করে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার জন্য তাই রাজনৈতিক দল অপরিহার্য।

রাজনৈতিক দল নেতা ও সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত হতে শেখায়। এটি দেশের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে আসতে কাজ করে। ফলে দেশের জনসাধারণ একই ধরনের চিন্তাসূত্রে আবদ্ধ হয়। যেকোনো একটি কর্মসূচিকে সমর্থন করতে রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে শিক্ষাদান করে। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই দেশে নতুন নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। জনগণের অধিকার রক্ষায় রাজনৈতিক দল ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। কোনো কারণে জনগণের অধিকার খর্ব হলে রাজনৈতিক দল তা ফিরিয়ে আনার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ, জনগণের স্বার্থবিরোধী সরকারকে অপসারণ করে রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা পরিবর্তন হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচি, সভা, সেমিনার, বক্তৃতা, মিছিল, প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক হতে সাহায্য করে। সুতরাং, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে রাজনৈতিক দল সুসংগঠিত হবে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব রায়হান আহমেদ একটি প্রতিষ্ঠিত দলের নেতা। তিনি বিশ্বাস করেন একজন যোগ্য নেতাই পারেন একটি জাতি ও রাষ্ট্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। আর এজন্য তিনি কিংবদন্তি নেতৃত্বের দৃষ্টান্তসমূহ দেখে অনুপ্রাণিত হন এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬]

ক. নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ কি? ১

খ. সম্মোহনী নেতৃত্বে বলতে কি বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী একজন নেতা কীভাবে একটি দেশ ও জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব রায়হান আহমেদ কোন কোন গুণের অধিকারী হলে একজন যোগ্য নেতা হতে পারবেন? ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো— Leadership।

খ কোনো বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণকে ভীষণভাবে সম্মোহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলা হয়।

সম্মোহনী নেতৃত্বের ভূমিকা জনগণকে মুগ্ধ, আবেগাপ্লুত এবং অন্ধ অনুকরণে অনুপ্রাণিত করে। সম্মোহনী নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে এক যাদুকরী নেতৃত্ব। এ ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমে কোনো নেতা তার বক্তব্য, নিপুণতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের প্রবল যাদুকরী স্পর্শে জনগণকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ একজন যোগ্য নেতা একটি জাতি ও রাষ্ট্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

মানুষ সামাজিক জীব। আর সমাজজীবনে লক্ষ্য অর্জনের একটি অন্যতম পন্থা হলো নেতৃত্ব। মূলত নেতৃত্ব একটি সামাজিক গুণ। আর যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যের আচার-ব্যবহার ও কার্যাবলির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাকে বলা হয় নেতা। একজন নেতা জাতির পথপ্রদর্শক। নেতার গুণাগুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনুসারীরা নেতার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে।

যোগ্য নেতৃত্বের গুণে একটি জাতি উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করতে পারে। আবার অযোগ্য নেতৃত্বের ফলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে সীমাহীন অভিশাপ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মাও সে তুং-এর যোগ্য নেতৃত্বের গুণে দুর্দশা পীড়িত চীন আজ মহাচীনে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের গুণে বাংলাদেশ আজ সার্বভৌম এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ১৯৭১ সালে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে দেশের জনগণকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছিলেন। তার যোগ্য নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। একজন নেতার গুণাগুণের ওপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। আবার একজন যোগ্য নেতার অভাবে একটি জাতি ব্যর্থ হতে পারে। পালবিহীন নৌকা যেমন কখনোই তাঁর সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না তেমনি একজন যোগ্য নেতার অভাবে একটি জাতি সফল হতে পারে না। একটি জাতির সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সেক্ষেত্রে একজন যোগ্য নেতাই তার গুণাবলির সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটিয়ে একটি জাতি বা রাষ্ট্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রায়হান যে সকল গুণের অধিকারী হলে একজন যোগ্য নেতা হতে পারবেন অর্থাৎ, একজন যোগ্য নেতার যে সকল গুণাবলি থাকা প্রয়োজন সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

নেতার অপরিহার্য গুণ হলো তার নেতৃত্ব। ব্যক্তিত্বহীন মানুষের পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। একমাত্র ব্যক্তিত্বের বলেই একজন মানুষ অন্যের ওপর তার প্রভাব খাটাতে সক্ষম হন। একজন আদর্শ নেতা হবেন উদার। সংকীর্ণমনা ও স্বার্থপর ব্যক্তির পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করা সম্ভব নয়। কেবল মহান ও উদার মনা ব্যক্তির পক্ষেই সাধারণ জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করা সম্ভব।

যোগ্য নেতার আবশ্যকীয় গুণ হলো বুদ্ধিমত্তা। নেতাকে বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্যই তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন হতে হবে। যোগ্য নেতৃত্বের জন্য নেতাকে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে। কেননা, নেতার দক্ষতার ওপর জাতির সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। যোগ্য নেতা হতে হলে তাকে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। কেননা, শিক্ষা মানুষকে যেমন প্রকৃত মানুষে পরিণত করে তেমনি নেতাকেও আদর্শ নেতায় পরিণত করে। নেতাকে অবশ্যই দায়িত্ববোধসম্পন্ন হতে হবে। কেননা দায়িত্ববোধ না থাকলে নেতার পক্ষে সূক্ষ্ম ও সঠিক নেতৃত্ব প্রদান করা সম্ভব হয় না।

উপরে আলোচিত গুণাবলি ছাড়াও একজন যোগ্য নেতার মধ্যে আরো অনেক গুণাবলি থাকতে পারে। যেমন- গভীর জ্ঞান, দূরদৃষ্টি, ন্যায়নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা, সংযম ও সহনশীলতা প্রভৃতি।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ইতি অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্রী। সে এমন একটি বিষয় নিয়ে পড়ালেখা করছে যার মাধ্যমে দেশ ও জাতীয় নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা অতি সহজে আয়ত্ত করা যায়। বড় হয়ে ইতির ইচ্ছা এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হবে যে প্রতিষ্ঠান দেশের প্রচলিত নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ শাসনের অধিকার লাভ করবে। *[নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. একদলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ১

খ. "রাজনৈতিক দলের অন্যতম একটি কার্য হলো জনমত গঠন" — মতামত দাও। ২

গ. উদ্দীপকের ইতি কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে চায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

Teachingbd24.com

ঘ. তুমি কি মনে কর এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের রয়েছে নানান বৈশিষ্ট্য? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের মধ্যে যখন সাংবিধানিকভাবে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে এবং যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড একটি রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলে।

খ রাজনৈতিক দলের নানাবিধ কাজের মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হলো জনমত গঠন করা।

রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যা জনগণের সম্মুখে তুলে ধরে এবং এ সকল ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলে। তাছাড়া রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা-সমিতি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করে এবং দলীয় পুস্তক-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারকার্য পরিচালনা করে জনমত গঠন করে।

গ উদ্দীপকের ইতি রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে চায়।

রাজনৈতিক দল হলো নির্দিষ্ট মতাদর্শে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা একই মতাদর্শে ও সমনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হন। দলের সদস্যদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকলেও সমাজ বা জাতির সামগ্রিক কল্যাণে তারা ঐকমত্য পোষণ করেন। সরকার গঠন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যক্রম সম্পন্ন করে। জনসমর্থনের মাধ্যমে বিজয় অর্জন ও সরকার গঠন এবং পরবর্তীতে শাসনকার্য পরিচলনার মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

উদ্দীপকের ইতি যে প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে চায় সেটিও রাজনৈতিক দল। কেননা, ইতির উল্লেখকৃত উক্ত প্রতিষ্ঠানটিও দেশের প্রচলিত নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ শাসনের অধিকার লাভ করবে। নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের দেশ শাসন করার অধিকার লাভের বিষয়টি রাজনৈতিক দলকেই নির্দেশ করে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি এ ধরনের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের নানান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো-

রাজনৈতিক দল স্থায়ীভাবে এবং কতিপয় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এর সদস্যরা সমআদর্শে অনুপ্রাণিত, ঐক্যবদ্ধ এবং সংগঠিত থাকে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে প্রয়াসী হয়। তারা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও সংরক্ষণের চেষ্টা করে। পাশাপাশি তারা তাদের দলীয় স্বার্থ রক্ষায় সদা সচেস্ট থাকে।

রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তারা সুনির্দিষ্ট ও জনপ্রিয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির ভিত্তিতে জনসমর্থন লাভের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়। রাজনৈতিক দল দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এবং সমস্যাগুলো নিয়ে অবিরত আলাপ-আলোচনার দ্বারা নিজেদের অনুকূলে জনসমর্থন গঠনে সচেস্ট হয়। রাজনৈতিক দলের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি নির্বাচনমুখী সংগঠন। তাই রাজনৈতিক দল নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দল তার সদস্যদের দলীয় বিভিন্ন আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষাদান করে থাকে। রাজনৈতিক দল তাদের নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। দলের কর্মসূচি বাস্তবায়নে এর নেতাকর্মীরা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব সাব্বির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। তিনি তার অফিসের কম্পিউটার শাখার প্রধান। জনাব আমির হোসেন হাওলাদার আইনসভার একজন সদস্য। তিনি তার নির্বাচনী এলাকার জনগণের সাথে প্রতি সপ্তাহে একবার মুখোমুখি হন। তিনি তাদের সমস্যার সমাধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. রাজনৈতিক দলব্যবস্থা কত প্রকার? ১

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব সাব্বির ও জনাব আমির হোসেনের নেতৃত্বের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনাব আমির হোসেনের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দলব্যবস্থা তিন প্রকার।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হলো এমন একটি জনসমষ্টি যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং অভিন্ন স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ।

ক্ষমতা দখলের কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই এবং তারা কোনো রাজনৈতিক দল নয়। নিজেদের স্বার্থোদ্ধার হলো তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তারা কৌশলের সাহায্যে বা চাপ সৃষ্টি করে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ারকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করতে পারে।

গ উদ্দীপকে জনাব সাব্বির বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্বের অধিকারী এবং জনাব আমির হোসেন গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অধিকারী।

কোনো ব্যক্তি যখন বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতার জন্য খ্যাতি অর্জন করে কোনো সংগঠনে প্রসিদ্ধি লাভ করে তখন বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্বের জন্ম হয়। উদ্দীপকে জনাব সাব্বির একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। তিনি তার অফিসের কম্পিউটার শাখার প্রধান। জনাব সাব্বির তার বিশেষজ্ঞ সুলভ নেতৃত্বের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাই বলা যায়, জনাব সাব্বিরের নেতৃত্বের সাথে বিশেষজ্ঞ সুলভ নেতৃত্ব সাদৃশ্যপূর্ণ।

অন্যদিকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব একজনের নিয়ন্ত্রণে না থেকে অনেক মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সংগঠনের একজন মূল্যবান সদস্য হিসেবে অনুভব করে। উদ্দীপকে জনাব আমির হোসেন আইনসভার একজন সদস্য। তিনি তার নির্বাচনি এলাকায় জনগণের সাথে প্রতি সপ্তাহে একবার মুখোমুখি হন। তিনি তাদের অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং নানা প্রশ্নের জবাব দেন। জনাব আমির হোসেনের এ নেতৃত্বের সাথে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের মিল রয়েছে।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকের জনাব আমির হোসেনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছাসম্পন্ন নেতৃত্ব। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বই সুশাসনের নিশ্চয়তা দিতে পাবে। সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ নেতৃত্ব চালকের আসনে থেকে কার্যকর নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

নেতৃত্বের বৈধতা থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। নেতৃত্বের বৈধতা বলতে বোঝায় নেতৃত্বের প্রতি রাষ্ট্রের নাগরিকদের আস্থা। সাধারণত নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব বৈধতা অর্জন করে। এজন্যে বলা হয়, গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব হলো বৈধ নেতৃত্ব। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব দেশপ্রেমকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে ফলে নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটলেও রাষ্ট্রের উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ, সচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিকেন্দ্রীকরণ, মানবাধিকার রক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত। এ শর্তগুলো গণতান্ত্রিক নেতৃত্বই পূরণ করতে পারে।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনাব আমির হোসেন মধ্যে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বিদ্যমান থাকায় তিনি তার নিবাসী এলাকায় জনগণের মুখোমুখি হন। অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং প্রশ্নের জবাব দেন। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৭ পৌরনীতি ও সুশাসন ক্লাসে পড়াতে গিয়ে শিক্ষক বললেন, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এমন একটি অপরিহার্য উপাদান রয়েছে যার অন্যতম লক্ষ্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করা। একটি আদর্শ বা কিছু কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগঠনটি কাজ করে থাকে। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. নির্বাচন কত প্রকার? ১

খ. পরোক্ষ নির্বাচন বলতে কী বোঝ? ২

গ. অনুচ্ছেদে শিক্ষক যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টির বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাচন দুই প্রকার। যথা- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন।

খ নির্বাচনের অন্যতম একটি প্রকরণ হলো পরোক্ষ নির্বাচন।

যে নির্বাচনব্যবস্থায় জনগণ ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বা একটি মধ্যবর্তী সংস্থা নির্বাচন করেন এবং এই জনপ্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে যখন প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করেন, তখন তাকে পরোক্ষ নির্বাচন বলা হয়। বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ পন্থতিতে নির্বাচিত হন।

গ অনুচ্ছেদে শিক্ষক রাজনৈতিক দলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি অপরিহার্য উপাদান হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল হলো নির্দিষ্ট মতাদর্শে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা একই মতাদর্শে ও সমনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবন্ধ হন। দলের সদস্যদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকলেও সমাজ বা জাতির সামগ্রিক কল্যাণে তারা ঐকমত্য পোষণ করেন। সরকার গঠন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক পন্থতিতে কার্যক্রম সম্পন্ন করে। জনসমর্থনের মাধ্যমে বিজয় অর্জন ও সরকার গঠন এবং পরবর্তীতে শাসনকার্য পরিচালনার মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন ক্লাসে পড়াতে গিয়ে শিক্ষক বললেন, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এমন একটি অপরিহার্য উপাদান রয়েছে যার অন্যতম লক্ষ্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করা। একটি আদর্শ বা কিছু কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগঠনটি কাজ করে থাকে। শিক্ষকের বর্ণিত এ বিষয়টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে রাজনৈতিক দলের সাদৃশ্য রয়েছে। তাই বলা যায়, অনুচ্ছেদে শিক্ষক রাজনৈতিক দলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

ঘ সৃজনশীল ১৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ জনাব সাজেদুর রহমান একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। কিন্তু উঁচুমানের ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন। তিনি তার এলাকার জনগণের সুখে-দুঃখে কখনো এগিয়ে আসেন না। সেই রকম মানসিকতাও তার মধ্যে নেই। তিনি একবার নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বিরাট ব্যবধানে পরাজিত হন। *[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. ইংরেজি 'Leadership' অর্থ কী? ১

খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সাজেদুর রহমানের চরিত্রে নেতার কী কী বৈশিষ্ট্যের অভাব দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সাজেদুর রহমানকে একজন আদর্শ নেতা হতে হলে কী কী গুণের অধিকারী হতে হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংরেজি 'Leadership' অর্থ নেতৃত্ব।

খ কোনো বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণকে ভীষণভাবে সম্মোহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলা হয়।

সম্মোহনী নেতৃত্বের ভূমিকা জনগণকে মুগ্ধ, আবেগাপ্লুত এবং অন্ধ অনুকরণে অনুপ্রাণিত করে। সম্মোহনী নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে এক যাদুকরী নেতৃত্ব। এ ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমে কোনো নেতা তার বক্তব্য, নিপুণতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের প্রবল যাদুকরী স্পর্শে জনগণকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে সাজেদুর রহমানের চরিত্রে নেতার যেসব বৈশিষ্ট্যের অভাব দেখা যায় তা হলো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং মানবিকতা।

নেতার অপরিহার্য গুণ হলো তার ব্যক্তিত্ব। নেতাকে অবশ্যই সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তির পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান কিছুতেই সম্ভব নয়। একমাত্র ব্যক্তিত্বের বলেই একজন ব্যক্তি অপরাপর সকলের ওপর তার প্রভাব খাটাতে সক্ষম হন। আচার-আচরণ, সততা, দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা, তেজস্বিতা, পাণ্ডিত্য প্রবৃতি বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে একজন নেতার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। উদ্দীপকে বর্ণিত সাজেদুর রহমান শিক্ষিত হলেও উঁচুমানের ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন। এ থেকে বোঝা যায়, সাজেদুর রহমানের চরিত্রে অন্যতম বৈশিষ্ট্য আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অভাব রয়েছে।

নেতার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো মানবিকতা। নেতা জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন এবং তাদের মূল্যবোধ ও মানবীয় দিকগুলোর প্রতি খেয়াল রাখবেন। উদ্দীপকে বর্ণিত সাজেদুর রহমানের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, তিনি এলাকার জনগণের সুখে-দুঃখে কখনও এগিয়ে আসেন না। সাজেদুর রহমানের এরূপ আচরণ নেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানবিকতার অভাবকেই ফুটিয়ে তোলে।

ঘ সৃজনশীল ৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৯ ৩৪ বছর বয়সী হিনা রাব্বানি খার পাকিস্তানের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২০১১ সালের জুলাই মাসে। এর পূর্বে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন। প্রচণ্ড রক্ষণশীল ও নারী স্বাধীনতাবিরোধী রাষ্ট্রে হিনা রাব্বানি শুধু তার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মনোবলের দৃঢ়তার কারণে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব লাভ করেন। তাছাড়া ইতোপূর্বে তিনি তার ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। যদিও পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সততা, দেশপ্রেম, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সহনশীলতার অভাবে ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। *[বি এন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. কোন নেতৃত্বে একজন আমলাকে নেতা হিসেবে ধরা হয়? ১

খ. গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি দ্বারা নেতৃত্বের সাথে কোন বিষয়টির সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ অংশে যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো আদর্শ নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপক নেতৃত্বে একজন আমলাকে নেতা হিসেবে ধরা হয়।

খ সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে।

গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব জনগণের অংশগ্রহণ ও স্বাধীনতার ওপর আস্থা স্থাপন করে। গণতান্ত্রিক নেতা মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

Teachingbd24.com

গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব একজনের নিয়ন্ত্রণে না থেকে অনেক মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সংগঠনের একজন মূল্যবান সদস্য হিসেবে গুরুত্ব অনুভব করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি দ্বারা নেতৃত্বের সাথে সুশাসনের বিষয়টির সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে।

সুশাসন একটি কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থা যেখানে নাগরিকদের সকল সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় এবং সরকারের প্রশাসনের দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। আর সুশাসনের জন্য প্রয়োজন যোগ্য, দক্ষতা ও অভিজ্ঞ নেতৃত্বের। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের কাজটি নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে। নেতৃত্বের দক্ষতা ও স্বচ্ছতাই প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসনের পথ সুগম করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা আবশ্যক। আর এর জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সঠিক নেতৃত্ব অপরিহার্য। যোগ্য নেতৃত্ব যুগোপযোগী রাষ্ট্রীয় নীতিমালা গ্রহণ করে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে, যা সুশাসনের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পাকিস্তানের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিনা রাব্বানি খার তার উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। আর স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত। সুশাসনের প্রথম শর্ত হলো প্রশাসনিক দক্ষতা ও স্বচ্ছতা।

সুতরাং উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিনা রাব্বানির স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন দ্বারা নেতৃত্বের সাথে সুশাসনের সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের শেষ অংশে যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো সততা, দেশপ্রেম, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সহনশীলতা। উক্ত বিষয়গুলো আদর্শ নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণাবলিকে নির্দেশ করে।

নেতৃত্ব একটি বিশেষ সামাজিক গুণ। নেতৃত্ব ব্যক্তির এমন একটি গুণ, যা অন্যকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। তবে যে কেউ ইচ্ছা করলেই নেতৃত্ব দিতে পারেন না বা নেতা হতে পারেন না। আদর্শ নেতৃত্বের কিছু গুণাবলি রয়েছে। যেমন- সততা আদর্শ নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ। একজন নেতা অবশ্যই সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হবেন। নেতা যদি অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ হন তবে অনুসারীরা তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারেন না। একজন নেতা অবশ্যই দেশপ্রেমিক হবেন। দেশ ও জনগণের প্রতি ভালোবাসার কারণেই একজন নেতা জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। দেশপ্রেম নেতৃত্বকে অনুপ্রেরণা দেয়, দায়িত্ববান করে তোলে। তাই দেশপ্রেম হলো আদর্শ নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণ।

চারিত্রিক দৃঢ়তা নেতৃত্বের আরেক গুণ। নেতাকে এক অনন্য চারিত্রিক দৃঢ়তা, মাধুর্য, তেজস্বিতা, নমনীয়তা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হবে। চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বই একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। নেতাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল ও সহনশীল হতে হবে। যেকোনো সংকটকালে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাকে ধীরস্থিরভাবে ও সহনশীলতার সাথে সকল সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে হবে।

উদ্দীপকের শেষ অংশে সততা, দেশপ্রেম, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সহনশীলতার কথা বলা হয়েছে যা আদর্শ নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণাবলিকেই নির্দেশ করে। কেননা একজন আদর্শ নেতার মধ্যে উক্ত গুণাবলিগুলো থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন ▶৩০ রায়হান সাহেব তার অসাধারণ গুণাবলির জন্য জনসাধারণের কাছে বিশেষ সম্মানের আসনে সমাসীন। তিনি সহজেই জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষত চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও বাগ্মিতার জন্য জনগণ তাঁর প্রতি মুগ্ধ। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. নেতৃত্ব কী? ১

খ. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রায়হান সাহেবের আচরণে কী ধরনের নেতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতৃত্ব জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তুমি কী একমত? যুক্তি দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো একজন নেতার এমন কিছু গুণাবলির সমষ্টি যার মাধ্যমে সে জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ যখন কোনো দেশে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় এবং অন্য দলগুলোর কার্যকলাপ চোখে পড়ে না তখন তাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এরূপ ব্যবস্থায় প্রধান দুটি দলের মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হতে দেখা যায়। ফলে জনগণ খুব সহজেই দুটি দলের মতাদর্শ থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে পারে।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩১ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক রেবেকা সুলতানা বললেন, আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। আর আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই বক্তব্যকে সমর্থন করে জনাব মাজহারুল ইসলাম বললেন, গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দল যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সুযোগ্য নেতৃত্ব। *[মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. নেতৃত্ব কী? ১

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সুশাসন সম্পর্কে জনাব মাজহারুল ইসলামের বক্তব্য তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'আধুনিক গণতন্ত্র সম্পর্কে অধ্যাপক রেবেকা সুলতানার বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ' বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো একজন নেতার এমন কিছু গুণাবলির সমষ্টি যার মাধ্যমে সে জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হলো এমন একটি জনসমষ্টি যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং অভিন্ন স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ।

ক্ষমতা দখলের কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই এবং তারা কোনো রাজনৈতিক দল নয়। নিজেদের স্বার্থোদ্ধার হলো চাপসৃষ্টকারী গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য। তারা কৌশলের সাহায্যে বা চাপ সৃষ্টি করে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ারকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করতে পারে।

গ উদ্দীপকে সুশাসন সম্পর্কে জনাব মাজহারুল ইসলামের বক্তব্যটি হলো গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দল যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সুযোগ্য নেতৃত্ব। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কে জনাব মাজহারুল ইসলামের বক্তব্যটি যথার্থ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি সুযোগ্য নেতৃত্ব অপরিহার্য। কেননা, সুযোগ্য দক্ষ নেতৃত্বের গুণাবলি দ্বারা অপরকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

teachingbd24.com

বর্তমানে অভীষ্ট লক্ষ্য বলতে আমরা বুঝি সুশাসন। একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না অপশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে তা নির্ভর করে নেতৃত্বের ওপর। গণতান্ত্রিক, যোগ্য ও সুষ্ঠু নেতৃত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্রে সুশাসন ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরপক্ষে, নেতৃত্ব যদি জীবিকা অর্জনের মাধ্যম, রাজনৈতিক দুর্নীতির হাতিয়ার হয় তবে সে রাষ্ট্রে কখনও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন যোগ্য, দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের।

যোগ্য নেতৃত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানামুখী সমস্যা ও সংকট থেকে মুক্তির জন্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রগতির পথে নিয়ে যায় এবং সংকট কাটিয়ে উঠতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। সুযোগ্য নেতৃত্ব জনগণের মধ্যে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করে দেশ গড়ার কাজে জাতিকে আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ্য হয়। ফলে সুশাসনের পথ প্রশস্ত হয়। আবার দক্ষ নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা হলো সুশাসনের অন্যতম প্রধান শর্ত। সুশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো আইনের শাসন। কারণ আইনের শাসন রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে। আর যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বের ওপর আইনের শাসন নির্ভর করে।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রয়োজন সুযোগ্য নেতৃত্ব।

ঘ সৃজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩২ রিয়াজুল ইসলাম পৌরনীতি ক্লাসে রাজনৈতিক দল বিষয়ে পড়তে গিয়ে বললেন যে, বর্তমান সময়ে সমাজের বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-পেশার মানুষের স্বার্থ একত্রীকরণে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম। রীপা নামের এক ছাত্রী জিজ্ঞাসা করলো, 'স্যার রাজনৈতিক দল ও উপদলের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? তিনি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরলেন। তিনি বললেন যে, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের ওপর। *[টংগী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. রাজনৈতিক দল কাকে বলে? ১
খ. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ২
গ. রাজনৈতিক দল ও উপদলের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের ওপর'— উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হলো কোনো নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘ বিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন করতে সচেষ্ট হয়।

খ যখন কোনো দেশে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় এবং অন্য দলগুলোর কার্যকলাপ চোখে পড়ে না তখন তাকে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বলে।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণত এরূপ ব্যবস্থায় প্রধান দুটি দলের মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হয়ে থাকে। ফলে জনগণ খুব সহজেই দুটি দলের মতাদর্শ থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে পারে।

গ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যখন কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে মিলিত হন বা একত্রিত হন তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে। অপরদিকে দলের মধ্যেই যখন কিছু কিছু সদস্য দলীয় নীতি ও কর্মসূচির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে কিংবা সাধারণ স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে উপদল বলে।

রাজনৈতিক দল একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক সংগঠন। অন্যদিকে, উপদল দলের একটি খণ্ডিত রূপ। একই নীতি ও মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ থাকে। কিন্তু উপদলের সদস্যরা ভিন্নমত পোষণ করায় তাদের মধ্যে কোনো সম্প্রীতির সম্পর্ক থাকে না।

রাজনৈতিক দলের কাঠামো, কর্মসূচি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাপক। কিন্তু উপদলের কাঠামো, কর্মসূচি ও লক্ষ্য সংকীর্ণ। রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হলো জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, কিন্তু উপদলের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ সাধন।

ঘ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের ওপর— উক্তিটি যথার্থ।

গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা রাজনৈতিক দল জনগণের মতামতকে সুসংগঠিত করে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার জন্য তাই রাজনৈতিক দল অপরিহার্য।

রাজনৈতিক দল নেতা ও সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত হতে শেখায়। এটি দেশের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে আসতে কাজ করে। ফলে দেশের জনসাধারণ একই ধরনের চিন্তাসূত্রে আবদ্ধ হয়। যেকোনো একটি কর্মসূচিকে সমর্থন করতে এবং তা অনুসরণ করতে রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে শিক্ষাদান করে। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই দেশে নতুন নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। জনগণের অধিকার রক্ষায় রাজনৈতিক দল ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। কোনো কারণে জনগণের অধিকার খর্ব হলে রাজনৈতিক দল তা ফিরিয়ে আনার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ জনগণের স্বার্থবিরোধী সরকারকে অপসারণ করে রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে। যেমন, বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলনের মাধ্যমে সামরিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা পরিবর্তন হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

সর্বোপরি দেশের নাগরিকদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উপর গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে। রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচি, সভা, সেমিনার, বক্তৃতা, মিছিল, প্রচার-প্রচারণা ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক হতে সাহায্য করে। সুতরাং, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্রের অগ্রগতি কোনোভাবেই আশা করা যায় না। রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্র ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলব্যবস্থার উপস্থিতি একান্ত কাম্য। একদলীয়, দ্বি-দলীয় বা বহুদলীয় যে ব্যবস্থাই থাক না কেন এটি ব্যতীত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা কল্পনাই করা যায় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই দলব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। *[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. নেতৃত্ব কী? ১
খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে দলব্যবস্থা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ বাক্যটি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো এমন গুণাবলি যা মানুষকে অসাধারণ কাজ করার সামর্থ্য দেয়।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

Teachingbd24.com

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। এরা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থকে যথাযথভাবে আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এরা সাধারণত নির্দিষ্ট শ্রেণি বা গোষ্ঠীর পক্ষে সরকারের নীতিকে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমানভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। শিক্ষক সমিতি, বণিকসংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন, সুশীল সমাজ প্রভৃতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে দলব্যবস্থা দ্বারা রাজনৈতিক দল বোঝানো হয়েছে।

রাজনৈতিক দল হলো নির্দিষ্ট মতাদর্শে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা করে। উদ্দীপকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক দলের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- রাজনৈতিক দল কিছু সংখ্যক মানুষের একটি রাজনৈতিক সংগঠন। আর্থ-সামাজিক বিষয়ে রাজনৈতিক দলকে ভাবতে হয়, কর্মকাণ্ড চালাতে হয় ও মত প্রকাশ করতে হয়। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা কম-বেশি একইরূপ আদর্শ ও নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একত্রিত হয়। তারা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। এজন্য প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে জনমতকে নিজেদের অনুকূলে রাখতে সচেষ্ট হন। জনমতের দিকে লক্ষ রেখে রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন ও জয়লাভের চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে এবং দলীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চায়। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে তারা দলীয় নীতি-আদর্শের আলোকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। কেননা, নির্বাচনে তারা জনগণের রায় বা সমর্থন লাভ করে থাকে তাদের দলীয় নীতি আদর্শকে প্রচার করেই।

ঘ সৃজনশীল ১৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ বাংলাদেশে পঞ্চাশের উর্ধ্বে রাজনৈতিক দল আছে। দলগুলো এখন বিভিন্ন ধারা ও জোটে বিভক্ত। এই দলগুলো দেশে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করে। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। *[বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম ▌প্রশ্ন নং ৪]*

ক. রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. উপদল কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে কী ধরনের রাজনৈতিকব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. একদলীয় শাসনব্যবস্থা থেকে উক্ত রাজনৈতিকব্যবস্থা ভিন্ন— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হলো বিশেষ নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।

খ রাজনৈতিক দলের মধ্যেই যখন কিছু কিছু সদস্য দলীয় নীতি ও কর্মসূচির কোনো ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে কিংবা ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ হলে তাকে উপদল বলে।

উপদল রাজনৈতিক দলের একটি খণ্ডিত রূপ। উপদলের কাঠামো, কর্মসূচি ও লক্ষ্য সংকীর্ণ। উপদল সাধারণ স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ হয়।

গ উদ্দীপকের বর্ণনায় বাংলাদেশে বহুদলীয় রাজনৈতিকব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়।

যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় দুই এর অধিক রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বিদ্যমান, তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজ নিজ দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করে। যে দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দল সরকার গঠন করে। তবে বহুদলীয় ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলো বৃহৎ দলের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রথাও প্রচলিত আছে।

উদ্দীপকের বর্ণনামতে, বাংলাদেশে পঞ্চাশের উর্ধ্বে রাজনৈতিক দল আছে। দলগুলো বিভিন্ন ধারা ও জোটে বিভক্ত। এই দলগুলো তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করে। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বহুদলীয় রাজনৈতিকব্যবস্থাকেই নির্দেশ করে সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশে বহুদলীয় রাজনৈতিকব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়।

ঘ একদলীয় রাজনৈতিকব্যবস্থা থেকে উক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ উদ্দীপকে উল্লিখিত বহুদলীয় রাজনৈতিকব্যবস্থা ভিন্ন— কথাটি যথার্থ।

রাষ্ট্রের মধ্যে যখন সাংবিধানিকভাবে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড একটিমাত্র রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলে। অপরদিকে, কোনো রাষ্ট্রে দুই এর অধিক রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বিদ্যমান থাকে তখন তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়।

একদলীয় ব্যবস্থায় একটিমাত্র দলই সকল ক্ষমতার উৎস। রাষ্ট্রের মধ্যে একটি দলই তার দলীয় আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে। এ ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ব্যতীত অন্যান্য সকল দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। পক্ষান্তরে, বহুদলীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস কোনো বিশেষ দল নয়। বহুদলীয় ব্যবস্থায় দুই এর অধিক রাজনৈতিক দল তাদের নিজ নিজ দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করে একদলীয় ব্যবস্থায় যাওয়ার চেষ্টা করে। একদলীয় ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট একটিমাত্র রাজনেতিক দলই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু, বহুদলীয় ব্যবস্থায় যে দল নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল সরকার গঠন করে।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে একদরীয় ব্যবস্থা ও বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, একদলীয় রাজনৈতিকব্যবস্থা থেকে বহুদলীয় রাজনৈতিকব্যবস্থা কথাটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ শাহ আলম একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনি সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জীবিত করে। *[বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম ▌প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সংখ্যার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কত প্রকার? ১
খ. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার বর্ণনা দাও। ২
গ. শাহ আলমের মধ্যে কী ধরনের নেতৃত্বের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতৃত্ব পরিবর্তনশীল সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে — বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল তিন প্রকার।

খ যখন কোনো দেশে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় এবং অন্য দলগুলোর কার্যকলাপ চোখে পড়ে না তখন তাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এরূপ ব্যবস্থায় প্রধান দুটি দলের মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হতে দেখা যায়। ফলে জনগণ খুব সহজেই দুটি দলের মতাদর্শ থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে পারে।

গ শাহ আলমের মধ্যে সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

কোনো রাজনৈতিকব্যবস্থায় যখন কোনো নেতার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, নৈপুণ্য, প্রাঞ্জল বক্তব্য সকলকে আকৃষ্ট এবং আবেগাপ্লুত করে তোলে

Teachingbd24.com

এবং জনগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই নেতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তখনই সম্মোহনী নেতৃত্বের জন্ম হয়। প্রকৃতপক্ষে, সম্মোহনী নেতৃত্ব হলো এক জাদুকরী নেতৃত্ব। ভারতের মহাত্মা গান্ধী, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ন ও বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্মোহনী নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উদ্দীপকের শাহ আলমের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনি সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জীবিত করে। শাহ আলমের নেতৃত্বের এমন গুণাবলি সম্মোহনী নেতৃত্বের গুণাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, শাহ আলমের মধ্যে সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত নেতৃত্ব অর্থাৎ সম্মোহনী নেতৃত্ব সম্পর্কে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে— কথাটি যথার্থ।

আধুনিক পরিবর্তনশীল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সুশাসন প্রত্যয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাষ্ট্রের নাগরিকদের সকল সুযোগ-সুবিধা অধিকার প্রতিষ্ঠা করে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য সুশাসন আবশ্যক। আর সুশাসনের জন্য প্রয়োজন যোগ্য, দক্ষ ও ব্যক্তিত্বপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্বের। এক্ষেত্রে সম্মোহনী নেতৃত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবর্তনশীল সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে দরকার জাতীয় জাগরণ। আর একজন সম্মোহনী নেতা তার জাদুকরি নেতৃত্ব দ্বারা জাতিকে জাগিয়ে তোলে সমাজ ও রাষ্ট্র অগ্রগতির দিকে নিয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে তিনি জনস্বার্থের অনুকূল, যুগোপযোগী এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নীতিমালা গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলেন। দলীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তিনি জাতীয় স্বার্থকে প্রধান্য দেন। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সম্মোহনী নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নেতৃত্বের যোগ্যতা, দক্ষতা এবং সঠিক পরিচালনার ওপর আইনের শাসন জড়িত। সম্মোহনী নেতৃত্ব আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে মূলত এভাবেই একজন সম্মোহনী নেতৃত্বের যোগ্য, দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে একটি সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করার জন্য দরকার যোগ্য নেতৃত্বের। কেননা যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব ছাড়া রাষ্ট্র অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। আর এক্ষেত্রে সম্মোহনী নেতৃত্ব তার দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ অং সান সূচি একজন রাজনৈতিক নেত্রী। তিনি অতি সহজেই তার প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতার মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেন এবং জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে বেশ উজ্জীবিত করে।

[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর | প্রশ্ন নং ১০]

ক. রাজনৈতিক দল কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. রাজনৈতিক দল ও উপদলের মধ্যে কি কোন পার্থক্য রয়েছে? যদি থাকে উল্লেখ করো। ৩

ঘ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হলো বিশেষ নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।

খ রাজনৈতিকব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, অনুভূতি ও প্রবণতার এক সমন্বিত রূপকেই বলা হয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি। কোনো দেশের রাজনৈতিক মূল্যবোধের প্রতীক হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। যেকোনো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে সমকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সহায়ক বা বিরোধী ধারা বিদ্যমান থাকতে পারে। তবে বিদ্যমান রাজনৈতিকব্যবস্থা সম্পর্কিত অনুকূল বা প্রতিকূল সকল মনোভাব, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস প্রভৃতির সমন্বিত প্রকাশই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি ।

গ রাজনৈতিক দল ও উপদলের গঠন, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য বিচারে এই দুয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচির ভিত্তিতে যখন মিলিত হয় বা একত্রিত হয় তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে। অপরদিকে, দলের মধ্যেই যখন কিছু কিছু সদস্য দলীয় নীতি ও কর্মসূচির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে কিংবা সাধারণ স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে উপদল (Faction) বা কুচক্রী (Clique) দল বলে।

রাজনৈতিক দল একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক সংগঠন। উপদল রাজনৈতিক দলের একটি খণ্ডিত রূপ। রাজনৈতিক দলের কাঠামো উপদলের কাঠামোর তুলনায় অনেক শক্তিশালী ও ব্যাপক। উপদলের কাঠামো, কর্মসূচি ও লক্ষ্য সংকীর্ণ। নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচি সামনে রেখে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। কিন্তু নীতি ও কর্মসূচি উপদলের নিকট গৌণ বিষয়। উপদল গড়ে ওঠে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিকে নিয়ে। একই নীতি ও মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ থাকে। কিন্তু উপদলের সদস্যরা সাধারণত কোনো নীতি ও আদর্শের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে না। এজন্য তাদের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক থাকে না। রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হলো জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ। কিন্তু উপদলের লক্ষ্য হলো সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ সাধন।

ঘ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বাস্তবায়িত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল বহুবিদ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

রাজনৈতিক দল জাতীয় সমস্যা সমাধানে দলীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে। নির্বাচনে জয়ী দল সরকার গঠন করে তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে তৎপর থাকে। রাজনৈতিক দল জাতীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে জনমত সংগঠন করে থাকে। তারা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটায়। রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমেই জনগণ রাজনৈতিকব্যবস্থায় অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। রাজনৈতিক দল নেতা ও সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত হতে শেখায়। এটি দেশের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে আসতে কাজ করে। ফলে দেশের জনসাধারণ একই ধরনের চিন্তা সূত্রে আবদ্ধ হয়। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই দেশে নতুন নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। জনগণের অধিকার রক্ষায় রাজনৈতিক দল ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। কোনো কারণে জনগণের অধিকার খর্ব হলে রাজনৈতিক দল তা ফিরিয়ে আনার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ, রাজনৈতিক দল জনগণের স্বার্থবিরোধী স্বৈরাচারী শাসনের পথ রুদ্ধ করে। আধুনিক বিশাল আয়তন রাষ্ট্রের বিপুল সংখ্যক জনগণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সরকার সম্পর্ক রাখতে পারে না বলে রাজনৈতিক দল সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের স্বার্থের একত্রীকরণ এবং স্বার্থ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি, রাজনৈতিক দল জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগত করে সংকীর্ণতা দূর করে দেশপ্রেম সৃষ্টি করে।

সুতরাং বলা যায়, গণতান্ত্রিকব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি ব্যাপক ও সুবিস্তৃত। আর রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের বহুবিদ কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৭ মতিউর রহমান একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তার এলাকার নাগরিকগণের যে কোনো সমস্যার সমাধান ও বিরোধের মীমাংসা তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। এমনকি নিরপেক্ষতার স্বার্থে যেকোনো কাজে এলাকার জনগণের মতামতের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। *[আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ১]*

ক. রাজনৈতিক অধিকার কাকে বলে? ১

খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মতিউর রহমানের মধ্যে কোন ধরনের নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের মত রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকারের করণীয় উপস্থাপন কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রীয় কাজে নাগরিকদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধাকে রাজনৈতিক অধিকার বলে।

খ আইনের শাসন হলো রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিবিশেষ, যেখানে সরকারের সব কার্যক্রম আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং যেখানে আইনের স্থান সবকিছুর উর্ধ্বে।

ব্যবহারিক ভাষায় আইনের শাসনের অর্থ হলো, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার সর্বদা আইন অনুযায়ী কাজ করবে এবং রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতের মাধ্যমে সে তার প্রতিকার পাবে। আইনের চোখে সবাই সমান এবং কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মতিউর রহমানের মধ্যে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব জনগণের অংশগ্রহণ ও স্বাধীনতার ওপর আস্থা স্থাপন করে। জনগণের সব বিষয়ে অংশগ্রহণে এ ধরনের নেতৃত্ব বিশ্বাস করে। উদাহরণস্বরূপ সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। এ ধরনের নেতৃত্বে আলোচনা-সমালোচনার সুযোগ রয়েছে। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব তৈরি হয় জনগণের সমর্থনে। এ ধরনের নেতৃত্বে নেতা জনগণের মতামতের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং দক্ষতার সাথে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান মতিউর রহমান এলাকার নাগরিকদের যে কোনো সমস্যার সমাধান ও বিরোধের মিমাংসা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। এমনকি নিরপেক্ষতার স্বার্থে যে কোনো কাজে এলাকার জনগণের মতামতের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মতিউর রহমানের এসব গুণাবলি গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত মতিউর রহমানের মধ্যে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ মতিউর রহমানের প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারকে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক ও কল্যাণধর্মী শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

সরকার একটি রাষ্ট্রের পরিচালক। তাই রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকার যদি জনাব আজিজের মতো জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তাদের সমস্যা সমাধানে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তবে তা জনগণের নিকট আস্থা অর্জন করবে এবং সুশাসন বা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ সহজ ও সুগম করবে।

মতিউর রহমান তার এলাকায় গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সরকার যদি রাষ্ট্রে এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে তাকে প্রথমেই অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ পরিকল্পনায় জন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার প্রতি খেয়াল রেখে সরকারকে নীতি, কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। এরপর জনগণের অধিকার রক্ষা এবং তাদের সম্পদ ও সামর্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের প্রতি সরকারকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এছাড়া আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের সমস্যাকে মাথায় রেখে বাস্তবধর্মী ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হবে। তাছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারকে অবশ্যই জনগণের অবাধ চলাফেরা, সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গড়ে তোলার মাধ্যমে জনগণকে আইনের আশ্রয় লাভে ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ করে দিতে হবে। সর্বোপরি প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সরকারকে অবশ্যই নাগরিক সেবার পরিমাণও বৃদ্ধি করতে হবে।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সরকার যদি মতিউর রহমানের মতো জনগণকে কেন্দ্র করে সকল নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে, তবে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রেও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ জনাব "ক" একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তার দিক নির্দেশনায় দলটি বর্তমান সরকার গঠন করেছে। দলটির উপর এতোই প্রভাব যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে তিনি যে নির্দেশনা দেন দলের সবাই তা মেনে চলে।

[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ ▌প্রশ্ন নং ৪]

ক. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কাকে বলে? ১

খ. বহুদলীয় গণতন্ত্র বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর মধ্যে কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনাব 'ক' এর ভূমিকা আলোচনা কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী যাদের কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে।

খ যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দুই-এর অধিক রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম দেখা যায়, তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বা বহুদলীয় গণতন্ত্র বলে।

বহুদলীয় গণতন্ত্রে প্রতিটি দল নিজ নিজ দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় ভোটারগণ তাদের পছন্দমতো ব্যক্তিকে বাছাই ও নির্বাচিত করতে পারে। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল সরকার গঠন করে। কিন্তু কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলে একাধিক দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট বা কোয়ালিশন সরকার গঠনের সুযোগ থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব 'ক' একটি রাজনৈতিক দলের নেতা। জনাব 'ক'-এর মধ্যে নেতৃত্বের নিম্নোক্ত গুণাবলি থাকা প্রয়োজন।

যে বিষয়েই হোক না কেন, নেতৃত্ব দিতে হলে নেতাকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। নেতার দূরদৃষ্টি না থাকলে তিনি এমন নীতি অনুসরণ করবেন, যা টেনে আনবে দুঃখের প্রবাহ, হতাশা বা অন্ধকার। ন্যায়-নীতি নেতৃত্বের এক বিশেষ গুণ। ন্যায়-নীতি ছাড়া অনুসরণকারীদের উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয় না। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান না হলে অপরের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না।

সংযমও নেতার বিশেষ গুণ। সংযম ছাড়া শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয় না আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতা ও সদাচরণ নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য গুণ। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বও নেতার একটি অপরিহার্য গুণ। ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী শক্তিই নেতাকে সকলের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র করে এবং তিনি সকলের

https://teachingbd24.com

আনুগত্য লাভ করেন। নেতার কর্ম, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ তাঁর ব্যক্তিত্বকে মোহনীয় করে তোলে। নেতার অভিজ্ঞতা এবং সে অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নেতার কর্মপ্রবাহকে গতিশীল করে তোলে। কঠোরতা ও কোমলতা এ দুই গুণ নেতার থাকতে হবে। নেতা তাঁর অনুসারী ও অন্যান্যের প্রতি হবেন নিরপেক্ষ। তাঁর ন্যায়-নীতি হতে হবে প্রশ্নাতীত। আত্মসংযম নেতার বড় গুণ। এসকল গুণাবলি একজন ব্যক্তিকে আদর্শ নেতায় পরিণত করে।
জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণে যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই। সঠিক নেতৃত্ব জাতিকে তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

ঘ উদ্দীপকে জনাব 'ক' দ্বারা নেতৃত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে।
নেতৃত্ব হচ্ছে সামাজিক গুণ। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালনা করাই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলো নেতৃত্বের গুণেই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ।
উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর নির্দেশনায় তার দল সরকার গঠন করেছে এবং দলে তার কথা সবাই মেনে চলে অর্থাৎ দলীয় শৃঙ্খলা রয়েছে। নেতৃত্ব দলীয় নীতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ, সুষ্ঠু জনমত গঠন, রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। সুযোগ্য নেতৃত্ব সরকার গঠন করে রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও সঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। নেতা বক্তব্য-বিবৃতি এবং প্রচার-প্রচারণা দ্বারা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করে তোলেন। যোগ্য নেতৃত্ব বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ঘটান ও সুশাসন নিশ্চিত করেন। এছাড়াও যোগ্য নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়।
উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ আধুনিক গণতন্ত্র মূলত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। জনাব 'ক' একটি রাজনৈতিক দলের নেতা। তিনি অত্যন্ত সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল নেতা। তিনি সবসময় তার নির্বাচনী এলাকার জনগণের পাশে থাকেন, জনগণও তাকে পছন্দ করে এবং ভোট দিয়ে জয়ী করে। তিনি জনগণ ও সরকারের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন।

[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৯]

ক. নেতৃত্ব কী? ১
খ. রাজনৈতিক দল কাকে বলে? ২
গ. জনাব 'ক' এর গুণাবলির আলোকে একজন যোগ্য নেতার গুণাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো একজন নেতার এমন কিছু গুণাবলির সমষ্টি যার মাধ্যমে সে জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ রাজনৈতিক দল (Political Party) হলো নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘ বিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।
আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে সংঘবন্ধ- করার মাধ্যমে দলের নীতি বাস্তবায়ন করে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়ন করে। রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ, পরিচালনা, নিজেদের নির্বাচনি কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সকল ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করা।

গ সৃজনশীল ১৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা ব্যাপক।
একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভর করে সেই দেশের নেতৃত্বের উপর। কারণ, নেতৃত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করে। উত্তম নেতৃত্ব দেশকে ভালোবাসে। তাই ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও রাষ্ট্রের উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, যার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। যোগ্য নেতা আইনের অনুশাসনে বিশ্বাস করেন। তাই তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করে। রাষ্ট্রের অগ্রগতির জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। নেতৃত্বের গুণে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় থাকে; যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমতের প্রাধান্য আবশ্যক। সৎ ও যোগ্য নেতা জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসূচি দিয়ে থাকেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ। একজন যোগ্য নেতা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দান করে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা আবশ্যক। যোগ্য নেতৃত্ব দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান। এগুলো উত্তম নেতৃত্বের সদিচ্ছার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।
পরিশেষে বলা যায়, উত্তম নেতৃত্ব সুশাসনের জন্য জরুরি। সুদৃঢ় ও সুদক্ষ নেতৃত্ব জাতীয় সংকট দূর করে জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করতে পারে। যেমন— বাংলাদেশের জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তার নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব জাতিগত দাঙ্গা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে। উত্তম নেতৃত্ব রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত উন্নয়নে ভূমিকা রাখে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ৪০ জনাব জামাল হোসেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে জনগণের নিকট ভোট চান। তিনি দেশের উন্নয়নের জন্য তাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি তার দলের নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করেন। বিজিএমইএ নেতা কামাল হোসেন সভাপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ শিল্পের উন্নয়নে তাঁকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৬]

ক. রাজনৈতিক দল কী? ১
খ. রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বিবৃত প্রথম ও দ্বিতীয় সংগঠনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব জামাল হোসেন ও কামাল হোসেনের মধ্যকার উদ্দেশ্যের পার্থক্য রয়েছে-যুক্তি দাও। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হলো বিশেষ নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।

খ রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রয়েছে।
রাজনৈতিক দলের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো— জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন এবং জয়লাভের চেষ্টা করা। রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে এবং দলীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে সচেষ্ট হয়। রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় গিয়ে দলের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে এবং নির্বাচনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

Teachingbd24.com

গ সৃজনশীল ১৭ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ জনাব জামাল রাজনৈতিক দলের এবং কামাল হোসেন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এ কারণে তাদের মধ্যকার উদ্দেশ্যের পার্থক্য বিদ্যমান।

রাজনৈতিক দল এমন এক জনসংগঠন যার সদস্যগণ রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়। অন্যদিকে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ, স্বার্থের ভিত্তিতেই তারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ হন। এ কারণেই তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতেই জনসমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। লোয়েলের মতে, 'জনগণকে সবার সামনে উপস্থাপিত করে গণরায় আদায়ের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম লক্ষ্য'। রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হলো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করা। রাজনৈতিক দল এজন্য প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে জনমতকে নিজেদের অনুকূলে রাখতে সচেষ্ট হয়। নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠিত হয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য। স্বার্থ আদায় বা স্বার্থরক্ষার জন্য বহুমুখী, ব্যাপক সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠিত হয় না। এমনকি জাতীয় কল্যাণের জন্য কোনো মহান উদ্দেশ্যও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর থাকে না।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি জামাল হোসেন এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি কামাল হোসেনের উদ্দেশ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪১ মি. রহিম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে একটি সংগঠন থেকে মনোনয়ন লাভ করেছেন। তিনি ঐ সংগঠনের স্থানীয় নেতা, সৎ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। জনগণের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা রয়েছে। অপরপক্ষে তাঁর বন্ধু রাশেদ এমন একটি সংগঠনের সদস্য যেটি কেবল তাদের নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মি. রহিম তার বন্ধু রাশেদের সংগঠনের সমর্থন লাভ করতে চান। *[স্কলার্স হোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. নেতৃত্ব কী? ১

খ. উদারতাকে নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. রহিম ও মি. রাশেদের সংগঠনের মধ্যে বৈসাদৃশ্য তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে আলোচনা কর। ৩

ঘ. বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. রহিম সাহেবের সংগঠনটির গুরুত্ব অপরিসীম বিশ্লেষণ কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো এমন এক সামাজিক প্রভাবের প্রক্রিয়া যার সাহায্যে মানুষ কোনো সার্বজনীন কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্যান্য মানুষের সহায়তা ও সমর্থন লাভ করতে পারে।

খ মহান ও উদারমনা ব্যক্তিই সাধারণ জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে পারেন। আর তাই উদারতাকে নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলা হয়।

উদারতার কারণেই নেতা ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে সামাজিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে পারেন। উদারতা থাকলে নেতার মধ্যে সংকীর্ণতা, দীনতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা ও হীনম্মন্যতা ঠাঁই পাবে না। এ সকল কারণেই উদারতাকে নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলা হয়।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪২ কবির একটি সংগঠনের সদস্য। উক্ত সংগঠনের সদস্যরা গোষ্ঠীবদ্ধ, কিন্তু তারা নির্দিষ্ট স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যেই একত্রিত হয়। তাদের উদ্দেশ্য দল গঠন নয়, ক্ষমতা গ্রহণ নয়। অনেকে এই গোষ্ঠীকে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হিসেবেও গণ্য করে থাকেন। অপরদিকে, কামাল অন্য একটি সংগঠনের সদস্য যার উদ্দেশ্য জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. নেতৃত্ব কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গোষ্ঠীর সাথে তোমার পঠিত কোন কোন গোষ্ঠীর মিল রয়েছে? তাদের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কবিরের উক্ত গোষ্ঠী দেশের সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করে থাকে— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো এমন গুণাবলি যা মানুষকে অসাধারণ কাজ করার সামর্থ্য দেয়।

খ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলই জনমত গঠন ও প্রচারের শ্রেষ্ঠতম বাহন বলে স্বীকৃত।

রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যা জনগণের সম্মুখে তুলে ধরে এবং এ সকল ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলে। তাছাড়া রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা-সমিতি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করে এবং দলীয় পুস্তক-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারকার্য পরিচালনা করে জনমত গঠন করে।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের কবিরের সংগঠনটি হলো— চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হলো এমন একটি গোষ্ঠী যার সদস্যরা সমমনোভাবাপন্ন এবং অভিন্ন স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ। এরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে সরকারি-বেসরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে রাখার প্রচেষ্টা চালায়।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য ক্ষমতা লাভ বা সরকার গঠন না। তাদের মূল লক্ষ্য হলো সরকারি-বেসরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে স্বীয় গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা। এ লক্ষ্যে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারের আইন প্রণয়নে ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করে। সরকার কোনো নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্যোগ নিলে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সেই আইন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার বা কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রভাবিত করে নিজেদের অনুকূলে নেয়।

মাঝে মাঝে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নিজেদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এমন মরিয়া হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে, অনেক সময় সরকারি কর্মকাণ্ড বন্ধের উপক্রম হয়ে যায়। ফলে সরকার বা কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় তাদের দাবি দাওয়ার প্রতি নমনীয় হতে। তারা সরকারের গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সরকারের নীতি অগণতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমালোচনা করে সরকারকে সতর্ক করে দেয়। প্রয়োজনে তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারকে নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শও প্রদান করে। তবে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সকল কর্মকাণ্ডের মূলে থাকে সরকারি ও বেসরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখা।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারি কাঠামোর বাইরে অবস্থান করে সরকারি ও বেসরকারি নীতিমালা গ্রহণ, পরিচালনা এবং নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪৩ জনাব মিলন একটি সংগঠনের সদস্য। যার কর্মকাণ্ড সারাদেশে বিস্তৃত। উক্ত সংগঠন মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ও দেশের সমর্থন চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করে। অপরদিকে, এনায়েত আরেকটি সংগঠনের সদস্য। যারা শুধু নিজেদের স্বার্থক আদায়ের জন্য কাজ করে।

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নং ৬]

ক. নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিলন ও এনায়েতের সংগঠন এর মধ্যে পার্থক্যসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিলনের সংগঠনটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Leadership'।

খ কোনো বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণকে ভীষণভাবে সম্মোহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলা হয়।

সম্মোহনী নেতৃত্বের ভূমিকা জনগণকে মুগ্ধ, আবেগাপ্লুত এবং অন্ধ অনুকরণে অনুপ্রাণিত করে। সম্মোহনী নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে এক যাদুকরী নেতৃত্ব। এ ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমে কোনো নেতা তার বক্তব্য, নিপুণতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের প্রবল যাদুকরী স্পর্শে জনগণকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ সুমন ও শহীদ দুই বন্ধু। সুমন একটি জন সংগঠনের নেতা। সে তার কর্মীদের নিয়ে সব সময় বিভিন্ন ইস্যুতে জনমত গঠনে ব্যস্ত থাকে। সংগঠনের আদর্শ ও কর্মসূচি জনগণের নিকট প্রচার করে। সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সুমনের প্রধান লক্ষ্য, আগামী নির্বাচনে জয় লাভ করে সরকার গঠন করা। অন্যদিকে শহীদ শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেয়। শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে সে বদ্ধ পরিকর। *[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. নেতৃত্ব কী? ১

খ. রাজনৈতিক দলের একটি কাজ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুমন কী ধরনের সংগঠনের নেতা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি সংগঠনের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তুমি কোনটিকে অপরিহার্য মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো এমন গুণাবলি যা মানুষকে অসাধারণ কাজ করার সামর্থ্য দেয়।

খ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান একটি কাজ হলো সরকার গঠন।

নির্বাচনে জয়ী রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ হলো সরকার গঠন করা। সরকার গঠন করার পর রাজনৈতিক দল তার নির্বাচনি মেনিফেস্টোতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ পালনে তৎপর থাকে এবং পাশাপাশি দলীয় নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১০ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ আব্দুল মুবিন একটি সংগঠনের নেতা। তার সংগঠনটি একবার রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল। সংগঠনটি জাতির সামনে বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরে কর্মসূচির পক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করছে। আগামী নির্বাচনে আবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সংগঠনটি নিজের কর্মসূচি প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্নভাবে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে চলছে।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ১]

ক. নেতৃত্ব কী? ১

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আব্দুল মুবিন কোন ধরনের সংগঠনের নেতা? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "গণতান্ত্রিকব্যবস্থায় উক্ত সংগঠনের ভূমিকা সর্বাধিক"— উক্তিটির মূল্যায়ন কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো একজন নেতার এমন কিছু গুণাবলির সমষ্টি যার মাধ্যমে সে জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। এরা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থকে যথাযথভাবে আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। শিক্ষক সমিতি, বণিকসংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন, সুশীল সমাজ প্রভৃতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

গ আব্দুল মুবিন রাজনৈতিক দলের নেতা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আব্দুল মুবিনের সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল।

রাজনৈতিক দল হলো নির্দিষ্ট মতাদর্শে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা একই মতাদর্শে ও সমনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হন। দলের সদস্যদের মধ্যে দৃষ্টিভজির ভিন্নতা থাকলেও সমাজ বা জাতির সামগ্রিক কল্যাণে তারা ঐকমত্য পোষণ করেন। সরকার গঠন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যক্রম সম্পন্ন করে। জনসমর্থনের মাধ্যমে বিজয় অর্জন ও সরকার গঠন এবং পরবর্তীতে শাসনকার্য পরিচালনার মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, আব্দুল মুবিন একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। সে একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত। তার সংগঠনটি সবসময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে। অর্থাৎ, আব্দুল মুবিন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্যে থাকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনসমর্থন লাভ করে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। এ জন্য তারা সরকারি কাজের সমালোচনা করে এবং দেশের সমস্যাগুলো জনগণের সামনে তোলে ধরে। তাই বলা যায়, আব্দুল মুবিনের সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল। কেননা, রাজনৈতিক দলই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে।

ঘ সৃজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ জনাব রহিম আলম ইউরোপের একটি দেশের পার্লামেন্ট অধিবেশন সরাসরি পার্লামেন্টে বসে দেখছিলেন। অধিবেশনে বিরোধী দলীয় নেতা তার বক্তৃতায় সরকারের মন্দ কাজের নিন্দা করার পাশাপাশি ভালো কাজের প্রশংসা করলেন। সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করলেন। উক্ত বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্য সরকারি ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা হাততালি দিয়ে সাধুবাদ জানায়।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা। প্রশ্ন নং ২]

ক. দুর্নীতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি? ১

খ. অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত— ব্যাখ্যা করো। ২

https://teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকের আলোকে বিরোধী দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাসমূহ কি বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায়? বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা কী হওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্নীতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Corruption।

খ অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক।

রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে হলে নাগরিককে কতগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্যকে বোঝায়। প্রত্যেকটি নাগরিক অধিকার এক একটি নাগরিক কর্তব্য। কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার সুনিশ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভোটদান হলো অধিকার এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ হচ্ছে কর্তব্য। অর্থাৎ, কর্তব্য পালনের মধ্যেই অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা নিহিত। তাই বলা হয়, অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত।

গ উদ্দীপকে ইউরোপের একটি দেশের পার্লামেন্ট অধিবেশনের দ্বারা মূলত বিরোধী দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গণতন্ত্রে বিরোধী দল বিকল্প সরকারের ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দল সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে। সরকারের ভুলত্রুটি বা গণবিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে বিরোধী দল জনগণকে অবহিত করে। বিরোধী দল, সংসদে সরকার কর্তৃক গৃহীত জনবিমুখ নীতি বা পরিকল্পনার বিরোধীতা করে সরকারকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে। এছাড়া বিরোধী দল বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনমত গঠনেও ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইউরোপের একটি দেশের পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় নেতা তার বক্তৃতায় সরকারের মন্দ কাজের নিন্দা করার পাশাপাশি ভালো কাজের প্রশংসা করেন। সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করেন। উক্ত বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্য সরকারি ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা হাততালি দিয়ে সাধুবাদ জানায়। বিরোধী দলের এরূপ ভূমিকা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে সরকার স্বেচ্ছাচার হতে পারে না এবং জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে। তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাসমূহ বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে বিরোধীদলের গঠনমূলক ভূমিকা এবং সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়টি বলা হয়েছে। যা বাংলাদেশেও দেখা যায়। কেননা, বাংলাদেশ একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশ। যদিও সবসময় বিরোধী দলের কার্যকরি ভূমিকা অক্ষুণ্ন থাকে না। তবুও বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিরোধী দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

আমি মনে করি বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের কার্যকরি ভূমিকা থাকা উচিত। সরকার যেন গণবিরোধী কাজে লিপ্ত না হয়, স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ না হয় সেজন্য বিরোধী দলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করতে বিরোধী দল বিভিন্ন বক্তব্য বিবৃতি প্রদান ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত নেতৃত্ব প্রয়োজন হয়। তাই বাংলাদেশে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দদের হতে হবে সৎ, দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত। এছাড়া বিরোধী দল জনমত গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরিতে বিরোধী দলের ভূমিকা রাখা উচিত।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতন্ত্রে বিরোধী দল বিকল্প সরকারের মতো কাজ করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ▶৪৭ চীনা নাগরিক মি. লিউ বাংলাদেশে বেড়াতে এসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ দেখে মুগ্ধ হন। কিন্তু তার দেশের দল ব্যবস্থার কথা মনে করে কষ্ট পান। তিনি মনে করেন, অনেক দল থাকার কারণে এ দেশের মানুষ রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. বাংলাদেশে কী ধরনের দলব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে? ১

খ. গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল অপরিহার্য কেন? ২

গ. মি. লিউ এর দেশে কোন ধরনের দলব্যবস্থা বিদ্যমান? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মি. লিউ এর দেশ এবং বাংলাদেশের দলব্যবস্থার পার্থক্য নিরূপণ করো। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে বহুদলীয় দলব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

খ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম।

গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব সর্বাধিক। রাজনৈতিক দল জনগণের মতামতকে সুসংগঠিত করে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। যেকোনো একটি কর্মসূচিকে সমর্থন করতে এবং তা অনুসরণ করতে রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে শিক্ষা দান করে। গণতন্ত্রে সরকার পরিচালনার জন্য তাই রাজনৈতিক দল অপরিহার্য।

গ মি. লিউ. এর দেশে একদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

কোনো রাষ্ট্রে যখন কেবল একটিমাত্র রাজনৈতিক দল কার্যকর থাকে এবং রাষ্ট্রের জাতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ঐ একটিমাত্র দলকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়। তখন ঐ রাজনৈতিকব্যবস্থাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। এ ব্যবস্থায় একটিমাত্র দলই সকল ক্ষমতার উৎস। রাষ্ট্রের মধ্যে একটি দলই তার দলীয় আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে। এ ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ছাড়া অন্যসব দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। হিটলারের জার্মানিতে এবং মুসোলিনীর ইতালিতে একদলীয় ব্যবস্থা চালু ছিল।

মি. লিউ বাংলাদেশে বেড়াতে এসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ দেখে মুগ্ধ হন। এ সময় তার নিজ দেশের একমাত্র দল ব্যবস্থার কথা মনে করে কষ্ট পান। এ থেকে বোঝা যায়, মি. লিউ এর দেশে একদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ উল্লিখিত উদ্দীপক থেকে বোঝা যায় যে, মি. লিউ এর দেশে একদলীয় ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

মি. লিউ এবং বাংলাদেশের দলীয় ব্যবস্থা তথা একদলীয় ব্যবস্থা ও বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমন। এ দুটি দলীয় ব্যবস্থার পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হলো।

কোনো রাষ্ট্রে যখন একটি রাজনৈতিক দল কার্যকর থাকে তখন ঐ রাজনৈতিকব্যবস্থাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। চীন, কিউবায় একদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। আর বহুদলীয় ব্যবস্থা বলতে এমন এক রাজনৈতিকব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে দুই এর অধিক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। ভারত, বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। একদলীয় ব্যবস্থায় সংবিধান কর্তৃক একটি দলই স্বীকৃত, অন্য সকল দল নিষিদ্ধ। বহুদলীয় ব্যবস্থায় অনেক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকলেও কয়েকটি বৃহৎ দলই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। একদলীয় ব্যবস্থায় দীর্ঘ সময় একটি দল ক্ষমতা চর্চার কারণে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোনো দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতার কোনো সুযোগ থাকে না। একদলীয় ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক। এ ব্যবস্থায় ভিন্ন মতের কণ্ঠরোধ করা হয়। বহুদলীয় ব্যবস্থা রাজনৈতিকব্যবস্থায় সুষ্ঠু জনমত গঠনে

https://teachingbd24.com

সহায়তা করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য ও বিবৃতি জনগণকে জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, মি. লিউ এর দেশে বিদ্যমান একদলীয় ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ গার্মেন্টস শ্রমিক ফয়সাল। শ্রমিকদের সুখ-দুঃখে তাকে পাশে দেখা যায়। শ্রমিকদের বকেয়া বেতন আদায়, বেতন বৃদ্ধি, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রায় তিনি মালিক পক্ষের সঙ্গে দরকষাকষি করেন। ফয়সাল এর কর্মকাণ্ডে অন্যান্য শ্রমিকরা সন্তুষ্ট। তার নেতৃত্বে সবাই মেনে নেয়। *[পার্বতীপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. একজন সম্মোহনী নেতার নাম লেখ? ১

খ. একজন শিক্ষক কোন ধরনের নেতৃত্ব বহন করে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ফয়সালের সংগঠনটিকে কার্যকলাপ কিসের সহায়ক বলে তুমি মনে করো। ৩

ঘ. ফয়সাল এর কর্মকাণ্ডকে কি বলে? এর গুণাবলিসমূহ বর্ণনা করো। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন সম্মোহনী নেতার নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ একজন শিক্ষক বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্বের অধিকারী।

বিশেষ কোনো জ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, দক্ষতা প্রভৃতির জন্য কোনো ব্যক্তি যে নেতৃত্ব লাভ করেন তাকে বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব বলে। একজন শিক্ষক তার পেশার সাফল্য দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত এবং ভালোবাসা অর্জন করতে পারেন। তার ব্যক্তিগত দক্ষতা, সততা ও সুনামই অপরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে।

গ ফয়সালের সংগঠনটির কার্যকলাপ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এটি সুশাসনের সহায়ক বলে আমি মনে করি।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ইতিবাচক ভূমিকা রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এরা নিজেদের স্বার্থের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এরা জনগণকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, প্রশাসনে স্বচ্ছতা সৃষ্টি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করছে।

উদ্দীপকের গার্মেন্টস শ্রমিক ফয়সাল শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে থাকেন এবং মালিকপক্ষের সাথে দরকষাকষি করেন। তার এই কর্মকাণ্ডের সাথে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজের মিল আছে। এ গোষ্ঠী সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণির দাবি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপনের মাধ্যমে আদায়ের চেষ্টা করে। ফয়সালের সংগঠনের এমন কার্যাবলি শ্রমিকশ্রেণির মানুষের ন্যায্য দাবি আদায় করে। এছাড়াও তার সংগঠন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো একত্রীকরণ করে সরকারের নিকট তুলে ধরবে। ফলে সরকার কর্তৃক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। এছাড়াও সংগঠনটি সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করবে।

ফয়সালের সংগঠন বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো সরকারের গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সরকার অগণতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে তারা গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে সতর্ক করে এবং সঠিক পথে চলতে বাধ্য করে। ফলে জনস্বার্থ রক্ষিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং বলা যায়, ফয়সালের সংগঠনটি অর্থাৎ শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকলাপ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাথে সংগতিপূর্ণ এবং তা সুশাসনের সহায়ক।

ঘ সৃজনশীল ১৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ কাদের সাহেব প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। দলীয় কর্মীরা তাকে খুব পছন্দ করে। কিন্তু বিরোধীদলীয় কর্মীরা তাকে খুব ভয় পায়। অন্যদিকে, রাজেশ রাজনীতি করলেও তাকে কেউ ভয় পায় না, সবাই শ্রদ্ধা করে। তিনি সকল সমস্যা স্থান-কাল-পাত্রভেদে সমাধান করার চেষ্টা করেন। *[আমলা সরকারি কলেজ, মিরপুর, কুষ্টিয়া। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. রাজনৈতিক দল কাকে বলে? ১

খ. নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কাদের সাহেবকে কি তুমি সফল নেতা বলবে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজেশ সাহেবের মধ্যকার গুণাবলি কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তা আলোচনা কর। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হলো সংগঠিত গোষ্ঠীবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন করতে সচেষ্ট হয়।

খ নেতৃত্ব হলো ব্যক্তির সেই সব কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি, যা সমাজের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের উদ্দীপ্ত করতে পারে।

নেতৃত্ব মানুষের একটি সামাজিক গুণ। নেতৃত্ব বলতে সাধারণত নেতার গুণাবলিকে বোঝায়। কিন্তু পৌরনীতিতে নেতৃত্ব শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়। পৌরনীতিতে নেতৃত্ব হলো ব্যক্তি বা দলের সেই গুণাবলি যা দ্বারা গোষ্ঠী বা সমাজের জনসাধারণকে প্রভাবিত করে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করা যায়।

গ কাদের সাহেবের মধ্যে নেতৃত্বের যথাযথ গুণাবলি অনুপস্থিত থাকায় তাকে আমি সফল নেতা বলব না।

নেতার অপরিহার্য গুণ হলো তার ব্যক্তিত্ব। নেতাকে অবশ্যই সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তির পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান কিছুতেই সম্ভব নয়। একমাত্র ব্যক্তিত্বের বলেই একজন ব্যক্তি অপরাপর সকলের ওপর তার প্রভাব খাটাতে সক্ষম হন। আচার-আচরণ, সততা, দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা, তেজস্বিতা, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে একজন নেতার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। নেতাকে হতে হবে উদার ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী। সংকীর্ণমনা ও স্বার্থপর ব্যক্তির পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করা সম্ভব নয়। কেবল মহান ও উদারমনা ব্যক্তির পক্ষেই সাধারণ জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করা সম্ভব।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, কাদের সাহেব একজন প্রভাবশালী নেতা। তার দলীয় কর্মীরা তাকে খুব পছন্দ করলেও বিরোধী দলীয় কর্মীরা তাকে খুব ভয় পায়। অর্থাৎ, একজন নেতা হিসেবে কাদের সাহেব তার গুণাবলি দ্বারা সবার নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি। এ কারণে বিরোধী দলীয় কর্মীরা তাকে ভয় পায়। অথচ একজন সফল নেতা নিজ দলীয় কর্মীদের পাশাপাশি বিরোধী দলীয় কর্মীদের নিকটেও তার ব্যক্তিত্ব ও উদারতা দ্বারা শ্রদ্ধা-সম্মান অর্জন করে থাকেন, যেটি কাদের সাহেব অর্জন করতে পারেননি। তাই কাদের সাহেবকে আমি সফল নেতা বলব না।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজেশ সাহেব একজন রাজনৈতিক নেতা। কেউ তাকে ভয় পায় না, সবাই শ্রদ্ধা করে। তিনি সব সমস্যা স্থান-কাল-পাত্রভেদে সমাধান করার চেষ্টা করেন। রাজেশ সাহেবের এসব গুণাবলির ভিত্তিতে তাকে একজন যোগ্য নেতা বলা যায়। আর একজন যোগ্য নেতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন।

যোগ্য নেতৃত্ব দেশকে ভালোবাসে। তাই ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও রাষ্ট্রের উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, যার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি। দক্ষ নেতৃত্ব অধস্তন কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় আনয়ন করে প্রশাসনকে গতিশীল করে তোলে। যোগ্য নেতা আইনের অনুশাসনে বিশ্বাস করেন। তাই তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন, যা সুশাসনের জন্য অপরিহার্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমতের

https://teachingbd24.com

প্রাধান্য আবশ্যক। দেশের জনগণের মতামতের গুরুত্ব দিয়ে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ গতিশীল হয়। সৎ ও যোগ্য নেতা জনমতের প্রাধান্য দিয়ে কর্মসূচি দিয়ে থাকেন।
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ। যোগ্য নেতা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রদান করে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা আবশ্যক। যোগ্য নেতৃত্ব দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে।
পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত গুণাবলি রাজেশ সাহেবকে একজন যোগ্য নেতা হিসেবে প্রমাণিত করে। আর একজন যোগ্য নেতা উল্লিখিত উপায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন।

প্রশ্ন ▶ ৫০ তিন বন্ধু জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছিল। পথ ভুল হয়ে যাওয়ায় তিন জনই বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল। এমতাবস্থায় সবচেয়ে বেশি পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান বন্ধুর কাছে বাকি দুইজন এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পথ খোঁজার দায়িত্ব অর্পণ করে। দায়িত্বপ্রাপ্ত বন্ধু বলে, 'আমি যা বলব তা বিনা বাক্য ব্যয়ে মানতে হবে।'
[নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। প্রশ্ন নং ২]

ক. নেতৃত্বের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. নেতৃত্বের প্রকারভেদ উল্লেখ করো। ২
গ. আদর্শ নেতৃত্বের গুণগুলো আলোচনা করো। ৩
ঘ. বিনা বাক্য ও যুক্তি ব্যয়ে যে ধরনের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য করা হয় সেটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব এমন এক সামাজিক প্রভাবের প্রক্রিয়া যার সাহায্যে মানুষ কোনো সর্বজনীন কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্যান্য মানুষের সহায়তা ও সমর্থন লাভ করতে পারে।

খ নেতৃত্ব প্রধানত চার প্রকার।
নেতৃত্বকে প্রধানত বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব, সম্মোহনী নেতৃত্ব, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্ব এই চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এছাড়া আরো কয়েক প্রকার নেতৃত্ব দেখা যায়। যেমন- তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব, একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব, সর্বাত্মকবাদী নেতৃত্ব, সনাতন নেতৃত্ব ইত্যাদি।

গ সৃজনশীল ২৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ বিনা বাক্য ও যুক্তি ব্যয়ে যে ধরনের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য করা হয় সেটি হলো একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্ব।
একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্বে নেতা সর্বময় ক্ষমতা নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রাখে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। এ ধরনের নেতৃত্বে নেতার আদেশই আইন।
উদ্দীপকে দেখা যায়, বিপদে পড়ে উদ্ধার পাবার দায়িত্ব যাকে দেওয়া হয় সে বলে "আমি যা বলব তা বিনা বাক্য ব্যয়ে মানতে হবে"। এটি মূলত একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্বকে নির্দেশ করে। কেননা একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্ব একজন ব্যক্তির কর্তৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যবস্থায় নেতা একক শাসক হিসেবে কার্য পরিচালনা করেন এবং তার সহকর্মীরা সাধারণত তার অধীন থাকে। একনায়কতান্ত্রিক নেতা অন্য কাউকে তার অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন উদ্দেশ্যই প্রধান। উপায় তার সমর্থক মাত্র। এ ধরনের নেতৃত্ব ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেন না। তিনি নিজেকে দক্ষ, কর্ম পরিচালক এবং বিচার প্রতিষ্ঠার প্রবর্তক বলে মনে করেন। নেতা সাংগঠনিক কর্মে গোষ্ঠী তৎপরতার ও অংশগ্রহণকে প্রশ্রয় দেন না। সদস্যরা কোনোরূপ যুক্তিবোধ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে নেতার আদেশ পালন করে যান।
উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বিনা বাক্য ও যুক্তি ব্যয়ে একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্বে নেতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫১ বাংলাদেশে পঞ্চাশের উর্ধ্বে রাজনৈতিক দল আছে দলগুলো এখন বিভিন্ন ধারা ও জোটে বিভক্ত। এই দলগুলো দেশে তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা যাওয়ার চেষ্টা করে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়।
[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]

ক. একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্বের উদাহরণ দাও। ১
খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে কী ধরনের রাজনৈতিকব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়? নিরূপণ করো। ৩
ঘ. একদলীয় শাসনব্যবস্থা থেকে উক্ত ব্যবস্থা ভিন্ন— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্বের উদাহরণ হলো হিটলার এবং মুসোলিনী।

খ কোনো বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণকে ভীষণভাবে সম্মোহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলা হয়।
সম্মোহনী নেতৃত্বের ভূমিকা জনগণকে মুগ্ধ, আবেগাপ্লুত এবং অন্ধ অনুকরণে অনুপ্রাণিত করে। সম্মোহনী নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে এক যাদুকরী নেতৃত্ব। এ ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমে কোনো নেতা তার বক্তব্য, নিপুণতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের প্রবল যাদুকরী স্পর্শে জনগণকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ সৃজনশীল ৩৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫২ মি. 'ক' একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা। তিনি অতি সহজেই তার প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জীবিত করে। *[সরকারি বরিশাল কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. আমলাতন্ত্র কী? ১
খ. রাজনৈতিক দল বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' এর নেতৃত্বের ধরন পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' এর গুণাবলি ব্যতীত নেতৃত্বের আর কী কী গুণাবলি থাকতে পারে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্র হলো একদল অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, স্থায়ী ও পেশাজীবী কর্মচারীদের মাধ্যমে পরিচালিত বেসামরিক প্রশাসনব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

খ রাজনৈতিক দল হলো নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘ বিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।
আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ- করার মাধ্যমে দলের নীতি বাস্তবায়ন করে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়ন করে। রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ, পরিচালনা, নিজেদের নির্বাচনি কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সকল ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করা।

https://teachingbd24.com

গ পাঠ্যবইয়ের আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' এর নেতৃত্বের ধরন হলো সম্মোহনী নেতৃত্ব।

সম্মোহনী শব্দটির অর্থ হচ্ছে কোনো ব্যক্তির বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলি। আর এ বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলিই সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন নেতাকে সাধারণ জনগণের নিকট হতে পৃথক করে। এ ধরনের নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি অতি-প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। এ ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমে নেতা জনগণকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেন যে, জনগণ তার কথার বাইরে যেতে পারে না এবং নেতার জন্য জীবন দান করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা মি. 'ক' অতি সহজেই তার প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জীবিত করে। মি. 'ক' এর এধরনের ব্যক্তিত্ব সম্মোহনী নেতৃত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' এর নেতৃত্ব হলো সম্মোহনী নেতৃত্ব।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' এর গুণাবলি অর্থাৎ প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতা ছাড়াও নেতৃত্বের আরও বিভিন্ন গুণাবলি রয়েছে।

যে বিষয়েই হোক না কেন, নেতৃত্ব দিতে হলে তাকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন- তা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। নেতার দূরদৃষ্টি না থাকলে তিনি এমন নীতি অনুসরণ করবেন, যা টেনে আনবে দুঃখের প্রবাহ, হতাশা বা অন্ধকার। ন্যায়-নীতি নেতৃত্বের এক বিশেষ গুণ। ন্যায়-নীতি ছাড়া অনুসরণকারীদের উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয় না। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান না হলে অপরের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না।

সংযমও নেতার বিশেষ গুণ। সংযম ছাড়া শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয় না এবং দুঃখ ও বেদনায় সাহস সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতা ও সদাচরণ নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য গুণ। নেতার অভিজ্ঞতা এবং সে অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নেতার কর্মপ্রবাহকে গতিশীল করে তোলে। অভিজ্ঞতার অভাব নেতৃত্বকে ম্লান করতে পারে। কঠোরতা ও কোমলতা এ দুই গুণ নেতার থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে তিনি হবেন বজ্রের মত কঠোর এবং ফুলের মত কোমল। নেতা তার অনুসারী ও অন্যান্যের প্রতি হবেন নিরপেক্ষ। তার ন্যায়-নীতি হতে হবে প্রশ্নাতীত। আত্মসংযম নেতার বড় গুণ। আত্মসংযমের অভাবে নেতার নেতৃত্ব ম্লান হয়ে পড়ে। নেতা অসাধারণ সাহসী ব্যক্তি। কোন বাধা তার পথ রোধে সক্ষম নয়। এসকল গুণাবলি একজন ব্যক্তিকে আদর্শ নেতায় পরিণত করে।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণে যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই। সঠিক নেতৃত্ব জাতিকে তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। এজন্য একজন নেতাকে প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতা ছাড়াও উল্লিখিত গুণাবলির অধিকারী হতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫৩ বিভিন্ন রাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক অনুষ্ঠানে প্রার্থীরা নির্বাচনে জয়ী হলে তার সংগঠন জনগণের জন্য কি কাজ করবে তা জনগণের সামনে তুলে ধরে। জনগণ টেলিভিশনে তাদের বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখে রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে এবং ভোট দানের বিষয়ে মনোভাব গঠন করে।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ১১]

ক. জনমত কী? ১

খ. কেন একনায়কতন্ত্র জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য সরকার নয়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনৈতিক সংগঠনের কাজ কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত মাধ্যমটিই জনগণের মনোভাব গঠনের একমাত্র মাধ্যম নয়"— তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? সুচিন্তিত মতামত দাও। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ এবং সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ একনায়কতন্ত্র জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য সরকার নয় কেননা, এতে স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে।

একনায়কতন্ত্রে একজন শাসকের হাতে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রের সকল মন্ত্রী, আমলা ও জনগণকে এই শাসকের হুকুম মেনে চলতে হয়। একনায়কতন্ত্রে শাসকের আদেশই আইন বলে বিবেচিত হয়। এতে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। তাই রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। এসব কারণেই একনায়কতন্ত্র জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য সরকার নয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনৈতিক সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল।

রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একটি মৌলিক উপাদানে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দলের প্রথম ও প্রধান কাজ দলের আদর্শের ভিত্তিতে দলীয় নীতি নির্ধারণ এবং কর্মসূচি প্রণয়ন করা। দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য রাজনৈতিক দল নীতি নির্ধারণ করে এবং সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এ সকল নীতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন দান করে। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে। গণতন্ত্রে বিরোধী দল বিকল্প সরকারের ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দল সরকারের ভুলত্রুটি বা গণবিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সমন্বয়ে গঠিত রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল সরকারের নিকট জনগণের দাবি-দাওয়া তুলে ধরে। একটি রাজনৈতিক দল এসব মৌলিক কার্যাবলি ছাড়াও আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে টিভিতে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রার্থীরা নির্বাচনে জয়ী হলে কি কাজ করবে তা তুলে ধরে। জনগণ বিতর্ক দেখে রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে। যা রাজনৈতিক দলের জনমত গঠনের কাজকে নির্দেশ করে।

ঘ হ্যাঁ, "উদ্দীপকে উল্লিখিত মাধ্যমটিই জনগণের মনোভাব বা জনমত গঠনের একমাত্র মাধ্যম নয়"— বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি। রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ হলো জনমত গঠন করা। এর মাধ্যমেই রাজনৈতিক দল জনসমর্থন আদায় করে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপ্রাপ্ত দল জনমতকে বাস্তবে রূপায়িত করে। বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক দল জনগণের মনোভাব গঠন করে থাকে।

উদ্দীপকে জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল টেলিভিশনকে ব্যবহার করেছে। এছাড়াও আরও অনেক মাধ্যম রয়েছে। যেমন— রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে জনগণের মনোভাব গঠন করতে পারে। এতে করে তারা সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারে। রাজনৈতিক দল সংবাদপত্রের মাধ্যমে নানাবিধ সমস্যা জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারে এবং জনগণের মনোভাব গঠন করতে পারে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দল তাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি তুলে ধরতে পারে। এছাড়া রাজনৈতিক দল দলীয় পুস্তক-পত্রিকার মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করে জনমত গঠন করতে পারে। তাছাড়া রাজনৈতিক দল পোস্টার, দেওয়াল লিখন, জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রভৃতির মাধ্যমেও জনমত গঠন করতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, রাজনৈতিক বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহার করে জনমত গঠন করতে পারে। তাই বলা যায়, টেলিভিশনই জনগণের মনোভাব গঠনের একমাত্র মাধ্যম নয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৫৪ জার্মানির নাগরিক আইজেক বার্নার সম্প্রতি বাংলাদেশে বেড়াতে এসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের রাজনৈতিক আদর্শ দেখে মুগ্ধ হন। তিনি সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হন আবুল কাশেম নামের একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির সাথে কথা বলে। কেননা, আবুল কাশেম তার ব্যক্তিত্ব, কথা, আচরণের মাধ্যমে সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। বিশেষভাবে তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জীবিত করে। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আবুল কাশেমের মধ্যে কী ধরনের নেতৃত্বের প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতৃত্ব পরিবর্তনশীল সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হলো বিশেষ নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।

খ রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রয়েছে।

রাজনৈতিক দলের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো— জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন এবং জয়লাভ করে সরকার গঠন করা। রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে এবং দলীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে সচেষ্ট হয়। রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় গিয়ে দলের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে এবং নির্বাচনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

গ সৃজনশীল ৩৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ 'ক' নামক রাষ্ট্রের জনগণ কিছু জাতীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কতগুলো নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। সংগঠনটির প্রধান নেতা তথা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর। তবে উদার মানসিকতা, সহিষ্ণুতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অল্প সময়ে সংগঠন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সংগঠনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি কি ধরনের সংগঠন তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির নেতার মধ্যে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছে— তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন করো। যুক্তি দাও। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Leadership।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। এরা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থকে যথাযথভাবে আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। শিক্ষক সমিতি, বণিকসংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন, সুশীল সমাজ প্রভৃতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

গ সৃজনশীল ২০ এর 'গ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল ২০ এর 'ঘ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ জনাব আবদুর রহিম একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য যে সংগঠনটি মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ও দেশের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করে। অপরদিকে জনাব করিম আরেকটি সংগঠনের সদস্য। যার সদস্যরা নিজেদের স্বার্থ আদায়ে সচেষ্ট থাকে। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সম্মোহনী নেতৃত্ব কী? ১

খ. ভোটাধিকার কী? ২

গ. জনাব আবদুর রহিম ও জনাব আবদুল করিমের সংগঠনের পার্থক্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব আবদুর রহিমের সংগঠনটি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা পালন করে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোন বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণকে ভীষণভাবে সম্মোহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলে।

খ ভোটাধিকার হলো নাগরিকের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অধিকার। রাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছর) নাগরিক যেকোনো স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে ভোট প্রদানের অধিকার ভোগ করে। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকে। নির্বাচনে ভোট প্রদানের মাধ্যমে নাগরিকগণ পরোক্ষবাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

গ সৃজনশীল ১৭ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৭ রফিক ও শফিক দুজনই একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক। রফিক 'ক' নামের একটি সংগঠনের নেতা। তার সংগঠনটি জাতীয় সমস্যা নির্ধারণ করে তা সমাধানের জন্য সরকার গঠন করতে চায়। অন্যদিকে, শহীদ 'খ' নামের একটি সংগঠনের সাথে জড়িত। এ সংগঠনটি শ্রকিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করে, এবং দাবী পূরণে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। *[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ২]*

ক. জনমতের দুটি বাহনের নাম লিখ। ১

খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কি বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' কোন ধরনের সংগঠন? আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'ক' ও 'খ' নামের সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। ৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমতের দুটি বাহন হচ্ছে পরিবার ও প্রচার মাধ্যম।

খ কোনো বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণকে ভীষণভাবে সম্মোহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলা হয়।

সম্মোহনী নেতৃত্বের ভূমিকা জনগণকে মুগ্ধ, আবেগাপ্লুত এবং অন্ধ অনুকরণে অনুপ্রাণিত করে। সম্মোহনী নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে এক যাদুকরী নেতৃত্ব। এ ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমে কোনো নেতা তার বক্তব্য, নিপুণতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের প্রবল যাদুকরী স্পর্শে জনগণকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

ষষ্ঠ অধ্যায়: রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

★★ রাজনৈতিক দলের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

১. রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য কোনটি? [অনুধাবন]
ক) আদর্শ বাস্তবায়ন খ) কর্মসূচি ঘোষণা
গ) জাতীয় ঐক্য সাধন
ঘ) সরকার গঠন করা
উত্তর: ঘ

২. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোনটির ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? [অনুধাবন]
ক) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
খ) রাজনৈতিক দল
গ) উপদল ঘ) কুচক্রী দল
উত্তর: খ

৩. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে 'বিকল্প সরকার' বলা হয় কাকে? [জ্ঞান]
ক) সরকারি দলকে খ) সামরিক বাহিনীকে
গ) বিরোধী দলকে ঘ) সচিবালয়কে
উত্তর: গ

৪. কোন দেশে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই? [জ্ঞান]
ক) ভারত খ) আমেরিকা
গ) কেনিয়া ঘ) সৌদি আরব
উত্তর: ঘ

৫. 'রাজনৈতিক দল হচ্ছে কোনো নীতির সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিচালনায় প্রয়াসী হয়'– উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক) যোসেফ এম সুম্পিটারের
খ) এডমন্ড বার্কের
গ) অধ্যাপক ম্যাকাইভারের
ঘ) আর্নেস্ট বার্কারের
উত্তর: গ

৬. দ্বিদল ব্যবস্থার দেশ হলো— [প্রয়োগ]
ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ) বাংলাদেশ
গ) ভারত ঘ) পাকিস্তান
উত্তর: ক

৭. কোনটি ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল? [জ্ঞান]
ক) বাথ পার্টি
খ) ন্যাশনাল কংগ্রেস
গ) রিপাবলিকান পার্টি
ঘ) কনজারভেটিভ পার্টি
উত্তর: ঘ

৮. 'গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দল স্বাভাবিক ও অপরিহার্য'— কে বলেছেন? [জ্ঞান]
ক) A. R. Ball খ) MacIver
গ) W. B. Munro ঘ) Devourer
উত্তর: খ

৯. বাংলাদেশে কোন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? [জ্ঞান]
ক) একদলীয় ব্যবস্থা খ) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা
গ) বহুদলীয় ব্যবস্থা ঘ) নির্দলীয় ব্যবস্থা
উত্তর: গ

১০. বিশ্বে প্রধানত কয় ধরনের দলীয় ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়? [জ্ঞান]
ক) ২ ধরনের খ) ৩ ধরনের
গ) ৪ ধরনের ঘ) ৫ ধরনের
উত্তর: খ

১১. "রাজনৈতিক দল কোনো নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘ বিশেষ যা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠনের চেষ্টা করে"– উক্তিটি কার? /সি. বো. '১৫/
ক) জোসেফ সুম্পিটার
খ) এডমন্ড বার্ক
গ) অধ্যাপক ম্যাকাইভার
ঘ) আর্নেস্ট বার্কার
উত্তর: গ

১২. গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয় নিচের কোনটিকে? /ব. বো. '১৫/
ক) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
খ) আমলাতন্ত্র
গ) রাজনৈতিক দল ঘ) গণ-মাধ্যম
উত্তর: গ

১৩. কোন দেশের বিরোধী দলকে রাজা ও রানির বিরোধী দল বলা হয়? /সি. বো. '১৫/
ক) বাংলাদেশের খ) চীনের
গ) ইংল্যান্ডের ঘ) ইন্দোনেশিয়ার
উত্তর: গ

১৪. নিম্নের কোন রাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান? /চ. বো. '১৫/
ক) ফ্রান্স খ) ভারত
গ) ইউকে ঘ) ইতালি
উত্তর: গ

১৫. বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে কোন দেশটিতে? /য. বো. '১৫/
ক) যুক্তরাষ্ট্র খ) ভারত
গ) চীন ঘ) যুক্তরাজ্য
উত্তর: খ

১৬. নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে কোন সংগঠন? /সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, সাভার, ঢাকা/
ক) রাজনৈতিক দল খ) উপদল
গ) সামরিক বাহিনী ঘ) আমলাতন্ত্র
উত্তর: ক

১৭. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কয়টি রাজনৈতিক দল থাকে? /বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ, বগুড়া; রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী/
ক) একটি খ) দুইটি
গ) তিনটি ঘ) চারটি
উত্তর: ক

১৮. রাজনৈতিক শিক্ষা বলতে বোঝায়— /হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা/
ক) জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা
খ) দলসমূহের অভ্যন্তরীণ শিক্ষা
গ) নেতৃত্বের সচেতনতার শিক্ষা
ঘ) ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা
উত্তর: ক

১৯. জনগণের ভোটের মাধ্যমে গঠিত সরকারকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক) একনায়কতান্ত্রিক খ) পুঁজিবাদী
গ) গণতান্ত্রিক ঘ) রাজতান্ত্রিক
উত্তর: গ

২০. উগান্ডা কোন মহাদেশে অবস্থিত? [জ্ঞান]
ক) এশিয়া খ) আফ্রিকা
গ) ইউরোপ ঘ) আমেরিকা
উত্তর: খ

২১. রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য হলো— /ব. বো. '১৫; রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী/
i. ক্ষমতা লাভের চেষ্টা
ii. জনমত গঠন
iii. দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি তৈরি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
উত্তর: ক

২২. রাজনৈতিক দলকে আধুনিক গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয় কারণ— /দি. বো. '১৫/
i. জনগণ পছন্দ করে
ii. দাবি-দাওয়া উপস্থাপন করে
iii. ক্ষমতা দখল করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও iii
গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

teachingbd.com

২৩. জামাল একজন শ্রমিক নেতা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার লক্ষ্য না থাকলেও তার সংগঠন শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি দাওয়া আদায়ে সবসময় সচেষ্ট থাকে। জামাল যে ধরনের সংগঠনের নেতা— *[রা. বো. ১৫; হলিক্রস কলেজ, ঢাকা; সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর]*

i. রাজনৈতিক দল
ii. উপদল
iii. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

নিচের কোনটি সঠিক?

Ⓚ i Ⓚ ii
Ⓖ iii Ⓖ ii ও iii **গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ক রাষ্ট্রে অনেকদিন যাবৎ সামরিক শাসন বিদ্যমান রয়েছে। এক পর্যায়ে দেশটিতে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দেশের সুশীল সমাজ একত্রিত হয়ে একটি দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আলাপ-আলোচনা শেষে এক পর্যায়ে তারা একটি দল প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। *[বি এন কলেজ, ঢাকা]*

২৪. উদ্দীপকের নবগঠিত দলটির প্রধান উদ্দেশ্য কী?

ক শাসনভার গ্রহণ করা
খ অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন
গ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা
ঘ সরকারকে সহযোগিতা করা **ক**

২৫. উদ্দীপকের দলটির কর্মসূচির মধ্যে থাকছে—

i. সমস্যা নির্ণয় ও জনগণের নিকট উপস্থাপন
ii. রাজনৈতিক কর্মী সংগ্রহ
iii. দলীয় নীতি বা মতাদর্শ প্রচার করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি

২৬. জনগণকে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করার ক্ষেত্রে কোনটি প্রয়োজন? [অনুধাবন]

ক রাজনৈতিক শিক্ষা
খ প্রশাসনিক দক্ষতা
গ সরকারের সমালোচনা
ঘ সামাজিক ঐক্য **ক**

২৭. জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে কোনটি? [অনুধাবন]

ক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
খ রাজনৈতিক দল
গ সরকার ঘ জনগণ **খ**

২৮. রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান কাজ কী? *[চা. বো. ১৫]*

ক অন্য দলের বিরোধিতা করা
খ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন
গ শুধুই নিজের দলের প্রশংসা করা
ঘ দলীয় নেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা **খ**

২৯. নির্বাচনের পূর্বে কোনটি রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ? *[দি. বো. ১৫; সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর; সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর]*

ক সরকার গঠন
খ কর্মসূচি প্রণয়ন
গ প্রার্থী মনোনয়ন ও প্রচারণা
ঘ দল গঠন **গ**

৩০. নিচের কোনটির মাধ্যমে স্বার্থের একত্রীকরণ হয়ে থাকে? *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক উপদল খ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
গ রাজনৈতিক দল ঘ কু-চক্রী দল **গ**

৩১. রাজনৈতিক দলের প্রধানকে কী বলে? [অনুধাবন]

ক কর্মী খ নেতা
গ সংগঠক ঘ চেয়ারম্যান **খ**

৩২. নিচের কোনটি রাজনৈতিক দলের কাজ নয়? [অনুধাবন]

ক সরকার গঠন খ জনমত গঠন
গ গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার
ঘ প্রার্থী মনোনয়ন **গ**

৩৩. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্যে কোন পন্থা অবলম্বন করে? [অনুধাবন]

ক বিপ্লব
খ জনসমর্থন আদায়
গ সামরিক অভ্যুত্থান
ঘ বিদেশি হস্তক্ষেপ **খ**

৩৪. বর্তমানে গণতন্ত্র বলতে বোঝায়— [অনুধাবন]

i. সংসদীয় গণতন্ত্র
ii. রক্ষণশীল গণতন্ত্র
iii. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩৫. রাজনৈতিক দলের কাজ হচ্ছে— [অনুধাবন]

i. জনগণকে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করা
ii. তাদের আদর্শ ও কর্মসূচি জনগণের মাঝে প্রচার করা
iii. জনগণকে প্রত্যক্ষ ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়া এবং ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জাতীয় নির্বাচনে করিম তার দলের পক্ষে কাজ করে। দলটি অন্য দলটির চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। *[য. বো. ১৫]*

৩৬. উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে কী ধরনের দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান?

ক একদলীয় খ বহুদলীয়
গ দ্বি-দলীয় ঘ নির্দলীয় **গ**

৩৭. উদ্দীপকের করিম কী ধরনের দলের সদস্য?

ক চাপসৃষ্টিকারী দল খ সাংস্কৃতিক দল
গ আঞ্চলিক দল ঘ রাজনৈতিক দল **ঘ**

★ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

৩৮. 'স্বার্থ একত্রীকরণকারী' বলা হয় কাকে? [জ্ঞান]

ক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে
খ রাজনৈতিক দলকে
গ জনগণকে
ঘ শিক্ষক সমাজকে **খ**

৩৯. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে 'Interest Group' বলে আখ্যায়িত করেছেন কে? [জ্ঞান]

ক এস. ই. ফাইনার খ এইচ. জিগলার
গ মাইরন ওয়েনার ঘ এইচ. ও. ডানেল **খ**

৪০. ক্ষমতায় না গিয়েও নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে— *[য. বো. ১৫]*

ক রাজনৈতিক দল খ উপদল
গ আমলাতন্ত্র ঘ স্বার্থগোষ্ঠী **ঘ**

৪১. Miller চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে কী হিসেবে অভিহিত করেছেন? *[নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]*

ক Organised Group খ Pressure Group
গ Interest Group ঘ Influence Group **ক**

Teachingbd.com

৪২. 'নির্দিষ্ট স্বার্থের বন্ধনে সংযুক্ত এবং এই সংযোগ সম্পর্কে সজাগ ব্যক্তি সমষ্টিকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলে'— এটি কার উক্তি? [জ্ঞান]
ক) গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড ও পাওয়েল
খ) ম্যাকাইভার ও পেজ
গ) এইচ জিগলার ঘ) সামনার **ক**

৪৩. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য— [চ. বো. '১৬; ঢা. বো. '১৫; আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
i. জাতীয় কল্যাণ সাধন
ii. সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা
iii. কর্মীদের পক্ষে কাজ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

★ সুশাসন ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

৪৪. সংসদে বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]
ক) সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা
খ) স্পিকারের কথা শুনা
গ) নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করা
ঘ) বিতর্কে জড়িয়ে পড়া **ক**

৪৫. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুসংহত হয় কীভাবে? [অনুধাবন]
ক) সরকারের সাফল্য দ্বারা
খ) বিরোধী দলের ভূমিকা দ্বারা
গ) জনগণের ভূমিকার দ্বারা
ঘ) রাজনৈতিক দলের ইতিবাচক ভূমিকা দ্বারা **গ**

৪৬. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অপর নাম কী? [জ্ঞান]
ক) সতর্কগোষ্ঠী খ) সমতা রক্ষা গোষ্ঠী
গ) স্বার্থগোষ্ঠী ঘ) অধিকার রক্ষা গোষ্ঠী **গ**

৪৭. সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের দায়বদ্ধতা নিচের কোনটির? [জ্ঞান]
ক) নিয়ন্ত্রণের খ) প্রশিক্ষণের
গ) সুশাসনের ঘ) উন্নয়নের **গ**

৪৮. সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে নিচের কোনটি? [জ্ঞান]
ক) পুলিশ প্রশাসন খ) পৌরসভা
গ) বিরোধী দল ঘ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী **ঘ**

৪৯. সুশাসন নিশ্চিত করার দায়িত্ব— [অনুধাবন]
i. সরকারের
ii. জনগণের iii. বিচারপতিদের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

★ নেতৃত্বের ধারণা

৫০. সুযোগ্য নেতার জন্য কোনটি অপরিহার্য? [অনুধাবন]
ক) জনগণের আনুগত্য
খ) সীমাহীন ক্ষমতা
গ) উচ্চশিক্ষা ঘ) আকর্ষণীয় চেহারা **ক**

৫১. কোনো নেতার নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? [অনুধাবন]
ক) নেতার ক্ষমতা খ) নেতার দাপট
গ) নেতার গুণাবলি
ঘ) নেতার হঠকারী সিদ্ধান্ত **গ**

৫২. নেতৃত্ব ব্যক্তির কোন ধরনের গুণ? [জ্ঞান]
ক) রাজনৈতিক খ) ধর্মীয়
গ) সামাজিক ঘ) মানবীয় **গ**

৫৩. মীম-এর বাবা একজন এফ আর সি এস ডিগ্রিধারী চিকিৎসক। মীমের বাবার মধ্যে রয়েছে— [প্রয়োগ]
ক) বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব
খ) রাজনৈতিক নেতৃত্ব
গ) সম্মোহনী নেতৃত্ব
ঘ) একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্ব **ক**

৫৪. নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? [জ্ঞান]
ক) Friendship খ) Leader
গ) Leadership ঘ) Friend **গ**

৫৫. নেতৃত্ব কোন ধরনের গুণ? [সি. বো. '১৬; কু. বো. '১৬; চ. বো. '১৬; রা. বো.; চ. বো. '১৫]
ক) সামাজিক খ) রাজনৈতিক
গ) নৈতিক ঘ) ধর্মীয় **ক**

৫৬. Lead শব্দের অর্থ কী? [কু. বো. '১৫]
ক) পরিচালনা করা খ) উদ্বুদ্ধ করা
গ) নির্দেশ করা ঘ) অনুপ্রাণিত করা **ক**

৫৭. নেতৃত্ব বলতে বোঝায়— [রা. বো. '১৫; কু. বো. '১৫]
ক) নেতার আদর্শ খ) নেতার ক্ষমতা
গ) নেতার প্রভাব ঘ) নেতার গুণাবলি **ঘ**

৫৮. একজন রাজনৈতিক নেতার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যান্য কর্মীবৃন্দকে পরিচালিত, প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার কৌশলকে বলা হয়? [দি. বো. '১৫]
ক) কর্তৃত্ব খ) ব্যবস্থাপনা
গ) নেতৃত্ব ঘ) সুশাসন **গ**

৫৯. নেতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে— [অনুধাবন]
ক) Lead খ) Leader
গ) Leadership ঘ) Leading **খ**

৬০. নেতৃত্ব কোন ধরনের গুণ? [জ্ঞান]
ক) সামাজিক খ) অর্থনৈতিক
গ) ধর্মীয় ঘ) শিক্ষাগত **ক**

৬১. কার নেতৃত্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হয়েছে? [জ্ঞান]
ক) লেনিন খ) কলম্বাস
গ) জর্জ ওয়াশিংটন ঘ) ভাস্কো-দা-গামা **গ**

৬২. নেতৃত্ব হলো এক ধরনের অসাধারণ গুণ বা ক্ষমতা যা অন্যকে—
i. প্রভাবিত করে
ii. প্রতিফলিত করে iii. অনুপ্রাণিত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii **গ**

৬৩. নেতৃত্ব হলো অসাধারণ ক্ষমতা যা অন্যকে— [সি. বো. '১৫]
i. প্রভাবিত করে
ii. উদ্যমী করে iii. অনুপ্রাণিত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

৬৪. সৎ ও সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে— [সি. বো. '১৫]
i. উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়
ii. স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়
iii. বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

৬৫. নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি হিসেবে সমর্থনযোগ্য— [নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]
i. দীর্ঘ দেহ
ii. উত্তম ব্যবহার iii. স্বার্থহীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **গ**

Teachingbd.com

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
পালপাড়া গ্রামের জোনাকী ও উদয়ন সংঘের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। উদয়ন সংঘের সদস্যদের মারমুখী আচরণে অপর সংঘের সদস্যরা অতীষ্ট। কিন্তু জোনাকী সংঘের শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তাদের নেতার নির্দেশে পাল্টা আক্রমণ থেকে বিরত থাকে। *[চ. বো. '১৫]*

৬৬. জোনাকী সংঘের নেতার মধ্যে নেতৃত্বের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক) নিরপেক্ষতা খ) অভিজ্ঞতা
গ) আত্মসংযম ঘ) ব্যক্তিত্ব **গ**

★★ নেতৃত্বের প্রকারভেদ

৬৭. নেতৃত্ব প্রধানত কত প্রকার? *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর; সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]*
ক) ২ প্রকার খ) ৩ প্রকার
গ) ৪ প্রকার ঘ) ৫ প্রকার **গ**

৬৮. সম্মোহনী নেতৃত্বের গুণাবলি হিসেবে কোনটি যৌক্তিক? [অনুধাবন]
ক) কর্মতৎপরতা খ) কঠোর পরিশ্রম
গ) বাগ্মিতা ঘ) শিক্ষা **গ**

৬৯. নেতার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা যায় কোন ধরনের নেতৃত্বে? [অনুধাবন]
ক) বিশেষজ্ঞ সুলভ নেতৃত্বে
খ) রাজনৈতিক নেতৃত্বে
গ) সম্মোহনী নেতৃত্বে
ঘ) গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে **ঘ**

৭০. নেতৃত্বের কৌশলের উপাদান কয়টি? [জ্ঞান]
ক) এক খ) দুই
গ) তিন ঘ) চার **গ**

৭১. নেতার কর্মদক্ষতা নির্ভর করে কীসের ওপর? *[কু. বো. '১৫]*
ক) দূরদর্শিতা খ) শিক্ষা
গ) সুস্থতা ঘ) নিরপেক্ষতা **ক**

৭২. জনগণ অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করে কোন ধরনের নেতৃত্বে? *[ব. বো. '১৫]*
ক) সম্মোহনী খ) গণতান্ত্রিক
গ) সনাতন ঘ) রাজনৈতিক **ক**

৭৩. কোনো নেতার বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণ ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হলে, উক্ত নেতৃত্বকে বলে— *[য. বো. '১৫]*
ক) সম্মোহনী খ) সর্বাত্মকবাদী
গ) গণতান্ত্রিক ঘ) একনায়কতান্ত্রিক **ক**

৭৪. নিশার বাবা একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তার মধ্যে কোন ধরনের নেতৃত্ব গুণ রয়েছে? *[রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ, রাজশাহী]*
ক) বিশেষজ্ঞ সুলভ খ) সম্মোহনী
গ) রাজনৈতিক ঘ) ঐতিহাসিক **ক**

৭৫. বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, একজন নেতাকে কয়টি গুণের অধিকারী হতে হবে? [জ্ঞান]
ক) দুইটি খ) তিনটি
গ) চারটি ঘ) পাঁচটি **খ**

৭৬. সম্মোহনী নেতৃত্বের অপর নাম হলো— *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা; মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
i. সুনেতৃত্ব
ii. যাদুকরী নেতৃত্ব
iii. দাপটের নেতৃত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৭ ও ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. সুমন তার এলাকার জনগণের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। এসব সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি মানুষকে সংগঠিত করেন। মানুষ তার ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। তার নির্দেশনা জনগণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। *[চ. বো. '১৫]*

৭৭. মি. সুমনের মধ্যে কোন ধরনের নেতৃত্বের প্রকাশ ঘটে?
ক) রাজনৈতিক খ) সম্মোহনী
গ) বিশেষজ্ঞ সুলভ ঘ) প্রশাসনিক **খ**

৭৮. এ ধরনের নেতৃত্ব দেখা যায়—
ক) চরম সংকটকালে খ) সংস্কারের সময়ে
গ) উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হলে
ঘ) রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার সময়ে **ক**

★ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা

৭৯. নেতৃত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি কোথায়? [অনুধাবন]
ক) রাষ্ট্রে খ) সমাজে
গ) পরিবারে ঘ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে **ক**

৮০. নেতৃত্বের বৈধতা থাকলে কী প্রতিষ্ঠা সহজ হয়? [জ্ঞান]
ক) সুশাসন
খ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
গ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন
ঘ) সামাজিক ন্যায়বিচার **ক**

৮১. নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কোনটি বিদ্যমান থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হয়? [অনুধাবন]
ক) নেতৃত্বের বৈধতা
খ) নেতৃত্বের সংযমতা
গ) দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব
ঘ) দুর্বল নেতৃত্ব **ক**

৮২. নেতার চরিত্রে সততা ও দৃঢ়তা প্রয়োজন। এর ফলে জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়— [অনুধাবন]
i. শৃঙ্খলাবোধ
ii. আনুগত্য
iii. শ্রদ্ধা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জামিল সাহেব একটি সংগঠনের নেতা। এটি জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সম্প্রতি তিনি পুরনো ধ্যান-ধারণা থেকে বের হওয়ার লক্ষ্যে সংগঠনের সদস্য ও তার অনুসারীদের নিয়ে একটি গ্রুপ গঠন করেন। *[চ. বো. '১৫]*

৮৩. জামিল সাহেব ও তার অনুসারীরা গঠন করেছেন—
ক) রাজনৈতিক দল
খ) উপদল
গ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
ঘ) সমিতি **খ**

৮৪. সংখ্যার ভিত্তিতে দল ব্যবস্থাকে প্রধানত কয় শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়?
ক) এক খ) দুই
গ) তিন ঘ) চার **গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৫ ও ৮৬ পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' রাষ্ট্রে একনায়ক সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল। সেখানে নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাবার জন্য রাজনৈতিক দলের অধীনে সংগঠিত হয় এবং সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। তাদের আন্দোলনের প্রতি বিশ্ববাসী সহমর্মিতা প্রকাশ করে। *[চ. বো. '১৫]*

৮৫. 'ক' রাষ্ট্রে নাগরিকের মধ্যে যে বিষয়টি গড়ে উঠেছিল, তা হলো—
ক) রাজনৈতিক সংগঠন
খ) জনমত
গ) রাজনৈতিক সংস্কৃতি
ঘ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী **খ**

৮৬. আলোচ্য উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো হলো—
i. সুস্পষ্ট অভিমত
ii. প্রভাবশালী মত
iii. শ্রেণিগত মত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

http://teachingbd.com

অধ্যায়-৭: সরকার কাঠামো ও সরকারের অঙ্গসমূহ

প্রশ্ন ▶ ১

[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ I প্রশ্ন নং ৮]

ক. সরকারের বিভাগ কয়টি? ১

খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের "?" চিহ্নিত স্থানটি সরকারের কোন বিভাগকে নির্দেশ করে? উক্ত বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় বর্ণনা কর। ৩

ঘ. নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় উক্ত বিভাগের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের বিভাগ তিনটি। যথা- আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ।

খ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত সরকারের অঙ্গটি হলো বিচার বিভাগ।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে ও নিরপরাধকে মুক্তি দেয় এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে, তাকে বিচার বিভাগ (Judiciary) বলে। যেকোনো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়সমূহ নিম্নরূপ:

প্রথমত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ, সৎ, সাহসী এবং দলীয় রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন ব্যক্তিদেরকে বিচারপতি পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতিই উত্তম। এক্ষেত্রে বিচারকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত একটি স্থায়ী কমিটির সুপারিশক্রমে শাসন বিভাগের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ করা জরুরি।

তৃতীয়ত, বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধান করা প্রয়োজন। কেননা, কার্যকালের স্থায়িত্ব নিশ্চিত থাকলে বিচারকরা নির্ভয়ে ও সততার সাথে বিচারকাজ সম্পাদন করতে পারেন।

চতুর্থত, বিচারকদের জন্য আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। ফলে তারা সৎ ও নির্লোভ থাকবে এবং হীনমন্যতায় ভুগবেন না।

পঞ্চমত, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সময়মত বিচারকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

ষষ্ঠত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকা অত্যাবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীন বিচার বিভাগ আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তি অধিকার সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

ঘ নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম।

মৌলিক অধিকার বলতে বোঝায় নাগরিকের জীবন বিকাশের জন্য অপরিহার্য শর্তাবলি, যা রাষ্ট্রের সংবিধানে স্বীকৃত। আর নাগরিক স্বাধীনতা বলতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা, যোগ্যতানুযায়ী কাজ করা, বাক স্বাধীনতা ইত্যাদিকে বোঝায়। সরকার বা অন্য কারো মাধ্যমে নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে নাগরিকরা বিচার বিভাগের স্মরণাপন্ন হয়ে এর প্রতিকার চাইতে পারে। বিচার বিভাগ তার ক্ষমতা বলে নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসনের পথকে সুগম করে। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচার বিভাগ সংবিধানের প্রাধান্য ও জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে থাকে।

আবার, আইন ও শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারী শাসনের ফলে নাগরিকের অধিকার খর্ব হলে বিচার বিভাগ নাগরিকের আবেদনক্রমে বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসে। সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহে কেউ হস্তক্ষেপ করলে বিচার বিভাগ তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য বিচার বিভাগ নানা ধরনের বিচার বিভাগীয় আদেশ ও নির্দেশ দিতে পারে। যেমন— রিট অব এক্সিকিউসন, রিট অব কো-ওয়ারেন্টো, রিট অব হেবিয়াস কর্পাস, রিট অব প্রহিবিসন ইত্যাদি। বিচার বিভাগের শক্তিশালী ভূমিকা ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব সর্বাধিক।

প্রশ্ন ▶ ২ বিলাশ একটি বই পড়ে জানতে পারল বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরনের সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। ক্ষমতা বন্টনের নীতি অনুসারে এই দুই দেশের সরকার পরিচালনা পদ্ধতি ভিন্ন। বাংলাদেশে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান ভিন্ন ব্যক্তি এবং আইন বিভাগ শক্তিশালী। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে একই ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান এবং রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাশালী। *[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ I প্রশ্ন নং ৯]*

ক. একনায়কতন্ত্র কী? ১

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারগুলো একই পদ্ধতির সরকারের ভিন্নরূপ— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি সরকারের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একনায়কতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকারব্যবস্থা যেখানে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, গোষ্ঠী বা দল সব রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে এবং সব নাগরিকের কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করে।

Teachingbd24.com

খ কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামোতে একাধিক রাষ্ট্র বা প্রদেশ মিলে সরকার গঠন করা হয়। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ বিষয়সমূহ এবং অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতির উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারগুলো অর্থাৎ, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা হলো গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার দুটি ভিন্নরূপ।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সাধারণত জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি একই সাথে সরকারপ্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধান। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারপ্রধান এবং এখানে একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। আর সংসদ সদস্যদের ভোটে একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং তিনি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী রাজনৈতিক দলের একজন সাংসদকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় শাসক তার কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকেন। আর মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারব্যবস্থায় শাসনকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের কাজের জন্য জাতীয় সংসদের কাজে দায়ী থাকেন। তাই বলা যায়, রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার দুটি ভিন্নরূপ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিলাশ একটি বই পড়ে জানতে পারল বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরনের সরকারব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ক্ষমতার বণ্টনের নীতি অনুসারে এই দুই দেশের সরকার পরিচালনা পদ্ধতি ভিন্ন। অর্থাৎ, বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ শাসিত এবং যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রের পরিচালক এবং সব ক্ষমতার অধিকারী। আর সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাছে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থাকে। বাংলাদেশের শাসন বিভাগ রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত সরকারব্যবস্থা হলো গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার দুটি ভিন্নরূপ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিশাসিত এবং বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতির। তাই এ দুই সরকারব্যবস্থার মধ্যে বহুবিধ বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন-সংক্রান্ত সব ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ নিজেদের যাবতীয় কাজ ও নীতিনির্ধারণের জন্য আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকার বলে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রপতি সাধারণত কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে না বরং তার দায়বদ্ধতা জনগণের কাছে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ হলো সব ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থায় অর্থাৎ, সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। আর যুক্তরাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা অর্থাৎ, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আবার, বাংলাদেশের সরকার তার যাবতীয় কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারব্যবস্থা স্থায়ীভাবে গঠিত নয় বরং যেকোনো সময় পরিবর্তিত হয়। এ সরকারব্যবস্থায় আইনসভাকে না জানিয়ে দেশের চরম সংকটকালে কিংবা জরুরি অবস্থা চলা কালেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এ ধরনের সরকারের বিভাগগুলো একত্রিত থাকে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সরকারব্যবস্থা। এ সরকারব্যবস্থায় দেশের চরম সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এছাড়া এ সরকারের বিভাগগুলো পৃথক থাকে। উপরের আলোচনায় সংসদীয় সরকারব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যকার বৈসাদৃশ্যগুলো ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶৩ 'ক' রাষ্ট্রে সরকার প্রধানসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে হয়। অন্যদিকে, 'খ' রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ফলে শাসন বিভাগকে তার কাজের জন্য আইন বিভাগের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮ ║ প্রশ্ন নং ৫; নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ ║ প্রশ্ন নং- ১১]*

ক. এককেন্দ্রিক সরকার কী? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রে কী ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা 'খ' রাষ্ট্রের চেয়ে উত্তম— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সংবিধানের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হলে তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের (আইন ও শাসন বিভাগ) হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের সত্যিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ।

গ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদশাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে। এ সরকারব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক অর্থাৎ, আলঙ্কারিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা থাকে সরকার প্রধান অর্থাৎ, প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য সব কাজ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ীই করেন। জাতীয় নির্বাচনে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। সে দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দপ্তর বণ্টন করেন। এ মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসনক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা তথা সরকার পদত্যাগ করবে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করেন। শাসন বিভাগ এভাবে আইনসভার কাছে দায়ী থাকে বলে এই সরকারকে দায়িত্বশীল সরকারও (Responsible Government) বলা হয়।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে দেখা যায়, সরকারপ্রধানসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এ বৈশিষ্ট্যটি মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। আইন পরিষদের প্রাধান্য মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের আস্থাভাজন থেকেই শাসনকার্য পরিচালনা করে। অতএব বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

https://teachingbd24.com

ঘ 'ক' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা 'খ' রাষ্ট্রের চেয়ে উত্তম— কথাটি যথার্থ।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে সংসদীয় এবং 'খ' রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান। আর মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। এখানে সরকারপ্রধান থাকেন প্রধানমন্ত্রী। যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বলে। আর যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বলে।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনায় বেশি দায়িত্বশীল। সংসদীয় সরকারে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যরা মন্ত্রিসভা গঠন করেন বলে আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা খুবই কম। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য না হওয়ায় আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত হয় বলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনায় উৎকৃষ্ট আইন ও উন্নত ধরনের শাসন সম্ভব হয়। আবার, সংসদীয় সরকারের মন্ত্রিসভা আইনসভার কাছে দায়ী থাকে বলে মন্ত্রীরা স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না। কিন্তু, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে বলে মন্ত্রিদের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়াও, সংসদীয় সরকার সাধারণত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনায় অধিক গণমুখী হতে পারে। কেননা, সংসদীয় সরকারকে বলা হয় জনগণের শাসনব্যবস্থা।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সংসদীয় সরকার তুলনামূলক রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের চেয়ে অধিক জনঘনিষ্ঠ। তাই বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা 'খ' রাষ্ট্রের চেয়ে উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ৪

'ক' রাষ্ট্র	'খ' রাষ্ট্র
↓	↓
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বিদ্যমান	একটি কেন্দ্র থেকে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়
↓	↓
প্রত্যেক প্রদেশ স্বায়ত্তশাসিত	স্থানীয় শাসন বিদ্যমান
↓	↓
দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র কেন্দ্রের কাজ	স্থানীয় শাসকরা কেন্দ্রের কাছে দায়বন্ধ
↓	↓
সাংবিধানিকভাবে দায়িত্ব বণ্টন	সমগ্র দেশে একই নীতি

[চা. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৩]

ক. আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি লেখ। ১

খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ কীভাবে নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করে? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার স্বরূপ তোমার পাঠ্যবই এর আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা উত্তম? যুক্তি দেখাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেন, 'গণতন্ত্র হলো জনগণের কল্যাণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা।'

খ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করে নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করে।

সরকারের সব ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে থাকলে তিনি স্বেচ্ছাচারী শাসকে পরিণত হতে পারেন। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিভিন্ন বিভাগের ওপর ন্যস্ত হয়। এতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কর্তৃত্বের নির্দিষ্ট সীমানা থাকে। তাই ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ কমে যায়। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন। আর ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের মাধ্যমেই কেবল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। এভাবেই ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে।

গ 'ক' রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামোতে একাধিক রাষ্ট্র বা প্রদেশ মিলে সরকার গঠিত হয়। এতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কিছু অংশ সাংবিধানিকভাবেই প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের কাছে এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে। 'ক' রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো এ ধরনের সরকারেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

উদ্দীপকের ছকে 'ক' রাষ্ট্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রের হাতে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতা এবং সাংবিধানিকভাবে দায়িত্ব বণ্টন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, এখানে দ্বৈত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। যথা: কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ কেন্দ্রীয় সরকারই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ সরকারের সব দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে বণ্টন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জার্মানি, রাশিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। সুতরাং 'ক' রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায় সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ ছকে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য বিচারে 'ক' রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং 'খ' রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। এ দুটি সরকার কাঠামোর মধ্যে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশি উত্তম বলে মনে করা হয়।

এককেন্দ্রিক সরকার বলতে এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে শাসনক্ষমতা একক ও অখণ্ড থেকে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শাসনকাজের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু ক্ষমতা ও দায়িত্ব স্থানীয় ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের কাছে অর্পণ করে। তবে স্থানীয় শাসকরা সম্পূর্ণভাবে তাদের কাজের জন্য কেন্দ্রের কাছে দায়বন্ধ থাকে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে দেওয়া হয় এবং উভয়ই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকে।

উল্লিখিত দুটি সরকারব্যবস্থার মধ্যে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। কারণ, এটি অভিন্ন আইনের মাধ্যমে অখণ্ড নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বলে শাসনকাজে দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুটি সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় এবং তারা পৃথক নীতিতে পরিচালিত হয় বলে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে থাকে। এককেন্দ্রিক সরকারে সাধারণত জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়ে থাকে। অন্যদিকে, ক্ষমতার বিভাজন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে দুর্বল করে তোলে, যা জাতীয় ঐক্য ও অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আবার এককেন্দ্রিক সরকার কেন্দ্রের একক সিদ্ধান্তে পরিচালিত হয়। ফলে দ্রুত, সময়োপযোগী এবং বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যকর করা সম্ভব হয়। এ ব্যবস্থায় সরকারি ব্যয় কম হয় এবং এটি সাংগঠনিক দিক দিয়ে সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে।

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

একটি দেশের সুষম উন্নয়নে এ সরকারব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যয়বহুল, এখানে সাংগঠনিক জটিলতা রয়েছে। কেন্দ্র ও প্রদেশে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় বলে যেকোনো ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। সর্বোপরি এটি জরুরি অবস্থার জন্য সহায়ক নয়।

উপরের আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা বেশি উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ৫

ক বিভাগ	খ বিভাগ
↓ নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত	↓ একজন রাষ্ট্রপ্রধান ও একজন সরকারপ্রধান
↓ আইন প্রণয়ন মূল কাজ	↓ আইনের প্রয়োগ মূল কাজ
↓ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ	↓ জনগণের আস্থা অর্জন
↓ জনগণের কাছে দায়বদ্ধ	↓ সরকার প্রধান আইন বিভাগের কাছে দায়ী

[চি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১]

ক. তথ্য অধিকার কাকে বলে? ১

খ. পৌরনীতিকে কেন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়? ২

গ. 'ক' বিভাগ দ্বারা সরকারের কোন বিভাগকে বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাগ দুটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন? তোমার মতামত উপস্থাপন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের বিধানাবলি মানা সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে তথ্য অধিকার বলে।

খ নাগরিক ও নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু। এসব কারণে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

গ উদ্দীপকের 'ক' বিভাগ দিয়ে সরকারের আইন বিভাগকে বোঝানো হয়েছে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ একটি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের এ বিভাগটি আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে। এটি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সরকারের কাছে উপস্থাপন করে। কারণ এ বিভাগের জনপ্রতিনিধিরা জনগণেরই প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। উদ্দীপকে উপস্থাপিত ছকের 'ক' অংশে এ বিষয়গুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

'ক' বিভাগে দেখা যায়, এটি নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত। এর প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন এবং শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা। এ বিভাগটি তার সব কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। বাংলাদেশের আইন বিভাগ আইনসভা বা জাতীয় সংসদ নামে অভিহিত। সার্বজনীন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০০ জন জনপ্রতিনিধি এবং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত ৫০জন নারী সদস্য নিয়ে এটি গঠিত। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। এর প্রধান কাজ হচ্ছে দেশের শাসন ও বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন করা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ছকের 'ক' বিভাগটি সরকারের আইন বিভাগকেই নির্দেশ করছে।

ঘ হ্যাঁ, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাগ দুটির (আইন ও শাসন) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

সরকারের মূল কাজ পরিচালনার জন্য তিনটি অঙ্গ বা বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে দুটি হলো আইন ও শাসন বিভাগ। এ বিভাগ দুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। এছাড়া শাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে আইনসভার সদস্যরাই নিয়োজিত থাকেন। তাই সংসদীয় সরকারের আইন ও শাসন বিভাগ পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার, শাসন বিভাগ বর্তমানকালে বিভিন্ন কারণে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে। তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন বিভাগের কাছে শাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। আইনসভায় প্রশ্ন উত্থাপন, নিন্দা প্রস্তাব, মুলতুবি প্রস্তাব, সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব, আইনসভার কমিটিগুলোর কর্মতৎপরতা প্রভৃতির মাধ্যমে আইনসভার কাছে শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় যা রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করে।

পরিশেষে বলা যায়, শাসন বিভাগের কাজের ওপর সুষ্ঠুভাবে সরকার তথা রাষ্ট্র পরিচালনা নির্ভর করে। তাই এ বিভাগের কাজের ওপর যথাযথ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। আইন বিভাগ শাসন বিভাগের ওপর নজরদারির মাধ্যমে তাদের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এর মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬ নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও—

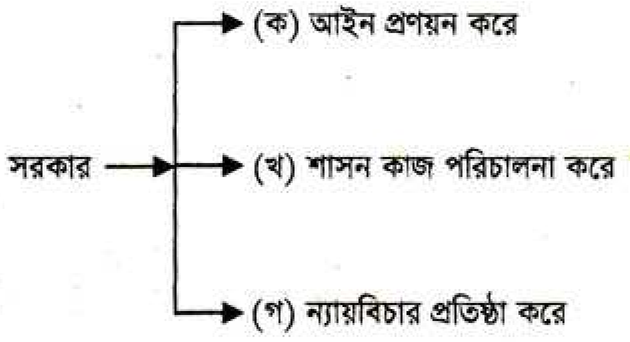

[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]

ক. সরকার রাষ্ট্রের কী? ১

খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উপরের ছকের 'ক' অংশটি রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন ধরনের ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কোন বিভাগ দায়ী? উক্ত বিভাগের কর্মকাণ্ডই রাষ্ট্রের উন্নয়ন ঘটাতে পারে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান।

খ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

Teachingbd24.com

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো একটি বিশেষ বিভাগের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া ঠেকানো এবং ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্র ও অদক্ষতা পরিহার করা।

গ উপরের ছকের 'ক' অংশটি অর্থাৎ, আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে রাষ্ট্র পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমুন্নত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইন কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে থাকে। আইনসভা শাসন পরিচালনার নীতি নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ছাড়া কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আইনসভা কিছু কিছু বিচারসংক্রান্ত কাজও করে থাকে। যেমন: অসদাচরণের অভিযোগে এটি যেকোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ, মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। আইনসভা সাধারণত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বিতর্ক ও আলোচনা, নিন্দা প্রস্তাব ও মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাচন সংক্রান্ত জনমত গঠনেও এ বিভাগের অবদান রয়েছে।
ছকের 'ক' অংশে সরকারের একটি বিভাগের আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। এখানে মূলত সরকারের আইন বিভাগের কথাই বলা হয়েছে। কেননা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের কাজটি আইন বিভাগই করে থাকে। তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায় আইন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগ দায়ী থাকে। এ বিভাগের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহায়তা করে।
সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে ও নিরপরাধকে মুক্তি দেয় এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে, তাকেই বিচার বিভাগ (Judiciary) বলে।
একটি ন্যায়বিচারমূলক ও কল্যাণকামী সমাজ তথা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য নিশ্চিত করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। আর এটি প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে বিচার বিভাগ। একটি দেশের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ণয়ের জন্য বিচার বিভাগের দক্ষতা অন্যতম প্রধান মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। সমাজজীবনে সম্ভাব্য সব প্রকার অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-নির্যাতন, দুর্নীতি-অনিয়ম প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রধান রক্ষাকবচ হলো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে সমুন্নত রেখে স্থিতিশীল শাসন কায়েম এবং জনজীবনের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। সংবিধান সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রেও বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠা করে বিচার বিভাগ। তাছাড়া আইন ও শাসন বিভাগের স্বৈরাচারী মনোভাব রোধেও এর ভূমিকা অপরিসীম। আর বিচার বিভাগের এ সব কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।
পরিশেষে বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। বিচার বিভাগ তার কার্যাবলি যথাযথভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ ও অগ্রগতিতে অবদান রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৭

গণতান্ত্রিক সরকার

ক রাষ্ট্র	খ রাষ্ট্র
রাষ্ট্রপ্রধান নামসর্বস্ব	রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক
প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান	রাষ্ট্রপতি সরকারপ্রধান
মন্ত্রিসভার সদস্য	মন্ত্রিসভার সব সদস্য
আইনসভার কাছে দায়ী	রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী

[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]

ক. আধুনিক ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা কে? ১
খ. সংসদীয় সরকার বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'খ' রাষ্ট্রের সরকারের সাথে বাংলাদেশের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আধুনিক ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু।

খ যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ অর্থাৎ, আইনসভার কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে।
সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। বিজয়ী দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যে সবার আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। এ মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসনক্ষমতায় থাকবে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তথা শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করে। এ কারণে সংসদীয় সরকারকে দায়িত্বশীল সরকারও বলা হয়।

গ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।
যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে। জাতীয় নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। বিজয়ী দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দপ্তর বণ্টন করেন। এ সরকারব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তার পদটি আলঙ্কারিক। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভা ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। উদ্দীপকেও এ ধরনের সরকারব্যবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে। পার্লামেন্ট বা আইনসভার মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ দেওয়া হয় এবং সরকার আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে বলে একে পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় সরকার বলা হয়। এই সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই সরকারপ্রধান। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের কাছে জবাবদিহি করেন।
উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে দেখা যায়, রাষ্ট্রপ্রধান নামসর্বস্ব, প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান এবং মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভার কাছে দায়ী। এ বৈশিষ্ট্যগুলো সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব, বলা যায় 'ক' রাষ্ট্রে মন্ত্রিপরিষদশাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রপতিশাসিত। অন্যদিকে, বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। তাই এ দুই সরকারব্যবস্থার মধ্যে বেশ কয়েকটি বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

Teachingbd24.com

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন-সংক্রান্ত সব ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ নিজেদের যাবতীয় কাজ ও নীতিনির্ধারণের জন্য আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে। এ ধরনের সরকারে রাষ্ট্রপতি সাধারণত তার কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না। তার দায়বদ্ধতা থাকে জনগণের কাছে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ হলো সব ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থায় অর্থাৎ, সংসদীয় ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদের হাতে ন্যস্ত থাকে। আর প্রধানমন্ত্রী দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। আর 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা অর্থাৎ, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বাংলাদেশের সরকার তার যাবতীয় কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার যেকোনো সময় পরিবর্তিত হতে পারে। এ সরকারব্যবস্থায় আইনসভাকে না জানিয়ে সাধারণত জরুরি প্রয়োজনের সময়ও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এ ধরনের সরকারের বিভাগগুলো একত্রিত থাকে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। এ সরকারব্যবস্থায় দেশের চরম সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এছাড়া এ সরকারের বিভাগগুলো পৃথক থাকে।

উপরের আলোচনায় বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারব্যবস্থা এবং উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যকার বৈসাদৃশ্যগুলো ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ 'ক' এবং 'খ' নামক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও রাজা। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের সরকার প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]

ক. প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র কী? ১

খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'খ' রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান থাকার সম্ভাব্যতা যাচাই করো। ৩

ঘ. দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোনটি প্রজাতন্ত্র? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র বলে।

খ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সব নাগরিকের অবাধে ভোট প্রদানের অধিকারকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে।

ভোট প্রদান রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক অধিকার। রাষ্ট্র নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট বয়সের সব নাগরিকের ভোট প্রদানের অধিকার রয়েছে। যেমন— বর্তমানে বাংলাদেশে ভোটাধিকার প্রয়োগের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর।

গ উদ্দীপকের 'খ' নামের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন রাজা এবং সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং 'খ' রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার বিদ্যমান থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। এখানে চালু রয়েছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে। এ ধরনের সরকারে রাষ্ট্রপতি সাধারণত তার কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান। তার কাজে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকে। রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছামতো মন্ত্রী নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রাজিলসহ অনেক দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন রাজা এবং সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী। এটি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সুতরাং, 'খ' রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেখানে মূলত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান। কেননা, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো—রাজা বা রানি উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন এবং তিনি নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। মূলত জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীই সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী শাসক। যেমন— যুক্তরাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ঘ উদ্দীপকের দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে 'ক' রাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্র বিদ্যমান।

যে সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন, তাকে প্রজাতন্ত্র বলে। এটি মূলত গণতান্ত্রিক সরকারের একটি রূপ। যেমন- বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

উদ্দীপকে উল্লেখিত 'ক' এবং 'খ' দুটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। 'ক' এর রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি এবং সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে, 'খ' এর রাষ্ট্রপ্রধান রাজা এবং সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ, 'ক' ও 'খ' দুটো রাষ্ট্রের সরকারপ্রধানের ক্ষেত্রে মিল থাকলেও রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। প্রজাতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই হলেন রাষ্ট্রপ্রধান। এখানে রাজার কোনো স্থান নেই। উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে এরকম ব্যবস্থাই দেখা যায়। অর্থাৎ, 'ক' রাষ্ট্রেই প্রজাতন্ত্র বিদ্যমান। অন্যদিকে, 'খ' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রজাতন্ত্রের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। 'খ' রাষ্ট্রে সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় এটা স্পষ্ট যে সেখানে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান। শুধু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেই নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাজার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সে ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী সরকার প্রধান থাকেন নির্বাচিত নেতা। বর্তমানে যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশে এ ধরনের সরকার বিদ্যমান।

সুতরাং, বিভিন্ন ধরনের সরকারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের 'ক' ও 'খ' দুটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে 'ক' রাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্র ও 'খ' রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৯ করিম সাহেব সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সদস্য। তার প্রধান দায়িত্ব হলো জনগণের মৌলিক অধিকার ও সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করা। তিনি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন।

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]

ক. গণভোট কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত অঙ্গটির স্বাধীনতা রক্ষার উপায় বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত অঙ্গটি কীভাবে সংবিধানের প্রাধান্য ও জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে বা জনগণের মতামত যাচাইয়ের প্রয়োজন হলে যে ভোট গ্রহণ করা হয় তাকে গণভোট (Referendum) বলা হয়।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।

https://teachingbd24.com

আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড তার 'The Civic Culture' গ্রন্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তার মতে, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির রূপ ও প্রতিকৃতি।' অর্থাৎ, কোনো দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সে দেশের জনগণ কীভাবে গ্রহণ করছে তার ধরনই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমেই একটি সমাজ তথা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত সরকারের অঙ্গটি হলো বিচার বিভাগ। সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে ও নিরপরাধকে মুক্তি দেয় এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে, তাই বিচার বিভাগ (Judiciary)।

বিচার বিভাগ রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি বহুলাংশে নির্ধারণ করে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের প্রভাবমুক্ত হয়ে বিচারকদের বিচারকার্য পরিচালনা ক্ষমতাকে বোঝায়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়গুলো হলো-

বিচারক নিয়োগ করার সময় তাদের সততা, যোগ্যতা, দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা, সাহস প্রভৃতি গুণগত যোগ্যতা পরীক্ষা করতে হবে। বিচারকদের কার্যকালের ওপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বিচারকদের কার্যকাল স্থায়ী হলে বিচারকরা নিষ্ঠার সাথে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারবেন। বিচারকদের চাকুরির নিরাপত্তা স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। বিচারককে উপযুক্ত কারণ ছাড়া চাকরিচ্যুত করা যাবে না। বিচারকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাদের উপযুক্ত বেতন-ভাতাদি প্রদান করতে হবে। স্বল্প বেতন ও অপর্যাপ্ত সুবিধা বিচারকদের দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে। বিচারকদের যথাসময়ে পদোন্নতির সুবিধা থাকলে বিচারকগণ তাদের কর্মে বিশেষ মনোযোগী থাকবেন। পদোন্নতি বিচারকদের কর্মদক্ষতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধিতে সহায়ক। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে হবে। বিচারকগণ রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থাকবেন। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি তাদের দুর্বলতা থাকলে বিচার কাজে নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে না। ফলে ন্যায়বিচার ক্ষুণ্ন হবে। বিচারকদের উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা দিলে তাদের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত অঙ্গটি হলো সরকারের বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচার বিভাগ সংবিধানের প্রাধান্য ও জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে।

বিচার বিভাগের প্রধান দায়িত্ব হলো জনগণের মৌলিক অধিকার ও সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করা। বিচার বিভাগকে সংবিধানের অভিভাবক ও রক্ষক বলা হয়। সংবিধানের প্রাধান্য নিশ্চিত করা এ বিভাগের দায়িত্ব। আইন বিভাগ প্রণীত আইনের এবং শাসন বিভাগের কাজের বৈধতা যাচাই করে বিচার বিভাগ। সংবিধান পরিপন্থী কিংবা, সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন ও কার্যাবলি সরকারের এ বিভাগটি অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিল করতে পারে। একে বলা হয় বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা। এর মাধ্যমে এ বিভাগটি সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করে।

জনগণের মৌলিক অধিকারের রক্ষক হিসেবে বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাগরিক জীবনের বিকাশের জন্য অপরিহার্য এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধানে সুরক্ষিত শর্তগুলোই মৌলিক অধিকার। যেমন: জীবন ধারণের অধিকার, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার প্রভৃতি। এগুলো সরকারও লঙ্ঘন করতে পারে না। সংবিধানস্বীকৃত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে জনগণ বিচার বিভাগের শরণাপন্ন হয়ে প্রতিকার দাবি করতে পারে। বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচার বিভাগ সংবিধানের প্রাধান্য ও জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে।

প্রশ্ন ▶১০ সুমনের দেশে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতার কোনো বণ্টন নেই। সেখানে সকল ক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. এরিস্টটলের মতে সরকারের বিকৃত রূপ কোনটি? ১

খ. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সরকারের সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ধরনের সরকার কতটা সহায়ক? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এরিস্টটলের মতে সরকারের বিকৃত রূপগুলো হলো— গণতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র।

খ দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত আইনসভাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে। এ ধরনের আইনসভায় 'নিম্নকক্ষ' এবং 'উচ্চকক্ষ' নামে পৃথক দুটি পরিষদ থাকে। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নকক্ষ গঠিত হয় এবং তা তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষমতা ও গুরুত্বের অধিকারী হয়ে থাকে। বিশ্বের বেশিরভাগ আইনসভার উচ্চকক্ষই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত, মনোনীত আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। উচ্চকক্ষ আইনসভার নিম্নকক্ষের ক্ষমতা ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, কানাডা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমনের দেশে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। নিচে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করা হলো-

এককেন্দ্রিক সরকার বলতে এমন এক ধরনের সরকারব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ন্যস্ত থাকে। প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকার সাংবিধানিকভাবে কোনো স্বাধীনতা ভোগ করে না। স্থানীয় প্রশাসনিক বিভাগের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার যতটুকু ক্ষমতা হস্তান্তর করে তারা শুধু সেটুকুই চর্চা করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত নির্দেশনা অনুযায়ীই গোটা দেশ পরিচালিত হয়।

এককেন্দ্রিক সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা দুটিই রয়েছে। এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে বলে যেকোনো বিষয়ে দ্রুত ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। এ সরকারব্যবস্থা সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করে। এ ধরনের সরকারব্যবস্থা সাংবিধানিক সংকট ও প্রশাসনিক জটিলতামুক্ত। ফলে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা যায়। এছাড়া এককেন্দ্রিক সরকারের কাঠামো সহজ-সরল। কেন্দ্রীয়ভাবে একটিমাত্র সরকার ও একক আনুগত্য বজায় থাকায় ক্ষমতা বণ্টন সম্পর্কিত কোনো জটিলতা থাকে না। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর জন্য এককেন্দ্রিক শাসন বিশেষভাবে উপযোগী।

তবে এককেন্দ্রিক সরকারের সব ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে বলে এখানে শাসনকার্য পরিচালনায় স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সেই সাথে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ অত্যধিক থাকে। ফলে সরকার আমলাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আমলাদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ অনেকটা কম।

https://teachingbd24.com

ঘ স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক সরকার সহায়ক হয় না।

এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপরিচালনার সব ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ন্যস্ত থাকে। স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, স্থানীয় সরকারের কাজের ক্ষেত্রে কোনো স্বাধীনতা থাকে না। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার কোনো বণ্টন না থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত থাকে। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে না। তাই স্থানীয় নেতৃত্বও গড়ে ওঠে না।

আবার, এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার আমলাদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। সরকার আমলাদের মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ তেমন প্রয়োজন হয় না।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা মোটেই সহায়ক নয়।

প্রশ্ন ▶ ১১ নিচের ছকটি পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও:

'X' রাষ্ট্র	'Y' রাষ্ট্র
ক. অনেক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান।	১. একটিমাত্র রাজনৈতিক দল বিদ্যমান।
খ. সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ওপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ।	২. নামমাত্র আইনসভা রয়েছে।
গ. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক নেতা নির্বাচিত হয়।	৩. দল প্রধানের ইচ্ছানুযায়ী রাজনৈতিক নেতা নির্বাচিত হয়।

[চ. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. শাসন বিভাগ কী? ১

খ. দায়িত্বশীল সরকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ছক অনুযায়ী 'X' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'X' ও 'Y' রাষ্ট্রের মধ্যে কোনটিকে তুমি কল্যাণকামী মনে কর? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের শাসনকাজ পরিচালনার দায়িত্ব যে বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে শাসন বিভাগ বলে।

খ যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ অর্থাৎ আইনসভার কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে। এটাই দায়িত্বশীল সরকার।

সংসদীয় ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। বিজয়ী দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যে সবার আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। এ মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ ক্ষমতায় থাকবে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তথা শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এ কারণেই সংসদীয় সরকারকে দায়িত্বশীল সরকার বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ছক অনুযায়ী 'X' রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে। জাতীয় নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। বিজয়ী দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দপ্তর বণ্টন করেন। প্রধানমন্ত্রী যোগ্য বা প্রয়োজন মনে করলে সংসদ সদস্য ছাড়াও যে কাউকে 'টেকনোক্র্যাট' মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিতে পারেন। এ সরকারব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তার পদটি আলঙ্কারিক। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভা ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। পার্লামেন্ট বা আইনসভার মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ দেওয়া হয় এবং সরকার আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে বলে একে পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় সরকার বলা হয়। এই সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের কাছে জবাবদিহি করেন।

উদ্দীপকের 'X' রাষ্ট্রে দেখা যায়, সেখানে অনেক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ওপর আইনসভা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক নেতা নির্বাচিত হয়। এ বৈশিষ্ট্যগুলো সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব, বলা যায় 'X' রাষ্ট্রে মন্ত্রিপরিষদশাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের ছক অনুযায়ী 'X' রাষ্ট্রে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার, আর 'Y' রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। এ দু'টির মধ্যে আমি 'X' রাষ্ট্রকে কল্যাণকামী মনে করি।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার হলো সেই সরকার যেখানে শাসন বিভাগ তার সব কাজের জন্য আইন বিভাগের কাছে দায়ী থাকে। আর একনায়কতন্ত্র এমন শাসনব্যবস্থা যেখানে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা একনায়কের হাতে পুঞ্জীভূত থাকে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও একনায়কতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শাসনব্যবস্থা এবং উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল উভয়ই তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকে। এ শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভাগগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। বিরোধী দল সংসদে বসে সরকারের কাজের সমালোচনা করতে পারে। এর মাধ্যমে সাধারণত সরকার সংযত হয় ও জনগণকে সন্তুষ্ট করতে কল্যাণমূলক কাজ করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, এ সরকারব্যবস্থা জনমতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। অপরদিকে, একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না, যা গণতন্ত্র-বিরোধী। ফলে নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার পাশাপাশি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। একনায়কতন্ত্র স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। কারণ একনায়ককে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। এ শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ থাকে না বলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতাও তৈরি হয় না। একনায়কতন্ত্র জনবিচ্ছিন্ন, স্বৈরাচারী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য প্রতিকূল একটি শাসনব্যবস্থা।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা একনায়কতন্ত্রের চেয়ে জনসম্পৃক্ত এবং কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা। তাই আমি 'X' রাষ্ট্রকে কল্যাণকামী মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১২ 'ক' একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের একটি বিভাগ দুর্নীতি দমন বিষয়ক একটি আইন পাস করে। প্রতি অর্থবছরের শুরুতে সরকারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারণ করে। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে দেশটি ১৬ বার সংবিধান সংশোধন করেছে। তবে শাসন ও বিচার কার্যে এ বিভাগ তেমনটা হস্তক্ষেপ করে না। *[চ. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. আইনসভার প্রধান কাজ কী? ১

খ. বর্তমানে শাসন বিভাগের সদস্যরাই রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে দুর্নীতি দমন আইন প্রণয়নে কোন বিভাগ ভূমিকা পালন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের বিভাগটির কার্যাবলি থেকে পাঠ্যবইয়ের আলোচিত কার্যাবলি অনেক ব্যাপক— বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনসভার প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা ।

খ শাসন বিভাগের সদস্যরা নিজ বিভাগ পরিচালনার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দেন।

সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে আইনসভার ভেতরে ও বাইরে দলের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। আবার তিনি দলীয় প্রধান হিসেবে দলের কর্মসূচি প্রণয়ন করেন এবং দলের অনুকূলে জনমত রাখার জন্যও ভূমিকা রাখেন। এমনকি নির্বাচনে নিজ দলের পক্ষে প্রচারণা, পৃষ্ঠপোষকতা ও দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিও উল্লিখিত দায়িত্ব পালন করেন। ফলে দেশের কোন অবস্থায় কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার সব কিছুই শাসন বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তারা নির্ধারণ করেন। সুতরাং বলা যায়, শাসন বিভাগের সদস্যরাই রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেন।

গ উদ্দীপকে দুর্নীতি দমন আইন প্রণয়নে আইনসভা বা আইন বিভাগ ভূমিকা পালন করেছে।

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ বা আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। আইন বিভাগ যে আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ সে আইন প্রয়োগ করে এবং বিচার বিভাগ সেই আইন অনুসারে বিচারকার্য সম্পন্ন করে। অর্থাৎ, আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনই হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি। আইন বিভাগের সদস্যগণ জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। তারা তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকেন। এজন্য জনস্বার্থ ও জনকল্যাণ বহির্ভূত কোনো আইন যাতে প্রণীত না হতে পারে সেদিকে তারা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এর ফলে প্রশাসনিক স্তর থেকে শুরু করে সবক্ষেত্রেই দুর্নীতি কমে যায়, স্বেচ্ছাচারিতা দূর হয়, সর্বোপরি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'ক' রাষ্ট্রটিতে সরকারের একটি বিভাগ দুর্নীতি দমন বিষয়ক আইন পাস করে, এ পর্যন্ত বিভাগটি দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনে ১৬ বার সংবিধান সংশোধন করেছে। উল্লিখিত কার্যক্রম দ্বারা আইন বিভাগকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে সরকারের যে বিভাগটির কার্যক্রমকে নির্দেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে আইন বিভাগ বা আইনসভা।

আইন প্রণয়ন ছাড়াও আইনসভাকে আরো অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিচে আইনসভার কার্যাবলি তুলে ধরা হলো-

প্রথমত, আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমুন্নত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে।

দ্বিতীয়ত, আইনসভা সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনবোধে তা সংশোধন করে থাকে। স্বাধীনতা অর্জনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গণপরিষদ ১৯৭২ সালে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান' রচনা করে।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না।

চতুর্থত, সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের সম্মতিক্রমেই রাষ্ট্রপতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেন।

পঞ্চমত, অসদাচরণের অভিযোগে আইনসভা যেকোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে।

ষষ্ঠত, সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন বিভাগের ভূমিকা, গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ১৩ মি. রিচার্ড 'ক' রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সেখানে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে ৩০টি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত সরকার রয়েছে। অপরদিকে, মিস ক্যাথি 'খ' রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, এদেশেও কিছু প্রদেশ রয়েছে। কিন্তু এই প্রদেশগুলোর সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। *[সি. বো., য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. রাজতন্ত্র কী? ১

খ. গণভোট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? উক্ত সরকারব্যবস্থার সুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজতন্ত্র হচ্ছে সেই শাসনব্যবস্থা যেখানে রাজা বা রানির হাতে রাষ্ট্রের চরম ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে এবং রাজা বা রানি উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন।

খ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো গণভোট।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রে যখন দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি হয় তখন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে গণভোটের মাধ্যমে প্রকৃত জনমত প্রতিফলিত হয়। যেমন- ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগের বিষয়ে ব্রিটেনে দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি হলে ২০১৬ সালের ২৩ জুন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আবার হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ বাংলাদেশে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। এখানে জাতীয় বা কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার সংবিধান অনুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করে। সংবিধানই দেশের সর্বোচ্চ আইন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমন্বয়ে বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনে প্রেরণা যোগায়। প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়েও বৃহৎ রাষ্ট্রের মর্যাদা ভোগ এবং জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারে।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানের মাধ্যমে প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। আবার স্থানীয় বা আঞ্চলিক বিষয়-সংক্রান্ত কাজ অঙ্গরাজ্যের ওপর ন্যস্ত হলে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বাড়তি কাজের চাপমুক্ত থাকতে পারে।

এ ছাড়াও কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা কম থাকে। ফলে প্রদেশগুলোতে নিজস্ব রাজনীতি বিকশিত হয় এবং স্থানীয় নেতৃত্বের পথ সুগম হয়।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্র দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং 'খ' রাষ্ট্র দ্বারা এককেন্দ্রিক সরকারকে বোঝানো হয়েছে।

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। অন্যদিকে, এককেন্দ্রিক সরকার বলতে বোঝায়, যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকে।

https://teachingbd24.com

এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রীয় আইনসভা দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। অপরপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হয় না। অন্যদিকে, এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় দেশের সংবিধান আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে না। অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার সমমর্যাদার ভিত্তিতে নিজ নিজ ক্ষমতা চর্চা করে থাকে। এছাড়া এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় দেশের সংবিধান লিখিত অথবা অলিখিত, সুপরিবর্তনীয় অথবা দুষ্পরিবর্তনীয় যেকোনো ধরনের হতে পারে। অপরপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় দেশের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হয়। এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বই বহাল থাকে। অপরপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় বিচার বিভাগ সাংবিধানিকভাবে সে বিরোধের মীমাংসা করে থাকে। এককেন্দ্রিক সরকারে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে, প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসন সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, সরকারব্যবস্থার এ দুটি ধরনের মাঝে তুলনামূলক পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ▶১৪ গৌরনদী হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকের অবহেলায় এক নবজাতক শিশুর মৃত্যু হয়। শিশুটির বাবা ঐ ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। গৌরনদী থানার ওসি কামরুল সাহেব অভিযুক্তকে বিধি মোতাবেক গ্রেফতার করে। জেলা জজ শফিকুল ইসলাম সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ডাক্তারকে শাস্তি প্রদান করেন।

[সি. বো., য. বো. '১৭; প্রশ্ন নং ৮; বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ৮]

ক. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা কে? ১

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব কামরুল সরকারের কোন বিভাগের সদস্য? উক্ত বিভাগের কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, জনাব শফিকের বিভাগের স্বাধীনতা আইনের শাসন নিশ্চিত করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু (Montesquieu) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা।

খ কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের ভিত্তিতে ক্ষমতা বণ্টনের মাধ্যমে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রের জাতীয় বিষয়গুলো পরিচালনা করে এবং প্রাদেশিক সরকার স্বাধীনভাবে স্থানীয় বা প্রাদেশিক বিষয়সমূহ পরিচালনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

গ জনাব কামরুল সরকারের শাসন বিভাগের সদস্য। রাষ্ট্রের শাসনকাজ পরিচালনার দায়িত্ব যে বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে শাসন বিভাগ বলে। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করাই শাসন বিভাগের কাজ। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে শাসন বিভাগের কার্যাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে শাসন বিভাগের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হলো—

শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর প্রদান, বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ ও প্রদান; প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন, অধ্যাদেশ প্রভৃতি প্রণয়ন করে থাকে। বর্তমান সময়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে এবং অন্য দেশ কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে নিজ দেশে গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সদস্যপদ গ্রহণ ও সেখানে নিজ দেশের প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এসব কাজকে কূটনৈতিক বা পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কাজ বলে। এসব কাজের দায়িত্ব পালন করে শাসন বিভাগের অন্তর্গত 'পররাষ্ট্র দপ্তর'। যুদ্ধ ঘোষণার বিষয়টি অনেক সময় আইন বিভাগের সম্মতির ওপর নির্ভর করলেও যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব এককভাবে শাসন বিভাগের। অনেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিদেরকে নিয়োগ করে থাকেন। বিচারালয় কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা প্রদর্শন, কিংবা তার দণ্ড হ্রাস করতে পারেন।

ঘ হ্যাঁ, জনাব শফিকের বিভাগ তথা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আইনের শাসন নিশ্চিত করে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় আইনের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান এবং বিচার কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীন ও মত প্রকাশের ক্ষমতা বা স্বাধীনতা। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি দেশের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ণয়ের জন্য বিচার বিভাগের দক্ষতা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। বিচার বিভাগের অস্তিত্ব ছাড়া সুসভ্য সামাজিক জীবন কল্পনা করা যায় না। সমাজজীবনে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার নির্যাতন, নিপীড়ন প্রভৃতি প্রতিরোধের প্রধান শক্তি হলো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগ আছে বলেই একটি দেশের সরকার সংবিধানের নির্দেশিত পথে চলতে বাধ্য হয়।

স্বাধীনতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হলো আইনের শাসন। আইনের শাসনের অর্থ হলো- (ক) আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান, (খ) সকলের জন্য একই ধরনের আইন থাকবে, (গ) বিনা অপরাধে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না, (ঘ) বিনা বিচারে কাউকে আটক করা যাবে না, (ঙ) অভিযুক্তকারীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে এবং (চ) সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

আইনের শাসন কথাটি শুধু মুখে মুখে স্বীকার বা সংবিধানে সন্নিবেশিত করলেই হবে না, এর বাস্তব প্রয়োগও ঘটাতে হবে। তাহলে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গড়ে তোলার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶১৫ পিটার তার বন্ধু দীনেশকে জানায়, তাদের সরকার দীনেশদের সরকারের মত আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।

[ব. বো. '১৭ ▌প্রশ্ন নং ৭]

ক. কক্ষের ভিত্তিতে আইনসভা কত প্রকার? ১

খ. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা কাকে বলে? ২

গ. পিটারের রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? এ সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দীনেশের সরকার কোন ধরনের? গণতান্ত্রিক উন্নয়নে এ সরকার জরুরি— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কক্ষের ভিত্তিতে আইনসভা দুই প্রকার। যথা: এককক্ষবিশিষ্ট ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট।

খ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা এমন এক বিশেষ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বিচার বিভাগ দেশের আইন ও শাসন বিভাগের কার্যক্রমের সাংবিধানিক বৈধতা নির্ধারণ করে।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতাবলে বিচার বিভাগ সংবিধানবিরোধী যেকোনো আইন ও সরকারি সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিকতার অভিযোগে বাতিল করে দিতে পারে। এ ক্ষমতাবলে বিচার বিভাগ সংবিধানের রক্ষক ও ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে কাজ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী।

Teachingbd24.com

গ পিটারের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে। এ ধরনের সরকারে রাষ্ট্রপতি সাধারণত তার কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না। তার দায়বদ্ধতা থাকে জনগণের কাছে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। উদ্দীপকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পিটার তার বন্ধু দীনেশকে বলছে, তার দেশের সরকার আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। অর্থাৎ, তার দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রচলিত। এরূপ সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানই দেশের প্রকৃত শাসক। তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ায় সাধারণত বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হন। এ সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভার সদস্য নন। মন্ত্রিরা তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন। এ সরকার ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আইনসভা ইচ্ছা করলেই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে না। কেবল বিশেষ ব্যবস্থায় অভিশংসনের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সাধারণত আইনসভার কাছে দায়ী নন। আবার তিনি আইনসভাকে ভেঙে দিতেও পারেন না। এই সরকার ব্যবস্থায় সরকার স্থিতিশীল হয়। অভিশংসন প্রস্তাব ছাড়া আইনসভা রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে না। তাছাড়া এ সরকারব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর থাকায় বিচার বিভাগের প্রাধান্য বহাল থাকে। পিটারের দেশের সরকারব্যবস্থায় অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি শাসিতসরকার ব্যবস্থায় এসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দীনেশের সরকার সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ অর্থাৎ, আইনসভার কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে। এ ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। বিজয়ী দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যে সবার আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। এ মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসনক্ষমতায় থাকবে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তথা শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করে। এ কারণে সংসদীয় সরকারকে দায়িত্বশীল সরকারও বলা হয়।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় বিরোধী দল বিকল্প সরকার হিসেবে গঠনমূলক আলোচনা, সমালোচনার মাধ্যমে সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে। ফলে সরকার সাধারণত কোনো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনা। শাসন বিভাগকে তাদের গৃহীত নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইন সভার কাছে দায়ী থাকতে হয়। ফলে শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী হতে পারে না। সংসদীয় সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় বলে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক হয়। ফলে নীতিগ্রহণ ও বাস্তবায়নে জনগণের ইচ্ছার অধিকতর প্রতিফলন ঘটে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত উত্তম এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের সরকার বেশি কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ১৬ সকল দেশেই সরকারের এমন একটি বিভাগ রয়েছে, যা বিদ্যমান আইনসমূহ প্রয়োগ করে অপরাধীর দণ্ড বিধান করে। কিন্তু সুজনের দেশে এ বিভাগটি স্বাধীন নয়। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. আইন বিভাগের মূল কাজ কী? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বর্ণিত বিভাগটির কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুজনের দেশে সরকারের বিভাগসমূহ কীভাবে কাজ করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন বিভাগের মূল কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্যান্য বিভাগের (আইন ও শাসন বিভাগ) হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সব ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা তথা গণতন্ত্র রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিভাগটি হলো বিচার বিভাগ।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে ও নিরপরাধকে মুক্তি দেয় এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে, তাকে বিচার বিভাগ (Judiciary) বলে। একটি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম।

উদ্দীপকে সরকারের এমন একটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে, যা দেশের বিদ্যমান আইনসমূহ প্রয়োগ করে অপরাধীর দণ্ড বিধান করে। এ থেকেই বোঝা যায়, এখানে বিচার বিভাগের কথাই বলা হয়েছে। আইন প্রয়োগ করাই বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। বিচার বিভাগ রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী বিচারকাজ পরিচালনা করে। বিচার বিভাগ যদি আইনসভা প্রণীত কিংবা প্রথাগত আইনের ভাষাকে অস্পষ্ট বা পরস্পরবিরোধী বলে মনে করে, তাহলে তার ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। আবার, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আদালত প্রয়োজনে সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করে থাকে। প্রয়োজনে বিচারকরা ন্যায়বোধ ও সুবিবেচনা প্রয়োগ করে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বিচারকদের বিশেষ বিশেষ রায় বা পর্যালোচনা অনেক সময় পরবর্তী সময়ে নজির হিসেবে অনুসৃত হয়। এটি নতুন আইনের উৎস হিসেবেও কাজ করতে পারে। বিচার বিভাগ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ করে। এছাড়াও এ বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, পরামর্শ দান, তদন্তসংক্রান্ত কাজ প্রভৃতি করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুজনের দেশের সরকারের বিভাগসমূহের মধ্যে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ শাসনকাজ পরিচালনা করে এবং বিচার বিভাগ বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বিচারকাজ সম্পাদন করে। বস্তুত এভাবেই একটি দেশের সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তবে সুজনের দেশে বিচার বিভাগ স্বাধীনতার অভাব রয়েছে।

গণতান্ত্রিক দেশে আইনসভা আইন প্রণয়নের কাজ করে থাকে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা গঠন করে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা অর্থাৎ, সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃংখলা তথা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারি কর্মচারী নিয়োগ, বেতন-ভাতা নির্ধারণ ও প্রদান, প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন, অধ্যাদেশ জারি প্রভৃতি কাজ করে থাকে। বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও এগুলোর সদস্যপদ গ্রহণ এবং সেখানে প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়াও শাসন বিভাগের কাজ। শাসন বিভাগ কিছু কিছু আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কাজও করে থাকে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে। কেননা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা আইনসভারই সদস্য।

https://teachingbd24.com

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের সাথে সরকারের অন্য দুটি বিভাগের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ। আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিচারকরা অনেক সময় নতুন আইন সৃষ্টির পথ সুগম করেন। সংবিধানসম্মত না হলে বিচার বিভাগ যেকোনো আইন বাতিল করতে পারে। এভাবে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও দেশভেদে সরকারের বিভাগগুলোর মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মি. রহিমের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ আইনসভার নিকট দায়বন্ধ। কেননা, দেশটি জনমত দ্বারা পরিচালিত হয়। অপরদিকে মি. ডনের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী নয়; যদিও আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ স্বাধীন রয়েছে। তবে তার দেশ জাতীয় সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

[চা. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৬]

ক. সরকার কী? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. রহিমের দেশের সরকারব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, মি. রহিমের দেশ অপেক্ষা মি. ডনের দেশের সরকারব্যবস্থা উত্তম? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার হচ্ছে সার্বভৌম রাষ্ট্রের এমন সংগঠন, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন, বিধি প্রয়োগ ও শাসনকাজ পরিচালিত হয়।

খ সৃজনশীল ৩ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ আলোচ্য উদ্দীপকের মি. রহিমের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ আইনসভার নিকট দায়বন্ধ এবং দেশটি জনমত দ্বারা পরিচালিত। মি. রহিমের দেশে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক শাসনকার্য পরিচালিত হয় এবং এর শীর্ষে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় সংসদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং মন্ত্রিসভা সর্বতোভাবে সংসদের নিকট তাদের কাজের জবাবদিহি করে। এখানে প্রধানমন্ত্রীসহ সকল মন্ত্রীকে আইনসভার সদস্য হতে হয়। যতদিন আইনসভা তথা সংসদ মন্ত্রিপরিষদকে সমর্থন করে ততদিন মন্ত্রিপরিষদ ক্ষমতায় থাকে এবং আইনসভার অধিকাংশ সদস্য অনাস্থা জ্ঞাপন করলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। এ সরকারব্যবস্থায় সংসদ সংবিধানের যেকোনো অংশ সংশোধন করতে পারে। এছাড়া এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া কিছু করেন না।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের মি. রহিমের দেশে বিদ্যমান সংসদীয় সরকারব্যবস্থা অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক।

ঘ উদ্দীপকে মি. রহিমের দেশে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা এবং মি. ডনের দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। মি. রহিমের দেশের সংসদীয় সরকারব্যবস্থা অপেক্ষা মি. ডনের দেশের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা উত্তম নয় বলে আমি মনে করি। কারণ—

প্রথমত, সংসদীয় সরকারব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনায় অধিক দায়িত্বশীল।

দ্বিতীয়ত, সংসদীয় সরকারে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যরা মন্ত্রিসভা গঠন করে বলে আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা খুবই কম। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য না হওয়ায় আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

তৃতীয়ত, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হয় বলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনায় মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় উৎকৃষ্ট আইন ও উন্নত ধরনের শাসন পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

চতুর্থত, সংসদীয় সরকারে মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী বলে মন্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রীদের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পঞ্চমত, সংসদীয় সরকারব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনায় দেশে অধিকমাত্রায় গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে। কেননা, সংসদীয় সরকারব্যবস্থাকে বলা হয় জনগণের শাসনব্যবস্থা।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের মি. ডনের দেশের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনায় মি. রহিমের দেশের সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় অধিকতর জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়। এজন্য আমি মি. রহিমের দেশের সংসদীয় সরকারব্যবস্থাকে উত্তম বলে মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১৮ নিচের ছকটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[রা. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৭] [সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ; প্রশ্ন নং ৭]

ক. সরকার কী? ১

খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে কোন বিভাগ হবে? উক্ত বিভাগের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্নিত বিভাগের সাথে অপর দু'টি বিভাগের সম্পর্ক লিখ। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

খ সৃজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্নিত বিভাগ তথা বিচার বিভাগের সাথে আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক নিবিড়।

আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ নিয়ে সরকার গঠিত। এ তিনটি বিভাগ পৃথক কাজের উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও নিজেদের মূল কাজ ছাড়াও অন্য বিভাগের কাজও করে থাকে। এ সকল কাজ করার মধ্য দিয়ে বিভাগসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আইন বিভাগ রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করে থাকে। এটি আইন বিভাগের প্রধান কাজ। আবার আইন বিভাগ কিছু শাসন বিভাগীয় কাজ করে। আইন বিভাগের আস্থার ওপর মন্ত্রিপরিষদ তথা শাসন বিভাগের ক্ষমতা নির্ভরশীল। এ কাজের মধ্য দিয়ে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আইন বিভাগ বিচার বিভাগের কাজও করে। আইন বিভাগ বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণ ও বিচারকদের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করে। অন্যদিকে, শাসন বিভাগ আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে। শাসন বিভাগ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। শাসন বিভাগ আইন বিভাগ সম্পর্কিত দায়িত্বও পালন করে। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভা আহ্বান, স্থগিত, বাণী প্রেরণ ও বিলে সম্মতি প্রদান করেন। এভাবে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শাসন বিভাগ কিছু বিচারমূলক কাজও করে। যেমন— শাসন

Teachingbd24.com

বিভাগ কর্তৃক বিচারকগণ নিযুক্ত হন। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান অপরাধীর সাজা মওকুফ করতে বা কমাতে পারেন। এসব কাজের মাধ্যমে শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আবার বিচার বিভাগের প্রধান কাজ হলো আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা, সংবিধান ও বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা দান করা। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের কাজের বৈধতা যাচাই করতে পারে। এ বিভাগ শাসন বিভাগের কাজ অসাংবিধানিক হলে তা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের সাথে আইন বিভাগ প্রণীত কোনো আইন সাংঘর্ষিক হলে তা যাচাই করে বিচার বিভাগ অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। এভাবেই বিচার বিভাগের সাথে শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক শাসন ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ▶১৯ জনগণের ভোটে 'ক' দেশের নির্বাচিত ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হিসেবে ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে শপথ গ্রহণ করেন। 'খ' দেশের রাষ্ট্রপতিও একই সময়ে শপথ গ্রহণ করেন। 'ক' দেশের রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান। কিন্তু 'খ' দেশের রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ দু'টি রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও শাসন ও আইন বিভাগের সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। *[সি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. এককেন্দ্রিক সরকার কাকে বলে? ১
খ. সরকারের তিনটি অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেন প্রয়োজন? ২
গ. 'ক' দেশে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশের জন্য 'খ' দেশের সরকার ব্যবস্থা উত্তম? মতামত দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এককেন্দ্রিক সরকার বলতে এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে শাসনক্ষমতা একক ও অখণ্ড থেকে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

খ রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে সরকারকে তিন ধরনের কাজ করতে হয়। আইন প্রণয়ন, শাসন কাজ পরিচালনা এবং বিচার সংক্রান্ত কাজ।

আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইন বিভাগের। প্রণীত আইনকে কার্যকর করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। আর আইন ভঙ্গকারীর শাস্তির বিধান করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এই তিনটি বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এই তিনটি বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা আবশ্যক।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে। এ ধরনের সরকারে রাষ্ট্রপতি সাধারণত তার কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধান। তার কাজে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকে। তবে রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছামতো মন্ত্রী নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রাজিলসহ বিশ্বের অনেক দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, 'ক' দেশের একজন ব্যক্তি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি একাধারে সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পান। বিষয়টি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কাঠামোর সাথেই সাদৃশপূর্ণ। কেননা, কোনো দেশের রাষ্ট্রপতি যদি রাষ্ট্রের প্রধান হওয়ার পাশাপাশি সরকারেরও প্রধান নির্বাহী হন তবে সে ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে। সেখানে রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এই সরকার কাঠামোতে রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হন। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশের রাষ্ট্রপতি একটি রাষ্ট্রপতিশাসিত দেশের সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২০ সাদ ও পিটার লন্ডন শহরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। একদিন সরকার সম্পর্কে আলোচনাক্রমে পিটার বললো, তাদের দেশ সংসদীয় গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের জন্মস্থান। মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজের জন্য সরকারের একটি বিভাগের কাছে দায়বদ্ধ। সাদ বললো, আমাদের দেশে মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। বিভিন্ন কারণে উক্ত বিভাগটির ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং অন্য আরেকটি বিভাগের ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। *[কু. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. সুশাসন কী? ১
খ. প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে পিটারের দেশের সরকারের যে বিভাগের কথা বলা হয়েছে তার ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষে উল্লিখিত বিভাগটির ক্ষমতা যেসব কারণে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় শাসনকাজ পরিচালনা করাকে সুশাসন (Good Governance) বলে।

খ প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতাই হলো প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা।

প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার মধ্যে একটি হলো অভ্যন্তরীণ দায়বদ্ধতা, যা প্রশাসনের পদসোপানের (ঊর্ধ্বতন থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত পদভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। অপরটি হলো জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা। জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সিটিজেন চার্টার, তথ্য কমিশন ইত্যাদির মাধ্যমে এ ধরনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে পিটারের দেশের সরকারের আইন বিভাগের কথা বলা হয়েছে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ একটি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের এ বিভাগটি আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে।

বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভার গঠন একরকম নয়। কাঠামো, সদস্যসংখ্যা , সদস্য পদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, নির্বাচন পদ্ধতি, কার্যকাল ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের আইনসভার সংগঠনের মধ্যে 'পার্থক্য রয়েছে'। তবে গঠন কাঠামোর দিক থেকে বর্তমান আইনসভাগুলো দুই ধরনের। যথা-

১. এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: একটিমাত্র কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়। সাধারণত এ ধরনের আইনসভার সদস্যরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বাংলাদেশ, তুরস্ক, নিউজিল্যান্ড, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে।

২. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে যে আইনসভা গঠিত হয় তাকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে। এরূপ আইনসভার প্রথম কক্ষকে 'নিম্নকক্ষ' এবং দ্বিতীয় কক্ষকে 'উচ্চকক্ষ' বলা হয়। বিশ্বের

https://teachingbd24.com

প্রতিটি রাষ্ট্রের নিম্নকক্ষই সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয়। অপরদিকে, উচ্চকক্ষ গঠিত হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচন, আংশিক মনোনয়ন কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে সদস্য হওয়ার ভিত্তিতে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, ফ্রান্স ইত্যাদি রাষ্ট্রে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের শেষে সাদের কথায় আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস ও শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

শাসন বিভাগের ক্ষমতা ক্রমাগত যে সব কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা হলো-

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণত নির্বাচনে যথেষ্ট সংখ্যক জ্ঞানী-গুণী ও দক্ষ ব্যক্তিত্ব নির্বাচিত হন না। ফলে আইনসভায় অনেক অদক্ষ সদস্যেরও আগমন ঘটে। আইন প্রণয়নের জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন অনেক সদস্যেরই তা না থাকায় আইন প্রণয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের মূল দায়িত্ব শাসন বিভাগের ওপর অর্পিত হয়। আধুনিককালে শাসনকার্য পরিচালনা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে। এজন্য প্রতিবছর অনেক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হচ্ছে। এসব শাসন বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এটি শাসন বিভাগের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

বর্তমানে আইনসভা সাধারণত বছরে মাত্র কয়েকবার এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বসে। ফলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি সব দিক দেখার মত প্রয়োজনীয় সময় আইনসভার হাতে থাকে না। তাই আইনসভা প্রস্তাবিত আইনের মূল কাঠামো প্রস্তুত করে তাকে পরিপূর্ণতা দানের বিষয়টি শাসন বিভাগের ওপর অর্পণ করে। এগুলোকে ক্ষমতা প্রসূত আইন বা 'Deligated Legislation' বলে। এ বিষয়টি শাসন বিভাগের ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের বিবিধ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। শাসন বিভাগ এ অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি অর্থ সংগ্রহ করার কাজও করে থাকে। এ সব কারণেও শাসন বিভাগের কার্যাবলি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন শাসন বিভাগের ওপর ন্যস্ত। এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করায় বিভাগটির প্রভাব ক্রমবর্ধমান।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা বাস্তবায়নের জন্য এবং অধিকতর দক্ষতার কারণে বিশ্বের সর্বত্র শাসন বিভাগের কাজ ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২১ ছকটি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

গণতান্ত্রিক সরকার

'ক' রাষ্ট্র	'খ' রাষ্ট্র
রাষ্ট্রপ্রধান নামসর্বস্ব	রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক
প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান	রাষ্ট্রপতি সরকারপ্রধান
মন্ত্রিসভার সদস্য	মন্ত্রিসভার সকল
আইনসভার নিকট দায়ী	সদস্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী

[কু. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৮]

ক. সরকার কাকে বলে? ১

খ. নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার নীতিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'খ' রাষ্ট্রের সরকারের সাথে বাংলাদেশের বৈসাদৃশ্যসমূহ তুলে ধর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার হলো রাষ্ট্রের এমন সংগঠন যার মাধ্যমে আইন, বিধি প্রয়োগ ও শাসনকাজ পরিচালনা করা হয়।

খ নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার নীতি হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বিচারকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ করার ক্ষমতাকে বোঝায়। বিচার বিভাগ যদি আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বিচারকাজ করতে পারে, তবে সেই বিচার বিভাগকে স্বাধীন বলা হয়। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের লর্ড চ্যান্সেলর, আইনজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পথ প্রদর্শক স্যার ফ্রান্সিস বেকন (Sir Francis Bacon) বলেছেন, 'বিচারকদের সিংহের মতো হতে হবে, তবে সিংহাসনের ছত্রছায়া তাদের ওপর থাকবে না।'

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ মি. 'ক' একজন সংসদ সদস্য ও একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী। তার ভাতিজা 'খ' নানা দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত। কিছু দিন আগে এক মেয়েকে উত্যক্ত করার অভিযোগে 'খ' এর বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়। সে প্রেক্ষিতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং আদালতে পাঠায়। মি. 'ক' বিচারককে ফোন করে ভাতিজাকে ছাড়িয়ে নেন। মামলার বাদী মেয়ের বাবা হতবাক হন এবং মেয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন। কারণ উত্যক্তকারী 'খ' আবারও মেয়েটি ও তার পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। *[চ. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. কোন বিভাগের ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে? ১

খ. দেশের মানুষকে একাত্ম করে ভাবার অনুভূতিকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. 'ক' এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কোন বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে তুমি মনে কর? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' এর কার্যক্রম কীসের অন্তরায় এবং কীভাবে? আলোচনা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন বিভাগের ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

খ দেশের মানুষকে একাত্ম করে ভাবার অনুভূতিকে দেশপ্রেম বলে।

দেশপ্রেম এক ধরনের মানসিক অনুভূতি। মাতৃভূমির প্রতি গভীর অনুরাগ, ভালোবাসা, আনুগত্য প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম প্রকাশ পায়। বস্তুত, দেশপ্রেম হচ্ছে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। এটি ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন এবং রক্ষা করা যায় না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ জাতীয় নেতা দেশপ্রেমের মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

গ উদ্দীপকের মি. 'ক'-এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অনান্য বিভাগের (আইন ও শাসন বিভাগ) হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সব ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। অন্যথায় এ বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে।

উদ্দীপকের মন্ত্রীর ভাতিজা 'খ' বিরুদ্ধে এক মেয়েকে উত্যক্ত করার অভিযোগে মামলা হলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায়। কিন্তু মন্ত্রী মি. 'ক' বিচারককে ফোন করে ভাতিজা 'খ' কে ছাড়িয়ে নেন। এক্ষেত্রে বিচারক স্বাধীনভাবে তার কর্তব্য পালনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আসামিকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। এতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়েছে। যা আমরা উদ্দীপকের স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীর অধিকার লংঘনের ঘটনায় তারই প্রমাণ দেখতে পাই।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' এর কার্যক্রম সুশাসনের অন্তরায়।

সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনই সুশাসন (Good Governance)। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ, নারীর অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ও সমান সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। কোনো রাষ্ট্রে সুশাসনের এ বৈশিষ্ট্যগুলো অনুপস্থিত থাকলে সমাজের সর্বস্তরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

উদ্দীপকের মন্ত্রীর ভাতিজা 'খ' নানা দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত। এক মেয়েকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং আদালতে পাঠায়। কিন্তু মন্ত্রী বিচারককে ফোন করে ভাতিজাকে ছাড়িয়ে নেন। মন্ত্রীর ভাতিজা ছাড়া পেয়ে আবারও মেয়েটি ও তার পরিবারকে হুমকি দিতে থাকে। এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাই, ভাতিজাকে আদালত থেকে ছাড়িয়ে আনার বিষয়ে মন্ত্রীর কর্মকাণ্ড আইনের শাসনের পরিপন্থি। আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবার সমান হওয়া এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়। আইনের শাসনই ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। তাই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং দুর্নীতিমুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা জরুরি। যে রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারে না, সে রাষ্ট্রে আইনের শাসন থাকে না। আর আইনের শাসন না থাকলে সুশাসনও সম্ভব হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, মি. 'ক'-এর ভাতিজাকে যদি আইন অনুযায়ী বিচার করে শাস্তির সম্মুখীন করা যেত, তাহলে ভুক্তভোগী মেয়েটি ন্যায়বিচার পেত। এতে সবাই আইনের চোখে সমান—একথার প্রতিফলন ঘটত এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হত।

প্রশ্ন ▶ ২৩ 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম একটি স্থান থেকেই পরিচালিত হয়। এখানে আঞ্চলিক প্রশাসন থাকলেও তারা কেবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। অপরপক্ষে, 'খ' রাষ্ট্রে রয়েছে দ্বৈত সরকারব্যবস্থা। এ দু'সরকারের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে তা মীমাংসার জন্য সরকারের একটি অঙ্গ রয়েছে। যেকোনো সরকারের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ। *[ব. বো. '১৬ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সরকার কী? ১

খ. আইন বিভাগের ক্ষমতা হ্রাসের দুটি কারণ উল্লেখ করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সরকারের কোন অঙ্গটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? এটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্রের এমন রাজনৈতিক সংগঠন, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ তথা শাসনকাজ পরিচালিত হয়।

খ আইন বিভাগের ক্ষমতা হ্রাসের দুটি কারণ হলো—

প্রথমত, আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণকর রাষ্ট্র। ফলে রাষ্ট্রের কাজ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। আইনসভার পক্ষে এতসব বিষয়ে লক্ষ রাখা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, বর্তমানে অনেক বিষয়ের সাথেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয় জড়িত। এসব বিষয়ে আইনসভার অনেক সদস্যের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অনেক সময় থাকে না। তবে একথা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়, আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং শাসন বিভাগের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ উদ্দীপকে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

এককেন্দ্রিক সরকার বলতে এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে শাসন ক্ষমতা একক ও অখণ্ড থেকে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শাসনকাজের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু ক্ষমতা ও দায়িত্ব স্থানীয় ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের কাছে অর্পণ করে। তবে স্থানীয় শাসকরা সম্পূর্ণভাবে তাদের কাজের জন্য কেন্দ্রের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে দেওয়া হয় এবং উভয়ই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকে।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। কারণ, এটি অভিন্ন আইনের মাধ্যমে অখণ্ড নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বলে শাসনকাজে দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুটি সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় এবং তারা পৃথক নীতিতে পরিচালিত হয় বলে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে থাকে। এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় জনগণের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং ঐক্য সুসংহত হয়। অন্যদিকে, ক্ষমতার বিভাজন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে দুর্বল করে তোলে, যা জাতীয় ঐক্য ও অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আবার এককেন্দ্রিক সরকার কেন্দ্রের একক সিদ্ধান্তে পরিচালিত হয়। ফলে দ্রুত, সময়োপযোগী এবং বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যকর করা সম্ভব হয়। এ ব্যবস্থায় সরকারি ব্যয় কম হয়। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যয়বহুল, এখানে সাংগঠনিক জটিলতা রয়েছে। কেন্দ্র ও প্রদেশে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় বলে যেকোনো ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

ঘ উদ্দীপকে 'খ' রাষ্ট্রের দ্বৈত সরকারব্যবস্থায় দুটি সরকারের বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত'-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'খ' রাষ্ট্রে দ্বৈত সরকারব্যবস্থা অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দু'ধরনের সরকার আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় দ্বৈত সরকারব্যবস্থার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতও থাকে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলোর মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রয়োজন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানসম্মত উপায়ে কেন্দ্র ও প্রদেশের যেকোনো বিরোধ মীমাংসায় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে ভূমিকা রাখে। এছাড়া এ আদালত সংবিধানের অভিভাবক ও রক্ষাকারী হিসেবে সংবিধানের অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা (Interpretation) দান করে থাকে। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতই হলো সর্বোচ্চ আদালত তাই উভয় সরকার এর রায়কে মান্য করতে বাধ্য থাকে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন- পররাষ্ট্র, মুদ্রা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি সংক্রান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। তাই এসব বিষয়ে বিবাদের কোনো সুযোগ থাকে না। কিন্তু ক্ষমতার বিভাজন, স্থানীয় শান্তি ও নিরাপত্তা, কর, প্রাদেশিক সরকারের আয় ও সম্পদবণ্টন সাধারণত এ সকল ইস্যুতে বিবাদ হয় এবং সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত মীমাংসা করে। এ ধরনের মীমাংসার সুযোগ না থাকলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে অকার্যকর হয়ে যেত।

তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২৪ মি. 'ক' একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনি তার সহকর্মীদের পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। তিনি তার সকল কাজে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নিকট জবাবদিহি করেন। ফলে তার প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, মি. 'খ' অপর একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিষ্ঠানের কারো সাথে পরামর্শ করেন না বরং তার মতামত অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেন। *[ব. বো. '১৬ | প্রশ্ন নং ২]*

Teachingbd24.com

ক. গণতন্ত্র কী? ১

খ. বহুদলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' এর আচরণ কোন শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. 'ক' ও 'খ' এর আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকার ব্যবস্থার মধ্যে কোনটিকে তুমি সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকাজ পরিচালনা করে তাকে গণতন্ত্র বলে।

খ একটি রাষ্ট্রে দুটির অধিক রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করলে তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে। বহুদলীয় ব্যবস্থা জাতি, ধর্ম, ভাষা বা শ্রেণির ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে। এ ব্যবস্থায় দলগুলো নিজ নিজ মতাদর্শ, নীতি ও কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হলে সেই দলই সরকার গঠন করে। তবে বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোনো দলের পক্ষে অনেক সময় এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। তখন একাধিক দল মিলিত হয়ে সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠন করে। ফ্রান্স, ইতালি, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, হল্যান্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মি. ক এর আচরণ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলতে এমন এক সরকারকে বোঝায় যেখানে আইন ও শাসন বিভাগ পরস্পর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত আইনসভার প্রতিনিধিগণের মধ্য থেকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান হিসেবে সরকার পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা রাখেন।

উদ্দীপকে আমরা দেখি, মি. 'ক' একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনি তার সহকর্মীদের পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। আবার তার সকল কাজে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নিকট জবাবদিহি করেন। মি. 'ক' এর এই কাজগুলো পুরোপুরিভাবে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা, দেশের প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা থাকে আইনসভার আস্থাভাজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার কাছে। তারা তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। উদ্দীপকে মি. 'ক'ও ঠিক সেই কাজগুলো করছেন যা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় করা হয়ে থাকে।

ঘ মি. 'ক' ও 'খ' এর আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারব্যবস্থার মধ্যে আমি 'ক' এর আচরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সরকারব্যবস্থাকে সমর্থন করি।

উদ্দীপকে মি. 'ক' এর আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারব্যবস্থা হলো সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা। অন্যদিকে, মি. 'খ' এর আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকার হলো একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা। আমি মি. 'ক' এর আচরণের সাথে সম্পর্কিত সরকার তথা সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করার কারণগুলো নিম্নরূপ-

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। অন্যদিকে, একনায়কতন্ত্রে একনায়ক তার কার্যাবলির জন্য কারো কাছে দায়বদ্ধ থাকে না। ফলে এটি একটি দায়িত্বহীন শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা জনমতভিত্তিক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। অন্যদিকে, একনায়কতন্ত্রে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে না। এখানে জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা নমনীয় শাসনব্যবস্থা। এ শাসন ব্যবস্থায় সরকারকে সহজেই পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার অতি কেন্দ্রীকরণ হয়ে থাকে। সরকারের সকল ক্ষমতা তারই হাতে কুক্ষিগত থাকে। যার কারণে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে না। ফলে সুশাসনও নিশ্চিত হয় না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, মি 'ক' এর আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংসদীয় সরকারব্যবস্থা, মি 'খ' এর আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে উত্তম। আর তাই আমি মি 'ক' এর আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদশাসিত শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করি।

প্রশ্ন ▶২৫ নিচের ছকটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' রাষ্ট্র	'খ' রাষ্ট্র
১. একাধিক রাজনৈতিক দল রয়েছে।	১. একটি মাত্র রাজনৈতিক দল রয়েছে।
২. সরকারের অন্যান্য বিভাগের ওপর আইনসভার প্রাধান্য রয়েছে।	২. নামমাত্র একটি আইনসভা রয়েছে।
৩. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলে নেতা নির্বাচিত হয়।	৩. উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনৈতিক দলে নেতা নির্বাচিত হয়।

[বি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৯]

ক. আইনসভা কী? ১

খ. দায়িত্বশীল সরকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উপরের ছক অনুযায়ী 'ক' নামক রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার মধ্যে কোনটিকে তুমি উত্তম মনে কর? ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বা আইনসভা বলে।

খ সৃজনশীল ১১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ ওপরের ছক অনুযায়ী 'ক' নামক রাষ্ট্রে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলতে এমন এক সরকারকে বোঝায় যেখানে আইন ও শাসন বিভাগ পরস্পর নির্ভরশীল। জাতীয় নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। এ মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে। আইন ও শাসন বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা, নমনীয়তা, স্বৈরাচার বিরোধী, মর্যাদা সম্পন্ন বিরোধী দল প্রভৃতি সংসদীয় সরকারের গুণাবলি।

উপরের ছকে আমরা দেখি, 'ক' একটি রাষ্ট্র যেখানে একাধিক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান, সরকারের অন্যান্য বিভাগের ওপর আইনসভার প্রাধান্য রয়েছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের নেতা নির্বাচিত হয়। অতএব আমরা বলতে পারি, উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থার পুরোপুরি মিল রয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ১১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৬ জন কেরির দেশে নারী-পুরুষের বৈষম্য নেই। তারা সকলেই স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে। এখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আইনের শাসন বিদ্যমান। রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ ও স্বজনপ্রীতি নেই। নাগরিকরা দেশের আইন মেনে চলে, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে।

[রা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]

ক. আইনসভা কী? ১
খ. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জন কেরির দেশে কোন ধরনের শাসন বিদ্যমান? এই শাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত "শাসনব্যবস্থা দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়"— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইনসভা বলে।

খ কোনো দেশে রাজা বা রানি উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও সেখানকার সরকার যদি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়, তাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Limited or Constitutional Monarchy) বলে। অধিকাংশ নিয়মতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক সরকারকাঠামো প্রকৃতিগত দিক থেকে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক, উভয় ধরনের সরকার কাঠামোতেই নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু থাকতে পারে। অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, মালয়েশিয়া, স্পেন প্রভৃতি রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামো রয়েছে। কিন্তু তাদের রাজা বা রানি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান।

গ জন কেরির দেশে গণতন্ত্র বিদ্যমান।

আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্র সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা। এর কারণ নিহিত রয়েছে গণতন্ত্রের সংজ্ঞার মধ্যে। গণতন্ত্র বলতে বোঝায়, এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ, সরকার গঠন ও তা পরিচালনা করতে পারে। বর্তমান বিশ্বের গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে জনগণের সম্মতি, বহুদলীয় ব্যবস্থা, নারী-পুরুষের বৈষম্যহীনতা, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, আইনের শাসন, দায়িত্বশীল ও জনকল্যাণমুখী সরকার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা সুশাসনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

উদ্দীপকে জন কেরির দেশে সামরিক হস্তক্ষেপ ও স্বজনপ্রীতি নেই। নাগরিকেরা দেশের আইন মেনে চলে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জনগণ অংশগ্রহণ করে। সেখানে আইনের শাসন বিদ্যমান। তাই বলা যায়, জন কেরির দেশে গণতন্ত্র বিদ্যমান। আধুনিক বিশ্বে জনকল্যাণমুখী শাসনে গণতন্ত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ঘ উদ্দীপকে শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। গণতন্ত্র বর্তমান সময়ের সবচেয়ে উপযোগী শাসনব্যবস্থা হবার পরও তা দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়।

গণতন্ত্র যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন আর সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক উচ্চশিক্ষিত বা উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন নাও হতে পারে, তাই গণতন্ত্রকে কট্টর সমালোচকরা উপহাস করে মূর্খ, অক্ষম ও অজ্ঞের শাসন বলে থাকেন। স্কটিশ দার্শনিক, ব্যঙ্গলেখক, প্রাবন্ধিক, ইতিহাসবিদ এবং শিক্ষক থমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle) গণতন্ত্রকে 'নির্বোধের রাজত্ব' বলে অভিহিত করেছেন।

গণতন্ত্রের একটি প্রধান সমস্যা হলো, অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না এবং জাতীয় সম্পদের অপচয় হয়। সরকারের পরিবর্তন হলে নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে অনীহা প্রকাশ করে। গণতন্ত্রের আরেকটি ক্ষতিকর দিক হলো, দল প্রথার কুফল। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র হচ্ছে দলীয় শাসন। এ কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, ভুল বোঝাবুঝি, অনৈক্য প্রভৃতির ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। এছাড়াও দলীয় কর্মীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। ফলশ্রুতিতে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। গণতন্ত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না বলে এতে শ্রেষ্ঠতর প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় না। উপর্যুক্ত আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায়, গণতন্ত্র এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা হলেও এর কিছু দোষ-ত্রুটি রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ 'ক' দেশে শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট জবাবদিহি করে এবং একটি কেন্দ্র থেকে সমগ্র দেশ পরিচালিত হয়। এর রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। এদিক থেকে 'খ' দেশের সাথে কিছুটা পার্থক্য আছে। 'খ' দেশে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বিভাজন করে দেয়া আছে। এর রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। *[ঢাকা কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সরকার কী? ১
খ. 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির' মূলকথা কী? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুই দেশের সরকারের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' রাষ্ট্রের সরকার অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকার অপেক্ষা জটিল প্রকৃতির— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্রের এমন রাজনৈতিক সংগঠন। যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ তথা শাসনকাজ পরিচালিত হয়।

খ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূলকথা হলো- প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে। শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সে সব আইনের ব্যাখ্যান এবং মামলায় প্রয়োগ করবে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত দুই দেশের সরকার অর্থাৎ, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পার্থক্য নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

এককেন্দ্রিক সরকারে সব ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে। এখানে ক্ষমতার কোনোরূপ সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্য একটিমাত্র সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও প্রদেশ ও অঙ্গরাজ্যগুলোর নিজস্ব সরকার থাকে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একক নাগরিকত্ব বিদ্যমান। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বৈত নাগরিকত্ব বিদ্যমান। এককেন্দ্রিক সরকারের আইনসভার প্রাধান্য থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে আইনসভার প্রাধান্য কম থাকে। এককেন্দ্রিক সরকারে সংবিধান লিখিত বা অলিখিত হতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধান অবশ্যই লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হতে হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' দেশে শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট জবাবদিহি করে এবং একটি কেন্দ্র থেকে সমগ্র দেশে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া এর রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়, যা এককেন্দ্রিক সরকারের অনুরূপ। অন্যদিকে 'খ' দেশে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বিভাজন করে দেওয়া হয়েছে এবং এর রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়। যা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অনুরূপ।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' রাষ্ট্রের সরকার অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকার অপেক্ষা জটিল প্রকৃতির— উক্তিটি সঠিক।

চলমান বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকৃতির সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন- গণতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক, রাষ্ট্রপতি শাসিত, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত, এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়, সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী, সামারিক, রাজতান্ত্রিক, ধর্মতান্ত্রিক প্রভৃতি। এসব সরকারের মধ্যে 'খ' রাষ্ট্রে বিদ্যমান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার জটিল প্রকৃতির হয়ে থাকে।

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তি যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। এ ধরনের সরকারে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে। এ ধরনের সরকারের গঠনপ্রণালি জটিল প্রকৃতির। এ যেন সরকারের ভিতর সরকার। ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ, ক্ষমতা বন্টন, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয়। সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর এটি দেখা যায় যে, আর্থিক বিষয়ে রাজ্যগুলোকে বিশেষভাবে কেন্দ্র নির্ভর করে রাখা হয়। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির কারণে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠে। ফলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে। অঙ্গরাজ্যগুলো নিজ নিজ বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন বলে এক অঙ্গরাজ্যের অধিবাসী অন্য অঙ্গরাজ্য গিয়ে বিপরীতমুখী আইনের সম্মুখীন হয়ে বিব্রত অবস্থায় পড়তে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের এসব জটিলতা চলমান বিশ্বের অন্যান্য সরকারের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়। উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' রাষ্ট্রে বিদ্যমান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকার অপেক্ষা জটিল প্রকৃতির।

প্রশ্ন ▶ ২৮ ছকটি দেখ এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. গণতন্ত্র কত প্রকার ও কী কী? ১

খ. সংসদীয় সরকার কী? ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে কোন বিভাগ হবে? উক্ত বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত বিভাগের স্থানে অপর দুটি বিভাগের সম্পর্ক লিখ। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্র দুই প্রকার— প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্র।

খ যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় সরকার বলে।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সরকার পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা থাকে আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রিসভার হাতে, প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মন্ত্রিসভার নেতা, সংগঠক ও সরকার প্রধান।

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত সরকারের অঙ্গটি হলো বিচার বিভাগ।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে ও নিরপরাধকে মুক্তি দেয় এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে, তাকে বিচার বিভাগ (Judiciary) বলে। যেকোনো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়সমূহ নিম্নরূপ:

প্রথমত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ, সৎ, সাহসী এবং দলীয় রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন ব্যক্তিদেরকে বিচারপতি পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতিই উত্তম। এক্ষেত্রে বিচারকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত একটি স্থায়ী কমিটির সুপারিশক্রমে শাসন বিভাগের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ করা জরুরি।

তৃতীয়ত, বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধান করা প্রয়োজন কেননা কার্যকালের স্থায়িত্ব নিশ্চিত থাকলে বিচারকরা নির্ভয়ে ও সততার সাথে বিচারকাজ সম্পাদন করতে পারেন।

চতুর্থত, বিচারকদের জন্য আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। ফলে তারা সৎ ও নির্লোভ থাকবে এবং হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না।

পঞ্চমত, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সময়মত বিচারকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

ষষ্ঠত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকা অত্যাবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীন বিচার বিভাগ আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তি অধিকার সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

ঘ সৃজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৯ ছকটি দেখ এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

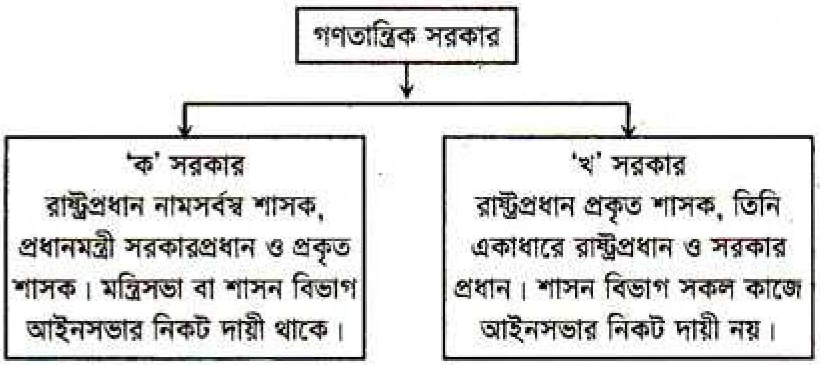

[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. বাংলাদেশ আইনসভার নাম কী এবং তা কতটি কক্ষ বিশিষ্ট? ১

খ. দায়িত্বশীল সরকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের সাথে 'খ' রাষ্ট্রের সরকারের পার্থক্য নির্দেশ করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের জন্য তুমি 'ক' অথবা 'খ' কোন ধরনের সরকারকে উপযোগী বলে মনে করো? কেন? ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ এবং তা এক কক্ষবিশিষ্ট।

খ দায়িত্বশীল সরকার বলতে এমন গণতান্ত্রিক সরকারকে বোঝায় যেখানে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

দায়িত্বশীল সরকারের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড জনকল্যাণে পরিচালিত হয় এবং জনগণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এই দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জনগণের সম্মতি, তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, বহু দলীয়ব্যবস্থা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, আইনের শাসন ইত্যাদি অন্যতম।

গ সৃজনশীল ৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০

'ক'	'খ'
সংবিধান সংশোধন করে	অধ্যাদেশ জারি করে
শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে	জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে
আলোচনা ও বিতর্ক করে	সামরিক সংক্রান্ত কাজ

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কী? ১

খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' ছকটি কোন বিভাগের কাজ নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' ছকটিতে কোন বিভাগের কার্যাবলি তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের আইনসভা যখন দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হয় তখন তাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে।

খ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

গ 'ক' ছকটি আইন বিভাগের কাজ নির্দেশ করছে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ অন্যতম। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের এ বিভাগটি সংবিধান সংশোধন, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ এবং আলেচনা ও বিতর্কসহ রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে। আইনসভা সংবিধান রচনা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করে থাকে। বাংলাদেশের সংবিধান জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে সংশোধন করা যায়। সংবিধান রচনার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৬ বার তা সংশোধন করা হয়েছে। আইসভা আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং শাসন বিভাগের প্রত্যাশিত আইনের প্রস্তাবকে অনুমোদন অথবা, নাকচ করার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া, আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কৌশল নির্ণয় প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভায় আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য 'ক' ছকে সংবিধান সংশোধন, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ এবং আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু এ কাজগুলো আইন বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়, সেহেতু বলা যায়, 'ক' ছকটি আইন বিভাগের কাজ নির্দেশ করছে।

ঘ 'খ' ছকটিতে শাসন বিভাগের কার্যাবলি নির্দেশিত হয়েছে।

শাসন বিভাগ আইনসংক্রান্ত কিছু কাজও করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সদস্যরা আইন প্রণয়নে সরাসরি অংশগ্রহণ করে থাকে। আবার, রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত এবং প্রয়োজনে আইনসভা ভেঙে দিতে পারেন। তার সম্মতি ছাড়া কোনো বিল আইনে পরিণত হয় না। আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকলে রাষ্ট্রপ্রধান জরুরি আইন বা অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করতে পারেন। 'খ' ছকে অধ্যাদেশ জারির কথা বলা হয়েছে।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কখনও চরম বিশৃঙ্খলা বা জটিলতা দেখা দিতে পারে। এরূপ জরুরি অবস্থা বা সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য শাসন বিভাগের প্রধান জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। এ অবস্থায় তিনি সংবিধানের কিছু ধারা সাময়িক স্থগিত রাখতে এবং কিছু মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারেন। 'খ' ছকে এ জরুরি অবস্থা ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শাসন বিভাগ সামরিক সংক্রান্ত কিছু কাজও করে থাকে। যেমন— যুদ্ধ পরিচালনা, সেনা কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদচ্যুত, সেনাবাহিনী সংগঠন ও পরিচালনা, সামরিক আইন জারি প্রভৃতি। 'খ' ছকে শাসন বিভাগের এ সামরিকসংক্রান্ত কাজের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'খ' ছকটিতে শাসন বিভাগের কার্যাবলি প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের একটি বিভাগ নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ আইন করে। এই বিভাগটি অর্থবছরের শুরুতে সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করে দেয়। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে বিভাগটি এ পর্যন্ত ১৬ বার সে দেশের সংবিধান সংশোধন করেছে। তবে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কাজে এ বিভাগের কোনো হাত নেই।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কী? ১

খ. আইন বিভাগ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির সাথে তোমার পঠিত সরকারের কোন বিভাগের সাদৃশ্য আছে? ৩

ঘ. তোমার পঠিত সরকারের বিভাগটির কার্যাবলি 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির থেকে অনেক ব্যাপক-বিশ্লেষণ করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনসভা যখন দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হয় তখন তাকে বলা হয় দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা।

খ সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ অন্যতম। আইনসভা প্রণীত আইনের আলোকেই একটি দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সরকারের সকল কাজে আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। আইনসভা শাসন বিভাগকে সংগঠন, সংসদীয় মন্ত্রিসভা গঠন এবং মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুতও করে থাকে। আইনসভা দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও বাতিল বা সংশোধনও করতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার ভূমিকা অপরিহার্য।

গ উদ্দীপকে 'ক রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির সাথে আমার পঠিত সরকারের আইন বিভাগের সাদৃশ্য আছে।

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ বা আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। আইনসভা প্রণীত আইনের আলোকেই একটি দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়। আইনসভা প্রণীত আইনকে বাস্তবায়িত করার জন্যই শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আইনসভার সদস্যগণ হলেন জনপ্রতিনিধি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা আইনসভা তুলে ধরেন। সরকারের সকল কাজে আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া সরকার আর্থিক কাজ সম্পন্ন করতে পারে না।

Teachingbd24.com

আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করে থাকে। আইনসভা দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও তা বাতিল বা সংশোধনও করতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'ক' রাষ্ট্রটিতে সরকারের একটি বিভাগ নারী ও শিশু পাচার আইন পাশ করে, এ পর্যন্ত বিভাগটি দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনে ১৬ বার সংবিধানে সংশোধন করেছে। উল্লিখিত কার্যক্রম দ্বারা আইন বিভাগকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ আমার পঠিত সরকারের বিভাগটির কার্যাবলি 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির থেকে অনেক ব্যাপক। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

আইন প্রণয়ন ছাড়াও আইনসভাকে আরো অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিচে আইনসভার কার্যাবলি তুলে ধরা হলো-

প্রথমত, আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমুন্নত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে।

দ্বিতীয়ত, আইনসভা সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনবোধে তা সংশোধন করে থাকে। স্বাধীনতা অর্জনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গণপরিষদ ১৯৭২ সালে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান' রচনা করে।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না।

চতুর্থত, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের সম্মতিক্রমেই রাষ্ট্রপতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেন।

পঞ্চমত, অসদাচরণের অভিযোগে আইনসভা যেকোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে।

ষষ্ঠত, সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন বিভাগের ভূমিকা, গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ৩২ মি. 'ক' আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির এমডি। তিনি তার সহকর্মীদের পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। তিনি তার সকল কাজে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নিকট জবাবদিহি করেন। ফলে তার প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। অন্যদিকে, মি. 'খ' অপর একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে কারও সাথে পরামর্শ করেন না এবং অন্যের পরামর্শ গ্রহণও করেন না। বরং নিজের মতামত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেন।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]

ক. এককেন্দ্রিক সরকার কী? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'মি. 'ক' এর আচরণ কোন শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. 'খ' এর আচরণ কোন শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? তুমি কি উক্ত শাসনব্যবস্থা সমর্থন কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এককেন্দ্রিক সরকার হলো এমন এক ধরনের সরকার যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকে।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচারকদের বাহ্যিক শক্তির চাপমুক্ত থেকে বিচারকার্য সম্পন্ন করার বাস্তব ক্ষমতাই হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ।

গ উদ্দীপকে মি. 'ক' এর আচরণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গণতন্ত্র বলতে এমন এক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ, সরকার গঠন ও তা পরিচালনা করতে পারে। আধুনিক গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয় জনগণের সম্মতিক্রমে। জনসমর্থন হারালে নির্বাচনে সরকারকে পরাজিত হতে হয়। সুতরাং, গণতন্ত্র হচ্ছে জনসম্মতিভিত্তিক শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্র নমনীয় শাসনব্যবস্থা। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এখানে নমনীয়তা গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়। গণতান্ত্রিক সরকার সর্বাঙ্গীন উন্নতির সহায়ক। বার্কারের মতে, 'গণতন্ত্র হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত সরকার।' আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হয় বলে এরূপ সরকার জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল বিষয়ে উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়। গণতান্ত্রিক সরকার জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বশীল প্রত্যেককে তার কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির এমডি মি. 'ক' তার সহকর্মীদের পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। তিনি তার সকল কাজে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নিকট জবাবদিহি করেন, যা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ মি. 'খ' এর আচরণ একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আমি সমর্থন করি না।

গণতন্ত্রের বিপরীতধর্মী শাসনব্যবস্থা হলো একনায়কতন্ত্র। একনায়কতন্ত্র এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা একনায়কের হাতে কুক্ষিগত থাকে। একনায়কতন্ত্রে বিপরীত মত সহ্য করা হয় না, শাসকের মতামতই চূড়ান্ত বিবেচিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'খ' এর ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়, তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে কারও সাথে পরামর্শ করেন না এবং অন্যের পরামর্শ গ্রহণও করেন না। বরং নিজের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেন, যা একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অনুরূপ।

একনায়কতন্ত্র গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে। একনায়ক জনগণের সম্মতির কোনো তোয়াক্কা করে না। একনায়কের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এখানে সহনশীলতার কোনো স্থান নেই। একনায়কতন্ত্রে সমস্ত ক্ষমতা নেতা ও দলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে জনগণের মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্ম নেয় না। একনায়কতন্ত্র প্রগতি বিরোধী। একনায়কতন্ত্র ভিন্ন মত ও আদর্শকে কঠোরভাবে দমন করে। একনায়কতন্ত্র সীমাহীন দুর্নীতির জন্ম দেয়। কারও নিকট জবাবদিহি করতে হয় না বলে একনায়ক দুর্নীতিতে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাধা পড়ে। একনায়কতন্ত্র এক ব্যক্তি ও এক দলের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। একনায়ক সংবিধান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। তারা খেয়াল খুশিমত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে থাকেন। একনায়কতন্ত্র সাম্যে বিশ্বাস করে না। স্বাধীনতার প্রতি একনায়কতন্ত্র শ্রদ্ধা পোষণ করে না। শাসকের পছন্দই একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তির যোগ্যতা বিচারে মাপকাঠি।

একনায়কতন্ত্রের উল্লিখিত ত্রুটিসমূহের কারণে এ শাসনব্যবস্থাকে আমি সমর্থন করি না।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র অভি সংসদ অধিবেশন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়ে উপস্থিত সংসদ সদস্যদের প্রাণবন্ত আলোচনা, নির্দিষ্ট প্রশ্নোত্তর, সারগর্ভ ভাষণ আগ্রহের সাথে শোনে। অভি এ অভিজ্ঞতা দেশের বাইরে 'ক' দেশে অবস্থানকারী তার বন্ধুকে বললে সে বলে, এদেশে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন এবং মন্ত্রীগণ তার নিকট দায়ী থাকেন।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ২

গ. অভির দেশে কোন ধরনের সরকার কাঠামো বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অভির দেশের সরকারব্যবস্থার সাথে 'ক' দেশের সরকার ব্যবস্থার পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইসভার নাম জাতীয় সংসদ।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের (আইন ও শাসন বিভাগ) হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের সত্যিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ।

গ অভির দেশে সংসদীয় সরকার কাঠামো বিদ্যমান।

যে শাসনব্যবস্থার শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে তাকে সংসদিয় বা মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকার বলে। এ সরকার ব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক অর্থাৎ আলঙ্কারিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা থাকে সরকার প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য সব কাজ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ীই করেন। জাতীয় নির্বাচনে আইসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। সে দলের আস্থাভাজন হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দপ্তর বণ্টন করেন। এ মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসনক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে।

উদ্দীপকে অভির দেশে দেখা যায়, সংসদ অধিবেশনে সংসদ সদস্যরা প্রাণবন্ত আলোচনা করে। নির্দিষ্ট প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং সদস্যদের সারগর্ভ ভাষণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। যা মন্ত্রিপরিষদশাসিত বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্য। অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, অভির দেশে মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ অভির দেশের সরকার ব্যবস্থা হলো সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা এবং 'ক' দেশের সরকার ব্যবস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার। এ দুই সরকার ব্যবস্থার মধ্যে বহুবিধ বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন-সংক্রান্ত সব ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ নিজেদের যাবতীয় কাজ ও নীতিনির্ধারণের জন্য আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকার বলে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রপতি সাধারণত কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে না বরং তার দায়বদ্ধতা জনগণের কাছে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ হলো সব ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। আর রাষ্ট্রপতি সরকারব্যবস্থার রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সংসদীয় সরকার তার যাবতীয় কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয়না। সংসদীয় সরকারব্যবস্থা স্থায়ীভাবে গঠিত নয় বরং যেকোনো সময় পরিবর্তিত হতে পারে। এ সরকার ব্যবস্থায় আইনসভাকে না জানিয়ে দেশের চরম সংকটকালেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এ ধরনের সরকারের বিভাগগুলো একত্রিত থাকে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সরকার ব্যবস্থা। এ সরকার ব্যবস্থায় দেশের চরম সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এছাড়া এ সরকারের বিভাগুলো পৃথক থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যকার বৈসাদৃশ্যগুলো ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি লিখ। ১

খ. দায়িত্বশীল সরকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' সরকারের সাথে 'খ' সরকারের পার্থক্য লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' সরকারের মধ্যে কোনটিকে তুমি শ্রেষ্ঠ বলবে? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় আব্রাহাম লিংকন বলেন, 'গণতন্ত্র হলো জনগণের কল্যাণের জন্য জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা।

খ দায়িত্বশীল সরকার বলতে এমন গণতান্ত্রিক সরকারকে বোঝায় যেখানে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

দায়িত্বশীল সরকারের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড জনকল্যাণে পরিচালিত হয় এবং জনগণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এই দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জনগণের সম্মতি, তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, বহু দলীয়ব্যবস্থা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, আইনের শাসন ইত্যাদি অন্যতম।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' সরকার হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার; আর 'খ' সরকার হচ্ছে একনায়কতান্ত্রিক সরকার।

'ক' সরকার অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত, একাধিক দলের উপস্থিতি রয়েছে, প্রচারমাধ্যমগুলো মুক্ত ও স্বাধীন। আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। এতে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। তাছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকায় কোনো ধরনের বিদ্রোহ বা বিপ্লবের

Teachingbd24.com

প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে, 'খ' সরকার অর্থাৎ, একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় সকল ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত থাকে। একটি মাত্র দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রচার মাধ্যমগুলো সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আইনসভার প্রকৃতি হয় অনেকটা প্রহসনমূলক। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় শাসক যুক্তি অপেক্ষা পেশিশক্তিতে বেশি বিশ্বাস করে। একনায়কতন্ত্র উগ্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। 'এক নেতা, এক জাতি, এক দেশ'- এটাই একনায়কতন্ত্রের মূলমন্ত্র।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' সরকারের মধ্যে আমি 'ক' সরকারকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।

'ক' সরকার হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত, একাধিক দলের উপস্থিতি রয়েছে, প্রচার মাধ্যমগুলো মুক্ত ও স্বাধীন। আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এখানে জনগণই হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণ নিজেরাই নিজেদের মধ্য থেকে সরকার নির্বাচন করে। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়। সরকারকে জনগণের সমর্থন নিয়েই ক্ষমতায় যেতে হয়। আবার জনগণের আস্থা বা সমর্থন হারালে সরকার ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়। জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। এতে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। তাছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকায় কোনো ধরনের বিদ্রোহ বা বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে, 'খ' সরকার হচ্ছে একনায়কতান্ত্রিক সরকার। এখানে সকল ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত থাকে। একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রচার মাধ্যমগুলো সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত থাকে। ফলে জনগণের বাকস্বাধীনতা থাকে না। আইনসভার প্রকৃতি অনেকটা প্রহসনমূলক হয়ে থাকে। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় শাসক যুক্তি অপেক্ষা পেশিশক্তিতে বেশি বিশ্বাস করে। জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকে না। কিন্তু সরকার গঠনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধন করা।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, 'খ' সরকারের চেয়ে 'ক' সরকার শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন ▶৩৫

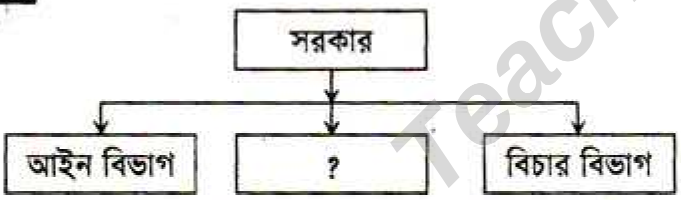

[বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ৭]

ক. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা কে? ১
খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বোঝ? ২
গ. '?' চিহ্নিত স্থানে যা বসবে তার কার্যাবলি আলোচনা করো। ৩
ঘ. 'ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়' -বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা হলেন ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচারকদের বাহ্যিক শক্তির চাপমুক্ত থেকে বিচারকার্য সম্পন্ন করার বাস্তব ক্ষমতাই হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ।

গ উদ্দীপকে (?) চিহ্নিত স্থানে সরকারের শাসন বিভাগ বসবে। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগ হলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ।

সরকারের যে বিভাগ আইনসভায় প্রণীত আইনকে বাস্তবায়ন করে তাকে শাসন বিভাগ বলে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত সাধারণ কর্মচারি পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের কাজের পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি শাসন বিভাগের কার্যাবলিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর ভাতা প্রদান, বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ ও প্রদান, প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন, অধ্যাদেশ প্রভৃতি প্রণয়ন করে থাকে। অর্থ ব্যয় করার পাশাপাশি এ বিভাগকে অর্থ সংগ্রহও করতে হয়। আইনসভার সম্মতিক্রমে শাসন বিভাগ সাধারণ কর ধার্য, সেবামূলক কাজ সম্পাদন এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে অর্থ সংগ্রহ ও তা ব্যয় করে থাকে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে। কেননা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য; এছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত এবং প্রয়োজনবোধে আইনসভা ভেঙেও দিতে পারেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাষ্ট্রপ্রধান জরুরি আইন বা অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করতে পারেন। এছাড়া আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়।

ঘ ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয় , কাম্যও নয়' কথাটি যথার্থ।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের সরকার কাঠামোয় তিনটি অপরিহার্য বিভাগ রয়েছে, যেগুলো সরকারের অঙ্গসংগঠন হিসেবে পরিচিত। সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এ তিনটি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বিভাগ তিনটি হলো— আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। সরকারের এ তিন বিভাগের কাজ সুনির্দিষ্ট ও পৃথক। যেমন-আইন বিভাগের কাজ আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন, আইন পরিবর্তন কিংবা বাতিল করা ও সংবিধান সংশোধন করা। শাসন বিভাগের কাজ হলো আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান করা। তেমনিভাবে বিচার বিভাগের কাজ হলো প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তি বিধানের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূলকথা হলো সরকারের তিনটি বিভাগ তাদের স্ব-স্ব কর্মের সাথে সম্পৃক্ত থেকে স্ব-স্ব গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজের ওপর হস্তক্ষেপ কিংবা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

গণতন্ত্রের জন্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অপরিহার্য। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি দ্বারা সরকারের তিন বিভাগের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব। এতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। সরকারের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই নীতি সরকারের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সরকারের সকল ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে না থেকে তিন বিভাগের মধ্যে বণ্টন হলে স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করা সম্ভব হয়। কিন্তু সরকারের তিনটি বিভাগ একেবারে আলাদা করা সম্ভব নয়। কারণ তিনটি বিভাগই তাদের কাজের জন্য পরস্পরের ওপর কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল । যেমন— যেখানে প্রেসিডেন্ট আইন বিভাগকে বাণী প্রেরণ করতে প্রভাবিত করতে পারেন, আইনসভার অনুমোদন ব্যতীত প্রেসিডেন্ট যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধি স্থাপন, শান্তি চুক্তি ইত্যাদি করতে পারেন না। আবার প্রেসিডেন্ট আইনসভার বিলে ভেটো দিতে পারে। এজন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি পুরোপুরি বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

অতএব উক্ত নীতিটি অর্থাৎ, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বাস্তবে পুরোপুরি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৬ রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান হলো সরকার। সরকার হলো রাষ্ট্রের মুখপাত্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরকার গঠন করে থাকে। রাষ্ট্র ভেদে সরকারের রূপ ও সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন হয়। নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র সকল শাসনব্যবস্থার মধ্যে সর্বোত্তম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। *[টিংগী সরকারি কলেজ ▌প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সরকার কাকে বলে? ১

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কী? ২

গ. সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কী কী? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র সকল শাসনব্যবস্থার মধ্যে সর্বোত্তম'— উক্তিটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার হলো রাষ্ট্রের এমন একটি সংগঠন যার মাধ্যমে আইন, বিধি প্রয়োগ ও শাসন কাজ পরিচালনা করা হয়।

খ কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামোতে একাধিক রাষ্ট্র বা প্রদেশ মিলে সরকার গঠন করা হয়। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ বিষয়সমূহ এবং অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতির উদাহরণ।

গ সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যে বহুবিধ বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন-সংক্রান্ত সব ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ নিজেদের যাবতীয় কাজ ও নীতিনির্ধারণের জন্য আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রপতি সাধারণত কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে না বরং তার দায়বদ্ধতা জনগণের কাছে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ হলো সব ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আবার, সংসদীয় সরকারব্যবস্থা সরকার তার যাবতীয় কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা স্থায়ীভাবে গঠিত নয় বরং যেকোনো সময় পরিবর্তিত হয়। এ সরকারব্যবস্থায় আইনসভাকে না জানিয়ে দেশের চরম সংকটকালে কিংবা জরুরি অবস্থা চলা কালেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এ ধরনের সরকারের বিভাগগুলো একত্রিত থাকে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সরকারব্যবস্থা। এ সরকারব্যবস্থায় দেশের চরম সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এছাড়া এ সরকারের বিভাগগুলো পৃথক থাকে।

উপরের আলোচনায় সংসদীয় সরকারব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যকার বৈসাদৃশ্যগুলো ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র সকল শাসনব্যবস্থার মধ্যে সর্বোত্তম'— উক্তিটি যথার্থ।

যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে গণতন্ত্র বলে। এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে জনগণের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের মত প্রকাশের ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে। এতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়। একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, সকলের স্বার্থরক্ষার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচনে মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ ঘটায়। এ শাসনব্যবস্থায় শাসকগণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নিকট দায়ী থাকে। তারা পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য জনস্বার্থমূলক কাজ করার চেষ্টা করে। ফলে দেশে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ শাসনব্যবস্থায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার ভোগ করে এবং সবাই সমানভাবে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। গনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই গণতন্ত্রে শক্তি প্রয়োগে বা জোর করে কিছু করার সুযোগ নেই বরং জনগণের ইচ্ছা এবং যুক্তি প্রাধান্য পায়। এ শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্যে জনগণ অংশগ্রহণ করায় তাদের জটিল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হয়। ফলে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া গণতন্ত্র অন্যান্য শাসনব্যবস্থার তুলনায় নমনীয় শাসনব্যবস্থা। এখানে জনগণ ইচ্ছা করলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন করে। ফলে বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতন্ত্র অন্যান্য সকল শাসনব্যবস্থার মধ্যে সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা।

প্রশ্ন ▶ ৩৭

[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ৮]

ক. বিশ্বে বিচারকদের কয় ধরনের নিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে? ১

খ. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে কী বুঝ? ২

গ. 'C' চিহ্নিত স্থানটি সরকারের যে অঙ্গকে নির্দেশ করছে তার কাজ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশে 'B' চিহ্নিত অঙ্গটি 'A' চিহ্নিত অঙ্গ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত— তুমি কী এক একমত? মতামত দাও। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বে বিচারকদের ৩ ধরনের নিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে।

খ গণতান্ত্রিক সরকারের একটি রূপ হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।

যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রপতি সাধারণত আইনসভার নিকট দায়ী থাকে না তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে। এ সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান। যে কারণে তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের উদাহরণ।

https://teachingbd24.com

গ 'C' চিহ্নিত স্থানটি সরকারের বিচার বিভাগকে নির্দেশ করছে। কেননা, নাবালকের সম্পত্তি রক্ষা করা বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তিপ্রদান করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বা ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই বিচার বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকে সরকারের এমন একটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে যা দেশের বিদ্যমান আইনসমূহ প্রয়োগ করে অপরাধীর দণ্ড বিধান করে। এখানে মূলত বিচার বিভাগের কথা বলা হয়েছে। আইন প্রয়োগ করা বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। বিচার বিভাগ রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে। বিচারকগণ যদি আইনসভা প্রণীত কিংবা প্রথাগত আইনের ভাষাকে অস্পষ্ট বা পরস্পরবিরোধী বলে মনে করেন তাহলে বিচার বিভাগ তার ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখে। প্রয়োজনে বিচারকগণ ন্যায়বোধ ও সুবিবেচনা প্রয়োগ করে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা নতুন আইন তৈরি করে মামলার নিষ্পত্তি করেন। বিচার বিভাগ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ করে। এছাড়াও বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, পরামর্শ দান, তদন্তসংক্রান্ত কাজ প্রভৃতি করে থাকে।

ঘ "বাংলাদেশে 'B' চিহ্নিত অঙ্গটি A চিহ্নিত অঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ, শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়" আমি এর সাথে একমত?

বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত তথা সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। এর মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ তাকে। অর্থাৎ, শাসন বিভাগের কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থার আইনসভা শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। আইনসভা আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং শাসন বিভাগের প্রত্যাশিত আইনের প্রস্তাবকে অনুমোদন অথবা নাকচ করার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগের ওপর আইনসভার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। এ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ অর্থাৎ, মন্ত্রিদেরকে তাদের কাজকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকতে হয়। আইনসভা বিভিন্ন উপায়ে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আইনসভা প্রশ্ন, মুলতুবি প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে আইনসভা অভিশংসনের মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ কর্তৃক বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই বলা যায়, সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থায় বাংলাদেশেও শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ অধ্যাপক কামাল সাহেব রংপুরের একটি খ্যাতনামা কলেজে পৌরনীতি ও সুশাসন পড়ান। তিনি শ্রেণিকক্ষে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পর্কে পাঠদান করেছিলেন। একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো স্যার এই নীতি কোথাও কী পুরোপুরি কার্যকর রয়েছে? কামাল সাহেব বললেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা এই নীতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে সেখানে এই নীতি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। সেখানে প্রয়োগ করা হয়েছে 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি'। *[চিংগী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. ক্ষমতা ও স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা কে? ১

খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বাস্তবায়িত না হয়ে যে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি কার্যকর হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো। ৩

ঘ. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এমনকি পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই পূর্ণ ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর করা হয়নি। উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের প্রবক্তা হলেন ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু।

খ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

সরকারের এ তিনটি বিভাগের প্রতিটির কাজ অন্য বিভাগের কাজ থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র হবে। প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তিতে প্রয়োগ করবে।

গ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অর্থ হলো সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্র বা আলাদাভাবে সংগঠিত করা এবং এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করা। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

ভারসাম্য নীতি বলতে বোঝায় সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে নির্দিষ্ট ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়ার পরে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থার সমতা রক্ষা করা। ভারসাম্য নীতির মূলকথা হলো সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে কোন বিভাগই অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী না হওয়া।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতির বাণী প্রেরণের মাধ্যমে, নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে এবং বিলে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অপরপক্ষে, কংগ্রেসের দ্বিতীয় পক্ষ সিনেট রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি অনুমোদনের মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার কংগ্রেস অভিশংসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে।

বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ মার্কিন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। আবার কংগ্রেস প্রণীত কোন আইন বা রাষ্ট্রপতির কোন সিদ্ধান্ত সংবিধানসম্মত না হলে সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করতে পারে।

এভাবে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বাস্তবে ভারসাম্য নীতি কার্যকর হয়েছে।

ঘ আপাতদৃষ্টিতে অনেকে মনে করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র সে সাক্ষ্য বহন করে না। দৃশ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইন বিভাগের ক্ষমতা কংগ্রেসের উপর, শাসন বিভাগের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের উপর এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট এবং অধঃস্তন আদালতের হাতে ন্যস্ত আছে। তারপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হয়নি।

বিদেশি কূটনৈতিক মিশনে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ, সন্ধি ও শান্তিচুক্তি এবং উচ্চপদে সরকারি কর্মচারি নিয়োগ প্রভৃতি শাসন বিভাগের এখতিয়ার হলেও তাতে সিনেটের সম্মতি প্রয়োজন। অপরদিকে, কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য প্রেসিডেন্টের সম্মতি অপরিহার্য। সংবিধানসম্মত না হলে কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইন

Teachingbd24.com

বা প্রেসিডেন্টের যে কোন সিদ্ধান্তকে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল ঘোষণা করতে পারে। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে ভাষণ দিতে পারেন। কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে ইমপেচমেন্টের মাধ্যমে অপসারণ করতে পারে। এরূপে তিনটি বিভাগের মধ্যে কার্যক্রমগত ব্যক্তিকে সম্পর্ক বিদ্যমান যা ক্ষমতার ভারসাম্য নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি। কারণ সে দেশে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মার্কিন সংবিধানে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পরিবর্তে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতিকে গ্রহণ করেছে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায় যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এমনকি পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই পূর্ণ ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ শোভনের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনীতিবিদগণ জনগণের নিকট দায়বন্ধ। সেখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি খুবই ইতিবাচক। বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন থাকার কারণে জনগণ ন্যায় বিচার পায়। *[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. সুশাসন কী? ১

খ. রাজনৈতিক জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে শোভনের রাষ্ট্রে কী শাসন ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা উন্নয়নের পূর্বশর্ত তুমি কি এ বিষয়ে একমত? নিরূপণ করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করে নাগরিকদের মঙ্গল সাধন নিশ্চিত করে যে শাসন তাকেই সুশাসন বলে।

খ রাজনৈতিক জবাবদিহিতা বলতে জনগণের কাছে রাজনীতিবিদদের দায়বদ্ধতাকে বোঝানো হয়।

সুশাসনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা। জবাবদিহিতার অভাবে রাজনৈতিক দলের নেতারা সরকার গঠন করে জনগণের সেবার পরিবর্তে জনগণকে শোষণ করে অঢেল সম্পত্তির মালিক হয়। কিন্তু রাজনৈতিক জবাবদিহিতার কারণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তথা— ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় সংসদের (আইন বিভাগ) কাছে এবং জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। ফলে তারা যেকোনো কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখে।

গ উদ্দীপকে শোভনের রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

গণতন্ত্র হলো জনগণের মতের ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। এ শাসনব্যবস্থায় জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে জনগণ সরাসরি অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার বাছাই ও পরিবর্তন করা হয়। আইনের শাসন, বহুদলীয় ব্যবস্থা, জনগণের প্রাধান্য ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ করাই গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি খুবই ইতিবাচক।

উপরে আলোচিত বিষয়গুলো ছাড়াও গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় রাজনীতিবিদগণ জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। এখানে বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি খুবই ইতিবাচক। সুতরাং বলা যায়, শোভনের রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উন্নয়নের পূর্বশর্ত— এ বিষয়ে আমি একমত।

গণতন্ত্র হলো স্থায়ী শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক বা সরকারের পতন ঘটলেও শাসনব্যবস্থা ও সরকারব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। গণতন্ত্রের লক্ষ্য হলো মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা। গণতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস জনগণ। জনগণের রায়ে বা ভোটে নির্বাচিত সরকার গণতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় শাসনভার গ্রহণ করে। ব্যক্তি স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। গণতন্ত্রে আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এ কারণে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার নিকট শাসন বিভাগকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। যার ফলে দেশের উন্নয়ন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

গণতন্ত্রে আইনের শাসন এক অপরিহার্য বিষয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। গণতন্ত্রে সাফল্যের জন্য বিরোধী দলকে প্রয়োজনীয় মনে করে তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করা হয়। গণতন্ত্রে প্রচার মাধ্যমগুলো স্বাধীন ও মুক্ত থাকে। এগুলোর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ খুব অল্প পরিমাণই লক্ষ করা যায়, যা রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ গণতন্ত্র উন্নয়নের পূর্বশর্ত।'

প্রশ্ন ▶ ৪০ আরমানের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। এ রাষ্ট্রের সরকার গঠনে আইনসভার সদস্যরা ভূমিকা রাখে। আইনসভার সদস্যরা সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। *[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে আরমানের রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আরমানের রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সরকারের জবাবদিহিতার কৌশল বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্র হলো জনগণের মতের ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।

খ মৌলিক অধিকার হলো নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যক্তির জন্য যেসব অপরিহার্য শর্তাবলি যা দেশের সংবিধান হতে প্রাপ্ত এবং সকলের জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আর মানবাধিকার হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, রাজনৈতিক মতামত পদমর্যাদা নির্বিশেষে জাতিসংঘ যেসব অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করেছে। মৌলিক অধিকারের পরিধি নিজ রাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানবাধিকারের পরিধি বিশ্বব্যাপী। মৌলিক অধিকার একেক রাষ্ট্রে একেক রকম। আর জাতিসংঘের সদস্য সকল রাষ্ট্রে একই ধরনের মানবাধিকার অনুসৃত হয়।

গ উদ্দীপকের আরমানের রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

সংসদীয় সরকার বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে দেশের শাসন ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত থাকে। এ সরকারব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকে। তিনি মন্ত্রিসভা ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। পার্লামেন্ট বা আইনসভার মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ দেওয়া হয় বলে একে পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় সরকার বলা হয়। এই সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই সরকারপ্রধান। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের নিকট জবাবদিহি করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আরমানের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। এ রাষ্ট্রের সরকার গঠনে আইনসভার সদস্যরা ভূমিকা রাখে। আইনসভার সদস্যরা সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকেন। যা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের আরমানের রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সরকারের জবাবদিহিতার কৌশল নিচে আলোকপাত করা হলো-

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে আইনসভার নিয়ন্ত্রণে রেখে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। আইনসভা আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং শাসন বিভাগের প্রত্যাশিত আইনের প্রস্তাবকে অনুমোদন অথবা নাকচ করার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় পরোক্ষভাবে এ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগের ওপর আইনসভার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। এ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ অর্থাৎ, মন্ত্রীদেরকে তাদের কাজকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকতে হয়। আইনসভা বিভিন্ন উপায়ে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আইনসভা প্রশ্ন, মুলতুবি প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে আইনসভা অভিশংসনের মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে শাসন বিভাগকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে আইনসভা সামর্থ্য হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আরমানের রাষ্ট্রের শাসন বিভাগকে আইনসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৪১

[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ৭]

ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী এবং তা কতটি কক্ষ বিশিষ্ট? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ২

গ. সরকারের শাসন বিভাগ সংগঠনের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা কোন সরকারের যোগ্যতা বিচার করার অধিকতর মানদণ্ড আর নেই"— উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ এবং তা এক কক্ষবিশিষ্ট।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের (আইন ও শাসন বিভাগ) হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের সত্যিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ।

গ রাষ্ট্রের শাসনকাজ পরিচালনার দায়িত্ব যে বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে শাসন বিভাগ বলে। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করাই শাসন বিভাগের কাজ। নিচে শাসন বিভাগের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারি কর্মচারিদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর প্রদান, বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ ও প্রদান, প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন, অধ্যাদেশ প্রভৃতি প্রণয়ন করে থাকে। বর্তমান সময়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে এবং অন্য দেশ কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে নিজে দেশে গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সদস্যপদ গ্রহণ ও সেখানে নিজ দেশের প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এসব কাজকে কূটনৈতিক বা পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কাজ বলে। যুদ্ধ ঘোষণার বিষয়টি অনেক সময় আইন বিভাগের সম্মতির ওপর নির্ভর করলেও যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব এককভাবে শাসন বিভাগের। অনেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিদেরকে নিয়োগ করে থাকেন। বিচারালয় কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা প্রদর্শন, কিংবা তার দণ্ড হ্রাস করতে পারেন। এছাড়া শাসন বিভাগ অর্থসংক্রান্ত, জনকল্যাণমূলক, জনমত গঠন, জাতিকে বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্ব দেওয়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে। সর্বোপরি রাষ্ট্রের যেকোনো নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা শাসন বিভাগের অন্যতম কাজ।

ঘ "বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা কোনো সরকারের যোগ্যতা বিচার করার অধিকতর মানদণ্ড আর নেই" উক্তিটি যথার্থ।

বিচার বিভাগ প্রতিটি রাষ্ট্রে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্রীয় আইনের বৈশিষ্ট্য হলো এটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হয়। বিচারের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব করে না। তাই রাষ্ট্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচারকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে বিচারকগণ অনেক সময় প্রচলিত আইন যথেষ্ট স্পষ্ট নয় বলে মনে করেন। অস্পষ্ট আইন থাকলে অনেক সময় নিরপরাধ ব্যক্তিও শাস্তি পেয়ে যেত। বিচারকগণ আইনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন আইন সৃষ্টি করে এবং আইনের শাসনকে সুনিশ্চিত করে। বিচার বিভাগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে নাগরিক বিচার বিভাগের শরণাপন্ন হতে পারে। কোনো নাগরিক যদি মনে করে নিম্ন বা অধস্তন আদালতের রায়ে তিনি সন্তুষ্ট নন তবে তিনি উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারেন। বিচার বিভাগের এ ধরনের আপিল ক্ষমতাও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। বিচার বিভাগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় ভূমিকা পালন করে। তবে অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এমন নাগরিকের হয়তো আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার মতো অবস্থা বা সামর্থ্য নেই। কিন্তু গণমাধ্যমে এ ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হলে বিচার বিভাগ স্বপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করে থাকে। এ ধরনের রুল বা আদেশ জারিকে সুয়োমোটো রুল বলে আখ্যায়িত করা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা কোনো সরকারের যোগ্যতা বিচার করার অধিকতর মানদণ্ড আর নেই।

প্রশ্ন ▶ ৪২

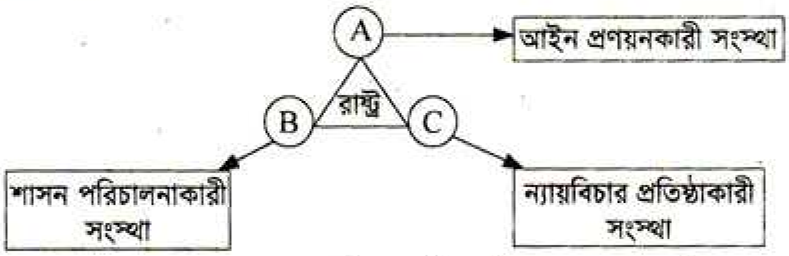

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ▌ প্রশ্ন নং ২]

ক. বাংলাদেশের বিচার বিভাগ কত সালে স্বাধীনতা লাভ করে? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কেন প্রয়োজন? ২

গ. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় উদ্দীপকের A চিহ্নিত সংস্থাটির কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর একটি রাষ্ট্র A, B দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

https://teachingbd24.com

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের বিচার বিভাগ স্বাধীনতা লাভ করে ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর।

খ গণতান্ত্রিক আদর্শ সুরক্ষা করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রতি মুহূর্তে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে আইন ও শাসন বিবাগ অন্যান্য শক্তির প্রভাব, হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করার স্বাধীনতাকে বুঝায়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্রীয় জীবনের ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকার এবং জুলুম ও স্বেচ্ছাচারমূলক অবস্থা প্রতিরোধ করতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খুবই প্রয়োজন। রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্ত রাখতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আবশ্যক। স্বাধীন বিচার বিভাগ সংবিধানের রক্ষাকবচ ও অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

গ উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত সংস্থাটি সংসদীয় সরকারব্যবস্থার রাষ্ট্র পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ছকের 'A' অংশ দ্বারা মূলত সরকারের আইন বিভাগের কথা বলা হয়েছে। কেননা, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের কাজটি আইন বিভাগই করে থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনায় এ বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা হয়। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমুন্নত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে থাকে। আইনসভা শাসন পরিচালনার নীতি নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইনসভা সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনবোধে তা সংশোধন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আইনসভা কিছু কিছু বিচার সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। যেমন: অসদাচরণের অভিযোগে এটি যেকোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ, মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভা সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বিতর্ক ও আলোচনা, নিন্দা প্রস্তাব আনয়ন, মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া নির্বাচন সংক্রান্ত জনমত গঠনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এটির অবদান রয়েছে। তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায় আইন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি একটি রাষ্ট্রে 'A' বিভাগ দ্বারা 'B' বিভাগ নিয়ন্ত্রিত হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

উদ্দীপকে 'B' চিহ্নিত বিভাগটি শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে যা শাসন বিভাগের অনুরূপ। আর 'A' চিহ্নিত সংস্থাটি আইন প্রণয়ন করে যা আইন বিভাগের অনুরূপ। সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণে বিষয়টি আইন বিভাগের দ্বারা কার্যকর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীসভাকে শাসন সংক্রান্ত সকল কাজের জন্য সংসদের কাছে দায়ী থাকতে হয়। সরকার সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সংসদ সরকারের যেকোনো ভালো কাজের যেমন প্রশংসা করতে পারে তেমনি সরকারের যেকোনো মন্দ কাজের সমালোচনাও করতে পারে। সরকারের সকল শাসন সংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। সংসদ মুলতুবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন বা অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সংসদ সদস্যের আস্থা হারালে যেকোনো মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ অর্থ হলো সম্পূর্ণ মন্ত্রীসভার পদত্যাগ। ঐ অবস্থা হলে দেশে আবার নতুন করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত বিভাগ 'B' চিহ্নিত বিভাগকে অর্থাৎ, আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ জনাব হাবিবুর রহমান বাংলাদেশ সরকারের এমন একটি সংস্থার সদস্য ছিলেন যিনি তার সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে অবৈধ ঘোষণা করেন। তিনি স্বাধীনচেতা, নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। মানুষের মৌলিক অধিকার বলবৎ এবং তার সংস্থাটিকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।

[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. পৃথিবীতে কয় ধরনের আইনসভা দেখা যায়? ১

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে হাবিবুর রহমান কোন সংস্থার সদস্য বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সংস্থাটির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হাবিবুর রহমান সাহেব কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং বর্তমান সময়েও তা সম্ভবপর বলে তুমি মনে করো? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীতে ২ ধরনের আইনসভা দেখা যায়।

খ কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামোতে একাধিক রাষ্ট্র বা প্রদেশ মিলে সরকার গঠন করা হয়। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ বিষয়সমূহ এবং অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতির উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে হাবিবুর রহমান বিচার বিভাগের সদস্য বলে আমি মনে করি।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে ও নিরাপরাধকে মুক্তি দেয় এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। বিচার বিভাগ জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব হাবিবুর রহমান এমন একটি সংস্থার সদস্য ছিলেন যে, তার সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে অবৈধ ঘোষণা করেন। মানুষের মৌলিক অধিকার বলবৎ করায়ও তিনি কাজ করে। এটি দ্বারা বোঝা যায়, তিনি বিচার বিভাগের একজন বিচারক ছিলেন। কেননা, জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত। এছাড়া আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন যদি সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে বিচার বিভাগ তাকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারেন। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন অস্পষ্ট হলে বিচার বিভাগ তার সুবিবেচনার ওপর ভিত্তি করে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাই বলা যায়, হাবিবুর রহমান বিচার বিভাগের সদস্য।

https://teachingbd24.com

ঘ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় হাবিবুর রহমান সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন এবং বর্তমান সময়েও তা সম্ভবপর বলে আমি মনে করি।

যেকোনো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করা। উদ্দীপকের হাবিবুর রহমান আইন বিভাগের প্রভাবমুক্ত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি। এ থেকে বোঝা যায় তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমান সময়েও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব। সেজন্য যেসব ব্যবস্থা নিতে হবে তা নিম্নরূপ-

প্রথমত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ, সৎ, সাহসী এবং দলীয় রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন ব্যক্তিদেরকে বিচারপতি পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতিই উত্তম। এক্ষেত্রে বিচারকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত একটি স্থায়ী কমিটির সুপারিশক্রমে শাসন বিভাগের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ করা জরুরি।

তৃতীয়ত, বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধান করা প্রয়োজন। কেননা, কার্যকালের স্থায়িত্ব নিশ্চিত থাকলে বিচারকরা নির্ভয়ে ও সততার সাথে বিচারকাজ সম্পাদন করতে পারেন।

চতুর্থত, বিচারকদের জন্য আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। ফলে তারা সৎ ও নির্লোভ থাকবে এবং হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না।

পঞ্চমত, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সময়মত বিচারকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

ষষ্ঠত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকা অত্যাবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীন বিচার বিভাগ আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তি অধিকার সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ শ্রেণীকক্ষে আইনসভা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বিষয় শিক্ষক। তিনি বলেন, একটি দেশের আইনসভার সদস্যদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে শাসন বিভাগের সাফল্য। তাই গণতান্ত্রিক ও উন্নয়নমূখী রাষ্ট্রে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম।

[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর | প্রশ্ন নং ৫]

ক. আইনসভা কী? ১

খ. আইনসভা কত প্রকার ও কী কী? ২

গ. আইনসভার শাসন সংক্রান্ত কাজ ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩

ঘ. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার ভূমিকা বর্ণনাপূর্বক দেখাও যে, জনকল্যাণে আইনসভার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বা আইনসভা বলে।

খ গঠন কাঠামোর দিক থেকে আইনসভা দুই প্রকার। যথা: এককক্ষ বিশিষ্ট এবং দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা।

কোনো দেশের আইনসভা যখন কেবল একটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হয় তখন তাকে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলা হয়। যেমন বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। আবার কোনো দেশের আইনসভা দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হলে তাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট।

গ আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন করা ছাড়াও আরো কিছু কাজ করে থাকে। আইনসভার এমন দুটি কাজ হলো শাসন সংক্রান্ত কাজ এবং শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ।

আইনসভা অনেক দেশেই কিছু কিছু শাসন সম্পর্কিত কাজও করে থাকে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের সম্মতিক্রমেই সে দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে থাকেন। সিনেটের অনুমোদন ছাড়া সন্ধি, চুক্তি, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করা সে দেশের প্রেসিডেন্টের পক্ষে সম্ভব নয়।

আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। আইনসভা সাধারণত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বিতর্ক ও আলোচনা, নিন্দা প্রস্তাব আনয়ন, মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনাস্থা প্রস্তাব পাস কবরে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ঘ আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার ভূমিকা ব্যাপক এবং বিস্তৃত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার কার্যাবলি ও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় জণকল্যাণেও আইনসভার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। প্রয়োজনে প্রচলিত আইন পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধন করে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভা জনমতের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ফলে আইনসভার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোতে জনমতের প্রতিফলন ঘটে এবং জনস্বার্থ রক্ষিত হয়। আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের রক্ষক হিসেবে সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে। এতে করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

আইনসভা শিক্ষা, প্রশাসন, কৃষি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে শাসন বিভাগকে জনকল্যাণকামী নীতি নির্ধারনে নির্দেশ দেয়। আইনসভা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা নিন্দা প্রস্তাব, মুলতবি প্রস্তাব প্রভৃতি পদ্ধতির মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে শাসন বিভাগ স্বেচ্ছাচারি হতে পারে না। ফলে নাগরিক অধিকার রক্ষা পায়। আইনসভায় বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। এসব তর্ক-বিতর্ক প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হলে জনগণ এসব মূল্যায়ন করে তাদের পছন্দ অনুযায়ী জনমত গঠন করতে পারে। পাশাপাশি আইনসভার কার্যক্রম দ্বারা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। আইনসভা সরকারের সাথে জনগণের সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইনসভার সদস্যগণ স্ব-স্ব এলাকার জনগণের অভাব, অভিযোগ, মতামত সরকারের কাছে তুলে ধরে। সরকার এ সকল দাবি-দাওয়া, মতামত আমলে নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে জনগণের স্বার্থ সম্বলিত জাতীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক যে কাজসমূহ সম্পাদন করে তার মধ্যদিয়ে জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হয়। সুতরাং বলা যায়, জনকল্যাণে আইনসভার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ নিচের ছকটির দেখ ও উত্তর দাও:

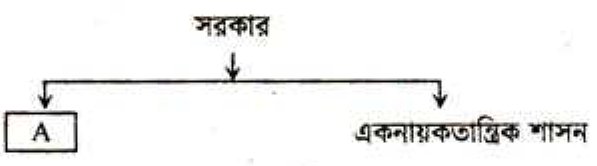

[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর | প্রশ্ন নং ৬]

Teachingbd24.com

ক. গণতন্ত্রের সংজ্ঞতা দাও। ১
খ. গণতন্ত্র কয় প্রকার ও কি কি? ২
গ. 'A' চিহ্নিত স্থানের উপযুক্ত বিষয়টি কি? একনায়তন্ত্রের সাথে এ 'A' শাসনটি পরস্পর বিরোধী— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত শাসনের 'A' চিহ্নিত শাসনব্যবস্থাটির সফলতার পূর্বশর্তগুলি মূল্যায়ন করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাবন ব্যবস্থা।

খ গণতন্ত্রে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এক্ষেত্রে জনগণ সরাসরি অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য ভিত্তি করে গণতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র, ২. পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র।

গ 'A' চিহ্নিত স্থানে উপযুক্ত বিষয়টি হলো গণতন্ত্র। একনায়কতন্ত্রের সাথে 'A' শাসন অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক শাসন পরস্পর বিরোধী— কথাটি সঠিক।
গণতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে, একনায়কতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে, একজন ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে এবং অবাধে একচেটিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে। গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। কিন্তু, একনায়কতন্ত্র হলো এক ব্যক্তি বা দলের শাসন। এখানে এক ব্যক্তি বা দলীয় চক্র সকল ক্ষমতার উৎস। গণতন্ত্রের ব্যক্তিই প্রধান। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত। পক্ষান্তরে একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রই চরম চূড়ান্ত। এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোনো স্থান নেই। গণতন্ত্রে আইনসভা সার্বভৌম। এ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে আইনসভা একটি প্রহসনমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এখানে একনায়কই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন। গণতান্ত্রিক শাসন জনসম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একনায়কতন্ত্র বল প্রয়োগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে। কিন্তু, একনায়কতন্ত্রে ক্ষমতাসীন একটিমাত্র দল ছাড়া অন্য সকল দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলেও একনায়কতন্ত্রে গণমাধ্যমের উপর কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়।
ওপরের তুলনামূলক আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শাসনব্যবস্থা।

ঘ উদ্দীপকে 'A' চিহ্নিত শাসনব্যবস্থাটি হলো গণতন্ত্র। বর্তমান যুগে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়।

গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং গণতান্ত্রিক চেতনা। গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ চর্চা করার মাধ্যমে দীর্ঘ পরিক্রমায় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার গণতন্ত্রের সফলতার পূর্বশর্ত। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী মানুষের অধিকার, কর্তব্য, গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন থাকে ফলে গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়নের জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, পেশা নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল এবং সৎ ও দক্ষ নেতৃত্ব গণতন্ত্রের সফলতার জন্য আবশ্যক। সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল জনগণের মধ্যে সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির শিক্ষার প্রসার ঘটায়। সৎ ও দক্ষ নেতৃত্ব জনকল্যাণ ও জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে জাতিকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আইনের শাসন গণতন্ত্রের সফলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে একদিকে যেমন অপরাধীরা অপরাধ করে পার পায় না, তেমনি বিনা অপরাধে শাস্তিও ভোগ করে না।

ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়াও সুষ্ঠু জনমত, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পর মত সহিষ্ণুতা, জনগণের সজাগ দৃষ্টি, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ও গণতন্ত্রের সফলতার শর্ত হিসেবে বিবেচিত।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ রায়হানের দেশে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতার কোন বণ্টন নেই। সেখানে সকল সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নং ১১]

ক. এরিস্টটলের মতে সরকারের বিকৃত রূপ কোনটি? ১
খ. গণভোট বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সরকারের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ধরনের সরকার সহায়ক? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এরিস্টটলের মতে সরকারের বিকৃত রূপ হলো গণতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র।

খ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো গণভোট। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রে যখন দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি হয় তখন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে গণভোটের মাধ্যমে প্রকৃত জনমত প্রতিফলিত হয়। যেমন— ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগের বিষয়ে ব্রিটেনে দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি হলে ২০১৬ সালের ২৩ জুন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আবার হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ বাংলাদেশে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

গ সৃজনশীল ১০ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ রায়হানের সরকারব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়।

এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপরিচালনার সকল ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকে। স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, স্থানীয় সরকারের কাজের ক্ষেত্রে কোনো স্বাধীনতা থাকে না। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার কোনো বণ্টন না থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত থাকে। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে না। তাই স্থানীয় নেতৃত্বও গড়ে ওঠে না।

এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার আমলাদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। আমলাদের মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ তেমন প্রয়োজন হয় না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা মোটেই সহায়ক নয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪৭ সরকারের যাবতীয় নিয়ম, বিধি, আইন প্রণয়ন করে 'ক' নামের প্রতিষ্ঠান। প্রয়োজনে এসব নিয়ম, বিধি ও আইনের পরিবর্তন ও সংশোধনও করে থাকে। এ সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদনে প্রতিষ্ঠানটি সার্বভৌম। সরকারের আরো অনেক কাজ করে এই প্রতিষ্ঠান।

[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]

ক. আইন কী? ১

খ. স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করো। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন হলো সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুন যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ স্বাধীনতার অন্যতম দুটি রক্ষাকবচ হলো আইন ও সাম্য।

আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে তোলে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা সবার নিকট উপভোগ্য হয়ে ওঠে। আবার স্বাধীনতা ভোগের জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়। কেননা, স্বাধীনতা ও সাম্য একে অপরের সহায়ক ও পরিবাহক। সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না।

গ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের আইন বিভাগের মিল খুঁজে পাই।

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। আইনসভা প্রণীত আইনের আলোকেই একটি দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়। আইনসভা প্রণীত আইনকে বাস্তবায়িত করার জন্যই শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আইনসভার সদস্যগণ হলেন জনপ্রতিনিধি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা আইনসভায় তুলে ধরেন। সরকারের সকল কাজে আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া সরকার আর্থিক কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। আইনসভা শাসন বিভাগকে সংগঠন করে, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুতও করে থাকে। আইনসভা দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও তা বাতিল বা সংশোধনও করতে পারে।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, প্রতিষ্ঠানটি সরকারের যাবতীয় নিয়ম, বিধি ও আইন প্রণয়ন করে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনে এসব নিয়ম, বিধি ও আইনের পরিবর্তন ও সংশোধন করে থাকে, যা আইন বিভাগের কাজের অনুরূপ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি হলো আইন বিভাগ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ, আইন বিভাগের কার্যক্রম ব্যাপক।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'ক' নামক প্রতিষ্ঠানটি সরকারের যাবতীয় নিয়ম-বিধি ও আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনে এগুলো পরিবর্তন ও সংশোধন করে। এখানে মূলত সরকারের আইন বিভাগের কথাই বলা হয়েছে। কেননা, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন এবং তা পরিবর্তন ও সংশোধনের কাজটি আইন বিভাগই করে থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনা এ বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমুন্নত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে থাকে। আইনসভা শাসন পরিচালনার নীতি নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইনসভা সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনবোধে তা সংশোধন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসন সংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আইনসভা কিছু কিছু বিচারসংক্রান্ত কাজ করে থাকে। যেমন- অসদাচরণের অভিযোগে এটি যেকোনো সংসদের সদস্য পদ বাতিল করতে পারে। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ, মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভা সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বিতর্ক ও আলোচনা, নিন্দা প্রস্তাব আনয়ন, মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়া নির্বাচন সংক্রান্ত জনমত গঠনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এটির অবদান রয়েছে। উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায় আইন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৪৮

১ নং চিত্র

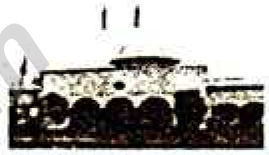

২ নং চিত্র

৩ নং চিত্র

[সরকারি শাহ্ সুলতান কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৮]

ক. জাতীয় সংসদের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ১ নং চিত্রের বিভাগটির কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ১ নং চিত্রের বিভাগ ২নং চিত্রের বিভাগের ৩নং চিত্রে পরিণত হয়েছে— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো National Parliament।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের (আইন ও শাসন বিভাগ) হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের সত্যিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ।

গ উদ্দীপকের ১নং চিত্রটি বাংলাদেশের আইনসভার, যা আইন বিভাগকে নির্দেশ করে।

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইনসভা বা আইন বিভাগ বলে। এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা।

আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমুন্নত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে থাকে। আইনসভা শাসন পরিচালনার নীতি নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইনসভা সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনে তা সংশোধন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা

Teachingbd24.com

হয় না। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আইনসভা বিচার সংক্রান্ত কাজও করে থাকে। অসদাচরণের অভিযোগে আইনসভা যেকোনো সংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে। আইনসভা সাধারণ প্রশ্ন, বিতর্ক ও আলোচনা, নিন্দা প্রস্তাব আনয়ন, মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

গ উদ্দীপকে ১নং চিত্রে আইন বিভাগ এবং ২নং চিত্রে বিচার বিভাগকে বোঝানো হয়েছে। বিচার বিভাগ যখন আইন প্রয়োগ করে কোনো রায় দেয় তা একটি সীল দিয়ে বাস্তবায়ন করে, যা ৩নং চিত্রে বোজানো হয়েছে।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আইন বিভাগ প্রণীত আইনসমূহকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অপরাধীর দণ্ড বিধান করে থাকেতাকে বিচার বিভাগ বলে অভিহিত করা হয়। বিচার বিভাগ সরকারের অঙ্গ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকের ৩নং চিত্রে বিচার বিভাগের আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে। বিচার বিভাগের মুখ্য দায়িত্ব হলো দেশের প্রচলিত আইন লঙ্ঘনকারীর আইনানুসারে বিচার এবং অপরাধীদের শাস্তি বিধান। অর্থাৎ, আইনের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ করাই হলো বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে আইন শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্রবহৃত হয়। আইন বলতে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত ছাড়াও শাসনতান্ত্রিক আইন, প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতি সবকিছুই বোঝায়। তাছাড়া আইনব যেখানে সুস্পষ্ট নয়, সেখানে বিচারকগণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দ্বারা বিচারকার্য সম্পাদিত হয়। এভাবে বিচার বিভাগ অপরাধীকে শাস্তি প্রদান ও নিরপরাধীকে মুক্তি দেওয়অর মধ্য দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং আইনের বাস্তবায়ন করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ বিচার বিভাগের মধ্য দিয়েই হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রের ক্রম ও পরিণতি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ মি. রহিমের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ। কেননা, দেশটি জনমত দ্বারা পরিচালিত হয়। অপরদিকে, মি. ডনের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী নয়, যদিও আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ স্বাধীন রয়েছে। তবে তার দেশ জাতীয় সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

[স্কলার্স হোম, সিলেট। প্রশ্ন নং ৫]

ক. সরকার কী? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. রহিমের দেশের সরকার ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, মি. রহিমের দেশ অপেক্ষা মি. ডনের দেশের সরকার ব্যবস্থা উত্তম? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার হচ্ছে সার্বভৌম রাষ্ট্রের এমন সংগঠন, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন, বিধি প্রয়োগ ও শাসন কাজ পরিচালিত হয়।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচারকদের বাহ্যিক শক্তির চাপমুক্ত থেকে বিচারকার্য সম্পন্ন করার বাস্তব ক্ষমতাই হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ।

গ উদ্দীপকের মি. রহিমের দেশে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদশাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে। এ সরকারব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক অর্থাৎ আলঙ্কারিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা থাকে সরকার প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য সব কাজ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ীই করেন। জাতীয় নির্বাচনে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। সে দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দপ্তর বণ্টন করেন। এ মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসনক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা তথা সরকার পদত্যাগ করবে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করেন। শাসন বিভাগ এভাবে আইনসভার কাছে দায়ী থাকে বলে এই সরকারকে দায়িত্বশীল সরকারও (Responsible Government) বলা হয়।

উদ্দীপকের মি. রহিমের দেশে দেখা যায়, সরকারপ্রধানসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এ বৈশিষ্ট্যটি মন্ত্রিপরিষদ শাসিত অর্থাৎ সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। আইন পরিষদের প্রাধান্য মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের আস্থাভাজন থেকেই শাসনকার্য পরিচালনা করে। অতএব বলা যায়, মি. রহিমের দেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫০ মিথিলা ও মৃদুলা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করছিল। মিথিলা বলল, 'আইনসভা আইন প্রণয়ন করলেও তার বাস্তবায়ন করে অন্য একটি বিভাগ। বিভাগটি সরকারের অন্য দুটি বিভাগ হতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সরকার বলতে আমরা মূলত উক্ত বিভাগকেই বুঝে থাকি। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সরকারের বিভাগগুলোর নাম লিখ? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে মিথিলার বক্তব্যে যে বিভাগের ইঙ্গিত আছে উদ্দীপকের আলোকে তার সম্পর্কে আলোচনা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, উক্ত বিভাগের কাজ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে? উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের বিভাগ তিনটি। যথা— ১. আইন বিভাগ ২. বিচার বিভাগ ৩. শাসন বিভাগ

খ গণতান্ত্রিক আদর্শ সুরক্ষা করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রতি মুহূর্তে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। জুলুম ও স্বেচ্ছাচারমূলক অবস্থা প্রতিরোধ করতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য। শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ বিচার এবং রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা শান্ত রাখতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আবশ্যক। স্বাধীন বিচার বিভাগ সংবিধানের রক্ষাকবচ ও অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। তাই সর্বাগ্রে বিচার বিভাগর স্বাধীনতা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে মিথিলার বক্তব্যে সরকারের শাসন বিভাগ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সরকারের যে বিভাগ আইনসভায় প্রণীত আইনকে বাস্তবায়ন করে তাকে শাসন বিভাগ বলে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত সাধারণ কর্মচারি পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের কাজের পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি শাসন বিভাগের কার্যাবলিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

https://teachingbd24.com

শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারি কর্মচারিদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর ভাতা প্রদান, বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ ও প্রদান; প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন, অধ্যাদেশ প্রভৃতি প্রণয়ন করে থাকে। অর্থ ব্যয় করার পাশাপাশি এ বিভাগকে অর্থ সংগ্রহও করতে হয়। আইনসভার সম্মতিক্রমে শাসন বিভাগ সাধারণ কর ধার্য, সেবামূলক কাজ সম্পাদন এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে অর্থ সংগ্রহ ও তা ব্যয় করে থাকে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে। কেননা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ আইনসবার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য। এছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত এবং প্রয়োজনবোধে আইনসভা ভেঙেও দিতে পারেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাষ্ট্রপ্রধান জরুরি আইন বা অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। এছাড়া আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়।

ঘ শাসন বিভাগের কার্যাবলি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিচে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগের ক্ষমতা ক্রমাগত হারে যে সকল কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা হলো-

প্রথমত, জনহিতকর বা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদির ব্যবস্থা রাষ্ট্রই করে। এক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব পালন করে রাষ্ট্রের শাসনবিভাগ।

দ্বিতীয়ত, শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করে। আর প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকার সুশাসনকে প্রাধান্য দেয়। ফলে অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তৃতীয়ত, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিটি রাষ্ট্রের কাজের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আন্তর্জাতিক অঙ্গনের এ সকল কার্যাবলি শাসন বিভাগের অন্তর্গত পররাষ্ট্র দপ্তর করে বিধায় শাসন বিভাগের কার্যাবলি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চতুর্থত, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের বিবিধ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। শাসন বিভাগ এ অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি অর্থ সংগ্রহ করার কাজও করে থাকে। এ সকল কারণেও শাসন বিভাগের কার্যাবলি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৫১ জনাব সাদিক সরকারে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি তার মন্ত্রণালয় পরিচালনায় সরকারের কর্মকর্তাদের সহায়তা নিয়ে থাকেন। জনাব কিরণ একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রাখছেন। জনাব সাদিককে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতাও কিরণের রয়েছে।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নং ৭]

ক. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কী? ১

খ. ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব সাদিক ও জনাব কিরণ কোন বিভাগের সদস্য? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব কিরণ কীভাবে জনাব সাদিককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো রাষ্ট্রের আইনসভা যখন দুটি ভিন্ন রকম পরিষদ নিয়ে গঠিত হয় তখন তাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে অভিহিত করা হয়।

খ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

গ উদ্দীপকের জনাব সাদিক সরকারের শাসন বিভাগের ও জনাব কিরণ সরকারের আইনসভার সদস্য।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, জনাব সাদিক সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি তার মন্ত্রণালয় পরিচালনায় সরকারের কর্মকর্তাদের সহায়তা নিয়ে থাকেন। এ থেকে বোঝা যায়, জনাব সাদিক সরকারের শাসন বিভাগের সদস্য। অন্যদিকে, জনাব কিরণ একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রাখছেন। জনাব কিরণ মূলত সরকারের আইন বিভাগের সদস্য। রাষ্ট্রের শাসন কাজে যে বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে শাসন বিভাগ বলে। ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজ নিয়োজিত সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলকে বোঝায়। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা এবং তার মন্ত্রিপরিষদকে বোঝায়। রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। আইনসভার সদস্যগণ হলেন জনপ্রতিনিধি। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটে তারা নির্বাচিত হন। আইনসভা শাসন বিভাগকে গঠন করে, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করে থাকে। তাই বলা যায়, জনাব সাদিক যেহেতু সরকারের একজন মন্ত্রী সুতরাং, তিনি শাসন বিভাগের এবং জনাব কিরণ যেহেতু জাতীয় সংসদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সুতরাং, তিনি আইন বিভাগের সদস্য।

ঘ জনাব সাদিক তার কাজের জন্য জনাব কিরণের নিকট দায়ী থাকায় কিরণ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, জনাব সাদিক একজন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আর কিরণ একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রাখছেন। কিরন সাদিককে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এখানে কিরন কর্তৃক সাদিককে নিয়ন্ত্রণ বলতে আইন বিভাগ কর্তৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্নভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থার আইনসভা শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। আইনসভা আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং শাসন বিভাগের প্রত্যাশিত আইনের প্রস্তাবকে অনুমোদন অথবা নাকচ করার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় পরোক্ষভাবে এ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের ওপর আইনসভার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। এ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রীদেরকে তাদের কাজকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকতে হয়। আইনসভা বিভিন্ন উপায়ে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আইনসভা প্রশ্ন, মুলতুবি প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে আইনসভা অভিশংসনের মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কিরণ অর্থাৎ আইনসভা প্রশ্ন, বিতর্ক, মুলতুবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃতি আনয়নের মাধ্যমে সাদিককে তথা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৫২

[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১০]

ক. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা কে? ১

খ. গণতন্ত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ? ২

গ. ছকের "?" চিহ্ন স্থানে কোন বিভাগকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সরকারের কাঠামো উপস্থাপনে ছকের বিষয়গুলো কি যথেষ্ট বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর? ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা হলেন ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু।

খ গণতন্ত্র হলো জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ২টি বৈশিষ্ট্য:

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমতের প্রাধান্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রে জনমতকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। জনমতের উপর নির্ভর করে গণতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্ব। জনমত হলো গণতন্ত্রের আত্মাস্বরূপ।

গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আইনের শাসন। আইনের চোখে সকলেই সমান, কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে আইনের অনুশাসন মেনে চলতে হয়। আইনের নিয়ম ব্যতীত কাউকে বন্দী বা আটক রাখা যায় না বা শাস্তি দেয়া যায় না।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে '?' চিহ্ন স্থানে সরকারের যে বিভাগটির কার্যক্রমকে নির্দেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে আইন বিভাগ বা আইনসভা।

উল্লিখিত কাজ ছাড়াও আইনসভাকে আরো অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিচে আইনসভার কার্যাবলি তুলে ধরা হলো-

প্রথমত, আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমুন্নত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে।

দ্বিতীয়ত, আইনসভা সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনবোধে তা সংশোধন করে থাকে। স্বাধীনতা অর্জনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গণপরিষদ ১৯৭২ সালে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান' রচনা করে।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না।

চতুর্থত, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের সম্মতিক্রমেই রাষ্ট্রপতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেন।

পঞ্চমত, অসদাচরণের অভিযোগে আইনসভা যেকোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে।

ষষ্ঠত, সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন বিভাগের ভূমিকা, গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ৫৩ 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের একটি বিভাগ খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য আইন করে। এই বিভাগটি প্রতি অর্থবছরের শুরুতেই সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করে দেয়। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিভাগটি এ পর্যন্ত ১৭ বার সে দেশের সংবিধান সংশোধন করেছে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট। প্রশ্ন নং ৮]

ক. এরিস্টটল কয়টি নীতির উপর ভিত্তি করে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন? ১

খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির সাথে তোমার পঠিত সরকারের কাঠামোর কোন বিভাগের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাগটির ক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এরিস্টটল দুইটি নীতির ওপর ভিত্তি করে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

খ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

গ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির সাথে আমার পঠিত সরকার কাঠামোর আইন বিভাগের সাদৃশ্য রয়েছে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ অন্যতম। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের এ বিভাগটি আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে। দেশের সকল অর্থব্যবস্থা আইনসভার অনুমোদন দ্বারা কার্যকর হয়। আইনসভা আর্থিক বাজেট প্রবর্তন করে এবং সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করে দেয়। এটি একটি রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড হিসেবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সরকারের কাছে উপস্থাপন করে থাকে। কারণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারাই এ বিভাগটি গঠিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় 'ক' রাষ্ট্রের একটি বিভাগ খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ করতে আইন প্রণয়ন করে। বছরের শুরুতে সরকারের আয় ও ব্যয়ের খাত নির্বাচন করে দেয়। এছাড়াও এই বিভাগ দেশের প্রয়োজনে ১৭ বার সংবিধান সংশোধন করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্রের বিভাগটিতে আইনসভার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের উল্লিখিত বিভাগটি হলো সরকারের আইন বিভাগ। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণার উদ্ভবের ফলে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আইনসভার ক্ষমতা ও ভূমিকা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও নিম্নোক্ত কারণে আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।

Teachingbd24.com

আইন বিভাগ বা আইনসভার কার্যপরিধি ও গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে দলীয় ব্যবস্থার প্রচলন। দলীয় ব্যবস্থার ফলে আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। দলের শক্তি ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার জন্য দলীয় নির্দেশ ও আদেশ পালন করতে গিয়ে আইনসভার সদস্যগণ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন না। শাসন বিভাগের প্রধানই সাধারণত আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান হন। এতে আইনসভার পরিবর্তে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর হাতে আইনসভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা থাকায় আইনসভার সদস্যগণ পুতুলে পরিণত হয়েছে। এছাড়া পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ও অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আইন বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, কর্মচারি নিয়োগ, বদলি পদোন্নতি, অধ্যাদেশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বর্তমানে আইনসভার কর্মকাণ্ড ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। বর্তমানে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে আইনসভার কার্যক্রম দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরোক্ত বাস্তব কারণগুলোর ফলেই আইনসভার ক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। তবে প্রকৃতপক্ষে সব দেশের আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে একথা বলা যায় না। এখনো সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার দেশগুলোতে আইনসভা আস্থা হারালে শাসন বিভাগ তথা মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫৪ জনাব 'প' সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি তার মন্ত্রণালয় পরিচালনায় সরকারের কর্মকর্তাদের সহায়তা নিয়ে থাকেন। তাঁর বন্ধু 'ফ' একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রাখছেন। তিনি 'প'-কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৭]

ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি? ১

খ. আইনসভার গঠন কাঠামো বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'প' ও 'ফ' সরকারের কোন বিভাগের সদস্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ফ' কর্তৃক 'প' কে নিয়ন্ত্রণ করতে কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ।

খ পৃথিবীতে সব গণতান্ত্রিক দেশের আইনসভায় সংগঠনের মাত্রা একরূপ নয়। তবে গঠন কাঠামোর দিক থেকে বর্তমান সময়ের আইনসভাগুলো দুই প্রকারের। যথা : ১. এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ও ২. দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। একটি রাষ্ট্রের আইনসভা যখন একটি মাত্র কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হয় তখন তাকে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলে। আর দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে যখন আইনসভা গঠিত হয় তখন তাকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলা হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব 'প' শাসন বিভাগের সদস্য এবং জনাব 'ফ' আইন বিভাগের সদস্য।

আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা শাসন বিভাগের প্রধান কাজ। শাসন বিভাগ রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়ে গঠিত হয়। অন্যদিকে, আইন প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা আইন বিভাগের কাজ। আইন বিভাগ জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়।

উদ্দীপকে জনাব 'প'কে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। সুতরাং তিনি শাসন বিভাগের সদস্য। অন্যদিকে, জনাব 'ফ' একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রাখছেন। সুতরাং তিনি আইন বিভাগের সদস্য।

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী জনাব 'ফ' জনাব 'প' কে সাংবিধানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

জনাব 'ফ' একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রাখছেন। অর্থাৎ, জনাব 'ফ' আইন বিভাগের সদস্য। আর জনাব 'প' সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্থাৎ, জনাব 'প' শাসন বিভাগের সদস্য। আর এ কারণেই জনাব 'ফ' জনাব 'প'কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের আইন বিভাগের দ্বারা কার্যকর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাকে শাসনসংক্রান্ত সকল কাজের জন্য সংসদের কাছে দায়ী থাকতে হয়। সরকার সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সংসদ সরকারের যেকোনো ভালো কাজের যেমন প্রশংসা করতে পারে তেমনি সরকারের যে কোনো মন্দ কাজের সমালোচনাও করতে পারে। সরকারকে সকল শাসনসংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। সংসদ মুলতুবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন বা অনস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সংসদ সদস্যের আস্থা হারালে যেকোনো মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ অর্থ হলো, সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। ঐ অবস্থা হলে দেশে আবার নতুন করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সার্বিক আলোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত উপায়সমূহ অবলম্বনের মাধ্যমে আইন বিভাগের সদস্য জনাব 'ফ' শাসন বিভাগের সদস্য জনাব 'প' নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৫৫

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১০]

ক. এককেন্দ্রিক সরকার কী? ১

খ. ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের প্রশ্নচিহ্নিত স্থানে কোন বিভাগ হবে? উক্ত বিভাগের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রশ্নচিহ্নিত বিভাগের সাথে অপর দুটি বিভাগের সম্পর্ক লেখ। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এককেন্দ্রিক সরকার বলতে বুঝায় যেখানে ক্ষমতা ও কতৃত্ব একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।

খ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্নিত বিভাগ তথা বিচার বিভাগের সাথে আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক নিবিড়।

https://teachingbd24.com

আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ নিয়ে সরকার গঠিত। এ তিনটি বিভাগ পৃথক কাজের উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও নিজেদের মূল কাজ ছাড়াও অন্য বিভাগের কাজও করে থাকে। এ সকল কাজ করার মধ্য দিয়ে বিভাগ সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আইন বিভাগ রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করে থাকে। এটি আইন বিভাগের প্রধান কাজ। আবার আইন বিভাগ কিছু শাসন বিভাগীয় কাজ করে। আইন বিভাগের আস্থার ওপর মন্ত্রিপরিষদ তথা শাসন বিভাগের ক্ষমতা নির্ভরশীল। এ কাজের মধ্য দিয়ে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আইন বিভাগ বিচার বিভাগের কাজও করে। আইন বিভাগ বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণ ও বিচারকদের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করে।

অন্যদিকে শাসন বিভাগ আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে। শাসন বিভাগ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। শাসন বিভাগ আইন বিভাগ সম্পর্কিত দায়িত্বও পালন করে। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভা আহ্বান, স্থগিত, বাণী প্রেরণ ও বিলে সম্মতি প্রদান করেন। এভাবে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শাসন বিভাগ কিছু বিচারমূলক কাজও করে। যেমন— শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারকগণ নিযুক্ত হন। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান অপরাধীর সাজা মওকুফ করতে বা কমাতে পারেন। এসব কাজের মাধ্যমে শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আবার বিচার বিভাগের প্রধান কাজ হলো আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা, সংবিধান ও বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা দান করা। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের কাজের বৈধতা যাচাই করতে পারে। এ বিভাগ শাসন বিভাগের কাজ অসাংবিধানিক হলে তা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের সাথে আইন বিভাগ প্রণীত কোনো আইন সাংঘর্ষিক হলে তা যাচাই করে বিচার বিভাগ অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। এভাবেই বিচার বিভাগের সাথে শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক শাসন ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ▶ ৫৬

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কী? ১
খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কী? ২
গ. উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে কি বসবে? উক্ত বিভাগের কার্যাবলি লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্নিত বিভাগের সাথে অপর দুটি বিভাগের সম্পর্ক লেখো। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে আইনসভায় একটিমাত্র পরিষদ থাকে তাকে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে।

খ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।
সরকারের এ তিনটি বিভাগের প্রতিটি কাজ অন্য বিভাগের কাজ থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র হবে। প্রতিটি বিভাগ পৃথক বা স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হবে। প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তিতে প্রয়োগ করবে। অর্থাৎ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অর্থ হলো সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্র বা আলাদাভাবে গঠন করা এবং এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করা।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্নিত বিভাগ তথা আইন বিভাগের সাথে শাসন ও বিচার বিভাগের সম্পর্ক নিবিড়।

আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ নিয়ে সরকার গঠিত। এ তিনটি বিভাগ পৃথক কাজের উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও নিজেদের মূল কাজ ছাড়াও অন্য বিভাগের কাজও করে থাকে। এ সকল কাজ করার মধ্য দিয়ে বিভাগ সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আইন বিভাগ রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করে থাকে। এটি আইন বিভাগের প্রধান কাজ। আবার, আইন বিভাগ কিছু শাসন বিভাগীয় কাজ করে। আইন বিভাগের আস্থার ওপর মন্ত্রিপরিষদ তথা শাসন বিভাগের ক্ষমতা নির্ভরশীল। এ কাজের মধ্য দিয়ে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আইন বিভাগ বিচার বিভাগের কাজও করে। আইন বিভাগ বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণ ও বিচারকদের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করে।

অন্যদিকে, শাসন বিভাগ আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে। শাসন বিভাগ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। শাসন বিভাগ আইন বিভাগ সম্পর্কিত দায়িত্বও পালন করে। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভা আহ্বান, স্থগিত, বাণী প্রেরণ ও বিলে সম্মতি প্রদান করেন। এভাবে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শাসন বিভাগ কিছু বিচারমূলক কাজও করে। যেমন— শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারকগণ নিযুক্ত হন। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান অপরাধীর সাজা মওকুফ করতে বা কমাতে পারেন। এসব কাজের মাধ্যমে শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আবার বিচার বিভাগের প্রধান কাজ হলো আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা, সংবিধান ও বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা দান করা। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের কাজের বৈধতা যাচাই করতে পারে। এ বিভাগ শাসন বিভাগের কাজ অসাংবিধানিক হলে তা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের সাথে আইন বিভাগ প্রণীত কোনো আইন সাংঘর্ষিক হলে তা যাচাই করে বিচার বিভাগ অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। এভাবেই বিচার বিভাগের সাথে শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক শাসন ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ▶ ৫৭ 'খ' রাষ্ট্রে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আছে। তাই রাষ্ট্রের জনগণ রাষ্ট্রীয় সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পারে। অপরদিকে, 'গ' রাষ্ট্রে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে জনগণ সকল নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ২]

ক. দুদক এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' ও 'গ' রাষ্ট্রে কী ধরনের সরকারব্যবস্থা কার্যকর আছে তা আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' ও 'গ' রাষ্ট্রের মধ্যে কোন রাষ্ট্রটি নাগরিক এবং সুশাসনের জন্য সহায়ক? ব্যাখ্যা করো। ৪

Teachingbd24.com

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুদক এর পূর্ণরূপ হলো- দুর্নীতি দমন কমিশন।

খ জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

সুশাসনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা। জবাবদিহিতা হলো নিজের কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতা। জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে শাসনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, অর্পিত দায়িত্ব দ্রুত সম্পন্ন হয়, দুর্নীতি হ্রাস পায়। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়। আর যেকোনো ধরনের গোপনীয়তা পরিহার করে নিয়মনীতি মেনে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাকে স্বচ্ছতা বলে। এর ফলে শাসক-শাসিত, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও তা পালনকারীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকে না। এতে সুশাসনের পথ সুগম হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' ও 'গ' রাষ্ট্রে যথাক্রমে গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা কার্যকর আছে।

গণতন্ত্র হলো জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা। এ শাসনব্যবস্থায় জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এক্ষেত্রে জনগণ সরাসরি অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনগণ সব ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। 'খ' রাষ্ট্রে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আছে এবং জনগণ রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করে, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুরূপ।

তত্ত্বগত দিক থেকে গণতন্ত্রের বিপরীত শাসনব্যবস্থাকে একনায়কতন্ত্র বলে। একনায়কতন্ত্রের মূলনীতি হলো এক জাতি, এক দল এবং এক নেতা। একনায়কতন্ত্রে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকে না। ফলে জনগণ সকল নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। 'গ' রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে জনগণ সব ধরনের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক এবং 'গ' রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান। এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে 'খ' রাষ্ট্রটি অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিক এবং সুশাসনের জন্য সহায়ক।

বর্তমান বিশ্বে সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র। এ শাসনব্যবস্থায় জনগণ সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা ও ভোগ করে থাকে বলে এটি অত্যধিক জনপ্রিয়। গণতান্ত্রিক শাসনে জনগণ সরকার গঠন, রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তাদের মতামত প্রকাশ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়, যা নাগরিক ও সুশাসনের জন্য খুবই সহায়ক। গণতন্ত্রে আইনের চোখে সাম্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। অর্থাৎ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। আর আইনের শাসন ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকে, যা নাগরিকের কল্যাণ ও সুশাসনের জন্য অত্যাবশ্যক।

সুশাসন গণতান্ত্রিক সরকারের একটি উত্তম দিক। এ শাসনব্যবস্থায় সরকার ও জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে। শাসকগণ সংবিধান অনুসারে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এতে করে জনগণের জানমাল ও স্বাধীনতা রক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সকল ধরনের সিদ্ধান্ত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত হয়। অধ্যাপক বার্কার (Prof. Barker)-এর ভাষায়, 'গণতন্ত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে বিধায় সুশাসন নিশ্চিত হয়।' অন্যদিকে, একনায়কতন্ত্র হলো এক ব্যক্তির বা দলের শাসন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। এ ধরনের রাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হয় এবং বিরোধী দল অনুপস্থিত থাকে, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকে না। মোটকথা, এ ধরনের রাষ্ট্র জনগণ ও সুশাসনের জন্য উপযোগী নয়।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' রাষ্ট্র তথা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিক এবং সুশাসনের জন্য সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ ছবি থেকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ১১]

ক. আইনসভার প্রধান কাজ কী? ১
খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. চিত্রে উপস্থাপিত প্রতিষ্ঠানটির গঠন বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা পাঠ্যবই এর আলোকে বর্ণনা করো। ৪

৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনসভার প্রধান কাজ হলো— আইন প্রণয়ন করা।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচারকদের বাহ্যিক শক্তির চাপমুক্ত থেকে বিচারকার্য সম্পন্ন করার বাস্তব ক্ষমতাই হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ।

গ চিত্রে উপস্থাপিত প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশের আইনসভা বা জাতীয় সংসদ।

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। আইনসভার গঠন সম্পর্কে সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বিধান উল্লেখ থাকে।

বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট এবং সদস্য সংখ্যা ৩৫০। এর মধ্যে ৩০০ আসনের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। বাকি ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এলাকা ভিত্তিক সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ ৩০০টি আসনের সংসদ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হন। তবে মহিলারা ইচ্ছে করলে ৩০০ আসনের যেকোনোটিতে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমেও নির্বাচিত হতে পারেন। সংসদ পরিচালনার জন্য একজন স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। সংসদের কার্যকাল পাঁচ বছর। তবে এর পূর্বেও রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। সংসদের একটি অধিবেশন সম্পন্ন হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আরেকটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে হয়। মোট সদস্য সংখ্যার মধ্যে কমপক্ষে ৬০ জন উপস্থিত থাকলে কোরাম হয় এবং সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করা যায়। প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা। আসন সংখ্যার দিক দিয়ে নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী দলের প্রধান সংসদে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঘ আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভা বিভিন্ন কাজ সম্পাদন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। নিম্নে আইনসভার ক্ষমতা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করা হলো—

বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের সব ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমুন্নত রেখে আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না। জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। জাতীয় সংসদের বিচার সংক্রান্ত

https://teachingbd24.com

ক্ষমতা রয়েছে। অসদাচরণের অভিযোগে আইনসভা যেকোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আধুনিক সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন বিভাগের ভূমিকা, গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ **'A' রাষ্ট্র:** রাষ্ট্রপ্রধান নামসর্বস্ব, প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী ক্ষমতার মালিক ও সরকারপ্রধান, মন্ত্রিসভার সকল সদস্য আইনসভার নিকট দায়ী।

'B' রাষ্ট্র: রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক, রাষ্ট্রপতি সরকারপ্রধান, মন্ত্রিসভার সকল সদস্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম । প্রশ্ন নং ৯]

ক. একনায়কতন্ত্র কী? ১

খ. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে 'A' রাষ্ট্রের কোন ধরণের সরকার বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'B' রাষ্ট্রের সরকারের সাথে বাংলাদেশের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরো। ৪

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একনায়কতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকারব্যবস্থা যেখানে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, গোষ্ঠী বা দল সব রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে এবং সব নাগরিকের কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করে।

খ দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত আইনসভাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে। এ ধরনের আইনসভায় 'নিম্নকক্ষ' এবং 'উচ্চকক্ষ' নামে পৃথক দুটি পরিষদ থাকে। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নকক্ষ গঠিত হয়। উচ্চকক্ষের গঠন প্রকৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকম। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ভারত প্রভৃতি দেশে এ ধরনের আইনসভা রয়েছে।

গ সৃজনশীল ৭ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬০ **'A' রাষ্ট্র:** কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বিদ্যমান, প্রত্যেক প্রদেশ স্বায়ত্তশাসিত, দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র কেন্দ্রের কাজ, সাংবিধানিকভাবে দায়িত্ব বন্টন।

'B' রাষ্ট্র: একটি কেন্দ্র থেকে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, স্থানীয় শাসন বিদ্যমান, স্থানীয় শাসকগণ কেন্দ্রের নিকট দায়বদ্ধ, সমগ্র দেশে একই নীতি।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম । প্রশ্ন নং ৮]

ক. রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি? ১

খ. ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'B' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার স্বরূপ তোমার পাঠ্যবই-এর আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'A' ও 'B' রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা উত্তম? যুক্তি দেখাও। ৪

৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের উপাদান ৪টি।

খ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

গ 'B' রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে রাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা একটিমাত্র কেন্দ্রে পুঞ্জিভূত থাকে তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এ ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকার বা স্থানীয় সরকার থাকতে পারে, কিন্তু উক্ত সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে। তারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জীবনী শক্তি গ্রহণ করে। এরা কোনো স্বাধীন ক্ষমতা ভোগ করে না। একটি কেন্দ্র থেকে গোটা দেশ শাসিত হয়। এ কারণে এ সরকারব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক বলা হয়। এছাড়াও এ সরকারব্যবস্থায় এক নাগরিকত্ব এবং এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকে 'B' রাষ্ট্রে বলা হয়েছে, একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা থাকে, এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, এক নাগরিকত্ব বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলো এবং পূর্বোক্ত এককেন্দ্রিক সরকার সম্পর্কিত আলোচনা তুলনা করলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, 'B' রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ 'B' রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং 'A' রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে আমি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে উত্তম বলে মনে করি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের একটি প্রধান গুণ হলো দেশের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর সরকারের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষমতা বণ্টিত হওয়ায় কোনো সরকারের কাছে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় একদিকে যেমন অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলো গড়ে ওঠে। অন্যদিকে, তেমনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়তাবোধ নিয়ে গড়ে ওঠে জাতীয় সরকার।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার আরেকটি গুণ হলো রাজ্য সরকারগুলো আঞ্চলিক সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকায় সেগুলোর দ্রুত এবং কার্যকর সমাধান সম্ভব হয়। এভাবে আঞ্চলিক স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদ জন্ম নিতে পারে না। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়িত করা যায় বলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শাসনকাজে অধিক সংখ্যক জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সমগ্র দেশের প্রশাসন কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর জনপ্রতিনিধিদের হাতে থাকে বলে আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব হ্রাস পায়।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বা সুবিধার কারণেই আমি যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থাৎ 'A' রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকে উত্তম মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৬১

গণতান্ত্রিক সরকার

'ক' রাষ্ট্র	'খ' রাষ্ট্র
রাষ্ট্রপ্রধান নামসর্বস্ব	রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক
প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান	রাষ্ট্রপতি সরকারপ্রধান
মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী	মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ । প্রশ্ন নং ৯]

Teachingbd24.com

ক. এককেন্দ্রিক সরকার কী? ১
খ. ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বর্তমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'খ' রাষ্ট্রের সরকারের সাথে বাংলাদেশের বৈসাদৃশ্যসমূহ তুলে ধর। ৪

৬১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এককেন্দ্রিক সরকার বলতে বোঝায় যেখানে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।

খ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

সরকারের এ তিনটি বিভাগের প্রতিটি কাজ অন্য বিভাগের কাজ থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র হবে। প্রতিটি বিভাগ পৃথক বা স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হবে। প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তিতে প্রয়োগ করবে। অর্থাৎ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অর্থ হলো সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্র বা আলাদাভাবে গঠন করা এবং এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করা।

গ সৃজনশীল ৭ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা। অন্যদিকে বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা হলো সংসদীয় সরকারব্যবস্থা। তাই এ দুই সরকারব্যবস্থার মধ্যে বহুবিধ বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন-সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ নিজেদের যাবতীয় কাজ ও নীতিনির্ধারণের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকার বলে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রপতি সাধারণত কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে না বরং তার দায়বদ্ধতা জনগণের নিকট।

বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থায় অর্থাৎ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। আর 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বাংলাদেশের সরকার তার যাবতীয় কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। কিন্তু 'খ' রাষ্ট্রের সরকার অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারব্যবস্থা স্থায়ীভাবে গঠিত নয় বরং যেকোনো সময় পরিবর্তিত হয়। এ সরকারব্যবস্থায় আইনসভাকে না জানিয়ে দেশের চরম সংকটকালে কিংবা জরুরি অবস্থা চলা কালেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এ ধরনের সরকারের বিভাগগুলো একত্রিত থাকে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সরকারব্যবস্থা। এ সরকারব্যবস্থায় দেশের চরম সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এছাড়া এ সরকারের বিভাগগুলো পৃথক থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারব্যবস্থা এবং উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যকার বৈসাদৃশ্যগুলো ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৬২

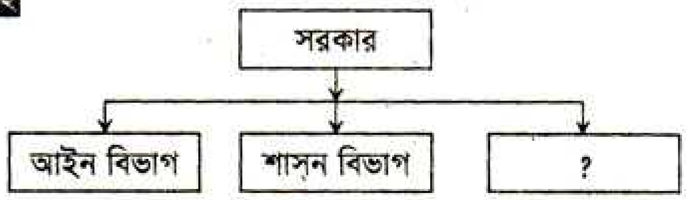

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নং ৭]

ক. সরকার কী? ১
খ. ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের প্রশ্নচিহ্নিত স্থানে কোন বিভাগ হবে? উক্ত বিভাগের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রশ্নচিহ্নিত বিভাগ কীভাবে আইনের শাসন রক্ষায় ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্রের এমন রাজনৈতিক সংগঠন, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ তথা শাসনকাজ পরিচালিত হয়।

খ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

সরকারের এ তিনটি বিভাগের প্রতিটি কাজ অন্য বিভাগের কাজ থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র হবে। প্রতিটি বিভাগ পৃথক বা স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হবে। প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তিতে প্রয়োগ করবে। অর্থাৎ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অর্থ হলো সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্র বা আলাদাভাবে গঠন করা এবং এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করা।

গ সৃজনশীল ৯ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশ্নচিহ্নিত বিভাগ অর্থাৎ, বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম।

বিচার বিভাগ প্রতিটি রাষ্ট্রে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্রীয় আইনের বৈশিষ্ট্য হলো এটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হয়। বিচারের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব করে না। ফলে রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচারকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে বিচারকগণ অনেক সময় প্রচলিত আইন যথেষ্ট স্পষ্ট নয় বলে মনে করেন। অস্পষ্ট আইন থাকলে অনেক সময় নিরপরাধ ব্যক্তিও শাস্তি পেয়ে যেত। বিচারকগণ আইনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন আইন সৃষ্টি করে এবং আইনের শাসনকে সুনিশ্চিত করে। বিচার বিভাগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে নাগরিক বিচার বিভাগের শরণাপন্ন হতে পারে। কোনো নাগরিক যদি মনে করে নিম্ন বা অধস্তন আদালতের রায়ে তিনি সন্তুষ্ট নন তবে তিনি উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারেন। বিচার বিভাগের এ ধরনের আপিল ক্ষমতাও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এমন নাগরিকের হয়তো আদালতে শরণাপন্ন হওয়ার মতো অবস্থা বা সামর্থ্য নেই। কিন্তু গণমাধ্যমে এ ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হলে বিচার বিভাগ স্বপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করে থাকে। এ ধরনের রুল বা আদেশ জারিকে সুয়োমোটো রুল বলে আখ্যায়িত করা হয়।

আইনের শাসন কথাটি শুধু সংবিধানে সন্নিবেশিত করলেই হবে না এর বাস্তব প্রয়োগও ঘটাতে হবে। আর এটা সম্ভব স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গড়ে তোলার মাধ্যমে। তাই বলা যায়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৬৩ 'ক' এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে একাধিক রাজনৈতিক দল রয়েছে জনগণের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে সরকার গঠন করে। অপরদিকে, 'খ' রাষ্ট্রে রয়েছে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল। যেখানে অনেক সময় উত্তরাধিকার সূত্রে দলের নেতা নির্বাচিত হয়। 'ক' রাষ্ট্রে সরকারের অন্যান্য বিভাগের ওপর সরকারের প্রাধান্য থাকে অন্যদিকে, 'খ' রাষ্ট্রে রয়েছে নামমাত্র আইনসভা।

[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম । প্রশ্ন নং ১১]

ক. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কী? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার বিদ্যমান? এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের মধ্যে কোনটিকে তোমার উত্তম বলে মনে হয়? কেন? যুক্তিসহ উপস্থাপন করো। ৪

৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা- আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক করাকে বুঝায়।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের (আইন ও শাসন বিভাগ) হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের সত্যিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ।

গ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। নিচে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো-

গণতন্ত্র বলতে জনগণের শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। গণতন্ত্র জনগণের কথা বলে। তাই এ ধরনের শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে জনমতের প্রতিফলন ঘটে থাকে। নিম্নে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

গণতন্ত্র হলো বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা। এ সরকার পদ্ধতিতে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে। তাই বহুদলীয় ব্যবস্থা হলো আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রয়োজনীয় দিক। গণতন্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা বিরাজমান থাকে। কেননা, গণতন্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন করা যায়। এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন বা পরিবর্তন করা হয়। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা জনগণের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। এ ব্যবস্থায় জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন বা পরিবর্তন করতে পারে। গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার একটি মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকার। এ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়। ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের প্রতিফলন ঘটে। স্বাধীন সংবাদপত্র বা 'ফ্রি প্রেস' গণতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। সংবাদপত্রের স্বাধীন ভূমিকা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অপরিহার্য। কেননা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্র জনগণ ও সরকার উভয়কে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলে। গণতন্ত্র জনগণের জীবন ও সম্পদ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার স্বাধীন বিচারব্যবস্থার সংরক্ষণ করে। এজন্যই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। এর অভাবে গণতন্ত্র জনতাতন্ত্রে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আইনের শাসন। এখানে আইনের চোখে সকলেই সমান, কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। এ কারণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে আইনের অনুশাসন মেনে চলতে হয়। দায়িত্বশীলতা গণতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ ব্যবস্থায় তাদের কাজের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট দায়ী।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের মধ্যে আমার 'ক' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থাকে উত্তম বলে মনে হয়। কেননা, 'ক' রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান এবং 'খ' রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

গণতন্ত্র হলো স্থায়ী শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক বা সরকারের পতন ঘটলেও শাসনব্যবস্থা ও সরকারব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। গণতন্ত্র শান্তিতে বিশ্বাসী। গণতন্ত্রের লক্ষ্য হলো মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা। গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। এখানে অসংখ্য শাসক থাকে। গণতন্ত্র যৌথ নেতৃত্বে বিশ্বাসী। এজন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস জনগণ। জনগণের রায়ে বা ভোটে নির্বাচিত সরকার গণতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় শাসনভার গ্রহণ করে। ব্যক্তি স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। গণতন্ত্রে আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এ কারণে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার নিকট শাসন বিভাগকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। গণতন্ত্রে আইনের শাসন এক অপরিহার্য বিষয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। গণতন্ত্রে সাফল্যের জন্য বিরোধী দলকে প্রয়োজনীয় মনে করে তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করা হয়। গণতন্ত্রে প্রচার মাধ্যমগুলো স্বাধীন ও মুক্ত থাকে। এগুলোর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ খুব অল্প পরিমাণই লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৬৪ রফিক, শফিক ও আনোয়ার তিন বন্ধু। রফিক প্রশাসন ক্যাডারের ম্যাজিস্ট্রেট এবং শফিক বিচারক। আনোয়ার ওর বাবার ব্যবসা এবং রাজনীতির হাল ধরেছে। সে সংসদ সদস্য হতে চায়। রফিক ইদানিং বলছে যে, আমলা-প্রশাসকদের ওপর রাজনৈতিক নেতাদের অহেতুক হস্তক্ষেপ তাকে কষ্ট দিচ্ছে। শফিক বলে যে, বিচার বিভাগ স্বাধীন হওয়ায় সে খুব খুশি। আনোয়ার চায় জাতীয় সংসদ হোক জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। *[স্কলার্স হোম, সিলেট । প্রশ্ন নং ১১]*

ক. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে এমন কয়েকটি রাষ্ট্রের নাম লেখ। ১

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর? ২

গ. শফিক কেন বলছে যে, সে খুব খুশি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আনোয়ার জাতীয় সংসদকে কেমন দেখতে চায়? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে এমন কয়েকটি দেশ হচ্ছে— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ভারত, ফ্রান্স, কানাডা ইত্যাদি।

খ কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের ভিত্তিতে ক্ষমতা বণ্টনের মাধ্যমে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রের জাতীয় বিষয়গুলো পরিচালনা করে এবং প্রাদেশিক সরকার স্বাধীনভাবে স্থানীয় বা প্রাদেশিক বিষয়সমূহ পরিচালনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

গ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখে। তাই বিচার বিভাগ স্বাধীন হওয়ায় উদ্দীপকের শফিক খুব খুশি।

স্বাধীন বিচার বিভাগ বলতে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত বিচার বিভাগকে বোঝায়। বিচার বিভাগ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকারের রক্ষাকর্তা। কোনো দেশের বিচার বিভাগের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করলে সেদেশের নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধকে অনুধাবন করা যায়। কিন্তু বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে

https://teachingbd24.com

না পারলে রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হবে না। এজন্য বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সুরক্ষা তথা মানুষের অধিকার, সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা।

উদ্দীপকে বর্ণিত শফিক বিচার বিভাগের একজন সদস্য। গণতন্ত্রের সুরক্ষার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টি সম্পর্কে সে অত্যন্ত সচেতন। এ কারণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টি তাকে আনন্দিত ও আশাবাদী করেছে।

ঘ উদ্দীপকের আনোয়ার একটি কার্যকর জাতীয় সংসদের প্রত্যাশী। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে থাকে। জাতীয় সংসদের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। সেজন্য জনগণ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাতে চান।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। জনসংখ্যার আধিক্য, অশিক্ষা, দারিদ্র ছাড়াও নানা ধরনের সমস্যায় দেশটি জর্জরিত। এসব সমস্যা সমাধান করে দেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সৎ, যোগ্য, দেশপ্রেমিক সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত আইনসভা। উদ্দীপকের আনোয়ার এমন জাতীয় সংসদ চান, যেখানে সংসদ সদস্যগণ নিজ নিজ নির্বাচনি এলাকার সমস্যা, চাহিদা ইত্যাদি সরকারের সম্মুখে উপস্থাপন করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করবে। শাসন বিভাগ যাতে স্বৈরাচারী রূপ ধারণ করতে না পারে সেজন্য জাতীয় সংসদ যথাযথ ভূমিকা রাখবে। সংসদ সদস্যদের মধ্যে সহনশীলতার মনোভাব জাগ্রত করতে হবে। বিরোধী দলের সদস্যরাও মতামত প্রকাশের এবং তর্ক-বিতর্কের সুযোগ পাবে। অর্থাৎ, জাতীয় সংসদ হবে জনগণের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল।

প্রশ্ন ▶ ৬৫ মডেল কলেজের শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা সফরে বান্দরবান যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। এ উপলক্ষ্যে কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় তিনটি কমিটি করে দিলেন। পরিবহন, আপ্যায়ন ও শৃঙ্খলা কমিটি। সিদ্ধান্ত হলো প্রত্যেক কমিটি স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং কেউ কারো কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু পরবর্তীতে তিনটি কমিটি আলাদাভাবে কাজ শুরু করলে সমন্বয়হীনতা দেখা দেয়। *[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. 'The spirit of laws'— গ্রন্থের লেখক কে? ১

খ. বিচারক নিয়োগের একটি পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন নীতির প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সমন্বয়হীনতা দূরীকরণে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক'— তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'The spirit of laws'— গ্রন্থের লেখক হচ্ছে মন্টেস্কু।

খ বিচারক নিয়োগের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারক নিয়োগ।

আধুনিককালে বিচারক নিয়োগের সবচেয়ে উত্তম, বেশি গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো শাসন বিভাগের প্রধান কর্তৃক নিযুক্তি লাভ। এর ফলে বিচারকগণের পক্ষে রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী বা জনগণের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারকার্য সম্পাদন করা সম্ভব। এরূপ পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিদেরকে নিয়োগ করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে বিচারপতিদের দ্বারা গঠিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বা সুপারিশকৃত লোককেই রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক বিচারক পদে নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বিচারকগণ শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ লাভ করে থাকেন।

গ উদ্দীপকে আমার পঠিত ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে, যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ সরকারের এ তিনটি বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করে দেওয়া।

এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মডেল কলেজের শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা সফরে বান্দরবান যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। এ উপলক্ষে কালেজের অধ্যক্ষ মহোদয় তিনটি কমিটি করে দিলেন। পরিবহন, আপ্যায়ন ও শৃঙ্খলা কমিটি। সিদ্ধান্ত হলো প্রত্যেক কমিটি স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং কেউ কারো কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। যা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে নির্দেশ করে।

ঘ "সমন্বয়হীনতা দূরীকরণে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক"— উক্তিটি যথার্থ।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ হলো সরকারের তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটিই স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং একে অন্যের ওপর হস্তক্ষেপ করবে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্টেস্কুকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা বলে বিবেচনা করা হয়।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিচের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা এবং সরকারের তিনটি বিভাগের দায়িত্ব বুঝে দেওয়ার মধ্যে অন্যতম হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হলো বিচারকগণ নিজ দায়িত্বে ও জ্ঞানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ সম্পাদন করবে। আইন ও শাসন বিভাগ তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।

আবার শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগকেও স্বতন্ত্রভাবে দায়িত্ব পালন করতে দিতে হবে। কোনো বিভাগ অন্যটির ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না। কিন্তু ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রতিষ্ঠার আগে চিন্তা করতে হবে যে, সরকারের তিনটি বিভাগই পরস্পর সম্পর্কিত এবং একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই কোনো রাষ্ট্রেই ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে তা হলো এগুলোর মধ্যে ভারসাম্য নীতি সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে কোনো বিভাগই স্বেচ্ছাচারিভাবে একক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। আর এভাবেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, সমন্বয়হীনতা দূরীকরণে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶ ৬৬

'ক' বিভাগ	'খ' বিভাগ
নমনীয় প্রকৃতির সরকার ↓ আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্ক ↓ মন্ত্রীসভা আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল ↓ নামে মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান	জরুরি অবস্থায় উপযোগী ↓ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর ↓ আজ্ঞাবহ মন্ত্রীসভা ↓ রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক

[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৪]

https://teachingbd24.com

ক. সরকার কী? ১
খ. আইনসভা কীভাবে মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' বিভাগ দ্বারা কোন সরকারকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দুটি সরকারের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য তুমি কোনটিকে উপযোগী মনে করো? ৪

৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার হলো রাষ্ট্রের এমন সংগঠন যার মাধ্যমে আইন, বিধিপ্রয়োগ ও শাসনকাজ পরচালনা করা হয়।

খ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইন বিভাগের সদস্যদের মধ্য থেকে শাসন বিভাগের সদস্যগণ নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ পাওয়ার পরে অন্যান্য মন্ত্রীদের তালিকা প্রস্তুত করেন। আইনসভা তাদের নিয়োগ অনুমোদন করে থাকে। আইনসভার আস্থা ও সিদ্ধান্তের ওপর সংসদীয় সরকারের শাসন বিভাগ তথা মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত না হলেও আইন প্রণয়নের দ্বারা আইনসভা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন আইনসভার উচ্চ-কক্ষ সিনেট রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি ঘটাতে পারে।

গ উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। সংসদীয় সরকার বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে দেশের শাসন ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত থাকে। এ সরকারব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তিনি মন্ত্রিসভা ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

পার্লামেন্ট বা আইনসভার মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ দেওয়া হয় বলে একে পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় সরকার বলা হয়। এই সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই সরকারপ্রধান। মন্ত্রিসভার মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের নিকট জবাবদিহি করেন।

উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে দেখা যায়, রাষ্ট্রপ্রধান নামসর্বস্ব, প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার নিকট দায়ী। এ বৈশিষ্ট্যগুলো পাঠ্যবইয়ের সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অতএব বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি সরকারের মধ্যে 'ক' বিভাগ অর্থাৎ, সংসদীয় সরকারব্যবস্থাকে বাংলাদেশের জন্য আমি উপযোগী মনে করি।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় সরকার বলে। সেখানে একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান (Titular head) থাকেন। আর সরকার পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত থাকে। উদ্দীপকেও 'ক' দেশের রাষ্ট্রপতি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েও নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' দেশের তথা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি অযোগ্য প্রমাণিত হলেও তাকে সহজে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতিকে অভিসংশন (Impeachment) করতে অনেক কাঠখড় পোহাতে হয়। রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা তার হাতে ন্যস্ত থাকায় এবং তিনি তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নন বিধায় স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন। যা একটি রাষ্ট্রের সার্বিক ভারসাম্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

অপরদিকে, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় গৃহীত নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য শাসন বিভাগকে আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকতে হয়। এর ফলে শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী হতে পারে না। আবার এই সরকার তাদের স্থায়িত্ব এবং কার্যকালের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। কেননা, আইনসভার আস্থা হারালে তাদেরকে পদত্যাগ করতে হয়। যা কোনো দেশের গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। আর তাই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উন্নয়নে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্র তথা সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থাকে উপযোগী বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৬৭ অনেক দিন যাবৎ রফিক ও সফিক এ দু'ভাইয়ের মধ্যে জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে। রফিকের জমি সফিক অবৈধভাবে দখল করে নেয়। রফিক আদালতে একটি মামলা করে। আদালত এই মামলা নিষ্পত্তি করে এবং রফিক তার জমি বুঝে পায়।

[মৌলভীবাজার সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৭]

ক. গণভোট কী? ১
খ. বহুদলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে সরকারের কোন বিভাগের ভূমিকা লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম" সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে, জনগণের মতামত যাচাইয়ের জন্য যে ভোট গ্রহণ করা হয় তাকে গণভোট বলে।

খ একটি রাষ্ট্রে দুটির অধিক রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করলে তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে। বহুদলীয় ব্যবস্থা জাতি, ধর্ম, ভাষা বা শ্রেণির ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে। এ ব্যবস্থায় দলগুলো নিজ নিজ মতাদর্শ, নীতি ও কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হলে সেই দলই সরকার গঠন করে। তবে বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোনো দলের পক্ষে অনেক সময় এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। তখন একাধিক দল মিলিত হয়ে সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠন করে। ফ্রান্স, ইতালি, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, হল্যান্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকে সরকারের বিচার বিভাগের ভূমিকা লক্ষণীয়।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে ও নিরাপরাধকে মুক্তি দেয় এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে, তাকে বিচার বিভাগ বলে। নাগরিকদের স্বাধীনতা ও অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বিচার বিভাগ বিচারকার্য পরিচালনা করে। বস্তুত একটি দেশের শাসনব্যবস্থার মান নির্ণয় করা যায় বিচার বিভাগের দ্বারা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রফিকের ভাই সফিক তার জমি অবৈধভাবে দখল করে নেয়। রফিক আদালতে মামলা করলে, আদালত এই মামলা নিষ্পত্তি করে এবং রফিক তার জমি বুঝে পায়। এটি বিচার বিভাগের একটি কাজ। বিচার বিভাগ আইন অনুযায়ী বিচার করে বিভিন্ন বিরোধের মীমাংসা করে। এর ফলে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সরকারের বিচার বিভাগের ভূমিকা লক্ষণীয়।

ঘ "আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত বিভাগ তথা বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম" কথাটি যথার্থ।

আইনের শাসন অর্থ হলো আইনের প্রাধান্য স্বীকার করা এবং আইনানুযায়ী শাসন করা। এ অনুযায়ী আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এবং সকলের জন্য একই প্রকার আইন প্রযোজ্য। আইনের শাসনকে বলা যায় নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বিচার বিভাগ।

Teachingbd24.com

বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করে। রাষ্ট্রীয় আইনের বৈশিষ্ট্য হলো এটি সকল নাগরিকের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হয়। তাই "আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান" এই বিষয়টি বিচার বিভাগের কাজে বাস্তবরূপ লাভ করে। বিচারকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে বিচারকরা অনেক সময় প্রচলিত আইনকে যথেষ্ট স্পষ্ট মনে করেন না। তাই তারা আইনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন আইন সৃষ্টি করেন এবং আইনের শাসনকে সুনিশ্চিত করেন। বিচার বিভাগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে তিনি বিচার বিভাগের দ্বারস্থ হতে পারেন এবং রিট আবেদন করতে পারেন। কোনো নাগরিক যদি নিম্ন আদালতের রায়ে সন্তুষ্ট না হন তবে তিনি উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারেন। তাছাড়া বিচার বিভাগ সুয়োমোটো রুল জারি করে নাগরিকের অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখে। বিচার বিভাগের এসব কাজ আইনের শাসন রক্ষায় অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মূলত বিচার বিভাগের কাজের মধ্য দিয়েই কোনো রাষ্ট্রে আইনের শাসন সুনিশ্চিত হয়। তাই বলা যায়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৬৮ সরকারের তিনটি অঙ্গ থাকে। একটি অঙ্গ আইন প্রনয়ণ করে, একটি অঙ্গ শাসন করে এবং একটি অঙ্গ আইন অনুযায়ী বিচার করে। সরকারের অঙ্গ সমূহ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে শাসন কার্য পরিচালনা করতে পারে, আবার আলাদাভাবে ও রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনা করতে পারে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. এরিস্টটল কয়টি নীতির উপর ভিত্তি করে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন? ১

খ. গণতন্ত্রে কেন বহুদল দরকার? ২

গ. সরকারের অঙ্গসমূহের আলাদা আলাদা অবস্থানকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'তুমি কি মনে করো উদ্দীপকের সরকারের অঙ্গসমূহের আলাদা আলাদা অবস্থান কাম্য নয় এবং সম্ভবও নয়?' বিশ্লেষণ করো। ৪

৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এরিস্টটল দুইটি নীতির ওপর ভিত্তি করে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

খ গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বহুদলীয় ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে। রাজনৈতিক দলগুলো জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। নির্বাচনে যে দল জয়লাভ করে তারা সরকার গঠন করে। যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে না তারা সরকারের বাইরে থেকে গঠনমূলক বিরোধিতা করে সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকে। যার ফলে, সরকার আরও বেশি জনকল্যাণমুখী হয় এবং স্বেচ্ছাচারি হতে পারে না। তাই গণতন্ত্রের বহুদল দরকার।

গ সরকারের অঙ্গসমূহের আলাদা আলাদা অবস্থানকে বলে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি হলো তাই যেটা সরকারের তিনটি বিভাগ- আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয়ে কাজ করতে অনুমোদন দেয়। এ নীতি অনুযায়ী আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগ আইনের প্রয়োগ এবং বিচার বিভাগ বিচার কার্য পরিচালনায় অন্যের হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে কাজ করে।

এর ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার হ্রাস পায় এবং গণতন্ত্র সুরক্ষিত হয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ ঘটলে শাসকদের স্বৈরাচারী হবার প্রবণতা দূরীভূত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সরকারের তিনটি অঙ্গ থাকে। যথা- আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। এই অঙ্গ সমূহ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে শাসন কাজ পরিচালনা করতে পারে, আবার আলাদাভাবে ও করতে পারে। এই আলাদাভাবে শাসন কাজ পরিচালনা করাকেই বলে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকে সরকারের অঙ্গসমূহের আলাদা আলাদা অবস্থান কাম্য নয় এবং সম্ভবও নয়। কেননা, সরকারের কাজ ও এই তিনটি বিভাগের কাজ একেবারেই ভিন্ন নয়।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়। কেননা, এখানে আইনসভার নিকট শাসন বিভাগ দায়বদ্ধ থাকে। তাছাড়া ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ ঘটলে সরকারের বিভাগগুলোর স্বেচ্ছাচারী হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। সরকার একটি অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য সত্তা। তাই সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। কেননা ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ করলে রাষ্ট্র নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। জীবদেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ যেমন পরস্পর সম্পর্কিত, সরকারের তিনটি বিভাগও পরস্পরের সাথে তেমনি সম্পর্কিত। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্ব জনকল্যাণ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শের পরিপন্থী।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইন ও শাসন বিভাগ পরস্পর সম্পর্কিত। এ নীতি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় প্রযোজ্য হতে পারে তবে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় নয়। এছাড়া এটি একটি অবাস্তব এবং ভ্রান্তনীতি। ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ হলে সব বিভাগকে একই পাল্লায় মাপতে হবে, যা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অসম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, সুষ্ঠুভাবে সরকার পরিচালনায় সরকারের তিনটি বিভাগের পারস্পরিক সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। তাই আমি মনে করি, ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ কাম্য নয় এবং সম্ভবও নয়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৬৯ ছকটি দেখ এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

গণতান্ত্রিক সরকার

'ক' সরকার	'খ' সরকার
রাষ্ট্রপ্রধান নামসর্বস্ব শাসক প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান ও প্রকৃত শাসক মন্ত্রিসভা বা শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট দায়ী	রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক তিনি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান শাসন বিভাগ সকল কাজে আইনসভার নিকট দায়ী নয়।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ৯]

ক. সরকার কাকে বলে? ১

খ. দায়িত্বশীল সরকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' সরকারের নাম কি? বুঝিয়ে দাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশের জন্য তুমি 'ক' অথবা 'খ' কোন ধরনের সরকারকে উপযোগী বলে মনে করো? কেন? ৪

৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের যে সংগঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ তথা শাসনকাজ পরিচালিত হয় তাকে সরকার বলে।

খ দায়িত্বশীল সরকার বলতে এমন গণতান্ত্রিক সরকারকে বোঝায় যেখানে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

দায়িত্বশীল সরকারের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড জনকল্যাণে পরিচালিত হয় এবং জনগণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এই দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জনগণের সম্মতি, তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, বহু দলীয়ব্যবস্থা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, আইনের শাসন ইত্যাদি অন্যতম।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৭০

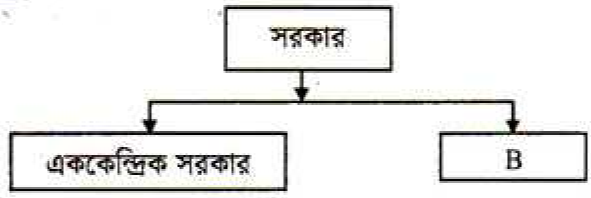

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর । প্রশ্ন নং ৪]

ক. রাজনৈতিক সাংস্কৃতি কী? ১
খ. কেন মানবাধিকার গুরুত্বপূর্ণ? ২
গ. উদ্দীপকে 'B' ছকে কোন সরকারের ইঙ্গিত করা হয়েছে? বুঝিয়ে লিখ। ৩
ঘ. 'তুমি কি মনে করো 'B' নামক সরকারের সফলতার অনেক শর্ত' বিশ্লেষণ করো। ৪

৭০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সেই মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতিও মূল্যবোধকে বোঝায় যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধের নিয়ন্ত্রণ করে।

খ মানুষ হিসেবে বাঁচতে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য, যা জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত তাই মানবাধিকার।
যেকোনো ধরনের নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে মানবাধিকারগুলো একই ধরণের হয়ে থাকে। মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। যা জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। মানবাধিকার ছাড়া ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না। মানবাধিকার প্রাপ্তির মধ্য দিয়েই মানুষের মানসিকতা পূর্ণতা লাভ করে। এসব কারণেই মানবাধিকার গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের 'B' ছকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ইঙ্গিত করা হয়েছে।
শব্দগত অর্থে যুক্তরাষ্ট্র বলতে কয়েকটি রাষ্ট্রের মিলন বা সন্ধিকে বোঝায়। আর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের মধ্যে সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে গঠিত সরকারকে বোঝায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামোতে একাধিক রাষ্ট্র বা প্রদেশ মিলে সরকার গঠন করে। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে।
উদ্দীপকের ছকে মূলত ক্ষমতার বণ্টনের ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণি বিভাগ দেখানো হয়েছে। ক্ষমতার বণ্টনের ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। তাই বলা যায়, 'B' ছকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি 'B' নামক সরকার অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার অনেক শর্ত রয়েছে।
কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। এ ধরনের সরকারের সফলতার জন্য অনেকগুলো শর্ত পালন করতে হয়। ভৌগোলিক সান্নিধ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্যের অপরিহার্য শর্ত। ভৌগোলিক সান্নিধ্যের ফলে জনগণের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার ইচ্ছা দেখা দেয়। অপরদিকে, ভৌগোলিক অসংলগ্নতা ঐক্যবদ্ধ হবার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশগুলোর ভৌগোলিক সান্নিধ্যের পাশাপাশি এর জনগণ একই ধর্মাবলম্বী হলে ভালো হয়। তবে শুধু ধর্মের বন্ধনই যথেষ্ট নয়।
সাংবিধানিক প্রাধান্য ও লিখিত এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সহায়ক। সাংবিধানিক প্রাধান্য না থাকলে যুক্তরাষ্ট্র সফল হতে পারে না। কেননা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধানই হচ্ছে জনগণের রক্ষক ও অভিভাবক। এছাড়া সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য রক্ষার এবং সংবিধানকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য তা লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার জন্য এর প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর জন্য দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকাই বাঞ্ছনীয়। উচ্চকক্ষ প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের স্বার্থ দেখাশোনা করবে। যুক্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা জটিল শাসনব্যবস্থা। তাই এর সফলতার জন্য জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা, সচেতনতা ও প্রজ্ঞা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি সকল নাগরিকের মধ্যে আইন মেনে চলার মনোভাব থাকতে হবে।
উল্লেখিত শর্তগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকারিতার জন্য অত্যাবশ্যক। এসব শর্ত যে যুক্তরাষ্ট্রে বেশি পালিত হবে সে সরকার তত বেশি সফলতা অর্জন করবে।

প্রশ্ন ▶ ৭১

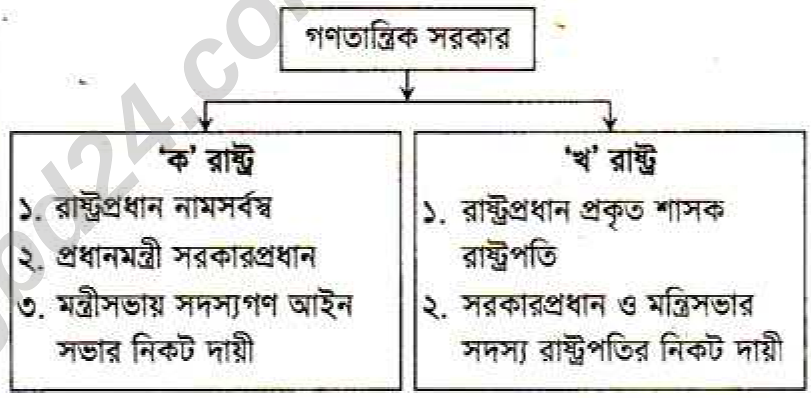

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা । প্রশ্ন নং ৯]

ক. এককেন্দ্রীক সরকার কাকে বলে? ১
খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা বাংলাদেশে বিদ্যমান তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন কর? যুক্তি সহকারে উত্তর দাও। ৪

৭১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সংবিধানের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হলে তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের (আইন ও শাসন বিভাগ) হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।
বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের সত্যিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ।

গ সৃজনশীল ৭ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

ঘ 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা বাংলাদেশে বিদ্যমান— আমি এ বক্তব্যে সমর্থন করি না। কেননা, বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদশাসিত বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজের জন্য আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলে। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রপতি তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে না। এ শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

উদ্দীপকে 'খ' রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক এবং মন্ত্রিসভার সদস্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। যা রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে। এটি বাংলাদেশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। বাংলাদেশে শাসনক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রিরিষদ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি রয়েছেন যিনি অলঙ্কারিক বা নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার এসব বৈশিষ্ট্য সংসদিয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। তাই বলা যায়, "উদ্দীপকে 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা বাংলাদেশে বিদ্যমান"— এ বক্তব্যটি সঠিক নয়।

প্রশ্ন ▶ ৭২ 'ক' নামক দেশটির কেন্দ্র থেকে সমগ্র দেশ পরিচালিত হয়। এখানে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়। এদিক থেকে 'খ' দেশের সাথে কিছুটা পার্থক্য আছে। 'খ' দেশে সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেয়া আছে। এখানে জনগণের পরোক্ষ ভোটে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচিত হয়। প্রদেশগুলো প্রায় সব বিষয়ই স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে।

[সরকারি বরিশাল কলেজ ▌ প্রশ্ন নং ৭]

ক. জবাবদিহিতা কী? ১

খ. গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' দেশে কোন কোন ধরনের সরকার বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোন দেশের সরকার তোমার কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জবাবদিহিতা হলো নিজের কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দানের বাধ্যবাধকতা।

খ যে শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং জনগণকর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনা করে তাকে গণতন্ত্র বলে।

গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy, যা গ্রিক শব্দ Demos এবং Kratos বা Kratia থেকে উদ্ভূত। Demos অর্থ জনগণ আর Kratos বা Kratia শব্দের অর্থ শাসন ক্ষমতা। সুতরাং শব্দগত অর্থে গণতন্ত্র হচ্ছে 'জনগণের শাসন ক্ষমতা'। মার্কিন রাষ্ট্রপতি, আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেন- 'জনসাধারণের কল্যাণের জন্য, জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা'। গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে কাঙ্ক্ষিত ও জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় জনগণের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা হয়।

গ উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' দেশে যথাক্রমে এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বিদ্যমান।

এককেন্দ্রিক সরকার বলতে এমন এক ধরনের সরকারকে বোঝায় যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকে। এখানে প্রাদেশিক সরকার বা অঙ্গরাজ্য সরকার থাকতে পারে। কিন্তু এই সরকারগুলো কোনো স্বাধীন ক্ষমতা ভোগ করে না। গোটা দেশ একটি কেন্দ্র থেকে শাসিত হয়। এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়। উদ্দীপকে 'ক' নামক দেশটির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, সমগ্র দেশটি কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয়। এছাড়া এখানে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়। যা এককেন্দ্রিক সরকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অন্যদিকে, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ স্বার্থে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং প্রাদেশিক সরকার স্বাধীনভাবে স্থানীয় বা প্রাদেশিক বিষয়সমূহ পরিচালনা করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' দেশে সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। এখানে জনগণের পরোক্ষ ভোটে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচিত হয় এবং প্রদেশগুলো প্রায় সব বিষয়েই স্বাধীনতা ভোগ করে। যা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অনুরূপ।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৭৩ "ক" রাষ্ট্রটি ৫০টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে গঠিত। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি অঙ্গরাজ্যগুলো সরকারি ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করে। অপরদিকে, "খ" রাষ্ট্রটিতে একটি কেন্দ্র থেকেই সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর কোন শাসন ক্ষমতা থাকে না।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট ▌ প্রশ্ন নং ৫]

ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী? ১

খ. সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে "ক" রাষ্ট্রটির সরকারব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে "ক" ও "খ" রাষ্ট্র দুটির সরকার ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ।

খ যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় সরকার বলে।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সরকার পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা থাকে আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রিসভার হাতে, প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মন্ত্রিসভার নেতা, সংগঠক ও সরকারপ্রধান।

গ সৃজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭৪ মি. রিচার্ড 'খ' রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সেখানে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে ৩০টি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত সরকার রয়েছে। অপরদিকে, জনাব ক্যাথি 'গ' রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। এ রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। *[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. আইনসভার প্রধান কাজ কী? ১

খ. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে 'খ' রাষ্ট্রের কোন সরকার বিদ্যমান? উক্ত সরকার ব্যবস্থার সুবিধাসমূহ আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' ও 'গ' রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনসভার প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা।

খ দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত আইনসভাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে। এ ধরনের আইনসভায় 'নিম্নকক্ষ' এবং 'উচ্চকক্ষ' নামে পৃথক দুটি পরিষদ থাকে। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নকক্ষ গঠিত হয়। উচ্চকক্ষের গঠন প্রকৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকম। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ভারত প্রভৃতি দেশে এ ধরনের আইনসভা রয়েছে।

গ সৃজনশীল ১৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৭৫ সরকারের যাবতীয় নিয়ম, বিধি ও অনুশাসন 'ক' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। যার ফলে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এছাড়াও উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সদস্যপদ গ্রহণ ও সেখানে নিজ দেশের প্রতিনিধি প্রেরণ করে থাকে। এছাড়াও আরো অনেক কাজ উক্ত প্রতিষ্ঠানটি করে থাকে। *[সরকারি বরিশাল কলেজ। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সরকারের অঙ্গ কয়টি ও কী কী? ১

খ. আইন বিভাগ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের মিল খুজে পাও? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করো। ৪

৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের অঙ্গ ৩টি। এগুলো হলো— আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ।

খ সরকারের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো আইন বিভাগ। সাধারণভাবে আইন বিভাগ বলতে সরকারের সেই বিভাগকে বোঝায়, যে বিভাগ আইন প্রণয়ন করে। তবে আইন বিভাগ শুধু আইন প্রণয়ন করে না বরং সংবিধান সংশোধন, সংবিধান রচনা, শাসন সংক্রান্ত, নির্বাচন সংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত কাজসহ আরও নানাবিধ কাজ করে থাকে। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের শাসন বিভাগের মিল খুঁজে পাই।

রাষ্ট্রের শাসন কাজ পরিচালনার দায়িত্ব যে বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে শাসন বিভাগ বলে। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করাই শাসন বিভাগের কাজ। শাসন বিভাগ আইনের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে। এছাড়া অন্য দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ এবং অন্যদেশ কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে নিজ দেশে গ্রহণ, বিভিন্ন সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সদস্যপদ গ্রহণ ও সেখানে নিজ দেশের প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতি কাজ শাসন বিভাগের অন্তর্গত পররাষ্ট্র দফতর সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সরকারের যাবতীয় নিয়ম বিধি ও অনুশাসন 'ক' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এছাড়াও উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সদস্যপদ গ্রহণ ও সেখানে নিজ দেশের প্রতিনিধি প্রেরণসহ আরও অনেক কাজ করে থাকে। যা আমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত শাসন বিভাগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ, শাসন বিভাগ নানাবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা করে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও এ বিভাগ সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর প্রদান, বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ ও প্রদান, প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন, অধ্যাদেশ প্রভৃতি প্রণয়ন করে থাকে। আইনসভার সম্মতিক্রমে শাসন বিভাগ সাধারণত কর ধার্য, সেবামূলক কাজ সম্পাদন এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করতে অর্থ সংগ্রহ এবং তা ব্যয় করতে থাকে।

শাসন বিভাগ কিছু কিছু আইন প্রণয়ন ও বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলিও সম্পাদন করে থাকে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে। কেননা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য। শাসন বিভাগের বিচার সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অধিকাংশ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিদেরকে নিয়োগ করতে থাকেন। কোনো বিচারালয় কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমা প্রদর্শন কিংবা তার দন্ড হ্রাস করতে পারেন। আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ জনস্বাস্থ্য, গণশিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করতে থাকে। এছাড়া শাসন বিভাগ সামরিক কার্যাবলিসহ বিভিন্ন পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলি যেমন: রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ও গ্রহণ, বিভিন্ন সন্ধি ও চুক্তি, সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সদস্য পদ গ্রহণ ও সেখানে নিজ দেশের প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ, শাসন বিভাগ নানাবিধ কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়ন পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

Teachingbd24.com

★★ সরকার

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন জাতীয় সরকার প্রচলিত? [জ্ঞান]
ক সংসদীয় খ রাষ্ট্রপতি শাসিত
গ সমাজতান্ত্রিক ঘ মিশ্র নীতির — খ

২. গ্রিক শব্দ ডিমোস (Demos) এর অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক সরকার খ মন্ত্রিসভা
গ জনগণ ঘ ক্ষমতা — গ

৩. এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত রয়েছে এমন রাষ্ট্রটি হলো— [জ্ঞান]
ক সুইজারল্যান্ড খ কানাডা
গ ভারত ঘ যুক্তরাজ্য — ঘ

৪. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় কোন পদটি নিয়মতান্ত্রিক? [জ্ঞান]
ক ন্যায়পাল খ বিচারপতি
গ প্রধানমন্ত্রী ঘ রাষ্ট্রপতি — ঘ

৫. গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন দল জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে কেন? [অনুধাবন]
ক বিরোধীদলের সমালোচনার ভয়ে
খ সেনাবাহিনীর ভয়ে
গ গৃহযুদ্ধের আশঙ্কায়
ঘ ক্ষমতা হারানোর ভয়ে — ক

৬. রাষ্ট্র কীভাবে তার মূল কার্য সম্পন্ন করে? [অনুধাবন]
ক সমাজের মাধ্যমে খ সরকারের মাধ্যমে
গ জনগণের মাধ্যমে ঘ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে — খ

৭. "Government is the organization or machinery of the state"— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক অধ্যাপক উইলোবি
খ অধ্যাপক গেটেল
গ অধ্যাপক গার্নার
ঘ অধ্যাপক এলান বল — খ

৮. কোন দেশে সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে? [জ্ঞান]
ক ভারত খ ব্রিটেন
গ গ্রিস ঘ রাশিয়া — গ

৯. সরকারের অঙ্গসমূহ কয়টি? [চা. বো.; কু. বো. '১৬; রা. বো. '১৫]
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫ — খ

১০. 'এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা'— কোন সরকার ব্যবস্থার আদর্শ? [ব. বো. '১৬, '১৫; দি. বো. '১৬, '১৫]
ক সমাজতান্ত্রিক খ রাজতান্ত্রিক
গ গণতান্ত্রিক ঘ একনায়কতান্ত্রিক — ঘ

১১. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় কোন পদটি নিয়মতান্ত্রিক? [সি. বো. '১৬; ব. বো. '১৬]
ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
গ প্রধান বিচারপতি ঘ স্পিকার — খ

১২. বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি কোন ধরনের? [চা. বো. '১৫]
ক সমাজতান্ত্রিক খ গণতান্ত্রিক
গ প্রজাতান্ত্রিক ঘ ধনতান্ত্রিক — খ

১৩. কোন কোন মহাদেশে বার বার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে? [চা. বো. '১৫]
ক ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা
খ এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা
গ ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ওসেনিয়া
ঘ উত্তর আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা — খ

১৪. সরকারের প্রধান লক্ষ্য কী? [দি. বো. '১৫]
ক কঠোর অনুশাসন খ জনকল্যাণ সুনিশ্চিত
গ নৈতিকতা ঘ বিদ্রোহ দমন — খ

১৫. কোন ভিত্তি অনুযায়ী এরিস্টটল সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেন? [ব. বো. '১৫]
ক সংখ্যানীতি
খ উদ্দেশ্য নীতি
গ সংখ্যা ও উদ্দেশ্য নীতি
ঘ ন্যায় নীতি — গ

১৬. এরিস্টটল কয়টি নীতির ওপর ভিত্তি করে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন? [চ. বো. '১৫]
ক এক খ দুই
গ তিন ঘ চার — খ

১৭. এরিস্টটলের মতে, উত্তম সরকার কোনটি? [চ. বো. '১৫]
ক রাজতন্ত্র খ অভিজাততন্ত্র
গ পলিটি ঘ গণতন্ত্র — ক

১৮. ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে সরকার কত প্রকার? [য. বো. '১৫]
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ — ক

১৯. উত্তম সরকারের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [ব. বো. '১৫]
ক আইনের অনুশাসন
খ আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য
গ ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ
ঘ শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি — ক

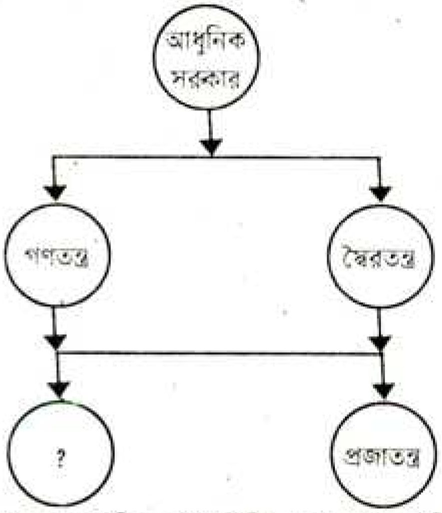

২০. উপরের রেখচিত্রে (?) চিহ্নিত স্থানটিতে কী হবে? [চ. বো. '১৫]
ক এককেন্দ্রিক খ একনায়কতন্ত্র
গ রাষ্ট্রপতি শাসিত ঘ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র — ঘ

২১. কোন দেশে সংসদীয় সরকার প্রচলিত নেই? [চা. বো. '১৫; আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]
ক বাংলাদেশ খ ভারত
গ যুক্তরাজ্য ঘ যুক্তরাষ্ট্র — ঘ

২২. 'ক' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। তিনি রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক শাসক। তিনি প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন না। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া সাধারণত কিছু করেন না। [ব. বো. '১৫]
'ক' রাষ্ট্রে কী ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।
ক রাজতন্ত্র খ রাষ্ট্রপতি শাসিত
গ স্বৈরতন্ত্র ঘ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত — ঘ

Teachingbd.com

২৩. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা বা রানি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন— [য. বো. ১৫]
ক জনগণের ভোটে খ উত্তরাধিকার সূত্রে
গ পরোক্ষ নির্বাচনে ঘ প্রশাসনিক সূত্রে খ

২৪. সংসদীয় সরকারের প্রধান কে? [কু. বো. ১৫; আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]
ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
গ স্পিকার ঘ চিফ হুইপ ক

২৫. আঞ্চলিক ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে সরকারকে ভাগ করা হয়— [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর]
ক একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র
খ প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্র
গ সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত
ঘ এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ

২৬. এককেন্দ্রিক সরকারে কোনটি অনুপস্থিত? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক জাতীয় সংহতি খ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
গ রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঘ রাজনৈতিক দল খ

২৭. এরিস্টটলের *Politics* গ্রন্থে সরকার কাঠামো কয় শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ খ

২৮. গণতন্ত্র হবে— [ঢাকা কলেজ, ঢাকা]
i. জনগণের দ্বারা
ii. জনগণের জন্য iii. জনগণের শাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

২৯. ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি কনফেডারেশন। কারণ এর রয়েছে— [প্রয়োগ]
i. একই মুদ্রা
ii. সংবিধান
iii. অর্থনৈতিক নীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৩০. রাজতান্ত্রিক সরকার কাঠামোয়— [অনুধাবন]
i. রাজা বা রানির হাতে চরম ক্ষমতা থাকে
ii. রাজা বা রানি উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করে
iii. বাহ্যিক শাসনকে মেনে নেওয়া হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৩১. সরকার গঠিত হয়— [অনুধাবন]
i. আইন বিভাগ নিয়ে
ii. শাসন বিভাগ নিয়ে
iii. বিচার বিভাগ নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৩২. একদলীয় শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রবিরোধী। কেননা এখানে জনগণকে মেনে নিতে হয়— [চ. বো. ১৫]
i. একমাত্র আদর্শকে
ii. এক নেতার নেতৃত্বকে
iii. একমাত্র দলকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩৩ ও ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'A' রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে এবং সংবিধান অলিখিত। অপর দিকে 'B' রাষ্ট্রে সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় ও জনগণ দ্বৈত নাগরিকত্বের অধিকারী। [য. বো. ১৫]

৩৩. উদ্দীপকের 'A' রাষ্ট্রটির সরকার প্রধান কে?
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ স্পিকার ঘ প্রধান বিচারপতি খ

৩৪. উদ্দীপকের 'B' রাষ্ট্রটির সরকার ব্যবস্থা কী ধরনের?
ক এককেন্দ্রিক খ যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ রাজতান্ত্রিক ঘ ধনতান্ত্রিক খ

অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আধুনিক বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি অন্যতম সভ্য দেশ। এই দেশের জনগণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সরকারপ্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে জনমত গ্রহণ করেন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিদ্যমান। [কু. বো. ১৫]

৩৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা বিরাজমান?
ক কর্তৃত্ববাদী শাসন খ স্বৈরশাসন
গ সুশাসন ঘ সমাজতান্ত্রিক শাসন গ

৩৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম একটি—
ক একনায়কতান্ত্রিক দেশ
খ সমাজতান্ত্রিক দেশ
গ রাজতান্ত্রিক দেশ ঘ গণতান্ত্রিক দেশ ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' রাষ্ট্রে আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং সরকারের জবাবদিহিতা সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। অন্যদিকে 'খ' রাষ্ট্রের জনগণ এসব প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পর সেখানে গণতন্ত্র চালু হলেও আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নেই। [চ. বো. ১৫]

৩৭. 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক এককেন্দ্রিক খ যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ সংসদীয় ঘ রাষ্ট্রপতি শাসিত গ

৩৮. উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' রাষ্ট্রে সরকারের যে বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা হলো—
ক আইন খ শাসন
গ বিচার ঘ নির্বাচকমণ্ডলী খ

★ আইনসভার গঠন

৩৯. ব্রিটেনে সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে কাজ করে কোনটি? [জ্ঞান]
ক নিম্নকক্ষ কমন্সসভা
খ উচ্চকক্ষ প্রতিনিধিসভা
গ উচ্চকক্ষ লর্ডসসভা
ঘ নিম্নকক্ষ লোকসভা গ

৪০. বাংলাদেশের আইনসভা কত কক্ষবিশিষ্ট? [জ্ঞান]
ক এক কক্ষবিশিষ্ট খ দুই কক্ষবিশিষ্ট
গ তিন কক্ষবিশিষ্ট ঘ চার কক্ষবিশিষ্ট ক

৪১. কোনটি রাষ্ট্রীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণকারী? [জ্ঞান]
ক মন্ত্রিসভা খ আইনসভা
গ শাসন বিভাগ ঘ বিচার বিভাগ খ

http://teachingbd.com

৪২. ভারতের আইনসভার উচ্চ কক্ষের নাম কী? [জ্ঞান]
(ক) সিনেট (খ) লর্ডসভা
(গ) রাজ্যসভা (ঘ) কমন্সসভা — গ

৪৩. আইনসভার/আইন বিভাগের প্রথম ও প্রধান কাজ কোনটি? [চ. বো. '১৬; ব. বো. '১৬; সি. বো. '১৬; আনন্দ মোহন কলেজ]
(ক) অর্থনৈতিক (খ) সরকারি নীতি প্রণয়ন
(গ) আইন প্রণয়ন (ঘ) জনমত গঠন — গ

৪৪. আমেরিকার কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের নাম কী? [রা. বো. '১৫; সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর]
(ক) লর্ড সভা (খ) কমন্সসভা
(গ) প্রতিনিধি সভা (ঘ) সিনেট — গ

৪৫. নিচের কোন দেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট? [ব. বো. '১৫]
(ক) বাংলাদেশ (খ) ভারত
(গ) যুক্তরাজ্য (ঘ) যুক্তরাষ্ট্র — ক

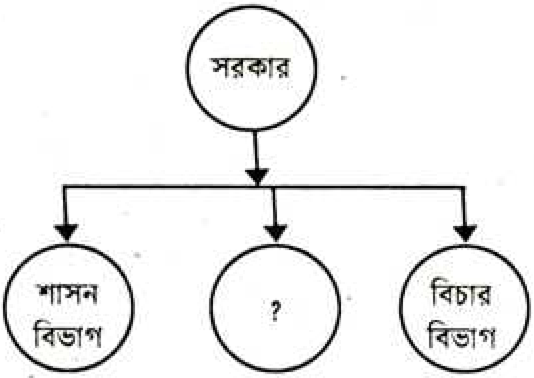

৪৬. '?' চিহ্নিত স্থানটি কোনটি নির্দেশ করে? [চ. বো. '১৫]
(ক) আইন (খ) সামরিক বাহিনী
(গ) আমলাতন্ত্র (ঘ) এলিট — ক

৪৭. নিচের কোন রাষ্ট্রে দ্বি'কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বিদ্যমান? [চ. বো. '১৫]
(ক) তুরস্ক (খ) ভারত
(গ) নিউজিল্যান্ড (ঘ) ফিনল্যান্ড — খ

৪৮. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় নিম্নকক্ষের সদস্যরা কীভাবে নির্বাচিত হয়? [অনুধাবন]
(ক) উত্তরাধিকার সূত্রে
(খ) সর্বজনীন ভোটাধিকারে ভিত্তিতে
(গ) মনোনয়নের মাধ্যমে
(ঘ) পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে — খ

৪৯. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কয়টি রাজনৈতিক দল থাকে? [জ্ঞান]
(ক) একটি (খ) দুইটি
(গ) তিনটি (ঘ) চারটি — ক

৫০. এককক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের নেতিবাচক ফলাফল হলো— [আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
i. সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা
ii. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অনুপযোগী
iii. বিভিন্ন শ্রেণি ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব দান অসম্ভব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — ক

৫১. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় থাকে— [অনুধাবন]
i. নিম্নকক্ষ ii. মধ্যকক্ষ
iii. উচ্চ কক্ষ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — খ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

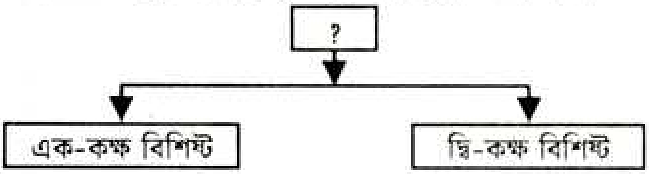

৫২. উপরের ছকটিতে "?" চিহ্নিত স্থানে কী বসবে? [প্রয়োগ]
(ক) লর্ড সভা (খ) কমন্স সভা
(গ) আইনসভা (ঘ) পৌরসভা — গ

৫৩. উদ্দীপকের দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থাটির নিম্নকক্ষের সদস্যরা নির্বাচিত হন— [উচ্চতর দক্ষতা]
(ক) জনগণের ভোটে (খ) সংসদ সদস্যদের ভোটে
(গ) উত্তরাধিকারসূত্রে (ঘ) রাষ্ট্রপতির পছন্দে — ক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. আনিস বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ তথা আইন পরিশোধন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। তিনি যে বিভাগে কাজ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই বিভাগই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? [ব. বো. '১৫]

৫৪. মি. আনিস কোন বিভাগে কর্মরত?
(ক) আইন (খ) পুলিশ
(গ) বিচার (ঘ) প্রতিরক্ষা — ক

৫৫. "ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি" বাস্তবায়িত হলে মি. আনিসের বিভাগ কী অর্জনে সক্ষম হবে?
(ক) পূর্ণক্ষমতা (খ) যথার্থ স্বাধীনতা
(গ) অন্য বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ
(ঘ) ভারসাম্য রক্ষার অধিকার — খ

★★ আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৫৬. আইন বিভাগের মূল কাজ কী? [জ্ঞান]
(ক) আইন প্রণয়ন (খ) আইন প্রয়োগ
(গ) আইনের আলোকে বিচার করা
(ঘ) বিদেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা — ক

৫৭. অধ্যাপক গেটেলের মতে, সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি কয়টি? [দি. বো. '১৫]
(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫ — গ

৫৮. মি. আলমগীর একজন জনপ্রতিনিধি। তিনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। তিনি সমাজে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা, নাগরিকের নিরাপত্তা ও অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোন আইন প্রয়োগ করেন। [চ. বো. '১৫]
(ক) জাতীয় (খ) ফৌজদারী
(গ) শাসনতান্ত্রিক (ঘ) আন্তর্জাতিক — ক

http://teachingbd.com

৫৯. M একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আর N একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। উভয়ের ক্ষেত্রে কী ধরনের ভিন্নতা দেখা দিবে? /রা. বো. '১৫/
ক আইন বাস্তবায়নে
খ আইনের শাসনে
গ মানবাধিকারের ক্ষেত্রে
ঘ মৌলিক অধিকারের প্রকৃতির ক্ষেত্রে **ঘ**

৬০. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব কার? /দি. বো. '১৫/
ক সরকারের খ নির্বাচন কমিশনের
গ রাজনৈতিক দলের
ঘ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের **খ**

৬১. "স্কটল্যান্ড স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়া উচিত" পার্লামেন্টের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে দেশে ২০১৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ করা হয়। 'না' পক্ষে ৫৫.৩% এবং 'হ্যা' পক্ষে ৪৪.৭% ভোট পড়ে। পার্লামেন্ট ইংল্যান্ডের সাথে যুক্ত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গণতন্ত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তে রয়েছে? /ব. বো. '১৫/
ক জনগণের সম্মতি খ দায়িত্বশীল
গ নিয়মতান্ত্রিকতা ঘ আইনের শাসন **ক**

৬২. আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন কারা? /রা. বো. '১৫/
ক মন্ত্রীরা খ আমলারা
গ আইনজীবীরা ঘ পুলিশ **ঘ**

৬৩. যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নাম কী? [জ্ঞান]
ক ডায়েট খ সিম
গ নেসেট ঘ কংগ্রেস **ঘ**

৬৪. সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার সদস্যগণ কোন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে? [অনুধাবন]
ক শাসন বিভাগ খ বিচার বিভাগ
গ আইন বিভাগ ঘ অর্থ বিভাগ **ক**

৬৫. আইনসভা কাজ করে— [অনুধাবন]
i. সরকারি নীতি প্রণয়নে
ii. সংবিধান সংশোধনে
iii. জনমত গঠনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬৬. আইন বিভাগের কাজ হলো— /ঢা. বো. '১৫; মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
i. আইন প্রণয়ন ও সংশোধন
ii. সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন
iii. অধ্যাদেশ প্রণয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?-
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিয়ানমার বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা আইন লঙ্ঘন করলে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ বাধে। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়টি কূটনৈতিকভাবে মিটানোর চেষ্টা করে কিন্তু মিয়ানমারের অসহযোগিতায় তা ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে, জাতিসংঘের একটি বিশেষ শাখায় উপস্থাপন করে সমাধান পায়। /শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা; রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ, রাজশাহী/

৬৭. মিয়ানমার বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা লঙ্ঘন করে কোন আইন অবমাননা করেছে?
ক সরকারি আইন
খ প্রশাসনিক আইন
গ আন্তর্জাতিক আইন
ঘ ফৌজদারী আইন **গ**

৬৮. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইনের মাধ্যমে—
i. ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়
ii. ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়
iii. সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক নির্ণয় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ শাসন বিভাগের গঠন

৬৯. প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত? [জ্ঞান]
ক আইন বিভাগ খ শাসন বিভাগ
গ বিচার বিভাগ ঘ গণ বিভাগ **খ**

৭০. রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা দানের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো— [অনুধাবন]
ক স্বাধীন আইন বিভাগ
খ স্বাধীন শাসন বিভাগ
গ স্বাধীন বিচার বিভাগ
ঘ স্বাধীন আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ **ঘ**

৭১. বাংলাদেশের মতো সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা কী? [প্রয়োগ]
ক নামমাত্র শাসক খ প্রকৃত শাসক
গ ধর্মতান্ত্রিক শাসক ঘ সরকারপ্রধান **ক**

৭২. সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ বলতে বোঝায়— [অনুধাবন]
i. রাষ্ট্রপতি
ii. মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ
iii. শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭৩. বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের পদটি— [প্রয়োগ]
i. রাষ্ট্রের শীর্ষ পদ
ii. অলংকারিক iii. নিয়মতান্ত্রিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৭৪. আইন প্রয়োগ করে— [জ্ঞান]
ক আইন বিভাগ খ শাসন বিভাগ
গ বিচার বিভাগ ঘ সুপ্রিম কোর্ট **খ**

৭৫. জরুরি অবস্থা ঘোষণা কোন বিভাগের কাজ? /চ. বো. '১৬; সি. বো. '১৬/
ক শাসন খ বিচার
গ সামরিক বাহিনীর ঘ আইন **ক**

৭৬. শাসন বিভাগের মূল কাজ হলো— /চ. বো. '১৫; ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ, পাবনা; আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ/
ক আইন প্রণয়ন খ আইন সংশোধন
গ আইন প্রয়োগ ঘ বিচারকার্য সম্পাদন **গ**

৭৭. একটি দেশের শাসন ব্যবস্থা সুসংহত হয় কীভাবে? /আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী/
ক দেশপ্রেমের কারণে
খ জাতীয়তাবাদের ফলে
গ গণতন্ত্র বাস্তবায়নের ফলে
ঘ আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ সুগম হলে **গ**

Teachingbd.com

৭৮. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে আহ্বান করেন? [জ্ঞান]
ক প্রধানমন্ত্রী   খ রাষ্ট্রপতি
গ স্পিকার   ঘ প্রধান বিচারপতি   খ

৭৯. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং দেশের অভ্যন্তরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব কোন বিভাগের ওপর ন্যস্ত? [অনুধাবন]
ক আইন বিভাগের   খ শাসন বিভাগের
গ বিচার বিভাগের   ঘ হাইকোর্ট বিভাগের   খ

৮০. সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে কোন বিভাগ? [অনুধাবন]
ক আইন বিভাগ   খ শাসন বিভাগ
গ বিচার বিভাগ   ঘ আইন মন্ত্রণালয়   খ

৮১. শাসন বিভাগের কাজ হলো—
i. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা
ii. স্বরাষ্ট্র বিষয় দেখাশুনা
iii. অপরাধীকে দণ্ড বা শাস্তি প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii   খ i ও ii
গ iii ও ii   ঘ i, ii ও iii   খ

৮২. শাসন বিভাগের কল্যাণকর অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্যে প্রয়োজন— [অনুধাবন]
i. আইন বিভাগের সহায়তা
ii. যথাযথ স্বচ্ছতা
iii. সত্যিকারের জবাবদিহি মনোভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   গ

★ বিচার বিভাগের গঠন

৮৩. দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করা কোন বিভাগের কাজ? [জ্ঞান]
ক শাসন বিভাগের   খ বিচার বিভাগের
গ আইন বিভাগের   ঘ সামরিক বিভাগের   খ

৮৪. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত কোনটি? [জ্ঞান]
ক হাইকোর্ট   খ সুপ্রিম কোর্ট
গ জজ কোর্ট   ঘ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট   খ

৮৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? [দি. বো. '১৬; ব. বো. '১৩]
ক বিচারকদের নিরপেক্ষতা
খ বিচারকদের দক্ষতা
গ বিচারকদের মর্যাদা
ঘ বিচারকদের পর্যাপ্ত বেতন ভাতা   ক

৮৬. কোন দেশের বিচারকগণ আইনসভা কর্তৃক মনোনীত হন? [ঢা. বো. '১৩]
ক সুইজারল্যান্ড   খ নিউজিল্যান্ড
গ ব্রিটেন   ঘ বাংলাদেশ   ক

৮৭. সুপ্রিম কোর্টের কয়টি বিভাগ রয়েছে? [কু. বো. '১৩]
ক ২   খ ৩
গ ৪   ঘ ৫   ক

৮৮. সংবিধানের অভিভাবক কে? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক শাসন বিভাগ   খ আইন বিভাগ
গ সামরিক বাহিনী   ঘ বিচার বিভাগ   ঘ

৮৯. বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয় কবে? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; শহীদ বীর উত্তম আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা; সাভার ক্যান্টনমেন্ট কলেজ]
ক ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর
খ ২০০৭ সালের ১ ডিসেম্বর
গ ২০০৮ সালের ১ নভেম্বর
ঘ ২০০৯ সালের ১ ডিসেম্বর   ক

৯০. কোন দেশে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য সাধারণ আদালত রয়েছে? [জ্ঞান]
ক জার্মানি   খ রাশিয়া
গ আলবেনিয়া   ঘ ভুটান   ক

৯১. বিচারকদের আইনসভার মাধ্যমে নির্বাচিত হলে কী ঘটে? [অনুধাবন]
ক যোগ্যতা বড় হয়ে ধরা দেয়
খ নিরপেক্ষতা বজায় থাকে
গ রাজনৈতিক বিবেচনা বড় হয়ে থাকে
ঘ সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ঘটে   গ

৯২. বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত হয়েছে— [অনুধাবন]
i. সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে
ii. অধস্তন কোর্ট নিয়ে
iii. জেলা পরিষদ নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   ক

★ বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৯৩. সংবিধানের অভিভাবক কে? [জ্ঞান]
ক শাসন বিভাগ   খ আইন বিভাগ
গ বিচার বিভাগ   ঘ সামরিক বাহিনী   গ

৯৪. অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব পালন করে কোন বিভাগ? [ঢা. বো. '১৫; আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ; ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ, পাবনা]
ক বিচার বিভাগ   খ আইন বিভাগ
গ শাসন বিভাগ   ঘ প্রতিরক্ষা বিভাগ   ক

৯৫. দুষ্টের দমন শিষ্টের লালন করা কোন বিভাগের কাজ? [সি. বো. '১৫; মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী]
ক শাসন বিভাগের   খ বিচার বিভাগের
গ আইন বিভাগের   ঘ প্রতিরক্ষা বিভাগের   খ

৯৬. বিচার বিভাগ দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করে কেন? [অনুধাবন]
ক এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গাবিশেষ বলে
খ এটি ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বলে
গ এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গাবিশেষ বলে
ঘ এটি সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার অঙ্গাবিশেষ বলে   গ

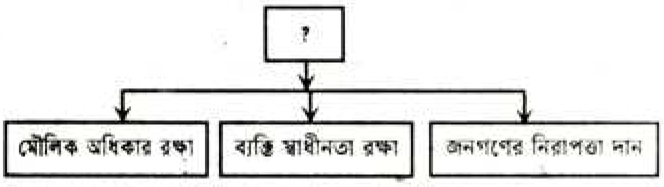

TeachingBD.com

৯৭. উপরের ছকে (?) স্থানে কোনটি হবে? [প্রয়োগ]
ক আইন বিভাগ খ বিচার বিভাগ
গ শাসন বিভাগ ঘ তথ্য বিভাগ **খ**

৯৮. কোনো রাষ্ট্রের বিচার পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে সে রাষ্ট্রের নৈতিক প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক গেটেল খ লাস্কি
গ লক ঘ বুশো **খ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৯—১০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

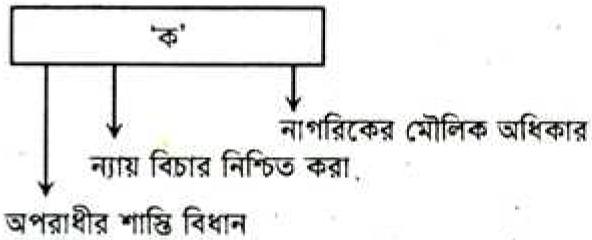

৯৯. 'ক' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে? [প্রয়োগ]
ক আইন বিভাগ খ বিচার বিভাগ
গ শাসন বিভাগ ঘ অধস্তন আদালত **খ**

১০০. বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম কেন? [প্রয়োগ]
ক দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষার জন্যে
খ নিরপরাধীকে শাস্তি বিধানের জন্যে
গ আইন প্রণয়ন করার জন্যে
ঘ আইনের বাস্তবায়নের জন্যে **ক**

১০১. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাগটি— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. আইনের শাসনকে অক্ষুণ্ন রাখে
ii. অধ্যাদেশ জারি করে
iii. সংবিধানকে অক্ষুণ্ন রাখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

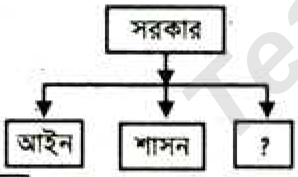

১০২. উপরের [?] চিহ্নিত স্থানে যে বিভাগ রয়েছে তার কাজ— [প্রয়োগ]
i. বিচারকার্য সম্পাদন করা
ii. আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া
iii. আইন প্রয়োগ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

১০৩. কে সরকারের কৃতিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন? [জ্ঞান]
ক ব্রাইস খ লক
গ লাস্কি ঘ মন্টেস্কু **ক**

১০৪. প্রাচীন কালে কারা আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচারকার্য সম্পাদন করতেন? [জ্ঞান]
ক রাজা খ রানি
গ জনগণ ঘ ব্যবসায়ী **ক**

১০৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে কার সচেতনতা ও সমর্থন থাকতে হবে? [জ্ঞান]
ক আইনজীবী খ জনগণ
গ ব্যবসায়ী ঘ মন্ত্রী **খ**

★ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচারবিভাগের ভূমিকা

১০৬. শামীম এর দেশে আইন সবকিছুর উর্ধ্বে। কেউ আইন লঙ্ঘন করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত 'শামীম' এর দেশে বিদ্যমান আছে— *[রা. বো. '১০]*
ক স্বাধীন বিচার বিভাগ
খ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
গ সুশাসন
ঘ স্বাধীন গণমাধ্যম **গ**

১০৭. কোন সরকারের আইনসভা সার্বভৌম? *[রা. বো. '১০]*
ক মন্ত্রিপরিষদ শাসিত
খ রাষ্ট্রপতি শাসিত
গ একনায়কতান্ত্রিক ঘ রাজতান্ত্রিক **ক**

১০৮. বিচারকগণ আইনসভার মাধ্যমে নির্বাচিত হলে কী ঘটে? *[শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক যোগ্যতা বড় হয়ে ধরা দেয়
খ নিরপেক্ষতা বজায় থাকে
গ রাজনৈতিক বিবেচনা বড় হয়ে থাকে
ঘ সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ঘটে **গ**

১০৯. পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের আদালত কী রকম? [অনুধাবন]
ক সংকীর্ণ খ স্তরায়িত
গ সীমাবদ্ধ ঘ এককেন্দ্রিক **খ**

১১০. রহিম একজন দরিদ্র কৃষক। তার ছেলেকে স্কুলে দিলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাকে ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ তার সামর্থ্য নেই। উক্ত খবরটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করেন। এখানে কীসের নির্দেশনা রয়েছে? [প্রয়োগ]
ক আপিল ক্ষমতা খ সুয়োমোটো রুলজারি
গ ম্যান্ডামাস ঘ হেবিয়াস কার্পাস **খ**

১১১. আইনের অনুশাসন বলতে বোঝায়— *[য. বো. '১০]*
i. সব মানুষই আইনের দৃষ্টিতে সমান
ii. কোনো অপরাধীকে ক্ষমা না করা
iii. শুনানী ব্যতীত শাস্তি না দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১১২ ও ১১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
"রিক্সাচালক বশির ট্রাকের ধাক্কায় নিহত" পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক উক্ত দুর্ঘটনার ব্যাখ্যা চেয়ে আদেশ জারি করেন।

১১২. উদ্দীপকের বিচারকের আদেশকে কী বলা হয়? [প্রয়োগ]
ক প্রশাসনিক খ স্বপ্রণোদিত
গ নির্বাহী ঘ দাপ্তরিক **গ**

Teachingbd.com

১১৩. সুপ্রীম কোর্টের এ ধরনের ভূমিকায় কী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক সামাজিক অধিকার
খ মৌলিক অধিকার
গ রাজনৈতিক অধিকার
ঘ মানবাধিকার খ

★★ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক

১১৪. শাসন বিভাগ বা বিচার বিভাগ আইন বিভাগ অপেক্ষা শক্তিশালী। উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক অধ্যাপক ম্যাকাইভারের
খ অধ্যাপক ফাইনার
গ অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট
ঘ অধ্যাপক কে. সি. হুইবার গ

১১৫. গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র কী? [ব. বো. '১৫]
ক সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব
খ অধিকার, সাম্য ও সাধীনতা
গ কর্তব্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব
ঘ অধিকার, কর্তব্য ও সাম্য ক

১১৬. সরকারের তিনটি মূল কাজ পরিচালনার জন্য কয়টি বিভাগ রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি খ

১১৭. একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল কোনটি? [জ্ঞান] [ইসলামিয়া কলেজ, রাজশাহী]
ক আইনসভা খ পাঠ্যপুস্তক
গ সংবিধান ঘ জনগণ গ

১১৮. 'বিচার বিভাগ যে পরিমাণ স্বাধীন, নাগরিক স্বাধীনতা সেই পরিমাণ সুরক্ষিত'— উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে বিচার বিভাগের যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়— [রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ, রাজশাহী]
i. স্বাধীনতা
ii. পরাধীনতা iii. নিরপেক্ষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

★ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি

১১৯. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা কাকে বলা হয়? [জ্ঞান]
ক এরিস্টটল খ জন লক
গ জ্যাঁ বোদা ঘ মন্টেস্কু ঘ

১২০. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা/উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাকারী কে? [ঢা. বো. '১৬; কু. বো. '১৬; চ. বো. '১৬; সি. বো. '১৬; রা. বো. '১৬; য. বো. '১৫]
ক রুশো খ মন্টেস্কু
গ হব্‌স ঘ লাস্কি খ

১২১. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি মূলত কী করে? [দি. বো. '১৫]
ক সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ
খ সরকারের আইন প্রয়োগে সহায়তা
গ সরকারের স্বৈরাচারী প্রবণতা রোধ
ঘ সরকারের ভাবমূর্তির বিকৃতি গ

১২২. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কোথায় প্রবলভাবে দেখা যায়? [শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]
ক ইতালি খ ব্রিটেনে
গ আমেরিকায় ঘ ভ্যাটিকান সিটিতে গ

১২৩. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেন কে? [জ্ঞান]
ক মন্টেস্কু খ লক
গ রুশো ঘ গেটেল ক

১২৪. সিসেরো ও পলিবিয়াস রোমের শাসন ব্যবস্থার কয়টি বিভাগের উল্লেখ করেছেন? [জ্ঞান]
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি খ

★ ক্ষমতার ভারসাম্যনীতি

১২৫. কোন দেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পাশাপাশি ক্ষমতার ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয়? [অনুধাবন]
ক যুক্তরাজ্য খ যুক্তরাষ্ট্র
গ মোনাকো ঘ মাল্টা খ

১২৬. ব্রিটেনে কেবিনেট সদস্যরা কোথা থেকে মনোনীত হয়? [অনুধাবন]
ক লর্ডস সভা খ কমন্স সভা
গ রাজ্য সভা ঘ লোকসভা খ

১২৭. ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের সমালোচনায় এরিস্টটলের কোন ধারণাটি প্রয়োগ করা হয়? [জ্ঞান]
ক বিপ্লব সম্পর্কিত ধারণা
খ সরকারের অখন্ড ও অবিচ্ছেদ্য ধারণা
গ পলিটি সম্পর্কিত ধারণা
ঘ নাগরিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা খ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৮ ও ১২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জোবায়ের ও নাহিদ সরকার কাঠামো নিয়ে আলোচনা করছিল। জোবায়ের বলে, ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতা পৃথক করা উচিত। নাহিদ বলে, বাস্তবে এরকম পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। এক বিভাগ কোনো না কোনোভাবে অন্য বিভাগের ওপর নির্ভরশীল।

১২৮. অনুচ্ছেদে নাহিদের কথায় কোন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে? [প্রয়োগ]
ক ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি
খ ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি
গ বিকেন্দ্রীকরণ নীতি
ঘ কেন্দ্রীয়করণ নীতি খ

১২৯. উক্ত নীতির ক্ষেত্রে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. প্রত্যেক বিভাগ নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন
ii. স্বাধীন হলেও এক বিভাগ অন্য বিভাগের ওপর নির্ভরশীল
iii. বিভাগগুলো সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ক

Teachingbd.com

অধ্যায়-৮: জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

প্রশ্ন ▶১ জনাব ফরহাদ চৌধুরী পৌরসভা নির্বাচনে একজন প্রার্থী। নির্বাচনের আচরণ বিধি মেনে তিনি নির্বাচনি প্রচার প্রচারণার কাজ শুরু করেন। তিনি ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করছেন। বিভিন্ন জায়গায় পথসভা, মিটিং, মিছিল এর আয়োজন, লিফলেট, ব্যানার, পোস্টার বিতরণ করছেন। তিনি জনগণকে তার প্রতি বিশ্বাস রাখারও আহ্বান জানান। *[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ ▌প্রশ্ন নং ৭]*

ক. জনমত কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব চৌধুরীর কাজে কোন বিষয়টির প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।

আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড তার 'The Civic Culture' গ্রন্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তার মতে, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির রূপ ও প্রতিকৃতি।' অর্থাৎ কোনো দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সে দেশের জনগণ কীভাবে গ্রহণ করছে সেটার ধরনই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

গ উদ্দীপকে জনাব ফরহাদ চৌধুরীর কাজে জনমত গঠনের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

কোনো সময়ের ব্যাপক আলোচিত বিষয়টির পক্ষে বা বিপক্ষে গোটা জনগণ বা তার বৃহত্তর অংশ যে মত পোষণ করে তাই হলো জনমত। জনমত আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম চালিকা শক্তি। এটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভৃতি জাতীয় সমস্যা সমাধান বা বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনমত গঠন করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের জনমত গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনগণের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে বিভিন্ন সংগঠন বা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা নিজেদের পক্ষে জনমত গঠনে সক্রিয় থাকে। যে দল বা প্রতিষ্ঠান নিজেদের পক্ষে বেশি জনমত গড়ে তুলতে পারে তাদেরই নির্বাচনে জয়ী হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব ফরহাদ চৌধুরী পৌরসভা নির্বাচনে একজন প্রার্থী। তিনি নির্বাচনি বিধি মেনে প্রচারণা চালাচ্ছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের ভোট প্রার্থনা করছেন। বিভিন্ন জায়গায় পথসভা, মিটিং-মিছিল, পোস্টার-ব্যানারের মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে নিজের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করছেন। সেই সাথে তিনি তার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির ওপর জনগণকে আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে বলছেন। তার এ কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো নিজের প্রতি জনগণের আস্থা তৈরির মাধ্যমে পৌর নির্বাচনে জয়ী হওয়া। উদ্দীপকের পৌরসভা নির্বাচনের মতো আমাদের দেশেও নির্বাচন আসন্ন হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এরকম কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা সভা-সমাবেশ এবং মিছিল-মিটিং করাসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে নিজেদের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। আলোচনা শেষে বলা যায়, ফরহাদ চৌধুরীর কাজের মাধ্যমে জনমত গঠনের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের বিষয়টির সাথে অর্থাৎ জনমতের সাথে গণতন্ত্রের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য জনমতের ওপর নির্ভরশীল। জনমতই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি। সরকার জনমতের চাপে জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। আবার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব ও গতিশীলতা নির্ভর করে জনমতের ওপর। গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় জনমতের ভিত্তিতে সরকার জনস্বার্থে আইন প্রণয়ন করে। জনমত দুর্নীতি রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দুর্নীতিপ্রবণ সরকার জনমতের রোষানলে পতিত হয়। এ ভয়ে গণতান্ত্রিক সরকার দুর্নীতিমুক্ত সরকারব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গণতন্ত্রের সফলতার অপরিহার্য শর্ত। গণতন্ত্রকে কার্যকর ও শক্তিশালী করণে জনমতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করতে হলে জনমতের বিকাশ সাধন পূর্বশর্ত। জনমতের বিকাশ ছাড়া গণতন্ত্র কল্পনা করা যায় না। এককথায় গণতন্ত্র জনমত নামক শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে বেঁচে থাকে। জনগণের মতামতের মাধ্যমেই সরকার পরিবর্তন হয়ে থাকে। নির্বাচনের প্রাক্কালে জনমত যে রাজনৈতিক দলের পক্ষে থাকে সে দল নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। সরকার জনমতকে উপেক্ষা করে দেশ পরিচালনা করতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা কার্যাবলিতে জনমতের প্রভাব অপরিহার্য।

ওপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, গণতন্ত্র ও জনমত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সফলতায় জনমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ছাড়া জনমতের প্রতিফলন দেখা যায় না।

প্রশ্ন ▶২ গত বৎসর সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার বিভিন্ন হাওরে উৎপাদিত ফসল রক্ষা বাঁধ ভেঙে সব ফসলি জমি পানির নিচে চলে যায়। ফলে সব কৃষক উৎপাদিত ফসল না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। স্থানীয় জনগণ এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য বাঁধ নির্মাণে নিযুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করে এবং সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। ফলে স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যম বিষয়টি তুলে ধরে। পরে সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮ ▌প্রশ্ন নং ৮]*

ক. SMS-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের উল্লিখিত পদক্ষেপ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক SMS-এর পূর্ণরূপ হলো— Short Message Service।

https://teachingbd24.com

খ সামাজিক ন্যায়বিচার হলো সমাজের সব মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রদান করা।

আইনের চোখে সবাই সমান। সমাজে বসবাসকারী সবার সুবিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার কাজ, আচরণ ও ন্যায়-অন্যায় বিচারের মানদণ্ড হতে হবে এক ও অভিন্ন। সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে মানুষ সুবিচার লাভ করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

গ সৃজনশীল ১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের উল্লিখিত পদক্ষেপ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক— বক্তব্যটি যথার্থ।

জনমত সৎ ও জনকল্যাণকামী হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই জনমতের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে সরকার জনকল্যাণে ব্যবস্থা নেয়। তাই দেখা যাচ্ছে, সুশাসনের সঙ্গে জনমতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম কার্যকর উপাদান হলো জনমত। বস্তুত জনমতকে আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনের প্রাণ বলা হয়। জনমতের ওপরই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়। জনগণের মতামত সরকারকে দক্ষ ও গতিশীল হতে সাহায্য করে। জনমতের চাপে সরকার যুগোপযোগী, গণমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সরকার জনমতের চাপেই দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট থাকে। সর্বোপরি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। এভাবে জনমতের চাপে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সরকার সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের বাঁধ ভাঙা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ, সরকার জনমতকে গুরুত্ব দিয়েছে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন ও এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোকে সংহত রূপ দিতে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে তা হলো জনমত।

তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের উল্লিখিত পদক্ষেপ অর্থাৎ, জনমতের প্রতি গুরুত্বারোপ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। দেশে জনমত সংগঠনের মাধ্যমগুলো জোরদার হলে সুষ্ঠু জনমত গঠিত হবে, যা সুশাসন নিশ্চিত করবে।

প্রশ্ন ▶ ৩ জনাব রাইসুল একটি রাজনৈতিক দলের নেতা ও সরকার দলীয় সাংসদ। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ায় তিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে স্থানীয় সমস্যা সমাধানে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করেন। তার এলাকার সকলেই তার কার্যক্রম সমর্থন করে এবং সরকারি ও বিরোধী দল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে। ফলে এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. জাতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. 'জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রাইসুল ইসলামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'রাইসুল সাহেবের এলাকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশের উন্নয়নে সহায়ক'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে রাজনৈতিক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ, সুসংগঠিত ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি, যারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে বা স্বাধীনতাকামী।

খ জাতীয়তা হলো একটি মানসিক ধারণা, যা অন্য জনসমাজ থেকে কোনো একটি জনসমাজকে পৃথক করে ও নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি করে।

জাতীয়তা এক ধরনের মানসিক অনুভূতি। কোনো নির্দিষ্ট জনসমষ্টি যখন কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিজেদেরকে ঐক্যবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তখন তাদের ঐ চেতনাকে জাতীয়তা বলে। এটি একটি ভাবগত বিষয়, মানসিক অবস্থা, জীবনযাত্রা, চিন্তা এবং অনুভূতির প্রক্রিয়া।

গ সৃজনশীল ১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ রাইসুল সাহেবের এলাকার মতো শান্তিপূর্ণ, সহাবস্থানমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক— উক্তিটি যথার্থ।

সংস্কৃতি হলো মানুষের সার্বিক জীবনপ্রণালি। অন্যদিকে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো সংস্কৃতির সেই অংশ, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কযুক্ত। রাজনীতির সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা, রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক সহাবস্থান, সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র প্রভৃতি বিষয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক দিককে নির্দেশ করে। আর এ ধরনের সংস্কৃতি চর্চা যে কোনো দেশের উন্নয়নের গতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যেমনটি রাইসুল ইসলামের এলাকায় লক্ষ করা যায়।

রাইসুল সাহেবের এলাকায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির সুস্থ চর্চা হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। অন্যদিকে, জনগণ তার সার্বিক কাজে সমর্থন দিয়ে সহযোগিতা করছে। আবার তিনি সরকার দলীয় সদস্য হিসেবে বিরোধী দলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছেন। এসব পদক্ষেপে তার এলাকায় শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করছে। তার মতো দেশের রাজনীতিবিদরা যদি জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করেন এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে জনকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। আবার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও বিরোধী দলগুলোর পারস্পরিক সহাবস্থান অত্যাবশ্যক। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক। এজন্য সরকার ও বিরোধী দলের সুসম্পর্ক, সরকারি কর্মসূচিতে বিরোধী দলের মতামত গ্রহণ, জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্য গড়ে তোলা এবং শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাইসুল ইসলাম সাহেবের এলাকার ন্যায় সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেকোনো দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চর্চা করা হলে তা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে।

প্রশ্ন ▶ ৪ 'ক' একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এদেশের জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। এখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীন এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিদ্যমান। 'খ' তার প্রতিবেশী একটি দেশ। সে দেশটিতে 'ক' রাষ্ট্রের মতো জনগণের মত প্রকাশ, প্রতিষ্ঠানের ও প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। এ নিয়ে রয়েছে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. কোন শতাব্দীতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাটি গুরুত্ব পায়? ১

খ. নির্বাচকমণ্ডলী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রে জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'খ' রাষ্ট্রে বিদ্যমান দিকগুলো কীসের অন্তরায়? রাষ্ট্রীয় জীবনে এগুলোর গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

Teachingbd24.com

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাটি গুরুত্ব পায়।

খ নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচকের সমষ্টিকে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।
নির্বাচন হলো দেশ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের মধ্য থেকে নাগরিকদের প্রতিনিধি বাছাই প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা। যারা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা অর্থাৎ ভোটদানের অধিকার ভোগ করেন তাদেরকে ভোটার বা নির্বাচক বলে। আর সকল ভোটারকে একত্রিতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।

গ 'ক' রাষ্ট্রে জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বাধীন জনমত বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান।
সাধারণ অর্থে জনমত বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতকে বোঝায়। তবে পৌরনীতি ও সুশাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত কিংবা জনসাধারণের সকল গোষ্ঠী বা শ্রেণির মতামত জনমত হিসেবে বিবেচিত হয় না। পৌরনীতি ও সুশাসনে জনগণের প্রভাবশালী, ন্যায়সংগত, যুক্তিযুক্ত, কল্যাণকর এবং সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মতামতকে জনমত বলে অভিহিত করা হয়। আর স্বাধীন জনমত হচ্ছে গণতন্ত্রের মূলভিত্তি।
উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। এখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীন। এছাড়া গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও বিদ্যমান। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনমত শব্দটি সর্বাধিক প্রচলিত শব্দ। জনমত রাষ্ট্র পরিচালনার অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান। জনমতকে উপেক্ষা করে শাসন কার্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। জনমত গঠনের জন্য প্রতিটি শাসনব্যবস্থায় কিছু মাধ্যম বা বাহন রয়েছে। মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি মাধ্যম হলো সংবাদপত্র। একটি সংবাদপত্র জনমতকে যতটা শক্তিশালী করতে পারে, ততটা শক্তিশালী আর কোনো মাধ্যম করতে পারে না। তাই জনমত গঠনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকা অতীব জরুরি। তাছাড়া জনগণের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতাও জনমত গঠনে সহায়তা করে থাকে। আর সংবাদপত্র, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জনগণের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বাধীন জনমত বৈশিষ্ট্যেরই বহিঃপ্রকাশ; যা উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে বিদ্যমান রয়েছে।

ঘ 'খ' রাষ্ট্রে বিদ্যমান দিকগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'খ' রাষ্ট্রের জনগণের, প্রতিষ্ঠানের ও প্রচার মাধ্যমের কোনো স্বাধীনতা নেই। অর্থাৎ সেখানে জনমত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নেই, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় জীবনে জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদানের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে সে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।
আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমত ও সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল জনমতকে ভয় করে চলে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। জনমতের চাপে সরকার যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সুশাসনের জন্য সরকার এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সুষ্ঠু জনমত গড়ে তুলতে হলেও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা জরুরি। কারণ জনমতের চাপে সরকার দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট হয়। জনমতের চাপে সরকার প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করে তোলার ক্ষেত্রেও তৎপর হয়ে ওঠে। তাছাড়া জনগণের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকার রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। আর এভাবেই রাষ্ট্রে গঠনমূলক জনমতের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু 'খ' রাষ্ট্র এ গণতান্ত্রিক আচরণ চর্চার অভাব রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ জনাব 'ক' একটি সংগঠনের সদস্য। যার কর্মকাণ্ড সারা দেশে বিস্তৃত। উক্ত সংগঠন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সমস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে। অন্যদিকে, 'ক' এর বন্ধু অন্য একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটি মুনাফা লাভের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহারে সচেষ্ট থাকে। /চ. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১০/

ক. জনমত কী? ১
খ. জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক'-এর সংগঠনটি প্রধানত কোন কোন মাধ্যমকে ব্যবহার করে কর্মসূচি প্রণয়ন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন দুটির মধ্যে কার কার্যক্রম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা ব্যাপক।
সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ দেশ-বিদেশের যাবতীয় সংবাদ জানতে পারে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। সরকার ও বিরোধী দলের অভিমত সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ জানতে পারে। এছাড়াও সংবাদপত্রের গঠনমূলক আলোচনা, সমালোচনা, সম্পাদকীয় এবং ব্যঙ্গচিত্র জনমত গঠনে শক্তিশালী বাহন হিসেবে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক'-এর সংগঠনটি মূলত রাজনৈতিক দল।
রাজনৈতিক দল সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা, প্রচারপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতি মাধ্যমকে ব্যবহার করে নিজ নিজ দলীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করে।
উদ্দীপকের 'ক'-এর সংগঠনের কর্মকাণ্ড সারা দেশে বিস্তৃত। উক্ত সংগঠন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সমস্যা বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে। 'ক'-এর সংগঠনের এসব কার্যক্রম রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের অনুরূপ।
রাজনৈতিক দল সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা, প্রচারপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রচার করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সরকারি দল এসব মাধ্যমে নিজের সফলতাকে প্রকাশ ও প্রচার করে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলো সরকারের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি এসব মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালায়। উল্লিখিত মাধ্যমে প্রচারিত রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি জনগণকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন দুটির মধ্যে 'ক'-এর সংগঠন অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে।
উদ্দীপকের 'ক'-এর সংগঠনের কর্মকাণ্ড সারা দেশে বিস্তৃত। উক্ত সংগঠন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সমস্যা বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে, যা রাজনৈতিক দলের অনুরূপ। অন্যদিকে, 'ক'-এর বন্ধু যে সংগঠনের সদস্য, সে সংগঠনটি মুনাফা লাভের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহারে সচেষ্ট থাকে, যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ দুটি সংগঠনের মধ্যে 'ক'-এর সংগঠনটির অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
উদ্দীপকের 'ক' সংগঠনটি একটি রাজনৈতিক দল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলই জনমত গঠন ও প্রচারের শ্রেষ্ঠতম বাহন হিসেবে স্বীকৃত। বস্তুত রাজনৈতিক দল। জনমত গঠনের শিক্ষাক্ষেত্রস্বরূপ। রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় বহুবিধ সমস্যা ও সমাধানের পন্থা জনসম্মুখে

https://teachingbd24.com

তুলে ধরে এবং এ সকল ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলে। রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন দলের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জনগণ নিজ নিজ মত গঠন করে এবং নির্বাচনের সময় তা ব্যক্ত করে। এভাবে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে জনমত গঠনে সহায়তা করে। তাছাড়াও রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা-সমিতি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করে এবং দলীয় পুস্তক-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারকার্য পরিচালনা করে জনমত গঠন করে। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে কর্মসূচি বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচার করে শক্তিশালী জনমত গঠন করতে পারে। রাজনৈতিক দল পোস্টার ও দেয়াল লিখন এবং জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভার মাধ্যমেও জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের 'ক'-এর রাজনৈতিক সংগঠনটির কার্যক্রম জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে, 'ক'-এর বন্ধুর সংগঠনটি শুধুমাত্র মুনাফা লাভের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমকে বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহারে সচেষ্ট থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন দুটির মধ্যে 'ক'-এর সংগঠনের কার্যক্রম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৬ চীনা নাগরিক লিউ পড়াশুনার জন্য আমেরিকায় অবস্থান করছে। সে দেখতে পায় সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত বা কাজে কতটুকু নাগরিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে তা যাচাই করার জন্য সেখানে অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে। *[ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত কী? ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. নাগরিক ইচ্ছার প্রতিফলন যাচাই করার জন্য যা বিদ্যমান তাকে কী বলে? এর মাধ্যমসমূহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উক্ত মাধ্যমগুলো প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশে কী প্রতিষ্ঠিত হবে? এর প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত হলো 'জনমত'।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। সাধারণত কোনো দেশে চলে আসা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের মনোভাব, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে। কোনো দেশের রাজনৈতিক মূল্যবোধের প্রতীক হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো কোনো দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশবাসীর ভাবগত ধারণা, মানসিক অনুভূতি ও বিশেষ মনোবৃত্তি।

গ নাগরিক ইচ্ছার প্রতিফলন যাচাই করার জন্য যা বিদ্যমান তাকে জনমত বলে।

সাধারণ অর্থে জনমত বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতকে বোঝায়। এদিক থেকে সমাজের বেশিরভাগ জনগণের মতামতকে জনমত বলে অভিহিত করা যায়। তবে পৌরনীতি ও সুশাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে কিংবা জনসাধারণের সকল গোষ্ঠী বা শ্রেণির মতামত জনমত হিসেবে বিবেচিত হয় না। পৌরনীতি ও সুশাসনে জনগণের প্রভাবশালী, ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত, কল্যাণকর এবং সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মতামতকে কেবল জনমত বলে অভিহিত করা হয়। জনমত হলো নাগরিকের ইচ্ছার প্রতিফলন। উদ্দীপকেও নাগরিক ইচ্ছার প্রতিফলন যাচাই করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দীপকে জনমতের কথা বিবৃত হয়েছে।

জনমত গঠনের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সংবাদপত্র। সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ দেশ-বিদেশের যাবতীয় সংবাদ জানতে পারে, যা জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো পত্র-পত্রিকা, প্রচার পত্র ও প্রচার মাধ্যমে জনমত সংগঠনে সচেষ্ট থাকে। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও বিশেষজ্ঞ এবং বুদ্ধিজীবীগণ সভা-সমিতির মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করেন, যা জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে। বাস্তবধর্মী ও চেতনামূলক ছায়াছবি, সংবাদ পর্যালোচনা, সমীক্ষা, টক শো প্রভৃতি প্রচার করে রেডিও-টেলিভিশন সুষ্ঠু জনমত সংগঠনে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইনসভা, পরিবার, ধর্মীয় সংঘ, পেশাভিত্তিক সংঘ তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে জনমত সংগঠনে ভূমিকা রাখে।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৭ মি. মানিক ইদিলপুর গ্রামে 'অগ্নিশিখা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামের অধিকাংশ স্বল্পশিক্ষিত লোক সন্ধ্যায় এখানে একত্রিত হয়। তিনি তাদেরকে পত্র-পত্রিকা পড়তে, বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যেতে, টেলিভিশন দেখতে উপদেশ দেন। যাতে তারা আগামী নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারে। কিন্তু তারা স্বল্পশিক্ষিত হওয়ায় রেডিও শোনে ও টেলিভিশন দেখে সময় কাটায়।
[ঢাকা বোর্ড-২০১৬। প্রশ্ন নং ৭]

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী? ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাধ্যমগুলো যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে কী ধরনের ভূমিকা পালন করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাধ্যমগুলো ছাড়াও জনমত গঠনের আরও মাধ্যম রয়েছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো সেসব মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধ যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তোলে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি দ্বারা উদ্দীপ্ত জনগোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে সংস্কৃতিবান থাকে বলেই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ জনমতকে উপেক্ষা করতে পারে না। কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরাজমান উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর গণতন্ত্রের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। অন্যদিকে, গণতন্ত্রের আদর্শে উজ্জীবিত জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হিসেবেও প্রভাব রাখে। ফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং একটির অগ্রগতি অন্যটির অগ্রগতিকে প্রভাবিত করে।

গ উদ্দীপকে পত্র-পত্রিকা, সভা-সমাবেশ, রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতি মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে। জনমত গঠনের এ মাধ্যমগুলো যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যম হলো নির্বাচন। সাধারণ জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচণের ক্ষেত্রে কাকে অধিক যোগ্য মনে করে তা সকলে সঠিকভাবে না বুঝতে পারলেও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম এক্ষেত্রে সাধারণ জনগণকে যোগ্যপ্রার্থী নির্বাচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকা যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কেননা পত্র-পত্রিকা শুধুমাত্র সংবাদই পরিবেশন করে না, সাথে সাথে মত প্রকাশ করে, মন্তব্য প্রকাশ করে বিশিষ্টজনের মতামত তুলে ধরে। ফলে ভোটাররা খুব সহজেই যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে সক্ষম হয়। সভা-সমাবেশও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীরা ভোট প্রার্থনা করে বিভিন্ন জায়গায় সভা-সমাবেশ করে। এসব সভা-সমাবেশে প্রার্থীরা বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মাধ্যমে নিজের পক্ষে জনমত গঠন করে। ফলে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা ভোটারদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

Teachingbd24.com

রেডিও-টেলিভিশন যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের আরেকটি শক্তিশালী মাধ্যম। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর থেকেই রেডিও-টেলিভিশন প্রার্থীদের প্রতীক, তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি, তাদের ইতিবাচক-নেতিবাচক খবর প্রভৃতি দিকগুলো প্রতিনিয়ত প্রচার করে থাকে। ফলে অধিকসংখ্যক প্রার্থীদের মধ্য থেকে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা সহজ হয়।
সুতরাং বলা যায়, জনমত গঠনের উপরোক্ত মাধ্যমগুলো যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ঘ আলোচ্য উদ্দীপকে জনমত গঠনের কতিপয় মাধ্যম তথা পত্র-পত্রিকা, সভা-সমাবেশ, রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত এই মাধ্যমগুলো ছাড়াও জনমত গঠনের আরো কতকগুলো মাধ্যম রয়েছে।
জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের মাধ্যমে জনমত প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় বিভিন্ন ইস্যু এবং সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো দলবন্ধ হয়ে প্রচারকার্য পরিচালনা করে। আইন পরিষদ জনমত গঠনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। আইন পরিষদে জনপ্রতিনিধিগণ যে আলোচনা করেন এবং সব শ্রেণির স্বার্থ সম্পর্কিত যে সিদ্ধান্ত নেন তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সেসব আলোচনা থেকে জনগণ নিজেদের মত গঠন করতে পারে।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনের অন্যতম বাহন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু পরিবেশে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে ভাবতে শিখে। শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষা লাভ করে তা পরবর্তীকালে তাদের প্রভাবিত করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তারা সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান অর্জন এবং জীবনের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করার সুযোগ লাভ করে। তাই বলা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশু যখন শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা রাখে তখন আস্তে আস্তে তার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বন্ধু-বান্ধবের আলোচনার মাধ্যমেও জনমত তৈরি হয়। এছাড়াও পরিবার বইপত্র, ধর্মীয় সংঘ, পেশাভিত্তিক সংঘ জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখে।
উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকে বর্ণিত মাধ্যমগুলো ছাড়াও জনমত গঠনের আরও মাধ্যম রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া কয়লাখনির কয়লা দেশের স্বার্থে উত্তোলন করা প্রয়োজন। কিন্তু ওই এলাকার জনগণ তাদের ঘর-বাড়ির ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। এমতাবস্থায় স্থানীয় সকল স্তরের জনগণ কয়লা উত্তোলন না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। সরকার জনগণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কয়লা উত্তোলন স্থগিত রাখে।

[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬ । প্রশ্ন নং ৭]

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কাকে বলে? ১
খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কীভাবে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনগণের মধ্যে কীসের প্রতিফলন ঘটেছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় সরকারের পদক্ষেপ সঠিক ছিল? মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে সেসব মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধকে বোঝায় যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট পাঠক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষকদের শিক্ষাদান এবং সহপাঠীদের সাথে মেলামেশার ফলে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। আবার বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্রসংগঠন রয়েছে। এসব সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি জনমত গঠনে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে। এভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ সৃজনশীল ১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় সরকারের পদক্ষেপ সঠিক ছিল বলে আমি মনে করি।
জনমত হলো কোনো জাতীয় সমস্যার ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণের সেসব যুক্তিগ্রাহ্য সুচিন্তিত মতামত, যা দেশ ও জনগণের জন্য কল্যাণকর এবং সমাজ ও সরকারকে প্রভাবিত করে। সরকারের উত্থান-পতন জনমতের ওপর নির্ভরশীল। জনমতের মাধ্যমেই জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রকাশ পায়। বস্তুত সরকারের বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে জনমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনমত সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে। জনমত সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে। জনমতের চাপে সরকার রক্ষণশীল মনোভাব পরিত্যাগ করে যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জনমত যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সরকারের অনুকূলে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সরকার দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে যেকোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে।
আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের ওপর ভিত্তি করে সরকার গঠিত হয়। আর জনগণের রায় নিয়ে যে সরকার গঠিত হয় সে সরকার জনমতের চাপে জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি প্রদান, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। কারণ সরকারের নীতি বা সিদ্ধান্ত জনমতের বিপক্ষে গেলে সরকার পরিবর্তন হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আর এজন্যই সরকার জনস্বার্থ-বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সরকার জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের পথ সুগম করার প্রয়াস চালিয়েছে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সরকারের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল এতে সেটাই প্রমাণিত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনমত গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। জনমতকে উপেক্ষা করে সরকার টিকে থাকতে পারে না। তাই কয়লা না তুলে জনমতকে প্রাধান্য দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৯ স্ত্রী, দুই পুত্র ও মা-বাবা নিয়ে সুকান্ত রায়ের পরিবার। তিনি পরিবারের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে যাবতীয় কাজ করে থাকেন। তাদের সাথে দেশ-বিদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করেন। রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তারে তার কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬ । প্রশ্ন নং ৭]

ক. রাজনৈতিক দল কী? ১
খ. নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় গঠিত সংগঠন সম্পর্কে লেখ। ২
গ. সুকান্ত রায়ের কর্মকাণ্ডে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুকান্ত রায়ের সর্বশেষ কর্মকাণ্ড গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কতটুকু কার্যকরী? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হচ্ছে কোনো নীতির সমর্থনে সংগঠিত সংঘ বিশেষ, যারা সাংবিধানিক পন্থায় সরকার গঠন ও পরিচালনায় আগ্রহী।

খ নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় গঠিত সংগঠন হলো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।
চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণির দাবি উত্থাপন এবং তা আদায় করার চেষ্টা করে। এরা সমাজ ও রাষ্ট্রের সঠিক স্বার্থের কথা আমলে না নিয়ে কেবল নির্দিষ্ট শ্রেণির দাবি তুলে সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে বলে এই গোষ্ঠীকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলা হয়। শিক্ষক সমিতি, বণিক সংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক, কর্মচারী ফেডারেশন প্রভৃতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

Teachingbd24.com

গ সুকান্ত রায়ের কর্মকাণ্ডে আমার পাঠ্যবইয়ের জনমতের মিল খুঁজে পাই।
জনমত বলতে বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক প্রভাবশালী মতকে বোঝায়, যা সকলের কল্যাণের নিয়ামক হিসেবে সমাজ ও সরকারকে প্রভাবিত করে। এটি বাস্তবায়নের ফলে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হয়। তাছাড়া আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমতের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় এর গঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। জনমতের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন— সংখ্যাগরিষ্ঠের মত, জনকল্যাণকর এবং সৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত মতামত, যুক্তিভিত্তিক ও সুচিন্তিত, জাতীয় প্রশ্নে একমত, সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত, রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারে মতামত প্রভৃতি।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সুকান্ত রায় পরিবারের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে যাবতীয় কাজ করেন। যা পাঠ্যবইয়ের জনমতের বৈশিষ্ট্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মত, যুক্তিভিত্তিক ও রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তারে মতামত প্রভৃতি বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, সুকান্ত রায়ের কর্মকাণ্ডে জনমতেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সুকান্ত রায়ের সর্বশেষ কর্মকাণ্ডটি হলো পরিবারের সদস্যদের সাথে দেশ-বিদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা। তার এ কর্মকাণ্ডটি জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
আধুনিক গণতন্ত্র হলো প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ হলো জনমত। সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতের ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে।
প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনমত সংগঠনের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো পরিবার। পরিবারে পিতামাতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত ও ধ্যান-ধারণা শিশু-কিশোরদের মনকে প্রভাবিত করে। এ প্রভাব ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক মতামত গঠনের ক্ষেত্রে কার্যকরী। তাছাড়া পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার ফলেও জনমত গড়ে ওঠে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত সুকান্ত রায়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এর মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যবোধ সৃষ্টি হয়।
পরিশেষে বলা যায় জনমত আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ। একে উপেক্ষা করে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶১০ 'ক' রাষ্ট্রের সরকার নানা দমন-পীড়ন নীতির সাথে জড়িত। ঐ রাষ্ট্রের অপর একটি রাজনৈতিক দল সরকারের অপকর্মের বিষয়গুলো বিভিন্নভাবে জনসম্মুখে তুলে ধরতে এবং এর বিপক্ষে জনসমর্থন সংগঠনে সচেষ্ট হয়। এতে করে দেশটির পরবর্তী নির্বাচনে সরকার দলের প্রার্থীদের ব্যাপক ভরাডুবি হয় এবং বিরোধী দল নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে। নবগঠিত সরকার আইনসভায় জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. জনমত গঠনের একটি আধুনিক মাধ্যমের নাম লেখ। ১
খ. জনমত গঠনের প্রথম ও প্রাথমিক মাধ্যম কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' রাষ্ট্রের সরকার কোন ধরনের ভূমিকা পালন করলে নির্বাচনে ভরাডুবি হতো না? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্বাচনে বিরোধী দলের জয়লাভে কীসের প্রতিফলন ঘটেছে? বর্ণনা করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত গঠনের একটি আধুনিক মাধ্যমের নাম হচ্ছে ফেসবুক।

খ জনমত গঠনের প্রথম ও প্রাথমিক মাধ্যম হচ্ছে পরিবার।
পরিবারের সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সদস্যরা দেশ ও বিদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। এমনকি শিশুরা পিতামাতার রাজনৈতিক আনুগত্যকে অনুসরণ করে। বিভিন্ন ধরনের আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমেই পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। অ্যালান বলের মতে, 'সাধারণত পরবর্তী জীবনে ছেলে-মেয়েদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা মাতা-পিতার রাজনৈতিক মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়।' এজন্যই জনমত গঠনের প্রথম ও প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে পরিবারকে অভিহিত করা হয়।

গ 'ক' রাষ্ট্রের সরকার জনমতকে গুরুত্ব দিয়ে গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করলে নির্বাচনে ভরাডুবি হতো না।
গণতন্ত্র বলতে এমন এক সরকারব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ, মতামত প্রদান, সরকার গঠন ও তা পরিচালনা করতে পারে। আর এ গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সরকার সকল নাগরিকের স্বার্থরক্ষা করে, জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেয়।
উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সরকার নানা দমন-পীড়নের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ফলে ঐ রাষ্ট্রের অপর একটি রাজনৈতিক দল সরকারের এরূপ অপকর্মের বিষয়গুলো জনসম্মুখে তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে। ফলশ্রুতিতে দেশটির পরবর্তী নির্বাচনে সরকার দলের প্রার্থীদের ব্যাপক ভরাডুবি হয়। এ প্রেক্ষাপটে বলা যায় 'ক' রাষ্ট্রের সরকার যদি দমন-পীড়ন নীতি গ্রহণ না করে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করত, তাহলে নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি হতো না।

ঘ উদ্দীপকে নির্বাচনে বিরোধী দলের জয়লাভে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে।
গোটা জনগণ বা তার বৃহত্তর অংশ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে যে ধারণা পোষণ করে তাই হচ্ছে জনমত। জনমত হবে কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। জনমত সরকারের দমন নীতি প্রতিরোধ করে।
উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'ক' রাষ্ট্রের সরকার নানা দমন-পীড়ন নীতি গ্রহণ করলে ঐ রাষ্ট্রের অপর একটি রাজনৈতিক দল সরকারের অপকর্মের বিষয়গুলো বিভিন্নভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরে। দলটি এই ইস্যুতে জনমত গঠন করে। ফলে দেশটির পরবর্তী নির্বাচনে সরকার দলের প্রার্থীদের ব্যাপক ভরাডুবি হয় এবং বিরোধী দল নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে, যা জনমতের প্রভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকবর্গকে জনমতের প্রতি সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। জনমতের সাথে সংগতি রেখেই এ ব্যবস্থায় সরকারি নীতি নির্ধারণ ও শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। জনমতকে উপেক্ষা করে জনগণের আস্থা হারালে পরবর্তী নির্বাচনে পরাজয় এড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে, উদ্দীপকে যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।
সুতরাং উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, উদ্দীপকের নির্বাচনে বিরোধী দলের জয়লাভে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶১১ 'ক' রাষ্ট্রে বিচারকার্যে শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপের ফলে জনগণ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত ছিল। তিনমাস আগে ডেইলি টাইমস পত্রিকায় এ সংক্রান্ত একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর দেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোও এ নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রচার করে। রাজনৈতিক দলগুলোও এ নিয়ে নানারকম কর্মসূচি দেয়। এক পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে। গণদাবির মুখে সরকার বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ হতে পৃথক করার জন্য আইন প্রণয়ন করে। রাষ্ট্রটিতে জনগণ এখন ন্যায়বিচার পাচ্ছে। *[সিলেট বোর্ড-২০১৬ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. Voice of the people is the voice of God— উক্তিটি কার? ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে জনমতের কোন কোন বাহনগুলো প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিভাগের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা করা যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক উক্তিটি ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাঁক রুশোর (Jean-Jacques Rousseau)।

খ সৃজনশীল ১ নং 'খ' এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে জনমতের বাহনগুলোর মধ্যে সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও রাজনৈতিক দলের প্রতিফলন হয়েছে।

জনমত বলতে কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামতকে বোঝায় যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করে। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ হলো জনমত। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনমত সংগঠনে বেশ কিছু মাধ্যম বাহন হিসেবে কাজ করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সংবাদপত্র, সভা-সমিতি, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইনসভা, পরিবার, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ইত্যাদি।

উদ্দীপকে দেখা যায় 'ক' রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার দাবিতে নাগরিকগণ আন্দোলন করে। তাদের এ আন্দোলন সংগঠনে ডেইলি টাইমস পত্রিকা তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রকাশ করে, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং রাজনৈতিক দলগুলো কর্মসূচি প্রণয়ন করে ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এ মাধ্যমগুলো জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে, যার প্রেক্ষিতে সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে জনমতের বাহন হিসেবে সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও রাজনৈতিক দলের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে বিচার বিভাগের কথা বলা হয়েছে। আধুনিক কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা পায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম একটি উপায় হলো যথাযথ নিয়োগ পদ্ধতি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে বিচারক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। যথা— (ক) জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচন (খ) আইনসভা কর্তৃক মনোনয়ন এবং (গ) শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সৎ ও যোগ্য বিচারকদের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য বিচারক নিয়োগ করার সময় তাদের সততা, যোগ্যতা, দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা, সাহস প্রভৃতি গুণগত যোগ্যতা পরীক্ষা করতে হবে। বিচারকদের চাকরির নিরাপত্তা স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। বিচারকদের উপযুক্ত কারণ ছাড়া চাকরিচ্যুত করা যাবে না। সেই সাথে বিচারকদের উপযুক্ত বেতন-ভাতাদি প্রদান করতে হবে। স্বল্প বেতন ও অপর্যাপ্ত সুবিধা বিচারকদের দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচারকদের পদোন্নতির সুযোগ থাকতে হবে।

যথাসময়ে পদোন্নতির সুবিধা থাকলে বিচারকগণ তাদের কর্মে বিশেষ মনোযোগী থাকবেন। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে শাসন বিভাগ থেকে এর পৃথকীকরণ নিশ্চিত করতে হবে। বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখতে হবে। এছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচারকগণ রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থাকবেন। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি তাদের দুর্বলতা থাকলে বিচার কাজে নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে না। ফলে ন্যায়বিচার ক্ষুণ্ন হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের পাশাপাশি রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের আন্তরিকতা থাকলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১২ সুমন দশম শ্রেণির ছাত্র। অবাধে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার তাকে পীড়া দেয়। সে জানে চটের ব্যাগ ব্যবহার আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক। সে বিষয়টি সহপাঠী, বাবা-মা, পাড়া-মহল্লার সবার সাথে আলাপ করে। স্কুল ছুটির পর সে ও তার সহপাঠীরা মিলে স্কুলের সামনে মানববন্ধন করে। সর্বস্তরের মানুষ এতে যোগ দেয়। কর্তৃপক্ষ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার বন্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে। এসব শুনে শিক্ষক মন্তব্য করলেন, 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ প্রক্রিয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' *[যশোর বোর্ড-২০১৬ । প্রশ্ন নং ৮; স্কলারসহোম, সিলেট । প্রশ্ন নং ৬]*

ক. জনমত কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সুমন-এর কার্যক্রম তোমার পাঠ্যবিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শিক্ষক-এর মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে শিক্ষক মন্তব্য করেছেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ প্রক্রিয়াটি তথা জনমত বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ— তার এ মন্তব্যটি যথার্থ।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং সুশাসনের মূলমন্ত্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য জনমতের ওপর নির্ভরশীল।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল জনমতকে ভয় করে চলে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে। জনমত সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে থাকে। জনমতের চাপে সরকার রক্ষণশীল মনোভাব পরিত্যাগ করে যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জনমত যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের অনুকূলে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সরকার দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে যেকোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণীত ও পরিবর্তিত হয় জনমতের চাপে বা প্রভাবে। গণতন্ত্রে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। জনসাধারণের কল্যাণধর্মী ইচ্ছা জনমতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ জনগণের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা নিহিত। জনমতের দ্বারা সরকার গঠিত হয়, জনমতের ভিত্তিতেই ক্ষমতায় টিকে থাকে। জনমত গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী। সুষ্ঠু জনমত নাগরিক অধিকার ও স্বার্থকে বিঘ্নিত হতে দেয় না। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত প্রক্রিয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা গণতান্ত্রিক সরকার জনমতের ওপরই ক্ষমতায় টিকে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ চন্দন বর্মন একজন সাংবাদিক। তিনি সংবাদ সংগ্রহের জন্য বের হয়ে দেখলেন একটি বিশাল র‍্যালি তার নিজের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তিনি দেখেন একটি ব্যানারে লেখা আছে "এসো সংঘাতকে 'না' বলি, বাসযোগ্য দেশ গড়ি।" চন্দন বর্মন সংবাদটি সুষ্ঠু জনমত গঠনের জন্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ । প্রশ্ন নং ৮]*

ক. জনমতের একটি মাধ্যমের নাম লেখ। ১

খ. জনমত গঠনের পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনমত সংগঠনের যে মাধ্যমের ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনমতের মাধ্যমটি ছাড়া আর কী কী মাধ্যম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে—আলোচনা করো। ৪

https://teachingbd24.com

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমতের একটি মাধ্যমের নাম হল সাহিত্য ও বইপত্র।

খ জনমত গঠনে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম।
মানুষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, পরিবারেই তার জন্ম এবং প্রসার ও বিকাশ ঘটে। তাই পরিবার হলো সামাজিকীকরণের প্রথম ধাপ। পরিবার থেকে মানুষ প্রথম শিক্ষা লাভ করে থাকে। মানুষ তার পরিবারের মধ্যেই দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ ও সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। পরিবারের মধ্যে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, যা জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে জনমত সংগঠনের যে মাধ্যমের ইঙ্গিত রয়েছে সেটি হলো সংবাদপত্র।
সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। এটি জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সংবাদপত্র শুধু সংবাদ পরিবেশন করে তা নয়, এটি জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত জনসমক্ষে তুলে ধরে জনগণকে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ দেশ-বিদেশের যাবতীয় সংবাদ জানতে পারে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। সরকার ও বিরোধী দলের অভিমত সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ জানতে পারে। এছাড়াও সংবাদপত্রের গঠনমূলক আলোচনা, সমালোচনা, সম্পাদকীয় এবং ব্যঙ্গচিত্র জনমত গঠনের শক্তিশালী বাহন হিসেবে কাজ করে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সাংবাদিক চন্দন বর্মন সংবাদ সংগ্রহের জন্য বের হয়ে দেখলেন একটি বিশাল র‍্যালি তার নিজের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তাদের সামনে একটি ব্যানারে লেখা "এসো সংঘাতকে 'না' বলি, বাসযোগ্য দেশ গড়ি।" তিনি সংবাদটি সুস্থ জনমত গঠনের জন্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন। যা জনমত গঠনের অন্যতম বাহন সংবাদপত্রের প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

ঘ উদ্দীপকের জনমতের মাধ্যমটি ছাড়া অর্থাৎ সংবাদপত্র ছাড়া জনমত গঠনে আর যেসব মাধ্যম ভূমিকা পালন করে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—
জনমত গঠনের প্রাথমিক ও প্রধান মাধ্যম হলো পরিবার। পরিবারের সদস্যরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনা করলে শিশুর মধ্যে রাজনৈতিক মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো জাতীয় বিষয়াবলি শিক্ষার্থীদের মনে এসব বিষয় স্থায়ী রেখাপাত করে এবং শক্তিশালী এক জনমত গড়ে তোলে। জনমত গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জনমত গঠন করে। ধর্মীয় রীতিনীতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি জনমত গঠনের শক্তিশালী মাধ্যম। আইনসভা দেশের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করে সুষ্ঠু জনমত গঠনে সাহায্য করে। এছাড়া কোনো রাষ্ট্রীয় সমস্যা বেতার, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করে সকল শ্রেণীর মানুষকে সহজেই বোঝানো যায়। ফলে জনগণও জনকল্যাণার্থে মত প্রকাশ করতে পারে। সাহিত্য ও গ্রন্থাবলিও জনমত গঠনে এক বড় মাধ্যম। সর্বোপরি সাম্প্রতিক সময়ে জনমত গঠনে জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দল জনমত গঠনের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।
পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের জনমতের মাধ্যমটি অর্থাৎ সংবাদপত্র জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও অন্যান্য মাধ্যমগুলোও জনমত গঠনের মাধ্যম হিসেবে অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন ▶ ১৪ "একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের প্রতি সেদেশের সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাছাড়া আরও অনেক মাধ্যম আছে যা জনগণের মতামত সংগঠিত করতে জোরালো ভূমিকা রাখে।

[আইডিয়াল কলেজ, ধানমণ্ডি, ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ৮]

ক. জনমত বলতে কী বোঝায়? ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. "জনমত গঠনে টিভি চ্যানেলগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে"— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. টিভি চ্যানেল ছাড়া আরও অনেক মাধ্যম আছে যা জনমত গঠনে সাহায্য করে সেগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত হলো কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা প্রধানত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।
সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে তাদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের সকল মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ জনমত গঠনে টিভি চ্যানেলগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে—উক্তিটি যথার্থ।
আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব বা ভূমিকা অনস্বীকার্য। জনমত গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে টেলিভিশনের ভূমিকা গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে টেলিভিশনের ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে জনমত গঠনে টেলিভিশনের গুরুত্ব ক্রমে বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে টেলিভিশন জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করার প্রয়াস পায়। দেশের নেতৃবৃন্দের সভা-সমাবেশের বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে টেলিভিশনের মাধ্যমে। জনগণ এ বক্তৃতা হতে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে। বর্তমানে অনেক টিভি চ্যানেল সৃষ্টি হওয়ায় জনগণ যখনকার সংবাদ তখনই জানতে পারছে। মূলত নাটক, সিনেমা, খবরাখবর; প্রামাণ্যচিত্র, যাত্রা, গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা, সরকার ও বিরোধী দলের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রচারণা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ায় তা জনমত গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।
সুতরাং বলা যায়, জনমত গঠনের অন্যান্য মাধ্যমগুলোর মতো টিভি চ্যানেলগুলো জনমত গঠনে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকের জনমতের মাধ্যমটি ছাড়া অর্থাৎ টিভি চ্যানেলটি ছাড়া জনমত গঠনে আর যেসব মাধ্যম ভূমিকা পালন করে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—
জনমত গঠনের প্রাথমিক ও প্রধান মাধ্যম হলো পরিবার। পরিবারের সদস্যরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনা করলে শিশুর মধ্যে রাজনৈতিক মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা মানবশিশুর আচরণ ও ধ্যান-ধারণা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। যা জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো জাতীয় বিষয়াবলি শিক্ষার্থীদের মনে এসব বিষয় স্থায়ী রেখাপাত করে

https://teachingbd24.com

এবং শক্তিশালী এক জনমত গড়ে তোলে। জনমত গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জনগণ নিজ নিজ মত গঠন করে এবং নির্বাচনের সময় তা ব্যক্ত করে। ধর্মীয় রীতিনীতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি জনমত গঠনের শক্তিশালী মাধ্যম। আইনসভা দেশের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করে সুষ্ঠু জনমত গঠনে সাহায্য করে। এছাড়া সংবাদপত্র জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংবাদ, তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ জানতে পারে। এ জন্য সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের দর্পণস্বরূপ। ফলে জনগণও জনকল্যাণার্থে মত প্রকাশ করতে পারে। সাহিত্য ও গ্রন্থাবলিও জনমত গঠনে এক বড় মাধ্যম। সর্বোপরি সাম্প্রতিক সময়ে জনমত গঠনে জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দল জনমত গঠনের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের জনমতের মাধ্যমটি অর্থাৎ টিভি চ্যানেল জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও অন্যান্য মাধ্যমগুলোও জনমত গঠনের মাধ্যম হিসেবে অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন ▶১৫ জামাল সাহেব একজন বুদ্ধিজীবী। তিনি সবসময় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের অসংগতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করেন। তিনি টকশো, সভা সেমিনারে তার বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন যাতে জনগণ নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। *[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. জনমত কী? ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গণতন্ত্রের সাথে উক্ত বিষয়টির সম্পর্ক মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত হলো কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা প্রধানত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে তাদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের সকল মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে জনমত বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

জনমত আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম চালিকা শক্তি। এটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। সাধারণত জনগণের মতামতকে জনমত বলা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জনমত বলতে রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক বিষয়ে এক বা একাধিক ব্যক্তির সুস্পষ্ট কল্যাণকামী মতামতকে বোঝানো হয়।

উদ্দীপকে জামাল সাহেব একজন বুদ্ধিজীবী। তিনি সব সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের বিভিন্ন অসংগতি সম্পর্কে লিখে জনগণকে সচেতন করেন। জামাল সাহেবের এ কর্মকাণ্ড জনমতকে নির্দেশ করছে। কারণ পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন জনমতের অন্যতম বাহন হিসেবে বিবেচিত। এগুলোর মাধ্যমে জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত জনসমক্ষে তুলে ধরে জনগণকে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়। এছাড়াও জামাল সাহেব বিভিন্ন টক শো, সভা সেমিনারে তার বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। যাতে জনগণ নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে টক শো, সভা সেমিনার জনমতের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। সভা, সেমিনার, টকশো প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন দলের বক্তারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করে তোলেন। এর পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের পথও বিভিন্ন বক্তাদের বক্তৃতা হতে পাওয়া যায়। এছাড়া একদল অপর দলের দোষ-ত্রুটি বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরে সঠিক জনমত গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। তাই বলা যায়, জামাল সাহেবের কর্মকাণ্ড জনমতকে নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকের বিষয়টির সাথে অর্থাৎ, জনমতের সাথে গণতন্ত্রের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য জনমতের ওপর নির্ভরশীল। জনমতই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি। সরকার জনমতের চাপে জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। আবার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব ও গতিশীলতা নির্ভর করে জনমতের ওপর। গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় জনমতের ভিত্তিতে সরকার জনস্বার্থে আইন প্রণয়ন করে। জনমত দুর্নীতি রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দুর্নীতিপ্রবণ সরকার জনমতের রোষানলে পতিত হয়। এ ভয়ে গণতান্ত্রিক সরকার দুর্নীতিমুক্ত সরকারব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গণতন্ত্রের সফলতার অপরিহার্য শর্ত। গণতন্ত্রকে কার্যকর ও শক্তিশালীকরণে জনমতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করতে হলে জনমতের বিকাশ সাধন পূর্বশর্ত। জনমতের বিকাশ ছাড়া গণতন্ত্র কল্পনা করা যায় না। এককথায় গণতন্ত্র জনমত নামক শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে বেঁচে থাকে। জনগণের মতামতের মাধ্যমেই সরকার পরিবর্তন হয়ে থাকে। নির্বাচনের প্রাক্কালে জনমত যে রাজনৈতিক দলের পক্ষে থাকে সে দল নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। সরকার জনমতকে উপেক্ষা করে দেশ পরিচালনা করতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা কার্যাবলিতে জনমতের প্রভাব অপরিহার্য।

ওপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, গণতন্ত্র ও জনমত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সফলতায় জনমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ছাড়া জনমতের প্রতিফলন দেখা যায় না।

প্রশ্ন ▶১৬ বেগম রোকেয়া কলেজের অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম জনমত সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে পড়াতে গিয়ে বলেন যে, সাধারণ অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতকে জনমত বলা হয়। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনে সকল মতামতই জনমত নয়। একজন ছাত্রী দাঁড়িয়ে বললো যে, তাহলে কোন মতকে জনমত বলা যাবে? অধ্যাপক সাহেব বললেন যে, সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ। *[টিংগী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. জনমত কী? ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল এবং রেডিও টেলিভিশনের ভূমিকা কতটুকু? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ' উদ্দীপকে উল্লেখিত উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

https://teachingbd24.com

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।

আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড তার 'The Civic Culture' গ্রন্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তার মতে, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির রূপ ও প্রতিকৃতি।' অর্থাৎ কোনো দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সে দেশের জনগণ কীভাবে গ্রহণ করছে সেটার ধরনই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

গ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব বা ভূমিকা অনস্বীকার্য। কীভাবে জনমত গঠন করা যায় তা জানা একান্ত আবশ্যক। বস্তুত জনমত গঠনে কতকগুলো বাহন বা মাধ্যম রয়েছে। জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল এবং রেডিও ও টেলিভিশনের ভূমিকা আলোচনা করা হলো—

রাজনৈতিক দল: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলই জনমত গঠনে ও প্রচারের শ্রেষ্ঠতম বাহন বলে স্বীকৃত। বস্তুত রাজনৈতিক দলকে জনমত গঠনের শিক্ষাক্ষেত্র বলা যায়। রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যা জনগণের সম্মুখে তুলে ধরে। রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন দলের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জনগণ নিজ নিজ মত গঠন করে এবং নির্বাচনের সময় তা ব্যক্ত করে। এছাড়া রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা-সমিতি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করে এবং দলীয় পুস্তক-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারকার্য পরিচালনা করে জনমত গঠন করে।

রেডিও ও টেলিভিশন: জনমত গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে রেডিও ও টেলিভিশনের ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে জনমত গঠনে এসকল বাহনের গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে রেডিও ও টেলিভিশন জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করার প্রয়াস পায়। তদুপরি রেডিও ও টেলিভিমনের মাধ্যমে প্রচারিত বক্তৃতা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এ বক্তৃতা হতে জনগণ দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। বর্তমানে এফএম রেডিও, স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের কল্যাণে মানুষ যখনকার সংবাদ তখনই জানতে পারে।

ঘ 'সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ' উক্তিটি যথার্থ।

গণতন্ত্র হলো জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত শাসনব্যবস্থা। যে শাসনব্যবস্থায় সকলের সাধারণ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় তাই গণতন্ত্র।

গণতন্ত্রে জনমতের ভিত্তিতেই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং সরকার গঠন করা হয়। জনগণের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় জনমতের মাধ্যমে। একারণে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রয়োজন একটি সতর্ক ও সজ্ঞান জনমতের, যা জনস্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত শাসন কার্যক্রম নির্ধারণে ও শাসনরীতি প্রণয়নে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করে। সুষ্ঠু ও সচেতন ও জনমত ব্যতীত গণতন্ত্র সফল হয় না। জনমত সরকারের স্থায়িত্ব ও ক্ষমতার প্রকাশ বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গঠনই সে তার জনপ্রিয়তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়ার একমাত্র মাধ্যম। শুধুমাত্র জনমত গঠন করে জাতীয় ও রাজনৈতিক যেকোনো বিষয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের অবস্থান পরিবর্তন করা সম্ভব। আর সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গঠনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা বিস্তার, রাজনৈতিক সচেতনতা, সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, জনগণের ঐকমত্য, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত ব্যতীত গণতন্ত্র সফল ও স্থায়ী হয় না। এর সমর্থন ও সহযোগিতা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। তাই সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতকে গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ বাংলাদেশের বেশ কিছু দৈনিক পত্রিকা রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, পরিবেশবিদসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিভিন্ন ইস্যুতে দেয়া বক্তব্যের ওপর জরিপ চালায়। এসব বক্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত চাওয়া হয়। এর ফলে সুষ্ঠু জনমত গড়ে ওঠে।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কাকে বলে? ১

খ. জনমতের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে জনমত গঠনের কোন মাধ্যমটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মাধ্যমটি ছাড়া বাংলাদেশে জনমত গঠনের জন্য তুমি কোন কোন মাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর? যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শাসনব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে, তাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলে।

খ জনমত বলতে জাতীয় কোনো ইস্যুতে জনকল্যাণার্থে প্রভাবশালী জনসাধারণের মতকে বোঝায়।

জনমতের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- জনকল্যাণকর, যুক্তিভিত্তিক, সুস্পষ্টতা, আস্থার দৃঢ়তা, মতৈক্য, তথ্যভিত্তিক, সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ়, স্থায়ী মতামত, প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা, সৎ উদ্দেশ্য, জাতীয় সংকট নিরসন, নৈতিক বিষয় প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে জনমত গঠনের সংবাদপত্র মাধ্যমটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সংবাদপত্র জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সংবাদপত্র শুধু যে সংবাদ পরিবেশন করে তা নয়। এটি জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত জনসমক্ষে তুলে ধরে জনগণকে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশের বেশকিছু দৈনিক পত্রিকা রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, পরিবেশবিদসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিভিন্ন ইস্যুতে দেয়া বক্তব্যের ওপর জরিপ চালায়। এসব বক্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত চাওয়া হয়। এর ফলে সুষ্ঠু জনমত গড়ে ওঠে, যা জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সংবাদপত্রকে প্রতিফলিত করে।

ঘ উদ্দীপকের সংবাদপত্র মাধ্যমটি ছাড়া পরিবার, সভা-সমিতি, আইনসভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পুস্তক-পুস্তিকা ও সাহিত্য, বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনসহ আরো বেশকিছু মাধ্যমকে বাংলাদেশে জনমত গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত ও ধ্যান-ধারণা শিশু ও কিশোর মনকে প্রভাবিত করে। পরিবারের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সদস্যদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এ প্রভাব ভবিষ্যতে রাজনৈতিক মতামত গঠনের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে সুষ্ঠু জনমত গঠন করার জন্য সভা-সমিতির গুরুত্ব অপরিসীম। আইনসভাকে জনমত গঠনের একটি উত্তম মাধ্যম বলে মনে করা হয়। আইনসভায় যে মতামত প্রকাশিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই মতামত ও চিন্তা-ভাবনা। এ মতামত ও চিন্তা-ভাবনা জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।

https://teachingbd24.com

দেশে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জনমত গঠনের ভিত্তিস্বরূপ। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে শিখে। তাই সুষ্ঠু, সুসংহত, নিরপেক্ষ জনমত গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার পুস্তক-পুস্তিকা, সাহিত্য জনমত গঠনের উত্তম বাহন বলে আধুনিককালে বিশেষভাবে স্বীকৃত। জনমত গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করে। এছাড়া রাজনৈতিক দল, নির্বাচন, পোস্টার, জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভা, ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে বর্ণিত সংবাদপত্র মাধ্যমটি ছাড়াও উল্লিখিত মাধ্যমগুলো বাংলাদেশে জনমত গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶১৮ রোহানদের গ্রামের পানি নিষ্কাশনের প্রধান খালটি প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের দখলে চলে যাচ্ছে। রোহান তার বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু তাতে কোন কাজ না হলে তারা মিটিং-সালিশি করে জনগণকে একত্রিত করতে থাকলে তা কয়েকটি প্রচার মাধ্যমে বেশ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে। বিষয়টি সরকারের নজরে আসলে তা প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী । প্রশ্ন নং ৮]

ক. 'Voice of the people is the voice of God' উক্তিটি কার? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনমত গঠনের মাধ্যমসমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সদা সতর্ক ও সুসংগঠিত মতামতকে কখনো উপেক্ষা করা যায় না'— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Voice of the people is the voice of God' উক্তিটি ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো-র।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণের মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূল্যবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনমত গঠনের মাধ্যমসমূহ অর্থাৎ, বন্ধু-বান্ধব, এবং গণমাধ্যম জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিশু যখন শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করে তখন আস্তে আস্তে তার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাদের সাথে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে এক ধরনের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে তাদের মনন গড়ে ওঠে। যেমনটি উদ্দীপকে বর্ণিত রোহানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। রোহান তার বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের অবৈধভাবে খাল দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

গণমাধ্যম জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন প্রভৃতিতে যেসব সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তা জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদপত্র বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত জনসমক্ষে তুলে ধরে এবং বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করার প্রয়াস পায়। উদ্দীপকেও জনমত গঠনের এ মাধ্যমটির গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

ঘ 'সদা সতর্ক ও সুসংগঠিত মতামতকে কখনো উপেক্ষা করা যায় না'— উক্তিটি যথার্থ।

জনমত রাষ্ট্র পরিচালনার অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান। জনমতকে উপেক্ষা করে শাসনকার্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। জনমত যদি জাতীয় সমস্যা, জনস্বার্থ বিষয়ক ও সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় তবে তা উপেক্ষা করার উপায় নেই। কেননা জনমতকে অবজ্ঞা করে কোনো সরকারই ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যথার্থতা নির্ভর করে সুগঠিত জনমতের ওপর। কেননা জনসম্মতির ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সরকারি দল জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে বাধ্য হয়। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তাই জনকল্যাণকামী ও সুসংগঠিত জনমত সর্বদা গ্রহণযোগ্য হয়। উদ্দীপকে এ বিষয়েরই ইঙ্গিত রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রোহানদের গ্রামের পানি নিষ্কাশনের প্রধান খালটি প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের দখলে চলে যাচ্ছে। রোহান তার বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে এর প্রতিবাদ জানায়। ঘটনাটি কয়েকটি প্রচার মাধ্যম বেশ গুরুত্বসহকারে প্রচার করায় এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে। বিষয়টি সরকারের নজরে আসলে তা প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ রোহানদের এলাকার খাল দখলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনমত ছিল সুসংগঠিত প্রভাবশালী ও জনকল্যাণকামী।

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয়, জনগণের সুচিন্তিত, সুস্পষ্ট, যুক্তিভিত্তিক, জনকল্যাণকামী, সদা সতর্ক ও সুসংগঠিত মতামতকে কখনো উপেক্ষা করা যায় না।

প্রশ্ন ▶১৯ মি. জন নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করেন। তার মত অসংখ্য লোক সংবাদপত্রের মাধ্যমে একই বিষয় পাঠ করলেন। তাদের মধ্যে ঐ বিষয়ে একটি অভিন্ন মত গড়ে উঠে। সে মত হয় যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকামী। *[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর । প্রশ্ন নং ১১]*

ক. জনমত কী? ১

খ. জনমতের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ। ২

গ. জনমত গঠনের বাহনগুলি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'গণতন্ত্র জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত'— উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত হচ্ছে কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

খ জনমতের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো জনকল্যাণকামী এবং যুক্তিভিত্তিক।

জনমত সৎ ও জনকল্যাণকামী। জনকল্যাণকামী না হলে তাকে জনমত বলা যায় না। তাছাড়া অসৎ কোনো মত বা চিন্তা জনকল্যাণ বয়ে আনে না এবং তা জনগণ গ্রহণও করে না। এছাড়া জনমত যুক্তিভিত্তিক। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অযৌক্তিক মত জনমত নয়। গায়ের জোরে কোনো মত বা চিন্তা বা ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করা অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে বাধ্য।

গ জনমত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় জনমত সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করে। আর এই জনমত বিভিন্ন মাধ্যম বা বাহনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠে।

পরিবার হলো জনমতের প্রাথমিক ও প্রথম মাধ্যম বা বাহন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ধ্যান-ধারনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে যার ভিত্তিতে জনমত গড়ে ওঠে।

সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যম জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, বেতার প্রভৃতিতে বাস্তবধর্মী ছায়াছবি প্রদর্শন, সংবাদ পরিবেশন ও পর্যালোচনা, টক-শো প্রচার করা হয় তার মধ্যদিয়ে জনগণ দেশের বিভিন্ন সমস্যাদির বিষয়ে অবগত হয় এবং মতামত ব্যক্ত করে। ফলে সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গড়ে উঠে।

https://teachingbd24.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং কল্যাণকর ও যুক্তিযুক্ত আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ধর্মীয় সংঘগুলো জনমত গঠন করে থাকে।

রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় নীতি, আদর্শ, কর্মসূচি প্রভৃতি প্রচার করে জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিরোধী রাজনৈতিক দল সরকারি দলের ত্রুটি-বিচ্যুতি জনগণের সামনে তুলে ধরে জনমত গঠন করে থাকে। আধুনিক কালে জনমতের অন্যতম বাহন হলো আইনসভা। আইনসভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে তর্ক-বিতর্ক হয় তা প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। জনগণ এসব তর্ক-বিতর্ক, বক্তব্য, বিবৃতি মূল্যায়ন করে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতামত গঠন করে থাকে। উপরোক্ত মাধ্যমগুলো ছাড়াও পেশাজীবী, সংগঠন, সভা-সমিতি, নির্বাচন, গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রভৃতি জনমত সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

ঘ 'গণতন্ত্র জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত'— উক্তিটি যথার্থ।

গণতন্ত্র হলো জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত শাসনব্যবস্থা। যে শাসনব্যবস্থায় সকল জনগণের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় তাই গণতন্ত্র। প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

গণতন্ত্রে জনমতের ভিত্তিতেই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং সরকার গঠন করা হয়। জনগণের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় জনমতের মাধ্যমে। এ কারণে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সতর্ক ও সজ্ঞান জনমতের, যা জনস্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সুষ্ঠু জনমত শাসন কার্যক্রম নির্ধারণে ও শাসন নীতি প্রণয়নে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

জনমত সরকারের স্থায়িত্ব ও ক্ষমতার প্রকাশ বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গঠনই নেতার জনপ্রিয়তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়ার একমাত্র মাধ্যম। শুধুমাত্র জনমত গঠন করে জাতীয় ও রাজনৈতিক যেকোনো বিষয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের অবস্থান পরিবর্তন করা সম্ভব। অর্থাৎ জনমত গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী। সরকার জনমতের বাইরে গিয়ে অগণতান্ত্রিক কাজ করার সুযোগ পায় না। তাই জনমত ব্যতীত গণতন্ত্র সফল ও স্থায়ী হয় না। জনমত এবং সমর্থন ও সহযোগিতা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। সুতরাং এ কথা যথার্থ যে গণতন্ত্র জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন ▶ ২০ শ্রেণীকক্ষে জনমত নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বিষয় শিক্ষক বললেন যে, আধুনিককালে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সরকার জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। জনমত হলো সরকার ও বিরোধী দলের জনপ্রিয়তা জনমতে ও সমর্থনের ব্যারোমিটার। সাবিনা দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, জনমতের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মত পওয়া প্রয়োজন আছে কী?

[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৮]

ক. জনমত কী? ১

খ. জনমতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাগুলি কী কী? ২

গ. 'জনমত হলো সরকার ও বিরোধী দলের জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের ব্যারোমিটার।' বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. 'জনমতের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত হওয়া কি যথেষ্ট?'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত হচ্ছে কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পরে।

খ জনমত বলতে জাতীয় কোনো ইস্যুতে জনকল্যাণার্থে প্রভাবশালী জনসাধারণের মতকে বোঝায়। জনমতের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- জনকল্যাণকর, যুক্তিভিত্তিক, সুস্পষ্টতা, আস্থার দৃঢ়তা, মতৈক্য, তথ্যভিত্তিক, সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ়, স্থায়ী মতামত, প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা, সৎ উদ্দেশ্য, জাতীয় সংকট নিরসন, নৈতিক বিষয় প্রভৃতি।

গ জনমত হলো সরকার ও বিরোধী দলের জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের ব্যারোমিটার— কথাটি যথার্থ।

জনমত বলতে কল্যাণধর্মী, যুক্তিযুক্ত, বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট মতামতকে বোঝায় যা জনগণ ও সরকারকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ হলো জনমত।

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মূল ভূমিকা পালন করে। গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী দল উভয়ে জনমতকে সমীহ করে চলে। সরকারি দল জনসমর্থন হারানোর ভয়ে জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। সরকার জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখেই জনকল্যাণকামী কর্মসূচি প্রণয়ন করে। আবার বিরোধী দল জনসমর্থন লাভের জন্য তাদের দলীয় নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠন করে থাকে। কোনো সরকার কতটা জনপ্রিয় তা নির্ভর করে সেই সরকার বা সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠন করে থাকে। কোনো সরকার কতটা জনপ্রিয় তা নির্ভর করে সেই সরকার বা সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে জনমত কতটা শক্তিশালী তার ওপর। একই ভাবে বিরোধী দলের জনপ্রিয়তা নির্ভর করে সেই দলের বা দলের গৃহীত কর্মসূচির পক্ষে জনমত কতটা অনুকূল তার ওপর। সুতরাং বলা যায়, জনমত হলো সরকার ও বিরোধী দলের জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের ব্যারোমিটার— কথাটি যথার্থ।

ঘ জনমতের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত হওয়া যথেষ্ট নয়।

গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত হলো সতর্ক ও সুচিন্তিত জনমত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার যথার্থতা নির্ভর করে সুগঠিত জনমতের ওপর। এ জন্য জনমত গণতান্ত্রিক শাসনের একটি অপরিহার্য উপাদান।

সাধারণ অর্থে জনমত বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতকে বোঝায়। এ অর্থে যে কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত সমষ্টিকে জনমত বলা যেতে পারে। কিন্তু পৌরনীতিতে সকল মতামতই জনমত নয়। পৌরনীতিতে জনমত বলতে সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের কল্যাণকামী, যুক্তিযুক্ত ও সুস্পষ্ট মতামতকে বুঝায়। এই অর্থে জনমত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত হতে পারে আবার সংখ্যা লঘিষ্ঠ এমনকি একজনের মতও হতে পারে; যদি তা সমাজের জন্য কল্যাণকর ও যুক্তিসিদ্ধ মত হয়ে থাকে। অর্থাৎ জনমতকে হতে হবে জনকল্যাণকামী। আবার জনমতকে যুক্তিভিত্তিক হতে হবে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অযৌক্তিক মত জনমত নয়। ভাবাবেগ তাড়িত কোনো অন্যায়, অযৌক্তিক মত জনমত হতে পারে না। জনমতকে অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে। অস্পষ্ট মত বা মতের সমষ্টি জনমত নয়। জনমত জনগণ ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। সরকার জনমতের চাপে যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল, কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সর্বোপরি জনমতে জনগণের আস্থার প্রতিফলন থাকতে হবে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধারণ করে কোনো মত গড়ে উঠলে তাকে জনমত বলা যাবে। শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত জনমতের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনাব মতিউর রহমান একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। তিনি লেখনীর মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ের বিভিন্ন অসংগতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলেন। তিনি বিভিন্ন সভা-সেমিনারে বক্তৃতার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। *[সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৮]*

https://teachingbd24.com

ক. জনমতের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কি বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে মতিউর রহমানের কর্মকাণ্ডে পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. গণতন্ত্রের সফলতার জন্য উক্ত বিষয়টির অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে তাদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের সকল মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের জনমত বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

জনমত আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম চালিকা শক্তি। এটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। সাধারণত জনগণের মতামতকে জনমত বলা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জনমত বলতে রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক বিষয়ে এক বা একাধিক ব্যক্তির সুস্পষ্ট কল্যাণকামী মতামতকে বোঝানো হয়।

উদ্দীপকে মতিউর রহমান সাহেব একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। তিনি সব সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের বিভিন্ন অসংগতি সম্পর্কে লিখে জনগণকে সচেতন করেন। মতিউর রহমান সাহেবের এ কর্মকাণ্ড জনমতকে নির্দেশ করছে। কারণ পত্র-পত্রিকায় লেখা জনমতের অন্যতম বাহন হিসেবে বিবেচিত। এগুলোর মাধ্যমে জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়াও মতিউর রহমান সাহেব বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তার বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। যাতে জনগণ নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। সভা-সেমিনার জনমতের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। সভা-সেমিনার, প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন দলের বক্তারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করে তোলেন। এর পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের পথও বিভিন্ন বক্তাদের বক্তৃতা হতে পাওয়া যায়। এছাড়া একদল অপর দলের দোষ-ত্রুটি বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরে সঠিক জনমত গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। তাই বলা যায়, মতিউর রহমান সাহেবের কর্মকাণ্ড জনমতকে নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকে উক্ত বিষয়টি বলতে জনমতকে বোঝানো হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ প্রক্রিয়াটি তথা জনমত বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং সুশাসনের মূলমন্ত্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য জনমতের ওপর নির্ভরশীল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব নিম্নরূপ—

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার গঠনে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যে রাজনৈতিক দলের প্রতি জনমত সর্বাধিক তারাই সরকার গঠন করতে পারে। তদপুরি, জনমত দ্বারা সরকার নিয়ন্ত্রিত হয়। জনমতের দিকে লক্ষ রেখে সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সরকার উপেক্ষা করতে পারে না। শাসনব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জনমতের গুরুত্ব রয়েছে। জনমত যদি সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে সরকারের পতন অনিবার্য।

জনমত আইনসভার কার্যক্রমকেও প্রভাবিত করে থাকে। জনকল্যাণকর আইন প্রণয়নে আইনসভাকে নির্দেশনা দেয় জনমত। এছাড়া সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধে জনমত ভূমিকা রাখে। সরকারের অগণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জনমত সরকারকে পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে সংযত রাখে। জনমত ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষক। সজাগ ও সচেতন জনমত ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হতে দেয় না।

গণতন্ত্রে জনমতই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলে বিবেচিত হয়। গণতন্ত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো জনমতের আনুকূল্য বা সমর্থন লাভের জন্য সরকারের বিভিন্ন দোষত্রুটি জনসম্মুখে তুলে ধরে। ফলে সরকার ঐসব দোষ-ত্রুটি দূরীকরণে তৎপর হয়।

পরিশেষে বলা যায়, 'সজাগ ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন জনমত গণতন্ত্রের প্রথম উপাদান।' জনমত গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। তাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নাগরিক অধিকার, জনস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২২ শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনে যা শেখে পরবর্তীতে তারা সেটি কর্মজীবনে কাজে লাগায়। তাদের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের উপায়, শিক্ষকদের পরামর্শ, মতামত, উপদেশ এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা তাদেরকে সুস্পষ্ট ও কল্যাণকামী মতামত প্রদানে সহায়তা করে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. জনমত কী? ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনমত গঠনের কোন মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'জনমত গঠনে উক্ত মাধ্যম ছাড়াও আরো অনেক মাধ্যম রয়েছে'— আলোচনা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।

আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড তার 'The Civic Culture' গ্রন্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তার মতে, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির রূপ ও প্রতিকৃতি।' অর্থাৎ কোনো দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সে দেশের জনগণ কীভাবে গ্রহণ করছে সেটার ধরনই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

গ উদ্দীপকে জনমত গঠনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে।

একজন মানুষের ভিতর যে আদর্শ গড়ে ওঠে সেটিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা সুষ্ঠ পরিবেশে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে ভাবতে শেখে। আজ যারা ছাত্র-ছাত্রী, তাদের অনেকেই আগামী দিনের রাষ্ট্রনেতা বা নেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তারা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষা লাভ করে তা পরবর্তীকালে তাদের প্রভাবিত করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রছাত্রীরা সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করে। এখানেই তারা জীবনের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করার সুযোগ লাভ করে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের উপায়, শিক্ষকদের পরামর্শ, মতামত, উপদেশ এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা তাদেরকে সুস্পষ্ট ও কল্যাণকামী মতামত প্রদানে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত প্রদানের উল্লিখিত ভিত্তিসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই লাভ করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথাই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ জনমত গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাধ্যমটি ছাড়াও আরও অনেক মাধ্যম রয়েছে।

জনমত গঠনের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও জনমত গঠনের আরও মাধ্যম রয়েছে। যেমন- সংবাদপত্র জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সংবাদপত্র শুধু যে সংবাদ পরিবেশন করে তা নয়, এটি জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে সুষ্ঠু জনমত গঠন করার জন্য সভা-সমিতির গুরুত্ব অপরিসীম। সভা-সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন বিভিন্ন দলের বক্তারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করে তোলেন। জনমত গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন প্রকার জাতি গঠনমূলক চিত্র প্রদর্শনী এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করার প্রয়াস পায়। বর্তমানে এফএম রেডিও, স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের কল্যাণে মানুষ যখনকার সংবাদ তখনই জানতে পারছে। বিভিন্ন প্রকার পুস্তক-পুস্তিকা, সাহিত্য জনমত গঠনের উত্তম বাহন বলে আধুনিককালে বিশেষভাবে স্বীকৃত।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলই জনমত গঠন ও প্রচারের শ্রেষ্ঠতম বাহন বলে স্বীকৃত। রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যা জনগণের সম্মুখে তুলে ধরে এবং এ সকল ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলে। জনপ্রতিনিধিরা আইনসভায় দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে। জনগণ এ আলোচনা হতে নানাবিধ তথ্য লাভ করতে পারেন। এছাড়া পরিবার, আইনসভা, ধর্মীয় সংঘ, পেশা বা ব্যবসায় ভিত্তিক সংঘ প্রভৃতিও জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও জনমত গঠনের আরও অনেক মাধ্যম রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ 'ক' রাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গিয়ে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাজতন্ত্র প্রবর্তন করে। জনগণ এ পরিবর্তনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। জনগণের প্রবল বিরোধিতার মুখে সরকার প্রজাতন্ত্র বহাল রাখতে বাধ্য হয়।

[নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. জনমত কী? ১

খ. জনমত গঠনের যে কোন একটি মাধ্যমের বর্ণনা কর। ২

গ. জনগণ কী কী উপায়ে সরকারের বিরোধিতা করতে পারে? ব্যাখ্যাকরো। ৩

ঘ. "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের মতামতের বিকল্প নেই।"— মূল্যায়ন কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো সংবাদপত্র।

সংবাদপত্র শুধু যে সংবাদ পরিবেশন করে তা নয়, এটি জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত জনসমক্ষে তুলে ধরে জনগণকে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সংবাদপত্রকে তাই সরকারের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে সংবাদ পরিবেশন করা উচিৎ।

গ জনগণ জনমত গঠনের মাধ্যমে সরকারের বিরোধিতা করতে পারে। সাধারণ অর্থে জনমত বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে বোঝায়। যেকোনো জাতীয় প্রশ্নে বিভিন্ন শ্রেণি বা মহল বিভিন্ন মত পোষণ করতে পারে। এভাবে মতামত প্রবাহিত হওয়ার সময় যে মতটি অন্যগুলোর তুলনায় প্রবল হয়, তাকেই জনমত বলে অভিহিত করা হয়। জনমত সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী, যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকর। এটি সরকারকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গিয়ে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে। জনগণ এ পরিবর্তনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। জনগণের এ প্রবল বিরোধিতার মুখে সরকার পূর্বের শাসন ব্যবস্থা বহাল রাখতে সক্ষম হয়। এ বিষয়টি মূলত জনমতের প্রাধান্য ও শক্তিকে ইঙ্গিত করে। জনমতকে অস্বীকার করে কোনো সরকারই দীর্ঘকাল ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। জনমতের চাপে পড়ে অনেক স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত সরকারের স্বেচ্ছাচার রোধ করে। তাই বলা যায়, জনগণ জনমত গঠনের মাধ্যমে সরকারের বিরোধিতা করতে পারে।

ঘ "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের মতামত তথা জনমতের বিকল্প নেই"— উক্তিটি যথার্থ।

গণতন্ত্র হলো জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত, জনকল্যাণে নিয়োজিত শাসনব্যবস্থা। যে শাসন ব্যবস্থায় সকল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় তাই গণতন্ত্র। প্রতিনিধত্বশীল গণতন্ত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

গণতন্ত্রে জনমতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল জনমতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে না। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কার্যসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা সাধারণ জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে। জনগণের আস্থা হারালে সরকার টিকে থাকতে পারে না। জনমত রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এর ফলে রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। জনমতের চাপে সরকার রক্ষণশীল মনোভাব পরিত্যাগ করে যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জনমত যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের অনুকূলে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সরকার দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে যেকোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন প্রণীত ও পরিবর্তিত হয় জনমতের চাপে বা প্রভাবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, শুধুমাত্র জনমত গঠন করে জাতীয় ও রাজনৈতিক যেকোনো বিষয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের অবস্থান পরিবর্তন করা সম্ভব। তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ২৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ২০১০ সালে রংপুরস্থ কারমাইকেল কলেজ পরিদর্শনে এলে ছাত্র-শিক্ষক, স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও সুশীল-সমাজ তাঁকে এ কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ছাত্র ভর্তির অনুমোদন প্রদানের জন্য অনুরোধ জানায়। তিনি বলেন যে, বর্তমান সরকার শিক্ষার প্রসারে সদা সচেষ্ট ও আন্তরিক এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অচিরেই কারমাইকেল কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ছাত্রভর্তির অনুমোদন দেওয়া হবে।' মন্ত্রী মহোদয় ঢাকায় ফিরে যাবার অল্পদিন পরই কলেজটি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ছাত্র ভর্তির অনুমোদন লাভ করে। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. জনমতের সংজ্ঞা লেখ। ১

খ. জনমতের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ২

গ. জনমত গঠনে বর্তমানে কোন কোন মাধ্যমকে তুমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. 'সুষ্ঠু জনমতের সাথে সুশাসনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়'— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

Teachingbd24.com

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত হলো কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা প্রধানত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

খ জনমতের তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো- যুক্তিভিত্তিক, সুস্পষ্টতা ও মতৈক্য।

জনমত হলো যুক্তিভিত্তিক মতামত। জনমতে সাধারণত কোনো অযৌক্তিক মতামত স্থান পায় না। সুস্পষ্টতা জনমতের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বস্তুত সুস্পষ্ট কোনো বিষয় ছাড়া জনমত গঠন করা যায় না। জনমতে মতৈক্য একান্ত আবশ্যক। বিরোধী ও বিশৃঙ্খল কোনো মতামত জনমত নয়।

গ জনমত গঠনে বর্তমানে পরিবার, সভা-সমিতি, আইনসভা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পুস্তক-পুস্তিকা ও সাহিত্য, বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য বয়োঃজ্যেষ্ঠদের মতামত ও ধ্যান-ধারণা শিশু ও কিশোর মনকে প্রভাবিত করে। পরিবারের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সদস্যদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এ প্রভাব ভবিষ্যতে রাজনৈতিক মতামত গঠনের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে সুষ্ঠু জনমত গঠন করার জন্য সভা-সমিতির গুরুত্ব অপরিসীম। আইনসভাকে জনমত গঠনের একটি উত্তম মাধ্যম বলে মনে করা হয়। আইনসভায় যে মতামত প্রকাশিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই মতামত ও চিন্তা-ভাবনা। এ মতামত ও চিন্তা-ভাবনা জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।

দেশে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জনমত গঠনের ভিত্তিস্বরূপ। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে শিখে। তাই সুষ্ঠু, সুসংহত, নিরপেক্ষ জনমত গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার পুস্তক-পুস্তিকা, সাহিত্য জনমত গঠনের উত্তম বাহন বলে আধুনিককালে বিশেষভাবে স্বীকৃত। জনমত গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করে।

ঘ সুষ্ঠু জনমতের সাথে সুশাসনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় — উক্তিটি যথার্থ।

বর্তমান বিশ্বের জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র। এ গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় সরকার জনমত ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। জনমতের বিরোধী সরকার হয় স্বেচ্ছাচারী, যে সরকার খুব বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। মূলত এ কারণেই সরকার সর্বদা জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে তার কর্মকাণ্ডের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। আর এ জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণ সুশাসনের অন্যতম শর্ত। সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আইনের শাসন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় জনমতের ভূমিকা অত্যধিক। জনমত আইনের শাসনকে নিশ্চিত করে। এ আইনের শাসন রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে।

দুর্নীতি আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম অন্তরায়। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশে জনমত গড়ে ওঠে, কেননা জনমত গঠিত হয় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও তার সমাধানকে কেন্দ্র করে। এর ফলে ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন সংগঠিত রূপ লাভ করে। জনগণের একটি গণতান্ত্রিক অধিকার হলো তথ্য জানার অধিকার। এ তথ্যের অবাধ ও মুক্ত প্রবাহ সুশাসনের জন্য অপরিহার্য একটি বিষয়। কারণ, অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত হলে দুর্নীতির মাত্রা হ্রাস পায় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর জন্য প্রয়োজন গণ-আন্দোলন, যেখানে থাকবে জনমতের পূর্ণ প্রতিফলন।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, সুষ্ঠু জনমতের সাথে সুশাসনের নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶২৫ দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি হতে দেশের জাতীয় স্বার্থে কয়লা উত্তোলন করা প্রয়োজন। কিন্তু উক্ত এলাকায় জনগণ তাদের ঘর-বাড়ির ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। এমতাবস্থায়, স্থানীয় সকল স্তরের জনগণ কয়লা উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উত্তোলন না করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানায়। সরকার জনমতের প্রতি সাড়া দিয়ে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ । প্রশ্ন নং ৮]

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী? ১

খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কীভাবে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত এলাকার জনগণের মধ্যে কোন বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, উদ্দীপকে উল্লেখিত সরকারের পদক্ষেপ সঠিক ছিল? উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে সেসব মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধকে বোঝায় যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট পাঠক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষকদের শিক্ষাদান এবং সহপাঠীদের সাথে মেলামেশার ফলে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। আবার বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্রসংগঠন রয়েছে। এসব সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি জনমত গঠনে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে। উল্লিখিত সকল কিছুই জনমত গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনগণের মধ্যে জনমত-এর প্রতিফলন ঘটেছে।

জনমত হচ্ছে কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করে। আর তাই সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতের ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, সরকার দেশের স্বার্থে দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া কয়লাখনির কয়লা উত্তোলন করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঐ এলাকার লোকজন তাদের ঘর-বাড়ির ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কিত বিধায় কয়লা উত্তোলন না করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। সরকার তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কয়লা উত্তোলন স্থগিত রাখে। সরকারের এ সিদ্ধান্তে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে। এ ঘটনা থেকে বলা যায়, জাতীয় কোনো প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই যে সর্বদা জনমত বলে স্বীকৃত হবে তা ঠিক নয়; কখনও কখনও সংখ্যালঘিষ্ঠের জনকল্যাণমূলক মতামতও জনমত হতে পারে যদি তা যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণমূলক হয়।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, দেশের স্বার্থে কয়লা উত্তোলন জরুরি থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় লোকদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে সরকার তার সিদ্ধান্তকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। যা স্পষ্টতই জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

https://teachingbd24.com

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় সরকারের পদক্ষেপ সঠিক ছিল।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের ওপর ভিত্তি করে সরকার গঠিত হয়। আর জনগণের রায় নিয়ে যে সরকার গঠিত হয় সে সরকার জনমতের চাপে জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি প্রদান, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। কারণ সরকারের নীতি বা সিদ্ধান্ত জনমতের বিপক্ষে গেলে সরকার পরিবর্তন হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আর এজন্যই সরকার জনস্বার্থ-বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

উদ্দীপকে আমরা দেখি, সরকার জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের পথ সুগম করার প্রয়াস চালিয়েছে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরকার জনমতকে উপেক্ষা করেনি। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সরকারের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল এতে সেটাই প্রমাণিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনমত গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। জনমতকে উপেক্ষা করে সরকার টিকে থাকতে পারে না। তাই কয়লা না তুলে জনমতকে প্রাধান্য দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৬ আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনমতের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মাজহার ছাত্র-ছাত্রীদের বললেন, সাধারণ অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে জনমত বলা হয়। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনে সকল মতামতই জনমত নয়। তাসিন নামক একজন ছাত্র বলল যে, তাহলে কোন মতকে জনমত বলা যাবে? তিনি বললেন যে, সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গণন্ত্রের প্রাণ। জনমত গঠনে বেশ কিছু মাধ্যম বা বাহন রয়েছে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট। প্রশ্ন নং ৯]

ক. কিম্বল ইয়ং প্রদত্ত জনমতের সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কতটুকু? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ"— উদ্দীপকের উল্লিখিত বাক্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিম্বল ইয়ং প্রদত্ত জনমতের সংজ্ঞাটি হলো- 'একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণ যে মতামত পোষণ করেন, তাই জনমত।'

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে তাদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের সকল মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ জনমত গঠনে যে সকল বাহন ভূমিকা পালন করে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক দল অন্যতম। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত সংগঠনে রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গঠনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই কতগুলো আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। দলীয় আদর্শকে সামনে রেখে তারা নির্বাচনি কর্মসূচি ঘোষণা ও প্রচার করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। সরকারি দল তাদের দলীয় কর্মসূচিকে জনগণের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। বিপরীতে বিরোধী দলগুলো সরকারি কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করে নিজেদের কর্মসূচিকে উত্তম বলে দাবি করে প্রচারণা চালায়।

উপরিউক্ত নানামুখী প্রচারণায় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে এবং সুস্থ ও সংহত জনমত গড়ে ওঠে।

ঘ 'সুস্থ ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ'— উদ্দীপকে উল্লিখিত বাক্যটি যথার্থ।

গণতন্ত্র হলো জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত শাসনব্যবস্থা। যে শাসনব্যবস্থায় সকল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় তাই গণতন্ত্র। প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

গণতন্ত্রে জনমতের ভিত্তিতেই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং সরকার গঠন করা হয়। জনগণের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় জনমতের মাধ্যমে। এ কারণে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সতর্ক ও সজ্ঞান জনমতের, যা জনস্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। জনমত আইনসভার কার্যক্রমকেও প্রভাবিত করে থাকে। জনকল্যাণকর আইন প্রণয়নে আইনসভাকে নির্দেশনা দেয় জনমত। এছাড়া সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধে জনমত ভূমিকা রাখে। সরকারের অগণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জনমত সরকারকে পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে সংযত রাখে। সজাগ ও সচেতন জনমত ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হতে দেয় না।

জনমত সরকারের স্থায়িত্ব ও ক্ষমতার প্রকাশ বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গঠনই নেতার জনপ্রিয়তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়ার একমাত্র মাধ্যম। শুধুমাত্র জনমত গঠন করে জাতীয় ও রাজনৈতিক যেকোনো বিষয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের অবস্থান পরিবর্তন করা সম্ভব। আর এ কারণসমূহের জন্যই জনমতকে গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৭ আদনান বাবার সাথে একবার প্রথম ঢাকায় এসে রাস্তায় ছবিসহ নানান বক্তব্য, দাবি-দাওয়া, স্লোগান সম্পর্কিত ব্যানার, ফেস্টুন, বিলবোর্ড প্রভৃতি দেখতে পায়। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে বাবা তাকে জানালেন, মানুষকে আকর্ষণ এবং প্রভাবিত করার জন্য এমনটি করা হয়েছে। *[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১]*

ক. জনমত কী? ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে জনমত সংগঠনের জন্য যে মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গণতন্ত্রে জমতের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত। যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণের মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে জনমত সংগঠনের যে মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে প্রচার মাধ্যম।

বর্তমানে দেয়ালে নানা ধরনের লিখন জনমত গঠনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। নির্বাচনকালে প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় দেয়ালে দেয়ালে নানা ধরনের লিখন চোখে পড়ে। তাছাড়া বড় বড় বিল বোর্ডে ছবিসহ বক্তব্য কিংবা বিরোধী দল কর্তৃক সরকারি দলের সমালোচনা বিলবোর্ড বা

Teachingbd24.com

পোস্টারে প্রকাশের মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রয়াস চালানো হয়। তাছাড়া বিভিন্ন স্লোগানসংবলিত ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়েও নির্বাচনকালীন প্রার্থীরা জনমত গঠনের চেষ্টা চালান।
উদ্দীপকে আদনান ঢাকায় এসে দেয়ালে নানা ধরনের লিখন, বড় বড় বিলবোর্ডে ছবিসহ বক্তব্য, স্লোগানসংবলিত ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি দেখতে পায়। তার দেখা জিনিসগুলো জনমত সংগঠনের প্রচার মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ গণতন্ত্রের জনমতের ভূমিকা ব্যাপক।
আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং সুশাসনের মূলমন্ত্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য জনমতের ওপর নির্ভরশীল।
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার গঠনে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যে রাজনৈতিক দলের প্রতি জনমত সর্বাধিক তারাই সরকার গঠন করতে পারে। তদপুরি, জনমত দ্বারা সরকার নিয়ন্ত্রিত হয়। জনমতের দিকে লক্ষ রেখে সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সরকার উপেক্ষা করতে পারে না। শাসনব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জনমতের গুরুত্ব রয়েছে। জনমত যদি সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে সরকারের পতন অনিবার্য।
জনমত আইনসভার কার্যক্রমকেও প্রভাবিত করে থাকে। জনকল্যাণকর আইন প্রণয়নে আইনসভাকে নির্দেশনা দেয় জনমত। এছাড়া সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধে জনমত ভূমিকা রাখে। সরকারের অগণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জনমত সরকারকে পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে সংযত রাখে। জনমত ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষক। সজাগ ও সচেতন জনমত ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হতে দেয় না।
গণতন্ত্রে জনমতই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলে বিবেচিত হয়। নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে এ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জনপ্রতিনিধিগণ জনমতের প্রতি লক্ষ রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রক্ষণশীল রাজনৈতিক দলের প্রগতিবিরোধী মনোভাব দূর করে জনমত গণতন্ত্রের গতিসঞ্চার করে যাতে সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হয়। এতে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিকাশ ঘটে। গণতন্ত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো জনমতের আনুকূল্য বা সমর্থন লাভের জন্য সরকারের বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি জনসম্মুখে তুলে ধরে। ফলে সরকার ঐসব দোষ-ত্রুটি দূরীকরণে তৎপর হয়।
পরিশেষে বলা যায়, 'সজাগ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন জনমত গণতন্ত্রের প্রথম উপাদান।' জনমত গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। তাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নাগরিক অধিকার, জনস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶২৮ মি. হ্যামিলটনের দেশের সরকার ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর এক জরিপে দেখা গেল শতকরা ৮০% জনগণ ধূমপানের পক্ষে এবং ২০% জনগণ ধূমপানের বিপক্ষে।

[ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৯]

ক. জনমতের ইংরেজী প্রতিশব্দ কী? ১
খ. জনমতের মূল কথা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের ২০% জনগণের মতামতকে কী জনমত বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'সুস্থ ও যুক্তি ভিত্তিক জনমত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমতের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো— Public Opinion.

খ সাধারণত অর্থে 'জনমত' হলো জনগণের বেশির ভাগ অংশের মতামত। এ অর্থে কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতের সমষ্টিকে জনমত বোঝায়। তবে পৌরনীতিতে জনমতের অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতকে বোঝায় না, এর অর্থ একটু ভিন্নতর। এখানে সমাজের প্রভাবশালী, যৌক্তিক, স্পষ্ট, কল্যাণকামী, মতামতকে জনমত বলা হয়। লর্ড ব্রাইস বলেছেন, "জনমত হলো সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের অভিমতের সমষ্টি।" জে, এস, মিল বলেছেন, "কোনো নির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার ওপর জনগণের সংগঠিত অভিমতের নাম জনমত।"

গ হ্যাঁ, উদ্দীপকের ২০ ভাগ জনগণের মতামতকে জনমত বলা যায়।
উদ্দীপকে মি. হ্যামিলটনের দেশের সরকার ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণার পর পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় ৮০ ভাগ জনগণ ধূমপানের পক্ষে এবং ২০ ভাগ জনগণ ধূমপানের বিপক্ষে।
আমরা জানি, জনমত গঠিত হয় দেশ ও জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত যদি জনস্বার্থ পরিপন্থি হয় তবে তাকে জনমত বলা যাবে না আবার একজনের মতও যদি জনকল্যাণধর্মী হয় এবং দেশ ও সমাজের মঙ্গল বয়ে আনতে পারে তবে ওই মতকে জনমত বলা যেতে পারে। জনমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জনকল্যাণ।
জনমত সরকার ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। যে মতামত কল্যাণকর ও সময়োপযোগী সে মতামতের বাইরে যেসব জনগণ তারা স্বাভাবিকভাবেই কল্যাণকর মতামত মেনে নিতে বাধ্য থাকে। জনমতের পক্ষে যুক্তি থাকতে হবে। এখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অযৌক্তিক মতের কোনো মূল্য নেই।
পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ধূমপানের পক্ষে থাকলেও তা জনমত নয়। কারণ তা দেশ ও জাতির জন্য অকল্যাণকর। অন্যদিকে, মাত্র ২০ ভাগ জনগণ ধূমপানের বিপক্ষে থাকলেও তা জনগণের জন্য কল্যাণকর হওয়ায় জনমত হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঘ সূক্ষ্ম ও যুক্তিভিত্তিক জনমত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে— উক্তিটি যথার্থ।
আধুনিক সরকার গণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণ দ্বারা ক্ষমতায় যায় এবং জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রত্যেক সরকারই জনমত নিজের পক্ষে রাখতে চায়। কেননা জনমত অবজ্ঞা করে কোনো সরকারই ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। তাই জনমত ও গণতন্ত্র সমর্থক শব্দ। যে সরকার জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় সে সরকার স্বেচ্ছাচারী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। জনমত জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সব সময় সচেষ্ট থাকে। যুক্তিভিত্তিক, জ্ঞানপূর্ণ, কল্যাণকামী ও জাতীয় মঙ্গলে গঠিত জনমত গণতন্ত্রের চালিকাশক্তি। গণতন্ত্রকে গড়ে তুলতে হয়, লালন করতে হয়, বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হয়, সর্বোপরি গণতন্ত্রকে সরকারের রক্তচক্ষু হতে রক্ষা করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে জনমতের গুরুত্ব সর্বাধিক। জবাবদিহিতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ। আর জনমতের মাধ্যমেই সরকারের এই জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, সুস্থ ও যুক্তিভিত্তিক জনমত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে।

প্রশ্ন ▶২৯ জনাব 'ক' একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটির কর্মকাণ্ড সারা দেশে বিস্তৃত। উক্ত সংগঠনটি ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সদস্য সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে। অন্যদিকে 'ক' এর বন্ধু অন্য একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটি মুনাফা লাভের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহারে সচেষ্ট থাকে। *[নওগাঁ সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]*

https://teachingbd24.com

ক. জনমত কী? ১
খ. জনসেবা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' এর সংগঠনটি প্রধানত কোন কোন মাধ্যমকে ব্যবহার করে কর্মসূচি প্রণয়ন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন দুটির মধ্যে কার কার্যক্রম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত। যা সরকার ও জনমতকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা।
জনসেবা বলতে এক মহান হৃদয়বৃত্তিকে বোঝায়, যার ফলে আত্মত্যাগের মাধ্যমে অন্যের কল্যাণ সাধিত হয়। উদার হৃদয়ে নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, প্রতিদানের আশা ব্যতিরেকে অপরের দুঃখ-কষ্টে, সমস্যায় পাশে দাঁড়ানো, বিপদে-আপদে সাহায্য করার নামই হলে জনসেবা। এছাড়া অনেকের পেশার সাথেও জনসেবা বিষয়টি জড়িত থাকে। সমাজের প্রতি দায়বন্ধ থেকেও পেশার খাতিরে জনকল্যাণ সাধন করাকেও জনসেবা বলে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক'-এর সংগঠনটি মূলত রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা, প্রচারপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতি মাধ্যমকে ব্যবহার করে নিজ নিজ দলীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করে।
উদ্দীপকের 'ক'-এর সংগঠনের কর্মকাণ্ড সারা দেশে বিস্তৃত। উক্ত সংগঠন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সমস্যা বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে। 'ক'-এর সংগঠনের এসব কার্যক্রম রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের অনুরূপ।

রাজনৈতিক দল সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা, প্রচারপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রচার করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সরকারি দল এসব মাধ্যমে নিজের সফলতাকে প্রকাশ ও প্রচার করে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলো সরকারের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি এসব মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালায়। উল্লিখিত মাধ্যমে প্রচারিত রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি জনগণকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলে।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ 'ক' একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। দেশের জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। এখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীন এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিদ্যমান। 'খ' তার প্রতিবেশী একটি দেশ। সে দেশটিকে 'ক' রাষ্ট্রের মতো জনগণের মত প্রকাশ, প্রতিষ্ঠানের ও প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। এ নিয়ে জনগণের মধ্যে রয়েছে অসন্তোষ।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম ▌প্রশ্ন নং ১০]

ক. জনমত কী? ১
খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. 'ক' রাষ্ট্রে জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'খ' রাষ্ট্রে বিদ্যমান দিকগুলো কীসের অন্তরায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।
আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড তার 'The Civic Culture' গ্রন্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তার মতে, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির রূপ ও প্রতিকৃতি।' অর্থাৎ কোনো দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সে দেশের জনগণ কীভাবে গ্রহণ করছে সেটার ধরনই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার গতি প্রকৃতি দেখে সে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। কোনো অঞ্চলের মানুষ রাজনৈতিক বিষয়ে কী চিন্তা করে তা রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যদিয়েই প্রকাশিত হয়।

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ 'খ' রাষ্ট্রে বিদ্যমান দিকগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'খ' রাষ্ট্রের জনগণের, প্রতিষ্ঠানের ও প্রচার মাধ্যমের কোনো স্বাধীনতা নেই। অর্থাৎ সেখানে জনমত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নেই, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় জীবনে জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদানের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে সে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।
আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমত ও সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল জনমতকে ভয় করে চলে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। জনমতের চাপে সরকার যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সুশাসনের জন্য সরকার এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সুষ্ঠু জনমত গড়ে তুলতে হলেও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা জরুরি। কারণ জনমতের চাপে সরকার দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট হয়। জনমতের চাপে সরকার প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করে তোলার ক্ষেত্রেও তৎপর হয়ে ওঠে। তাছাড়া জনগণের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকার রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। আর এভাবেই রাষ্ট্রে গঠনমূলক জনমতের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু 'খ' রাষ্ট্র এ গণতান্ত্রিক আচরণ চর্চার অভাব রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ একটি দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। এ দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের প্রতি সহনশীল। একদল অপর দলের সাথে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে। জনগণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লক্ষ্য করা যায়। ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতার দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে।

[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ ▌প্রশ্ন নং ৬]

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী? ১
খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উক্ত উদ্দীপকে বর্ণিত দেশটির রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোন ধরনের ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও জনমতের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, অনুভূতি ও প্রবণতার এক সমন্বিত রূপকেই বলা হয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

খ বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার পারিপার্শ্বিক প্রভাবমুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ রায় প্রদানের জন্য বিচারকের স্বাধীনতাকেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে।

https://teachingbd24.com

প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো কর্তব্য পালনে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকগণ যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত থাকবেন তখনই বিচার বিভাগের সত্যিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে।

গ উদ্দীপকের রাষ্ট্রটিতে গণতান্ত্রিক বা অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারা বর্তমান।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিবর্গের ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, লালিত কর্মপরিকল্পনাই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এ রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোথাও সচল ও দ্রুত গতিসম্পন্ন হয়, আবার কোথাও এর গতি থাকে মন্থর। অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রত্যেক নাগরিক রাজনৈতিক বিষয়ে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এখানে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো সহনশীলতার ভিত্তিতে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক নিজেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সক্রিয় কর্মী হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সুচারুরূপে পালিত হয়। এ ব্যবস্থায় জনগণ সরকারের কাজের মূল্যায়ন ও গঠনমূলক সমালোচনা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় সরকার জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড করতে উদ্যত হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী সচেতন নাগরিকগোষ্ঠীর বাধার সম্মুখীন হয়।

উদ্দীপকের রাষ্ট্রটির জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন। এখানকার দলগুলো পরস্পরের প্রতি সহনশীল সহযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন। জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হওয়ায় তারা রাজনীতি সচেতন। তাদের এই সচেতনতাই উক্ত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সচল রাখতে সহায়তা করছে। তাই বলা যায় রাষ্ট্রটিতে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো—

জনমত বলতে মূলত কোনো বিষয়ে জনগণের যুক্তিযুক্ত সচেতন মতামতকে বোঝায়। জনমত হতে হলে তা সকলের মতামত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। মুষ্টিমেয় এমনকি একজন ব্যক্তির মতও যদি জাতীয় স্বার্থ ও কল্যাণে হয় তাহলেও সেটি জনমত বলে বিবেচিত হয়। আবার রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে জনগণের বিশ্বাস, মনোভাব, অনুভূতি ও মূল্যবোধের সমষ্টি। জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। সুষ্ঠু জনমতের জন্য প্রয়োজন সুস্থ ও উন্নত ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতিতে সুস্থ ও উন্নত জনমত গড়ে উঠতে পারে না।

উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনমত ও জনমতের প্রতিফলন অনুযায়ী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়। জনমত জরিপের ফলাফলের মাধ্যমে সরকার নাগরিকদের মনোভাব বুঝতে সক্ষম হয় এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উন্নত বিশ্বে সরকারের বছর পূর্তির সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমগুলো সরকারের এক বছরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনমত জরিপ প্রকাশ করে। এতে সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের কর্মকাণ্ডের ওপরও জনমত তুলে ধরা হয়। ফলে সরকার ও বিরোধীদল তাদের কর্মকাণ্ডের ভুলত্রুটি শোধরানোর সুযোগ পায়। কিন্তু অনুন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনমত জরিপের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর থাকে না। ফলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে জনমত তেমন ভূমিকা পালন করতে পারে না।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি জনমতকে মূল্যায়ন করে সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি উন্নত হতে বাধ্য। আর জনমতকে গুরুত্ব না দিলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি পশ্চাতপদই থেকে যায়। তাই বলা যায়, রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে জনমতের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

প্রশ্ন ▶ ৩২ আহসান এবারই প্রথম তার বাবার সাথে ঢাকায় এসেছে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় সে আগ্রহ সহকারে রাস্তায় বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করে। সেগুলোর মধ্যে দেয়ালে নানা ধরনের লিখন, বড় বড় বিলবোর্ডে ছবিসহ বক্তব্য, বিভিন্ন স্লোগান ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে আহসান তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবা তাকে বললেন, মানুষকে আকর্ষণ ও প্রভাবিত করার জন্য এরূপ প্রচার করা হয়েছে।

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নং ১১]

ক. অর্থনৈতিক অধিকার কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে জনমত সংগঠনের যে মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত "জনমত সংগঠনের মাধ্যমগুলো নির্বাচনি প্রচারণায় বহুল ব্যবহৃত হয়"— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক অধিকার হচ্ছে সেইসব অধিকার যেগুলো অভাব-অনটন ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও নিরাপদ করে তোলে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো যেসব মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধ যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে। মূলত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের মানুষের মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূল্যবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অন্যদিকে, গণতন্ত্র হলো এমন এক ব্যবস্থা যেখানে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। এ ব্যবস্থার সফলতা-ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে সে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর। কেননা, কোনো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিম্নমানের হলে তথা রাজনীতির প্রতি নাগরিকদের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির নেতিবাচক হলে সে দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়।

গ উদ্দীপকে জনমত সংগঠনের জন্য দেয়াল লিখন, বিলবোর্ড, ব্যানার ও ফেস্টুন ইত্যাদি মাধ্যম অর্থাৎ প্রচার মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে।

বর্তমানে দেয়ালে নানা ধরনের লিখন জনমত গঠনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। নির্বাচনকালে প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় দেয়ালে দেয়ালে নানা ধরনের লিখন চোখে পড়ে। নির্বাচনি জনমত সৃষ্টি অথবা বিশেষ কোনো ইস্যুকে কেন্দ্র করে জনমত সৃষ্টির জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বড় বড় বিলবোর্ডে ছবিসহ বক্তব্য কিংবা বিরোধী দল কর্তৃক সরকারি দলের সমালোচনা বিলবোর্ড বা পোস্টারে প্রকাশের মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রয়াস চালানো হয়। তাছাড়া বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়েও নির্বাচনকালীন প্রার্থীরা জনমত গঠনের চেষ্টা চালান।

উদ্দীপকের আহসান ঢাকায় এসে দেয়ালে নানা ধরনের লিখন, বড় বড় বিলবোর্ডে ছবিসহ বক্তব্য, স্লোগান সংবলিত ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি দেখতে পায়। তার দেখা জিনিসগুলো জনমত গঠনের প্রচার মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'জনমত সংগঠনের মাধ্যমগুলো নির্বাচনি প্রচারণায় বহুল ব্যবহৃত হয়'— উক্তিটি যথার্থ।

নির্বাচন এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন প্রার্থী দেয়ালে এবং বড় বড় বিলবোর্ডে ছবিসহ বক্তব্য লিখে তার নিজের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করে। জনগণ তাদের যাতায়াতের পথে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে এই প্রচারণাগুলো দেখে এবং বাস, লঞ্চ, স্টিমার চায়ের দোকান, হাট-বাজারে সর্বত্র এগুলো আলোচনা করতে থাকে। জনগণের এই আলোচনা থেকে জনমত গড়ে ওঠে।

https://teachingbd24.com

বর্তমান গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রচারমাধ্যম- বিশেষ করে দেয়াল লিখন, বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উল্লিখিত মাধ্যমগুলো নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত হয়। স্থানীয়ভাবে এ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে সহজেই জনগণকে প্রভাবিত করা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনমত সংগঠনের মাধ্যমগুলো অর্থাৎ দেয়াল লিখন, বড় বড় বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি নির্বাচনি প্রচারণায় বহুল ব্যবহৃত হয়— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ জনাব সাহেদ তানভীর আসন্ন খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান। এ জন্য তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। তিনি সংবাদপত্রে নিজের কাজের সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করছেন। লিফলেট, পোস্টারের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতার প্রচার করছেন।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা ‖ প্রশ্ন নং ১০]

ক. সুশাসন কাকে বলে? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব সাহেদ তানভীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বে যে কাজ করছেন উক্ত কাজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে পড়ে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সাহেদ তানভীর নির্বাচনের পূর্বে আর কি কি কাজ করতে পারে বলে তুমি মনে করো? কাজসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণের মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব সাহেদ তানভীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বে যে কাজ করেছেন তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনমত গঠনের পর্যায়ে পড়ে।

কোনো সময়ের ব্যাপক আলোচিত বিষয়টির পক্ষে বা বিপক্ষে গোটা জনগণ বা তার বৃহত্তর অংশ যে মত পোষণ করে তাই হলো জনমত। জনমত আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। জনমত গঠনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো এবং তার নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের জনমত গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনগণের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা জনমত গঠনে সক্রিয় থাকে। এসময় তারা মিটিং-মিছিল, পোস্টার, ব্যানার, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব সাহেদ তানভীর খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে একজন প্রার্থী। তিনি নির্বাচনের পূর্বে সংবাদপত্রে নিজেদের কাজের সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। লিফলেট, পোস্টারের মাধ্যমেও নিজের যোগ্যতার প্রচার করছেন। তিনি এসব মূলত তার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য করছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জনাব সাহেদ তানভীরের কাজ জনমত গঠনের পর্যায়ে পড়ে।

ঘ সাহেদ তানভীর জনমত গঠনে কাজ করছেন। তিনি উদ্দীপকে বর্ণিত কাজ ছাড়া আরো অনেক কাজ করতে পারে বলে আমি মনে করি। জনমত গঠনে বিভিন্নভাবে কাজ করা যায়। এগুলোকে জনমত গঠনের মাধ্যম বলে। উদ্দীপকে সাহেদ তানভীরের করা কাজ সংবাদপত্রে খবর প্রকাশ, লিফলেট ও পোস্টার জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম। তিনি এছাড়াও সভা-সমিতি, বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র, দেয়াল লিখন, জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কাজ করতে পারেন।

সুষ্ঠ জনমত গঠনে সভা-সমিতির গুরুত্ব অনেক। এতে একদল অপর দলের দোষ-ত্রুটি বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে দরে সঠিক জনমত গঠনে সহায়তা করে। জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে এফএম রেডিও, স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের কল্যাণে মানুষ যখনকার সংবাদ তখনই জানতে পারছে। বর্তমানে দেয়াল লিখনও জনমত গঠনের অন্যতম বাহন হিসেবে কাজ করে। নির্বাচনি জনমত সৃষ্টিতে এ ধরনের ব্যবস্থা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে রাজনৈতিক দল জনমত গঠনের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংযোগ ও মতবিনিময় সভার আশ্রয় গ্রহণ করছে, যা জনমত গঠনে কার্যকর ও ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত। এছাড়া বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কাছে ইন্টারনেট একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। বিশেষ করে ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতির মাধ্যমে নির্বাচনি জনমত গড়ে তোলা বর্তমান প্রেক্ষাপটে বেশ সহজসাধ্য।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, নির্বাচনের পূর্বে জনমত গঠনের অনেক মাধ্যম রয়েছে। উদ্দীপকের সাহেদ তানভীর এসব মাধ্যম ব্যবহার করে কাজ করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ টকশো প্রতিটি টিভি চ্যানেলের প্রতি রাতের এই ধরনের অনুষ্ঠানে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক বিষয়গুলোর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। দেশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে। সুতরাং এই ধরনের অনুষ্ঠান জনগণের মধ্যে কল্যাণকামী ও যুক্তি সংগত মতামত গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

[চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ ‖ প্রশ্ন নং ৪]

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক লিখ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি তোমার পাঠ্য বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কল্যাণকামী ও যুক্তিসংগত মতামত গঠনের মাধ্যমটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো সেসব মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধ যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তোলে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি দ্বারা উদ্দীপ্ত জনগোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে সংস্কৃতিবান থাকে বলেই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ জনমতকে উপেক্ষা করতে পারে না। কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরাজমান উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর গণতন্ত্রের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। অন্যদিকে, গণতন্ত্রের আদর্শে উজ্জীবিত জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হিসেবেও প্রভাব রাখে। ফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং একটির অগ্রগতি অন্যটির অগ্রগতিকে প্রভাবিত করে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি হলো জনমত।

সাধারণ অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতকে জনমত বলা হয়। কিন্তু পৌরনীতিতে কেবল প্রভাবশালী, যুক্তিযুক্ত, স্পষ্ট এবং কল্যাণকামী মতামতই জনমত হিসেবে গণ্য হয়। জনমত ব্যতীত দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিশেষ করে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তা সাধারণ জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে। জনমতের স্বার্থের প্রতিকূলে কোনো সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক সরকার গ্রহণ করেনা বা করলেও জনমতের বিরোধিতার কারণে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুষ্ঠু জনমত গড়ে তুলতে হলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হয়। এছাড়াও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণীত ও পরিবর্তিত হয় জনমতের চাপে বা প্রভাবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, টিভি টকশোতে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলোর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে কল্যাণকামী ও যুক্তিসংগত মতামত গড়ে ওঠে। এ বিষয়টি মূলত জনমতকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত কল্যাণকামী ও যুক্তিসংগত মতামত তথা জনমত গঠনের মাধ্যমটি হলো টেলিভিশন।

সুষ্ঠু জনমত গঠন ও প্রচারের ওপরই গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্য নির্ভর করে। এই জনমত গঠনে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। এসব মাধ্যম ব্যতীত জনমত গঠন অসম্ভব। জনগণ ও সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য এসব মাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম।

উদ্দীপকে জনমত গঠনের মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। জনমত গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে জনমত গঠনে এর গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী, টকশো এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে টেলিভিশন জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করার প্রয়াস পায়। টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত বক্তৃতা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এ বক্তৃতা হতে জনগণ দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। বর্তমানে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের কল্যাণে মানুষ যখনকার সংবাদ তখনই জানতে পারছে। এর মাধ্যমে সকল শ্রেণির মানুষকে সংগঠিত করা সম্ভব হয়। ফলে সুষ্ঠু জনমত গড়ে উঠতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সুষ্ঠু ও সংগঠিত জনমত গঠনে টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ নিজ কলেজের সামনে গাড়ী চাপা পড়ে দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সারা দেশের ছাত্র সমাজ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। টানা তিনদিন ধরে নিরাপদ সড়কের দাবীতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলতে থাকে। সর্বস্তরের জনগণ এই বিক্ষোভকে সমর্থন দেয়। ফলে সরকার এর গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতীয় সংসদে নিরাপদ সড়ক আইন পাস করে। *[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয় কোনটিকে? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নিরাপদ সড়ক আইন পাসের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে বিষয়ের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে তা গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ—তুমি কি এ বিষয়ে একমত? ব্যাখ্যা দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয় জনমতকে।

খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক।

সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে তাদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূলবোধকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের সকল মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি এবং মূলবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত হয়।

গ নিরাপদ সড়ক আইন পাসের ক্ষেত্রে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে।

সাধারণত জনমত বলতে বুঝায় জনগণের বেশির ভাগ লোকের মতামতকে। এ অর্থে কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতের সমষ্টিকে জনমত বোঝায়। তবে পৌরনীতিতে এর অর্থ একটু ভিন্ন। এখানে সমাজে, প্রভাবশালী, যৌক্তিক, স্পষ্ট, কল্যাণকামী মতামতকে জনমত বলা হয়। এই অর্থে জনমত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত বা সংখ্যালঘিষ্ঠ এমনকি একজনের মতও হতে পারে; যদি তা সমাজের জন্য কল্যাণকর যুক্তিসিদ্ধ মত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, গাড়ি চাপা পড়ে নিজ কলেজের সামনে দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা নিরাপদ সড়কের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে দাঁড়ায়। তাদের এই যৌক্তিক দাবি গণমাধ্যম প্রচার করায় সমাজের নানা শ্রেণীভুক্ত মানুষ আন্দোলনকারীদের দাবির প্রতি সমর্থন জানায়। আর এ সমর্থন জানানোই হচ্ছে জনমত। জনমতের ফলেই সরকার এর গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতীয় সংসদে নিরাপত্তা সড়ক আইন পাস করে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে জনমতের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে জনমত বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, যা গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি এ বিষয়ের সাথে একমত।

জনমত হলো রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক বিষয়ে জনগণের সুস্পষ্ট ও কল্যাণকামী মতামত। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হলো জনমতভিত্তিক শাসনব্যবস্থা এবং এর সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে জনমতের ওপর। আর রাষ্ট্রীয় কাঠামো, আইনি ব্যবস্থা, যোগ্য নেতৃত্ব, সদা জাগ্রত জনমত সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য।

সরকার গঠনে জনমত মুখ্য ভূমিকা রাখে। যে রাজনৈতিক দলের প্রতি জনমত সর্বাধিক তারাই সরকার গঠন করতে পারে। জনমত দ্বারা সরকার নিয়ন্ত্রিত হয়। জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শাসন ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনমতের গুরুত্ব রয়েছে। জনকল্যাণকর আইন প্রণয়নে আইনসভাকে নির্দেশনা দেয় জনমত। সজাগ ও সচেতন জনমত ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব হতে দেয় না। সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য জনমত গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, জনমত সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। জনমত সুশাসনের পক্ষে সংগঠিত হয়। সুশাসনের জন্য আইনের শাসন প্রয়োজন। আর এর জন্য প্রয়োজন যুক্তিভিত্তিক জনমত। জনমত দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। জনমতের চাপে সরকার তার কর্মকাণ্ডের জন্য প্রতিনিয়তই জবাবদিহি করতে বাধ্য। জনমত শাসনব্যবস্থার স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত করে। সুশাসনের জন্য মুক্ত স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের প্রয়োজন। জনমতের চাপে সরকার সংবাদ মাধ্যমের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এভাবে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করে জনমত সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমতের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩৬ 'চ' অঞ্চলের জনগণ শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে মোটেও অবগত নয়। 'ছ' অঞ্চলের জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন। তারা সরকারি সিদ্ধান্তসমূহের দিকে লক্ষ্য রাখেন এবং সরকারের নিকট দাবি উত্থাপন করেন। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. জনমতের দুটি বাহনের নাম লিখ। ১
খ. জনমত গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি অঞ্চলে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি অঞ্চলে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোনটি কাম্য? যুক্তিসহ বর্ণনা কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমতের দুটি বাহন হলো— সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দল।

খ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রধানত জনমত গঠিত হয়।

জনমত হলো কল্যাণধর্মী, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেকোনো জাতীয় প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হলে বিভিন্ন মহল বিভিন্ন মত পোষণ করতে পারে। এই মতামত প্রবাহিত হওয়ার ধারায় সঠিক ও সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে জনমত গঠন করা হয়। অর্থাৎ জনগণের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যেই জনমত গঠন করা হয়।

গ উদ্দীপকে 'চ' অঞ্চলে সংকীর্ণ এবং 'ছ' অঞ্চলে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান রয়েছে।

যেখানে জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সরকার, তার নিয়মনীতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অসচেতন সেখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংকীর্ণ। অপরদিকে, সেখানকার জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন সেখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি অংশগ্রহণমূলক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'চ' অঞ্চলের জনগণ শহর থেকে দূরে থাকে। তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত নয়। কিন্তু 'ছ' অঞ্চলের জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন। তারা সরকারি সিদ্ধান্তসমূহের দিকে লক্ষ রাখেন এবং সরকারের নিকট দাবি দাওয়া তুলে ধরেন। যা অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতির সাথে মিলে যায়। কিন্তু, 'চ' অঞ্চলের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংকীর্ণ। কেননা এ রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো জাতীয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও জীবন সম্পর্কে জনগণ সচেতন নয়। তাই বলা যায়, 'চ' অঞ্চলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি সংকীর্ণ এবং 'ছ' অঞ্চলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি অংশগ্রহণমূলক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি অঞ্চলের মধ্যে 'ছ' অঞ্চলের অর্থাৎ অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি কাম্য।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যায়ন। রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বলা হয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ। যে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সক্রিয় সদস্য তাকে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে।

উদ্দীপকের 'ছ' অঞ্চলের অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতিই সব সমাজের ক্ষেত্রে কাম্য। কেননা এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনগণ তাদের অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। জনগণ সরকার এবং তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতন থাকে বলে স্বেচ্ছাচারিতা তৈরি হতে পারে না। এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গণতন্ত্র পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করা যায়। কারণ জনগণ প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে পারে। জনগণ সরকারি সিদ্ধান্তসমূহের দিকে খেয়াল রাখেন বলে সরকার ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। জনমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে সুশৃঙ্খল এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা তৈরি হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি জনকল্যাণমূলক এবং উন্নত সমাজকে প্রতিফলিত করে। তাই বলা যায়, 'ছ' অঞ্চলের অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি কাম্য।

প্রশ্ন ▶৩৭ শহীদ রমিজউদ্দীন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিক্ষার্থী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হবার পর বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ রাস্তায় নেমে আসে। হাজারো মানুষের মতামত ও অংশগ্রহণে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অবশেষে সরকারও এই চাওয়ার যৌক্তিকতা বুঝতে পারে এবং বেপরোয়া চালকদের জন্য শাস্তির বিধান রেখে সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করে। *[নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. জনমত কী? ১
খ. জনমতের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ২
গ. সড়ক নিরাপত্তায় ছাত্রদের মতামতকে কী জনমত বলা যায়? ৩
ঘ. সুষ্ঠু জনমত গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ জনমত বলতে জাতীয় কোনো ইস্যুতে জনকল্যাণার্থে প্রভাবশালী জনসাধারণের মতকে বোঝায়।

জনমতের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- জনকল্যাণকর, যুক্তিভিত্তিক, সুস্পষ্টতা, আস্থার দৃঢ়তা, মতৈক্য, তথ্যভিত্তিক, সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ়, স্থায়ী মতামত, প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা, সৎ উদ্দেশ্য, জাতীয় সংকট নিরসন, নৈতিক বিষয় প্রভৃতি।

গ হ্যাঁ, সড়ক নিরাপত্তায় ছাত্রদের মতামতকে জনমত বলা যায়।

জনমত হলো কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা প্রধানত সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করে। যেকোনো একটি মত প্রাধান্য বিস্তার করলে বা সবাই মেনে নিলে সেই মতকে জনমত বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শহীদ রমিজউদ্দীন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিক্ষার্থী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হবার পর বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ রাস্তায় নেমে আসে। হাজারো মানুষের মতামত ও অংশগ্রহণে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অবশেষে সরকারও এই চাওয়ার যৌক্তিকতা বুঝতে পেরে বেপরোয়া চালকদের জন্য শাস্তির বিধান রেখে সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করে। যা জনমতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সুষ্ঠু জনমত গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। গণমাধ্যম বলতে সাধারণত সংবাদপত্র, রেডিও, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনকে বোঝায়। নিচে সুষ্ঠু জনমত গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

https://teachingbd24.com

সংবাদপত্র জনমত গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি রাষ্ট্রের দর্পণ স্বরূপ। সংবাদপত্র শুধু যে সংবাদ পরিবেশন করে তা নয়, এটি জাতীয় সমস্যাদির ওপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশের বিভিন্ন সমস্যাদি সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত জনসমক্ষে তুলে ধরে জনগণকে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ দেশি-বিদেশী বিভিন্ন সংবাদ, তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ জানতে পারে। এছাড়াও সংবাদপত্রের গঠনমূলক আলোচনা, সমালোচনা, সম্পাদকীয় এবং ব্যঙ্গচিত্র জনমত গঠনের ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী বাহন হিসেবে কাজ করে।

জনমত গঠন, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে রেডিও, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে জনমত গঠনে এ সকল বাহনের গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী এবং চেতনা ও আদর্শমূলক ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে রেডিও, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জনমতকে প্রকাশিত ও সংগঠিত করার প্রয়াস পায়। তদুপরি রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত বক্তৃতা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এ বক্তৃতা হতে পারে। বর্তমানে এফএম রেডিও, স্যাটেলাইট চ্যানেলের কল্যাণে মানুষ যখনকার সংবাদ তখনই জানতে পারছে।

উপরিউক্ত আলোচনার সুষ্ঠু জনমত গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ আড়িয়াল বিলে রয়েছে প্রচুর মৎস্য সম্পদ। এই বিলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মানুষের জীবিকা। এই বিলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অপরূপ। এই বিলে সরকার একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করতে চাইলে এলাকাবাসী তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। দেশের প্রচারমাধ্যম এই বিষয়ে ব্যাপক সংবাদ পরিবেশন করে। বিলের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে প্রচারমাধ্যমগুলো সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দেশের সর্বস্তরের মানুষ এলাকাবাসীকে সমর্থন জানায়। অবশেষে সরকার বিমানবন্দর নির্মাণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। *[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী? ১

খ. জনমত গঠনে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টি গণমাধ্যমের ভূমিকাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।

খ পরিবার হলো জনমত গঠনের প্রাথমিক ও প্রথম মাধ্যম। পরিবার সামাজিক জীবনের চিরন্তন বিদ্যাপীঠ। পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য বয়োজেষ্ঠ্যদের মতামত ও ধ্যান-ধারণা শিশু ও কিশোর মনকে প্রভাবিত করে। পরিবারের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সদস্যদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। পরিবারের মধ্যে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যেসব আলাপ-আলোচনা হয় তার মধ্য দিয়ে জনমত গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের 'জনমত'-এর মিল রয়েছে।

জনমত বলতে সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের কল্যাণকামী, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামতকে বোঝায়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি অপরিহার্য উপাদান হলো জনমত। জনমতের চাপে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না এবং কোনো জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। ফলে জনমতের মাধ্যমে গণতন্ত্র তাৎপর্যপূর্ণ হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার সর্বদা জনমতের ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখেই বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জনমত পরিবর্তন হলে সরকারের কার্যনীতি ও সিদ্ধান্তেরও পরিবর্তন ঘটে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মৎস্য সম্পদে ভরপুর আড়িয়াল বিল ঐ এলাকার মানুষের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উৎস। বিলটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অপরূপ। কিন্তু সরকার জনগণের মতামত না গ্রহণ করেই সেই বিলে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করতে চাইলে এলাকাবাসী তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বিলে প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে সংবাদ মাধ্যমগুলো ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালায়। দেশের সর্বস্তরের মানুষ এলাকাবাসীকে সমর্থন জানায়। আড়িয়াল বিলে বিমানবন্দর করার বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ গড়ে ওঠে তা জনমতকেই নির্দেশ করে। আর এ জনমতের চাপেই সরকার বিমানবন্দর নির্মাণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনায় অর্থাৎ জনমত সৃষ্টিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জনমত সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে জনসধারণের কল্যাণকামী, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামতকে বোঝায়। গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য উপাদান হলো জনমত। আর এই জনমত গড়ে ওঠার কতগুলো বাহন রয়েছে। গণমাধ্যম হলো জনমতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যম জনমত গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমে সাহায্যে জনসাধারণ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খবরাখবর সম্পর্কে জানতে পারে। গণমাধ্যমের সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি বা বুদ্ধিজীবী মহলের বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ ছাপা হয় যা থেকে জনগণ দেশ-বিদেশের চলমান সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারে। গণমাধ্যমের প্রচারিত এসকল খবরের ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অপার সৌন্দর্য আর স্থানীয় মানুষের জীবিকা নির্বাহের উৎস আড়িয়াল বিলে সরকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করতে চাইলে এলাকাবাসী এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। গণমাধ্যম বিষয়টির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করলে দেশবাসীর মাধ্যমে এলাকাবাসীর পক্ষে সমর্থন গড়ে ওঠে। আর এই জনমতের চাপেই সরকার শেষ পর্যন্ত বিমানবন্দর নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জনমত সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দীপকের ঘটনায় গণমাধ্যমের কল্যাণেই দেশব্যাপী সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছিল।

https://teachingbd24.com

অষ্টম অধ্যায়: জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

★ জনমতের ধারণা

১. 'জনমতের জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই যথেষ্ট নয় এবং সব বিষয়ে ঐকমত্য অপরিহার্য নয়'—উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক) অস্টিন রেনি　খ) অধ্যাপক লাওয়েল
গ) জন স্টুয়ার্ট মিল　ঘ) কিম্বল ইয়ং　**খ**

২. জনমতের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [অনুধাবন]
ক) জনমত সৎ ও জনকল্যাণধর্মী
খ) জনমত সুচিন্তিত মতের বিরোধী
গ) জনমত সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নয়
ঘ) জনমত অযুক্তিভিত্তিক　**ক**

৩. "একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণ যে মতামত পোষণ করে তাই জনমত"— এটি কার উক্তি? [জ্ঞান]
ক) ই এম সেইট　খ) ই এম হোয়াইট
গ) এল ডব্লিউ ডুব　ঘ) কিম্বল ইয়ং　**ঘ**

৪. জনগণের কল্যাণকামী যুক্তিভিত্তিক ও সচেতন মতের সমষ্টি কী? [জ্ঞান]
ক) রাজনৈতিক সংহতি
খ) গণতন্ত্র
গ) রাজনৈতিক সংস্কৃতি
ঘ) জনমত　**ঘ**

৫. কোন দার্শনিকের লেখনীতে সর্বপ্রথম জনমত শব্দটি ব্যবহৃত হয়? [জ্ঞান]
ক) টমাস হবস　খ) জ্যাঁ জ্যাক রুশো
গ) জন লক　ঘ) মন্টেস্কু　**খ**

৬. সুনির্দিষ্ট, সুচিন্তিত, সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিভিত্তিক মত— এগুলো নিচের কোনটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? [অনুধাবন]
ক) রাজনৈতিক সংস্কৃতি
খ) জনমত
গ) গণতন্ত্র　ঘ) সুশাসন　**খ**

৭. 'The Voice of the people may be voice of God.'- এটি কোন যুগের ধারণা? [জ্ঞান]
ক) প্রাচীন যুগের　খ) মধ্য যুগের
গ) আধুনিক যুগের　ঘ) অতি আধুনিক যুগের　**খ**

৮. "বিশ্বে পরিণত উন্নত, অনুন্নত ও নিম্নমানের সংস্কৃতি লক্ষ করা যায়।"— কথাটি কে বলেছেন? [জ্ঞান]
ক) ম্যাকাইভার　খ) অ্যালমন্ড
গ) ফাইনার　ঘ) লুসিয়ান পাই　**গ**

৯. জনমত কী? [ঢা. বো. ১৫; চ. বো. ১৫; দি. বো. ১৬]
ক) সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কল্যাণকামী ও যুক্তিযুক্ত মতামত
খ) কয়েকজন লোকের কল্যাণকামী মতামত
গ) বুদ্ধিজীবীদের কল্যাণকামী মতামত
ঘ) জনগণের বুদ্ধিদীপ্ত মতামত　**ক**

১০. জনমত বলতে বোঝায়— [ঢা. বো. ১৩; দি. বো., র. বো., য. বো. ২০১৩]
ক) প্রভাবশালী ব্যক্তির মতকে
খ) বহু ব্যক্তির মতকে
গ) কল্যাণকামী ও যুক্তিসিদ্ধ মতকে
ঘ) সংগঠিত মতকে　**গ**

১১. 'জনমত আইনের অন্যতম উৎস'— উক্তিটি কার? [আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ; আল-আমিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ চাঁদপুর]
ক) ওপেন হেইম　খ) জন লক
গ) জন অস্টিন　ঘ) লাস্কি　**ক**

১২. পৌরনীতি ও সুশাসনের ভাষায় জনমত হলো— [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. সুস্পষ্ট মতামত
ii. কল্যাণকামী মতামত
iii. যুক্তিভিত্তিক মতামত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i　খ) ii
গ) i ও iii　ঘ) i, ii ও iii　**ঘ**

১৩. সুষ্ঠু জনমত ব্যাহত হয়— [অনুধাবন]
i. কুসংস্কারের মধ্যে
ii. ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সংকীর্ণতার মধ্যে
iii. প্রগতিশীলতার মধ্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii　খ) ii ও iii
গ) i ও iii　ঘ) i, ii ও iii　**ক**

★★ জনমত গঠনের মাধ্যমে বা বাহনসমূহ

১৪. কোনটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ? [জ্ঞান]
ক) সরকার　খ) জনমত
গ) আইনসভা　ঘ) রাজনৈতিক সংস্কৃতি　**ঘ**

১৫. সুষ্ঠু জনমত গঠনে কীসের গুরুত্ব অপরিসীম? [অনুধাবন]
ক) শিক্ষার প্রসার　খ) সামাজিক স্বার্থ
গ) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা
ঘ) ঐক্য ও সংহতির মনোভাব　**গ**

১৬. কোনটি জনমতের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম? [জ্ঞান]
ক) সংবাদপত্র　খ) জাতিসংঘ
গ) ধর্মীয় সংঘ　ঘ) রাজনৈতিক দল　**ঘ**

১৭. সুষ্ঠু জনমত গঠনে কোনটি অপরিহার্য? [দি. বো. ১৬; ১৫; চ. বো. ১৫]
ক) শিক্ষার প্রসার
খ) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা
গ) সামাজিক স্বার্থ　ঘ) একতা　**খ**

১৮. কোথায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির শিকড় প্রোথিত থাকে? [সরকারি শহীদ বুলবুল কলেজ, পাবনা]
ক) নির্বাচনের মধ্যে
খ) রাজনৈতিক দলের মধ্যে
গ) সমাজের গভীরে
ঘ) পরিবারের অভ্যন্তরে　**খ**

১৯. রাজনৈতিক দলগুলো জনমত গঠন করে কীভাবে? [জ্ঞান]
ক) অস্ত্রের জোরে　খ) নির্বাচনের মাধ্যমে
গ) প্রচারণার মাধ্যমে　ঘ) সরকারের আনুকূল্যে　**গ**

২০. রেডিও-টেলিভিশন এখন জনমত গঠনে ভূমিকা রাখছে—
i. উন্নত রাষ্ট্রসমূহে
ii. অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহে
iii. উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii　খ) ii ও iii
গ) iii　ঘ) i, ii ও iii　**ঘ**

★ গণতন্ত্র ও জনমত

২১. গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে— [জ্ঞান]
ক) জনমত　খ) মন্ত্রিসভা
গ) উপদেষ্টামন্ডলী　ঘ) রাজনৈতিক দল　**ক**

২২. জনসাধারণের ইচ্ছা কীসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়? [জ্ঞান]
ক) সভা-সমিতি　খ) জনমত
গ) সংবাদপত্র　ঘ) আইন পরিষদ　**খ**

২৩. গণতান্ত্রিক বিশ্বে জনগণের বাণী কীসের বাণীর মতো? [জ্ঞান]
ক) ঈশ্বরের　খ) ধর্মীয় গুরুর
গ) মহান নেতার　ঘ) মনীষীর　**ক**

২৪. সংবাদপত্রে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করা উচিত নয়। কারণ এর ফলে রাষ্ট্রে সৃষ্টি হয়— [অনুধাবন]
ক) বিশৃঙ্খলা　খ) বিদ্রোহ
গ) গৃহযুদ্ধ　ঘ) অনৈক্য　**ক**

Teachingbd.com

২৫. কীসের ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে? [অনুধাবন]
ক নেতাকর্মীদের ওপর
খ নির্বাচনের ওপর
গ অধিক ভোট প্রাপ্তির ওপর
ঘ সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতের ওপর ঘ

২৬. নিচের কোনটিকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা হয়? [চি. বো. '১৫]
ক সমাজতন্ত্র খ গণতন্ত্র
গ একনায়কতন্ত্র ঘ রাজতন্ত্র খ

২৭. গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন দল জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে কেন? [চি. বো. '১৫]
ক বিরোধীদলের সমালোচনার ভয়ে
খ সেনাবাহিনীর ভয়ে
গ গৃহযুদ্ধের আশংকায়
ঘ ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ক

২৮. কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা জনমতের ওপর নির্ভরশীল? [জ্ঞান]
ক রাজতন্ত্র খ স্বৈরতন্ত্র
গ সমাজতন্ত্র ঘ গণতন্ত্র ঘ

২৯. জনমতের ফসল হলো— [অনুধাবন]
i. স্বচ্ছ ব্যালট বক্স
ii. ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা
iii. স্বেচ্ছাচারিতার প্রসার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৩০. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গঠনের পূর্বশর্ত হলো— [কু. বো. '১৫]
i. উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তার
ii. মত প্রকাশের স্বাধীনতা
iii. রাজনৈতিক সচেতনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৩১. আমজাদ সাহেব টেলিভিশনে টকশো দেখছিলেন। টকশোর এক বক্তা একপর্যায়ে বলেন, গণতান্ত্রিক বিশ্বে জনগণের বাণী হলো দৈব বাণীর মতো। তিনি একথা বলার কারণ হলো— [প্রয়োগ]
i. জনমত আইনের ভিত্তি
ii. জনমত আইন পরিষদের প্রতিচ্ছবি
iii. জনমতের কর্মপন্থা লক্ষ্যহীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ও iii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii গ

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
হুসনী মোবারক মিশরে দীর্ঘদিন যাবৎ ক্ষমতায় ছিলেন। তার শাসনআমলে জনগণ প্রায় সকল গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাহরির স্কয়ারে সমবেত হয়ে সরকারের পতনের দাবিতে জোরালো বিক্ষোভ করতে থাকে। মিশরের নিরাপত্তা বাহিনীসহ সকলে এই গণদাবির প্রতি সমর্থন জানায়। অতপর হুসনী মোবারক সরকারের পতন ঘটে।

৩২. কোন বিষয়টি গড়ে উঠেছিল মিশরের জনগণের মধ্যে? [প্রয়োগ]
ক রাজনৈতিক চেতনা
খ গণতান্ত্রিক চেতনা
গ স্বাধীনতা
ঘ রাজনৈতিক সংস্কৃতি খ

৩৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া আরো যে বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে? [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মত
ii. গণতান্ত্রিক চেতনা
iii. রাজনৈতিক দলের দাবি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
সাইফ সাহেব একটি পত্রিকার রিপোর্টার। তিনি কুমিল্লা শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের রাস্তা মেরামত করার ব্যাপারে একটি রিপোর্ট ছাপান। ফলে দেখা গেল কিছু দিনের মধ্যেই সরকারি লোকজন রাস্তাটি পরিদর্শন করল এবং দ্রুত মেরামতের কাজ শুরু করল।

৩৪. পত্রিকার রিপোর্টের মাধ্যমে সরকার জনগণের কোন বিষয়ে জানতে পারল? [প্রয়োগ]
ক দাবি দাওয়া খ অভাব অভিযোগ
গ আলাপ আলোচনা ঘ ক্ষোভ চাওয়া খ

৩৫. রিপোর্টটির মাধ্যমে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. রিপোর্টারের
ii. সরকারের
iii. সরকারি কর্মকর্তাদের
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i খ ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

★★ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমত

৩৬. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকে অগ্রাহ্য করার অর্থ— [অনুধাবন]
ক সরকারের পতন ডেকে আনা
খ সরকারের ক্ষমতা শক্ত হওয়া
গ জনগণের শক্তি বৃদ্ধি করা
ঘ সরকারের স্থায়িত্ব কাল বৃদ্ধি করা ক

৩৭. সুশাসনের অন্যতম বাধা কোনটি? [জ্ঞান]
ক ধর্ম খ সাম্প্রদায়িকতা
গ দুর্নীতি
ঘ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা গ

৩৮. জনমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়— [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
i. বিচার প্রক্রিয়া
ii. শাসননীতি
iii. রাজনৈতিক দল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৩৯. দুর্নীতির মাত্রা হ্রাস পাবে— [অনুধাবন]
i. অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত হলে
ii. ন্যায়পাল নিযুক্ত হলে
iii. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বৃদ্ধি পেলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

★ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা

৪০. রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো— [অনুধাবন]
ক রাজনৈতিক আদর্শ
খ রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা
গ রাজনৈতিক আবেগ
ঘ রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সুনির্দিষ্ট প্রতিকৃতি ঘ

৪১. 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও অনুভূতির এক সমষ্টি যা রাজনৈতিক কার্যাবলিকে অর্থপূর্ণ করে তোলে, সুশৃঙ্খল ভাবের অভিব্যক্তি ঘটায় এবং অন্তর্নিহিত ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রকাশ ঘটায়'- উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক লুসিয়ান ডব্লিউ পাই
খ জি.এ আলমন্ড
গ লোয়েল ঘ ব্রাইস ক

http://teachingbd.com

৪২. মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধের সমষ্টি কী? /রা. বো. '১৫; চ. বো. '১৫/
ক জনমত খ গণতন্ত্র
গ রাজনৈতিক মতৈক্য
ঘ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঘ

৪৩. রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো— /ব. বো. '১৫; কু. বো. '১৫/
ক রাজনৈতিক আদর্শ
খ রাজনৈতিক আবেগ
গ রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা
ঘ রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টি ঘ

৪৪. রাজনৈতিক সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি কত প্রকার? [জ্ঞান]
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ খ

৪৫. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কীরূপ? [জ্ঞান]
ক নিরপেক্ষ খ পক্ষপাতদুষ্ট
গ সংবেদনশীল ঘ বিশৃঙ্খলা ক

৪৬. রাজনৈতিক সংস্কৃতি দুর্বল হলে সৃষ্টি হয়—
i. যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা লাভের মোহ
ii. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
iii. উপদলীয় কোন্দল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৪৭. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে বোঝায়— /ঢা. বো. '১৫/
i. রাজনৈতিক আচরণের সমষ্টি
ii. রাজনৈতিক দলকে নিয়ন্ত্রণ
iii. রাজনৈতিক মূল্যবোধের পছন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৪৮. রাজনৈতিক সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি— [অনুধাবন]
i. জ্ঞানসংক্রান্ত
ii. অনুভূতিমূলক
iii. মূল্যায়ন সংক্রান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

উদ্দীপকটি পড়ে ৪৯ ও ৫০নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ
উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রায়শই পরিলক্ষিত হয় যে, নির্বাচনে পরাজিত দল সাধারণত ফলাফল মেনে নিয়ে বিজয়ী প্রার্থীকে অভিনন্দন জানায়। আর বিজয়ী দল পরাজিত প্রধান প্রধান দলের সহযোগিতায় সরকার পরিচালনা করে। /ব. বো. '১৫/

৪৯. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টিতে কী ফুটে উঠেছে?
ক বিজয়ী দলের মন জয় করা
খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি
গ জনমত ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা খ

৫০. উদ্দীপকের রাজনৈতিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে জনগণের—
i. রাজনৈতিক উন্নতি
ii. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি
iii. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

উদ্দীপকটি পড়ে ৫১ ও ৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে 'ক' রাষ্ট্রটিতে জনগণ সরকারের নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এক সময়ের রাজনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠেছে দেশটি। তাই দেশটির প্রশাসনে জনগণের প্রভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

৫১. উদ্দীপকে দেশটির স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে— [প্রয়োগ]
i. জনমত
ii. রাজনৈতিক সংস্কৃতি
iii. জনগণের স্বেচ্ছাচারিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৫২. 'দেশটির প্রশাসনে জনগণের প্রভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।' উদ্দীপকের এ উক্তিটির দ্বারা নিচের কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি
খ জনমত
গ স্বাধীনচেতা জনগণের স্বরূপ
ঘ সরকারের দুর্বলতা খ

★★ জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

৫৩. রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনেকটা কী রকম? [অনুধাবন]
ক মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি
খ মানুষের সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি
গ মানুষের অজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গি
ঘ মানুষের মূল্যবোধহীন দৃষ্টিভঙ্গি খ

৫৪. রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনমত জরিপের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে কোন দেশগুলোতে? [অনুধাবন]
ক যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা
খ ব্রুনাই ও সিঙ্গাপুর
গ লাওস ও ভিয়েতনাম
ঘ ওমান ও কুয়েত খ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৫৫ ও ৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ঢাকা শহরে যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা। প্রতিদিনই অফিস-আদালত ও অন্যান্য জায়গায় যেতে মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। এইজন্য সরকার বিভিন্ন জায়গায় ফ্লাইওভার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সমস্যা যুক্ত এলাকার ফ্লাইওভার নির্মিত হলে জনগণের সমস্যার সমাধান হবে। সরকারের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

৫৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলে— [প্রয়োগ]
i. সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে
ii. সময় বাঁচবে
iii. যানজট নিরসন হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৫৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির সাথে নিচের যে বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সময়োপযোগী ও সুষ্ঠু পদক্ষেপ
ii. অর্থের অপচয় বৃদ্ধি
iii. উন্নয়নের পূর্বশর্ত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

Teachingbd.com

অধ্যায়-৯: জনসেবা ও আমলাতন্ত্র

প্রশ্ন ▶ ১ বিলকিস আজাদ একজন স্থায়ী ও দক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি নিরপেক্ষভাবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যথাসময়ে সব দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করেন। তার সততা ও আচরণে জনগণ মুগ্ধ। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো.-'১৮ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. গণতন্ত্র কী? ১

খ. পদসোপান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বিলকিস আজাদের আচরণে আমলাতন্ত্রের কী কী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিলকিস আজাদের ভূমিকা জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে— বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং জনগণের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকাজ পরিচালনা করে তাকে গণতন্ত্র বলে।

খ পদসোপান নীতি বলতে পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে পর্যায়ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস বোঝায়।

পদসোপান নীতি অনুযায়ী পদসমূহকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে প্রত্যেক নিম্নতর পদ কোনো উচ্চতর পদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। পদসোপানের ফলে প্রত্যেক কর্মচারী তার কাজের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ী থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রশাসনিক পদসোপান: সহকারী সচিব ◆ সিনিয়র সহকারী সচিব ◆ উপসচিব ◆ যুগ্মসচিব ◆ অতিরিক্ত সচিব ◆ সচিব ◆ সিনিয়র সচিব।

গ বিলকিস আজাদের আচরণে আমলাতন্ত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে সেগুলো হলো— স্থায়িত্ব, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও নিয়মানুবর্তিতা।

আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী সংগঠন। আমলারা একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মে বহাল থাকেন। তারা পেশাগত দায়িত্ব পালনে খুব দক্ষ হয়ে থাকেন। আমলাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিরপেক্ষতা আমলাতন্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আমলারা নিরপেক্ষভাবে তাদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। এতে তাদের প্রতি জনগণের আস্থা অটুট থাকে। আমলাতন্ত্রে সব কাজের জন্য নিম্নস্তরের কর্মকর্তারা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দায়ী থাকেন। তাই তারা অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন। আমলাতন্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো নিয়মানুবর্তিতা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিলকিস আজাদ একজন স্থায়ী ও দক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি নিরপেক্ষভাবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। যথাসময়ে নিজের কাজ সম্পন্ন করেন। বিলকিস আজাদের এসব বৈশিষ্ট্য আমলাতন্ত্রকেই প্রতিফলিত করে। তাই বলা যায়, তার কাজ ও আচরণে আমলাতন্ত্রের স্থায়িত্ব, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও নিয়মানুবর্তিতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ বিলকিস আজাদের ভূমিকা জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের বিলকিস আজাদ একজন দক্ষ, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তার আচরণে জনগণ মুগ্ধ। সুতরাং তার দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে কর্তব্য পালন করা জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলির ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন— রাষ্ট্রের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা ও নিত্য নতুন সমস্যাবলির সমাধানের জন্য সরকারকে নানা ধরনের নীতি নির্ধারণ করতে হয়। আমলারা সরকারের এসব নীতি নির্ধারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। আমলাদের এসব কাজ জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমূলক। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণের মঙ্গলের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, আবাসন ইত্যাদি সংক্রান্ত বহু দায়িত্ব পালন করে থাকে। আমলারা তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সাথে এ বিপুল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে সামাজিক পরিবর্তন সাধনসহ নানাবিধ ইতিবাচক ভূমিকা রাখেন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান, অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ জাতীয় অগ্রগতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অনুঘটক হিসেবে আমলাতন্ত্র নিজেদের বিকল্পহীন সংগঠনে পরিণত করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আমলাদের কার্যক্রমের ওপর দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অনেকটাই নির্ভর করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিলকিস আজাদের ভূমিকা জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে।

প্রশ্ন ▶ ২ তাহমিনা সামাদ সরকারি প্রতিষ্ঠানে উপসচিব পদে দায়িত্বরত। তিনি সরকারি নীতি বাস্তবায়নে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক প্রশাসকদের সহায়তা করেন। সরকার তাহমিনা সামাদের মত দক্ষ জনবল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে থাকেন। *[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. আমলাতন্ত্র কী? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. তাহমিনা সামাদের প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত কর্মপদ্ধতির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্র হলো একদল অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, স্থায়ী ও পেশাজীবী কর্মচারীদের মাধ্যমে পরিচালিত বেসামরিক প্রশাসনব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে। আমলারা বড় বেশি আনুষ্ঠানিক। এ কারণে তারা সমস্যার মানবিক দিক ও বাস্তব ফলাফলকে উপেক্ষা করে যে কোন কাজকে প্রশাসনিক পুরোনো নিয়মনীতি ও বিধি বিধানের বাধনে বাঁধতে চান। এ বিষয়টিই লালফিতার দৌরাত্ম্য বা Red Tapism নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের তাহমিনা সামাদের প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে আমলাতন্ত্র।

আরবি শব্দ 'আমলা' অর্থ আদেশ পালনকারী ও বাস্তবায়নকারী। যে সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকারের আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন করে তাদেরকে আমলা বলা হয়। সামগ্রিকভাবে আমলাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বলা হয় আমলাতন্ত্র। ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক হারম্যান

ফাইনার (Herman Finer) আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলেন, 'আমলাতন্ত্র বা সিভিল সার্ভিস হলো সেসব পেশাদার কর্মকর্তার সমষ্টি যারা স্থায়ীভাবে কর্মে নিয়োজিত, বেতনভোগী ও দক্ষ।

উদ্দীপকের তাহমিনা সামাদ সরকারি প্রতিষ্ঠানে উপসচিব পদে দায়িত্বরত। তিনি সরকারি নীতি বাস্তবায়নে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক প্রশাসকদের সহায়তা করেন। যা আমলাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও আমলাতন্ত্রের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন—

স্থায়িত্ব আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকার পরিবর্তিত হলেও আমলাতন্ত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কিংবা অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকেন। কেবল দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তারা চাকরিচ্যুত হতে পারেন। আমলাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মচারীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাদের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

পদসোপান নীতি (Hierarchy) আমলাতন্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ নীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের পরিধি ও জবাবদিহিতা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক নিম্নতর পদই কোনো উচ্চতর পদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ-নির্দেশ নিম্নতর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। কোনো প্রকার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে ব্যক্তিগত ঘৃণা ও আবেগ পরিহার করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমলারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন। আমলারা বেতনভোগী সরকারি কর্মচারি। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদেরকে নির্ধারিত বেতন-ভাতা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাদের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো গুরুত্বের দাবি রাখে। সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ আমলারা রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ।

ঘ রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মপদ্ধতি অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্র এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে আমলারাই রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করেন। একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন তাদের ওপরেই নির্ভর করে। যার কারণে আমলাদেরকে হতে হয় সৎ, দক্ষ, কর্মঠ ও জনসেবামূলক মনোভাবের। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সব কার্যক্রম গৃহীত হয় জনকল্যাণের জন্য। আর আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন গৃহীত কার্যক্রমের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। জনগণ যখন এই সুফল ভোগ করবে, তখন তা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস করা। আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস পায়। প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি দূর করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। তাই এর জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী প্রশাসন ব্যবস্থা।

একটি শক্তিশালী ও গতিশীল প্রশাসন গড়ে তুলতে আমলাতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। যা সুশাসনের জন্য অত্যাবশ্যক। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনে আমলাদের দায়িত্বশীলতা অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তি যখন নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন, তখন তা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। আবার প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ফলে জনগণ সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে আমলারাই রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করেন। একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন তাদের ওপরেই নির্ভর করে।

প্রশ্ন ▶৩ জনাব আঃ রাজ্জাক একটি উপজেলার নির্বাহী অফিসার। তিনি তাঁর ওপর অর্পিত সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পরিচালনা করেন। সাধারণ জনগণ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে পারেন। কিন্তু পূর্বের নির্বাহী অফিসার এমন আচরণ করতেন না। তিনি এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। জনগণের সাথে তার সরাসরি সম্পর্ক ছিল না।

[ঢা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]

ক. মূল্যবোধের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. তুমি কেন আইন মেনে চলবে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আঃ রাজ্জাকের কার্যাবলি আমলাতন্ত্রের কোন কাজকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনাব আঃ রাজ্জাকের পূর্ববর্তী নির্বাহী অফিসারের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন— মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও আচার-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে মূল্যবোধ বলে।

খ সমাজ ও ব্যক্তিজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তোলার জন্য আমি আইন মেনে চলব।

আইন হলো ন্যায়ের প্রতীক, যা আমরা সমর্থন করি। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে সমাজের রীতিনীতি ও নিয়মের প্রতি অনুগত থাকতে হয়। এই আনুগত্যই সুশৃঙ্খল জীবন নিশ্চিত করে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করতে সবার উচিত আইন মান্য করা। আইন মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল অধিকার রক্ষা করে। আইনের শাস্তির ভয়ে সমাজে অনাচার-অবিচার হ্রাস পায়। ফলে সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে আমি আইন মেনে চলব।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আঃ রাজ্জাকের কার্যাবলি আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা এবং জনসেবামূলক কাজকে নির্দেশ করে।

রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার উন্নতমান অর্জন করা আমলাতন্ত্রের আবশ্যক কাজ। এজন্য একে বহুবিধ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং জনগণের সেবা করা অন্যতম। সরকারি নীতি ও কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করাই হলো আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কাজ। আর সাধারণ জনগণের বিভিন্ন দাবি পূরণ হলো জনসেবামূলক কাজ। উদ্দীপকে আঃ রাজ্জাকের কার্যাবলির মধ্যে এ কাজগুলো প্রতিফলিত হয়েছে।

জনাব আঃ রাজ্জাক তার ওপর অর্পিত সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পরিচালনা করেন। এছাড়া সাধারণ জনগণ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে পারেন। আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ও জনসেবামূলক কাজগুলোও এভাবেই হয়ে থাকে। সরকারি কর্মচারিগণ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সাহায্যে দেশের দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আইনসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত। সমগ্র দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবে কার্যকর করা সরকারি কর্মচারীদেরই কাজ। এ লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন বিভাগ এবং বিভাগীয় কর্মচারীদের সম্পাদিত কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। এছাড়া মাঠ প্রশাসনের আমলারা জনগণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন। ফলে জনগণ তাদের বিভিন্ন দাবি, অভাব-অভিযোগ আমলাদের কাছে তুলে ধরতে পারেন। সুতরাং বলা যায়, আঃ রাজ্জাকের কাজে আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক এবং জনসেবামূলক কাজেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

https://teachingbd24.com

ঘ 'সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনাব আঃ রাজ্জাকের পূর্ববর্তী নির্বাহী অফিসারের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন'– মন্তব্যটি যথার্থ।

আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা বলতে আমলাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের বাধ্যবাধকতাকে বোঝায়। অর্থাৎ, আমলারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন, দায়িত্বহীনতার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবেন। একজন আমলা হিসেবে আঃ রাজ্জাকের পূর্ববর্তী নির্বাহী অফিসারের মধ্যে এ বিষয়টি অনুপস্থিত।

একজন আমলা হিসেবে আঃ রাজ্জাকের পূর্ববর্তী নির্বাহী অফিসার সরকারি নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এছাড়া জনগণের সাথে তার সরাসরি সম্পর্কও ছিল না। অর্থাৎ, তিনি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ অবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। কারণ আমলারা সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে তারা যদি দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ না করেন তাহলে সরকারি নীতি দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। তাই আমলাদের কাজে জবাবদিহিতা থাকলে প্রশাসনিক সকল কাজে গতিশীলতা আসবে। এছাড়া আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য যে সকল কৌশল রয়েছে সেগুলো প্রয়োগ করতে হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ই-গভর্নেন্সে রূপান্তর করতে পারলে আমলাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহজ হবে এবং নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, যা রাষ্ট্রকে সুশাসনের পথে পরিচালিত করবে। আমলারা যাতে স্বচ্ছতা ও নিয়মনিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন এবং দলীয় প্রভাব ও হস্তক্ষেপের ঊর্ধ্বে থেকে নাগরিকদের সেবা প্রদান করেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, আমলাদের সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবশ্যই জনাব আঃ রাজ্জাকের পূর্ববর্তী নির্বাহী অফিসারের কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ৪ বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে 'ক' সংগঠন কাজ করে। এ সংস্থার সদস্যবৃন্দ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নয়, সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। অন্যদিকে, স্থানীয় পর্যায়ে 'খ' সংগঠনের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন এবং তারা তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। *[রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান কী? ১

খ. প্রশাসনে কেন লালফিতার দৌরাত্ম্য দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'খ' সংগঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংগঠনটির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' সংগঠনটির নাম কী? রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে এর গতিশীলতা জরুরি— মূল্যায়ন করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান হলো আইনের শাসন।

খ সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখার কারণে প্রশাসনে লালফিতার দৌরাত্ম্য দেখা যায়।

'লালফিতা' বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণকে বোঝায়। আমলাতন্ত্রে 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' খুব বেশি। আমলারা সবকিছুই প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে করতে চান। সমস্যা-সমাধানে বিধি মোতাবেক যথাযোগ্য নিয়মে অগ্রসর হতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় এবং সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। জনগণের চাওয়া-পাওয়া, আবেদন-নিবেদন আমলাদের দপ্তরের ফাইলগুলোর লালফিতার বাঁধনে আটকে পড়ে। আর এ সকল কারণেই প্রশাসনে লালফিতার দৌরাত্ম্য দেখা যায়।

গ উদ্দীপকের 'খ' সংগঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংগঠন হলো আইনসভা। রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এ সংগঠনটির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বা আইনসভা বলে। আইনসভার সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং তারা তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। উদ্দীপকের 'খ' সংগঠনটির কর্মকাণ্ডেও এর প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকের 'খ' সংগঠনের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন এবং তারা তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। একইভাবে আইনসভার সদস্যরাও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন এবং তারা তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভার প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা। আইনসভা শাসন পরিচালনার পাশাপাশি নীতি নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনবোধে সংশোধন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। এর সম্মতি ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা যায় না। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ করে থাকে। যেমন: অসদাচরণের অভিযোগে এটি যে কোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভা সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বিতর্ক ও আলোচনা, নিন্দা প্রস্তাব আনয়ন, মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ ছাড়াও নির্বাচনসংক্রান্ত ও জনমত গঠনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এটি ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' সংগঠনটির নাম হলো আমলাতন্ত্র। রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর গতিশীলতা অপরিহার্য।

উদ্দীপকের 'ক' সংগঠনের মধ্যে আমলাতন্ত্রের চিত্র ফুটে উঠেছে। কেননা আমলাতন্ত্র হলো অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, স্থায়ী ও পেশাজীবী কর্মকর্তাবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হয়। আমলাতন্ত্রের সদস্যরা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নন বরং সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। আধুনিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক ফাইনারের মতে, 'আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি কেবল সরকারের উন্নতি সাধনই নয়, প্রকৃতপক্ষে আমলাদের ছাড়া সরকার পরিচালনাই অসম্ভব।

উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে 'ক' সংগঠন কাজ করে। এ সংস্থার সদস্যবৃন্দ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নয়, সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। এখানে মূলত আমলাতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। আমলাগণই রাষ্ট্রে সরকারের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। তবে রাষ্ট্রের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। আমলাগণ তাদের সব কাজকর্মই বাস্তবায়ন করতে চান প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিধি মোতাবেক যথাযোগ্য নিয়মে অগ্রসর হতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় এবং সমস্যা আরো জটিল হয়ে পড়ে। ফলে জনগণের হয়রানি বেড়ে যায়। এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনের মুহূর্তেও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। আমলাতন্ত্রের এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে রাষ্ট্রের উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত হয়। তাই রাষ্ট্রের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের জটিলতা কমিয়ে এনে এর গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যথায় রাষ্ট্রের যথাযথ উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়বে।

পরিশেষে বলা যায়, সরকারের সব সিদ্ধান্ত আমলারাই বাস্তবায়ন করেন। আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না, যা রাষ্ট্রের উন্নয়নকে ব্যাহত করে। তাই রাষ্ট্রের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৫ মি. 'ক' একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তিনি দুই বছর আগে অবসরে গেলেও আজ পর্যন্ত পেনশন মঞ্জুর করাতে পারেন নি। তার ফাইলটি বিভিন্ন টেবিলে ঘোরাঘুরির পর সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়ে আছে। এ অবস্থায় তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন, "এটা আমার কাজ নয়। সুতরাং আপনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেন।" [দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭; চা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৮]

ক. আধুনিক আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. 'ক' এর পেনশন মঞ্জুরে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. 'ক' এর সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আধুনিক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যর ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, মি. 'ক' এর পেনশন আবেদনের ফাইল মঞ্জুর বিলম্বের কারণ হলো আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ লাল ফিতার দৌরাত্ম্য।

আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের একটি মারাত্মক ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। এর অর্থ কাজে দীর্ঘসূত্রিতা। সাধারণত আমলারা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাইরে কোনো কাজ করতে চান না। আমলারা সবকিছুই প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে করতে চান। এর ফলে সমস্যার মানবিক দিকটি উপেক্ষিত হয়। সমস্যা সমাধানে বিধি মোতাবেক অগ্রসর হতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় এবং সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। জনগণের চাওয়া-পাওয়া ও আবেদন আমলাতন্ত্রের 'লাল ফিতার' বাঁধনে আটকা পড়ে থাকে। এতে সেবা গ্রহীতার হয়রানি বেড়ে যায়। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মি.'ক' এর পেনশন আবেদনের ফাইল মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাজের দীর্ঘসূত্রিতা, যা এক কথায় 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' হিসেবে পরিচিত।

মি. 'ক' এর পেনশনের আবেদনের ফাইলটি দীর্ঘ দুই বছর যাবত বিভিন্ন টেবিলে ঘোরাঘুরির পর সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়ে আছে। পরবর্তীতে তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নিকট থেকেও এ বিষয়ে কোনো সহায়তা পাননি। অর্থাৎ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে প্রশাসনিক কাজে যে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয় সেই সমস্যার জালে মি. 'ক' এর পেনশন আবেদনের ফাইল আটকে পড়ে। যার ফলে পেনশন মঞ্জুরে অহেতুক বিলম্ব হচ্ছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মি. 'ক' এর পেনশন মঞ্জুরে বিলম্বের কারণ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা লালফিতার দৌরাত্ম্য।

ঘ উদ্দীপকের মি. 'ক'-এর পেনশন আবেদনের ফাইল মঞ্জুর বিলম্বে যে সমস্যা দেখা যায় তা হলো আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ 'লালফিতার দৌরাত্ম্য'। এ সমস্যা সমাধানে নানাবিধ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. 'ক' দুই বছর আগে শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলেও আজ পর্যন্ত পেনশন মঞ্জুর করাতে পারেনি। তার ফাইলটি বিভিন্ন টেবিলে ঘোরাঘুরির পর সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়ে আছে। আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে জনগণ ও প্রশাসন উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে।

উদ্দীপকের মি. 'ক'-এর দেশের জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা সম্ভব। আমলা নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারকে দলীয় নিয়োগের বদলে দক্ষ, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে। আমলারা জনগণের শাসক নয়, বরং তারা জনগণের সেবক এ ধরনের মানসিকতা যাতে তাদের মধ্যে তৈরি হয় সে বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আমলাদের জনসেবামূলক মনোভাব গঠনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। জবাবদিহিতা প্রশাসনকে সচল রাখে। প্রশাসনিক কাজকর্মে আমলাদের জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আমলারা যাতে স্বেচ্ছাচারি হতে না পারে সেজন্য রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। আমলাদের যথোপযুক্ত বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের দুর্নীতি করার প্রবণতা কমে আসবে। আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ 'লালফিতার দৌরাত্ম্যে'র সমস্যা সমাধানে মি. 'ক' এর দেশে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটাতে হবে। আর আইনের প্রয়োগ ঘটালে জটিলতা সৃষ্টিকারীরা যখন শাস্তির আওতায় আসবে তখন অন্যেরা ভয়ে তা করতে সাহস পাবে না। ফলে অনেকাংশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা লাঘব করা যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের মি. 'ক' এর সমস্যা সমাধানে আলোচ্য পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতন হওয়া জরুরি।

প্রশ্ন ▶৬ মকবুল সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলা। চাকরি জীবনে তিনি অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি সী-ফুড নামক একটি কোম্পানির মালিক। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রদানকারী যে নয়টি কোম্পানির নাম প্রকাশ করেছে 'সী-ফুড' তার অন্যতম। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই কোম্পানিগুলোকে মূল্য সংযোজন কর প্রদানে তাদের অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কৃত করবে। [কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. মকবুল সাহেব চাকরি জীবনে যে সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "মকবুল সাহেব একজন দেশপ্রেমিক"— ব্যাখ্যা করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন প্রখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Maximilian Karl Emil Weber, ১৮৬৪-১৯২০)।

খ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'খ' উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের মকবুল সাহেব চাকরি জীবনে আমলাতন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন।

'আমলা' শব্দের অর্থ আদেশ পালনকারী ও বাস্তবায়নকারী। যে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকারের আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন করে তাদেরকে আমলা বলে। সামগ্রিকভাবে আমলাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বলা হয় আমলাতন্ত্র। প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক হারম্যান ফাইনার (Herman Finer) আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলেন, 'আমলাতন্ত্র বা সিভিল সার্ভিস হলো সেসব পেশাদার কর্মকর্তার সমষ্টি যারা স্থায়ীভাবে কর্মে নিয়োজিত, বেতনভোগী ও দক্ষ।

উদ্দীপকের মকবুল সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলা। চাকরি জীবনে তিনি অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন, যা আমলাতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও আমলাতন্ত্রের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন—

https://teachingbd24.com

প্রথমত, স্থায়িত্ব আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকার পরিবর্তিত হলেও আমলাতন্ত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কিংবা অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকেন। কেবল দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তারা চাকরিচ্যুত হতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, আমলাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মচারীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাদের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

তৃতীয়ত, পদসোপান নীতি (Hierarchy) আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ নীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের পরিধি ও জবাবদিহিতা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক নিম্নতর পদই কোনো উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ-নির্দেশ নিম্নতর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

চতুর্থত, কোনো প্রকার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে, ব্যক্তিগত ঘৃণা ও আবেগ পরিহার করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমলারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন।

পঞ্চমত, আমলারা বেতনভোগী সরকারি কর্মচারি। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদেরকে নির্ধারিত বেতন-ভাতা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র একটি অপরিহার্য অঙ্গ। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত আমলাতন্ত্র ব্যতীত কোনো দেশের পক্ষেই সরকারি কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী মকবুল সাহেবকে একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

দেশপ্রেম মানুষের সহজাত ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। নিজের দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতিকেই দেশাত্মবোধ বা দেশপ্রেম (Patriotism) বলে। একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— নিজের দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসা, দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা। যেমন: দেশের প্রয়োজনে আত্মত্যাগ স্বীকার, নিয়মিত কর পরিশোধ, সততা ও নিষ্ঠার সাথে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করা প্রভৃতি।

উদ্দীপকের মকবুল সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলা। চাকরি জীবনে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন, যা একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার বর্তমানে তিনি সী-ফুড নামক একটি কোম্পানির মালিক। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কোম্পানিটি জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন কর বা VAT (Value Added Tax) প্রদানকারী অন্যতম কোম্পানি হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা NBR (National Board of Revenue) কর্তৃক পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে। অর্থাৎ মকবুল সাহেবের কোম্পানি সঠিকভাবে রাষ্ট্রকে মূল্য সংযোজন কর প্রদান করে। নিয়মিত ও সঠিকভাবে কর প্রদান করা একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা মকবুল সাহেবের কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায়, মকবুল সাহেব দেশকে ভালোবেসে এবং দেশের প্রতি অনুগত থেকে চাকরি জীবনে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। আবার তার মালিকানাধীন 'সী ফুড' কোম্পানিটিও দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে নিয়মিত মূল্য সংযোজন কর প্রদান করে। সুতরাং, মকবুল সাহেব প্রকৃতপক্ষেই একজন দেশপ্রেমিক।

প্রশ্ন ▶ ৭ মিনা ও রিনা দুই বান্ধবী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। মিনার বাবা জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি, আর রিনার বাবা সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। মিনা ও রিনা তাদের বাবার কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করছিল। মিনা বলল তার বাবা সরকারি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। রিনা বলল তার বাবা সরকারি নীতি ও আইন প্রণয়নে সহযোগিতা এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখেন। তারা দুজনে একমত হয় যে, সরকারের মেয়াদ শেষ হলে মিনার বাবার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়, কিন্তু রিনার বাবার দায়িত্ব শেষ হয় না। *[চ. বো. '১৭ ▌প্রশ্ন নং ৯; নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ, ▌প্রশ্ন নং ৭; নওগাঁ সরকারি কলেজ, ▌প্রশ্ন নং ২]*

ক. 'Kratin' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. পদসোপান বলতে কী বোঝ? ২

গ. রিনার বাবা কোন ধরনের কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিনার বাবা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রিনার বাবার সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল, তুমি কি একমত উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক Kratin শব্দের অর্থ 'শাসন'।

খ পদসোপান নীতি বলতে পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে পর্যায়ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাসকে বোঝায়।

পদসোপান নীতি অনুযায়ী পদসমূহকে এমনভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় যাতে প্রত্যেক নিম্নতর পদ কোনো উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পদসোপানের ফলে প্রত্যেক কর্মচারীই তার কার্যাবলির জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। উদাহরণসরূপ বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রশাসনিক পদসোপান উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- সহকারি সচিব ◆ সিনিয়র সহকারি সচিব ◆ উপসচিব ◆ যুগ্মসচিব ◆ অতিরিক্ত সচিব ◆ সচিব ◆ সিনিয়র সচিব।

গ উদ্দীপকের রিনার বাবা একজন আমলা। তিনি আমলাতান্ত্রিক কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত।

আমলাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বলা হয় আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্র হলো সে সব পেশাদার কর্মকর্তার সমষ্টি যারা স্থায়ীভাবে কর্মে নিয়োজিত। বেতন ভোগী এবং দক্ষ। আধুনিক রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমলাতন্ত্র বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন এবং বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় বাস্তবায়ন আমলাতন্ত্রের মৌলিক কাজ। আমলারা আইন প্রণয়নের কাজেও অংশ নিয়ে থাকে। তাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত আইনের খসড়া বিল আকারে রাজনৈতিক নেতারা সংসদে উত্থাপন করেন। আমলারা সরকারকে নীতি প্রণয়নে পদ্ধতিগত পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিচার সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ আমলাতন্ত্রের অন্যতম কাজ। অনেক রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় কাজ সাধারণ আদালতে হয় না। আমলাতন্ত্র বিশেষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে এসব বিচার করে থাকে এবং দ্রুত জনগণের সমস্যার প্রতিকার হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক চুক্তি, সন্ধি প্রভৃতি বিষয় নিষ্পত্তিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে আমলাতন্ত্র। এছাড়াও আমলারা শাসনকার্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা, অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা প্রভৃতি কাজ করে থাকেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রিনার বাবা সরকারি নীতি ও আইন প্রণয়নে সহযোগিতা করেন এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখেন। সরকারের মেয়াদ শেষ হলেও রিনার বাবার দায়িত্ব শেষ হয় না। অর্থাৎ, তিনি একজন স্থায়ী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। রিনার বাবার কার্যক্রমের সাথে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রিনার বাবা আমলাতান্ত্রিক কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত।

Teachingbd24.com

ঘ মিনার বাবা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রিনার বাবার সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল— আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, মিনার বাবা জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি। তিনি সরকারি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে মিনার বাবা আইনসভার একজন সদস্য। অন্যদিকে, রিনার বাবা সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা আমলা। প্রশ্নে বলা হয়েছে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভার সদস্যরা আমলাদের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। এ বক্তব্যটি যুক্তিসঙ্গত।

আইন বিভাগের প্রধান কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা। বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলি অনেক গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আইনসভাকে বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে হয়। কিন্তু আইন প্রণয়নের জন্য যে দূরদর্শিতা, দক্ষতা ও কলাকৌশলগত জ্ঞানের প্রয়োজন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনসভার সদস্য কিংবা রাজনৈতিক প্রশাসকদের তা থাকে না। কিন্তু এসব বিষয়ে আমলারা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমলাদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না। এজন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইন বিভাগ আইনের মূলনীতিগুলোকে নির্ধারণ করে সেগুলোকে পরিপূর্ণতা দানের দায়িত্ব শাসন বিভাগের হাতে অর্পণ করে। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আমলারা প্রয়োজনীয় নির্দেশ, নিয়ম-কানুন তৈরি করে অসম্পূর্ণ আইনকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য সচেষ্ট হন। এভাবে আমলারা আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। এ ধরনের আইনকে 'অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন' (Delegated Legislation) বা 'প্রশাসনিক দপ্তর-প্রণীত আইন' (Departmental Legislation) বলে অভিহিত করা হয়।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, আইনসভার সদস্যরা আইন প্রণয়নের জন্য আমলাদের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল— কথাটি যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৮ মুনমুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হন। বর্তমানে তিনি মন্ত্রণালয়ের একটি অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি তার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারের মন্ত্রীদের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়তা করেন।

[সি. বো., য. বো. '১৭ । প্রশ্ন নং ১০; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট । প্রশ্ন নং ১১]

ক. আমলা শব্দটি কোন ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে? ১

খ. জনসেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুনমুনের মত নিয়োগপ্রাপ্তদের একত্রে কী বলা হয়? তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত কাজটি ব্যতীত মুনমুনের আরো অনেক কাজ রয়েছে'— ব্যাখ্যা করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমলা' শব্দটি আরবি ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

খ অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা।

জনসেবা বলতে এক মহান হৃদয়বৃত্তিকে বোঝায়, যার ফলে আত্মত্যাগের মাধ্যমে অন্যের কল্যাণ সাধিত হয়। উদার হৃদয়ে নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, প্রতিদানের আশা ব্যতিরেকে অপরের দুঃখ-কষ্টে, সমস্যায় পাশে দাঁড়ানো, বিপদে-আপদে সাহায্য করার নামই হলে জনসেবা। এছাড়া অনেকের পেশার সাথেও জনসেবা বিষয়টি জড়িত থাকে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও পেশার খাতিরে জনকল্যাণ সাধন করাকেও জনসেবা বলে।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপক অনুসারে মুনমুন সরকারের মন্ত্রীদের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়তা করেন। অর্থাৎ, মুনমুন আলাতন্ত্রের একজন কর্মকর্তা। বর্তমান জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। সুতরাং মুনমুনকে উদ্দীপকে বর্ণিত কাজ ছাড়াও আরো অনেক কাজ করতে হয়। নিম্নে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি আলোচনা করা হলো—

আমলাদের প্রধান কাজ হলো আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন কার্যকর করা। সরকারি কর্মচারীগণ অর্থাৎ আমলাগণ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সাহায্যে দেশের দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

আমলারা আইন প্রণয়নে সাহায্য করে থাকেন। বর্তমানে আইনসভায় উত্থাপিত খসড়া বিলের অধিকাংশই আমলারা প্রস্তুত করে থাকেন।

আমলারা বিচার সংক্রান্ত কাজও করেন। ট্রেড মার্ক, জমি ক্রয়-বিক্রয়, রেজিস্ট্রি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমলারাই আইন মোতাবেক অনেক বিরোধ মীমাংসা করে থাকেন। আমলারাই এ সব বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন।

আমলাদের কিছু রুটিনমাফিক কাজ আছে। আমলারা সরকারি বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক কাজগুলো রুটিনমাফিক সম্পন্ন করেন।

আমলাতন্ত্র আইনসভার সদস্য ও মন্ত্রীদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও পরিসংখ্যান প্রদান করে থাকেন। আমলাদের পরিবেশিত তথ্যাদিই সরকার দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করে থাকে।

আমলারা অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির মাধ্যমে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। দক্ষ, অভিজ্ঞ প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, আধুনিক রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ক্রমশ বৃদ্ধির সাথে সাথে আমলাদেরও কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত মুনমুনের নানাবিধ কাজ এটাই প্রমাণ করে।

প্রশ্ন ▶ ৯ সিরাজ সাহেব একজন উদ্যোক্তা। তিনি একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার উদ্দেশ্যে কিছু জমি ক্রয় করার পর সরকারের অনুমতির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। এরপর দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ধরনা দেওয়ার পরও তিনি অনুমতি পাননি। এমতাবস্থায় তিনি এ বিষয়ে সরকার প্রধানের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। *[ব. বো. '১৭ । প্রশ্ন নং ১০]*

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. মন্ত্রণালয়ের এরূপ অবস্থার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কীভাবে এরূপ অবস্থা হতে মন্ত্রণালয়কে মুক্ত করা যায়? তোমার মতামত দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র বলতে মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মীবাহিনীকে বোঝায়।

আমলা হলো কোনো সংগঠন পরিচালনার জন্য স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর আমলাদের সংগঠনই হলো আমলাতন্ত্র। আমলাগণ সুশৃঙ্খলভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রতা দূর করার মাধ্যমে এরূপ অবস্থা হতে মন্ত্রণালয়কে মুক্ত করা যায়।

উদ্দীপকের উদ্যোক্তা সিরাজ সাহেব শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকারের অনুমতি পেতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। কিন্তু দীর্ঘদিনেও তিনি অনুমতি পাননি। তাই মন্ত্রণালয়কে এরূপ অবস্থা থেকে মুক্ত করতে আমার মত হলো:—

মন্ত্রণালয়ের উক্ত অবস্থা দূর করার জন্য আমলাতন্ত্রকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীন হতে হবে এবং জনকল্যাণে কাজ করতে হবে। আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এতে দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনের যথাযথ দায়িত্বশীলতা

Teachingbd24.com

নিশ্চিত হলে জনগণের সার্বভৌমত্ব অর্থপূর্ণ হবে। দায়িত্বশীলতার মাধ্যমেই মন্ত্রণালয় উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থা থেকে মুক্ত হবে। আমলাদের মধ্যে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে জনগণ সঠিক সেবা পাবে। যেসব নিম্নস্তরের আমলা সরাসরি জনগণের সাথে সম্পৃক্ত তাদের দ্বারা জনগণ সঠিক সেবা পাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে উচ্চস্তরের আমলারা নজরদারি করবেন । তাছাড়া আমলাতন্ত্রকে বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ দ্বারাও জবাবদিহিতার মধ্যে আনয়ন করে মন্ত্রণালয়ের উক্ত অবস্থা দূর করা যায়। আবার আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাকে উচ্চস্তরে কেন্দ্রীভূত করে না রেখে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতা নিম্নস্তরে হস্তান্তর করে আমলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দীর্ঘসূত্রিতা দূর করতে হবে। তাহলে জনগণ দ্রুত আমলাদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করতে পারবে। তাহলে উদ্দীপকের মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রিতার সমস্যা দূর হবে। এছাড়া আমলাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে হবে। আমলারা জনগণের শাসক নয়, সেবক এই মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে এবং সেবা প্রদানের অলসতা দূর করতে হবে। সর্বোপরি আমলাদের মধ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত মন্ত্রণালয় কখনই কাম্য নয়। মন্ত্রণালয়কে উক্ত অবস্থা হতে মুক্ত করতে হলে ওপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶১০ রাকীব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ পাস করেছে। সে বি.সি.এস পরীক্ষায় পাস করে প্রশাসন ক্যাডারে চাকরি করতে চায়। সে মনে করে প্রশাসক হলে অন্যান্য পেশার চেয়ে বেশি জনসেবা করা যাবে। সোহাগ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এস.এস ডিগ্রি অর্জন করেছে। সে রাকীবকে বলে, প্রশাসকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিলম্ব করে জনগণকে হয়রানি করে। কিন্তু রাকীব মনে করে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততা থাকলে অবশ্যই জনসেবা নিশ্চিত করা যায়। *[রা.বো. ১৬ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. জনসেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রাকীব ও সোহাগের কথোপকথন কোন সংগঠনের ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সোহাগের উক্তির সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা। জনসেবা বলতে এক মহান হৃদয়বৃত্তিকে বোঝায়, যার ফলে আত্মত্যাগের মাধ্যমে অন্যের কল্যাণ সাধিত হয়। উদার হৃদয়ে নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, প্রতিদানের আশা ব্যতিরেকে অপরের দুঃখ-কষ্টে, সমস্যায় পাশে দাঁড়ানো, বিপদে-আপদে সাহায্য করার নামই হলে জনসেবা। এছাড়া অনেকের পেশার সাথেও জনসেবা বিষয়টি জড়িত থাকে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও পেশার খাতিরে জনকল্যাণ সাধন করাকেও জনসেবা বলে।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে সোহাগের উক্তি হলো 'প্রশাসকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিলম্ব করে জনগণকে হয়রানি করে।' এ উক্তির সাথে আমি একমত।

আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময় দ্রুত সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু জনগণের প্রয়োজনে প্রশাসকরা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিলম্ব করে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, চাকরির পরীক্ষায় দেখা যায় যে বছরের শুরুতে একটি পরীক্ষা হয়েছে এবং বছরের শেষেও ঐ চাকরির নিয়োগ দিতে পারে না। পরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং আধুনিকীকরণের দিকে জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশাসকেরা মূল ভূমিকা পালন করে কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, প্রশাসকরা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অনেক সময় নেয়। আমলারা রাষ্ট্রের মূল প্রশাসক। রাষ্ট্রের মূল প্রশাসক হিসেবে আমলারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা দেশের উন্নয়ন করলেও তা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রশাসকদের পদসোপান ভিত্তিক কাজ করার জন্য তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নেও অনেক বিলম্ব হয়। এছাড়াও প্রশাসনে লালফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অনেক বিলম্ব হয়। সর্বোপরি আমলারা কর্মমুখর রাষ্ট্রের জন্য আইন প্রণয়নে ভূমিকা পালন করলেও তাদের সেই আইন প্রণয়নের কাজে দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হয়। আর সরকারি কাজে আমলাদের অতি আধুনিকতার কারণে যে দীর্ঘসূত্রিতার জন্ম হয় তাতে জনগণকে সরকারি সেবা লাভে ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রশাসকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিলম্ব করে জনগণকে হয়রানি করে।

প্রশ্ন ▶১১ জনাব 'ক' সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি তার পেনশনের যাবতীয় কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি পেনশনের টাকা না পেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিতে যান। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনাব 'ক' কে পেনশনের টাকা দ্রুত পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেন। দেরিতে হলেও জনাব 'ক' পেনশনের টাকা পান। *[দি.বো. ১৬ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. স্বচ্ছতা কাকে বলে? ১

খ. আমলারা কীভাবে আইন প্রণয়নে সহযোগিতা করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব 'ক' এর পেনশনের টাকা অনুমোদন আমলাতন্ত্রের কোন কাজকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব 'ক' এর পেনশনের টাকা সময়মতো না পাওয়ার জন্য আমলাতন্ত্রের লালফিতার দৌরাত্ম্যই দায়ী– তুমি কি একমত? ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেকোনো অনিয়ম পরিহার করে কোনো কাজ নিয়মনীতি মেনে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাকে স্বচ্ছতা বলে।

খ আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু বর্তমান বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য বহুসংখ্যক আইন বিস্তারিতভাবে রচনা করা আইনসভার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই আইনসভায় উপস্থাপিত খসড়া বিলের অধিকাংশই আমলারা প্রস্তুত করে থাকেন। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়, অর্থ-ব্যাংক-বিমা সম্পর্কিত বিষয়ে খসড়া বিল তৈরিতে আইন ও অর্থমন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভূমিকা থাকে। তাছাড়া রাষ্ট্রের জটিল প্রকৃতির আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশলগত জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা রাজনৈতিক প্রশাসকদের থাকে না। ফলে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আইনসভা অনেক সময় আমলাদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। এক্ষেত্রে আমলাদেরকেই এসকল দায়িত্ব পালন করতে হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর পেনশনের টাকা অনুমোদন আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনামূলক কাজকে নির্দেশ করে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার গঠনের পর সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এককভাবে মন্ত্রিপরিষদের দ্বারা সম্ভব নয়। এজন্য আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে ওঠে। আমলাতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রের বহুমুখী কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আমলারা রাষ্ট্রের প্রধান প্রশাসক হিসেবে নানাবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে

https://teachingbd24.com

থাকেন। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা। আমলাগণ অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের সুষ্ঠু পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উচ্চ পর্যায়ের আমলাগণ অধঃস্তন আমলাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, পেনশনের টাকা অনুমোদন, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শৃঙ্খলা রক্ষা করে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করেন। এছাড়া অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনার কাজ হিসেবে উর্ধ্বতন আমলাগণ অধস্তনদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সাময়িক বা বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচিকে বাস্তব রূপদান করার কাজও আমলাদের ওপর ন্যস্ত থাকে। এভাবে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনার জন্য আমলারা প্রয়োজনে নিয়মকানুন প্রণয়ন করে প্রশাসনের ভারসাম্য এবং উৎকর্ষ রক্ষা করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকে জনাব 'ক'-এর পেনশনের টাকা অনুমোদন আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনামূলক কাজ।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব সিরাজুল ইসলাম একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। মেধা ও যোগ্যতাবলে তিনি পদোন্নতি পেয়েছেন। একবার অডিটর নিয়োগ পরীক্ষায় তিনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এ পরীক্ষায় তার ছোট ভাই অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যোগ্যতা না থাকায় ছোট ভাই চাকরি পাননি। এমনকি চাকরি পাওয়ার জন্য অনেকে তাকে উৎকোচ দিতে চাইলেও তিনি তা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি উক্ত নিয়োগ পরীক্ষায় মেধাবী, যোগ্য ও দক্ষ লোকদের নিয়োগদান করেন। *[কু. বো. ১৬ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝ? ১
খ. সরকারের বিভাগসমূহের আলাদাভাবে কাজ করা সম্পর্কিত নীতিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে একজন আমলা হিসেবে জনাব সিরাজুল ইসলামের কী কী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুশাসন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় জনাব সিরাজুল ইসলামের কর্মকাণ্ড কতটুকু কার্যকর? বিশ্লেষণ কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ সরকারের বিভাগসমূহের আলাদাভাবে কাজ করার নীতিটি হলো ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি।
ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ হলো সরকারের কাজকে তিনটি ভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিভক্ত করা। এ তিনটি বিভাগ হচ্ছে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। প্রতিটি বিভাগ স্ব-স্ব ক্ষেত্রের কাজ পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। অর্থাৎ এ নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসনবিভাগ শাসনকার্য পরিচালনা করবে এবং বিচারবিভাগ বিচারকার্য সম্পাদন করবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ মি. আরমান ও মি. শফিক দুই বন্ধু। মি. আরমান সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়নে যথাযথভাবে কাজ করেন এবং সরকারি সেবা জনগণের নিকট পৌছে দেন। মি. শফিক স্থানীয় পর্যায়ে গরিব-দুঃখী মানুষের পাশে থাকেন। বিপদে-আপদে মানুষের সাহায্য করেন। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. আমলাতন্ত্রের অপর নাম কী? ১
খ. আমলাদের কাজের দীর্ঘসূত্রিতাকে কী বলে? ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. মি. আরমান সাহেবের ভূমিকা কী প্রতিষ্ঠায় সহায়ক? বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. মি. শফিক সাহেবের ভূমিকা কোন মূল্যবোধের সহায়ক এবং কীভাবে? মূল্যায়ন কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের অপর নাম হলো দপ্তর সরকার (Desk Government)।

খ আমলাদের কাজের দীর্ঘসূত্রিতাকে লালফিতার দৌরাত্ম্য বলে।
আমলাতন্ত্রের একটি বড় ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বের নজিরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে অতি আনুষ্ঠানিকতা পালনকে লালফিতার দৌরাত্ম্য বলা হয়। আমলাতন্ত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পদসোপান ভিত্তিতে কাগজপত্রের অনুমোদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়, যা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। এতে নাগরিকের মানবিক দিক উপেক্ষিত হয় এবং হয়রানি বেড়ে যায়।

গ মি. আরমান সাহেবের ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।
সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং নাগরিক সেবার পরিমাণ ও মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারের আমলা শ্রেণিকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হয়, যাতে জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং এর যথাযথ সেবা জনগণের কাছে সহজে পৌছায়।
উদ্দীপকের মি. আরমান সাহেবের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়নে যথাযথভাবে কাজ করেন এবং সরকারি সেবা জনগণের নিকট পৌছে দেন। অর্থাৎ আরমান সাহেব একজন আমলা বা সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন। তার এরূপ ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

ঘ মি. শফিক সাহেবের ভূমিকা নৈতিক মূল্যবোধের সহায়ক।
নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব মনোভাব এবং আচরণ- যা মানুষ সবসময় ভালো, কল্যাণকর ও অপরিহার্য বিবেচনা করে। এতে মানুষ মানসিকভাবে তৃপ্তিবোধ করে। সত্যকে সত্য বলা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলা, অন্যায়কে অন্যায় বলা, অন্যায় কাজ থেকে নিজে বিরত থাকা এবং অন্যকে বিরত রাখা নৈতিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। দুস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা করা, ঋণগ্রস্ত মানুষকে ঋণ থেকে মুক্ত করা প্রভৃতি নৈতিক মূল্যবোধের পর্যায়ভুক্ত।
উদ্দীপকের মি. শফিক সাহেব স্থানীয় পর্যায়ে গরিব-দুঃখী মানুষের পাশে থাকেন এবং বিপদে-আপদে মানুষকে সাহায্য করেন। মি. শফিক সাহেবের এরূপ ভূমিকা নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের বিবেক বুদ্ধি থেকে উৎসারিত। আইনগত মূল্যবোধের সাথে এর কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু যেখানে আইনগত মূল্যবোধের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকে না, সেখানে নৈতিক মূল্যবোধই মানুষকে পরিচালিত করে। যেমনটি উদ্দীপকের শফিক সাহেবের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব মাইকেল একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সরকারি নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে তিনি ২০ বছর ধরে কাজ করছেন। মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ পেলেও তার কার্যক্রমে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়। তিনি নিজেকে জনগণের সেবক মনে না করে প্রভু মনে করেন। নিয়মের বাড়াবাড়ি ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। *[সি. বো. ১৬ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. নেতৃত্ব কী? ১
খ. জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির পদসোপান সম্পর্কে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. জনাব মাইকেলের কার্যক্রমে সুশাসন ও জনসেবা কতটুকু নিশ্চিত হবে বলে তুমি মনে কর? আলোচনা কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো এমন গুণাবলি যা মানুষকে অসাধারণ কাজ করার সামর্থ্য দেয়।

Teachingbd24.com

ঘ জাতীয়তাবাদ হলো এক ধরনের মানসিক অনুভূতি ও চেতনা যা একটি জনসমাজকে অন্যদের থেকে পৃথক করে।

ভৌগোলিক, বংশগত, ভাষাগত, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক দিয়ে সম-আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন জনসমাজের মধ্যে গভীর একাত্মবোধ জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে। এ জাতীয়তাবোধ যখন দেশপ্রেমের সাথে যুক্ত হয় তখন জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে এটি অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে। জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে দেশকে স্বাধীন করেছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি আমলাতন্ত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমলাতন্ত্র হলো স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ, রাজনীতি নিরপেক্ষ, সরকারি চাকরিজীবী শ্রেণি, যারা সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি বাস্তবায়ন করে। উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, জনাব মাইকেল একজন সরকারি কর্মকর্তা। যিনি ২০ বছর ধরে সরকারি নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছেন।

আমলারা একটি প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে তাদের কাজ করেন। যা পদসোপান নীতি নামে পরিচিত। এ নীতি অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে নিম্নস্তরের কর্মকর্তা পর্যন্ত সকল পদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। পদসোপান নীতির ফলে প্রত্যেক আমলাই তার কাজের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। আমলাদের সাংগঠনিক পদসোপানটি নিম্নরূপ—

সিনিয়র সচিব
↓
সচিব
↓
অতিরিক্ত সচিব
↓
যুগ্ম সচিব
↓
উপ-সচিব
↓
সিনিয়র সহকারী সচিব
↓
সহকারী সচিব

ঘ উদ্দীপকের জনাব মাইকেলের কার্যক্রমে সুশাসন ও জনসেবা নিশ্চিত হবে না।

উদ্দীপকের জনাব মাইকেল একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যিনি সরকারি নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। অর্থাৎ জনাব মাইকেল আমলাতন্ত্রের একজন সদস্য। আমলাতন্ত্রের যথাযথ কার্যক্রমের ওপর সুশাসন অনেকাংশে নির্ভরশীল। আর এর জন্য আমলাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন ও জনসেবা প্রতিষ্ঠায় আমলাদের হতে হবে দায়িত্বশীল, জনকল্যাণকামী। তাদেরকে জনসেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে দ্রুত সময়ে নাগরিক সেবা প্রদান করতে হবে। অযথা নিয়মের বাড়াবাড়ি বা আনুষ্ঠানিকতার নামে নাগরিকদের হয়রানি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অর্থাৎ সুশাসন ও জনসেবা প্রতিষ্ঠায় আমলাদেরকে আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক দিক লালফিতার দৌরাত্ম্য, জনস্বার্থের প্রতি উদাসীনতা প্রভৃতি থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতার সাথে জনসেবা প্রদান করতে হবে।

কিন্তু উদ্দীপকের আমলা জনাব মাইকেলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার কার্যক্রমে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়। তিনি নিজেকে জনগণের সেবক মনে না করে প্রভু মনে করেন। নিয়মের বাড়াবাড়ি ও দীর্ঘসূত্রিতার অজুহাতে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। জনাব মাইকেলের এমন কর্মকাণ্ডে জনসেবা ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হবে।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জনাব মাইকেলের কর্মকাণ্ডে আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক দিক প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, জনাব মাইকেলের কর্মকাণ্ডে জনসেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে না।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মি. 'ক' এবং মি. 'খ' উচ্চপদস্থ স্থায়ী কর্মকর্তা। মি. 'ক' বিশ্বাস করেন উচ্চপদস্থ হলেও তিনি সাংবিধানিকভাবে জনগণের সেবক। তার উচিত রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাওয়া। কিন্তু মি. 'খ' নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করেন। স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন।

[য. বো. ১৬ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'খ' এর আচরণ ও কর্মকাণ্ড সুশাসনের জন্য অন্তরায়'— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'খ' এর মানসিকতা ও আচরণ উন্নত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)।

খ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'খ' উত্তর দেখো।

গ সুশাসনের জন্য আমলাতন্ত্রের যে বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'খ' এর আচরণ ও কর্মকাণ্ড তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা, যা সুশাসনের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়।

প্রকৃতপক্ষে, আমলারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হলেও তারা সাংবিধানিকভাবে সরকারের কাজকর্ম পরিচালনাকারী এবং জনগণের সেবক। আর আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে রাজনীতি নিরপেক্ষতা, সততা, দক্ষতা ও নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি। কোনো আমলা যদি রাজনীতি নিরপেক্ষ না হন তবে তিনি সকল সরকারের সময়ে জনগণের সেবা সমানভাবে করবেন না। তার মতাদর্শের সরকার ক্ষমতায় থাকলে তিনি সেবকের বদলে প্রভুর মতো আচরণ করবেন। উপরন্তু নিজেকে অত্যন্ত ক্ষমতাবান মনে করবেন। এমন মনোভাব সম্পন্ন আমলা স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিবেন। তাদের কাছ থেকে জনগণ সেবা পেতে ভোগান্তির শিকার হবে। এ ধরনের মনোভাব সুশাসনকে বাধাগ্রস্ত করে। সুতরাং বলা যায়, মি. 'খ' এর আচরণ ও কর্মকাণ্ড সুশাসনের অন্তরায়।

উদ্দীপকের মি. 'খ' নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করেন। স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন। তার এ কর্মকাণ্ড আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'খ' এর মানসিকতায় আদর্শ আমলাতন্ত্রের বদলে জনবিচ্ছিন্ন ও সুশাসনের জন্য অনুপযোগী আমলার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এ জন্য মি. 'খ' এর মানসিকতা ও আচরণ উন্নত করার লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

মি. 'খ' উচ্চপদস্থ স্থায়ী কর্মকর্তা। অর্থাৎ তিনি একজন আমলা। মি. 'খ' নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন। তার এরূপ কর্মকাণ্ড আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি। তাই তার মানসিকতা ও আচরণ উন্নত করার প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি তাহলো—

আমলারা জনগণের শাসক নয় বরং সেবক। মি. 'খ' এর মধ্যে যাতে এ ধরনের মানসিকতা তৈরি হয় সে বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এর ফলে মি. 'খ' নিজেকে ক্ষমতাবান মনে না করে জনগণের বন্ধু বা সেবক ভাবার শিক্ষা গ্রহণ করবে। তার জনসেবার মনোভাব গঠনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মি. 'খ'-এর বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি বৃদ্ধি করা

Teachingbd24.com

হলে তার দুর্নীতিপরায়ণতা অনেকাংশে কমে যেতে পারে। এছাড়া সুশাসনের জন্য উপযোগী বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং তা ভঙ্গকারী আমলাদেরকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। মি. 'খ'-এর সৎ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্নভাবে উৎসাহিত ও প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে তার মধ্যে বিদ্যমান স্বজনপ্রীতি অনেকাংশে কমে যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, ওপরে আলোচিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হলে মি. 'খ'-এর মানসিকতা ও আচরণ উন্নত হবে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জনাব সুমন সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি তার অফিসে সিটিজেন চার্টার টানিয়েছেন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করেছেন। তিনি নিজে কোনো ফাইল আটকে রাখেন না। *[ব. বো. ১৬ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. স্থানীয় সরকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব সুমনের কার্যক্রমে আমলাতন্ত্রের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুমনের আচরণ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)।

খ স্থানীয় সরকার হচ্ছে সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকারব্যবস্থা।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থা চালুর ফলে ক্ষমতার বিভাজন ঘটে। এতে করে স্থানীয় পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সহজ হয় এবং দুর্নীতির মাত্রা কমে যায়। যার ফলে সর্বাধিক জনকল্যাণ ও সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায়। জনগণ অতি সহজেই উন্নত সেবা পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে বর্তমানে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো লক্ষ করা যায়। যথা— ইউনিয়ন, থানা/উপজেলা ও জেলা পরিষদ।

গ জনাব সুমনের কার্যক্রমে জনসেবায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকার দিকটি ফুটে উঠেছে।

প্রত্যেক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই সরকারের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। যারা আমলা নামে পরিচিত। আমলাগণ একদিকে যেমন সরকারের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, অন্যদিকে আইন প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে সরকারকে সহায়তা করেন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব সুমন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে অফিসে সিটিজেন চার্টার টানিয়েছেন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করেছেন। তিনি তার অফিসে কোনো ফাইল আটকে রাখেন না। এ ঘটনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই আমলাদের সাথে জনগণের সেতুবন্ধনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, বাংলাদেশ সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।' সুতরাং এ থেকেই বোঝা যায়, আমলাতন্ত্র জনগণের প্রভু নয় বরং জনসেবক। সকল সময়ে জনগণের সেবা করা তাদের কর্তব্য। উল্লিখিত ঘটনায় জনাব সুমনও একই ধরনের কাজ করেছেন।

ঘ সুমনের আচরণ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে প্রশংসার দাবিদার।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশের অন্যতম প্রশাসনিক অংশ হলো আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে সরকারের নীতিনির্ধারণ থেকে শুরু করে তা বাস্তবায়ন পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে কাজ হয়ে থাকে। আমলাতন্ত্র ছাড়া আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রশাসনের প্রধান সমস্যা হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি প্রশাসনের অর্জন ম্লান করে দেয়। এবং রাষ্ট্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে। উদ্দীপকে জনাব সুমন একজন সরকারি আমলা হয়ে তিনি জনকল্যাণ সাধনে উক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এতে তার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়, যা সুশাসন অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক।

বাংলাদেশের আমলাশ্রেণী যদি সুমনের মতো জনকল্যাণ ও সেবার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে তা হলে প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং দুর্নীতিমুক্ত হবে। ফলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে যা রাষ্ট্রের উন্নয়নের পথ প্রসার করবে। মূলত সুশাসনের উদ্দেশ্য হলো দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা এবং সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।

উদ্দীপকের জনাব সুমনের কার্যক্রমের ন্যায় বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় বর্তমানে সিটিজেন চার্টার ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এতে জনগণের সরকারি তথ্য ও সেবা পাওয়ার পথ সুগম হয়েছে। কাজেই এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং আমলা শ্রেণিকে তাদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই সুশাসন অর্জিত হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সুমনের কার্যক্রম বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা হলে সুশাসন নিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মি. সাহাবউদ্দিন একজন সরকারি দায়িত্বশীল প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। যেটা মূলত পদসোপান ভিত্তিক। তিনি তার ছেলেকে বুঝিয়ে বলেন, এ ব্যবস্থায় নিম্নস্তরের কর্মচারীগণ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য থাকেন।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. ম্যাক্স ওয়েবার কে ছিলেন? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. সাহাবউদ্দিন এর ঘটনায় পৌরনীতি ও সুশাসনের কোন ধারণার প্রতিফলন ঘটছে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় উদ্দীপকের উক্ত ধারণাটির কার্যাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাক্স ওয়েবার ছিলেন একজন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরত্মের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. সাহাবউদ্দিন এর ঘটনায় পৌরনীতি ও সুশাসনের আমলাতন্ত্র ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে।

সরকারি সংগঠনের কর্মকর্তাগণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে সরকারি সংগঠনের সহযোগী হিসেবে জনসেবায় নিয়োজিত থাকেন এবং এ সংগঠন পদসোপানভিত্তিক হওয়ায় নিম্নস্তরের কর্মচারীগণকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে হয়। আর এটাই হলো আমলাতন্ত্র।

https://teachingbd24.com

মি. সাহাবউদ্দিন এর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, তিনি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এছাড়া তার সংগঠনটিও পদসোপান ভিত্তিক, যা আমলাতন্ত্রের ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে মি. সাহাবউদ্দিন এর ঘটনায় পৌরনীতি ও সুশাসনের আমলাতন্ত্র ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে আমলাতন্ত্রকে নির্দেশ করা হয়েছে। আমলাতন্ত্রের অনেক কার্যাবলি রয়েছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

আমলাগণ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সাহায্যে দেশের দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আইনসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব এই আমলাদেরই। তারা সমগ্র দেশে আইনের শাসন কার্যকর করেন। বর্তমানে আমলারা বিচার সংক্রান্ত কিছু কাজও করে থাকেন। অনেক রাষ্ট্রেই এখন কিছু বিবাদের মীমাংসা আদালতের পরিবর্তে প্রশাসনিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে করা হয়।

সরকারি নীতি ও কার্যাবলি সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ ও সঠিক তথ্যের উৎস হলো আমলাতন্ত্র। জনসাধারণ, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দল, এমনকি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সরকারি সিদ্ধান্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি সম্পর্কে তথ্য ও বিবরণের জন্য আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা আমলাতন্ত্রের আর একটি বড় কাজ। সরকারি নীতি ও কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার গুরু দায়িত্ব আমলাতন্ত্রের ওপর ন্যস্ত। নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমলাদের এই ভূমিকা সরকারের কাজের পরিধি, আমলাদের নৈপুণ্য ও স্থায়িত্বের ওপর নির্ভরশীল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের প্রশাসনিক অদক্ষতা ও অজ্ঞতার কারণে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমলারা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয়, আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ক্রমশ বৃদ্ধির সাথে সাথে আমলাতন্ত্রের ভূমিকাও অধিকতর গুরুত্ব বহন করছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ চান্দনা গ্রামের অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র। গত বছরের ঝড়ে এলাকার মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্কুলশিক্ষক কামাল সাহেব মসজিদটি পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি অনুদান পাওয়ার জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেন এবং তারা আশ্বাস দেন অনুদান পেয়ে যাবে। কিন্তু কয়েক মাস পর খোঁজ নিতে এসে দেখতে পান ফাইলটি বিভিন্ন টেবিলে ঘুরাঘুরি করে সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে আছে। তিনি অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা তার সাথে ভাল আচরণ করেনি।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬]

ক. আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী এবং এর উৎপত্তিগত অর্থ কী? ১

খ. আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মসজিদ পুনর্নির্মাণের অনুদান বিলম্ব বা সিদ্ধান্তহীনতার পিছনে কোন কারণ নিহিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উপরোক্ত সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক? বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো— 'Bureaucracy' এবং উৎপত্তিগত অর্থ হলো- 'Desk Government' বা দপ্তর সরকার।

খ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র বলতে মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মীবাহিনীকে বোঝায়।

আমলা হলো কোনো সংগঠন পরিচালনার জন্য স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর আমলাদের সংগঠনই হলো আমলাতন্ত্র। আমলাগণ সুশৃঙ্খলভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

গ উদ্দীপকে মসজিদ পুনর্নির্মাণের অনুদান বিলম্ব বা সিদ্ধান্তহীনতার পিছনে যে কারণ নিহিত রয়েছে তা হলো আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ লালফিতার দৌরাত্ম্য।

আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের একটি মারাত্মক ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। এর অর্থ কাজে দীর্ঘসূত্রিতা। সাধারণত আমলারা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাইরে কোনো কাজ করতে চান না। আমলারা সবকিছুই প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে করতে চান। এর ফলে সমস্যার মানবিক দিকটি উপেক্ষিত হয়। সমস্যা সমাধানে বিধি মোতাবেক অগ্রসর হতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় এবং সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। জনগণের চাওয়া-পাওয়া ও আবেদন আমলাতন্ত্রের 'লাল ফিতার' বাঁধনে আটকা পড়ে থাকে। এতে সেবা গ্রহীতার হয়রানি বেড়ে যায়। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, চান্দনা গ্রামের মসজিদ পুনর্নির্মাণের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অনুদান প্রদান সংক্রান্ত ফাইলটি বিভিন্ন টেবিলে ঘোরাঘুরি করে সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়ে আছে। উদ্দীপকের এ ঘটনা আমলাতন্ত্রের জটিলতা তথা লালফিতার দৌরাত্ম্যকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে মসজিদ পুনর্নির্মাণের অনুদান বিলম্বের কারণ হলো প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাজের দীর্ঘসূত্রিতা যা এক কথায় 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' হিসেবে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকে মসজিদ পুনর্নির্মাণের অনুদান বিলম্বের কারণ হলো আমলাতন্ত্রের জটিলতা তথা লালফিতার দৌরাত্ম্য। এ সমস্যা সমাধানে নানাবিধ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, চান্দনা গ্রামের মসজিদ পুনর্নির্মাণের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অনুদান প্রদান সংক্রান্ত ফাইলটি বিভিন্ন টেবিলে ঘোরাঘুরি করে সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়ে আছে। আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে জনগণ ও প্রশাসন উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে।

উদ্দীপকের চান্দনা গ্রাম যে দেশের অন্তর্ভুক্ত সে দেশের জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা সম্ভব। আমলা নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারকে দলীয় নিয়োগের বদলে দক্ষ, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে। আমলারা জনগণের শাসক নয়, বরং তারা জনগণের সেবক এ ধরনের মানসিকতা যাতে তাদের মধ্যে তৈরি হয় সে বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আমলাদের জনসেবামূলক মনোভাব গঠনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। জবাবদিহিতা প্রশাসনকে সচল রাখে। প্রশাসনিক কাজকর্মে আমলাদের জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আমলারা যাতে স্বেচ্ছাচারী হতে না পারে সেজন্য রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। আমলাদের যথোপযুক্ত বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের দুর্নীতি করার প্রবণতা কমে আসবে। আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ 'লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে'র সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকে বর্ণিত দেশে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটাতে হবে। আর আইনের প্রয়োগ ঘটালে জটিলতা সৃষ্টিকারীরা যখন শাস্তির আওতায় আসবে তখন অন্যেরা ভয়ে তা করতে সাহস পাবে না। ফলে অনেকাংশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা লাঘব করা যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধানে আলোচ্য পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতন হওয়া জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ১৯ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমন একটি আমলা প্রশাসন গড়ে তোলা উচিত যারা নিজেদেরকে জনগণের প্রভু না ভেবে সেবক বলে ভাববেন। এ জন্য আমলাদেরকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ। সাবধান থাকতে হবে যেন আমলাতন্ত্রে 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' বৃদ্ধি না পায়।

[তিতুমীর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১০]

https://teachingbd24.com

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আমলাতন্ত্রে 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' শব্দটি বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. 'অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ' উদ্দীপকে বর্ণিত উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করো। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র বলতে মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মীবাহিনীকে বোঝায়।

আমলা হলো কোনো সংগঠন পরিচালনার জন্য স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর আমলাদের সংগঠনই হলো আমলাতন্ত্র। আমলাগণ সুশৃঙ্খলভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আমলাতন্ত্রের 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' শব্দটি বিশ্লেষণ করা হলো—

আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের একটি মারাত্মক ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। এর অর্থ হচ্ছে কাজে দীর্ঘসূত্রিতা। সাধারণত আমলারা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাইরে কোনো কাজ করতে চান না। ফলে তাদের কাজকর্মের মধ্যে যান্ত্রিকতা ও দীর্ঘসূত্রিতা প্রবল হয়ে ওঠে, যা মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলে দেয়।

'লালফিতা' বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়। Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত হয়। সে সময়ে সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। এখান থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' কথাটির ব্যবহার শুরু হয়। আমলাতন্ত্রে 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' খুব বেশি। আমলারা খুব বেশি আনুষ্ঠানিক (Formal)। সবকিছুই তারা করতে চান প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে। এর ফলে সমস্যার মানবিক দিকটি উপেক্ষিত হয়। সমস্যা সমাধানে বিধি মোতাবেক যথাযোগ্য নিয়মে অগ্রসর হতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় এবং সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। জনগণের চাওয়া-পাওয়া, আবেদন আমলাতন্ত্রের ফাইলের 'লালফিতার' বাঁধনে আটকা পড়ে থাকে। জনগণের হয়রানি বেড়ে যায়। এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনের মুহূর্তেও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। এর ফলে শুধু আমলাতন্ত্রই অপ্রিয় হয়ে ওঠে না, নির্বাচিত সরকারও জনবিচ্ছিন্ন ও অপ্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য, আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি, অহেতুক বিলম্ব-এসব বোঝাতেই মন্দ অর্থের 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

ঘ গণতন্ত্রকে সফল করার একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র। কিন্তু এই আমলাতন্ত্র যদি কোনো কারণে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে তাহলে তা অবশ্যই গণতন্ত্রের জন্য অশনি সংকেত।

আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রের স্থায়ী, দক্ষ, বেতনভুক্ত চাকরিজীবী শ্রেণি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সফলতা নির্ভর করে সুদক্ষ ও সুনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্রের ওপর। কিন্তু কখনো কখনো এই আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে গেলে গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হয়।

আমলারা প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন। ফলে তাদের মনে অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতার লোভ জন্ম নেয়। আর ক্ষমতালিপ্সু আমলাদের দ্বারা গণতন্ত্র ব্যাহত হতে বাধ্য।

আমলারা বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। ফলে তাদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম নেয়। তাদের কাজের অতি আনুষ্ঠানিকতার ফলে জনগণ সরকারি সেবা লাভ হতে বঞ্চিত হয়। অনেক আমলা আবার রাজনীতি নিরপেক্ষ না থাকায় তাদের কাজ পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে, যা গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। রক্ষণশীলতাকেও গণতন্ত্রের জন্য বাধা মনে করা হয়। আমলারা স্বভাবতই রক্ষণশীল মানসিকতার হয়ে থাকেন। আমলারা প্রাচীন ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেন বলে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। এটি গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে একথা বলা যায়, আমলাদের যদি নিয়ন্ত্রণে রাখা না যা তাহলে গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। তবে এই আমলাতন্ত্রকে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে মূলকথা অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ যা ওপরের আলোচনায় ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ মি. সফিক অবসর গ্রহণের পর পেনশনের টাকা উঠাতে গিয়ে নানা প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। তিনি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই 'ব্যানবেইস'—এ যোগাযোগ করেন। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয় না। পরবর্তী সময়ে তিনি অনেকটা আশা ছেড়েই দেন এবং মানবেতর জীবনযাপন শুরু করে। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ৯]*

ক. আমলাতন্ত্র কাকে বলে? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ের নেতিবাচক দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়ের ইতিবাচক দিকও রয়েছে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্র হচ্ছে স্থায়ী বেতনভুক্ত, দক্ষ ও পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক দিকটি ফুটে উঠেছে।

আমলাতন্ত্রের প্রচলিত ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। এর অর্থ হচ্ছে, আগের নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা। এর ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে একই বিষয় বিভিন্ন দপ্তরে বিভাগীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য বন্দি হয়ে থাকে। এতে জনগণের ভোগান্তি বেড়ে যায়। আমলাতন্ত্রের একটি বড় সমস্যা হলো কাজকর্মের দীর্ঘসূত্রিতা। একটি তুচ্ছ কাজ বা অতি অল্প সময়ে হয়ে যাওয়ার মতো কাজও সরকারি কায়দায় নির্ধারিত নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে দীর্ঘসময় ধরে চলতে থাকে। উদ্দীপকে এ বিষয়টিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. সফিক অবসর গ্রহণের পর পেনশনের টাকা ওঠাতে গিয়ে নানা প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হন। তিনি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই 'ব্যানবেইস' এ যোগাযোগ করেও সুফল পেতে ব্যর্থ হন। ফলে তিনি এ বিষয়ে অনেকটা আশা ছেড়ে দেন এবং মানবেতর জীবনযাপন শুরু করেন। উদ্দীপকের এ ঘটনায় আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক দিক লালফিতার দৌরাত্ম্য ও দীর্ঘসূত্রিতার বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক দিকগুলো ফুটে উঠলেও আমলাতন্ত্রের অনেক ইতিবাচক দিকও বিদ্যমান।

আমলাতন্ত্র একটি দক্ষ, স্থায়ী, বেতনভুক্ত, পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন। এ সংগঠন আইনের ভিত্তিতে গঠিত। আমলারা আইন অনুযায়ী তাদের কাজ সম্পন্ন করেন। তারা আইন প্রণয়নে আইন বিভাগকে সহায়তা করেন। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন আমলারাই বাস্তবায়ন ও কার্যকর করেন। আমলাতন্ত্র বিভিন্ন ধরনের রীতিনীতি আরোপ করে সরকারি কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। এ কারণেই আমলাতন্ত্রের জনক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী Max Weber আমলাতন্ত্রকে আইনগত ও যুক্তিসংগত মডেল হিসেবে দেখেছেন। আমলাতন্ত্র সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এটি যেকোনো রাষ্ট্রের প্রশাসনব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে এবং আধুনিকীকরণের দিকে অগ্রসর করে। তাই আমলাতন্ত্রকে আধুনিকতার অন্যতম বাহন বলা যায়। বিভিন্ন স্তরে বিভাজিত আমলাতন্ত্রের প্রত্যেকটি স্তরে নির্দিষ্ট ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে। প্রতিটি স্তরেই তার উর্ধ্বতন কোনো নির্দিষ্ট স্তরের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এছাড়া আমলারা নিজ রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরোক্ত আলোচনায় আমলাতন্ত্রের ইতিবাচক দিকগুলো প্রতীয়মান। এর নেতিবাচক দিক থাকলেও আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ক্রমশ বৃদ্ধির সাথে সাথে আমলাতন্ত্রের ভূমিকাও অধিকতর গুরুত্ব বহন করে।

প্রশ্ন ▶ ২১ জাহিদ হাসান একটি বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারের উঁচু পদে নিয়োগ লাভ করেন। নিয়োগ প্রাপ্তির পর সে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন। তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং এত বেশি আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়েন যে, এক পর্যায়ে তিনি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন সরকারের নীতি আদর্শ বাস্তবায়নই তার কাজ এবং সরকারের নির্দেশনা মেনে চললে জনগণের বন্ধু হওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তার এ ধারণা সঠিক নয়। *[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ৯]*

ক. পদসোপান কী? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জাহিদ হাসান বাংলাদেশের যে সংগঠনের সদস্য তার দুটি প্রধান কাজ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জাহিদ হাসানের সংগঠনটি কীভাবে জনগণের মঙ্গলে ব্যবহার করা যায় ব্যাখ্যা করো। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদসোপান হলো আমলাতন্ত্রের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে নিম্নস্তরের কর্মকর্তাদের শ্রেণিবিন্যাস।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের জাহিদ হাসান বাংলাদেশে যে সংগঠনের সেটি হলো আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রের দুইটি কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

আমলাতন্ত্রের প্রধান কাজ হলো সরকারি আইন ও নীতি কার্যকর করা। সরকারি কর্মচারীরা আইনসভার মাধ্যমে প্রণীত আইনের সাহায্যে দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেন। আইনসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব সরকারি কর্মচারীদেরই। তারা সমগ্র দেশে আইনের শাসন কার্যকর করেন। প্রকৃতপক্ষে আমলারা সরকারি নীতি ও আইন এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবে কার্যকর করে থাকেন।

আমলারা সরকারি আইন প্রণয়নেও ভূমিকা রাখে। বস্তুতপক্ষে সরকারি কর্মচারীরাই অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন (Delegated Legislation) প্রণয়ন করেন। বর্তমান কর্মমুখর রাষ্ট্রের জন্য বহুসংখ্যক আইন বিস্তারিতভাবে রচনা করা আইনসভার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাছাড়া এখানকার জটিল প্রকৃতির আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশলগত জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা রাজনৈতিক প্রশাসকদের থাকে না। তাই আমলাদের হাতেই দায়িত্ব ছাড়তে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনসভা আইনের মূল কাঠামো রচনা করে দেয় এবং আইনের ফাঁকগুলো পূরণের দায়িত্ব ন্যস্ত করে শাসন বিভাগের ওপর। শাসন বিভাগের এই দায়িত্ব পালন করে সরকারি কর্মচারীবৃন্দ বা আমলারা। আইনের ব্যাখ্যা ও উপ-আইনের সাহায্যে তারা আইনের ফাঁকগুলো পূরণ করেন।

ঘ উদ্দীপকের জাহিদ হাসানের সংগঠনটি অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের কর্মকাণ্ডের ওপর দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অনেকটাই নির্ভর করে। আদর্শ, দেশপ্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমলারা জনসেবার মাধ্যমে জনগণের বন্ধুতে পরিণত হতে পারেন। জনগণের মঙ্গলে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা করা হলো—

আমলারা সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার জন্য সরকার রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, সেতু, ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা করে। আর এই সব পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করে আমলাতন্ত্র। সরকারের সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার ফলে আমলারা জনগণের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। জনগণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আমলাদের কাছে তুলে ধরে। আমলারা জনগণের দাবিগুলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের কাছে পেশ করে। এভাবে আমলাতন্ত্র সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে থাকে। আমলারা তাদের পেশাগত কাজের মাধ্যমে জনসাধারণকে সেবা প্রদান করে থাকেন। জমি ক্রয়-বিক্রয় রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি গ্রহণ ও নবায়ন আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে। জনগণ তাদের বিভিন্ন দাবি, অভাব-অভিযোগ আমলাদের কাছে তুলে ধরে। আমলারা জনগণের কথা শুনে দাবি পূরণের আশ্বাস প্রদান করে থাকেন। পরবর্তী সময়ে তারা সরকারের কাছে আলোচনা করে জনগণের দাবি পূরণের ব্যবস্থা করে থাকেন। বাংলাদেশের মতো দেশে প্রায়ই বন্যা, প্লাবন, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো ইত্যাদি আঘাত করে এবং জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমলারা সরকারের পক্ষ থেকে সবার আগে জনগণের পাশে দাঁড়ায়। আমলারাই সর্বপ্রথম উদ্ধার তৎপরতা এবং ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে ও জনগণের জানমাল রক্ষা করার চেষ্টা করে।

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্র তথা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সরকার আমলাদের মাধ্যমে পুলিশ, আনসার ইত্যাদি নিয়োগ করে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। জনসাধারণকে নিরাপত্তা প্রদান করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ যেন অযথা হয়রানির শিকার না হয় সে দিকটি বিবেচনায় রাখতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জনগণের মঙ্গলের জন্য আমলাতন্ত্রের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২২ পৌরনীতি ক্লাস নিচ্ছিলেন মি. রফিক। তিনি বললেন সরকারের দুটি অংশ আছে একটি রাজনৈতিক অংশ, অপরটি অরাজনৈতিক অংশ। আমি আজ অরাজনৈতিক অংশ নিয়ে আলোচনা বলবো। এর পর তিনি আলোচনা শুরু করেন।

[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর ▌প্রশ্ন নং ৯]

https://teachingbd24.com

ক. আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. আমলাতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ২
গ. আমলাতন্ত্রের কাজগুলি কি কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিশ্চিত করতে হলে রাজনীতি নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্রের বিকল্প নেই।' আলোচনা করো। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Burecucracy'.

খ আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তবে আমলাতন্ত্রের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো হলো—
আমলাতন্ত্র হলো প্রশাসনে দক্ষ, স্থায়ী ও বেতনভুক্ত চাকরিজীবী শ্রেণি। আমলাতন্ত্রের মধ্যে দক্ষতা, সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র, পদসোপান নীতি, নিরপেক্ষতা, আনুষ্ঠানিকতা, স্থায়িত্ব, সৎ এবং পরিশ্রমী এসব বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

গ আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার উন্নতমান অর্জন করতে আমলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত আধুনিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র জনকল্যাণমূলক বহুমুখী কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।
আমলাতন্ত্রের প্রধান কাজ হলো সরকারের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। আইনসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবো রূপায়িত করার দায়িত্ব সরকারি আমলাদের। আমলাতন্ত্রের দক্ষ প্রশাসকগণ সরকারের বিভিন্ন নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পাশাপাশি আমলারা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে থাকেন।
প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থায় দেশের শাসন কাজের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা আমলাদের অন্যতম দায়িত্ব। গণতন্ত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর শাসকের পরিবর্তন ঘটলেও আমলারা শাসনব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করে সর্বদা প্রশাসনিক কাঠামোকে অটুট রাখে। আমলারা সরকারি নীতি ও কার্যাবলি সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ ও সঠিক তথ্যের উৎস হলো আমলাতন্ত্র। সে জন্য সরকারের সকল বিষয়ে সঠিক সংবাদ ও তথ্যাদি সরবরাহের ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের সুষ্ঠু পরিচালনা আমলাতন্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রশাসনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য কর্মচারী নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রভৃতি দায়িত্বও আমলাতন্ত্রে পালন করতে হয়। আমলারা দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন গোষ্ঠীর অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পরস্পর বিরোধী দাবি দাওয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন ও দাবি নিয়ন্ত্রণ করেন। এর পাশাপাশি আমলাতন্ত্র বিচার সংক্রান্ত কাজ, সামাজিক পরিবর্তন কার্যকর করা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করাসহ নানা উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন।

ঘ আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বহুবিদ ও জটিল কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হয় আমলাতন্ত্রের। এই জটিল কাজগুলো সম্পাদন করে দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে দক্ষ ও নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্রের বিকল্প নেই।
আমলাতন্ত্র হচ্ছে আমলা বা সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। আমলাতন্ত্র একটি প্রশাসনে অরাজনৈতিক অংশরূপে নীতিনির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ, আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগের রাজনৈতিক পদাধিকার, পরামর্শ দান, শাসন বিভাগের বিভিন্ন অংশের সংযোগ সাধন প্রভৃতি কার্যাবলির সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক কার্যক্রম মূলত আমলাতন্ত্রের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল।
আমলাতন্ত্রের সফল কার্যাবলির মাধ্যমেই দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়। কিন্তু এই সফলতার আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা আবশ্যক। আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা বলতে বুঝায় আমলাদের মধ্যে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব বা আচরণের অনুপস্থিতিকে। আমলাদেরকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে ঘৃণা ও আবেগ পরিহার করে নিয়মসিদ্ধভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু আমলারা যদি পক্ষাপাতিত্ব করেন তবে সরকারি সেবা জনগণ সুষমভাবে পাবে না। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করলে প্রশাসনে দলীয়করণ ঘটবে ফলে আমলাতান্ত্রিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ভেঙে পড়বে। আমলারা দুর্নীতিগ্রস্ত হবে। সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন এবং জনকল্যাণ ব্যাহত হবে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, নিরপেক্ষতা আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দেশের উন্নয়ন এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতার বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶২৩ সমরেশ চট্টোপাধ্যায় সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে সদ্য প্রশাসনিক ক্যাডারে যোগদান করেছেন। পিএ.টি.সিতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় তিনি সরকারি চাকুরির গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যেকোনো ত্যাগের বিনিময়ে তিনি দেশপ্রেম অবিচল হয়ে কাজ করবেন।

[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর ▌প্রশ্ন নং ৭]

ক. দেশপ্রেম কী? ১
খ. আমলাতন্ত্র বলতে তুমি কী বোঝ? ২
গ. আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশে আমলাতান্ত্রিক যে সমস্যা বিদ্যমান তা উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজ দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র বলতে মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মীবাহিনীকে বোঝায়।
আমলা হলো কোনো সংগঠন পরিচালনার জন্য স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর আমলাদের সংগঠনই হলো আমলাতন্ত্র। আমলাগণ সুশৃঙ্খলভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

গ সরকারের বিভিন্ন দফতরের সমন্বয়ে সংগঠিত সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা এবং সমরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সমন্বিত রূপই হলো আমলাতন্ত্র। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হলো—
স্থায়িত্ব আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকার পরিবর্তিত হলেও আমলাদের কোনো পরিবর্তন হয় না। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কিংবা অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকেন। কেবল দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তারা চাকরিচ্যুত হতে পারে।
আমলাতন্ত্রের নিয়োজিত কর্মচারীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাদের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
পদসোপান নীতি আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ নীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের পরিধি ও জবাবদিহিতা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক নিম্নতর পদই কোনো উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ-নির্দেশ নিম্নতর কমকর্তা-কর্মচারীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। আমলারা কোন প্রকার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমলারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন।
আনুষ্ঠানিকতা আমলাতন্ত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এখানে সকল কাজ বিধি মোতাবেক যথাযথ নিয়মে করা হয়। সমস্ত কাজই হয় রুটিন মাফিক। আমলাদের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট থাকে। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্মচারীদের কাজ ও দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। আমলাদের নিয়োগ মেধার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে হয়। জ্যেষ্ঠতা এবং সাফল্য এই দুই মানদন্ডে তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়।

ঘ আমলাতন্ত্র আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে সমালোচনা অভাব নেই। আমলাতন্ত্রের গুরুত্বের পাশাপাশি এর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোও ভাবিয়ে তুলছে। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও নানা সমস্যা বিদ্যমান। নিম্নে বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক সমস্যাসমূহ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করা হলো।

বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি হলো জনসেবা সম্পর্কে তাদের উদাসীনতা। জনগণের ভালো-মন্দ দেখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আমলারা খুব একটা মনোনিবেশ করে না। ফলে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়। লাল ফিতার দৌরাত্ম্য ও দীর্ঘসূত্রিতা বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের আরেকটি সমস্যা। আমলারা যেকোনো কাজে অথবা কালক্ষেপন করে কাজের গতি কমিয়ে দেয়। যার ফলে জনগণ দ্রুত প্রত্যাশিত সেবা পায় না। বাংলাদেশের আমলারা রক্ষণশীল। তারা তাদের পূর্ববর্তীদের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলে। তারা জনসেবাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে আনুষ্ঠানিকতার নামে সরকারি আদেশ-নিষেধ, নিয়ম-নীতির প্রতি অবিচল থাকার কারণে তারা সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রে বিভাগীয় মনোভাব প্রবল। এখানে আন্তঃ বিভাগ কর্মকাণ্ডের মধ্যে সামঞ্জস্যের ব্যাপারে বিভিন্ন বিভাগ বা দফতরের মধ্যে তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। ফলে আন্তঃ বিভাগীয় বিরোধ সৃষ্টি হয়। দেশের আমলারা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে জড়িত। তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে। ক্ষমতার লোভে তারা জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নেও বাধা দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। অনেক সময় তারা সরকারি নীতি নির্ধারণেও অন্যায় হস্তক্ষেপ করে থাকে। সর্বোপরি বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার অভাব প্রবলভাবেই বিদ্যমান রয়েছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় আমলাদের অনেক সফলতা থাকলেও আমলাতন্ত্র একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়। উদাসীনতা, দীর্ঘসূত্রিতা, রক্ষণশীলতা, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি দোষে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র দুষ্ট।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব মাইকেল একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সরকারি নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে তিনি ১০ বছর ধরে কাজ করছেন। মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ পেলেও তার কার্যক্রমে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়। তিন নিজেকে জনগণের সেবক মনে না করে প্রভু মনে করেন। নিয়মের বাড়াবাড়ি ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নং ৯]

ক. জনসেবা কী? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির পদসোপান সম্পর্কে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব মাইকেলের কার্যক্রমে সুশাসন ও জনসেবা কতটুকু নিশ্চিত হবে বলে তুমি মনে করো? আলোচনা করো। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ সৃজনশীল ১৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ইফতেখার সাহেব একজন সরকারি চাকরিজীবী। স্বল্প বেতনের সংসারে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার সহকর্মীদের পরামর্শে তিনি চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের বরাবর আর্থিক সাহায্য চেয়ে একটি আবেদন করেন। বিধি মোতাবেক যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে তার সাহায্য পেতে অনেক দেরি হয়ে যায়। ততদিনে ইফতেখার সাহেব সুচিকিৎসার অভাবে মারা যান।

[বিএন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১]

ক. আমলাতন্ত্রের অর্থ কী? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বুঝ? ২

গ. ইফতেখার সাহেবের অর্থপ্রাপ্তির বিলম্ব হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জটিলতা নিরসনে নিজস্ব মতামত দাও। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের অর্থ Desk Government বা দফতর সরকার।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ ইফতেখার সাহেবের অর্থপ্রাপ্তির বিলম্ব হওয়ার কারণ হলো আমলাতন্ত্রের অন্যতম সীমাবদ্ধতা লালফিতার দৌরাত্ম্য।

আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের একটি মারাত্মক সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। এর অর্থ কাজে দীর্ঘসূত্রিতা। সাধারণত আমলারা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাইরে কোনো কাজ করতে চান না। ফলে তাদের কাজকর্মের মধ্যে যান্ত্রিকতা ও দীর্ঘসূত্রিতা প্রবল হয়ে ওঠে, যা মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলে দেয়।

উদ্দীপকের ইফতেখার একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আর্থিক সহায়তা চেয়ে আবেদন করেন। বিধি মোতাবেক জাতীয় দাপ্তরিক কার্যাবলী সম্পন্ন হয়ে তার সাহায্য পেতে দেরি হয়। কিন্তু ততদিনে ইফতেখার সাহেব সুচিকিৎসার অভাবে মারা যান। উদ্দীপকের ইফতেখার সাহেবের সহায়তা প্রাপ্তিতে দেরি হওয়ার কারণটি হলো প্রশাসনিক কাজের দীর্ঘসূত্রিতা যা লালফিতার দৌরাত্ম্য নামে পরিচিত। লালফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে প্রশাসনিক যাবতীয় বিধি-বিধান সম্পন্ন করার মাধ্যমে সেবা প্রদানে অনেক সময় লেগে যায়, যা নাগরিকের ভোগান্তি ঘটায়। উদ্দীপকের ইফতেখার সাহেবের ক্ষেত্রেও লালফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে অর্থ সহায়তা প্রাপ্তিতে দেরি হওয়ায় ইফতেখার সাহেব সুচিকিৎসার অভাবে মারা গেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ইফতেখার সাহেবের অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে জটিলতা দেখা যায় তার কারণ হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। লালফিতার দৌরাত্ম্য সমস্যাটি নিরসনকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

https://teachingbd24.com

আমলাতান্ত্রিক দৌরাত্ম্য সমস্যাটি সমাধান করার জন্য সরকার এবং জনগণ উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। আমলা নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারকে দলীয় নিয়োগের বদলে দক্ষ, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে। সরকার যদি দলীয় স্বার্থ বড় করে দেখে এবং আমলাদের কর্মকাণ্ডে চাপ প্রয়োগ করে তাহলে আদর্শ আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তারা জনগণের শাসক নয় বরং সেবক এ ধরনের মানসিকতা যাতে তৈরি হয় সে বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের জনসেবামূলক মনোভাব গঠনে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের যদি যথোপযুক্ত বেতন, ভাতা, অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হয় তাহলে দুর্নীতি অনেকাংশে কমে আসবে। প্রশাসনিক কাজকর্মে জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। জবাবদিহিতা প্রশাসনকে সচল রাখে। এছাড়াও উপযোগী বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং তা ভঙ্গকারী আমলাদেরকে শাস্তি প্রদানের বিধান রাখা যেতে পারে। ফলে অনেকাংশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা লাঘব করা যাবে।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা লালফিতার দৌরাত্ম্য রোধ করার জন্য ই-গভর্নেন্স চালু সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ হতে পারে। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা পেলে আমলাদের তথা প্রশাসনের গতি বৃদ্ধি করে। ফলে নাগরিক সেবা প্রদানের দীর্ঘসূত্রিতার বা লালফিতার দৌরাত্ম্য রোধ করা সম্ভব হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধানে আলোচ্য পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হলে সমস্যাটির সমাধান সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ আকলিমা আক্তার সরকারি প্রতিষ্ঠানে উপসচিব পদে দায়িত্বরত। তিনি সরকারি নীতি বাস্তবায়নে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক প্রশাসকদের সহায়তা করেন। সরকার আকলিমা আক্তারের মতো দক্ষ জনবল-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে থাকেন। *[নটরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. সরকারের বিভাগ কয়টি? ১
খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আকলিমা আক্তারের প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত কর্মপদ্ধতির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের বিভাগ তিনটি।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে। আমলারা বড় বেশি আনুষ্ঠানিক। এ কারণে তারা সমস্যার মানবিক দিক ও বাস্তব ফলাফলকে উপেক্ষা করে যে কোন কাজকে প্রশাসনিক পুরোনো নিয়মনীতি ও বিধি বিধানের বাঁধনে বাঁধতে চান। এ বিষয়টিই লালফিতার দৌরাত্ম্য বা Red Tapism নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ জনাব আরিফ রহমান একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। চাকরি জীবনে তিনি সর্বদা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশে সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে রুটিন মাফিক দায়িত্ব পালন করেছেন। চাকরির শেষ পর্যায়ে তিনি সচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে তার ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে তার সহকর্মী রহমত সাহেবের আচরণ অত্যন্ত অনমনীয় ও দাম্ভিকতাপূর্ণ। তিনি তার কাজের ব্যাপারে উদাসীন। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১
খ. জনসেবা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব আরিফ রহমানের কাজে আমলাতন্ত্রের কোন কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমত সাহেবের কর্মকাণ্ডের ফলে আমলারা জনবিচ্ছিন্ন" উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা। যার অর্থ আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন।

জনসেবা মানুষের একটি মহৎ গুণ। মহৎ হৃদয়ের ব্যক্তিরাই কেবল জনসেবা করতে পারেন। জনসেবা করতে চাইলে উদার ও বড় মনের মানুষ হতে হয়।

গ জনাব আরিফ রহমানের কর্মময় জীবনে আমলাতন্ত্রের যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো পদসোপান নীতি নিয়োগ ও পদোন্নতি এবং জনসেবা।

আমলাতন্ত্রের পদসোপান নীতি অনুসরণ করা হয়। এ নীতির ভিত্তিতে সকল পদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। প্রত্যেক নিম্ন স্তরের পদই কোনো উচ্চস্তরের পদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা জনাব আরিফ রুটিনমাফিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমলাগণ যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিযুক্ত হন। তাদের পদোন্নতি জ্যেষ্ঠতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। চাকরির শেষ পর্যায়ে জনাব আরিফ রহমান নিয়োগ ও পদোন্নতির ভিত্তিতেই সচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। জনসেবা আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমলাতন্ত্রের মূল কাজ। জনসেবামূলক মানসিকতার কারণেই জনাব আরিফ রহমান জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে তার ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আমলা রহমত সাহেবের অনমনীয় ও দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণ আমলাতন্ত্রকে শুধু অপ্রিয় করে না, নির্বাচিত সরকারকেও জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে— এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়। আর অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, জনাব রহমত সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। কিন্তু তার আচরণ অত্যন্ত অনমনীয় ও দাম্ভিকতাপূর্ণ। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি নিজেকে জনসেবক মনে করেন না বরং প্রভু মনে করেন। এছাড়া তিনি যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করেন— যা আমলাতন্ত্রের লাল ফিতার দৌরাত্ম্যকে বোঝায়। এই লালফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে আমলারা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে নিম্নতম থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত ফাইল চালাচালি করে এবং সেগুলো নিষ্পত্তি করতে অনেক সময় নেয়। এভাবে সময়ক্ষেপণের ফলে জরুরি প্রয়োজনের সময় সমস্যা সমাধান হয় না। ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে শুধু যে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, আমলাতন্ত্র তার আস্থা হারায় এবং সরকারও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

উপর্যুক্ত কারণে বলা যায়, জনগণের সাথে রহমত সাহেবের যে প্রশাসনিক সম্পর্ক, তা যদি বহাল থাকে তাহলে সুশাসন ও জনসেবা উপেক্ষিত হতে থাকবে। এর ফলে আমলাতন্ত্রই শুধু অপ্রিয় হয়ে উঠবে না, সরকারও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৮ মি. 'ক' একজন সরকারি দায়িত্বশীল প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। যেটা মূলত পদসোপান ভিত্তিক। তিনি ছেলেকে আরও বুঝিয়ে বলেন, এ ব্যবস্থায় নিম্নস্তরের কর্মচারীগণ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকেন। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ▌প্রশ্ন নং ৯]*

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' এর ঘটনায় পৌরনীতি ও সুশাসনের কোন ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে— বর্ণনা করো। ৩

ঘ. আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উদ্দীপকের উক্ত ধারণাটির কার্যাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে আমলাতন্ত্রের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমলারা সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংঘ, গোষ্ঠী, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের পরস্পর বিরোধী দাবিসমূহ সংগ্রহ করে এবং প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থের মূল্যায়ন করে এসব গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

গ সৃজনশীল ১৭ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৭ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৯

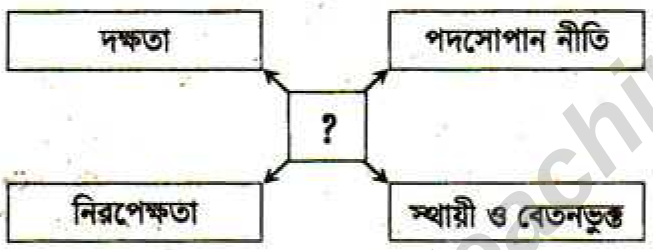

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ১০]

ক. জনসেবা কি? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কি বোঝায়? ২

গ. '?' চিহ্নিত বিষয়টির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় উদ্দীপকে উক্ত বিষয়টি বা ধারণাটির কার্যাবলি আলোচনা করো। ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

আমলাগণ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সাহায্যে দেশের দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আইনসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব এই আমলাদেরই। তারা সমগ্র দেশে আইনের শাসন কার্যকর করেন। বর্তমানে আমলারা বিচার সংক্রান্ত কিছু কাজও করে থাকেন। অনেক রাষ্ট্রেই এখন কিছু বিবাদের মীমাংসা আদালতের পরিবর্তে প্রশাসনিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে করা হয়।

সরকারি নীতি ও কার্যাবলি সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ ও সঠিক তথ্যের উৎস হলো আমলাতন্ত্র। জনসাধারণ, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দল, এমনকি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সরকারি সিদ্ধান্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি সম্পর্কে তথ্য ও বিবরণের জন্য আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা আমলাতন্ত্রের আর একটি বড় কাজ। সরকারি নীতি ও কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার গুরুদায়িত্ব আমলাতন্ত্রের ওপর ন্যস্ত। নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমলাদের এই ভূমিকা সরকারের কাজের পরিধি, আমলাদের নৈপুণ্য ও স্থায়িত্বের ওপর নির্ভরশীল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের প্রশাসনিক অদক্ষতা ও অজ্ঞতার কারণে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমলারা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয়, আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ক্রমশ বৃদ্ধির সাথে সাথে আমলাতন্ত্রের ভূমিকাও অধিকতর গুরুত্ব বহন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ রহিমা বেগম 'ক' প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন। তিনি স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত। কর্মক্ষেত্রে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করেন। তার ভাই নিরপেক্ষতার জন্য তার প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। তারা মনে করেন যে, স্থায়ী চাকুরিজীবী হওয়া সত্ত্বেও তারা জবাবদিহিতার উর্ধ্বে নন। যদিও তারা জনগণের মুখোমুখি হয়ে জবাবদিহি করেন না। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ ▌প্রশ্ন নং ৯]*

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রহিমা বেগমের চাকুরির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কৌশল বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন ম্যাক্স ওয়েবার

খ আমলাতন্ত্রের সদস্য অর্থাৎ আমলাদের রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকার বিষয়টিকেই বলা হয় আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা।

আমলাগণ প্রশাসনের অরাজনৈতিক অংশ। তাদের ওপর অর্পিত প্রশাসনিক দায়িত্ব ছাড়া তারা অন্য কোনো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের জড়িত করেন না। ফলে প্রশাসন কোনো বিশেষ দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। আর এ বিষয়টিই হলো আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা।

গ উদ্দীপকের রহিমা বেগম একজন আমলা। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে আমলাতন্ত্রের ধরন নিচে আলোকপাত করা হলো।

আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় যারা কর্মরত থাকে তারা সরকারের স্থায়ী ও বেতনভুক্ত কর্মচারী। এ ব্যবস্থায় পদসোপান নীতির ভিত্তিতে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। প্রশাসনে অধস্তন কর্মচারীরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে। আমলাতন্ত্র একটি নিরপেক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা। কেননা, আমলাদের পদ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। দলীয় রাজনীতির সাথে তাদের

Teachingbd24.com

কোনো সম্পর্ক থাকে না। আমলারা কর্মপরিধি অনুসারে প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করেন। সরকারি কর্মচারী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের পর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়। আমলাতন্ত্র একটি নিয়মানুবর্তিত সংগঠন। সুনির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতেই আমলাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। আমলাতন্ত্র শাসনব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখে। দায়িত্বশীলতা ও আমলাতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক। অধঃস্তন কর্মচারীরা যেমন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দায়ী থাকেন, তেমনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও আবার মন্ত্রিপরিষদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। আমলাদের পরিচয় সাধারণত অজ্ঞাত থাকে। সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা তাদের ব্যক্তিগতভাবে স্পর্শ করতে পারে না। আমলারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করে থাকেন। তাছাড়া সরকারের বিপুল পরিমাণ জনকল্যাণকর কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব আমলাদের ওপর ন্যস্ত থাকে। এ জন্য আমলারাও স্বাভাবিকভাবে জনকল্যাণ সাধনকেই তাদের প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করেন।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে যে কৌশল অবলম্বল করা যায় তা আলোচনা করা হলো—

সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে, জবাবদিহিতা। রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক, পেশাগত, আইনগত জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমলাতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে দায়িত্বশীলতা। অধস্তন আমলারা তাদের কাজের জন্য উর্ধ্বতন আমলাদের কাছে জবাবদিহি করে, আবার উর্ধ্বতন আমলারা শাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে জবাবদিহি করে থাকেন। বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশেই আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অন্যতম কৌশল হিসেবে তথ্য অধিকার আইন করা হয়েছে। এই আইনের ফলে আমলাতন্ত্রের তথ্য গোপন রাখার প্রবণতা দূর হচ্ছে। এছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসক হিসেবে ভূমিকা পালন করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব। তাই আমলাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকে কার্যকর কৌশল অবলম্বন করতে হবে। প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ই-গভর্নেন্সে রূপান্তর করতে পারলে আমলাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহজ হবে। আমলারা যাতে স্বচ্ছতা ও নিয়মনিষ্ঠা পালন করে এবং দলীয় প্রভাব ও হস্তক্ষেপের উর্ধ্বে থেকে নাগরিকদের সেবা প্রদান করতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করা জরুরি। পাশাপাশি আমলাদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা-বৃদ্ধি করতে হবে। আমলাদের কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দায়বন্ধ, যোগ্য ও দ্রুত সাড়াদানে সক্ষম নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের ফলে আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৩১ জনাব মামুন সাহেব কিছুদিন আগে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরকালীন ভাতা ও অন্যান্য পারিতোষিক প্রাপ্তির জন্য তিনি বার বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কর্তৃপক্ষ বার বার সময় নিচ্ছেন। এমতাবস্থায় তিনি আর্থিক সংকটে পড়ে অমানবিক জীবন কাটাচ্ছেন।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ] প্রশ্ন নং ৮]

ক. আদর্শ আমলাতন্ত্রের প্রবর্তক কী? ১

খ. আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বার বার সময় নেওয়া আমলাতন্ত্রের কোন দিকটির ইঙ্গিত করে ব্যাখ্যা করো? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যা সমাধানের উপায় ব্যাখ্যা করো? ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদর্শ আমলাতন্ত্রের প্রবর্তক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ আমলাতন্ত্র হচ্ছে আমলা বা সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।

আমলাতন্ত্র একটি প্রশাসনে অ-রাজনৈতিক অংশরূপে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ, আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগের রাজনৈতিক পদাধিকারীদের পরামর্শ দান, শাসন বিভাগের বিভিন্ন অংশের সংযোগ সাধন প্রভৃতি কার্যাবলির সাথে অজ্ঞাজিভাবে জড়িত। রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাফল্য মূলত আমলাতন্ত্রের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল।

গ উদ্দীপকে বারবার সময় নেওয়া আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক দিক লালফিতার দৌরাত্ম্যকে ইঙ্গিত করে।

আমলাতন্ত্রের প্রচলিত ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। এর অর্থ হচ্ছে, আগের নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা। এর ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে একই বিষয় বিভিন্ন দপ্তরে বিভাগীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য বন্দি হয়ে থাকে। এতে জনগণের ভোগান্তি বেড়ে যায়। আমলাতন্ত্রের একটি বড় সমস্যা হলো কাজকর্মের দীর্ঘসূত্রিতা। একটি তুচ্ছ কাজ বা অতি অল্প সময়ে হয়ে যাওয়ার মতো কাজও সরকারি কায়দায় নির্ধারিত নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে দীর্ঘসময় ধরে চলতে থাকে। উদ্দীপকে এ বিষয়টিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব মামুন অবসর গ্রহণের পর পেনশনের টাকা ওঠাতে গিয়ে নানা প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হন। তিনি বার বার কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেও সুফল পেতে ব্যর্থ হন। ফলে তিনি এ বিষয়ে অনেকটা আশা ছেড়ে দেন এবং মানবেতর জীবনযাপন শুরু করেন। উদ্দীপকের এ ঘটনায় আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক দিক লালফিতার দৌরাত্ম্য ও দীর্ঘসূত্রিতার বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩২ রহমান সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি সৎ দক্ষ, ও কর্মঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। অন্যান্য কর্মকর্তার মতো তিনি নিজেকে জনগণের প্রভু না ভেবে তাদের সেবক বা প্রজাতন্ত্রে অনুগত কর্মকর্তা মনে করেন। তার টেবিলে ফাইল পড়ে থাকে না। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন।

[আশুগঞ্জ সার কারখানা কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া] প্রশ্ন নং ৯]

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. যেসব আমলা নিজেদের জনগণের প্রভু মনে করেন তাদের কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমান সাহেবের মতো আমলারা দেশের উন্নতিতে কী ভূমিকা রাখতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ যেসব আমলা নিজেদের জনগণের প্রভু মনে করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এর মধ্যে একটি হলো আমলাদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিরা এবং তাদের কাজের জন্য তারা জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। অন্যদিকে প্রশাসনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা রাজনৈতিক প্রশাসকদের নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো প্রশাসনিক কর্মকর্তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজ করে যান এবং তারা জনগণের নিকট দায়ী থাকেন না। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রশাসকরা জনগণের নিকট তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন, আর অরাজনৈতিক প্রশাসক তথা আমলারা তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন না।

আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রতিনিধিত্বমূলক নেতৃত্ব ব্যতীত গণতন্ত্র যেমন অর্থহীন, প্রশিক্ষিত আমলা ছাড়াও তেমনি তা অচল। গণতন্ত্রের স্বার্থে উভয়েরই সুনির্দিষ্ট অবস্থান প্রয়োজন। তা প্রধানত নির্ভর করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সৃজনশীল প্রত্যয় এবং প্রশাসনিক পেশাদারিত্বের ওপর, সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে উভয়ের দক্ষতার ওপর। কাজেই যেসব আমলারা নিজেদের জনগণের প্রভু মনে করে তাদের কাজের জবাবদিহিতা যদি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় তাহলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং সেই সাথে দেশে সুশাসনও প্রতিষ্ঠিত হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমান সাহেবের মত আমলারা অর্থাৎ সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ হয় তবে দেশের উন্নতিতে সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমলা ছাড়া কোনো দেশের পক্ষেই সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় হলো আমলাতন্ত্রে প্রচুর সমস্যা বিদ্যমান। যে কারণে দেশের সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। জবাবদিহিতামূলক আমলাতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। জবাবদিহিতামূলক আমলাতন্ত্রই শাসনব্যবস্থাকে কার্যকর, দ্রুত সাড়া প্রদানকারী ও দক্ষ ব্যবস্থায় রূপান্তরে ভূমিকা রাখে। আমলাদের ওপর দেশের শাসনব্যবস্থা নির্ভর করে কেননা তারাই সরকারের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে আইন প্রণয়নে সরকারকে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগও করে থাকে। তাই আমলাদের হতে হবে, দক্ষ, সৎ, যোগ্য, কর্মঠ এবং পেশাদারী মনোভাবসম্পন্ন। দেশের প্রশাসন যদি সৎ এবং দুর্নীতিমুক্ত হয় তবে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রশাসনের স্বচ্ছতা আনয়ন করলে সুশাসন ত্বরান্বিত হয়। সরকারি তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং তথ্য প্রদানে আমলাতন্ত্রই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, রহমান সাহেবের মত সৎ, দক্ষ প্রশাসনিক আমলাদের দ্বারাই দেশের সার্বিক উন্নতি ও দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একটি সংগঠন কাজ করে। এই সংস্থার সদস্যবৃন্দ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়। তারা নির্দিষ্ট মেয়াদে স্থায়ীভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম । প্রশ্ন নং ৭]

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১
খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংগঠনটির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংগঠনটির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির সাদৃশ্যপূর্ণ সংগঠন হলো আমলাতন্ত্র। নিম্নে আমলাতন্ত্রের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হলো-

আমলাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বলা হয় আমলাতন্ত্র। প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক হারম্যান ফাইনার আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলেন, 'আমলাতন্ত্র বা সিভিল সার্ভিস হলো সেসব পেশাদার কর্মকর্তার সমষ্টি যারা স্থায়ীভাবে কর্মে নিয়োজিত, বেতনভোগী ও দক্ষ।' আমলাতন্ত্র আধুনিক রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন এবং বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় বাস্তবায়ন আমলাতন্ত্রের মৌলিক কাজ। আমলারা আইন প্রণয়নের কাজে অংশ নিয়ে থাকে। তাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত আইনের খসড়া বিল আকারে রাজনৈতিক নেতারা সংসদে উত্থাপন করেন। আমলারা সরকারকে নীতি প্রণয়নে আইনগত ও পদ্ধতিগত পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিচারসংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ আমলাতন্ত্রের অন্যতম কাজ। অনেক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগীয় ও আইনভঙ্গজনিত বিচার সাধারণ আদালতে হয় না। আমলাতন্ত্র বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে এসব বিচার করে থাকে এবং দ্রুত জনগণের সমস্যার প্রতিকার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখতে আমলারা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ধি প্রভৃতি বিষয় নিষ্পত্তিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে আমলাতন্ত্র। এছাড়াও আমলারা আরো অনেক কাজ করে থাকেন। যেমন- শাসনকার্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা, বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থে সমন্বয় সাধন, অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা প্রভৃতি।

ঘ রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

আধুনিক রাষ্ট্র পরিচলনায় আমলাতন্ত্র একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এটি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হয়। তাই সুশাসনের বিষয়টিও আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভর করে।

আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বহুবিদ এবং জটিল কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হয় স্থায়ী ও দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী। আমলাতন্ত্রের দক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারীগণ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ জটিল কাজগুলো সম্পাদন করে জনসেবার মান উন্নত করে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা প্রাশসনিক কর্মকাণ্ডের পরিপূর্ণ বিকাশ। আদর্শ আমলাতন্ত্র প্রশাসনের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করে সুশাসনের পথ সুগম করে।

সুশাসনের জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও গতিশীল প্রশাসন ব্যবস্থা। আর শক্তিশালী ও গতিশীল প্রশাসন গড়ে তুলতে আমলাতন্ত্রের বিকল্প নেই। আমলাতন্ত্রের পদসোপান নীতি আমলাদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা উভয় বৃদ্ধি করে। আমলাতন্ত্রে প্রত্যেক নিম্নতর পদ কোনো উচ্চতর পদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। আর আমলাতন্ত্রের এই দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা সুশাসনের অন্যতম নিয়ামক।

Teachingbd24.com

জনগণের আস্থার ওপর সুশাসন নির্ভর করে। প্রশাসনের ওপর জনগণের আস্থা সৃষ্টি হলে ধরে নেওয়া হয় যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর জনগণের আস্থা সৃষ্টিতে আমলাতন্ত্র তথা গতিশীল ও জনসেবামূলক কাজের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রে ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ যেমন আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভর করে তেমনি সুশাসনও নির্ভর করে আমলাতন্ত্রের ওপর।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ রোকেয়া ইসলাম সরকারি স্থায়ী, দক্ষ ও বেতনভুক্ত চাকরিজীবী। তিনি নিরপেক্ষতার ও শৃঙ্খলার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। শাসনকার্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

[জয়নাল হাজারী কলেজ, ফেনী ▌ প্রশ্ন নং ৫]

ক. আমলাতন্ত্র কী? ১

খ. 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রোকেয়া ইসলাম সরকারের কোন বিভাগে নিয়োজিত আছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিভাগের সমস্যা সামাজিক পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্র হলো একদল অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, স্থায়ী ও পেশাজীবী কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা। যার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সেই সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ রোকেয়া ইসলাম সরকারের শাসন বিভাগে নিয়োজিত আছেন।

শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের শাসন কাজ পরিচালনার দায়িত্ব যে বিভাগের ওপর ন্যস্ত তাকে বোঝায়। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন বাস্তবায়ন করাই শাসন বিভাগের প্রধান কাজ। রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা করার জন্য সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তরে বিন্যস্ত অংশই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সহজ কথায় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি থেকে গ্রাম পুলিশ পর্যন্ত সকলে শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনের ভাষায় শাসন বিভাগ হলো প্রজাতন্ত্রের সেই অংশ যার রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে তাকে। যেমন: বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা ও আমলাতন্ত্র।

উদ্দীপকে রোকেয়া ইসলাম সরকারের স্থায়ী, দক্ষ ও বেতনভুক্ত চাকরিজীবী এবং তিনি নিরপেক্ষতা ও শৃঙ্খলার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এ সব কারণেই বলা যায় তিনি সরকারের শাসন বিভাগ বা আমলাতন্ত্রে নিয়োজিত আছেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের লক্ষ্যেই মানুষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শাসন কাজ পরিচালনা ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা শাসন বিভাগের প্রধান কাজ। শাসন বিভাগকে কেন্দ্র করেই শাসন কাজ পরিচালিত হয়। গঠন ও কাজের দিক হতে শাসন বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা: (ক) রাজনৈতিক শাসক (খ) অরাজনৈতিক শাসক। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগ অন্যতম। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য শাসন বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

ঘ আমলাতন্ত্রের সদস্যরা অর্থাৎ শাসন বিভাগের সদস্যরা তাদের পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সামাজিক পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন।

আমলাতন্ত্র একটি দক্ষ, স্থায়ী বেতনভুক্ত, পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন। এ সংগঠন আইনের ভিত্তিতে গঠিত। আমলারা আইন অনুযায়ী তাদের কাজ সম্পন্ন করেন। আমলাতন্ত্র আধুনিক সরকার ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। আমলাতন্ত্র হবে রাজনীতি নিরপেক্ষ আবেগমুক্ত ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত দক্ষ একটি আদর্শ সংগঠন। আমলার সামাজিক পরিবর্তনে যে ভূমিকা পালন করে তা অন্য কোনো সংগঠন সম্পূর্ণ করতে পারে না। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকাই প্রধান। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

আমলাতন্ত্র সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এটি যেকোনো রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে এবং আধুনিকতার দিকে ধাবিত করে। যেটি সামাজিক পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। আমলাতন্ত্র পদক্রম প্রথার ওপর নির্ভরশীল। আমলাতন্ত্র উঁচু-নিচু স্তরে বিভক্ত থাকে। যেখানে উঁচু স্তরের প্রশাসকরা নিচু স্তরের প্রশাসকদের নিয়ন্ত্রণে থাকেন। আমলাগণ রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে শাসন কাজ করে থাকেন। ফলে সমাজে ন্যায় বিচারের পথ প্রশস্ত হয়। আমলারা শাসন কাজের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন। তারাই সব সময় প্রশাসনকে অটুট রাখেন। সামাজিক পরিবর্তনে বিভিন্ন নীতিনির্ধারণ ও প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করেন। একটি সংগঠন হিসেবে আমলাতন্ত্র জনগণের বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করে। এটি বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে এবং মানব সমাজে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দূর করে শৃঙ্খলা আনয়নে নিয়োজিত থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, যেকোনো প্রশাসন ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। আমলাতন্ত্র রাজনীতিসহ সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সমাজের পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একটি সংগঠন কাজ করে। এই সংস্থার সদস্যবৃন্দ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়। তারা অত্যন্ত দক্ষ ও কর্মঠ। তারা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করে।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর ▌ প্রশ্ন নং ৬]

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. আইন কেন মান্য করা হয়? মতামত দাও? ২

গ. উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ সংগঠনটির নাম কি? বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রের সংগঠনটির সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের মাটি ও মানুষকে একাত্ম করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম।

খ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও কল্যাণ বজায় রাখার জন্য মানুষ আইন মান্য করে।

আইন মান্য করা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। ইংরেজ দার্শনিক টমাস হব্স (Thomas Hobbes), জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham), জন অস্টিন (John Austin) প্রমুখ বলেন— 'মানুষ আইন মেনে চলে শাস্তির ভয়ে। কেননা আইন ভঙ্গ করলে অভিযুক্ত হতে এবং শাস্তি পেতে হয়'। ইংরেজ দার্শনিক এবং চিকিৎসক জন লক (John Locke) বলেন 'যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। আইন স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক'। অতএব বলা যায়, ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তুলতে মানুষ আইন মান্য করে।

Teachingbd24.com

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৬ জনাব আখতার একজন উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবি। তিনি সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ একজন কর্মকর্তা হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। তার টেবিলে ফাইল পড়ে থাকে না। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন। *[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. জনমতের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব আখতারের মধ্যে একজন আমলার কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সরকারি কর্মকর্তারা যদি জনাব আখতারের মতো দায়িত্ব পালন করেন তবে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব— যুক্তি দাও। ৪

৩৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত হলো কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা প্রধানত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

খ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র বলতে মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মীবাহিনীকে বোঝায়।
আমলা হলো কোনো সংগঠন পরিচালনার জন্য স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর আমলাদের সংগঠনই হলো আমলাতন্ত্র। আমলাগণ সুশৃঙ্খলভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ সরকারি কর্মকর্তারা যদি জনাব আখতারের মতো দায়িত্ব পালন করেন তবে তাস্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে আমি মনে করি।
আমলাতন্ত্র আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে সমালোচনার অন্ত নেই। জনসেবা কিংবা নাগরিক সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আমলাদের উদাসীনতাকে অনেকেই শুধু সমালোচনা করে ক্ষান্ত হননি। তারা বরং আমলাদের এরূপ আচরণকে 'অমানবিক' বলেও অভিহিত করেছেন। তবে আমলাদের মধ্যে দেশপ্রেম এখনও হারিয়ে যায়নি। আমলাদের অনেকেই নিজেদের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চান, দুর্নীতির নির্মূল চান। তারা সততা ও দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদন করতে চান। যেমনটি উদ্দীপকে বর্ণিত আমলা জনাব আখতারের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে বর্ণিত আমলা জনাব আখতার সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ কর্মকর্তা। তার টেবিলে ফাইল পড়ে থাকে না এবং তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। সরকারি কর্মকর্তারা যদি জনাব আখতারের মতো দায়িত্ব পালন করেন তবে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কেননা আমলাতন্ত্র হলো প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত এমন একটি সংগঠন যেখানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ যে সকল আইন বা নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলোকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে সরকারি কর্মচারীবৃন্দ। এদের দিক থেকে দক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাব ঘটলে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তাই দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য চাই দক্ষ আমলা প্রশাসন। কেননা দক্ষ আমলাতন্ত্র সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে জনসেবার মান উন্নয়ন করে। ফলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়।
উপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, সরকারি কর্মকর্তারা যদি জনাব আখতারের মতো দায়িত্ব পালন করেন তবে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶৩৭ জনাব মাসুদ একজন আমলা। তিনি সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। অন্যান্য আমলাদের মত তিনি নিজেকে জনগণের প্রভু না ভেবে সেবক ভাবেন। তাঁর টেবিলে ফাইল পড়ে থাকে না। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. জাতি কী? ১
খ. পদসোপান নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে একজন আমলা হিসাবে জনাব মাসুদের মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'আমলা হিসাবে জনাব মাসুদের যথাযথ ভূমিকা সুশাসনের সহায়ক'— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এমন এক জনসমষ্টি যারা হয় স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী।

খ পদসোপান নীতি বলতে পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে পর্যায়ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাসকে বোঝায়।
পদসোপান নীতি অনুযায়ী পদসমূহকে এমনভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় যাতে প্রত্যেক নিম্নতর পদ কোনো উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পদসোপানের ফলে প্রত্যেক কর্মচারীই তার কার্যাবলির জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। উদাহরণসরূপ বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রশাসনিক পদসোপান উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- সহকারি সচিব ♦ সিনিয়র সহকারি সচিব ♦ উপসচিব ♦ যুগ্মসচিব ♦ অতিরিক্ত সচিব ♦ সচিব ♦ সিনিয়র সচিব।

গ উদ্দীপকে একজন আমলা হিসেবে জনাব মাসুদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো-
স্থায়িত্ব আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকার পরিবর্তিত হলেও আমলাতন্ত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কিংবা অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকেন। কেবল দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তারা চাকরিচ্যুত হতে পারেন। আমলাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মচারীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাদের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। পদসোপান নীতি আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ নীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের পরিধি ও জবাবদিহিতা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক নিম্নতর পদই কোনো উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ-নির্দেশ নিম্নতর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। কোনো প্রকার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে, ব্যক্তিগত লাভ বা আবেগ পরিহার করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমলারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন। আমলারা বেতনভোগী সরকারি কর্মচারি। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদেরকে নির্ধারিত বেতন-ভাতা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।

ঘ "আমলা হিসেবে জনাব মাসুদের যথাযথ ভূমিকা সুশাসনের সহায়ক" উক্তিটি যথার্থ।
আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমলা ছাড়া কোনো দেশের পক্ষেই সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় হলো আমলাতন্ত্রে প্রচুর সমস্যা বিদ্যমান। যে কারণে দেশের সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।
জবাবদিহিমূলক আমলাতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। জবাবদিহিতামূলক আমলাতন্ত্রই শাসনব্যবস্থাকে কার্যকর, দ্রুত সাড়া

Teachingbd24.com

প্রদানকারী ও দক্ষ ব্যবস্থায় রূপান্তরে ভূমিকা রাখে। আমলাদের ওপর দেশের শাসনব্যবস্থা নির্ভর করে। কেননা তারাই সরকারের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে আইন প্রণয়নে সরকারকে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগও করে থাকে। তাই আমলাদের হতে হবে দক্ষ, সৎ, যোগ্য, কর্মঠ এবং পেশাদারী মনোভাবসম্পন্ন। দেশের প্রশাসন যদি সৎ এবং দুর্নীতিমুক্ত হয় তবে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়ন করলে সুশাসন ত্বরান্বিত হয়। সরকারি তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং তথ্য প্রদানে আমলাতন্ত্রই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আমলা হিসেবে জনাব মাসুদের ভূমিকা অর্থাৎ সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সুশাসনের সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ মি. জামাল জেলা প্রশাসনের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা। দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের বিষয়ে তিনি ঐতিহ্য এবং নিয়মের দোহাই দিয়ে থাকেন। একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে জনকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য এর অবদান অত্যন্ত জরুরি। *[স্কলার্স হোম, সিলেট । প্রশ্ন নং ৭]*

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. জামালের এরূপ মনোভাবের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রশাসনিক কর্মকর্তার মানসিকতা কীভাবে দূর করা যায়? মতামত দাও। ৪

৩৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের মাটি ও মানুষকে একাত্ম করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের মি. জামাল জেলা প্রশাসনের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা অর্থাৎ আমলা। দৈনন্দিন কার্যসম্পাদনের বিষয়ে তিনি ঐতিহ্য এবং নিয়মের দোহাই দিয়ে থাকেন। তার এরূপ মনোভাবের কারণ হলো দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন ও প্রভুসুলভ মনোভাব তথা আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা।

প্রশাসনের স্থায়ী, দক্ষ, বেতনভুক্ত ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিরাই আমলা। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশরা প্রায় দীর্ঘ ২০০ বছর শাসন করেছে। ব্রিটিশদের দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক ধার করা ঐতিহ্য নিয়ে এ উপমহাদেশের আমলারা আজও তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ব্রিটিশ আমলারা কাজকর্মে দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়মের দোহাই, অর্থ আত্মসাৎ ও নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিতেন। তাছাড়া আমলারা তাদের কাজের জন্য সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হন। তাদের শিক্ষাদীক্ষা, জীবনধারণ পদ্ধতি, গোষ্ঠীগত সংহতি, দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুই জনগণ থেকে অনেকটা ভিন্ন। ফলে তারা প্রভুসুলভ মনোভাব পোষণ করেন।

উদ্দীপকের মি. জামাল-এর মধ্যেও উপরিউক্ত মনোভাবগুলো বিদ্যমান থাকায় দৈনন্দিন কাজে ঐতিহ্য ও নিয়মের দোহাই দিয়ে থাকেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশাসনিক কর্মকর্তা মি. জামাল এর কাজকর্মে দীর্ঘসূত্রিতা বজায় রাখার মানসিকতা তথা অকল্যাণকর মানসিকতা যেভাবে দূরীভূত করা যেতে পারে তা নিচে উল্লেখ করা হলো—

মি. জামালের মানসিকতা দূরীভূত করতে হলে প্রথমত ঔপনিবেশিক আমলের মানসিকতা পরিহার করতে হবে। কারণ ঔপনিবেশিক আমলের মানসিকতা আমলাদেরকে কাজকর্মে দীর্ঘসূত্রিতা, অস্বচ্ছলতা, ফাইল আটকে রাখা ইত্যাদি কাজে উৎসাহিত করে। মি. জামালকে প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ আমলারা পদক্রম অনুসারে পিরামিডের মতো অবস্থান করে। তাদের প্রতিটি কাজের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি নিম্নস্তরের আমলাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন তাহলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। নিম্নস্তরের আমলা যারা সরাসরি জনগণের সাথে সম্পৃক্ত তারা জনগণকে সঠিক সেবা প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ছাড়াও বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, দেশপ্রেম জাগ্রতকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মি. জামালের এরূপ মানসিকতা দূরীভূত করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ জনাব 'ক' একজন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্তকর্তা। মেধা ও যোগ্যতাবলে তার পদোন্নতি ঘটেছে। একবার অডিটর পদে লোক নিয়োগ করার জন্য তিনি নিয়োগ কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এ পদের জন্য তার ছোট ভাই দরখাস্ত করেন। কিন্তু যোগ্যতা না থাকায় ছোট ভাইয়ের চাকরি হয় না। চাকরি পাওয়ার জন্য অনেকে তাকে উৎকোচ দিতে চাইলে তিনি তা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং দক্ষ মেধাবী ও যোগ্য লোকদের অডিটর পদে নিয়োগ করেন। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া । প্রশ্ন নং ১১]*

ক. কাকে আমলাতন্ত্রের জনক বলা হয়? ১

খ. আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে একজন আমলা হিসেবে জনাব 'ক' এর কী কী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর একজন আমলা হিসেবে জনাব 'ক' এর মধ্যে আরও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান? উত্তরের স্বপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারকে (Max Weber) আমলাতন্ত্রের জনক বলা হয়।

খ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র বলতে মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মীবাহিনীকে বোঝায়।

আমলা হলো কোনো সংগঠন পরিচালনার জন্য স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর আমলাদের সংগঠনই হলো আমলাতন্ত্র। আমলাগণ সুশৃঙ্খলভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

গ উদ্দীপকে একজন আমলা হিসেবে জনাব 'ক' এর যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো পদোন্নতি ও নিরপেক্ষতা যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান।

আমলাতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পদোন্নতির ব্যবস্থা। নিয়োগ লাভের পরে উপযুক্ত কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা রয়েছে। তবে জ্যেষ্ঠতা নীতির ভিত্তিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদোন্নতির নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। জনাব 'ক' এর ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিনি মেধা ও যোগ্যতাবলে পদোন্নতি পেয়েছেন।

আমলাতন্ত্রে নিরপেক্ষতা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমলাগণ আবেগ ও ঘৃণার উর্ধ্বে উঠে নিয়মসিদ্ধভাবে কর্মরত থাকেন। রাজনৈতিক বা অনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে প্রত্যেক কর্মকর্তা সবার সাথে সমআচরণ ও ন্যায়বিচারে মনোযোগী হন। যেমনটি

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব 'ক' এর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। জনাব 'ক' নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে উৎকোচ গ্রহণ না করে এবং তার ছোট ভাইকে অডিটর পদে নিয়োগ প্রদান না করে দক্ষ, মেধাবী ও যোগ্য লোকদের অডিটর পদে নিয়োগ প্রদান করে নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

ঘ হ্যাঁ, একজন আমলা হিসেবে জনাব 'ক' এর মধ্যে পদোন্নতি ও নিরপেক্ষতা বৈশিষ্ট্য দুটি ছাড়াও আরও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান বলে আমি মনে করি।

আমলাদের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম দুটি বৈশিষ্ট্য হলো পদোন্নতি ও নিরপেক্ষতা। তবে এ দুটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আমলাদের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন- দক্ষতা আমলাদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে কর্মচারীরা সর্বোচ্চ মাত্রায় বিশেষ দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট থাকেন। কেবল ব্যক্তির দক্ষতা নয়, সংগঠনের দক্ষতাও আমলাতন্ত্রে সর্বোচ্চমাত্রায় লক্ষ করা যায়। আমলাতান্ত্রিক সংগঠন পদসোপানভিত্তিক। এখানে প্রত্যেক নিম্নস্তর পদই কোনো উচ্চতর পদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমলা বা বেসামরিক সরকারি কর্মচারীগণ পেশাদারী বেতনভোগী। তারা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন-ভাতাদি পেয়ে থাকেন।

আনুষ্ঠানিকতা আমলাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমলাতন্ত্রে আনুষ্ঠানিকতা, অনমনীয় বিধি ও কর্মপদ্ধতির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এখানে বিধি মোতাবেক সবকিছু করা হয়। সব কাজই হয় রুটিনমাফিক। স্থায়িত্ব আমলাতন্ত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আমলাদের চাকরি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকেন। এছাড়া প্রশিক্ষণ, ধারাবাহিকতা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্বশীলতা আমলাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, জনাব 'ক' যেহেতু একজন আমলা, সেহেতু তার মধ্যে পদোন্নতি ও নিরপেক্ষতা ছাড়াও আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ জনাব হাবিবুর রহমান সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি অফিসে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। কাজের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুসরণ করেন। তিনি কোন ফাইল আটকে রাখেন না।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব হাবিবুর রহমানের মাঝে আমলাতন্ত্রের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. 'হাবিবুর রহমানের মতে আমলারাই দেশের উন্নয়নের ধারক ও বাহক।' উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

৪০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের জনক হলেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার।

খ লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ জনাব হাবিবুর রহমানের কার্যক্রমে জনসেবায় আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রত্যেক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই সরকারের স্থায়ী, বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। যারা আমলা নামে পরিচিত। আমলাগণ একদিকে যেমন সরকারি গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে, আইন প্রণয়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে সরকারকে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে আমরা দেখি, জনাব হাবিবুর রহমান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে অফিসে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনও অনুসরণ করেন। তার অফিসে কোন ফাইল আটকে রাখেন না। এ ঘটনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে আমলাদের সাথে জনগণের সেতুবন্ধনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা বাংলাদেশের সংবিধানে ২১(২)নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য'। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, আমলাতন্ত্র জনগণের প্রভু নয় বরং সেবক। সকল সময় জনগণের সেবা করা তাদের কর্তব্য। উল্লিখিত ঘটনায় জনাব হাবিবুর রহমানও একই ধরনের কাজ করেছেন।

ঘ 'হাবিবুর রহমানের মত আমলারাই দেশের উন্নয়নের ধারক ও বাহক' বক্তব্যটি— যথার্থ।

সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনগণের অংশগ্রহণ এবং জনকল্যাণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন। আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত। কেননা আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর এ কারণে প্রশাসনিক গতিশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আমলাতন্ত্র ছাড়া আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রশাসনিক সমস্যা হলো দুর্নীতি। আর এ দুর্নীতি রোধে আমলাদের ভূমিকা সর্বাগ্রে।

উদ্দীপকে জনাব হাবিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে চলেন। যার ফলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে যা রাষ্ট্রের উন্নয়নের পথ প্রসার করবে। এতে জনগণের সরকারি তথ্য ও সেবা পাওয়ার পথ সুগম হয়েছে। কাজেই এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং আমলা শ্রেণিকে তাদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই সুশাসন অর্জিত হয়ে উন্নয়নের পথ প্রসারিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা এবং জনসেবায় তাদের ইতিবাচক ভূমিকা খুবই প্রয়োজন। যেমনটি উদ্দীপকে জনাব হাবিবুর রহমানের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪১ পৌরনীতি ও সুশাসনের ক্লাস নিচ্ছেন অধ্যাপক মহোদয়। তিনি বলছেন, সরকারের দুটি অংশ থাকে— একটি রাজনৈতিক অংশ, অপরটি অরাজনৈতিক অংশ। আমি আজ অরাজনৈতিক অংশটি নিয়ে আলোচনা করবো। এরপর তিনি আলোচনা শুরু করেন।

[মাগুরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. আমলাতন্ত্রের ইংরেজী প্রতিশব্দ কি? ১

খ. আমলাতন্ত্রের দুটি কাজ আলোচনা করো। ২

গ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকারের অরাজনৈতিক অংশটির ভিতরে তুমি কি কি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাও? আলোচনা করো। ৪

Teachingbd24.com

৪১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Bureaucracy.

খ আমলাতন্ত্রের দুটি কাজ হলো সরকারি আইন ও নীতি কার্যকর করা এবং অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করা।

আমলারা সরকারি নীতি ও আইন এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবে কার্যকর করে থাকেন। এর মাধ্যমে তারা সমগ্র দেশে আইনের শাসন কার্যকর করেন। এছাড়া অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করা আমলাতন্ত্রের একটি বড় কাজ। প্রশাসনের ভারসাম্য ও উৎকর্ষ সংরক্ষণের স্বার্থে আমলাতন্ত্রই কর্মচারীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করে।

গ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন। কেননা নিয়ন্ত্রণহীন আমলাতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।

আমলাতন্ত্র হলো স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ ও পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন। আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। যখন কোনো ব্যক্তি তার কাজের জন্য কারো কাছে জবাব দেয়, যে কাজটা সে কীভাবে করেছে তখন তাকে জবাবদিহিতা বলে।

আমলাদের মধ্যে জবাবদিহিতার মনোভাব দেখা দিলে তাদের দ্বারা সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কারণ জবাবদিহিতা ছাড়া সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতা। আমলাতন্ত্র প্রশাসন পরিচালনার সব দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। কর্মচারীদের নিয়োগ এবং পদোন্নতির ব্যবস্থাও করে আমলাতন্ত্র। জবাবদিহিতা না থাকলে আমলাতন্ত্রের এসব কাজে দুর্নীতি এবং স্বেচ্ছাচারিতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। এসব কারণেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন।

ঘ উদ্দীপকে সরকারের অরাজনৈতিক অংশটি বলতে মূলত আমলাতন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে।

সরকারের স্থায়ী, বেতনভুক্ত, রাজনীতি নিরপেক্ষ ও পেশাদার কর্মকর্তাদের বলা হয় আমলা। আর আমলাদের মাধ্যমে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় আমলাতন্ত্র। সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আমলাতন্ত্র। উদ্দীপকে দেখা যায়, সরকারের দুটি অংশের মধ্যে একটি হচ্ছে অরাজনৈতিক। এ থেকে বোঝা যায় আমলাতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনীতি নিরপেক্ষতা। এছাড়া আমলাতন্ত্রের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো হলো—

প্রথম, স্থায়িত্ব আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকার পরিবর্তিত হলেও আমলাদের কোনো পরিবর্তন হয় না। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কিংবা অবসরগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকেন। কেবল দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তারা চাকরিচ্যুত হতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, আমলাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মচারীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাদের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

তৃতীয়ত, পদসোপান নীতি (Hierarchy) আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ নীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের পরিধি ও জবাবদিহিতা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক নিম্নতর পদই কোনো উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ-নির্দেশ নিম্নতর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

চতুর্থত, আমলারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোই একে একটি আদর্শ সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৪২ তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে রফিক চাকুরিতে যোগদান করে। তার চাকুরিতে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে পদোন্নতি পাওয়া যায়। সকল আদেশ নির্দেশ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আসে। এখানে সকল সিদ্ধান্ত আসে মন্ত্রিপরিষদ হতে, রফিকের অফিসের কাজ উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।

[নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৭]

ক. রফিক কোন ধরনের ব্যবস্থার অংশ? ১

খ. উক্ত ব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২

গ. রফিকের অফিস ব্যবস্থাপনায় পদসোপানের ভূমিকা লেখ। ৩

ঘ. জাতীয় উন্নয়নে রফিকের দপ্তরের ভূমিকা পর্যালোচনা করো। ৪

৪২নং প্রশ্নের উত্তর

ক রফিক আমলাতন্ত্রের অংশ।

খ আমলাতন্ত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো স্থায়িত্ব এবং নিরপেক্ষতা।

স্থায়িত্ব আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটি একটি স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আমলারা একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্থায়ীভাবে পদে আসীন থাকেন। এছাড়া আমলাতন্ত্র একটি নিরপেক্ষ প্রশষাসনব্যবস্থা। আমলাতন্ত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। দলীয় রাজনীতির সাথে আমলাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না।

গ রফিকের অফিস ব্যবস্থাপনায় অর্থাৎ আমলাতন্ত্রে পদসোপান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আমলাতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক হলো পদসোপান। এ ব্যবস্থায় পদসোপান নীতি আবশ্যক। পদসোপান নীতি বলতে পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে পর্যায়ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস বোঝায়। পদসোপান নীতি অনুযায়ী দপ্তরসমূহকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে প্রত্যেক নিম্নতর পদ কোনো উচ্চতর পদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রফিকের চাকুরিতে যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে পদোন্নতি পাওয়া যায়। সকল আদেশ-নির্দেশ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আসে। মন্ত্রিপরিষদের সকল সিদ্ধান্ত এ অফিস দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। এটি আমলাতন্ত্রে পদসোপানের ভূমিকাকে নির্দেশ করে। আমলাতন্ত্রে পদসোপানের ফলে প্রত্যেক কর্মচারী তার কাজের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। যার ফলে, কোনো কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না। আমলাদের মধ্যে জবাবদিহিতা তৈরি হয় বলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। পদসোপান নীতি মেনে চললে আমলাতন্ত্রে দুর্নীতির সৃষ্টি হতে পারে না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে হয় বলে আমলারা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। তাই বলা যায়, আমলাতন্ত্রের ব্যবস্থাপনায় পদসোপান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ জাতীয় উন্নয়নে রফিকের দপ্তর তথা আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী সংগঠন। যে সব কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকারের নীতি ও আদেশ বাস্তবায়ন করে তাদেরকে আমলা বলা হয়। সামগ্রিকভাবে আমলাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বলা হয় আমলাতন্ত্র। বর্তমানে আমলাতন্ত্র শাসনকার্য পরিচালনার একটি অপরিহার্য অংশ, যা জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলির ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন—রাষ্ট্রের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা ও নিত্যনতুন সমস্যাবলির সমাধানের জন্য সরকারের নানা ধরনের নীতি নির্ধারণ করতে হয়। আমলারা সরকারের এসব নীতি নির্ধারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। আমলাদের এসব কাজ জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এ ধরনের রাষ্ট্র জনগণের মঙ্গলের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি সংক্রান্ত বহু দায়িত্ব পালন করে।

https://teachingbd24.com

আমলারা তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সাথে এ বিপুল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে সামাজিক পরিবর্তনসহ নানাবিধ ইতিবাচক ভূমিকা রাখেন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান, অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ জাতীয় অগ্রগতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অনুঘটক হিসেবে আমলাতন্ত্র নিজেদের বিকল্পহীন সংগঠনে পরিণত করেছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আমলাদের কার্যক্রমের ওপর দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অনেকটাই নির্ভর করে। তাই বলা যায়, জাতীয় উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ আশরাফ সাহেব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সৎ, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি চাকুরীর বিধি মোতাবেক দুই বছর আগে অবসরে যান। পেনশনের যাবতীয় কাগজপত্র তিনি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠিয়ে দেন। সময়মত পেনশনের টাকা না পেয়ে আশরাফ সাহেব একদিন সচিবালয়ে খোঁজ নিতে যান। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বললেন, আপনার ফাইলটি প্রক্রিয়াধীন, আরও অপেক্ষা করতে হবে।
[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ ▌প্রশ্ন নং ৬]

ক. আমলাতন্ত্র কী? ১
খ. 'পদসোপান নীতি'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে আমলাতন্ত্রের কোন ত্রুটি ফুটে উঠেছে? তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আমলাতন্ত্রের উক্ত ত্রুটি দূরীকরণে তোমার পরামর্শ উপস্থাপন করো। ৪

৪৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্র হচ্ছে স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ ও পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন।

খ পদসোপান নীতি বলতে পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে পর্যায়ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস বোঝায়।

পদসোপান নীতি অনুযায়ী পদসমূহকে এমনভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় যাতে প্রত্যেক নিম্নতর পদ কোনো উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পদসোপানের ফলে প্রত্যেক কর্মচারীই তার কার্যাবলির জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রশাসনিক পদসোপান উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- সহকারি সচিব ♦ সিনিয়র সহকারি সচিব ♦ উপসচিব ♦ যুগ্মসচিব ♦ অতিরিক্ত সচিব ♦ সচিব ♦ সিনিয়র সচিব।

গ উদ্দীপকের আলোকে আশরাফ সাহেব এর পেনশন আবেদনের ফাইল মঞ্জুর বিলম্বের কারণ হলো আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ লালফিতার দৌরাত্ম্য।

আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের একটি মারাত্মক ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম্য। এর অর্থ কাজে দীর্ঘসূত্রিতা। সাধারণত আমলারা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাইরে কোনো কাজ করতে চান না। ফলে তাদের কাজকর্মের মধ্যে যান্ত্রিকতা ও দীর্ঘসূত্রিতা প্রবল হয়ে ওঠে, যা মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলে দেয়। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকের আশরাফ সাহেব এর পেনশন আবেদনের ফাইল মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাজের দীর্ঘসূত্রিতা, যা এক কথায় 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীতে তিনি সচিবালয়ে খোঁজ নিতে গেলেও এ বিষয়ে কোনো সহায়তা পাননি। 'লালফিতা' বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়। আমলারা খুব বেশি আনুষ্ঠানিক। সবকিছুই তারা প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে করতে চান। এর ফলে সমস্যার মানবিক দিকটি উপেক্ষিত হয়। সমস্যা সমাধানে বিধি মোতাবেক অগ্রসর হতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় এবং সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। জনগণের চাওয়া-পাওয়া ও আবেদন আমলাতন্ত্রের 'লাল ফিতার' বাঁধনে আটকা পড়ে থাকে। এতে সেবা গ্রহীতার হয়রানি বেড়ে যায়। উদ্দীপকের আশরাফ সাহেব ও এ ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকের আশরাফ সাহেব-এর পেনশন আবেদনের ফাইল মঞ্জুর বিলম্বে যে সমস্যা দেখা যায় তা হলো আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ 'লালফিতার দৌরাত্ম্য'। এ সমস্যা সমাধানে নানাবিধ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আশরাফ সাহেব দুই বছর আগে শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলেও আজ পর্যন্ত পেনশন মঞ্জুর করতে পারেনি। তার ফাইলটি এখনো প্রক্রিয়াধীন এবং আরো অপেক্ষা করতে হবে। আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে জনগণ ও প্রশাসন উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে।

উদ্দীপকের আশরাফ সাহেব-এর দেশের জনগণ রাজনৈতিকভাবে অসচেতন। তাই তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা সম্ভব। আশরাফ সাহেব-এর দেশে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আশরাফ সাহেব-এর দেশের আমলাতন্ত্রকে কর্মতৎপর বা দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার মত ব্যবস্থা নেই। তাই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে উক্ত সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। জবাবদিহিতা প্রশাসনকে সচল রাখে। তাই প্রশাসনিক কাজকর্মে জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এতে আশরাফ সাহেব-এর দেশের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। আমলাতন্ত্রের জটিলতা অর্থাৎ 'লালফিতার দৌরাত্ম্যে'র সমস্যা সমাধানে আশরাফ সাহেব-এর দেশে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটাতে হবে। আর আইনের প্রয়োগ ঘটালে জটিলতা সৃষ্টিকারীরা যখন শাস্তির আওতায় আসবে তখন অন্যেরা ভয়ে তা করতে সাহস পাবে না। ফলে অনেকাংশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা লাঘব করা যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের আশরাফ সাহেব-এর সমস্যা সমাধানে আলোচ্য পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতন হওয়া জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ মি. সুমন একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি তিন বছর আগে অবসরে গেলেও আজ পর্যন্ত পেনশন মঞ্জুর করাতে পারেননি। তাই ফাইলটি বিভিন্ন টেবিলে ঘুরাঘুরি করে সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়ে আছে। এরূপ হয়রানিতে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন।
[সরকারি বরিশাল কলেজ ▌প্রশ্ন নং ৮]

ক. দেশপ্রেম কী? ১
খ. স্থানীয় সরকার বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে মি. সুমনের পেনশন মঞ্জুরে বিলম্বের কারণ পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. সুমনের সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ, আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ একটি দেশের সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে স্থানীয় শাসন বা স্থানীয় সরকার বলে।

স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কোনো নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা নেই। সরকারের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে তারা দায়িত্ব পালন করেন।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

★ আমলাতন্ত্রের ধারণা

১. Bureau শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? [জ্ঞান]
ক) ইংরেজি খ) জার্মান
গ) ফরাসি ঘ) ল্যাটিন — গ

২. Kratein শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? [জ্ঞান]
ক) ইংরেজি খ) গ্রিক
গ) জার্মান ঘ) ফরাসি — খ

৩. আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? [জ্ঞান]
ক) Mobocracy খ) Bureaucracy
গ) Bureaucraty ঘ) Bureaucrat — খ

৪. উৎপত্তিগত অর্থে আমলাতন্ত্রের অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক) Desk Government
খ) Table Government
গ) Chair Government
ঘ) Permanent Government — ক

৫. আদর্শ আমলাতন্ত্রের উদ্ভাবক কে? [জ্ঞান]
ক) পল এইচ অ্যাপলবি
খ) অধ্যাপক হারম্যান ফাইনার
গ) ফিফনার ও প্রেসথাস
ঘ) ম্যাক্স ওয়েবার — ঘ

৬. 'আমলাতন্ত্র হলো এক ধরনের চাকরিজীবী শ্রেণি যারা বেতনভুক্ত, স্থায়ী ও দক্ষ'-উক্তিটি কে করেছেন? [জ্ঞান]
ক) ফাইনার খ) লাস্কি
গ) ব্রাইস ঘ) ম্যাক্সওয়েবার — ক

৭. Bureau শব্দের অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক) টেবিল খ) চেয়ার
গ) সভা ঘ) শাসন — ক

৮. আমলাতন্ত্রের জনক বলা হয় কাকে? [চ. বো. ১৬; রা. বো. ১৬; কু. বো. ১৬; ব. বো. ১৫; সি. বো. ১৫]
ক) পল এইচ অ্যাপলবি
খ) আর ডি প্রেমনাথ
গ) ম্যাক্স ওয়েবার
ঘ) প্রেসথাস — গ

৯. উৎপত্তিগত অর্থে আমলাতন্ত্র অর্থ কী? [ব. বো. ১৫; য. বো. ১৫]
ক) Desk Government
খ) Table Government
গ) Chair Government
ঘ) Permanent Government — ক

১০. কোনটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বস্তরে বিদ্যমান? [জ্ঞান]
ক) সুশীল সমাজ খ) আমলাতন্ত্র
গ) তৃণমূল নেতৃবৃন্দ ঘ) রাজনৈতিক নেতৃত্ব — খ

১১. কোন প্রতিষ্ঠান ছাড়া একটি দেশের পক্ষে সরকার পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে? [সি. বো. ১৫]
ক) বুদ্ধিজীবী
খ) আমলাতন্ত্র
গ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
ঘ) রাজনৈতিক দল — খ

১২. রাজনৈতিক ব্যবস্থার শীর্ষে থাকে কোনটি? [জ্ঞান]
ক) আমলাতন্ত্র খ) দলীয় ভাবমূর্তি
গ) সুশীল সমাজ ঘ) রাজনৈতিক নেতৃত্ব — ঘ

১৩. আমলাতন্ত্র হলো বেসামরিক কর্মচারীদের সংগঠন যারা— [অনুধাবন]
i. চাকরিতে স্থায়ী
ii. রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত
iii. নির্দিষ্ট বেতনভুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ক

★★ আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

১৪. ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, আমলাতন্ত্র কোন ধরনের সংগঠন? [জ্ঞান]
ক) নৈতিক খ) আদর্শিক
গ) আইনানুগ ঘ) বিপ্লবী — খ

১৫. আমলাগণের নিয়োগদান সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কারণ তারা নিয়োগ লাভ করেন— [জ্ঞান]
ক) অর্থের ভিত্তিতে খ) বংশের ভিত্তিতে
গ) মেধার ভিত্তিতে ঘ) আত্মীয়তার সূত্রে — গ

১৬. কোনটি আমলাতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য? [ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ, পাবনা]
ক) নিরপেক্ষতা খ) উদারতা
গ) আনুষ্ঠানিকতা ঘ) অস্থায়ী — ক

১৭. সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও কারা দায়িত্ব ও কর্তৃত্বে থেকেই যায়? [জ্ঞান]
ক) আমলা প্রশাসক খ) রাজনীতিবিদগণ
গ) মন্ত্রীগণ ঘ) আইনসভার স্পিকার — ক

১৮. 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' খুব বেশি কোথায় দেখা যায়? [জ্ঞান]
ক) রাজতন্ত্রে খ) আমলাতন্ত্রে
গ) একনায়কতন্ত্রে ঘ) গণতন্ত্রে — খ

১৯. আমলাদেরকে দক্ষ চাকরিজীবী শ্রেণি বলা হয় কেন? [অনুধাবন]
ক) তারা উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ
খ) তারা সহনশীল ও দক্ষ
গ) তারা উচ্চশিক্ষিত ও নিরপেক্ষ
ঘ) তারা ধৈর্যশীল ও অভিজ্ঞ — ক

২০. প্রশাসনের রাজনৈতিক অংশ অস্থায়ী কিন্তু অরাজনৈতিক অংশ স্থায়ী। এখানে অরাজনৈতিক অংশ বলে কাদের বোঝানো হয়েছে? [অনুধাবন]
ক) সাধারণ জনগণ
খ) আমলাগণ
গ) আইন সভার সদস্যগণ
ঘ) উপজেলা পরিষদের সদস্যগণ — খ

২১. লাল ফিতার দৌরাত্ম্য-এ কথাটি কাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত? [দি. বো. ১৫]
ক) সাময়িক শাসকদের
খ) সংসদ সদস্যদের
গ) আমলাদের
ঘ) রাজনীতিকদের — গ

২২. নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী আমলারা বিরত থাকেন— [চ. বো. ১৫; য. বো. ১৫]
ক) জনসেবা থেকে
খ) রাজনীতি হতে
গ) সুশীল সমাজ হতে
ঘ) জনগণ থেকে — খ

Teachingbd.com

২৩. আমলারা কোন বিভাগের সদস্য? [কু. বো. '১৩]
ক আইন বিভাগ খ শাসন বিভাগ
গ বিচার বিভাগ ঘ প্রতিরক্ষা বিভাগ **খ**

২৪. আমলা প্রশাসন রাজনীতি নিরপেক্ষ সংগঠন। কারণ তারা বিরত থাকে— [হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা; নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]
ক রাজনীতি থেকে খ দেশপ্রেম হতে
গ জনগণ হতে ঘ শিক্ষা হতে **ক**

২৫. আমলাতন্ত্র বছরের পর বছর ফাইলবন্দি অবস্থায় পড়ে থাকার কারণ বিশ্লেষণ করলে কোনটি পাওয়া যায়? [আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]
ক আনুষ্ঠানিকতা খ লাল ফিতার দৌরাত্ম্য
গ শৃঙ্খলাবোধ ঘ পদসোপান নীতি **খ**

২৬. আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন কাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? [আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া]
ক মন্ত্রীদের দ্বারা
খ পুলিশ দ্বারা
গ রাজনৈতিক দল দ্বারা
ঘ জনগণ দ্বারা **ক**

২৭. আমলাগণের কাজকর্মের সাফল্যের অন্যতম মানদণ্ড কোনটি? [জ্ঞান]
ক পরিশ্রম খ দলীয় আনুগত্য
গ সরকারি আনুকূল্য ঘ নিয়মানুবর্তিতা **ঘ**

২৮. বাংলাদেশে সরকারি আমলাদের নিয়োগের জন্যে একটি দক্ষ ও নিরপেক্ষ সরকারি কর্মকমিশন রয়েছে। এ কর্মকমিশন গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য কোনটি? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক দলীয়করণ করা
খ স্বজনপ্রীতি রোধ করা
গ কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা
ঘ নারীদের চাকরির ব্যবস্থা করা **খ**

২৯. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বর্তমানে কয়টি ক্যাডারে বিভক্ত? [জ্ঞান]
ক ২০টি খ ২৪টি
গ ২৮টি ঘ ৩০টি **গ**

৩০. আমলারা হলেন— [অনুধাবন]
i. দক্ষ
ii. স্থায়ী iii. বেতনভুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩১. "লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বলতে বোঝায়"— [য. বো. '১৩]
i. দাপ্তরিক নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ
ii. দাপ্তরিক নিয়মের আনুষ্ঠানিকতা
iii. দাপ্তরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩২. আমলাগণ চাকুরিচ্যুত হতে পারেন— [অনুধাবন]
i. সরকার পরিবর্তন ঘটলে
ii. দৈহিক অসামর্থ্যের ফলে
iii. মানসিক অসামর্থ্যের কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩৩. আমলাতন্ত্রে সমস্ত কাজ রুটিনমাফিক করা হয়, কারণ আমলাতন্ত্র গুরুত্ব দেয়— [অনুধাবন]
i. আনুষ্ঠানিকতার ওপর
ii. কার্যপদ্ধতির ওপর
iii. বিধিবিধানের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও ii ঘ i ও iii **গ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব 'ক' একজন সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব ও সহকারী সচিবগণ তাকে সহায়তা করেন। জনাব 'ক' সরকারি দলের কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

৩৪. উদ্দীপকে আমলাতন্ত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করা যায়? [প্রয়োগ]
ক আনুষ্ঠানিক খ পদসোপান
গ দাপ্তরিক ঘ অনানুষ্ঠানিক **খ**

৩৫. জনাব 'ক' আমলাতন্ত্রের কোন বৈশিষ্ট্য লঙ্ঘন করেছেন— [উচ্চতর দক্ষতা]
ক পদসোপান খ রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা
গ স্থায়িত্ব ঘ আনুষ্ঠানিক **খ**

নিচের রেখাচিত্র থেকে ৩৬ ও ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

[রা. বো. '১৩]

৩৬. '?' চিহ্নিত স্থানে নিচের কোনটি বসবে?
ক আমলাতন্ত্র খ বিচার বিভাগ
গ আইন বিভাগ ঘ শাসন বিভাগ **ক**

৩৭. চিত্রে প্রদর্শিত বিষয়টির প্রধান ত্রুটি হলো-
ক ক্ষমতালিপ্সা
খ দীর্ঘসূত্রিতা
গ অভিজাততান্ত্রিকতা
ঘ উদাসীনতা **খ**

★★ আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি

৩৮. আমলাদের কাজ কী? [জ্ঞান]
ক নীতিনির্ধারণ খ নীতি বাস্তবায়ন
গ আইন প্রণয়ন ঘ রাষ্ট্র পরিচালনা **খ**

৩৯. সরকারি সিদ্ধান্ত ও নীতি বাস্তবায়ন করে কে? [জ্ঞান]
ক আমলা প্রশাসকগণ
খ রাষ্ট্রপ্রধান
গ পরিকল্পনামন্ত্রী ঘ প্রধানমন্ত্রী **ক**

৪০. নীতিনির্ধারণের ক্ষমতা সরকারের কোন বিভাগের উপর ন্যস্ত? [জ্ঞান]
ক আইন বিভাগ খ শাসন বিভাগ
গ বিচার বিভাগ
ঘ আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ **ঘ**

http://teachingbd.com

৪১. বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের অতি বিকাশের কারণ কী? [সরকারি শহীদ বুলবুল কলেজ, পাবনা]
(ক) স্বাধীনতা লাভের পর অতি দ্রুত পদোন্নতি
(খ) রাজনৈতিক অস্থিরতা
(গ) নেতৃত্বের দুর্বলতা
(ঘ) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব (গ)

৪২. আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে কাদের কাজের পরিধি ব্যাপক? [জ্ঞান]
(ক) পেশাজীবীর (খ) ব্যবসায়ীদের
(গ) রাজনীতিবিদদের (ঘ) আমলাদের (ঘ)

৪৩. আমলাতন্ত্রের কাজ হলো— [অনুধাবন]
i. সরকারি নীতি নির্ধারণে সহায়তা করা
ii. সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা
iii. দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা করা
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ঘ)

৪৪. আমলাতন্ত্র ভারসাম্য রক্ষা করে— [অনুধাবন]
i. পেশাগত মূল্যবোধের মধ্যে
ii. নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে
iii. সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ক)

★ আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন

৪৫. প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? [জ্ঞান]
(ক) ৫ ভাগে (খ) ৪ ভাগে
(গ) ৩ ভাগে (ঘ) ২ ভাগে (ঘ)

৪৬. আমলাতন্ত্র সাধারণ জনগণের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে কেন? [শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ; নবাব সিরাজ-উ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]
(ক) পদসোপান নীতির
(খ) জবাবদিহিতার উপস্থিতির জন্য
(গ) শৃঙ্খলাবোধের জন্য
(ঘ) প্রভুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য (ঘ)

৪৭. অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র কীসের জন্য হুমকিস্বরূপ? [জ্ঞান]
(ক) গণতন্ত্র (খ) সমাজতন্ত্র
(গ) পুঁজিবাদ (ঘ) সামন্তবাদ (ক)

৪৮. আদর্শ আমলাতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে—
i. সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসন পরিচালনা
ii. প্রশাসনের রাজনীতি নিরপেক্ষতা
iii. সামরিক বাহিনীর দ্বারা প্রশাসন পরিচালনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ক)

৪৯. প্রশিক্ষণ আমলাদের মধ্যে বৃদ্ধি করে— [রা. বো. '১৫]
i. বিচক্ষণতা
ii. দক্ষতা iii. বুদ্ধিমত্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii (ঘ)

৫০. আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি দেশের উন্নতিকে পিছিয়ে দিয়েছে। এর কারণ কী? [কু. বো. '১৫]
i. দেশপ্রেমের অভাব
ii. সততার অভাব iii. শিক্ষার অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ঘ)

৫১. অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য— [আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]
i. আশীর্বাদ
ii. হুমকিস্বরূপ iii. কল্যাণকর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) ii (ঘ)

৫২. আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. আমলাদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে
ii. আমলাদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে
iii. আমলাদের মধ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ঘ)

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৩ ও ৫৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব নজরুল ইসলাম সাহেব সরকারের একজন স্থায়ী বেতনভুক্ত উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি নিরপেক্ষভাবে প্রশাসন পরিচালনা করেন। তিনি অবৈধ ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করেন না এবং সৎভাবে জীবনযাপন করেন।

৫৩. জনাব নজরুল ইসলাম সাহেব একজন—
(ক) আমলা (খ) রাজনৈতিক নেতা
(গ) সভাপতি (ঘ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ক)

৫৪. জনাব নজরুল সাহেব চাকরিতে পদোন্নতি পেতে পারেন যে কারণে-
i. সততার জন্য
ii. প্রভাব বিস্তারের জন্য
iii. দক্ষতার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (খ)

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৫ ও ৫৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনগণকে সেবা প্রদানের মূল দায়িত্ব আমলাতন্ত্রের ওপর বর্তায়। কিন্তু সেবা প্রদানে নিয়োজিত আমলাদের মধ্যে নানা অনিয়ম বিরাজমান। [সি. বো. '১৫]

৫৫. সুশাসনের পথে আমলাতন্ত্র অন্তরায় কেন?
i. জবাবদিহিতার অভাব
ii. নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতার অভাব
iii. আমলাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii (ঘ)

৫৬. প্রশাসনের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে—
i. জনগণ সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়
ii. মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়
iii. প্রশাসকরা সেবা প্রদানে নিরুৎসাহী হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ঘ)

Teachingbd.com

অধ্যায়-১০: দেশপ্রেম ও জাতীয়তা

প্রশ্ন ▶ ১ বিশ্বের ইতিহাসে ফিলিস্তিনিরা নিজ ভূমি রক্ষা ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ সংগ্রাম করে আসছে। ঐতিহাসিক পটভূমি, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক কারণে তারা সংগ্রামরত। ইসরাইলীদের বর্বরোচিত হামলা ও দখল কার্যক্রম সত্ত্বেও ফিলিস্তিনিরা আত্মবিসর্জন দিয়েও দেশ মাতৃভূমিকে হারাতে চায় না।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো.-'১৮ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. স্বচ্ছতা কী? ১

খ. অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে দুটি সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে কোন ধারণা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফিলিস্তিনিদের ঐক্যবন্ধতার ক্ষেত্রে জাতীয়তার কোন উপাদানটির ভূমিকা মুখ্য? তোমার মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো কাজ অনিয়ম পরিহার করে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা এবং তা যাচাইয়ের সুযোগ থাকাকে স্বচ্ছতা বলে।

খ অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অধিকারের কথা উচ্চারণের সাথে সাথে কর্তব্যের বিষয়টিও স্বাভাবিকভাবে এসে যায়।

অধিকার ও কর্তব্যের অনেকগুলো সম্পর্কের মধ্যে দু'টি হলো ১. এরা একে অপরের পরিপূরক ২. উভয়েই সমাজজীবনের দায়বদ্ধতার সঙ্গে যুক্ত। নাগরিকের অধিকার উপভোগের জন্য রাষ্ট্র সব ধরনের নিশ্চয়তা বিধান করে। তেমনি রাষ্ট্রও নাগরিকের কাছ থেকে কিছু কর্তব্যপালন আশা করে। অর্থাৎ, নাগরিকের যা অধিকার রাষ্ট্রের তা কর্তব্য, রাষ্ট্রের যা অধিকার নাগরিকের কাছে তা কর্তব্য। আবার, অধিকার ও কর্তব্য উভয়ে সমাজজীবনের দায়বন্ধতার সঙ্গে যুক্ত। অধিকার পূরণ হলে তা সমাজজীবনকে সহজ করে। আর কর্তব্যপালন সমাজজীবনকে করে উন্নত।

গ উদ্দীপকে ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে বিদ্যমান জাতীয়তার ধারণা ফুটে উঠেছে।

জাতীয়তা হলো অভিন্ন ভাষা, চিন্তা, প্রথা ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এক জনসমষ্টি, যা অনুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ অন্যান্য জনসমষ্টি থেকে নিজেদের পৃথক মনে করে। এটি একটি ভাবগত বা বিমূর্ত ধারণা। জাতীয়তার বোধ একটি জনসমষ্টির মধ্যে গভীর একাত্মতাবোধ জাগ্রত করে। জাতীয়তার আদর্শ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্যাতিত ও শোষিত মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। সহায়তা করেছে জাতিরাষ্ট্র গঠনে। জাতীয়তার অন্যতম অনুঘটক হিসেবে দেশপ্রেম মানুষকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতির কল্যাণে নিবেদিত হতে প্রণোদনা যুগিয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফিলিস্তিনিরা নিজ ভূমি রক্ষা ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছে। অভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমি, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক বন্ধনের কারণে তারা একাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে সংগ্রামরত। ইসরাইলীদের বর্বরোচিত হামলা ও দখল কার্যক্রমের মধ্যে তারা আত্মবিসর্জন দিয়ে হলেও মাতৃভূমিকে ধরে রাখতে চায়। তাই বলা যায়, ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে জাতীয়তার ধারণাই ফুটে উঠেছে।

ঘ আমার মতে উদ্দীপকের ফিলিস্তিনিদের ঐক্যের ক্ষেত্রে জাতীয়তার ভৌগোলিক ঐক্য উপাদানটির ভূমিকা মুখ্য। তবে ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসগত ঐক্যও রয়েছে।

জাতীয়তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভৌগোলিক ঐক্য। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হলে এবং জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করতে হয়। এছাড়া ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং ঐতিহাসিক ঐক্যও জাতীয়তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফিলিস্তিনিরা নিজ আবাসভূমি রক্ষা করে স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য লড়াই করছে। তারা অভিন্ন ইতিহাস-ঐতিহ্যের শেকড়, ভাষা-সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক বন্ধনের টানে সংগ্রামরত। তারা ইসরাইলীদের বর্বর হামলা এবং নির্যাতনের মুখে আত্মবিসর্জন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আবাসভূমিকে হারাতে রাজি নয়। অর্থাৎ, এখানে ভৌগোলিক ঐক্যই দৃশ্যত মুখ্য হয়ে উঠেছে। অভিন্ন ভূখণ্ডগত ঐক্য ফিলিস্তিনিদের মধ্যে জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করেছে। পুরুষানুক্রমে একই ভূখণ্ডে অবস্থান তাদের মধ্যে অভিন্ন জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করেছে। বহুদিন পাশাপাশি অবস্থানের কারণে তারা ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রেও ঐক্যসূত্রে আবন্ধ হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, ফিলিস্তিনিদের ঐক্যবন্ধতার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক ঐক্যই মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। তবে তাদের মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টিতে ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসগত ঐক্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ২ ২৬ মার্চ, ২০১৪ ছিল বাংলাদেশের ৪৪তম স্বাধীনতা দিবস। আড়াই লাখেরও বেশি মানুষ এদিন বেলা ১১ টায় ঢাকার জাতীয় প্যারেড ময়দানে সমবেত হয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেছেন। চট্টগ্রামের খেলাঘরের শিশুদের সঙ্গে জাতীয় সংগীত গাইলেন বাক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কলেজ পড়ুয়া রাজু। রাজু জন্ম থেকেই কথা বলতে পারে না। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। চৈত্রের কাঠফাটা রোদে সবার সঙ্গে রাজুও গাইল "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি....। 'রাজুর গাওয়াটা সে ছাড়া আর কেউ শুনলো না, তাতেই সে মহাখুশি'। রাজু আমাদের নতুন প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা । তাদের হাতেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। *[ঢা. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কাকে বলে? ১

খ. পৌরনীতি ও সুশাসন একই সূত্রে গাঁথা— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী রাজুর জাতীয় সংগীতে অংশগ্রহণ নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমবেতভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন জাতীয়তারই বহিঃপ্রকাশ— বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনাকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে।

খ পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। আর সুশাসন নাগরিকের উত্তম জীবন নিশ্চিতকরণের একটি উপায়।

নাগরিক হিসেবে মানুষের জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে। এর উদ্দেশ্য হলো নাগরিককে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। আর সুশাসন নাগরিকের কল্যাণমুখী জীবন নিশ্চিত করে উন্নত নাগরিক জীবন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। অর্থাৎ উভয়ের উদ্দেশ্য নাগরিক জীবনকে উন্নত ও সুসংহত করা। তাই পৌরনীতি ও সুশাসন একই সূত্রে গাঁথা।

গ বাক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী রাজুর জাতীয় সংগীতে অংশগ্রহণ নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করবে।

দেশের প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা, অপরিমেয় টান, ভালোবাসার অনুভূতি হচ্ছে দেশপ্রেম। এটি নিজ জন্মভূমির প্রতি মানুষের আবেগপূর্ণ

teachingbd24.com

আনুগত্যের প্রকাশ। অন্যদিকে, জাতীয়তাবোধ হলো এক ধরনের মানসিক অনুভূতি, যা ঐক্যবোধের ভিত্তিতে নিজেদেরকে অন্য জনসমাজ থেকে আলাদা ভাবার অনুপ্রেরণা দেয়। উদ্দীপকে বর্ণিত রাজুর কর্মকাণ্ডে এ দুটি দিকেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

রাজু বাক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় সংগীত পরিবেশনে অংশগ্রহণ করে। দেশের প্রতি মমত্ববোধের কারণেই সে আপনমনে সবার সাথে সংগীত পরিবেশনে অংশগ্রহণ করে। রাজুর এ অনুভূতি, আবেগ এবং ঐক্যবোধের চেতনা বর্তমান প্রজন্মকে স্বদেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনুপ্রাণিত করবে। তারা ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে একযোগে কাজ করার অনুপ্রেরণা পাবে। দেশের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালাবে। তারা নিজ দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতির লালন করবে এবং এর উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। দেশের গৌরবময় ইতিহাস ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করবে। সর্বোপরি তারা দেশের প্রয়োজনে নিজেদের বিলিয়ে দেওয়ার মানসিক শক্তি লাভ করবে। সুতরাং বলা যায়, রাজুর অনুভূতি তরুণ প্রজন্মকে দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে উন্নত ও আদর্শ জাতি গঠনে প্রেরণা দেবে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মানুষেরা ঐক্যবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবেতভাবে সংগীত পরিবেশন করায় তাদের মধ্যে জাতীয়তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

জাতীয়তা হচ্ছে এমন এক ধরনের অনুভূতি যা কোনো নির্দিষ্ট জনসমষ্টিকে জন্মসূত্রে ঐক্যবদ্ধ করেছে। অর্থাৎ যারা একই বংশ, ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য, আদর্শ. আচার-রীতিনীতি দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তাদের ঐক্যবোধের চেতনাকে জাতীয়তা বলা হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত সমবেত মানুষের মধ্যে এই চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আড়াই লাখেরও বেশি মানুষ সমবেত হয়ে ঢাকার জাতীয় প্যারেড ময়দানে ২০১৪ সালের ২৬ মার্চ জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেছে। এসব মানুষের ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সব এক। তারা সবাই একই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাস করে। তাদের মধ্যে ভাবগত ঐক্য রয়েছে। অর্থাৎ তারা সবাই বাংলাদেশি এবং সবাই সমবেতভাবে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তার বিশেষ কিছু উপাদান রয়েছে, যা একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বংশগত ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য, ধর্মীয় ঐক্য, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐক্য, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য, ভাবগত ঐক্য প্রভৃতি। উদ্দীপকে বর্ণিত মানুষের মধ্যে এসব উপাদানের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐক্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সমবেতভাবে সংগীত পরিবেশন জাতীয়তারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্ন ▶ ৩ ভারতবর্ষে এমন এক জনগোষ্ঠী ছিল, যারা বাংলা ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত। তাদের মধ্যে আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক চেতনায় সাদৃশ্য ছিল। তাই তারা নিজেদেরকে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা মনে করে। পরবর্তীতে এক রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে তারা স্বাধীনতা লাভ করে। *[রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. আধুনিক রাজনীতির প্রধান শক্তি কী? ১

খ. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জাতীয়তার কোন উপাদানটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'একটি জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে অন্য একটি জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা ভাবে।' উক্তিটি কীসের পরিচয় বহন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আধুনিক রাজনীতির প্রধান শক্তি হলো রাজনৈতিক দল।

খ দেশের প্রতি মমত্ববোধ, অকৃত্রিম ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতিকেই দেশপ্রেম বলা হয়।

দেশের মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং মাটি, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এসব কিছুই দেশপ্রেমের অংশ। দেশ ঠিক মায়ের মতোই। জন্মভূমির থেকে বড় কিছু নাই। নিজের দেশের জন্য একজন নাগরিক তাই প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার এই আবেগ ও অনুভূতিকেই বলে দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রেম বা দেশপ্রেম। দেশের মাটি ও মানুষকে আপন করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম।

গ উদ্দীপকে জাতীয়তার সাংস্কৃতিক ঐক্য উপাদানটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ভাষা হলো মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন। কোনো জনসমষ্টির সকল মানুষের ভাষা যদি একই হয় এবং তাদের সাহিত্যও যদি এক হয় তাহলে স্বভাবতই তারা নিজেদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য অনুভব করে এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। এছাড়া একই জনসমষ্টির মধ্যে একই ধরনের আচরণ ও রীতি-নীতি গড়ে উঠলে তারা নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। আচরণ ও রীতি-নীতি গড়ে উঠলে তারা নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। আচরণ ও রীতি-নীতিগত এ ঐক্য জনসমষ্টিকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। উদ্দীপকে এ বিষয়েরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত জনগোষ্ঠী একই ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করত। তাদের মধ্যে আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক চেতনারও সাদৃশ্য ছিল।

ফলে তারা নিজেদেরকে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা মনে করে এবং রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। এখানে মূলত জাতীয়তার আচরণ ও রীতি-নীতিগত ঐক্য উপাদানটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ একটি জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে অন্য একটি জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা ভাবে- উদ্দীপকের এ উক্তিটি জাতীয়তার পরিচয় বহন করে।

জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ধারণা, চেতনা, মনন ও চিন্তার এক অবস্থা যা কোনো জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে। অন্যভাবে বলা যায়, জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা বা মানসিক ঐক্যানুভূতি। যখন কোনো জনসমষ্টি একই ভৌগোলিক সীমানায় বসবাস করে তখন তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যেমন: ভাষা, কৃষ্টি, সভ্যতা, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির মিল থাকার কারণে নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা নিজেদেরকে এক করে ভাবে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, ভারতবর্ষের একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আচার-আচরণগত ও রাজনৈতিক চেতনায় সাদৃশ্য রয়েছে। তাই তারা নিজেদেরকে অন্য জাতি গোষ্ঠী থেকে আলাদা মনে করে।

যখন কোনো জনসমষ্টি নিজেদেরকে ঐক্যের বন্ধনে এক করে বেঁধে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং নিজেদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা ভাবে, তখনই বুঝতে হবে ঐ জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়েছে। লর্ড ব্রাইস বলেছেন, "জাতীয়তা হলো ভাষা, সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা, প্রথা এবং ঐতিহ্যের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ এক জনসমষ্টি, যা অনুরূপভাবে ঐক্যবদ্ধ অন্যান্য জনসমষ্টি থেকে নিজেদের পৃথক মনে করে।"

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, একটি জনগোষ্ঠী যখন নিজেদেরকে অন্য একটি জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা ভাবে তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তা গড়ে ওঠে। আর এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের উক্তিটির মধ্যে জাতীয়তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ ১৯৫২ সালে শহীদ সালাম, বরকত, জব্বার, রফিকসহ অনেকে ভাষার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। এই চেতনাতেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। *[দি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

https://teachingbd24.com

ক. 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থটির লেখক কে? ১
খ. জনমত বলতে কী বোঝ? ২
গ. জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৩
ঘ. জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি জাতিরাষ্ট্র গঠন করেছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থটির লেখক জ্যাঁ জ্যাক রুশো।

খ সাধারণ অর্থে 'জনমত' হলো জনগণের বেশির ভাগ অংশের মতামত। এ অর্থে কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতের সমষ্টিকে জনমত বলে। তবে পৌরনীতি ও সুশাসনে জনমতের অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতকে বোঝায় না, এর অর্থ একটু ভিন্নতর। এখানে সমাজের প্রভাবশালী, যৌক্তিক, স্পষ্ট, কল্যাণকামী মতামতকে জনমত বলা হয়। লর্ড ব্রাইস বলেছেন, "জনমত হলো সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের অভিমতের সমষ্টি।" জে. এস. মিল বলেছেন, "কোনো নির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার ওপর জনগণের সংগঠিত অভিমতের নাম জনমত।"

গ জাতি ও জাতীয়তা এক বিষয় নয়। উভয়ের মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য বিদ্যমান। যথা-

প্রথমত: জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা। অপরদিকে, জাতীয়তা গঠনের জন্য কতগুলো সাধারণ বিষয়বস্তুর মিল থাকতে হয়। যেমন— ধর্ম, বংশ, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত: জাতি একটি বাস্তব ও সক্রিয় রাজনৈতিক চেতনা। অন্যদিকে, জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা ও আধ্যাত্মিক চেতনা।

তৃতীয়ত: জাতি অধিকমাত্রায় সুসংহত এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম। কিন্তু, জাতীয়তা খুব বেশি সুসংহত নয়।

চতুর্থত: জাতি গঠনের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন অপরিহার্য। অপরদিকে, জাতীয়তা গঠনে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন হয় না।

পঞ্চমত: জাতি হচ্ছে জাতীয়তার পরিণতি বা চূড়ান্ত পর্যায়। অন্যদিকে, জাতীয়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতি গঠনের প্রাথমিক অবস্থা বা পর্যায়। এ থেকেই বোঝা যায়, জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

ঘ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি জাতিরাষ্ট্র গঠন করেছিল— উক্তিটি যথার্থ।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এ আন্দোলনের ফলে নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক ও গুরুত্ব পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালি নিজেদের আত্মপরিচয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকে। ভাষাকেন্দ্রিক এই ঐক্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করে, যা পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ১১ দফা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয়, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ৭ মার্চের ভাষণ, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা এবং সর্বশেষ সুদীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন, এসব কিছুর পেছনে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত বাংলার জনগণ প্রতিটি আন্দোলনকে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সফল করেছে। গঠন করেছে একটি নতুন জাতিরাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'।

সুতরাং বলা যায়, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি জাতি রাষ্ট্র গঠন করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫ অধ্যাপক স্পেংগলার-এর মতে "জাতীয়তার উপাদান বংশগত বা ভাষাগত ঐক্য নয় বরং তা ভাবগত ঐক্য"।

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]

ক. জাতীয় রাষ্ট্র কী? ১
খ. জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতীয়তার উপাদান ব্যতীত অন্য উপাদানগুলো আলোচনা করো। ৩
ঘ. তুমি কি অধ্যাপক স্পেংগলার এর সাথে একমত? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকে জাতীয় রাষ্ট্র বলে।

খ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

জাতি বলতে বোঝায় এমন এক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ যারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী। অন্যদিকে, কোনো জনসমাজের মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয় তখন তকে জাতীয়তা বলে। অর্থাৎ, জাতি গঠনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সংগঠন থাকা অপরিহার্য, কিন্তু জাতীয়তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই। জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা। কিন্তু জাতীয়তা গঠনে স্বাধীনতার প্রয়োজন নেই, বরং মানসিক ঐক্যানুভূতি, অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য থাকা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, অধ্যাপক স্পেংগলার (Oswald Spengler)-এর মতে, জাতীয়তার উপাদান বংশগত বা ভাষাগত ঐক্য নয়; বরং তা ভাবগত ঐক্য। অর্থাৎ, এখানে জাতীয়তার উপাদান হিসেবে বংশগত ও ভাষাগত ঐক্যকে বাদ দিয়ে কেবল ভাবগত ঐক্যের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ভাবগত ঐক্যের বাইরেও জাতীয়তার আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—

ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তার অন্যতম উপাদান। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে এবং জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করতে হয়। ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত ঐক্য জাতীয়তার অন্যতম উপাদান। একই প্রথা, রীতিনীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য জনগণকে ঘনিষ্ঠ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে। ধর্মীয় ঐক্য জাতীয়তার আরেকটি উপাদান। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামক দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পেছনে ধর্মীয় ঐক্য প্রাধান্য পেয়েছিল। অর্থনৈতিক বন্ধনও জাতীয়তার আরেকটি উপাদান। অর্থনৈতিক সমস্বার্থের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ গড়ে ওঠে। ঐতিহ্যগত ঐক্যও জাতীয়তার আরেকটি উপাদান। দীর্ঘদিন একটি ভূখণ্ডে বসবাস করলে জনসমাজের মধ্যে ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের ফলে ঐতিহ্যগত ঐক্য গড়ে ওঠে। এছাড়া রাজনৈতিক ঐক্য, সমস্বার্থ ইত্যাদিও জাতীয়তা গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয়তার উপাদান হিসেবে উদ্দীপকে বর্ণিত ভাবগত ঐক্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে কোনো জনসমষ্টিকে ঐক্যবদ্ধ ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে অন্য উপাদানগুলোও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে বর্ণিত অধ্যাপক স্পেংগলারের বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

যা কিছু কোনো জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে সেগুলোকে জাতীয়তার উপাদান বলে। জাতীয়তার অনেক উপাদান রয়েছে। তবে কোনো জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তার ভাব সৃষ্টি ও জাতি গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক উপাদান হলো ভাবগত ঐক্য।

https://teachingbd24.com

জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা। ভাষাগত বা বংশগত দিক থেকে ঐক্য বা মিল না থাকলেও কেবল ভাবগত ঐক্যের ভিত্তিতে কোনো জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হতে পারে। তাই অধ্যাপক স্পেংগলার এর ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। কোনো জনসমষ্টির মধ্যে এ ধরনের ঐক্য সৃষ্টি হলেই তারা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজে পরিণত হয়। জাতীয়তার মৌলিক উপাদান ভাবগত ঐক্য হলেও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির পেছনে উদ্দীপকে উল্লিখিত অন্য দুটি উপাদানের ভূমিকাও কম নয়। জার্মান দার্শনিক অধ্যাপক স্পেংগলার (Oswald Spengler)-এর মতে, জাতীয়তার উপাদান বংশগত বা ভাষাগত ঐক্য নয়; বরং তা ভাবগত ঐক্য। তবে বংশগত ও ভাষাগত ঐক্য মূলত ভাবগত ঐক্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এর ফলে জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়।

ওপরের আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায়, বংশগত ও ভাষাগত ঐক্য জাতীয়তার দুটি উপাদান হলেও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির পেছনে মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে ভাবগত ঐক্য। বংশগত ও ভাষাগত ঐক্য মূলত ভাবগত ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। তাই উদ্দীপকে বর্ণিত অধ্যাপক স্পেংগলারের বক্তব্যের সাথে আমি একমত পোষণ করছি।

প্রশ্ন ▶ ৬ সুদানের একটি অংশ ছিল দক্ষিণ সুদান। দক্ষিণ সুদানের জনগণ অধিকাংশই খ্রিস্টান। আর উত্তর সুদানসহ সমগ্র সুদানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। দক্ষিণ সুদানের জনগণ আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে। অনেক সংঘাত ও দ্বন্দ্ব শেষে জাতিসংঘের উদ্যোগে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। জনগণ আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে মত দিলে সুদান সরকার তা মেনে নেয়। দক্ষিণ সুদান আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]

ক. জাতীয়তার প্রধান উপাদান কোনটি? ১

খ. জাতীয়তা কখন জাতিতে পরিণত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা লাভে কোন উপাদানটি কাজ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দক্ষিণ সুদানের রাষ্ট্র গঠনে যে উপাদানটি কাজ করেছে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয়তার প্রধান উপাদান হলো মানসিক বা ভাবগত ঐক্য।

খ জাতীয়তা তখনই জাতিতে পরিণত হয়, যখন একটি জনসমাজ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

জাতীয়তা হচ্ছে মনন ও চিন্তার এমন এক অবস্থা যা কোনো জনসমষ্টিকে অন্য জনসমষ্টি থেকে আলাদা করে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য তৈরি করে। জাতীয়তা থেকে জাতিতে পরিণত হওয়া মানে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করা। এভাবেই জাতীয়তা থেকে জাতির সৃষ্টি হয়।

গ দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা লাভে ধর্মীয় ঐক্য উপাদানটি কাজ করেছে।

ধর্মীয় ঐক্য জাতীয়তার একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় ঐক্য জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান বলে বিবেচিত হতো। জাতীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে ও তা জোরদার করতে ধর্মীয় ঐক্য সাহায্য করে। আবার একই ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সহজেই ঐক্য গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ সুদানের অধিকাংশ জনগণই খ্রিস্টান। তারা সুদান সরকারের নিকট আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে। অনেক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত শেষে জাতিসংঘের উদ্যোগে যে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় তাতে দক্ষিণ সুদানের আলাদা রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে জনগণ মত দেয়। জনগণের এই মতামতের ভিত্তিতে দক্ষিণ সুদান স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এখানে দেখা যাচ্ছে, কেবল ধর্মের ভিত্তিতেই দক্ষিণ সুদানের জনগণ নিজেদের একত্রিত করেছে এবং নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি জাতিসংঘের মাধ্যমে আদায় করেছে। তাই বলা যায়, দক্ষিণ সুদানের রাষ্ট্র গঠনে ধর্মীয় ঐক্য উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে।

ঘ দক্ষিণ সুদানের রাষ্ট্র গঠনে ধর্মীয় ঐক্য কাজ করেছে, যার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

একই ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক ঐক্য থাকায় তাদের মধ্যে সহজেই একতা সৃষ্টি হয়। একই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। ফলে জাতীয়তা গঠন সহজ হয়। জাতীয়তার বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। (বংশগত ঐক্য, ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য, ধর্মীয় ঐক্য, ভাবগত ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য প্রভৃতি)। ধর্মীয় ঐক্য জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি রাষ্ট্র তৈরির ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। ইহুদিরা ধর্মের প্রভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসরায়েল জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করে। বর্তমানে ধর্মের ক্ষেত্রে উদারনীতি গৃহীত হওয়ায় এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার ভাব জাগ্রত হওয়ায় ধর্মের ঐক্য আর জাতীয়তার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য হয় না। যেমন- পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসমষ্টি ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তারা দুটি স্বতন্ত্র জাতি। আবার চীন, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রের জনগণ বহু ধর্মে বিশ্বাসী হলেও তারা এক একটি জাতি। আবার আরব রাষ্ট্রসমূহে ধর্মীয় ঐক্য থাকলেও তারা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাস করছে।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে ধর্মীয় ঐক্যের ভূমিকা এক সময় তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হলেও বর্তমানে ক্রমশ উপাদানটির গুরুত্ব কমে আসছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ নাফিজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মানুষের নিপীড়ন তাকে দুঃখ দেয়। যখন শত্রুরা ১২০০ মাইল দূর হতে এসে অসহায় মানুষকে আক্রমণ করে, তখন সে শপথ করে "আমি দেশকে মুক্ত করবো।" তাই মাতৃভাষাকে বাঁচাতে, অর্থনৈতিক শোষণ দূর করতে সে যুদ্ধক্ষেত্রে গেল। দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু নাফিজ তার মায়ের কাছে ফিরে এলো না। *[সি. বো., য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১; নটরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. বংশগত ঐক্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জাতীয়তার কোন কোন উপাদান কার্যকর ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাফিজের আত্মত্যাগের কারণটির সাথে জাতীয়তার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ, আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ জাতি গঠনের অন্যতম একটি উপাদান হলো বংশগত ঐক্য।

যখন কোনো জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকল লোকই নিজেদেরকে এক বংশোদ্ভূত বলে মনে করে তখন তাদের মধ্যে যে একাত্মবোধের সৃষ্টি হয় তাকে বংশগত ঐক্য বলা হয়। বর্তমান সময়ে বংশগত ঐক্যকে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করা হয় না।

গ উদ্দীপকে জাতীয়তার তিনটি উপাদান তথা (১) ভৌগোলিক ঐক্য এবং (২) ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য (৩) অর্থনৈতিক ঐক্য কার্যকর ছিল। এ উপাদানগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

Teachingbd24.com

১. **ভৌগোলিক ঐক্য:** ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো নির্দিষ্ট ও সংলগ্ন ভূখণ্ডে বসবাস করতে হয়। জাতীয়তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেবল ভৌগোলিক ঐক্যের অভাবে একটি ভবঘুরে জনসমষ্টি জাতি বলে পরিগণিত হতে পারে না।

২. **ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য:** যখন কোনো জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকল লোক একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য তাঁদেরকে সমভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে।

৩. **অর্থনৈতিক ঐক্য:** অর্থনৈতিক ঐক্যও জনগণকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করে। অর্থনৈতিক দিক হতে যখন জনগণের মধ্যে সমতা বিরাজ করে তখন তারা একত্রে বসবাস করার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়। সকল জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থ যখন এক ও অভিন্ন হয় তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই শত্রুরা ১২০০ মাইল দূর থেকে এসে নাফিজের দেশকে আক্রমণ করে। সে তার মাতৃভূমিকে বাঁচাতে, অর্থনৈতিক শোষণ দূর করতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। জাতীয়তাবাদের তিনটি উপাদান তথা ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য এবং অর্থনৈতিক ঐক্যই নাফিজকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত নাফিজের আত্মত্যাগের কারণ হলো দেশপ্রেম। আর দেশপ্রেমের সাথে জাতীয়তার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

জন্মভূমির মাটি, আলো-বাতাস, অন্ন-জলের প্রতি মানুষের মমত্ব অপরিসীম। দেশপ্রেমের এই ধারণা বা অনুভূতি থেকেই জন্ম নেয় জাতীয়তাবোধ। জাতীয়তার ধারণাকে এজন্যই এক প্রকার মানসিক ধারণা বলা হয়। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, বংশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক সান্নিধ্যতার সূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টি যখন নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি হতে আলাদা মনে করে তখন সেই চেতনাকেই জাতীয়তা বলে। জাতীয়তার ভিত্তিতেই জাতি রাষ্ট্রের (Nation State) উদ্ভব ঘটে। সাধারণত একটি জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সংগীত এবং অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য থাকে।

দেশপ্রেম মানুষের অন্তরে সদা বহমান। তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিস্থিতিতে তা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যুগে যুগে জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকেই তাদের সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে জাতিরাষ্ট্র গঠন করেছেন। আবার কেউ কেউ নিজ রাষ্ট্রকে গতিশীল নেতৃত্ব প্রদান করে বিশ্ব দরবারে সুমহান মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতীয়তার চেতনা ও দেশপ্রেমের জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, রাশিয়ার লেনিন, চীনের মাও সেতুং, ভিয়েতনামের হো চি মিন, তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশা, কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো প্রমুখ রচনা করেছেন দেশপ্রেমের অমরগাঁথা।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয়তা ও দেশ্রপ্রেমের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। দেশপ্রেমের মূলেই রয়েছে জাতীয়তার চেতনা। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো উদ্দীপকের নাফিজ।

প্রশ্ন ▶ ৮ জাতীয়তা + রাজনৈতিক সংগঠন = জাতি

জাতি – রাজনৈতিক সংগঠন = ? *[চ. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে প্রশ্নচিহ্নিত [?] স্থানে কী বসবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রশ্নচিহ্নিত বিষয়টির সাথে জাতির সম্পর্ক নিরূপণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ, আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ জাতীয়তাবোধ গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক উপাদান হলো মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য বলতে এমন এক ঐক্যকে বোঝায় যেখানে জাতিভুক্ত জনগণের ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম ইত্যাদি ভিন্ন হলেও শুধুমাত্র মানসিক চেতনার বলে জনগণ একতাবদ্ধ হয়। মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য মানব মনে এমন এক বোধের জন্ম দেয়, যার ফলে জনগণ ভাবতে শেখে যে, ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি যার যাই থাকুক না কেন স্বীয় অধিকার আদায়ই বড় কথা। এর ওপর ভিত্তি করে জনগণ অধিকার সচেতন হয়। এ ঐক্য জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকে প্রশ্নচিহ্নিত স্থানে জাতীয়তা বসবে।

পৌরনীতি ও সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের চেতনা ও মানসিক অনুভূতি। একই বংশ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক এলাকার ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টি যখন নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি হতে আলাদা মনে করে তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের একাত্মবোধ গড়ে ওঠে। এই একাত্মবোধের প্রকাশই হলো জাতীয়তা। সহজ কথায় কোনো জনসমাজের মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব হয় তখন তাকে জাতীয়তা বলে। জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে একটি মানসিক ধারণা। আর জাতি হলো বাস্তব ও সক্রিয় চেতনা। জাতি গঠনের প্রারম্ভিক ধাপ হলো জাতীয়তার চেতনা। জাতীয়তার চেতনাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক সংগঠনের আশ্রয়ে ঐক্যবদ্ধ হলেই কেবল জাতি গঠিত হয়। অর্থাৎ, রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়া কোনো জনগোষ্ঠী জাতিতে পরিণত হতে পারে না, জাতীয়তার ধারণাতেই তারা আবদ্ধ থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর বা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যখন কোনো সংগঠন রাজনৈতিক রূপ দান করে তখন তা হয় জাতি। আর তাই উদ্দীপকে জাতির সাথে রাজনৈতিক সংগঠনের মিলনে জাতীয়তা রূপটি বসা যৌক্তিক।

ঘ প্রশ্নচিহ্নিত বিষয়টি হলো জাতীয়তা। জাতীয়তার সাথে জাতির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

জাতীয়তা হচ্ছে জাতি গঠনের প্রাথমিক পর্যায় বা অবস্থা। আর জাতি হচ্ছে জাতি গঠন প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পর্যায়। তাই জাতি ও জাতীয়তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের চেতনা ও মানসিক অনুভূতি। একই বংশ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক এলাকার ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টি যখন নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি হতে আলাদা মনে করে তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের একাত্মবোধ গড়ে ওঠে। এই একাত্মবোধের প্রকাশই হলো জাতীয়তা। আর জাতীয়তার চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ জনসমাজ স্বাধীন হলে তাকে জাতি বলে। জাতীয়তার চেতনা ছাড়া কোনো জাতি গঠিত হতে পারে না। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তানের সৃষ্টি, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সৃষ্টি, ১৯৭২ সালে দুই পোল্যান্ডের ভাগাভাগি, ১৯৯০ সালে দুই জার্মানির একত্রীকরণ, ২০১১ সালে দক্ষিণ সুদানের সৃষ্টি এসবই জাতীয়তার চেতনালব্ধ ফসল। পরবর্তীতে এসব দেশের জনগণ আলাদা জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এসব দেশের জনগণ যদি জাতীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হতো তবে তারা আজ আলাদা জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পেত না।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয়তা ও জাতি একই সূত্রে গাঁথা। কেননা জাতীয়তার চেতনা ছাড়া জাতি গঠিত হতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ৯ 'ক' রাষ্ট্রটি পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বিভক্ত। পূর্বাঞ্চলের জনগণ বাংলায় কথা বলত। তারা ঐ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। তারা নিজেদেরকে অনেক দিক থেকে পশ্চিম অঞ্চল হতে আলাদা ভাবে। কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাকে অগ্রাহ্য করে অন্য একটি ভাষা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে তারা সংগ্রাম করে। পরবর্তীকালে পূর্বাঞ্চলের জনগোষ্ঠী 'ক' দেশ থেকে আলাদা হয়ে নতুন একটি দেশের জন্ম দেয়। *[রা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

https://teachingbd24.com

ক. Natio বা Natus শব্দের অর্থ কী? ১
খ. জাতি রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে কোন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্বাঞ্চলের মানুষ সংগ্রাম করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদানই জাতীয়তার একমাত্র উপাদান নয়। বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ল্যাটিন শব্দ Natio বা Natus এর অর্থ হলো 'Born' অর্থাৎ 'জন্ম'।

খ জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রই হচ্ছে জাতি রাষ্ট্র।

সুনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্বশাসনের লক্ষ্যে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি যখন অন্যদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করে এবং এজন্য স্বাধীন হতে চায় বা স্বাধীনতা অর্জন করে তখন সেই রাষ্ট্রকেই জাতি রাষ্ট্র বলে। বিপুল জনসংখ্যা ও বিশাল আয়তন হচ্ছে জাতি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। সাধারণত জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য থাকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে জাতীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্বাঞ্চলের মানুষ সংগ্রাম করেছিল।

জাতীয়তা হলো ভাষা ও সাহিত্য, চিন্তা, প্রথা ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এক জনসমষ্টি, যা অনুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ অন্যান্য জনসমষ্টিকে নিজেদের থেকে পৃথক মনে করে। জাতীয়তার মহান আদর্শ বিশ্বের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। জাতীয়তার অনুঘটক হিসেবে দেশপ্রেম মানুষকে ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দেশ গঠনের আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান করেছে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'ক' রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের জনগণ পশ্চিমাঞ্চলের জনগণ থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে আলাদা এবং তারাই দেশটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকার থাকায় তারা পূর্বাঞ্চলের মানুষের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করত। এক পর্যায়ে তারা যখন পূর্বাঞ্চলের জনগণের ভাষার ওপর হস্তক্ষেপ করে তখন বিক্ষুব্ধ জনতা আন্দোলন করে। যার পরবর্তী ফল হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের মানুষের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ। সুতরাং বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের জনগণের সংগ্রামের ঘটনাটি জাতীয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে।

ঘ উদ্দীপকে জাতীয়তার ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের কথা বলা হয়েছে। এই উপাদান ছাড়াও জাতীয়তার আরোও উপাদান আছে। যেমন—

জাতীয়তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভৌগোলিক ঐক্য। একই ভূখণ্ডে বহুদিন ধরে যদি কোনো জনসমষ্টি বাস করতে থাকে, তবে তাদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। একই ভৌগোলিক সীমায় বসবাসের দরুন ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে জনসমষ্টির মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। ফলে পরস্পর একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বংশগত ঐক্যও জাতীয়তা গঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বংশগত ঐক্য তথা রক্তের সম্পর্ক মানুষের মধ্যে এমন এক সুদৃঢ় ঐক্যভাব গড়ে তোলে যা জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। জাতীয়তার অপর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো ধর্মীয় ঐক্য। জাতীয় ধারণার সৃষ্টি এবং এটি জোরদার করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ঐক্য একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। এটির ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বহু জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্য জাতীয়তার অন্যতম উপাদান। কোনো ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী যদি মনে করে যে, তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অভিন্ন এবং তারা সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, গৌরব-গ্লানির সমান অংশীদার তখন সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তা জাগ্রত হয়। যেমন— ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভিন্নতার কারণে বাঙালি জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে নিজেদের পৃথক বলে মনে করে এবং এতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। অর্থনৈতিক ঐক্যও জাতীয়তা গঠনে ভূমিকা রাখে। কোনো জনসমষ্টির মধ্যে একই ধরনের অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধন জাতীয়তা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে কোনো জনসমষ্টি সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়। অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

উপরে আলোচিত বিষয়গুলো ছাড়াও জাতীয়তা গঠনের আরো কিছু উপাদান রয়েছে। যেমন— ভাবগত ঐক্য, রাজনৈতিক ঐক্য প্রভৃতি।

প্রশ্ন ▶ ১০ একেবারেই শেষ মুহূর্তে ছবি তোলার জন্য তুলশী তলায় যেতে বলার পর অশ্রুরুদ্ধ হয়ে পড়েন কৃষ্ণকান্ত বর্মন। তুলশী তলায় দাঁড়ানোর পর তিনি আর কান্না থামিয়ে রাখতে পারেননি। হাত জোড় করে আপন মনে বলতে থাকেন 'ঠাকুর রক্ষা করিস। এ্যামুন ভুল আর করবেন নং। দোহাই তোর, আমাকে বাপদাদার মাটিতে অধিষ্ঠান রাখিস।' বাংলাদেশে যুক্ত হওয়া সদ্যবিলুপ্ত ভারতীয় ছিটমহল দাসিয়ারছড়ার দেবীরহাট গ্রামের বাসিন্দারা ভারতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে নাম নিবন্ধন করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তসহ আরও ৫৪ জন ভারতে যাওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তারা বাংলাদেশে থেকে যাবেন বলে মনস্থির করেছেন। *[দি. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. জাতির সংজ্ঞা দাও। ১
খ. ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য কীভাবে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষ্ণকান্ত বর্মনের মধ্যে কোন অনুভূতি কাজ করেছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, দাসিয়ারছড়ার উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের বংশগত এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য ভূমিকা রেখেছে? মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এমন এক জনসমষ্টি যারা হয় স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী।

খ ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য জাতীয়তাবোধ গঠনের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন হচ্ছে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের ভাবের আদান প্রদান হয়। এ ভাবের আদান প্রদানই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে সহায়তা করেছিল। এ থেকেই পরিলক্ষিত হয় ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষ্ণকান্ত বর্মনের মধ্যে 'দেশপ্রেমের' অনুভূতি কাজ করেছে।

মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম। এটি নাগরিকের এক পবিত্র অনুভূতি। দেশের মাটি, সম্পদ, পরিবেশ, ভাষা, সংস্কৃতি, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা দেশপ্রেমেরই অংশ।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি তারই ইঙ্গিত বহন করে। বাংলাদেশে যুক্ত হওয়া সদ্যবিলুপ্ত ভারতীয় ছিটমহল দাসিয়ারছড়ার দেবীরহাট গ্রামের বাসিন্দারা ভারতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে নাম নিবন্ধন করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তসহ আরও ৫৪ জন ভারতে যাওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কেননা, এই মানুষগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ এ ভূখণ্ডে বসবাস করায় এখানকার মাটি, ভাষা, সংস্কৃতি এবং মানুষের প্রতি তাদের এমন গভীর ভালোবাসা জন্মেছে যে তারা এই জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে চাননি। এমনকি নাম নিবন্ধনের জন্য ছবি তোলার সময়ও কৃষ্ণকান্তের চোখে পানি আসছিল আর বলছিলেন, "ঠাকুর রক্ষা করিস। দোহাই তোর, আমাকে বাপদাদার মাটিতে অধিষ্ঠান রাখিস।" এ দেশ ত্যাগের অনীহা পুরোপুরি দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

https://teachingbd24.com

ঘ হ্যাঁ, দাসিয়ারছড়ার উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের বংশগত এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য ভূমিকা রেখেছে বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দাসিয়ারছড়ার বাসিন্দারা যখন বাংলাদেশ থেকে ভারতে যেতে চাচ্ছিলেন ঠিক তখন কৃষ্ণকান্তসহ ৫৪ জন লোক দেশ ছাড়তে রাজি হননি এবং বাংলাদেশে থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্তের দ্বারা তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের বংশগত এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া যখন কোনো জনসমষ্টি মনে করে তাদের দেহের শিরা ও ধমনীতে একই রক্তধারা প্রবাহিত এবং তারা একই পূর্বপুরুষের বংশধর, তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অভিন্ন, তারা সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, গৌরব-গ্লানির সমান অংশীদার তখন সেই জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। বাংলাদেশ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাঙালি জাতির অত্যাচারিত হওয়ার অভিন্ন স্মৃতি, ৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ৭১-এর রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বাংলাদেশের জনগণকে বারবার ঐক্যবন্ধ হতে অনুপ্রাণিত করেছে।

পরিশেষে বলতে পারি, দাসিয়ারছড়ার দেবীরহাট গ্রামের কৃষ্ণকান্তসহ আরও ৫৪ জন বাংলাদেশে থাকার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার দ্বারা জাতীয়তাবোধের বংশগত এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ 'ক' ভাষাভাষী কিছু জনগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করলেও তারা নিজেদের জাতি বলে মনে করে।

[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০]

ক. জাতি কী? ১

খ. জাতীয়তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জাতীয়তার কোন উপাদানের অনুপস্থিতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো উক্ত উপাদান ছাড়াও জাতীয়তার মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে'— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এমন এক জনসমষ্টি যারা হয় স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী।

খ জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক অনুভূতি।

জাতীয়তা নামক এই মানসিক অনুভূতির কারণেই ব্যক্তি নিজেকে অন্য জনসমাজ থেকে পৃথক ভাবে। এই জাতীয়তার কারণেই ব্যক্তি ভাষা ও সাহিত্য, চিন্তা, প্রথা ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এক জনসমষ্টি। জাতীয়তা মনন ও চিন্তার এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি করে।

গ উদ্দীপকে জাতীয়তার ভৌগোলিক ঐক্য উপাদানের অনুপস্থিতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে কোনো জনসমষ্টি যদি দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করে তাহলে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং ভাবের আদান-প্রদান সহজতর হয়। ফলে উক্ত ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী জনসমাজের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ঐক্য গড়ে ওঠে। এ এলাকাকে উক্ত জনসমাজ মাতৃ বা পিতৃভূমি বলে মনে করে। এই মাতৃভূমি রক্ষা করার জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে। অর্থাৎ তারা একই ভৌগোলিক সীমারেখায় বসবাস করে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাতীয়তার ভৌগোলিক ঐক্য উপাদানটির অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে ভৌগোলিক ঐক্য উপাদানটির অনুপস্থিতির নির্দেশ করা হয়েছে। ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তা গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। তবে এই ভৌগোলিক ঐক্য ছাড়াও অন্যান্য উপাদানের প্রভাবেও জাতীয়তার মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে ইহুদিরা এবং পোল্যান্ড রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে পোলিশরা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাস করলেও তারা নিজেদেরকে জাতি বলে মনে করতো। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন একই ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করেও ভারতবর্ষের অধিবাসী হিন্দু-মুসলমান এক জাতিতে পরিণত হয়নি। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেন, নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভূ-খণ্ডে গড়ে ওঠে না। সুতরাং ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তা গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও অপরিহার্য উপাদান নয়। উদ্দীপক থেকে আমরা দেখি, 'ক' ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও মানসিক ঐক্যের কারণে তারা নিজেদের একই জাতিসত্তার অংশ বলে মনে করে। অর্থাৎ, তারা ভৌগোলিকভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ভৌগোলিক ঐক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও উক্ত উপাদান ছাড়াও জাতীয়তার মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১২ রফিক বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি জানেন ৫২ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির ঐক্যবন্ধতার সূত্রপাত ঘটে। ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার পূর্বসূরিরাও রক্ত দিয়েছেন। ভাষা আন্দোলনের চেতনাই— স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। *[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জাতি গঠনের কোন উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদানটি ছাড়াও জাতি গঠনে আরও অনেক উপাদান রয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের প্রতি মমত্ববোধ, অকৃত্রিম ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতিকেই দেশপ্রেম বলা হয়।

খ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

- জাতি একটি সক্রিয় ও বাস্তব রাজনৈতিক চেতনা। অপরদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ধারণা।
- জাতি গঠনে রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি; কিন্তু জাতীয়তার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি নয়।
- জাতি হলো জাতীয়তার চূড়ান্ত পর্যায়। অন্যদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে জাতি গঠনের প্রাথমিক অবস্থা।
- জাতি খুব সুসংহত হয়; কিন্তু জাতীয়তা সুসংহত নাও হতে পারে।

গ উদ্দীপকে জাতি গঠনে ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে।

জাতীয়তার ঐক্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। মানুষের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন হলো ভাষা। যখন কোনো জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকল লোক একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য, সংস্কৃতি তাদেরকে সমানভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিরা সর্বপ্রথম ঐক্যবন্ধ হয় এবং প্রাণের বিনিময়ে বাংলা ভাষার দাবি আদায় করে। ভাষা আন্দোলনের এ চেতনাই তাদের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করে এবং স্বাধীন জাতিতে পরিণত করে। উদ্দীপকে বর্ণিত এসব তথ্য জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকেই নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাতি গঠনের যে উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে তা হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৩

জাতীয়তা	?
প্রাথমিক রূপ	পরিণত অবস্থা

[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা । প্রশ্ন নং ১১]

ক. ফরাসি বিপ্লব কত সালে হয়? ১
খ. দেশপ্রেম কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. '?' চিহ্নিত স্থানটির সাথে জাতীয়তার পার্থক্য লেখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জাতীয়তার উপাদান ব্যাখ্যা কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরাসি বিপ্লব ১৭৮৯ সালে সংঘটিত হয়।

খ মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসাই হলো দেশপ্রেম।

দেশপ্রেম নাগরিকের একটি পবিত্র অনুভূতি। দেশের মাটি, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এসব কিছু দেশপ্রেমের অংশ। সাধারণ মানবিক গুণ যেমন সততা, দয়া, সরলতা এসব কিছুর চেয়ে মানুষ দেশপ্রেমকে আরো বড় করে দেখে এবং ভাবে।

গ '?' চিহ্নিত স্থানটির দ্বারা জাতি বোঝানো হয়েছে। কেননা, জাতীয়তার পরিণত রূপ হলো জাতি। জাতির সাথে জাতীয়তার কিছু পার্থক্য বিদ্যমান।

জাতি বলতে রাজনৈতিক দিক থেকে সংগঠিত জনসমষ্টিকে বোঝায়, যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে বসবাস করে। অপরদিকে, জাতীয়তা বলতে একই বংশ, ভাষা, সাহিত্য, রীতি-নীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির বন্ধনে আবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা নিজেদেরকে অন্যান্য জনসমষ্টি থেকে পৃথক মনে করে। জাতি গঠনে রাজনৈতিক সংগঠন অত্যাবশক। কিন্তু জাতীয়তার জন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের দরকার হয় না। জাতি হচ্ছে সক্রিয় বা বাস্তব ধারণা, এটি রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ফল। অপরদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে মূলত মানসিক বা আত্মিক অনুভূতি। এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্ম নেয়। জাতি গঠনের মূলসূত্র হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ কিন্তু জাতীয়তা গঠনে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ইত্যাদির মিল থাকতে হয়। জাতি হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত জনসমষ্টি। অপরদিকে, জাতীয়তা গঠনে ভাবগত উপাদানই হচ্ছে প্রধান। জাতি অধিকতর স্থায়ী একটি জনসমষ্টি। জাতি গঠিত হলে জাতীয়তা ব্যতীত টিকে থাকতে পারে। কিন্তু জাতীয়তা অধিকতর কম স্থায়ী। তার স্থায়িত্বের জন্য জাতি গঠন প্রয়োজন।

সুতরাং বলা যায়, জাতির পরিসীমা নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু জাতীয়তার ক্ষেত্র সারা বিশ্বব্যাপী।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে জাতীয়তার উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো—

জাতীয়তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভৌগোলিক ঐক্য। একই ভূখণ্ডে বহুদিন ধরে যদি কোনো জনসমষ্টি বাস করতে থাকে, তবে তাদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। একই ভৌগোলিক সীমায় বসবাসের দরুন ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে জনসমষ্টির মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। ফলে পরস্পর একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বংশগত ঐক্যও জাতীয়তা গঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বংশগত ঐক্য তথা রক্তের সম্পর্ক মানুষের মধ্যে এমন এক সুদৃঢ় ঐক্যভাব গড়ে তোলে যা জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। জাতীয়তার অপর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো ধর্মীয় ঐক্য। জাতীয় ধারণার সৃষ্টি এবং এটি জোরদার করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ঐক্য একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। এটির ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বহু জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্য জাতীয়তার অন্যতম উপাদান। কোনো ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী যদি মনে করে যে, তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অভিন্ন এবং তারা সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, গৌরব-গ্লানির সমান অংশীদার তখন সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তা জাগ্রত হয়। যেমন- ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভিন্নতার কারণে বাঙালি জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে নিজেদের পৃথক বলে মনে করে এবং এতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। জাতীয়তার আরেকটি উপাদান হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য। ভাষার মাধ্যমে নিজেদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত হয়। একই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জনসমাজের মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টি করে। যেমন- ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে সহায়তা করছিল। অর্থনৈতিক ঐক্যও জাতীয়তা গঠনে ভূমিকা রাখে। কোনো জনসমষ্টির মধ্যে একই ধরনের অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধন জাতীয়তা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে কোনো জনসমষ্টি সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়। অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

উপরে আলোচিত বিষয়গুলো ছাড়াও জাতীয়তা গঠনের আরো কিছু উপাদান রয়েছে। যেমন— ভাবগত ঐক্য, রাজনৈতিক ঐক্য প্রভৃতি।

প্রশ্ন ▶ ১৪ পূর্ব তিমুর ইন্দোনেশিয়ার একটি অংশ ছিল। পূর্ব তিমুরের অধিবাসীরা অধিকাংশই খ্রিস্টান। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পূর্বতিমুরের জনগণ আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে। অনেক সংঘাত ও আন্দোলনের পর ইন্দোনেশিয়া পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতাকে মেনে নেয়। পূর্ব তিমুর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ । প্রশ্ন নং ৬]

ক. জাতীয়তা কী? ১
খ. জাতীয়তা কখন জাতিতে পরিণত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. পূর্ব তিমুর আলাদা রাষ্ট্র গঠনে কোন উপাদানের ভূমিকা গুরুত্ব পেয়েছিল? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. পূর্ব তিমুর রাষ্ট্রগঠনে যে উপাদানটি ভূমিকা রেখেছিল জাতীয়তা নির্ধারণে এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক অনুভূতি।

খ জাতীয়তা তখনই জাতিতে পরিণত হয়, যখন একটি জনসমাজ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

জাতীয়তা হচ্ছে মনন ও চিন্তার এমন এক অবস্থা যা কোনো জনসমষ্টিকে অন্য জনসমষ্টি থেকে আলাদা করে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য তৈরি করে। জাতীয়তা থেকে জাতিতে পরিণত হওয়া মানে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করা। এভাবেই জাতীয়তা থেকে জাতির সৃষ্টি হয়।

গ পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা লাভে ধর্মীয় ঐক্য উপাদানটি কাজ করেছে।

ধর্মীয় ঐক্য জাতীয়তার একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় ঐক্য জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান বলে বিবেচিত হতো। জাতীয় ভাবধারা অক্ষুন্ন রাখতে ও তা জোরদার করতে ধর্মীয় ঐক্য সাহায্য করে। আবার একই ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সহজেই ঐক্য গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পূর্ব তিমুর ইন্দোনেশিয়ার একটি অংশ ছিল। পূর্ব তিমুরের অধিবাসীরা অধিকাংশই খ্রিস্টান আর ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। পূর্ব তিমুরের জনগণ আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে। অনেক সংঘাত ও আন্দোলনের পর ইন্দোনেশিয়া পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতাকে মেনে নেয়। ফলে পূর্ব তিমুর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

Teachingbd24.com

ঘ পূর্ব তিমুরের রাষ্ট্র গঠনে ধর্মীয় ঐক্য কাজ করেছে, যার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

একই ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক ঐক্য থাকায় তাদের মধ্যে সহজেই একতা সৃষ্টি হয়। একই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। ফলে জাতীয়তা গঠন সহজ হয়। জাতীয়তার বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। (বংশগত ঐক্য, ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য, ধর্মীয় ঐক্য, ভাবগত ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য প্রভৃতি)। ধর্মীয় ঐক্য জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি রাষ্ট্র তৈরির ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। ইহুদিরা ধর্মের প্রভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসরায়েল জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করে। বর্তমানে ধর্মের ক্ষেত্রে উদারনীতি গৃহীত হওয়ায় এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার ভাব জাগ্রত হওয়ায় ধর্মের ঐক্য আর জাতীয়তার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য হয় না। যেমন- পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসমষ্টি ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তারা দুটি স্বতন্ত্র জাতি। আবার চীন, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রের জনগণ বহু ধর্মে বিশ্বাসী হলেও তারা এক একটি জাতি। আবার আরব রাষ্ট্রসমূহে ধর্মীয় ঐক্য থাকলেও তারা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাস করছে।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে ধর্মীয় ঐক্যের ভূমিকা এক সময় তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হলেও বর্তমানে ক্রমশ উপাদানটির গুরুত্ব কমে আসছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ। এই জাতীয়তাবাদী চেতনাই ছিল এদেশের সকল আন্দোলনের ও সংগ্রামের প্রেরণাশক্তি। বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তার মূলে ছিল জাতীয়তা। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ১১]*

ক. Natus শব্দ দুটির অর্থ কী? ১
খ. জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য নির্দেশ কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতীয়তাবাদ বিকাশের উপাদানটি ছাড়া অন্যান্য উপাদান ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কী মনে কর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা একমাত্র উপাদান হিসেবে কাজ করেছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Natus শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জন্ম।

খ জাতি ও জাতীয়তার মূল পার্থক্য হলো রাজনৈতিক চেতনা। নিচে সূত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হলো-

জাতীয়তা = জনসমাজ + মানসিক ঐক্য

জাতি = জাতীয়তা + রাজনৈতিক চেতনা

এ প্রসজ্ঞে লর্ড ব্রাইস বলেন, "জাতীয়তা তখনই জাতিতে পরিণত হয়, যখন তারা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে বা স্বাধীনতা লাভে আগ্রহী হয়।"

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতীয়তাবাদ বিকাশের উপাদানটি হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য।

জাতীয়তাবাদ বিকাশের অন্যতম একটি উপাদান হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য। তবে এ উপাদানটি ছাড়াও জাতীয়তাবাদ বিকাশের আরও উপাদান রয়েছে। জাতীয়তাবাদ বিকাশের অন্যতম প্রধান একটি উপাদান হলো ভৌগোলিক ঐক্য। জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো নির্দিষ্ট ও সংলগ্ন ভূখণ্ডে বসবাস করতে হয়। বংশগত ঐক্যও জাতীয়তা গঠনে যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে।

জাতীয়তার অপর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে ধর্মীয় ঐক্য। জাতীয় ধারণার সৃষ্টি এবং এটি জোরদার করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ঐক্য একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক ঐক্যও জনগণকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করে। তবে জাতীয়তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ভাবগত ঐক্য। ভাবগত ঐক্য ব্যতীত জাতি গঠনের অপরাপর উপাদানগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ উক্ত উপাদানগুলো ছাড়াও একটি জাতি গড়ে উঠতে পারে যদি জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ জনগণের মধ্যে ঐতিহ্যগত বা ভাবগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে। এছাড়া ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার ঐক্য এবং সমস্বার্থ জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা একমাত্র উপাদান হিসেবে কাজ করেছে বলে আমি মনে করি না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে ভাষার পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাবগত ঐক্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য এবং সমস্বার্থও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভাবগত ঐক্য জাতীয়তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভাবগত ঐক্য ব্যতীত জাতি গঠনের অপরাপর উপাদানগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ উক্ত উপাদানগুলো ছাড়াও একটি জাতি গড়ে উঠতে পারে যদি জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ জনগণের মধ্যে ঐতিহ্যগত বা ভাবগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এই ভাবগত ঐক্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

প্রচলিত রীতি-নীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত ঐক্য জাতি গঠনে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘদিন ধরে একটি ভূখণ্ডে বসবাস করলে জনসমাজের মধ্যে ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এসব ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের ফলে ঐতিহ্যগত ঐক্য গড়ে ওঠে। তৎকালীন পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগণের মধ্যেও এই ঐক্য গড়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য জাতি গঠনের একটি অন্যতম উপাদান। রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত জনসমষ্টির মধ্যে একাত্মতা তৈরি হতে পারে। আবার, জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থ যখন এক ও অভিন্ন হয়, তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। স্বাধীনতাপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের মধ্যেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল। সমস্বার্থও জাতি গঠনে অন্যতম সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে। কারণ একই স্বার্থ জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে তোলে। তৎকালীন পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে সমস্বার্থ বিদ্যমান ছিল।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষার পাশাপাশি অন্যান্য উপাদানও কাজ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জাতীয়তা + রাজনৈতিক সংগঠন = জাতি

জাতি – রাজনৈতিক সংগঠন = ?

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ১১]

ক. দেশপ্রেম কী? ১
খ. জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে কি বসবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. '?' চিহ্নিত স্থানের উপাদানের সাথে জাতির সম্পর্ক আলোচনা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ, আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ জাতীয়তাবাদ হলো এক ধরনের মানসিক অনুভূতি ও আত্মিক চেতনা যা একটি জনসমাজকে অন্য জনসমাজ হতে পৃথক করে।

ভৌগোলিক, বংশগত, ভাষাগত, ধর্মীয় প্রভৃতি সমআকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন ঐক্যের দ্বারা আবদ্ধ জনসমাজের মধ্যে গভীর একাত্মবোধ ও স্বজাত্যপ্রীতি জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবোধের সজ্ঞে স্বদেশপ্রেম যুক্ত হলে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে জাতীয়তা বসবে।

পৌরনীতি ও সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের চেতনা ও মানসিক অনুভূতি। একই বংশ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক এলাকার ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টি যখন নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি হতে আলাদা মনে করে তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের একাত্মবোধ গড়ে ওঠে। এই একাত্মবোধের প্রকাশই হলো জাতীয়তা। সহজ কথায় কোনো জনসমাজের মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব হয় তখন তাকে জাতীয়তা বলে। জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে একটি মানসিক ধারণা। আর জাতি হলো বাস্তব ও সক্রিয় চেতনা। জাতি গঠনের প্রারম্ভিক ধাপ হলো জাতীয়তার চেতনা। জাতীয়তার চেতনাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক সংগঠনের আশ্রয়ে ঐক্যবন্ধ হলেই কেবল জাতি গঠিত হয়। অর্থাৎ, রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়া কোনো জনগোষ্ঠী জাতিতে পরিণত হতে পারে না, জাতীয়তার ধারণাতেই তারা আবন্ধ থাকে।

সংঘবন্ধ গোষ্ঠীর বা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যখন কোনো সংগঠন রাজনৈতিক রূপ দান করে তখন তা হয় জাতি। আর রাজনৈতিক সংগঠনের অনুপস্থিতিতে তা হয় জাতীয়তা। তাই '?' চিহ্নিত স্থানে জাতির সাথে রাজনৈতিক সংগঠনের অনুপস্থিতিতে জাতীয়তা রূপটি বসাই যৌক্তিক।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ একাদশ শ্রেণির শ্রেণিকক্ষে অধ্যাপক মিলন সাহেব জাতি ও জাতীয়তা এবং উপাদানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তিনি জাতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের উদাহরণ তুলে ধরেন। *[টিংগী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. Natio ও Natus শব্দটির অর্থ কী? ১
খ. জাতি রাষ্ট্র কী? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জাতীয়তার উপাদানগুলো চিহ্নিত করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ল্যাটিন শব্দ Natio বা Natus এর অর্থ হলো 'Born' অর্থাৎ 'জন্ম'।

খ জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রই হচ্ছে জাতি রাষ্ট্র।

সুনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্বশাসনের লক্ষ্যে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি যখন অন্যদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করে এবং এজন্য স্বাধীন হতে চায় বা স্বাধীনতা অর্জন করে তখন সেই রাষ্ট্রকেই জাতি রাষ্ট্র বলে। বিপুল জনসংখ্যা ও বিশাল আয়তন হচ্ছে জাতি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। সাধারণত জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য থাকে।

গ জাতি ও জাতীয়তা এক বিষয় নয়। উভয়ের মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য বিদ্যমান। যথা—

প্রথমত: জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা। অপরদিকে, জাতীয়তা গঠনের জন্য কতগুলো সাধারণ বিষয়বস্তুর মিল থাকতে হয়। যেমন— ধর্ম, বংশ, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত: জাতি একটি বাস্তব ও সক্রিয় রাজনৈতিক চেতনা। অন্যদিকে, জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা ও আধ্যাত্মিক চেতনা।

তৃতীয়ত: জাতি অধিকমাত্রায় সুসংহত এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম। কিন্তু, জাতীয়তা খুব বেশি সুসংহত নয়।

চতুর্থত: জাতি গঠনের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন অপরিহার্য। অপরদিকে, জাতীয়তা গঠনে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন হয় না।

পঞ্চমত: জাতি হচ্ছে জাতীয়তার পরিণতি বা চূড়ান্ত পর্যায়। অন্যদিকে, জাতীয়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতি গঠনের প্রাথমিক অবস্থা বা পর্যায়। এ থেকেই বোঝা যায়, জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত জাতীয়তার অর্থাৎ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপাদানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তার প্রথম ও প্রধান উপাদান। জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো নির্দিষ্ট ও সংলগ্ন ভূখণ্ডে বসবাস করতে হয়। জাতীয়তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক ঐক্যের অভাবে একটি ভবঘুরে জনসমষ্টি জাতি বলে পরিগণিত হতে পারে না। জাতীয়তার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান হয়। এ ভাবের আদান-প্রদান জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায়। ভাবগত ঐক্য জাতীয়তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভাবগত ঐক্য ব্যতীত জাতি গঠনের অপরাপর উপাদানগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ উক্ত উপাদানগুলো ছাড়াও একটি জাতি গড়ে উঠতে পারে যদি জাতি গঠনে উদ্বুন্ধ জনগণের মধ্যে ঐতিহ্যগত বা ভাবগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে। জাতীয় ঐক্য মূলত ভাবগত। রাজনৈতিক ঐক্য জাতি গঠনের একটি অন্যতম উপাদান। রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত জনসমষ্টির মধ্যে একাত্মতা তৈরি হতে পারে। তাছাড়া একই ধরনের রাজনৈতিক ঐক্য অধিবাসীদের মধ্যে একাত্মবোধের সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল ভৌগোলিক ঐক্যের ফলে। কেননা, পূর্ব-পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম-পাকিস্তানের দূরত্ব ছিল ২৪০০ মাইল। আবার, ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে ছিল পার্থক্য। পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা ছিল উর্দু আর বাঙালিদের ভাষা ছিল বাংলা। ফলে পাকিস্তান থেকে জাতীয়তাবাদের এসব উপাদানে উদ্বুন্ধ হয়ে স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ নাফিজ ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্র। মানুষের নিপীড়ন তাকে দুঃখ দেয়। যখন শত্রুরা ১২০০ মাইল দূরে হতে এসে অসহায় মানুষকে আক্রমণ করে তখন সে শপথ করে 'আমি দেশকে মুক্ত করবো।' তাই মাতৃভূমিকে বাঁচাতে, অর্থনৈতিক শোষণ দূর করতে সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেল। দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু নাফিজ তার মায়ের কাছে ফিরে এলো না। *[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. 'Natus' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে জাতীয়তার কোন কোন উপাদান কার্যকর ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাফিজের আত্মত্যাগের কারণটির সাথে জাতীয়তার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ল্যাটিন শব্দ 'Natio' বা 'Natus' এর অর্থ হলো 'Born' অর্থাৎ জন্ম।

খ দেশের প্রতি মমত্ববোধ, অকৃত্রিম ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতিকেই দেশপ্রেম বলা হয়।

দেশের মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং মাটি, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এসব কিছুই দেশপ্রেমের অংশ। দেশ ঠিক মায়ের মতোই। জন্মভূমির থেকে বড় কিছু নাই। নিজের দেশের জন্য একজন নাগরিক তাই প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার এই আবেগ ও অনুভূতিকেই বলে দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রেম বা দেশপ্রেম। দেশের মাটি ও মানুষকে আপন করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম।

গ সৃজনশীল ৭ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶১৯ ভারতবর্ষে এমন এক জনগোষ্ঠী ছিল যারা বাংলা ভাষার মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। তাদের মধ্যে আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক সাফল্যের সাদৃশ্য ছিল। তাই তারা নিজেদেরকে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা মনে করত। পরবর্তীতে এক রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে তারা স্বাধীনতা লাভ করে। *[নওগাঁ সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১]*

ক. জাতীয়তার প্রধান উপাদান কোনটি? ১

খ. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে জাতীয়তার কোন উপাদানটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'একটি জনগোষ্ঠী রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে।'— উক্তিটির বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয়তার প্রধান উপাদান হলো মানসিক বা ভাবগত ঐক্য।

খ দেশের প্রতি মমত্ববোধ, অকৃত্রিম ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতিকেই দেশপ্রেম বলা হয়।

দেশের মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং মাটি, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এসব কিছুই দেশপ্রেমের অংশ। দেশ ঠিক মায়ের মতোই। জন্মভূমির থেকে বড় কিছু নাই। নিজের দেশের জন্য একজন নাগরিক তাই প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার এই আবেগ ও অনুভূতিকেই বলে দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রেম বা দেশপ্রেম। দেশের মাটি ও মানুষকে আপন করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম।

গ উদ্দীপকে জাতীয়তার সাংস্কৃতিক ঐক্য উপাদানটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ভাষা হলো মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন। কোনো জনসমষ্টির সকল মানুষের ভাষা যদি একই হয় এবং তাদের সাহিত্যও যদি এক হয় তাহলে স্বভাবতই তারা নিজেদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য অনুভব করে এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। এছাড়া একই জনসমষ্টির মধ্যে একই ধরনের আচরণ ও রীতি-নীতি গড়ে উঠলে তারা নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। আচরণ ও রীতি-নীতি গড়ে উঠলে তারা নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। আচরণ ও রীতি-নীতিগত এ ঐক্য জনসমষ্টিকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। উদ্দীপকে এ বিষয়েরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জনগোষ্ঠী একই ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করত। তাদের মধ্যে আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক চেতনারও সাদৃশ্য ছিল। ফলে তারা নিজেদেরকে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা মনে করে এবং রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। এখানে মূলত জাতীয়তার আচরণ ও রীতি-নীতিগত ঐক্য উপাদানটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'একটি জনগোষ্ঠি রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে'— উক্তিটি দ্বারা মূলত জাতীয়তাবোধ থেকে জাতি গঠনের বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা যা কোনো গোষ্ঠির মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি করে। জাতীয়তার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংগঠনের কোনো সম্পর্ক নেই। অপরদিকে, জাতি বলতে এমন এক জনসমষ্টিকে বোঝায়, যারা কতগুলো সাধারণ ঐক্যবোধে আবদ্ধ ও সংগঠিত। জাতির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা থাকে প্রবল। জাতীয়তাবোধ থেকেই জাতির জন্ম হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভারতবর্ষের একটি জনগোষ্ঠির ভাষা ছিল একই। তাদের মধ্যে আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক সাফল্যেরও সাদৃশ্য ছিল। তাই তারা নিজেদেরকে আলাদা মনে করতো। এসব জাতীয়তার বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। পরবর্তীতে এক রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে তারা স্বাধীনতা লাভ করে। যা জাতিকে নির্দেশ করে। জাতীয়তা থেকে জাতিতে পরিণত হওয়া মানে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করা। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা। উনিশ ও বিশ শতকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয় ফলে বড় বড় সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ ভেঙে বহু জাতি রাষ্ট্রের জন্ম হয় যেমন- ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, জাতীয়তার রাজনৈতিক চেতনা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ হলেই জাতি গঠিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের 'একটি জনগোষ্ঠি রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে' উক্তিটি দ্বারা জাতীয়তা থেকে জাতি গঠনের বিষয়টি নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ▶২০ বিশ্বের ইতিহাসে ফিলিস্তিনিরা নিজ ভূমি রক্ষা ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য দীর্ঘদিন যাবত সংগ্রাম করে আসছে। ঐতিহাসিক পটভূমি, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক কারণে তারা সংগ্রামরত ইসরাইলীদের বর্বরোচিত হামলা ও দখল কার্যক্রম সত্ত্বেও ফিলিস্তিনির আত্মবিসর্জন দিয়েও দেশ মাতৃভূমিকে হারাতে চায় না। *[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. জাতি কী? ১

খ. জাতীয়তাবাদের দুটি উপাদান লিখ? ২

গ. উদ্দীপকে ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে কোন ধারণা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফিলিস্তিনিদের ঐক্যবদ্ধতার ক্ষেত্রে জাতীয়তার কোন উপাদানটির ভূমিকা মুখ্য? তোমার মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এমন এক জনসমষ্টি যারা হয় স্বাধীন বা স্বাধীনতাকামী।

খ জাতীয়তাবাদের দুটি উপাদান হলো— ভৌগোলিক ঐক্য এবং ভাষাগত ঐক্য।

জাতীয়তাবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভৌগোলিক ঐক্য। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হলে এবং জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ও সংলগ্ন ভূখণ্ডে বসবাস করতে হয়। জাতীয়তাবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষাগত ঐক্য। যখন কোনো জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকল মানুষ একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য তাদেরকে সমভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২১ ১৯৭১ সালের কথা। ২১ বছরের টগবগে মেধাবী তরুণ বুমি। সবেমাত্র বুয়েটে ভর্তি হয়েছে। এরই মধ্যে আসলো যুক্তরাষ্ট্র এমআইটিতে পড়ার সুযোগ। কিছু দিনের মধ্যেই পাড়ি জমাবার কথা স্বপ্নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এমন সময় বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা। বুমি কি করবে, একদিকে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার হাতছানি, অন্যদিকে স্বাধীনতার যুদ্ধ। বুমি শেষটাকেই বেছে নেয়। দেশ স্বাধীন হয়, কিন্তু বুমির আর ফেরা হয় না। *[স্কলার্স হোম, সিলেট। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. 'Natus' শব্দটির অর্থ কী? ১

খ. জাতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনায় কোন ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বুমির আত্মত্যাগ জাতি সৃষ্টিতে যে ভূমিকা পালন করছে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

https://teachingbd24.com

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Natus' শব্দটির অর্থ হলো 'জন্ম'।

খ জাতি হলো এক আধ্যাত্মিক নীতির মূর্ত রূপ। জাতি বলতে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সেই জনসমাজকে বোঝায় যাদের মধ্যে বংশগত, ধর্মগত, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যগত এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য বিদ্যমান এবং যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে বসবাস করে। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকান জাতি, ডেনিশ জাতি প্রভৃতির কথা বলা যায়।

গ উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, যুদ্ধে যাওয়ার ক্ষেত্রে রুমির মতো কিশোরের মাঝেও দেশপ্রেমের অপরাজেয় অনুভূতি কাজ করছে।

যে সহজাত প্রবৃত্তিগুলো মানুষ সহজে এড়াতে পারে না দেশপ্রেম তার মাঝে অন্যতম। দেশ ও মাটির প্রতি ভালোবাসাই মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগিয়ে তোলে দেশবিরোধী যেকোনো কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে। তাই ধর্ম, বর্ণ, দল, মত নির্বিশেষে যেকোনো সংকটে দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনার প্রতিফলন দেখা যায়। উদ্দীপকের রুমির মধ্যেও তা লক্ষণীয়। যে সময়টাতে রুমির দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় তখন তার বয়স ছিলো মাত্র ২১। অথচ ক্ষমতাসীন শাসকদের অবর্ণনীয় শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনার বিরুদ্ধে দেশবাসী যখন যুদ্ধে যোগ দেয় তখন রুমির মতো হাজারো কিশোর অনেক কিছু না বুঝেই জীবনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধে যোগ দেয়। মূলত দেশপ্রেম এমনই এক সহজাত আকর্ষণ যার কারণে মানুষ তার জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। পাশাপাশি মা ও মাতৃভূমির প্রতি মানুষের ভালোবাসার প্রকাশও ঘটে দেশপ্রেমের মধ্য দিয়ে।

সার্বিকভাবে তাই বলা যায়, স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি জটিল ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রুমির মতো কিশোরের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেশপ্রেমের অনুভূতি কাজ করছিল।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রুমির আত্মত্যাগ দেশপ্রেমের বলিষ্ঠ অনুভূতি সৃষ্টি করে জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

জাতি হলো এমন একটি জনসমষ্টি যারা ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ গঠনে সচেষ্ট থাকে। এটি সাধারণত রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশপ্রেমিক যুবক রুমির আত্মত্যাগ স্বাধীন বাঙালি জাতি সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। তার মতো আরও অসংখ্য বাঙালির আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাঙালিরা একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য মানসিক ধারণা পোষণ করে এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালিরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং চরম ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতার সৃষ্টি হয়। বস্তুত জাতীয়তার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারলে জাতি গঠন সহজ হয়ে ওঠে। আর এ জাতীয়তা সৃষ্টি করতে রুমির মতো মানুষদের আত্মত্যাগ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা সহজসাধ্য ছিল না। রুমির মতো অসংখ্য মানুষের জীবনের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধ এগিয়ে যায়। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালিরা একটি স্বাধীন জাতি গঠন করতে প্রাণান্ত চেষ্টা এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির জীবনের বিনিময়ে এ দেশের দামাল ছেলেরা তাদের চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে আনে।

প্রশ্ন ▶ ২২ 'A' একটি বৃহৎ রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার লোক বাস করে। রাষ্ট্রটিতে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রয়েছে যাদের অবস্থান মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে। তারপরও সেই রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির কোন সংকট নেই। তারা নিজেদেরকে একই জাতি মনে করে।

[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ১০]

ক. জাতীয়তা কী? ১

খ. জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে জাতীয়তা গঠনের কোন উপাদান পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত উপাদান ছাড়াও জাতীয়তা গঠনের আরো উপাদান আছে' বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে এমন এক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ যারা একটি স্বাধীন দেশের অধিবাসী।

খ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

- জাতি একটি সক্রিয় ও বাস্তব রাজনৈতিক চেতনা। অপরদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ধারণা।
- জাতি গঠনে রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি; কিন্তু জাতীয়তার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি নয়।
- জাতি হলো জাতীয়তার চূড়ান্ত পর্যায়। অন্যদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে জাতি গঠনের প্রাথমিক অবস্থা।
- জাতি খুব সুসংহত হয়; কিন্তু জাতীয়তা সুসংহত নাও হতে পারে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে জাতীয়তা গঠনের ভৌগোলিক ঐক্য উপাদানটি পরিলক্ষিত হয়।

একই ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী মানুষের মাঝে হৃদ্যতা, ভালোবাসা, সহমর্মিতা ইত্যাদির মতো মানবিক অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে তারা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তারা কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ভাবতে পারে না। এভাবে একই ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী মানুষের মাঝে জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়।

উদ্দীপকের বর্ণনা মতে 'A' রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার লোক বাস করে। কিন্তু তারা একই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাস করে বলে তারা নিজেদের মধ্যে একটি একতার মনোভাব পোষণ করে যাকে জাতীয়তাবোধ বলা হয়। তাদের এই জাতীয়তাবোধের পেছনে যে উপাদানটি সবচেয়ে বেশি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে তা হলো ভৌগোলিক ঐক্য। কেননা, 'A' রাষ্ট্রটির মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ থাকলেও রাষ্ট্রটির জনগণের মধ্যে জাতীয় সংহতির কোনো সংকট নেই।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ভৌগোলিক ঐক্য উপাদানটি ছাড়াও জাতি গঠনের আরো উপাদান রয়েছে।

জাতি গঠনের অন্যতম একটি উপাদান হচ্ছে বংশগত ঐক্য। বংশগত ঐক্য তথা রক্তের সম্পর্ক মানুষের মধ্যে জাতীয়তা গঠনের উপাদান হিসেবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যখন কোনো জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকল লোকই নিজেদেরকে এক বংশোদ্ভূত বলে মনে করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি হয়। আচরণ ও রীতিনীতিগত ঐক্য জাতীয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অভিন্ন আচরণ ও রীতিনীতি কোনো জনসমষ্টির মধ্যে সহজেই ঐক্যের সৃষ্টি করে বা জাতীয়তার মনোভাব সৃষ্টি করে।

জাতিগঠনের আর একটি উপাদান হলো ধর্মীয় ঐক্য। এটি ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি রাষ্ট্র তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান হয়। একই ভাষাভাষী জনগণ তাদের নিজেদের ভাব-চিন্তা-চেতনা ইত্যাদির সাদৃশ্যের কারণে নিজেদের অন্য জাতি থেকে পৃথক মনে করে। ফলে অতি সহজেই তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ, একাত্মবোধ তথা জাতীয়তার সৃষ্টি হয়।

https://teachingbd24.com

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য বা বন্ধন জাতীয়তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একই প্রথা, রীতি-নীতি, ইতিহাস, একই জয়-পরাজয়ের গৌরব ও গ্লানি জনগণকে ঘনিষ্ঠ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে। জাতীয়তার ভাব সৃষ্টিতে বা জাতি গঠনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক উপাদান হলো মানসিক বা ভাবগত ঐক্য। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন, জাতীয়তা হলো এক প্রকার মানসিক ধারণা।

পরিশেষে বলা যায়, ভৌগোলিক ঐক্য ছাড়াও জাতি গঠনের আরও উপাদান রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ ভোলার চরাঞ্চলের লোকজন প্রায় সবাই কৃষিকাজ ও মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। ঐখানের প্রায় ৫০টি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত এবং তারা সকলেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। তারা অবসর সময় গান-বাজনা ও যাত্রাপালার আয়োজন করে। কিন্তু গ্রামগুলোর মধ্যে দলীয় কোন্দল ও মারামারি লেগেই থাকে।

[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৮]

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. 'জাতীয়তা একটি মানসিক কারণ'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন বিষয়ের গঠনগত উপাদানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত চরাঞ্চলের লোকদের মধ্যে জাতীয়তা গড়ে না উঠার পেছনে কী কারণ রয়েছে বলে তুমি মনে করো? ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশপ্রেম বলতে দেশের উন্নয়নে, দেশরক্ষায় এবং দেশের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকার সদিচ্ছাকে বোঝায়।

খ জাতীয়তাকে মানসিক ধারণা বলার কারণ- জাতীয়তা একটি মানসিক সত্তা, এক প্রকার সজীব মানসিকতা এবং বিমূর্ত ধারণা। জনগণের মানসিকতা হতে এটি উৎসারিত। জাতিগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তাবোধের ওপর গড়ে ওঠে জাতীয়তাবোধ। জাতীয়তাকে দেখা যায় না কিন্তু জাতীয়তার বহিঃপ্রকাশকে দেখা যায়। এ জন্যেই বলা হয়, জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত জাতীয়তার গঠনগত উপাদান অর্থনৈতিক ঐক্য এবং ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য-এর মিল রয়েছে।

জাতীয়তা গঠনের অন্যতম একটি উপাদান হলো অর্থনৈতিক ঐক্য। অর্থনৈতিক ঐক্য জনগণকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করে। অর্থনৈতিক দিক হতে যখন জনগণের মধ্যে সমতা বিরাজ করে, তখন তারা একত্রে বসবাস করার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়। জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থ যখন এক ও অভিন্ন হয়, তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। জাতীয়তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান হয়। এ ভাবের আদান-প্রদান জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায়। যখন একটি জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকলে একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য, সংস্কৃতি তাদেরকে সমভাবে আকৃষ্ট করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভোলার চরাঞ্চলের লোকজন প্রায় সবাই কৃষিকাজ ও মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা সকলেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে এবং তারা অবসর সময়ে গান-বাজনা ও যাত্রাপালার আয়োজন করে। যা জাতীয়তার অর্থনৈতিক ঐক্য এবং ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত চরাঞ্চলের লোকদের মধ্যে জাতীয়তা গড়ে না ওঠার পেছনে যে কারণ রয়েছে সেটি হলো মানসিক বা ভাবগত ঐক্য।

জাতীয়তার ভাব সৃষ্টিতে বা জাতি গঠনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক উপাদান হলো মানসিক বা ভাবগত ঐক্য। ভাষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, বংশ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঐক্য বা মিল না থাকলেও দেখা যায় যে, জাতীয়তার ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তাই জাতীয়তার মৌলিক উৎস হলো মানুষের গূঢ়তম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি-বশে আদিম জনগোষ্ঠী নিজস্ব ধর্ম, নিজস্ব দেব-দেবী এবং নিজস্ব আচার-ব্যবহারের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে সংহতি ও নিজ গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করতো। সেই একই প্রবৃত্তি-বশেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ আজও নিজেরা একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, নিজেদের সংহতি কামনা করে। নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণের দাবি করে। জাতীয়তার ভাবধারাপুষ্ট জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে দেখে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভোলার চরাঞ্চলের লোকজন প্রায় সবাই কৃষিকাজ ও মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। সেখানের প্রায় ৫০টি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত এবং তারা সকলেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। তারা অবসর সময়ে গান-বাজনা ও যাত্রাপালার আয়োজন করে। কিন্তু গ্রামগুলোর মধ্যে দলীয় কোন্দল ও মারামারি লেগেই থাকে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত ভোলার চরাঞ্চলে লোকদের মধ্যে জাতীয়তার অর্থনৈতিক ঐক্য এবং ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য থাকা সত্ত্বেও মানসিক বা ভাষাগত ঐক্যের অভাবে তাদের মধ্যে জাতীয়তা গড়ে ওঠেনি।

প্রশ্ন ▶ ২৪ ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই ১৯৭১ সালে জন্ম হয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১০]

ক. জাতিরাষ্ট্র কী? ১

খ. জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জাতীয়তার উপাদানগুলো আলোচনা করো। ৩

ঘ. জাতীয়তার অন্যতম উপাদান হিসেবে ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রই হলো জাতিরাষ্ট্র।

খ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

- জাতি একটি সক্রিয় ও বাস্তব রাজনৈতিক চেতনা। অপরদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ধারণা।
- জাতি গঠনে রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি; কিন্তু, জাতীয়তার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি নয়।
- জাতি হলো জাতীয়তার চূড়ান্ত পর্যায়। অন্যদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে জাতি গঠনের প্রাথমিক অবস্থা।
- জাতি খুব সুসংহত হয়; কিন্তু, জাতীয়তা সুসংহত নাও হতে পারে।

গ উদ্দীপকে জাতি গঠনে ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে।

জাতীয়তার ঐক্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। মানুষের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন হলো ভাষা। যখন কোনো জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকল লোক একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য, সংস্কৃতি তাদেরকে সমানভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিরা সর্বপ্রথম ঐক্যবদ্ধ হয় এবং প্রাণের বিনিময়ে বাংলা ভাষার দাবি আদায় করে। ভাষা আন্দোলনের এ চেতনাই তাদের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করে এবং স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত এসব তথ্য জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকেই নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাতি গঠনের যে উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে তা হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য।

Teachingbd24.com

ঘ জাতীয়তার অন্যতম উপাদান হিসেবে ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম।

ভাষা হলো মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম বাহন। একই ভাষাভাষী লোকজন সহজেই একে অন্যের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের একাত্মবোধ জন্মে। আর এ একাত্মবোধ জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভাগের পর বর্তমান বাংলাদেশের জনগণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বলে পরিচিত ছিল। ভাষাগত ঐক্যের অন্যতম উদাহরণ বাঙালি জাতীয়তাবাদ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের সূতিকাগার। ভাষাগত ঐক্যের কারণেই বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেন নি। যার ফলে ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা আন্দোলন সংঘটিত হয় এবং বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে।

দীর্ঘদিন একটি ভূখণ্ডে বসবাস করলে তাদের মধ্যে ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের ফলে ঐতিহ্যগত ঐক্য গড়ে ওঠে। একত্রে বসবাস করার ফলে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, আদান-প্রদান, বন্ধুত্ব-বৈরিতা, যুদ্ধ বিগ্রহ, টানাপোড়েন প্রভৃতিকে সাহস ও ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করার মাধ্যমে এটি গড়ে ওঠে। পূর্বসূরিদের এসব অতীত কার্যকলাপ পরবর্তীতে প্রেরণা ও গৌরববোধের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদি অন্যদের চেয়ে পৃথক ভাবতে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। রামজে ম্যুর ও জন স্টুয়ার্ট মিল তাই ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধকে জাতীয়তার অতি প্রয়োজনীয় উপাদান বলে বিবেচনা করেছেন।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষা ও সংস্কৃতির উপাদানগুলো জাতীয় জনসমাজকে জাতিগঠনে সহায়তা করে। আর জাতীয়তাবাদের এ উপাদানগুলো অর্থবহ।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সৃষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাই হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এ জাতীয়তাবাদী চেতনাই ছিল এদেশের সকল আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রেরণা শক্তি। বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তার মূলে ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ লালমনিরহাট। প্রশ্ন নং ২]

ক. Natio এবং Natus শব্দের অর্থ কী? ১

খ. জাতীয়তার একটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা নির্দেশ কর। ২

গ. জাতি গঠনে ভাষার গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ফসল'— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Natio এবং Natus শব্দের অর্থ জন্ম বা বংশ।

খ জাতীয়তা বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তার মধ্যে লর্ড ব্রাইস বলেন, 'ভাষা, সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা, প্রথা এবং ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ জনসমষ্টির মানসিকতাই হলো জাতীয়তা, যারা অনুরূপ অন্যদের থেকে নিজেদের আলাদা মনে করে।'

গ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতি গঠনে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। তাই ভাষার মাধ্যমে একটি জনসমাজের মধ্যে একাত্মবোধ গড়ে ওঠে। ভাষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য বিভিন্ন বংশোদ্ভূত জনগণের মধ্যে একাত্মতার ভাব জাগ্রত করে। যেমন-বাঙালি জাতি গঠনে ভাষার গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক। ১৯৪৭ সালে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির কিছুদিন পরেই পশ্চিম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাতৃভাষার ওপর আক্রমণ চলে। শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অচিরেই ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের অসারতা বুঝতে পারে। বাংলা ভাষাভাষী সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাভিত্তিক ঐক্য গড়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী রক্তক্ষয়ী ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ভাষাগত ঐক্যবোধ পূর্ণতা পায়।

বাঙালির জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা আন্দোলন সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে। নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক এবং গুরুত্ব পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালি হিসেবে নিজেদের আত্মপরিচয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকে। ভাষা কেন্দ্রিক এই ঐক্যই জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি রচনা করে, যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ফসল' — উক্তিটি যথার্থ।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এ আন্দোলনের ফলে নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক ও গুরুত্ব পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালি নিজেদের আত্মপরিচয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকে। ভাষাকেন্দ্রিক এই ঐক্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করে, যা পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ১১ দফা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয়, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ৭ মার্চের ভাষণ, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা এবং সর্বশেষ সুদীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন, এসব কিছুর পেছনে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত বাংলার জনগণ প্রতিটি আন্দোলনকে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সফল করেছে। গঠন করেছে একটি নতুন জাতিরাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ফসল। অর্থাৎ, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৬ সিরাজ সাহেব একজন রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি। তিনি জীবিকার প্রয়োজনে বিদেশে থাকেন। কর্মক্ষেত্রে তিনি তার বিদেশি সহকর্মীদের সাথে ভাল ভাব বজায় রাখেন। দেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলোতে অবদান রাখার চেষ্টা করেন এবং দেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করেন। *[চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝ? ১

খ. জাতীয়তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সিরাজ সাহেবের মধ্যে কোন বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ইতিহাস ও ঐতিহ্য দ্বারা কেন গর্ববোধ হয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ, আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক অনুভূতি।

জাতীয়তা নামক এই মানসিক অনুভূতির কারণেই ব্যক্তি নিজেকে অন্য জনসমাজ থেকে পৃথক ভাবে। এই জাতীয়তার কারণেই ব্যক্তি ভাষা ও সাহিত্য, চিন্তা, প্রথা ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এক জনসমষ্টি। জাতীয়তা মনন ও চিন্তার এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি করে।

গ সিরাজ সাহেবের মধ্যে দেশপ্রেম বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

দেশের মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং মাটি, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এসব কিছুই দেশপ্রেমের অংশ। দেশ ঠিক মায়ের মতোই। জন্মভূমির থেকে বড় কিছু নাই। নিজের দেশের জন্য একজন নাগরিক তাই প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার এই আবেগ ও অনুভূতিকেই বলে দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রেম বা দেশপ্রেম। দেশের মাটি ও মানুষকে আপন করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি সিরাজ সাহেব জীবিকার প্রয়োজনে বিদেশে থাকেন। বিদেশে থাকলেও তিনি দেশের মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা অনুভব করেন। এ কারণেই তিনি দেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলোতে অবদান রাখার চেষ্টা করেন এবং দেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করেন। সিরাজ সাহেবের এরূপ কর্মকাণ্ড ও মানসিকতায় দেশপ্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধশালী হওয়ায় সিরাজ সাহেবের গর্ববোধ হয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। জন্ম নেয় ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পাকিস্তানে ছিল দু'টি অংশ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ অংশের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান অপর অংশটি পশ্চিম পাকিস্তান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তবে শুরু থেকেই পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রিভূত হওয়ায় পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের করায়ত্ত করতে শুরু করে। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রতিবাদ ও আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলে। মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করার জন্য ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়। মাতৃভাষা রক্ষার চেতনা থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন—সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলে। ঐতিহাসিক ছয়দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে ভোট প্রদানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। বাংলা ভাষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়। এই জাতীয় ঐক্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এ বাঙালি জাতীয়তাবাদই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে জনগণকে অনুপ্রাণিত করে। এরই ধারাবাহিকতায় নয়মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ইতিহাসের পাশাপাশি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যও রয়েছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরবন। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে পাহাড়পুর বা সোমপুর বৌদ্ধবিহার, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ প্রভৃতি।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধশালী একটি দেশ। আর এ কারণেই উদ্দীপকে বর্ণিত সিরাজ সাহেবের বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৭ কাতারে কাজ করতে গেছে 'ক' ও 'খ'। দুই জনের কাজ দুই জায়গায় ও দুই রকম। অনেকদিন পর তাদের দুজনের দেখা হয় দেশের মানুষ হিসেবে এ দুই জনই পরস্পরকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। মনে হয় যেন অত্যন্ত তেষ্টার মাঝে শীতল জলের ছোঁয়া পাওয়া হলো। দুজনের মধ্যে অনেক কথা হলো, দেশের কত স্মৃতি তাদের মনে উঁকি দিয়ে গেল। *[নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ║ প্রশ্ন নং ৮]*

ক. দুজনের মধ্যে কোন অনুভূতির উপস্থিতি পাওয়া যায়? ১
খ. দেশপ্রেম এর একটি সংজ্ঞা দাও। ২
গ. তাদের জাতীয়তাবোধ কিভাবে দেশের উপকারে আসছে, বিবৃত করো? ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুই জনের জাতীয়তা সৃষ্টিতে ভৌগলিক ঐক্য এর প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দু'জনের মধ্যে দেশপ্রেম অনুভূতির উপস্থিতি পাওয়া যায়।

খ দেশপ্রেমের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন হেনরি জর্জ লিডেল এবং রবার্ট স্কট বলেছিলেন, দেশাত্মবোধ হলো প্রত্যেকের মাতৃভূমির সাথে মাতৃভূমির সম্পর্কযুক্ত বিষয় যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে।

মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম। এটি নাগরিকের পবিত্র অনুভূতি বৈ আর কিছুই নয়। দেশের মাটি, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এসব কিছুই দেশপ্রেমের অংশ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' এর জাতীয়তাবোধ বিভিন্নভাবে দেশের উপকারে আসছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' একই দেশের অধিবাসী বর্তমানে তারা কাতারে কর্মরত। অর্থাৎ, তারা প্রবাসী। প্রবাসী হলেও একই দেশের অধিবাসী হওয়ায় তাদের জাতীয়তাবোধ অভিন্ন। তাদের এই অভিন্ন জাতীয়তাবোধ বিভিন্নভাবে দেশের উপকারে আসছে।

প্রবাসী কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স (Remittance) বলে। 'ক' ও 'খ' এর জাতীয়তাবোধ অভিন্ন হওয়ায় তারা তাদের অর্জিত রেমিটেন্সের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, কিংবা তাদের জীবনযাত্রার মানই বাড়াচ্ছেনা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগও হচ্ছে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, বেকারত্বের হার হ্রাস পাচ্ছে। সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে। এভাবে উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' এর জাতীয়তাবোধ দেশের উপকারে আসছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' এর জাতীয়তা সৃষ্টিতে ভৌগোলিক ঐক্যের প্রভাব লক্ষণীয়।

জাতীয়তাবাদের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো ভৌগোলিক ঐক্য। কোনো একটি সুনির্দিষ্ট ভূখন্ডে একটি জনসমষ্টি যদি দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করে তবে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং ভাবের আদান-প্রদান চলতে থাকে। এর ফলে ঐ জনসমাজের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঐক্যানুভূতি গড়ে ওঠে। জাতি গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট ভূখন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, একই সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করার ফলে একটি জনসমাজ তার নিজস্ব অভ্যাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে; যা তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিষ্ঠানের ওপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, একই দেশের অধিবাসী 'ক' ও 'খ' বর্তমানে কাতারে কর্মরত। তাদের দুই জনের কাজ দুই জায়গায় এবং দুই রকম। অনেক দিন পর তাদের দুইজনের দেখা হয়। তারা পরস্পরকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। মনে হয় যেন অত্যন্ত তেষ্টার মাঝে শীতল জলের

Teachingbd24.com

ছোঁয়া পাওয়া গেল। তাদের এই অনুভূতিকে ভৌগোলিক ঐক্যের প্রভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। কেননা, তারা যদি একই দেশের অর্থাৎ একই ভৌগোলিক সীমানার অধিবাসী না হতো তাহলে তাদের মধ্যে এই অনুভূতি তৈরি হতো না।
পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' এর জাতীয়তা সৃষ্টিতে ভৌগোলিক ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ নীরা ও লীরা একত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। দেশের শিক্ষা শেষ করে যুক্তরাজ্যে উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাড়ি দেয়। নীরা যুক্তরাজ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। সেখানকার জীবনাচরণ নীরা মেনে নিতে পারেনি। মাতৃভূমির জন্য তার মন কাঁদে। লীরা পড়ালেখা শেষ করে যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। অন্যদিকে, নীরা দেশ মাতৃকার টানে ফিরে এসে শিক্ষকতা শুরু করেন।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৯]

ক. জাতীয়তা কী? ১
খ. জাতীয়তার উপাদান হিসাবে ভৌগোলিক ঐক্যের গুরুত্ব কী? ২
গ. নীরা যে কারণে যুক্তরাজ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি তা ব্যাখ্যা করো? ৩
ঘ. নীরা ও লীরার আচরণগত পার্থক্যের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো? ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয়তা হলো একটি মানসিক ধারণা যা অন্য জনসমাজ থেকে কোনো একটি জনসমাজকে পৃথক করে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি করে।

খ একই ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বহুকাল ধরে বাস করার ফলে একটি জনসমাজের মধ্যে এক ধরনের ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। নির্দিষ্ট ও অভিন্ন সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী জনসমষ্টির মধ্যে সাধারণ স্বার্থ ও সংস্কৃতিগত ঐক্যবোধের সৃষ্টি হয় এবং সেই ঐক্যবোধের ওপর ভিত্তি করে জাতীয়তার বিকাশ ঘটে। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অভ্যন্তর হতে সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ভৌগোলিক অনৈক্যের ফলশ্রুতি। ভৌগোলিক নির্দিষ্ট সীমারেখা না থাকার ফলে যাযাবরগণ জাতি গঠন করতে পারেনি। তবে একথাও সত্য, ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তার অপরিহার্য উপাদান নয়। তারপরও জাতীয়তা গঠনে ভৌগোলিক ঐক্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গ নীরা দেশপ্রেম থাকার কারণে যুক্তরাজ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি।

দেশের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ, আবেগ ও আপন করে ভাবার অনুভূতিই দেশপ্রেম। এটি এক ধরনের মানসিক ধারণা বা অনুভূতি। দেশপ্রেম মানুষের অন্তরে সদা বহমান। তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিস্থিতিতে তা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যুগে যুগে অনেকেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেন নি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে নীরা উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যে পাড়ি দেয়। সেখানকার জীবনাচরণ সে মেনে নিতে পারেনি। মাতৃভূমির জন্য তার মন কাঁদে। তাই সে দেশে ফিরে এসে শিক্ষকতা শুরু করে। যা নীরার দেশপ্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। কেননা একজন স্বদেশপ্রেমী মানুষ দেশপ্রেমকেই বড় করে দেখেন। স্বীয় স্বার্থ বা অন্য কোনো বাঁধা তার কাছে বড় হয় না। দেশপ্রেমই কোনো জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পরে। তাই বলা যায়, নীরা দেশপ্রেমের কারণেই যুক্তরাজ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি।

ঘ নীরা এবং লীরার আচরণে দেশপ্রেম থাকা এবং না থাকার পার্থক্য ফুটে উঠেছে।

দেশকে প্রবলভাবে সমর্থন করা এবং শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকাই দেশপ্রেম। বর্তমান সময়ে দেশের আইনকানুন মেনে চলা, জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা, নিজের অর্জিত জ্ঞানকে দেশের কল্যাণে কাজে লাগানো প্রভৃতি বিষয়ও দেশপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে দেখা যায়, নীরা যুক্তরাজ্য থেকে পড়াশোনা করে দেশের টানে ফিরে আসলেও লীরা তা করেনি। লীরা পড়াশোনা শেষ করে যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। যা তার দেশপ্রেমের অভাবকেই প্রতিফলিত করে। কেননা, সে দেশে বেড়ে উঠেছে, দেশের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করে বড় হয়েছে এবং পড়াশোনা শেষ করতে পেরেছে। কিন্তু সে দেশের প্রতি দায়িত্বকে অনুভব করেনি। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কেউ বিদেশে যেতেই পারে। কিন্তু সেই শিক্ষাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্র অবশ্যই নিজের দেশ হওয়া উচিত। এ বিষয়টি লীরার ক্ষেত্রে দেখা না গেলেও নীরার ক্ষেত্রে দেখা যায়। সে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে এসে শিক্ষকতার মাধ্যমে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত হয়, যা নীরার দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ। কারণ দেশের প্রতি কর্তব্য পালনও দেশপ্রেমের মধ্যেই পড়ে।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, নীরা দেশপ্রেমের কারণে দেশে ফিরে আসে, আর লীরার মধ্যে তা না থাকার কারণে যুক্তরাজ্যেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। তাই বলা যায়, নীরা ও লীরার মধ্যে দেশপ্রেম থাকা বা না থাকার পার্থক্য ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মুন বাংলাদেশের নাগরিক। সে ১৯৭১ সালে বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানিরা এ দেশের কেউ নয়। বাঙালিরা বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং পাকিস্তানিরা উর্দু ভাষায় কথা বলে। এ দেশকে পাকিস্তানিরা শোষণ করছে। ফলে মুন পাকিস্তানিদের আলাদা জাতি মনে করে।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ৫]

ক. জনমত কী? ১
খ. কেন শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে? ২
গ. উদ্দীপকে মুনের মনে জাতি গঠনে কোন উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদানটি ছাড়া জাতি গঠনে আর কি কি উপাদান রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ আধুনিককালে পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের ক্ষমতা অপ্রতিহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিভিন্ন কারণে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সরকারি কার্যাবলির প্রসারতা, আইনসভার সাংগঠনিক দুর্বলতা, শাসনকার্যে জটিলতা, জরুরি অবস্থা ও আন্তর্জাতিক সংকট, রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ, শাসন বিভাগের ওপর জনগণের আস্থা প্রভৃতি। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও আইনের মূল কাঠামো প্রস্তুত করে পরিপূর্ণতা দানের বিষয়টি শাসন বিভাগের ওপর অর্পিত থাকে। এ সব কারণেই শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ উদ্দীপকে মুনের মনে জাতি গঠনে ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে।

জাতি গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য। ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান হয়। এ ভাবের আদান-প্রদান জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান। তাই জাতি গঠনে এ উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদিও এটি জাতি গঠনের প্রধান উপাদান নয়। কেননা, বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের মধ্যেও জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন— সুইজারল্যান্ডের জনগণ বিভিন্ন ভাষায় কথা বললেও তারা একই জাতি। আবার ইংরেজ ও আমেরিকানরা একই ভাষায় কথা বলা সত্ত্বেও তারা দুটি ভিন্ন জাতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মুন বাংলাদেশের নাগরিক। সে ১৯৭১ সালে বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানিরা এদেশের কেউ নয়। বাঙালিরা বাংলা

Teachingbd24.com

ভাষায় কথা বলে এবং পাকিস্তানিরা উর্দু ভাষায় কথা বলে। পাকিস্তানিরা এদেশকে শোষণ করছে। তাই সে পাকিস্তানিদেরকে আলাদা জাতি মনে করে। এখানে মূলত ভাষা ও সাংস্কৃতিগত পার্থক্যই ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, মুনের মনে জাতি গঠনে ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদানটি ছাড়া জাতি গঠনে আরও কিছু উপাদান রয়েছে।

জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এমন এক জনসমষ্টি যারা হয় স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী। অর্থাৎ, জাতি হতে হলে রাজনৈতিক চেতনা গুরুত্বপূর্ণ। জাতি গঠনে বেশ কিছু উপাদান ভূমিকা রাখে।

ভৌগোলিক ঐক্য জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে এবং জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করতে হয়। ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত ঐক্য জাতীয়তার অন্যতম উপাদান। একই প্রথা, রীতিনীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য জনগণকে ঘনিষ্ঠ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে। ধর্মীয় ঐক্য জাতীয়তার আরেকটি উপাদান। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামক দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পেছনে ধর্মীয় ঐক্য প্রাধান্য পেয়েছিল। অর্থনৈতিক বন্ধনও জাতীয়তার আরেকটি উপাদান। অর্থনৈতিক সমস্বার্থের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ গড়ে ওঠে। ঐতিহ্যগত ঐক্যও জাতীয়তার আরেকটি উপাদান। দীর্ঘদিন একটি ভূখণ্ডে বসবাস করলে জনসমাজের মধ্যে ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের ফলে ঐতিহ্যগত ঐক্য গড়ে ওঠে। এছাড়া রাজনৈতিক ঐক্য, সমস্বার্থ ইত্যাদিও জাতি গঠনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতি গঠনের উপাদান হিসেবে উদ্দীপকে বর্ণিত ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে কোনো জনসমষ্টিকে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করতে হলে অন্যান্য উপাদানগুলোও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ 'ক' দেশের জনগণ ভাষার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ। ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তার পূর্বসূরিরা রক্ত দিয়েছে এবং এই আন্দোলনের পথ ধরেই 'ক' দেশের জনগণ এক সময় স্বাধীনতা অর্জন করে। *[সরকারি বরিশাল কলেজ। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. জাতি কী? ১
খ. জাতীয়তা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে জাতি গঠনের কোন উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদানটি ছাড়া জাতি গঠনের আর কী কী উপাদান রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এমন এক জনসমষ্টি যারা হয় স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী।

খ জাতীয়তা হচ্ছে একটি মানসিক ধারণা। উৎপত্তি অর্থে জাতীয়তা বলতে একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টিকে বোঝায়। আর পৌরনীতি ও সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের আধ্যাত্মিক চেতনা ও মানসিক ধারণা। সুতরাং বলা যায়, জাতীয়তা হচ্ছে একটি মানসিক ধারণা। জাতীয়তা মনন ও চিন্তার এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি করে।

গ সৃজনশীল ১২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩১ শিখা বাংলাদেশের নাগরিক। সে জানে '৫২-র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালীর ঐক্যবদ্ধতার সূত্রপাত। ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার পূর্বসূরিরা রক্ত দিয়েছে। ভাষা আন্দোলনের চেতনাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। *[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. জাতীয়তা কী? ১
খ. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে জাতি গঠনের কোন উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত উপাদানটি ছাড়া আর কোন কোন উপাদান রয়েছে? বর্ণনা করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয়তা হলো একটি মানসিক ধারণা যা অন্য জনসমাজ থেকে কোনো একটি জনসমাজকে পৃথক করে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি করে।

খ দেশের প্রতি মমত্ববোধ, অকৃত্রিম ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতিকেই দেশপ্রেম বলা হয়।

দেশের মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং মাটি, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এসব কিছুই দেশপ্রেমের অংশ। দেশ ঠিক মায়ের মতোই। জন্মভূমির থেকে বড় কিছু নাই। নিজের দেশের জন্য একজন নাগরিক তাই প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার এই আবেগ ও অনুভূতিকেই বলে দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রেম বা দেশপ্রেম। দেশের মাটি ও মানুষকে আপন করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম।

গ সৃজনশীল ১২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩২ 'ক' রাষ্ট্রটি পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বিভক্ত। পূর্বাঞ্চলের জনগণ বাংলায় কথা বলত। তারা ওই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। তারা নিজেদেরকে অনেক দিক থেকে পশ্চিম অঞ্চল থেকে আলাদা ভাবে। কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাকে অগ্রাহ্য করে অন্য একটি ভাষা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে তারা সংগ্রাম করে। পরবর্তীকালে পূর্বাঞ্চলের জনগোষ্ঠী 'ক' দেশ থেকে আলাদা হয়ে নতুন একটি দেশের জন্ম দেয়।

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]

ক. দেশপ্রেম কী? ১
খ. জাতিরাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে কোন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্বাঞ্চলের মানুষ সংগ্রাম করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদানই উক্ত চেতনার একমাত্র উপাদান নয়। বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ, আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রই জাতি রাষ্ট্র।

সুনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্বশাসনের লক্ষ্যে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। জাতি রাষ্ট্র একদিকে যেমন জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত, তেমনি তা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি অন্যদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করে বলে জাতি রাষ্ট্র গঠন করে। ইতালীয় রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলিকে জাতি রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা মনে করা হয়। সাধারণত জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য থাকে।

গ সৃজনশীল ৯ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৩ জনাব এফ করিম ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ শুনেছেন সশরীর উপস্থিত থেকে। বঙ্গবন্ধু তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো।' আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি..... । তিনি আরো শুনেছেন বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করছেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণা শুনে উজ্জীবিত হয়ে পরবর্তীকালে এফ করিমসহ লাখো জনতা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরবর্তী কালে আখাউড়ার এক যুদ্ধে শত্রুর বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যায় এফ করিমের দেহ। আমরা তার আত্মার শান্তি কামনা করছি।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা। প্রশ্ন নং ১১]

ক. দেশপ্রেম এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে এফ করিম সাহেব এর মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ কীসের বহিঃপ্রকাশ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে এফ করিম সাহেব এর কার্যক্রম থেকে আমাদের শিক্ষণীয় এবং পরবর্তীতে করণীয় বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশপ্রেম এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Patriotism'।

খ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

জাতি বলতে বোঝায় এমন এক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ যারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী। অন্যদিকে, কোনো জনসমাজের মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয় তখন তকে জাতীয়তা বলে। অর্থাৎ, জাতি গঠনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সংগঠন থাকা অপরিহার্য, কিন্তু জাতীয়তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই। জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা। কিন্তু জাতীয়তা গঠনে স্বাধীনতার প্রয়োজন নেই। বরং মানসিক ঐক্যানুভূতি, অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য থাকা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে এফ. করিম সাহেবের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ।

দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধকে দেশপ্রেম বলে। দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। দেশের প্রচলিত আইন-কানুন মেনে চলা, দেশীয় পণ্য ব্যবহারে প্রাধান্য দেওয়া, জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা ও অপচয় রোধ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রভৃতি দেশপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত। দেশের উন্নতির জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার মধ্য দিয়েই দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে। দেশপ্রেম মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। দেশপ্রেমিকগণ দেশের সম্পদ, স্বার্থ, মর্যাদা প্রভৃতিকে নিজের সম্পদ, স্বার্থ, মর্যাদা মনে করেন। তাই তারা দেশের জন্য, দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করতেও পিছপা হন না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব এফ করিম সাহেব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সশরীরে উপস্থিত থেকে শোনেন। যেখানে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তিনি এই ঘোষণা শুনে উজ্জীবিত হয়ে লাখো জনতার সাথে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে শত্রুর গুলিতে তিনি প্রাণ হারান। তিনি দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রাণ দেন। তাই বলা যায়, এফ করিম সাহেবের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ।

ঘ উদ্দীপকে এফ করিম সাহেব এর কার্যক্রম থেকে আমাদের শিক্ষণীয় হলো দেশপ্রেম এবং দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ। যা আমাদেরকে পরবর্তীতে একটি সুন্দর দেশ গঠনে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

জন্মভূমির থেকে বড় কিছু নেই। নিজের দেশের জন্য একজন নাগরিক তাই প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। দেশের মাটি ও মানুষকে আপন করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম। নাগরিকের মধ্যে দেশপ্রেম থাকলেই সে দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়। তার প্রত্যেকটা কাজ হয় দেশের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে। যার ফলে একটি সমৃদ্ধ দেশ গঠিত হতে পারে।

উদ্দীপকের এফ করিম নিজের স্বার্থ এমনকি নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। যা থেকে প্রত্যেক নাগরিক শিক্ষা নিতে পারে। শুধু শিক্ষা নিলেই হবে না, দেশের প্রশ্নে নিজের দায়িত্বও পালন করতে হবে। নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রশাসনের সবক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রের সচেতন নাগরিক হিসেবে সন্তানদের শিক্ষাদান, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, ভোটদান, সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপন প্রভৃতি কাজ করতে হবে, যাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। দেশের প্রতি আনুগত্য থাকলেই নাগরিক নিষ্ঠাবান হয়। সর্বোপরি, একটি সমৃদ্ধ দেশ গঠনে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনকে কর্তব্য বলে মনে করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের এফ করিম সাহেবের কার্যক্রম থেকে আমরা দেশপ্রেমের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি এবং সঠিকভাবে দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারি।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ 'ব' রাষ্ট্রটি পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বিভক্ত। পূর্বাঞ্চলের জনগণ বাংলায় কথা বলত। তারা ওই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। তারা নিজেদেরকে অনেক থেকে পশ্চিম অঞ্চল থেকে আলাদা ভাবে। কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাকে অগ্রাহ্য করে অন্য একটি ভাষা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে তারা সংগ্রাম করে। পরবর্তীকালে পূর্বাঞ্চলের জনগোষ্ঠী 'ব' দেশ থেকে আলাদা হয়ে নতুন একটি দেশের জন্ম দেয়।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১১]

ক. Natus শব্দের অর্থ কী? ১

খ. জাতি এবং জাতীয়তার দুটি পার্থক্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ব' রাষ্ট্রে কোন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্বাঞ্চলের মানুষ সংগ্রাম করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদানই জাতীয়তার একমাত্র উপাদান নয়। বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Natus' শব্দের অর্থ হলো 'Born' অর্থাৎ জন্ম।

খ জাতি এবং জাতীয়তার মধ্যে দুটি পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. জাতি একটি সক্রিয় ও বাস্তব রাজনৈতিক চেতনা। অপরদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে এক প্রকার মানসিক ধারণা।

২. জাতি গঠনে রাজনৈতিক চেতনা জরুরি। কিন্তু জাতীয়তা গঠনে রাজনৈতিক চেতনা জরুরি নয়।

গ সৃজনশীল ৯ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

★ জাতি ও জাতীয়তার ধারণা

১. 'Natus' —এর শাব্দিক অর্থ কোনটি? [জ্ঞান]
ক জ্ঞাতি খ জাতি
গ জাতীয়তা ঘ জন্ম ঘ

২. বর্তমান বিশ্বে কতটি দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল? [জ্ঞান]
ক ১৭০টি খ ১৭২টি
গ ১৭৩টি ঘ ১৭৪টি ঘ

৩. 'জাতি হলো রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত এমন এক জাতীয়তা যা স্বাধীন কিংবা স্বাধীনতাকামী'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক অধ্যাপক জিম্মার্ন খ রামজে ম্যুইর
গ জে এইচ হায়েস ঘ লর্ড ব্রাইস ঘ

৪. 'জাতীয়তা' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? [জ্ঞান]
ক Nationalism খ National
গ Nationality ঘ Nation গ

৫. রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত সমাজকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক সমাজ খ রাজনৈতিক সমাজ
গ নির্বাচকমণ্ডলী ঘ জাতি ঘ

৬. Natio এবং Natus কোন ভাষার শব্দ? [জ্ঞান]
ক গ্রিক খ ল্যাটিন
গ ইংরেজি ঘ ফরাসি খ

৭. জাতীয় রাষ্ট্রের প্রবক্তা কে? [জ্ঞান]
ক ম্যাকিয়াভেলি খ ম্যাকাইভার
গ গেটেল ঘ এরিস্টটল ক

৮. Nation এবং Nationality' শব্দ দুটি কোন ভাষার শব্দ? [জ্ঞান]
ক রোমান খ গ্রীক
গ জার্মান ঘ ল্যাটিন ঘ

৯. কে ঐতিহ্যগত উপাদানকে জাতি গঠনের জন্যে অনাবশ্যক বলে মনে করেন? [জ্ঞান]
ক মিল খ লিকক
গ লাস্কি ঘ রেনান ঘ

১০. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক কে? [জ্ঞান]
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ তাজউদ্দিন আহমদ
গ জেনারেল (অব.) এম এ জি ওসমানী
ঘ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ক

১১. জাতি রাষ্ট্রের প্রবক্তা কে? [ঢা. বো. '১৬; ব. বো. '১৬; কু. বো. '১৫]
ক ম্যাকিয়াভেলী খ হবস
গ জন লক ঘ রুশো ক

১২. জাতীয়তা শব্দের ইংরেজি শব্দ কোনটি? [সি.বো. '১৫]
ক Nation খ National
গ Nationality ঘ Nationalism গ

১৩. 'জাতীয়তা এক প্রকার মানসিক ধারণা'— কথাটি কে বলেছেন? [দি. বো. '১৫; সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক রেনান খ লর্ড ব্রাইস
গ জিন্সবার্গ ঘ লাস্কি ঘ

১৪. Natio শব্দের বাংলা অর্থ কী? [রা. বো. '১৫]
ক জাতি খ জাতীয়তা
গ জন্ম ঘ বংশ গ

১৫. 'জাতি হলো একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টি যাদের মধ্যে ভৌগোলিক ঐক্য বিদ্যমান' উক্তিটি করেছেন— [রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী]
ক বার্জেস খ লর্ড ব্রাইস
গ লিকক ঘ ফাইনার ক

১৬. ল্যাটিন Natio এবং Natus শব্দের অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক জীবন খ ব্যক্তি
গ ব্যক্তিত্ব ঘ জন্ম ঘ

১৭. রাজনৈতিক চেতনাবোধ থেকে কী তৈরি হয়? [অনুধাবন]
ক জাতীয় ঐক্য খ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
গ চারিত্রিক উন্নতি ঘ জাতীয়তাবোধ ক

১৮. জাতীয়তার ধারণা কীরূপ? [জ্ঞান]
ক বাস্তব খ সুসংগঠিত
গ বাহ্যিক ঘ মানসিক ঘ

১৯. একই ভাষা ব্যবহার করে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন জাতি, এমন উদাহরণ— [প্রয়োগ]
i. সৌদি আরব
ii. কুয়েত iii. চীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ক

★★ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যকার পার্থক্য

২০. জাতীয়তা কোন প্রকৃতির ধারণা? [জ্ঞান]
ক ভাবগত খ আদর্শগত
গ বস্তুগত ঘ ধারণাগত ক

২১. ফরাসি বিপ্লব কত সালে সংঘটিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৭৮৮ সালে খ ১৭৮৯ সালে
গ ১৭৯০ সালে ঘ ১৭৯১ সালে খ

২২. ষোড়শ শতকে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল— [অনুধাবন]
i. পোপতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায়
ii. সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে
iii. রাজতন্ত্রের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii খ

★★ জাতীয়তার উপাদানসমূহ

২৩. জাতীয়তার কোন উপাদানটিকে বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় না? [সি.বো. '১৫]
ক বংশগত ঐক্য খ ভাষাগত ঐক্য
গ ভৌগোলিক ঐক্য ঘ সাংস্কৃতিক ঐক্য ক

২৪. কোন ধরনের চেতনা জাতীয় জনসমাজকে অন্য জনসমাজ থেকে পৃথক করে তোলে? [আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ; সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর]
ক সামাজিক চেতনা
খ রাজনৈতিক চেতনা
গ জাতীয়তাবাদী চেতনা
ঘ ধর্মীয় চেতনা গ

২৫. জাতীয়তার কোন উপাদানকে বর্তমানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়? [অনুধাবন]
ক ধর্মীয় খ বংশগত
গ ভাষা ঘ ভৌগোলিক গ

২৬. জনসমাজ + মানসিক ধারণা = ? [অনুধাবন]
ক জাতি খ জাতীয়তা
গ জাতীয়তাবাদ ঘ জাতীয়তাবোধ খ

২৭. জাতীয়তার উপাদান কয়টি? [জ্ঞান]
ক ৭টি খ ৫টি
গ ৩টি ঘ ২টি ক

http://teachingbd.com

২৮. কোনটি জাতীয়তাবাদের উপাদান নয়? [জ্ঞান]
ক) বংশগত ঐক্য খ) ভৌগোলিক ঐক্য
গ) সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক
ঘ) মানবিক ঐক্য **গ**

২৯. রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ জাতীয়তার উপাদানসমূহকে কয়ভাগে বিভক্ত করেছেন? [জ্ঞান]
ক) দুই ভাগে খ) তিন ভাগে
গ) চার ভাগে ঘ) ৫ ভাগে **ক**

৩০. ভাষাগত ঐক্য ছাড়াও যে এক জাতিতে পরিণত হওয়া যায় তার উদাহরণ— [অনুধাবন]
ক) ভারত ও সুইজারল্যান্ড
খ) ভারত ও নেপাল
গ) ভারত ও বাংলাদেশ
ঘ) ভারত ও ব্রিটেন **ক**

৩১. জাতির মধ্যে কোন চেতনাটি প্রবল থাকে? [চ. বো. '১৬; ব. বো. '১৬; সি. বো. '১৬]
ক) ধর্মীয় খ) রাজনৈতিক
গ) অর্থনৈতিক ঘ) গোষ্ঠীগত **খ**

৩২. জাতীয়তা গঠনের অপরিহার্য উপাদান কোনটি? [য. বো. '১৫; রা. বো. '১৫; শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]
ক) ভাষাগত ঐক্য খ) ধর্মীয় ঐক্য
গ) সাংস্কৃতিক ঐক্য ঘ) মানসিক ঐক্য **ক**

৩৩. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জাতীয়তার যে উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— [চ. বো. '১৫]
ক) বংশগত ঐক্য খ) ধর্মীয় ঐক্য
গ) ভাষাগত ঐক্য ঘ) ভৌগোলিক ঐক্য **গ**

৩৪. পৃথিবীর সকল মুসলমান এক জাতি কেন? [আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী; মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
ক) ধর্মীয় ঐক্যের জন্য
খ) ভাষাগত ঐক্যের জন্য
গ) বংশগত ঐক্যের জন্য
ঘ) সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য **ক**

৩৫. জাতীয়তা সৃষ্টির অপরিহার্য উপাদান কোনটি? [অনুধাবন] [শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]
ক) বংশগত ঐক্য খ) ধর্মীয় ঐক্য
গ) ভৌগোলিক ঐক্য ঘ) মানসিক ঐক্য **ঘ**

৩৬. ফিকটে কোন দেশের দার্শনিক? [জ্ঞান]
ক) জার্মানি খ) ফ্রান্স
গ) ইতালি ঘ) সুইডেন **ক**

৩৭. 'Nomadic Group' শব্দের অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক) ভবঘুরে জনসমষ্টি খ) জাতি রাষ্ট্র
গ) জাতীয়তা ঘ) জাতি **ক**

৩৮. বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের উপাদান হলো— [আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
i. ভৌগোলিক ঐক্য
ii. ভাষাগত ঐক্য
iii. ধর্মগত ঐক্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

৩৯. ধর্মের ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র— [অনুধাবন]
i. বাংলাদেশ
ii. ইসরাইল iii. পাকিস্তান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও ii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii **খ**

৪০. জাতীয়তার উপাদান বংশগত ঐক্য সম্পর্কে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. ইংরেজ ও জার্মানদের মধ্যে বংশগত ঐক্য নেই
ii. বংশগত ঐক্য ছাড়াও জাতীয়তা সৃষ্টি হতে পারে
iii. বিভিন্ন বংশের সংমিশ্রণে জাতি গড়ে উঠতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

৪১. কানাডায় বর্তমানে অনেক নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। কিন্তু আদিবাসীরাই একমাত্র বংশপরম্পরায় কানাডাতে বসবাস করছে। কানাডা জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. বহু বংশজাত জনসমষ্টি
ii. ভৌগোলিক ঐক্য
iii. ইংরেজ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

★★ জাতীয়তা নির্ধারণ নীতি

৪২. জাতীয়তা নির্ধারণে বর্তমান বিশ্বে প্রধানত কয়টি নীতিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়? [জ্ঞান]
ক) পাঁচটি খ) চারটি
গ) তিনটি ঘ) দুইটি **ঘ**

৪৩. জাতীয়তা জাতিতে পরিণত হয় কীসের মাধ্যমে? [অনুধাবন]
ক) স্বাধীন অর্থনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে
খ) স্বাধীন সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে
গ) স্বাধীন রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে
ঘ) স্বাধীন ধর্মীয় সংগঠনের মাধ্যমে **গ**

৪৪. জাতীয়তাবাদী চেতনার ফসল কী? [জ্ঞান]
ক) জাতি খ) জাতীয়তা
গ) উপজাতি ঘ) গোষ্ঠী **ক**

৪৫. বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক পরিচয় বা জাতীয়তা কী? [জ্ঞান]
ক) বাঙালি
খ) বাংলাদেশি
গ) পূর্ব বাংলার বাঙালি
ঘ) বাংলাদেশি বাঙালি **খ**

৪৬. জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল কোন যুগে? [ঢা. বো. '১৫; ব. বো. '১৫]
ক) প্রাচীন যুগে খ) মধ্যযুগে
গ) প্রাক-মধ্যযুগে ঘ) আধুনিক যুগে **ঘ**

৪৭. জাতীয়তা হয়— [চ. বো. '১৫]
ক) জনসমষ্টি + রাজনৈতিক চেতনা
খ) জাতি + রাজনৈতিক সংগঠন
গ) রাজনৈতিক সংগঠন + স্বাধীনতা
ঘ) রাজনৈতিক চেতনা + রাজনৈতিক সংগঠন **ক**

৪৮. জনসমাজ + রাজনৈতিক চেতনা = ?
'?' চিহ্নিত স্থানে কী বসবে? [রা. বো. '১৫]
ক) জাতি খ) জাতীয়তা
গ) সার্বভৌমত্ব ঘ) আমলাতন্ত্র **খ**

৪৯. উৎপত্তিগত অর্থে জাতি ও জাতীয়তা বলতে বোঝায়— [য. বো. '১৫]
ক) একই বংশোদ্ভূত জাতি
খ) সম আদর্শে বিশ্বাসী দল
গ) সম ধর্মের অনুসারী
ঘ) একই কর্মে বিশ্বাসী **ক**

৫০. জাতীয়তাবাদ কী সৃষ্টি করে? [কু. বো. '১৫; আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]
ক) নৈতিকতা খ) সামাজিকতা
গ) কর্মদক্ষতা ঘ) দেশপ্রেম **ঘ**

teachingbd.com

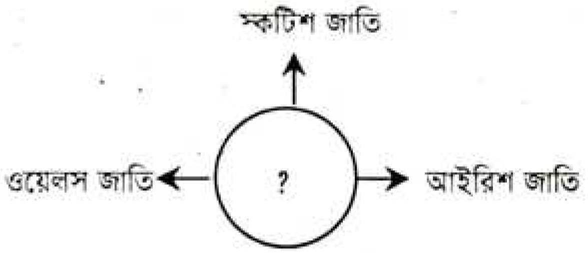

৫১. উপরে চিত্রে (?) স্থানে কীসের কথা বলা হয়েছে? [প্রয়োগ]
(ক) আমেরিকান জাতি
(খ) ব্রিটিশ জাতি
(গ) রোমান জাতি (ঘ) ফরাসি জাতি — খ

৫২. শাহিন গ্রিস থেকে বাংলাদেশে এসে রাজশাহী তার বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে গেছে। তার বান্ধবী রামিন রাজশাহী সরকারি স্কুলে পড়ে। শাহিন বলে "গ্রিস অনেক সুন্দর দেশ" কিন্তু আমার দেশের মতো নয়। অনুচ্ছেদে জাতীয়তার কোন উপাদানের ভিত্তিতে রামিন ও শাহিন উভয়ই "বাঙালি"? [কু. বো. ১৩]
i. নৃ-তাত্ত্বিক
ii. ধর্মীয়
iii. ভৌগোলিক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii ও iii
(গ) iii (ঘ) i ও iii — ঘ

৫৩. ধর্মের ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র— [অনুধাবন]
i. বাংলাদেশ
ii. ইসরাইল
iii. পাকিস্তান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii — খ

৫৪. বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটতে থাকে— [অনুধাবন]
i. ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর
ii. নবজাগরণের ফলে
iii. সুপ্রাচীনকালে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — ক

৫৫. বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের উপাদান হলো— [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
i. ভৌগোলিক ঐক্য
ii. ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত ঐক্য
iii. ধর্মগত ঐক্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — ক

৫৬. আমাদের দেশে আদিবাসীদের মধ্যে অন্যতম হলো— [অনুধাবন]
i. সাঁওতাল
ii. ওরাং iii. চাকমা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — ঘ

★★ দেশপ্রেমের ধারণা

৫৭. ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনে কোন জাতীয়তাবাদী প্রেরণা কাজ করেছিল? [চা. বো. ১৩]
(ক) বাংলাদেশি (খ) বাঙালি
(গ) উগ্র (ঘ) ধর্মীয় — খ

৫৮. "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা" উক্ত বন্দনায় কী প্রকাশ পেয়েছে? [য. বো. ১৩; মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
(ক) দেশপ্রেম (খ) জাতীয়তা
(গ) স্বাধীনতা (ঘ) জনমত — ক

৫৯. "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। সার্থক জনম মা'গো তোমায় ভালোবেসে।" উক্ত বন্দনায় কী প্রকাশ পেয়েছে? [বি এ এম শাহীন কলেজ, পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাঙ্গাইল]
(ক) দেশপ্রেম (খ) জাতীয়তা
(গ) স্বাধীনতা (ঘ) জনমত — ক

৬০. নাগরিক এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলো যদি দেশপ্রেমকে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. দেশের উন্নয়ন হবে
ii. দেশের দুর্নীতি হ্রাস পাবে
iii. দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — ঘ

★ জাতীয়তা ও দেশপ্রেম

৬১. ফরাসি চিন্তাবিদ রেনান বলেন— 'জাতীয়তা একটি মানসিক সত্তা এটি এক প্রকার সজীব মানসিকতা' সংজ্ঞাটিতে মানসিক সত্তার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? [উচ্চতর দক্ষতা]
(ক) স্বজনপ্রীতি (খ) দেশপ্রেম
(গ) সাম্য (ঘ) স্বাধীনতা — খ

৬২. যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে উপাদান হিসেবে কাজ করেছে— [অনুধাবন]
i. ভাষা
ii. সংস্কৃতি iii. ধর্ম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — ক

৬৩. জাতীয়তা ও দেশপ্রেম— [অনুধাবন]
i. এক ও অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত
ii. মানুষের আচার-আচরণ
iii. আত্মার এক নিবিড় সম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii — গ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৪ ও ৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভারতীয় উপমহাদেশ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল। স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্ত হলে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। [চা. বো. ১৩]

৬৪. ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় কীসের মাধ্যমে?
(ক) দীর্ঘ যুদ্ধের মাধ্যমে
(খ) তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে
(গ) আত্মঘাতী হামলা বৃদ্ধির কারণে
(ঘ) ব্রিটিশদের উদারতার কারণে — খ

৬৫. ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়ার পেছনে কোন বিষয়টি কাজ করেছে বলে তুমি মনে কর?
(ক) আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ
(খ) ভাষাগত পার্থক্য
(গ) ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ
(ঘ) অর্থনৈতিক শোষণ — গ

Teachingbd.com

http://teachingbd.com